ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم (العراقي)

القسم: علوم الحديث

الكتاب: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، ألفية العراقي

المؤلف: أَبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806 هـ)

المحقق: د عبد المحسن بن محمد القاسم

محققة على نسخة بخط الناظم ونسخ أخرى مقروءة عليه وعليها خطه وإجازته

الطبعة: الثالثة، 1442 هـ - 2021 م

عدد الصفحات: 398

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

تاريخ النشر بالشاملة: 17 جُمادَى الآخرة 1443

ইরাকীর আলফিয়্যাহ (সহস্রপদী কাব্য): আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাজকিরাহ - আল-কাসেম কর্তৃক সম্পাদিত (আল-ইরাকী)

বিভাগ: হাদীস বিজ্ঞান

গ্রন্থ: হাদীস বিজ্ঞানের আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাজকিরাহ, ইরাকীর আলফিয়্যাহ

লেখক: আবুল ফাদল আব্দুর রাহিম ইবনুল হুসাইন আল-ইরাকী (মৃত্যু ৮০৬ হি.)

সম্পাদক: ড. আব্দুল মুহসিন ইবন মুহাম্মাদ আল-কাসেম

এটি কাব্যরচয়িতার স্বহস্তলিপি এবং তাঁর কাছে পঠিত ও তাঁর স্বাক্ষর ও ইজাযত (অনুমতি) প্রাপ্ত অন্যান্য পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত।

সংস্করণ: তৃতীয়, ১৪৪২ হি. - ২০২১ খ্রি.

পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৩৯৮

[গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্কন মুদ্রিত সংস্করণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ]

শামিলাতে প্রকাশের তারিখ: ১৭ জুমাদাল আখিরাহ ১৪৪৩

مُتُونُ طَالِبِ العِلمِ

مُحَقَّقَةٌ عَلى (230) مَخطُوطَة

المُتُونُ الإِضَافِيَّةُ

(5)

التَّبْصِرَةُ وَالتَّذْكِرَةُ فِي عُلُوم الحَدِيثِ

أَلفِيَّةُ العِرَاقِيّ

مُحَقَّقَةٌ عَلَى نُسَخَةٍ بِخَطِّ النَّاظِمِ وَنُسَخٍ أُخْرَى مَقْرُوءَةٍ عَلَيهِ وَعَلَيهَا خَطُّهُ وَإِجَازَتُهُ

لِلحَافِظِ

أَبِي الفَضْلِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الحُسَيْنِ العِرَاقِيّ

المُتَوفَّى (806 هـ)

تحقيق

د. عَبد المُحْسِن بن مُحَمَّدَ القَاسم

إِمَامِ وَخَطِيبِ المَسجِدِ النَّبَوي الشَريف

জ্ঞানান্বেষীর মূল পাঠ্যসমগ্র
২৩০টি পাণ্ডুলিপি অবলম্বনে সম্পাদিত
সম্পূরক পাঠ্যগ্রন্থাবলি
(5)

হাদীস বিজ্ঞানে অন্তর্দৃষ্টি ও স্মরণিকা
ইরাকীর সহস্রপদী কাব্য
রচয়িতার স্বহস্তলিখিত একটি অনুলিপি এবং তাঁর সামনে পঠিত অন্যান্য অনুলিপি, যেগুলোর উপর তাঁর স্বহস্তলিপি ও ইজাজাহ (সনদ) বিদ্যমান ছিল, সেগুলোর ভিত্তিতে সম্পাদিত।

হাফিজ কর্তৃক
আবু আল-ফাদল আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন আল-ইরাকী
ইন্তেকাল: ৮০৬ হিজরী

সম্পাদনা
ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাসিম
পবিত্র মসজিদে নববীর ইমাম ও খতীব

ح عبد المحسن بن محمد القاسم 1442 هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
العراقي، عبد الرحيم بن الحسين

التبصرة والتذكرة في علوم الحديث (ألفية العراقي)./
عبد المحسن بن محمد القاسم؛ عبد الرحيم بن الحسين العراقي - الرياض، ط 3.
- المدينة المنوة، 1442 هـ
ص 397، 17 × 24 سم
ردمك: 0 - 7735 - 03 - 603 - 978
1 - علوم الحديث
2 - الحديث - إسناد
3 - الحديث - تراجم الرواة
أ. القاسم، عبد المحسن بن محمد (محقق) ب. العنوان
ديوي 230
1442 /7855
رقم الإيداع: 1442 /7855
ردمك: 0 - 7735 - 03 - 603 - 978
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الثالثة
1442 هـ - 2021 م

সম্পাদনা করেছেন: আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল-কাসিম ১৪৪২ হিজরী।
প্রকাশনার সময় কিং ফাহাদ জাতীয় গ্রন্থাগারের ক্যাটালগিং।
ইরাকী, আব্দুল রাহিম বিন আল-হুসাইন।
আল-তাবসিরা ওয়াত-তাজকিরা ফি উলুমিল হাদীস (আল-ইরাকীর আলফিয়্যাহ)।/
আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল-কাসিম; আব্দুল রাহিম বিন আল-হুসাইন আল-ইরাকী - রিয়াদ, ৩য় সংস্করণ।
- আল-মাদীনাতুল মুনাওয়ারা, ১৪৪২ হিজরী।

পৃষ্ঠা ৩৯৭, ১৭ × ২৪ সেমি।
আইএসবিএন: 0 - 7735 - 03 - 603 - 978
১ - হাদীস বিজ্ঞান।
২ - হাদীস - ইসনাদ।
৩ - হাদীস - রাবীদের জীবনী।
ক. আল-কাসিম, আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ (সম্পাদক) খ. শিরোনাম।
ডিউই ২৩০০
৭৮৫৫/ ১৪৪২
জমা নং: ৭৮৫৫/ ১৪৪২
আইএসবিএন: 0 - 7735 - 03 - 603 - 978
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
তৃতীয় সংস্করণ।
১৪৪২ হিজরী - ২০২১ খ্রিস্টাব্দ।

مُتُونُ طالِبِ العِلمِ
مُحَقَّقَةٌ عَلى (230) مَخطُوطَة
المُتُونُ الإضَافِيَّةُ
(5)

التَّبْصِرَةُ وَالتَّذْكِرَةُ في عُلُوم الحَدِيثِ
أَلفِيَّةُ العِرَاقِيِّ
مُحَقَّقَةٌ عَلَى نُسخَةٍ بِخَطِّ النَّاظِمِ وَنُسَخٍ أُخرَى مَقْرُوءَةٍ عَلَيهِ وَعَلَيهَا خَطُّهُ وَإِجَازَتُهُ

لِلحَافِظِ
أَبِي الفَضْلِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الحُسَيْنِ العِرَاقِيّ
المُتَوفَّى (806 هـ)

تحقيق
د. عَبد المُحْسِن بن مُحَمَّدَ القَاسم
إِمَامِ وَخَطِيبِ المَسجِدِ النَّبَوي الشَريف

জ্ঞান অন্বেষণকারীর মূল গ্রন্থাবলি
২৩০টি পাণ্ডুলিপির উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত
অতিরিক্ত মূল গ্রন্থাবলি
(৫)

হাদিস বিজ্ঞান বিষয়ক 'আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ'
'আল-ইরাকীর আলফিয়াহ'
গ্রন্থকারের স্বহস্তে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি এবং তার সামনে পঠিত ও তার স্বাক্ষর ও ইজাযতপ্রাপ্ত অন্যান্য পাণ্ডুলিপির উপর সত্যায়িত।

আল-হাফিয
আবু আল-ফাদল আব্দুর রাহিম ইবনুল হুসাইন আল-ইরাকী
ইন্তেকাল (৮০৬ হিজরী)

সম্পাদনা
ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাসিম

মসজিদে নববী শরীফের ইমাম ও খতীব

لأهمية المتون لطالب العلم

أُنشئ قسم في المسجد النبوي لحفظ هذه المتون،

ويضم العديد من الطلاب الصغار والكبار طوال العام

ويمكن الالتحاق به في حلقات التعليم عن بعد على رابط:

www.mottoon.com

لتَحميلِ متونِ طالبِ العلم نُسخة إلكترونيَّةً،

والاستماعِ إلى شرحِها مباشرةً أو تَحْميلِها على رابط:

www.a-alqasim.com

জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্রদের জন্য মূল পাঠ্যসমূহের গুরুত্বের কারণে
এই মূল পাঠ্যসমূহ মুখস্থ করার জন্য মসজিদে নববীতে একটি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে,
এবং এটি সারা বছর ধরে অনেক ছোট ও বড় ছাত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে।
দূরশিক্ষণ পাঠচক্রে এই লিঙ্কের মাধ্যমে এতে যোগ দেওয়া যেতে পারে:
www.mottoon.com
জ্ঞান অন্বেষণকারী ছাত্রদের জন্য মূল পাঠ্যসমূহের একটি ইলেকট্রনিক সংস্করণ ডাউনলোড করার জন্য,
এবং এর ব্যাখ্যা সরাসরি শোনার জন্য অথবা তা ডাউনলোড করার জন্য এই লিঙ্কে:
www.a-alqasim.com

بسم الله الرحمن الرحيم

المُقدِّمة

الحمدُ للَّه ربِّ العالمين، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أمَّا بعد:

فقد أنزلَ اللَّهُ كتابَه على النَّاس، ووعَد بحفظِه، ومنَّ على المؤمنين ببِعثةِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكان الصَّحابةُ رضي الله عنهم ينقلون للأمَّة أقوالَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم وأفعالَه وتقريراتِه وأوصافَه، ثمَّ نقلَها مَن بعدَهم إلى مَن يليهِم.

ثمَّ دوَّن جهابذةُ العلماءِ سُنَّةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم على المسانيد والجوامع والسُّنن والمستخرجات، وبيَّنوا صحيحَها من سقيمِها، وأسَّسوا علمَ الجرح والتَّعديل، وتنوَّعت جهود العلماء في ذلك، فكان القاضي الحسن بن عبد الرَّحمن الرَّامَهُرْمُزِيُّ رحمه الله (ت 360 هـ) أوَّلَ مَن أفردَ علمَ أصول الحديث بالتَّصنيف، في كتابٍ سمَّاه: «المُحَدِّثَ الفاصِلَ بين الرَّاوي والوَاعي».

ثمَّ تلاه الحافظ أبو عبد الله الحاكم النَّيسابوريُّ رحمه الله (ت 405 هـ)، فصنَّف كتاباً خفيفاً يشتمل على أنواعِ علم الحديث بمحاسن فيه لم يُسبَق إليها، عامداً في ذلك إلى سلوك الاختصار، دون الإطنابِ والإكثارِ، وسمَّاه: «معرفةَ علومِ الحديث وكَمِّيَّة أجناسِه».

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক।

অতঃপর:

আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য তাঁর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তা সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর মুমিনদের ওপর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করে অনুগ্রহ করেছেন। সাহাবীগণ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) উম্মতের কাছে নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, মৌনসম্মতি এবং তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতেন। অতঃপর তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম তাঁদের থেকে তা গ্রহণ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন।

এরপর শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহকে মুসনাদ, জাওয়ামে, সুনান এবং মুস্তাখরাজ গ্রন্থসমূহে সংকলিত করেছেন। তাঁরা এর বিশুদ্ধ ও দুর্বল হাদীসসমূহ চিহ্নিত করেছেন এবং ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল (হাদীস বর্ণনাকারীদের ত্রুটি বিচার ও নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণ বিষয়ক বিজ্ঞান) প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টা বহুবিধ ছিল। এর ফলস্বরূপ, ক্বাযী আল-হাসান ইবনে আব্দুর রহমান আর-রামাহুরমুযী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) (মৃত্যু: ৩৬০ হিজরী) সর্বপ্রথম হাদীসশাস্ত্রের মূলনীতি বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থ রচনা করেন, যা তিনি নাম দেন: «আল-মুহাদ্দিছ আল-ফাসিল বাইন আর-রাবী ওয়াল-ওয়াঈ»।

এরপর তাঁকে অনুসরণ করেন হাফিয আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাপুরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) (মৃত্যু: ৪০৫ হিজরী)। তিনি একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ রচনা করেন, যা হাদীসশাস্ত্রের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে এমন সব গুণাবলী সহকারে রচিত হয়েছিল যা ইতিপূর্বে কেউ অর্জন করতে পারেননি। তিনি এতে সংক্ষেপের পথ অবলম্বন করেছিলেন, বিস্তারিত বর্ণনা ও বাহুল্য পরিহার করে। এবং এর নাম দেন: «মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস ওয়া কাম্মিয়াতু আজনাসিহি»।

(ص: 6)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

ثمَّ نقَّح الحافظُ أبو عمرٍو عثمان الشَّهرزوريُّ المشهور بابن الصَّلاح رحمه الله (ت 643 هـ) كتابَ الحاكم، وهذَّبه واستدرك ما فاته، واعتنى بتصانيف الخطيب البغداديِّ رحمه

الله (ت 463 هـ)، فجَمَعَ شتاتَ مقاصدها، وضمَّ إليها مِن غيرِها نُخَبَ فوائِدِها؛ في مصنَّفٍ سمَّاه: «معرفةَ أنواع علوم الحديث»، فاجتمعَ في كتابه ما تفرَّق في غيره، فعكف النَّاسُ عليه وساروا بسيره، وحاموا في حماه، ما بين شارحٍ له، ومُختصِرٍ، ومُستدرِكٍ عليه، ومُقتَصِرٍ.

ثمَّ انْبَرى الحافظُ أبو الفضلِ زينُ الدِّين عبد الرَّحيم بن الحُسَيْن العراقيُّ رحمه الله (ت 806 هـ)، فنَظَمَ ما حواه كتابُ الحافظ ابنِ الصَّلاحِ مع إيضاحاتٍ له، وزياداتٍ واستدراكاتٍ، في أرجوزةٍ حَوَتْ ألفَ بيتٍ وبيتين، سمَّاها: «التَّبْصِرَةَ والتَّذكِرَةَ في عُلومِ الحَديثِ»، وكتب عليها شرحاً حافلاً، فتسابق أهلُ العلم إليها ما بين حافظٍ لها، وشارحٍ، فَسَارَت في الآفاق.

ولأهمِّيَّتها حقَّقْتُهَا - ضِمنَ سلسلة المتون الإضافيَّة من متون طالب العلم - على عددٍ كبيرٍ من أحسنِ أُصولِها الخطِّيَّة؛ لتَظْهَرَ للقُرَّاء والحُفَّاظ كما وَضَعَها ناظمُها.

وقد أثبتُّ في هذه النُّسخةِ حواشي التَّحقيق المتضمِّنة لذكرِ فروقِ النُّسخ، وتوثيقِ المسائل، وشرحِ الغريب، وبيانِ المشكل، وغيرِ ذلك، وأفردتُ نسخةً أخرى خاليةً مِن جميع ذلك.

এরপর হাফিয আবু আমর উসমান আশ-শাহরাযূরি, যিনি ইবনুস সালাহ (ইবনুস সালাহ) নামে প্রসিদ্ধ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, ওফাত ৬৪৩ হিজরী), ইমাম হাকিমের গ্রন্থটি পরিমার্জন করেন। তিনি এটিকে সুবিন্যস্ত করেন এবং তাতে বাদ পড়া বিষয়গুলো সংযোজন করেন। তিনি খতীব আল-বাগদাদীর (খতীব আল-বাগদাদী) (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, ওফাত ৪৬৩ হিজরী) রচনাগুলোর প্রতি মনোযোগ দেন এবং সেগুলোর বিক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যসমূহ একত্রিত করেন। এর সাথে তিনি অন্যান্য গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত মূল্যবান তথ্যসমূহ যোগ করে একটি গ্রন্থ সংকলন করেন, যার নামকরণ করেন: «মা'রিফাতু আনওয়াঈ উলূমিল হাদীস» (হাদীস বিজ্ঞানের প্রকারসমূহের জ্ঞান)। ফলে তার গ্রন্থে এমন সব বিষয় একত্রিত হলো যা অন্যান্য গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত ছিল। তখন লোকেরা এই গ্রন্থের প্রতি ঝুঁকে পড়ল এবং এর পথ অনুসরণ করতে শুরু করল, এর

পরিমণ্ডলে বিচরণ করল; তাদের কেউ এর ব্যাখ্যাদাতা, কেউ এর সংক্ষিপ্তকারী, কেউ এর উপর সংযোজনকারী এবং কেউ কেবল এর উপর নির্ভরকারী ছিল।

এরপর হাফিয আবুল ফাদল যাইনুদ্দিন আব্দুর রাহীম ইবনুল হুসাইন আল-ইরাকী (আল-ইরাকী) (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, ওফাত ৮০৬ হিজরী) এগিয়ে আসেন। তিনি হাফিয ইবনুস সালাহের গ্রন্থে যা ছিল, তা তার ব্যাখ্যা, সংযোজন ও সংশোধনসহ পদ্যাকারে বিন্যাস করেন। এই পদ্যে এক হাজার দুই পঙ্‌ক্তি (১০০২ পঙ্‌ক্তি) ছিল, যার নামকরণ করেন: «আত-তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ ফী উলূমিল হাদীস» (হাদীস বিজ্ঞানসমূহের পথপ্রদর্শক ও স্মরণিকা)। তিনি এর উপর একটি সমৃদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থও লিখেন। ফলস্বরূপ, জ্ঞান অন্বেষণকারীরা এটিকে (ঐ পদ্যগ্রন্থকে) মুখস্থ করতে ও এর ব্যাখ্যা করতে প্রতিযোগিতা শুরু করে এবং এটি দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।

এর গুরুত্বের কারণে, আমি এটিকে—'মাতুনু তালিবিল ইলম' (জ্ঞান অন্বেষণকারীর মূল গ্রন্থাবলি) এর অতিরিক্ত মূল গ্রন্থাবলির সিরিজের অংশ হিসেবে—এর বহু সংখ্যক উৎকৃষ্ট পাণ্ডুলিপি থেকে তাহকীক (যাচাই ও সম্পাদনা) করেছি; যাতে পাঠক ও হাফিযদের (মুখস্থকারীদের) সামনে এটি ঠিক সেভাবেই উপস্থাপিত হয় যেভাবে এর রচয়িতা এটিকে সংকলন করেছিলেন।

আমি এই সংস্করণে তাহকীক (সম্পাদনার) টীকা সংযোজন করেছি, যা পাণ্ডুলিপির পার্থক্য উল্লেখ, মাসআলা (বিষয়বস্তু)সমূহের প্রামাণ্যকরণ, অপরিচিত শব্দের ব্যাখ্যা, জটিল বিষয়ের সুস্পষ্টকরণ এবং অন্যান্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়া, আমি এই সমস্ত টীকা বিহীন আরেকটি স্বতন্ত্র সংস্করণও প্রস্তুত করেছি।

أسأل الله أن ينفعَ بهذا العملِ، وأن يجعلَ عملَنا خالصاً لوجهِه الكريم.

وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِه وصحبِه أجمعين.

د. عبد المحسن بن محمد القاسم

إمام وخطيب المسجد النبوي

فرغتُ منه في العَاشر مِنْ شهرِ اللَّه المُحرَّم

من عامِ أَلفٍ وأَربعِ مِئةٍ واثْنَينِ وأَرْبَعِينَ مِن الهِجْرة

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন তিনি এই কাজটি দ্বারা উপকার করেন এবং আমাদের কাজকে তাঁর সম্মানিত সত্তার জন্য একনিষ্ঠ করে দেন।

আল্লাহ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ), তাঁর পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর প্রতি দরুদ ও সালাম বর্ষণ করুন।

ড. আব্দুল মুহসিন বিন মুহাম্মাদ আল-কাসিম

মাসজিদুন নববীর ইমাম ও খতিব

আমি এটি সম্পূর্ণ করেছি আল্লাহর মাস মুহররমের দশম দিনে

হিজরী এক হাজার চারশত বিয়াল্লিশ সনে

مَنهجي في التَّحقيق

1 - رَمَزتُ للنُّسخِ بِالحُروفِ الأَبْجديَّة بِحسبِ تَاريخِها؛ الأَقْدم فالأَقْدم.

2 - أثبتُّ النصَّ على ما اشتهر من قواعد الإملاء المعاصر، ولم أُشِر إلى اختلاف النُّسخ في ذَلِك؛ كَطَريقةِ كِتابةِ الهَمَزَات، ورَسْمِ التَّاءِ مَفتوحة أو مَرْبوطة، ونَحْو ذَلك.

3 - أثبتُّ الفُروقَ التي بينَ النُّسَخ، وأشرتُ إلى كلّ ما يَنْكسِر بإثباتِهِ الوَزْن.

4 - أهْمَلْتُ ذِكرَ الأَخطَاءِ التِي انفَرَدت بها نُسَخ (أ)، و (ز)، و (ح)؛ لأنَّه وقع فيها تصحيف كثير.

5 - وَقَع تَلفِيق في النُّسخة (ط)، والنُّسخَة (ك)، ولذلكَ أَهمَلتُ الفُروقَ في الأجزاءِ المُلَفَّقَةِ.

6 - نبَّهتُ على ما كانَ مِن قبيل الوهَم أو التَّصحيف الظَّاهر، مكتفياً بذلك عن ذكر المثبت من بقيَّة النسخ.

7 - إذا كان في إحدى النُّسخ كلمة غير واضحةٍ وتحتمل الخطأ أو التَّفرُّد؛ وتحتمل الصَّوابَ وموافقةَ بقيَّة النُّسَخ؛ فإني أحملها على الصَّواب الموافق لبقيَّة النُّسَخ، ولا أنبِّه على ذلك.

আমার সম্পাদনা পদ্ধতি

১ - আমি পাণ্ডুলিপিগুলিকে তাদের কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা অনুসারে বর্ণানুক্রমিক অক্ষর দ্বারা প্রতীকায়িত করেছি; প্রাচীনতম থেকে শুরু করে।

২ - আমি পাঠ্যটিকে আধুনিক বানানরীতির প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্থির করেছি এবং পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে এই বিষয়ে কোনো পার্থক্য উল্লেখ করিনি; যেমন হামজা (ء) লেখার পদ্ধতি, তা مفتوحة (ت/ة) (খোলা) নাকি মারবুতা (বাঁধা) আকারে লেখা হবে, এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়।

৩ - আমি পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যেকার পার্থক্যগুলি লিপিবদ্ধ করেছি এবং এমন সবকিছু উল্লেখ করেছি যার প্রমাণিকীকরণের ফলে ছন্দ (বা কাব্যিক ওজন) বিঘ্নিত হয়।

৪ - আমি (আলিফ), (জা), এবং (হা) পাণ্ডুলিপিগুলিতে এককভাবে প্রাপ্ত ত্রুটিগুলি উল্লেখ করা বাদ দিয়েছি; কারণ সেগুলিতে প্রচুর ভুল পাঠ (তাসহীফ) ছিল।

৫ - (ত্বা) পাণ্ডুলিপি এবং (কাফ) পাণ্ডুলিপিতে মিশ্রণ (তালফীক) ঘটেছে, এবং এই কারণে আমি মিশ্রিত অংশগুলির পার্থক্যগুলি উপেক্ষা করেছি।

৬ - আমি স্পষ্ট বিভ্রম (ওহম) বা বিকৃত পাঠ (তাসহীফ) সংক্রান্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক করেছি, এবং এর মাধ্যমে অন্যান্য পাণ্ডুলিপি থেকে নিশ্চিতকৃত পাঠ উল্লেখ করা থেকে বিরত থেকেছি।

৭ - যদি কোনো একটি পাণ্ডুলিপিতে এমন কোনো শব্দ থাকে যা অস্পষ্ট এবং তাতে ভুল বা একক পাঠ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, আবার সঠিক হওয়ার এবং অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনাও থাকে; তাহলে আমি সেটিকে অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক পাঠ হিসেবেই গ্রহণ করি এবং এ বিষয়ে কোনো সতর্কীকরণ উল্লেখ করি না।

8 - إذا ضُبِطت كلمة في بعض النُّسَخ وأُهمِلت في البقيَّة، معَ عدم وجودِ خلافٍ بين النُّسَخ المَضْبوطة؛ فإنّي أُثْبت الضَّبط الموجود دون إشارةٍ إلى النُّسَخ المهملة، وإذا اختلفت النُّسَخ في الضَّبط أذكرُ خلافَها، وأتركُ ذكر النُّسَخ غيرِ المضبوطة.

9 - راعيتُ في وصفِ اختلافِ ضَبطِ الكلمات تَمييزَ علامة البناء وما يرجع إلى البِنيةِ الصَّرفية للكلمة؛ عن علامات الإعراب غالباً.

10 - أثبتُّ جميع بلاغات وقيودِ القراءة والمقابلةِ الواردة في حواشي النُّسَخ.

11 - استعملتُ علامات التَّرقيم في توضيح أبيات النَّظم؛ لتيسير فهمه، وإيضاح معانيه.

12 - اقتصرتُ في ضبط الكلمات التي يجوز فيها وجهان أو أكثر على الأقوى أو الأشهر، وأشرتُ إلى بقيَّة الأوجه في الحاشية.

13 - رجَّحتُ بين فروق النُّسَخ على النَّحوِ الآتي:

أ. جعلتُ ما ورد في نسخة المؤلِّف بخطِّه راجحاً على الفروق في النُّسَخ الأخرى - على أنَّها تتَّفق مع النُّسَخ الجيِّدة غالباً -.

ب. أَجتهِد في إثبات الرَّاجح من فروق النُّسَخِ، مع نَقلِ ما يدلُّ على ترجيحه من كلام شُرَّاح الألفيَّة، وأوَّلُها شرح النَّاظم، وأكتفي به إذا كان فيه غُنية، وإلَّا فإنِّي أراجع بقيَّة الشُّروح للألفيَّة، وهي: شرح ابن العيني، وفتح المغيث للسَّخاوي، وشرح السُّيوطي، وفتح الباقي

8 - যদি কোনো শব্দ কিছু পাণ্ডুলিপিতে স্বরচিহ্ন (ضبط) সহ পাওয়া যায় এবং বাকিগুলোতে বাদ পড়ে, এবং স্বরচিহ্ন সহ পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে কোনো মতভেদ না থাকে; তাহলে আমি বিদ্যমান স্বরচিহ্নটি উল্লেখ করি, বাদ পড়া পাণ্ডুলিপিগুলির উল্লেখ ছাড়াই। আর যদি পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে স্বরচিহ্ন নিয়ে ভিন্নতা থাকে, তাহলে আমি তাদের ভিন্নতা উল্লেখ করি এবং স্বরচিহ্নবিহীন পাণ্ডুলিপিগুলির উল্লেখ বর্জন করি।

9 - শব্দের স্বরচিহ্ন (ضبط) এর ভিন্নতা বর্ণনা করার ক্ষেত্রে আমি সাধারণত 'বিনা' (بناء - শব্দের মৌলিক গঠন) এর চিহ্ন এবং যা শব্দের রূপতাত্ত্বিক (morphological) বিন্যাসের সাথে সম্পর্কিত, তা 'ই'রাব' (إعراب - ব্যাকরণগত অবস্থা) এর চিহ্ন থেকে পৃথক করার চেষ্টা করেছি।

10 - আমি পাণ্ডুলিপির মার্জিনে (حواشي) প্রাপ্ত সকল পঠন ও তুলনামূলক টীকা ও সংযুক্তি (بلاغات وقيود القراءة والمقابلة) নথিভুক্ত করেছি।

11 - আমি শ্লোকগুলির ব্যাখ্যায় বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেছি; যাতে এর অর্থ সহজে বোঝা যায় এবং এর তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়।

12 - যে সকল শব্দের দুই বা ততোধিক স্বরচিহ্ন (ضبط) এর প্রয়োগ অনুমোদিত, সেগুলির ক্ষেত্রে আমি সবচেয়ে শক্তিশালী বা সর্বাধিক প্রচলিতটি গ্রহণ করেছি এবং অবশিষ্ট 'ضبط'গুলি পাদটীকায় উল্লেখ করেছি।

13 - আমি পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠভেদের মধ্যে নিম্নলিখিত উপায়ে অগ্রাধিকার দিয়েছি:

অ. লেখকের নিজস্ব হাতের লেখায় প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপির পাঠকে অন্যান্য পাণ্ডুলিপির পাঠভেদের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছি – যদিও এটি সাধারণত ভালো পাণ্ডুলিপিগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

আ. পাণ্ডুলিপির পাঠভেদের মধ্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত পাঠটি প্রমাণ করার চেষ্টা করি, আলফিয়ার ব্যাখ্যাকারদের (শরাহ) বক্তব্য থেকে এর প্রাধান্য নির্দেশক অংশ উদ্ধৃত করে। এর মধ্যে সর্বপ্রথম হলো রচয়িতার নিজের ব্যাখ্যা, এবং যদি তা যথেষ্ট হয়, তবে আমি তাতেই সন্তুষ্ট থাকি। অন্যথায়, আমি আলফিয়ার অবশিষ্ট ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করি, যেমন: ইবনুল আইনির ব্যাখ্যা, সাখাভীর ফাতহুল মুগীস, সুয়ূতির ব্যাখ্যা, এবং ফাতহুল বাকী।

لزكريا الأنصاري. وأراجع الحواشي على شرح النَّاظم: كمفتاح السَّعيدية لابن عمَّار المالكي، والنُّكت الوفيَّة للبقاعي، وحاشية محمد بن قاسم الغزِّي.

ج. استفدْتُ ممَّا ورد في حواشي بعض النُّسَخ الخطِّية للنَّظم، من إصلاحات منسوبة للنَّاظم، ومثاله: ما جاء في حاشية (ز) عند البيت (49): «هكذا قرأ شيخنا - يعني: سبط ابن العجمي - على المؤلِّف، ثمَّ أصلَحه المؤلفُ على: (جَزْمٍ)، فاعلم».

ومثاله أيضاً: ما جاء في حاشية (هـ) عند البيت (334): «كان أولاً النصف الآتي في البيت وهو قوله: (صويلح) مقدَّم على النصف الأول؛ وهو قوله: (أرجو)، ثم رَسَمَ المصنف - أبقاه الله تعالى - في رابع عشر صفر سنة ثمان مئة بأن يقدم (أرجو) - وهو النصف الأول - على (صويلح) - وهو الثاني - كما هو الآن موضوع».

د. إذا لم أجد فيما تقدَّم ما يرجِّح بين الفروق فإنِّي أراجع مظانَّ التَّرجيح الأخرى؛ ككتب اللُّغة، أو النَّحو، أو مصطلح الحديث، أو التَّراجم، وغيرها.

هـ. أكتفي بما اتَّفقت عليه أغلب النُّسَخ إذا كانت الفروق غير مؤثِّرة، أو لم أجد في المصادر ما يبيِّن الرَّاجح منها.

14 - نقلتُ من كلام الشُّرَّاح ما يوافق بعض الفروق المرجوحة لبيان وجهها؛ ليُعرَف أنَّها فرق معتبَر وليس وهماً.

যাকারিয়া আল-আনসারীর। এবং আমি বিন্যাসকারীর (নাজিম-এর) ব্যাখ্যার উপর লিখিত টীকা (হাওয়াশি) পর্যালোচনা করি: যেমন ইবনে আম্মার আল-মালিকীর 'মিফতাহুস সা'ঈদিয়্যাহ', আল-বিকাঈর 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ', এবং মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-গাজ্জীর টীকা।

গ। আমি বিন্যাসকারীর (নাজিম-এর) কিছু হস্তলিখিত সংস্করণের টীকায় বিন্যাসকারীর প্রতি আরোপিত সংশোধনী থেকে উপকৃত হয়েছি। এর একটি উদাহরণ হলো: (য) নামক সংস্করণের টীকায় ৪৯তম শ্লোকের পাশে যা পাওয়া গেছে: «আমাদের শায়খ – অর্থাৎ: সিবত ইবনুল আজমী – লেখকের উপর এভাবেই পাঠ করেছিলেন, তারপর লেখক এটিকে (জাজম) অনুসারে সংশোধন করেন। সুতরাং জেনে রাখুন»।

এর আরেকটি উদাহরণ হলো: (হা) নামক সংস্করণের টীকায় ৩৩৪তম শ্লোকের পাশে যা পাওয়া গেছে: «প্রথমে শ্লোকের পরবর্তী অংশ অর্থাৎ তাঁর উক্তি: (সুওয়াইলিহ) প্রথম অংশের উপর

অগ্রগণ্য ছিল; যা ছিল তাঁর উক্তি: (আরজু)। তারপর লেখক – আল্লাহ তায়ালা তাঁকে রক্ষা করুন – আটশ হিজরির সফর মাসের চৌদ্দ তারিখে নির্ধারণ করেন যে, (আরজু) – যা প্রথম অংশ – তাকে (সুওয়াইলিহ) – যা দ্বিতীয় অংশ – এর উপর অগ্রগণ্য করা হবে, যেমনটি এখন সজ্জিত আছে»।

ঘ। যদি আমি পূর্বোক্ত বিষয়গুলোতে পার্থক্যগুলির মধ্যে অগ্রাধিকার দেওয়ার মতো কিছু না পাই, তাহলে আমি অগ্রাধিকার নির্ণয়ের জন্য অন্যান্য নির্ভরযোগ্য উৎস পর্যালোচনা করি; যেমন ভাষা বিষয়ক গ্রন্থাবলি, অথবা নাহু (ব্যাকরণ), অথবা মুসতালাহুল হাদীস (হাদীস পরিভাষা), অথবা জীবনীগ্রন্থ (তারাজিম), এবং অন্যান্য।

ঙ। আমি অধিকাংশ সংস্করণে যে বিষয়ে ঐকমত্য আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকি যদি পার্থক্যগুলি প্রভাব বিস্তারকারী না হয়, অথবা যদি সূত্রগুলিতে এর মধ্যে কোনটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তা নির্দেশ করার মতো কিছু না পাই।

১৪ - আমি ব্যাখ্যাকারীদের উক্তি থেকে এমন কিছু উদ্ধৃত করেছি যা কিছু কম পছন্দের পার্থক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এর কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য; যাতে জানা যায় যে, এগুলি একটি গ্রহণযোগ্য পার্থক্য, কোনো বিভ্রম নয়।

(ص: 11)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

---

15 - أنقلُ عبارة الشُّرَّاح وغيرهم إذا دعت الحاجة لذلك في التَّرجيح، وإلَّا فأكتفي بالإحالة إلى موضعها من غير نقل.

16 - اكتفيتُ غالباً بأقدم مصدر من الشُّروح؛ إذا لم يكن عند غيره ممَّن بعده زيادة عليه، وربما اقتصرت على المتأخِّر لوضوح عبارته ومناسبتها.

17 - وثَّقتُ الأقوال التِي ينقلها النَّاظِم بعزوِها إلى أقدم مصدر وقفتُ عليه، وما لم أقف عليه في مصدر أقدم من مقدمة ابن الصَّلاح فقد عزوتُه إليها؛ إذ هي أصلُ هذا النَّظمِ، وإذا دَعت الحاجَة إلى نَقلِ النَّصِّ من مصدره فَعَلتُ ذلك لمزيد البيانِ والإيضاح.

18 - تَرجمتُ للأعلامِ المذكورينَ في النَّظم إذا كانوا غيرَ مشهورين، وأقتصِرُ في الرُّواة المذكورين في التَّقريب لابن حجر على ما ورد فيه غالباً.

19 - خرَّجتُ الأحاديث التي يشير إليها النَّاظم، وبيَّنت وجه التَّمثيل بها بما يناسب المقام.

20 - بيَّنتُ المقصود مِمَّا يخفى إدراكه في بعض عبارات النَّظم، وذلك بالرُّجوع إلى شرح النَّاظم وغيره.

21 - ميَّزتُ بالحمرة زيادات العراقي في نظمه على مقدِّمة ابن الصَّلاح.

15 - আমি ব্যাখ্যাকারীদের (শারাহকারীগণ) এবং অন্যদের উক্তি প্রয়োজনবোধে (তারজীহ) অগ্রগণ্যতা প্রদান করার জন্য উদ্ধৃত করি, অন্যথায় উদ্ধৃতি না দিয়ে কেবল এর উৎসের প্রতি ইঙ্গিত করেই যথেষ্ট মনে করি।

16 - আমি সাধারণত শারাহগ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন উৎসটিকেই যথেষ্ট মনে করেছি; যদি পরবর্তী অন্যদের কাছে এর উপর কোনো নতুন সংযোজন না থাকে। আর কখনো কখনো আমি শুধুমাত্র পরবর্তী গ্রন্থকারের উপর সীমাবদ্ধ থেকেছি তাদের ব্যাখ্যার স্পষ্টতা ও উপযোগিতার কারণে।

17 - নাজিম (কবিতার রচয়িতা) যেসকল উক্তি উল্লেখ করেছেন, আমি সেগুলোকে আমার প্রাপ্ত সবচেয়ে প্রাচীন উৎসের সাথে সম্পর্কিত করে প্রমাণীকরণ করেছি। আর ইবনুল সালাহ-এর মুকাদ্দামাহ (ভূমিকা)-এর চেয়ে প্রাচীন কোনো উৎসে যা আমি পাইনি, তা আমি মুকাদ্দামাহ-এর সাথে সম্পর্কিত করেছি; কেননা এই নাজম (কবিতা/পদ্য)-এর মূল ভিত্তি সেটিই। আর যদি কোনো বক্তব্যকে তার মূল উৎস থেকে সরাসরি উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হয়, তবে আমি অতিরিক্ত ব্যাখ্যা ও স্পষ্টীকরণের জন্য তা করেছি।

18 - নাজমে উল্লিখিত অখ্যাত আলেমদের জীবনী আমি উল্লেখ করেছি। আর ইবন হাজার-এর তাকরিব গ্রন্থে উল্লিখিত বর্ণনাকারীদের ক্ষেত্রে আমি সাধারণত সেখানে যা বর্ণিত আছে, তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকি।

19 - নাজিম যেসকল হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, সেগুলোর সূত্র উল্লেখ করেছি এবং সেগুলোকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহারের কারণ প্রসঙ্গ অনুসারে স্পষ্ট করেছি।

20 - নাজমের কিছু বাক্যে যা বুঝতে অসুবিধা হয়, তার উদ্দেশ্য আমি নাজিম এবং অন্যদের শারাহ (ব্যাখ্যা) থেকে দেখে স্পষ্ট করেছি।

21 - ইবনুল সালাহ-এর মুকাদ্দামাহ-এর উপর ইরাকীর নাজমে (কবিতা/পদ্য) যে সংযোজনগুলো আছে, তা আমি লাল রঙে চিহ্নিত করেছি।

22 - أثبتُّ في الحاشية زيادات تلميذ النَّاظم برهان الدِّين سبط ابن العجمي، التي زادها أو استدركها، وهي مثبتةٌ في حواشي النُّسخة ز، وبعضها ورد في شروح النَّظم؛ كالنُّكت الوفيَّة للبِقاعي، وفتح المغيث للسَّخاوي.

23 - أضفتُ صُوراً لبعض مصطلحاتِ كتابةِ الحديث وضبطِه، وهي التي بيَّنها النَّاظم بخطِّه في النُّسخة ط.

24 - جعلتُ لِلكتابِ نُسخَتين:

أ. النُّسخةُ الأُولى: وهي النُّسخة المُتضمِّنة لِحَواشي التَّحقيق؛ مِن الفُروقِ بين النُّسخ، والتَّرجيح بينها، والتَّعليق على ما يحتاج إلى تعليق، وهي هذه النُّسخة.

ب. النُّسخة الثَّانية: نُسخةٌ مُجردةٌ من جَميع الحَواشي المثبتة في النُّسخة الأولى، وهي أنسب للحفظ.

২২ - বিন্যাসকের (নাযিম) ছাত্র বুরহানউদ্দিন সিবত ইবনুল আজমী-এর সংযোজনসমূহ আমি পাদটীকায় যুক্ত করেছি, যা তিনি যোগ করেছেন বা সংশোধন করেছেন। এই সংযোজনসমূহ 'যা' পাণ্ডুলিপির পাদটীকায় লিপিবদ্ধ আছে, এবং কিছু সংযোজন বিন্যাসটির ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহেও (শুরুহ আন-নাযম) এসেছে; যেমন, বিক্বাই-এর আন-নুকাত আল-ওয়াফিয়্যাহ এবং সাখাভী-এর ফাতহুল মুগীছ।

২৩ - আমি হাদিস লিখন ও তার বিন্যস্তকরণের (যাবত) কিছু পরিভাষার চিত্র যোগ করেছি। এইগুলিই হলো সেইসব পরিভাষা যা বিন্যাসক (নাযিম) 'ত্বা' পাণ্ডুলিপিতে নিজ হাতে ব্যাখ্যা করেছেন।

২৪ - আমি এই কিতাবের দুটি সংস্করণ তৈরি করেছি:

ক. প্রথম সংস্করণ: এটি সেই সংস্করণ যা গ্রন্থ সম্পাদনার (তাহক্বীক্ব) পাদটীকাগুলো ধারণ করে; যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির মধ্যকার পার্থক্য, সেগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ণয়, এবং যা ব্যাখ্যার প্রয়োজন সেগুলোর উপর মন্তব্য। এটিই বর্তমান সংস্করণ।

খ. দ্বিতীয় সংস্করণ: এটি প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত সমস্ত পাদটীকা থেকে বর্জিত একটি সংস্করণ, এবং এটি মুখস্থ করার জন্য অধিক উপযুক্ত।

تَرجَمة النَّاظِم [1]

اسمُه ونسبُه:

هو: الحافظُ النَّاقِدُ الكبيرُ، محدِّثُ الدِّيارِ المصريَّة، زَينُ الدِّين أبو الفضلِ عبد الرَّحيم بن الحسين بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، المهرانيُّ المولد، العراقيُّ الأصل، الكرديُّ، الشافعيُّ.

مولدُه:

وُلِدَ الحافظ العراقي رحمه الله في جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبع مئة (725 هـ) بمنشأة المهرانيّ - بين مصر القديمة والقاهرة -، وكان أصلُ أبيه من بلدة يقال لها: رازيان مِن عمل أربل، حيث قَدِمَ والدُه إلى القاهرة وهو صغير.

رِحلتُه وأشهرُ شُيُوخِه:

كان الحافظُ العراقيُّ رحمه الله واسِعَ الرِّحلَة في طلب الحديث.

---

(1) انظر لترجمته: ذيل التَّقييد في رواة السُّنن والأسانيد للفاسي (2/ 106)، وغاية النِّهاية في طبقات القرَّاء لابن الجزري (1/ 382)، وطبقات الشَّافعية لابن قاضي شهبة (4/ 29)، وإنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر (2/ 275)، وبهجة النَّاظرين إلى تراجم المتأخِّرين من الشَّافعية البارعين للغزِّي (ص 197)، ولحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفَّاظ لابن فهد المكي (ص 143)، والضَّوء اللَّامع لأهل القرن التَّاسع للسَّخاوي (4/ 171)، وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة للسُّيوطي (1/ 360)، وطبقات الحُفَّاظ للسُّيوطي (ص 543)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (9/ 87)، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السَّابع للشَّوكاني (1/ 354)، والأعلام للزِّركلي (3/ 344).

নাকিবের জীবনী[1]

তাঁর নাম ও বংশপরিচয়:

তিনি হলেন: মহান হাফিয (الحافظ), সমালোচক (নাকিদ), মিসরের মুহাদ্দিস (حديثবেত্তা), যাইনুদ্দীন আবুল ফাদল আব্দুর রহিম ইবনুল হুসাইন ইবনু আব্দুর রহমান ইবনু আবি বকর ইবনু ইব্রাহিম। জন্মস্থান মেহরানি, মূল বংশ ইরাকি, কুর্দি এবং শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী।

তাঁর জন্ম:

হাফিয আল-ইরাকি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ৭২৫ হিজরীর জুমাদাল উলা (جمادى الأولى) মাসে মেহরানিয়ার মনশায় - যা প্রাচীন মিশর ও কায়রোর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত - জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার আদি নিবাস ছিল আরবিল (أربل) প্রদেশের রাযিয়ান (رازيان) নামক একটি গ্রামে, যেখানে তাঁর পিতা ছোটবেলায় কায়রোতে আগমন করেছিলেন।

তাঁর সফর ও প্রসিদ্ধ উস্তাদগণ:

হাফিয আল-ইরাকি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) হাদিস অন্বেষণে ব্যাপক ভ্রমণ করেছিলেন,

(1) তাঁর জীবনী দেখতে পড়ুন: ফাসীর ‘যাইলুত তাক্বয়ীদ ফী রুওয়াতিত সুনান ওয়াল আসানিদ’ (২/১০৬), ইবনুল জাজারীর ‘গায়াতুন নিহায়া ফী তাবাক্বাতিল ক্বুররা’ (১/৩৮২), ইবনু ক্বাদী শাহবার ‘তাবাক্বাতুশ শাফিঈয়্যাহ’ (৪/২৯), ইবনু হাজার-এর ‘ইনবাউল গুমর বি-আবনাঈল উমর’ (২/২৭৫), গায্যীর ‘বাহজাতুন নাযিরীন ইলা তারাজুমিল মুতাআখ্খিরীন মিনাশ শাফিঈয়্যাহিল বারিঈন’ (পৃষ্ঠা ১৯৭), ইবনু ফাহাদ আল-মাক্কীর ‘লাহজুল আলহাজ বি-যাইলি তাবাক্বাতিল হাফফায’ (পৃষ্ঠা ১৪৩), সাখাওয়ীর ‘আদ-দাওউল লামি লি-আহলিল ক্বরনিত তাসি’ (৪/১৭১), সুয়ূতীর ‘হুসনুল মুহাদারা ফী তারিখি মিসর ওয়াল ক্বাহিরা’ (১/৩৬০), সুয়ূতীর ‘তাবাক্বাতুল হাফফায’ (পৃষ্ঠা ৫৪৩), ইবনুল ইমাদের ‘শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারিম মান যাহাব’ (৯/৮৭), শাওকানীর ‘আল-বদরুত তালি বি-মাহাসিনি মান বাদাল ক্বরনিস সাবি’ (১/৩৫৪), এবং যিরকলীর ‘আল-আলাম’ (৩/৩৪)।

فدَخَلَ دمشق، وحلب، والحجاز، فأخذ عن كثيرٍ مِن علمائها، وكَتَب الكثير.

قال تلميذه الحافظ ابن حجر رحمهما الله: «رحل إلى دمشق فسمع من ابن الخبَّاز، ومن أبي العبَّاس المرداوي ونحوهما، وعُني بهذا الشَّأن ورحل فيه مرَّاتٍ إلى دمشق، وحلب، والحجاز، وأراد الدُّخول إلى العراق ففَتَرَت همَّتُه مِن خوف الطَّريق، ورَحَلَ إلى الإسكندريَّة، ثم عَزَمَ على التَّوجُّه إلى تونس فلم يُقدَّر له ذلك»[(1)].

سَمِعَ صحيحَ البُخاريّ على القاضي علاء الدِّين علي بن عثمان التُّركماني (ت 750 هـ)، وسَمِعَ صحيحَ مسلم على محمَّد بن إسماعيل ابن الخبَّاز (ت 756 هـ)، وسَمِعَ سننَ أبي داود على أبي الفتح محمَّد بن محمَّد الميدومي (ت 754 هـ)، وأخذَ الفقهَ عن العلَّامة جمال الدِّين الإسنوي (ت 772 هـ).

ومن شيوخه: تقيُّ الدِّين علي بن عبد الكافي السُّبكي الشَّافعي (ت 756 هـ)، والحافظ العلائي (ت 761 هـ)، وغيرهم كثير.

أشهرُ تلاميذه:

أخذَ العلمَ عن الحافظِ العراقيّ رحمه الله كثيرٌ من العلماء؛ ومن أشهرهم:

ابنه الشَّيخ أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت 826 هـ).

---

(1) إنباء الغمر (2/ 276).

তিনি দামেস্ক, আলেপ্পো এবং হেজাজে প্রবেশ করেন, এবং এর অনেক আলেম থেকে জ্ঞানার্জন করেন, আর অনেক কিছু লিখেছেন।

তার ছাত্র হাফেজ ইবনে হাজার (আল্লাহ তাদের উভয়কে রহম করুন) বলেছেন: «তিনি দামেস্ক সফর করেন এবং ইবনুল খাব্বাজ, আবুল আব্বাস আল-মারদাওয়ী ও তাদের মতো আরও অনেকের কাছ থেকে শুনেছেন। তিনি এই বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেন এবং কয়েকবার দামেস্ক, আলেপ্পো ও হেজাজে সফর করেন। তিনি ইরাকে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পথের ভয়ে তার আগ্রহ স্তিমিত হয়ে যায়। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় সফর করেন, তারপর তিউনিসিয়ায় যাওয়ার সংকল্প করেন, কিন্তু তা তার ভাগ্যে ছিল না»[(1)]।

তিনি ক্বাযী আলাউদ্দিন আলী ইবনে উসমান আত-তুরকুমানী (মৃ. ৭৫০ হি.) থেকে সহীহ আল-বুখারী শুনেছেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনুল খাব্বাজ (মৃ. ৭৫৬ হি.) থেকে সহীহ মুসলিম শুনেছেন, আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-মাইদূমী (মৃ. ৭৫৪ হি.) থেকে সুনান আবী দাউদ শুনেছেন, এবং আল্লামা জামালুদ্দিন আল-ইসনাউয়ী (মৃ. ৭৭২ হি.) থেকে ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) শিখেছেন।

এবং তার উস্তাদদের মধ্যে রয়েছেন: তাক্বীউদ্দিন আলী ইবনে আব্দুল কাফী আস-সুবকী আশ-শাফিঈ (মৃ. ৭৫৬ হি.), হাফেজ আল-আলাই (মৃ. ৭৬১ হি.), এবং আরও অনেকে।

তার প্রসিদ্ধ ছাত্রগণ:

হাফেজ আল-ইরাকী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) থেকে অনেক আলেম জ্ঞানার্জন করেছেন; এবং তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধরা হলেন:

তার পুত্র শাইখ আবু জুরআহ আহমদ ইবনে আব্দুল রাহিম আল-ইরাকী (মৃ. ৮২৬ হি.),

---

(1) ইনবাউল গুমর (২/২৭৬)।

والحافظ نور الدِّين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 802 هـ)، والشَّيخ تقي الدِّين أبو الطَّيِّب محمَّد بن أحمد المكِّي الحسني الفاسي (ت 832 هـ)، وبرهان الدِّين إبراهيم بن محمَّد الحلبي المعروف بسبط ابن العجمي (ت 841 هـ)، والحافظ أبو الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَسقلاني (ت 852 هـ)، وخَلقٌ كثيرٌ غيرُهم.

ثناءُ العُلَماء عليه:

قال تقي الدِّين الفاسيّ رحمه الله: «كان حافظاً متقناً، عارفاً بفنون الحديث، وبالفقه، والعربيَّة، وغير ذلك ... ، وكان كثير الفضائل والمحاسن متواضعاً ظريفاً»[1].

وقال ابن الجزريّ رحمه الله: «بَرَعَ في الحديث متناً وإسناداً، وتفقَّه على شيخنا الإسنوي وغيره، وكتب وألَّف، وجمع وخرَّج، وانفرد في وقته»[2].

وقال الحافظ شهاب الدِّين ابن حجي رحمه الله: «كان محدِّث الدِّيار المصريةِ، انتهت إليه معرفة علم الحديث، وكتب وجمع وصنَّف»[3].

وقال ابن قاضي شهبة رحمه الله: «الحافظ الكبير، المفيد المتقن، المحرر النَّاقد، محدِّث الدِّيار المصريَّة، ذو التَّصانيف المفيدة»[4].

(1) ذيل التَّقييد (2/ 108).

(2) غاية النِّهاية (1/ 382).

(3) طبقات الشَّافعية لابن قاضي شهبة (4/ 32).

(4) السابق (4/ 29).

এবং হাফেজ নূরুদ্দীন আলী ইবনে আবি বকর আল-হায়সামী (মৃত্যু ৮০২ হি.), শায়খ তাক্বীউদ্দীন আবুল তাইয়্যিব মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল-মাক্কী আল-হাসানী আল-ফাসী (মৃত্যু ৮৩২ হি.), বুরহানউদ্দীন ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ আল-হালাবী, যিনি সিবত ইবনুল আজামী নামে পরিচিত (মৃত্যু ৮৪১ হি.), এবং হাফেজ আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী (মৃত্যু ৮৫২ হি.), এবং তাদের ছাড়াও আরও অসংখ্য ব্যক্তি।

ওলামায়ে কেরামের তাঁর প্রতি প্রশংসা:

তাক্বীউদ্দীন আল-ফাসী রহিমাহুল্লাহ বলেন: «তিনি ছিলেন একজন দক্ষ হাফেজ (হাদিস মুখস্থকারী), হাদিসের বিভিন্ন শাখা, ফিক্বহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র), আরবী ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শী ...। তিনি বহু গুণাবলী ও সদাচার সম্পন্ন, বিনয়ী ও মার্জিত স্বভাবের অধিকারী ছিলেন»[(1)].

ইবনুল জাযারী রহিমাহুল্লাহ বলেন: «তিনি হাদিসের মতন (মূলপাঠ) ও ইসনাদ (বর্ণনা সূত্র) উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শী ছিলেন, আমাদের শায়খ আল-ইসনাবী এবং অন্যান্যদের কাছে ফিক্বহ অধ্যয়ন করেন, তিনি লিখেছেন ও গ্রন্থ রচনা করেছেন, সংকলন করেছেন ও হাদীস বের করেছেন এবং তাঁর সময়ে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়»[(2)].

হাফেজ শিহাবউদ্দীন ইবনে হাজ্জি রহিমাহুল্লাহ বলেন: «তিনি ছিলেন মিশরীয় অঞ্চলের মুহাদ্দিস (হাদিস বিশেষজ্ঞ); হাদিস শাস্ত্রের জ্ঞান তাঁর মধ্যে পূর্ণতা লাভ করেছিল, এবং তিনি লিখেছেন, সংকলন করেছেন ও গ্রন্থ রচনা করেছেন»[(3)].

ইবনে ক্বাযী শুহবাহ রহিমাহুল্লাহ বলেন: «তিনি ছিলেন মহান হাফেজ, উপকারী ও দক্ষ, পরিশীলিত সমালোচক, মিশরীয় অঞ্চলের মুহাদ্দিস, বহু উপকারী গ্রন্থের রচয়িতা»[(4)].

(১) যায়লুত তাক্বয়ীদ (২/১০৮)।

(২) গাইয়াতুন নিহায়াহ (১/৩৮২)।

(৩) তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, ইবনে ক্বাযী শুহবাহ (৪/৩২)।

(৪) প্রাগুক্ত (৪/২৯)।

وقال ابن فهد المكيُّ رحمه الله: «الإمام الأوحد، العلَّامة الحُجَّة، الحبر النَّاقد، عمدة الأنام، حافظ الإسلام، فريد دهره ووحيد عصره، من فاق بالحفظ والإتقان في زمانه، وشَهِدَ له بالتَّفَرُّدِ في فَنِّه أئمَّةُ عصرِه وأوانِه»[1].

وقال العزُّ ابن جماعة رحمه الله: «كلُّ مَن يَدَّعِي الحديثَ بالدِّيارِ المصرية سواه فهو مُدَّعٍ»[2].

أشهرُ مؤلَّفاته:

1 - الألفيَّة في علوم الحديث المُسمَّاة بـ «التَّبصرة والتَّذكرة في علوم الحديث»، وهي كتابنا هذا.

2 - «تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد».

3 - «التَّقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصَّلاح».

4 - «شرح التَّبصرة والتَّذكرة في علوم الحديث».

5 - «شرح سنن التِّرمذي».

6 - «طرح التَّثريب في شرح التَّقريب»، وهو شرح للكتاب السَّابق ولم يكمله.

7 - «المُغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياءِ من الآثارِ».

(1) لحظ الألحاظ (ص 143).

(2) الضَّوء اللَّامع (4/ 173).

ইবনে ফাহদ আল-মাক্কী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: «একক ইমাম, প্রামাণ্য আল্লামা, সমালোচক পণ্ডিত, মানবজাতির আশ্রয়স্থল, ইসলামের সংরক্ষক, তাঁর কালের অদ্বিতীয় ও তাঁর যুগের একক ব্যক্তিত্ব, যিনি তাঁর যুগে মুখস্থকরণ ও দক্ষতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন এবং তাঁর সমসাময়িক যুগের ইমামগণ তাঁর জ্ঞানের শাখায় তাঁর এককত্বের সাক্ষ্য দিয়েছেন»[১]।

আল-ইযযু ইবনে জামাআহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: «মিশরের ভূখণ্ডে তাঁর ব্যতীত যে কেউ হাদিস (শিক্ষার) দাবি করে, সে কেবল দাবিদার»[২]।

তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলি:

1 - হাদিস বিজ্ঞানের উপর আল-আলফিয়্যাহ, যা «আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ ফী উলূমিল হাদিস» নামে পরিচিত, এবং এটিই আমাদের বর্তমান গ্রন্থ।

2 - «তাকরিবুল আসানিদ ওয়া তারতিবুল মাসানিদ»।

3 - «আত-তাকয়িদ ওয়াল-ইদাহ শারহু মুকাদ্দিমাতি ইবনেস সালাহ»।

4 - «শারহুত তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ ফী উলূমিল হাদিস»।

5 - «শারহু সুনানিত তিরমিযী»।

6 - «তারহুত তাছরিব ফী শারহিত তাকরিব», এটি পূর্বোক্ত গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ, যা তিনি সম্পন্ন করতে পারেননি।

7 - «আল-মুগনী আন হামলিল আসফার ফীল আসফার ফী তাখরিবী মা ফীল ইহইয়া মিনাল আছার»।

(১) লাহজুল আলহাজ (পৃ. ১৪৩)।

(২) আদ-দাওউল লামি' (৪/১৭৩)।

8 - «نظم الدُّرر السَّنِيَّة في السِّير الزَّكِيَّة»، وهي ألفيَّة في السِّيرة النَّبوية.
وغيرها من المُصنَّفات[1].

وفاتُه:
توفِّي رحمه الله في الثَّامن من شهر شعبان، سنة ست وثمان مئة (806 هـ)، بعد خروجه من الحمام، ودفن في تربة خارج باب البرقية بمصر، فرحمه اللَّه وغفر له، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

(1) ذيل التَّقييد (2/ 108)، وإنباء الغمر (2/ 276).

৮ - পবিত্র জীবনচরিতের উজ্জ্বল মুক্তামালা সংকলন, যা সীরাতে নববী (নবীজীর জীবনচরিত) বিষয়ক এক সহস্র পদ্যের কাব্যগ্রন্থ।
এবং তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলি[1]।

তাঁর ইন্তেকাল:
তিনি ইন্তেকাল করেন, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, শাবান মাসের আট তারিখে, আটশত ছয় হিজরীতে (৮০৬ হি.), গোসলখানা থেকে বের হওয়ার পর। এবং মিশরের বারকিয়্যাহ ফটকের বাইরে একটি কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। সুতরাং আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন এবং তাঁকে ক্ষমা করুন, এবং ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাঁকে সর্বোত্তম প্রতিদান দান করুন।

(1) তাক্বয়ীদ-এর সম্পূরক (২/১০৮), এবং গভীর জ্ঞান বিষয়ক সংবাদ (২/২৭৬)।

اسمُ الكتاب

سمَّى النَّاظم أرجوزته بـ «التَّبصرة والتَّذكرة»، وكثيراً ما قُيِّدَ هذا الاسمُ بما يدلُّ على الفنِّ المنظوم فيه، فيقال: «التَّبصرة والتَّذكرة في علوم الحديث»، وقد يُضاف النَّظمُ إلى صاحبه اختِصاراً فيُقال: «ألفيَّة العراقي»، ويقال أيضاً: «الألفيَّة في علوم الحديث»، وكلُّ هذه التَّسميات وردَت في النُّسَخِ الخطِّيَّة وخواتِيمها، وفي الإجازات المُلحَقة بها، وكذلك في الشُّرُوحَات، وكتبِ التَّراجم والفَهارِس[1]، ونحوِها مِن مَظانِّ معرفةِ اسمِ الكتاب.

وقد أشار النَّاظم رحمه الله إليه في نظمِه، حيث قال في البيت الخامس:

نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلْمُبْتَدِي ... تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي وَالْمُسْنِدِ

ونصَّ عليه - أيضاً - في إجازته لتلميذه الحافظ ابن حجر رحمهما الله، فقال: «وقرأ عليَّ الألفيَّة المُسمَّاة: بـ (التَّبصرة والتَّذكرة) مِنْ نظمي، وقرأ عليَّ جميعَ شرحي عليها قراءة بحثٍ وتأمُّل، ونظرٍ وتعقُّل، في مجالس آخرها في العشر الأخير من شهر رمضان، سنة ثمان وتسعين وسبع مئة»[2].

---

(1) انظر: ذيل التَّقييد (2/ 108)، وحسن المحاضرة (1/ 360)، وكشف الظُّنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (1/ 156).

(2) انظر: الجواهر والدُّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي (ص 271).

বইয়ের নাম

রচয়িতা তাঁর আরজুযা (রাজাজ ছন্দে রচিত কাব্য)-এর নাম দিয়েছেন 'আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ'। এবং প্রায়শই এই নামটি যে শাস্ত্রে এটি রচিত, তা নির্দেশক পদ দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়। যেমন বলা হয়ে থাকে: 'আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ ফি উলুমিল হাদিস' (হাদিস শাস্ত্রে দিকনির্দেশনা ও স্মারক গ্রন্থ)। সংক্ষেপে এই রচনাটিকে এর রচয়িতার সাথে সম্পৃক্ত করে

'আলফিয়্যাতুল ইরাকী' (ইরাকীর সহস্র শ্লোক)ও বলা হয়। এবং 'আল-আলফিয়্যাহ ফি উলুমিল হাদিস' (হাদিস শাস্ত্রে সহস্র শ্লোক)ও বলা হয়। এই সমস্ত নামকরণ পাণ্ডুলিপি ও তাদের শেষ অংশে, সেগুলির সাথে সংযুক্ত ইজাযাত (শিক্ষাদানের অনুমতিপত্র)-এ, তেমনি ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহে, জীবনী গ্রন্থাবলি ও ফাহরিস (সূচিপত্র)-এ[1] এবং বইয়ের নাম জানার অনুরূপ উৎসসমূহে পাওয়া যায়।

রচয়িতা, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর কাব্যে এটার দিকে ইঙ্গিত করেছেন, পঞ্চম পংক্তিতে তিনি বলেন:

আমি এটি রচনা করেছি নতুনদের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে ... এবং অভিজ্ঞ ও মুসনিদ (সনদ বর্ণনাকারী)-দের জন্য স্মারক হিসেবে।

তিনি তাঁর ছাত্র হাফেয ইবনে হাজারকে (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের উপর রহম করুন) প্রদত্ত ইজাযাত (শিক্ষাদানের অনুমতিপত্র)-এও এটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, অতএব তিনি বলেন: "আমার রচিত 'আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ' নামক আলফিয়্যাহ আমার কাছে পঠিত হয়েছিল, এবং আমার রচিত এর সম্পূর্ণ ব্যাখ্যাগ্রন্থও আমার কাছে গভীর অধ্যয়ন ও ধ্যান, পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে পঠিত হয়েছিল, বিভিন্ন মজলিসে, যার শেষটি ছিল রমজান মাসের শেষ দশকে, সাতশো আটানব্বই (৭৯৮) হিজরি সনে।"[2]

---

(1) দেখুন: যায়লুত তাক্বয়ীদ (২/১০৮), হুসনুল মুহাযারা (১/৩৬০) এবং হাজি খলিফার রচিত কাশফুয যুনূন আন আসামিল কুতুব ওয়াল ফুনূন (১/১৫৬)।

(2) দেখুন: সাখাভীর রচিত আল-জাওয়াহির ওয়াদ দুরার ফি তারজামাত শায়খিল ইসলাম ইবনে হাজার (পৃ. ২৭১)।

كما نصَّ الحافظُ ابن حَجَر رحمه الله على اسم الكتاب في إجازته لعبد الله بن زين الدِّين خلف النابتي في النسخة (و)، فقال: « ... عرض عليَّ جميع التَّبصرة والتَّذكرة في علوم الحديث».

وكذلك نصَّ عليه ابن المُصنِّف - أحمد بن عبد الرحيم العراقي - في إجازته لأبي العباس أحمد بن أبي بكر البُوصِيري الشَّافعي في النسخة (هـ)، فقال: «عرض عليَّ الشَّيخ الفقيه، العالم البارع، المحدِّث الفاضل الكامل، ذو الفوائد الفريدة، والفرائد العديدة، شهاب الدِّين، مفيد الطَّالبين، أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البُوصِيري الشَّافعي، نفع الله بفوائده، وأجراه على أجمل عوائده، جميع هذه الألفيَّة المُسمَّاة: بالتَّبصرة والتَّذكرة في علوم الحديث، نظم سيدي الذي أمتع الله بحياته».

وكذلك ذكره ابن فهد المكيُّ رحمه الله في لحظ الألحاظ فقال: «والألفيَّة المُسمَّاة: بالتَّبصرة والتَّذكرة في علم الحديث»[1].

ونصَّ عليه السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث فقال: «وَأُشِيرَ بـ (التَّبْصِرَةِ وَالتَّذْكِرَةِ) إِلَى لَقَبِ هَذِهِ المَنْظُومَةِ»[2].

ونصَّ عليه - أيضاً - زكريا الأنصاري رحمه الله في شرحه على الألفيَّة فقال: «فإِنَّ أَلْفِيَّةَ علمِ الحديثِ المُسمَّاة: بـ (التَّبصرةِ والتَّذكرةِ) ... »[3].

---

(1) (ص 150).

(2) (1/ 23).

(3) فتح الباقي بشرح ألفيَّة العراقي (1/ 85).

হাফেয ইবনে হাজার (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আব্দুল্লাহ ইবনে যায়ন আল-দীন খালফ আল-নাবিতীর প্রতি তাঁর ইজাযাতে (ও) নুসখায় কিতাবটির নাম উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন:

«... আমার কাছে 'আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ ফী উলূম আল-হাদীস' সম্পূর্ণ পেশ করা হয়েছিল»।

একইভাবে, গ্রন্থকারের পুত্র - আহমদ ইবনে আব্দুল রাহিম আল-ইরাকি - আবু আল-আব্বাস আহমদ ইবনে আবি বকর আল-বুসীরি আশ-শাফিয়ীর প্রতি তাঁর ইজাযাতে (হা) নুসখায় এটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: «আমার সামনে পেশ করেছেন শায়খ, ফকীহ, প্রাজ্ঞ আলেম, শ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাঙ্গ মুহাদ্দিস, অনন্য জ্ঞান ও অসংখ্য দুর্লভ উপাদানের অধিকারী, শিহাব আল-দীন, ছাত্রদের উপাকারী, আবু আল-আব্বাস আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইসমাঈল আল-বুসীরি আশ-শাফিয়ী - আল্লাহ তাঁর জ্ঞান দ্বারা উপকৃত করুন এবং তাঁকে তাঁর উত্তম আচরণে স্থিতিশীল রাখুন - এই সম্পূর্ণ আলফিয়াহ, যার নাম 'আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ ফী উলূম আল-হাদীস', যা আমার সাইয়্যিদের রচিত - আল্লাহ তাঁর জীবন দীর্ঘ করুন»।

একইভাবে, ইবনে ফাহদ আল-মাক্কী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 'লাহজ আল-আলহাজ' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: «এবং আলফিয়াহটি, যার নাম 'আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ ফী ইলম আল-হাদীস'»[(1)]।

সাখাভী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 'ফাতহ আল-মুগিস' গ্রন্থে এটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: «(আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ) দ্বারা এই কাব্যগ্রন্থের উপাধি নির্দেশ করা হয়েছে»[(2)]।

একইভাবে, যাকারিয়া আল-আনসারী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আলফিয়াহর ব্যাখ্যায় এটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন: «নিশ্চয়ই হাদীস শাস্ত্রের আলফিয়াহ, যার নাম (আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ) ... »[(3)]।

---

(1) (পৃষ্ঠা ১৫০)।

(2) (১/ ২৩)।

(3) ফাতহ আল-বাকী বিশারহ আলফিয়াহ আল-ইরাকি (১/ ৮৫)।

وقال - أيضاً -: «وأشارَ بـ (التَّبصرةِ والتَّذكرةِ) إلى اسْمِ مَنْظُومَتِهِ»[1].

وقد ورد اسم الكتابِ في النُّسخ الخطِّيَّة على النَّحو الآتي:

- «التَّبصرة والتَّذكرة في علوم الحديث» ورد في أ، ج، ف.

- «التَّبصرة والتَّذكرة» ورد في خواتيم أ، ك.

- «الألفيَّة في علوم الحديث» ورد في هـ.

- «الألفيَّة في علم الحديث» ورد في ي، س.

- «ألفيَّة العراقي في مصطلح الحديث» ورد في ك.

- «ألفيَّة العراقي في علم الحديث» ورد في ل.

---

(1) المصدر السابق (1/ 93).

তিনি আরও বলেছেন: 'আর তিনি (আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ) দ্বারা তাঁর কাব্যিক গ্রন্থটির নামের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।'[1]

পাণ্ডুলিপিগুলোতে বইটির নাম নিম্নোক্তভাবে এসেছে:

- "আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ ফি উলুমিল হাদিস" (আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ ফী উলূমিল হাদীস) "আলিফ", "জীম" ও "ফা" পান্ডুলিপিগুলোতে পাওয়া যায়।

- "আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ" (আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ) "আলিফ" ও "কাফ" পান্ডুলিপির শেষাংশে পাওয়া যায়।

- "আল-আলফিয়্যাহ ফি উলুমিল হাদিস" (আল-আলফিয়্যাহ ফী উলূমিল হাদীস) "হা" পান্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

- "আল-আলফিয়্যাহ ফি ইলমিল হাদিস" (আল-আলফিয়্যাহ ফী ইলমিল হাদীস) "ইয়া" ও "সীন" পান্ডুলিপিগুলোতে পাওয়া যায়।

- "আলফিয়্যাতুল ইরাকী ফি মুসতালাহিল হাদিস" (আলফিয়্যাতুল ইরাকী ফী মুস্তাল্লাহিল হাদীস) "কাফ" পান্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

- "আলফিয়্যাতুল ইরাকী ফি ইলমিল হাদিস" (আলফিয়্যাতুল ইরাকী ফী ইলমিল হাদীস) "লাম" পান্ডুলিপিতে পাওয়া যায়।

(1) পূর্বোক্ত সূত্র (১/৯৩)।

النُّسَخُ المُعتَمَدة في التَّحقيق

اعتَمدتُ في تحقيقِ هذا النَّظمِ على سبعَ عشرَة نسخةً خطِّيَّةً، ثمانٌ منها لمتنِ الألفِيَّة مُجرَّداً، وبقيَّتُها نسخٌ ضمنَ شرح النَّاظمِ، وهي حسبَ تاريخِ نسخِها على التَّرتيب الآتي:

أوَّلاً: نُسَخ متن الألفِيَّة:

النُّسْخَة الأولى، ورمزتُ لها بـ «أ»:

وهي محفوظة بالمكتَبَةِ العثمانية بحلب - سوريا - برقم (2280)، وهي ضمن مكتبة الأسد بدمشق.

عدد لوحاتِها: (50) لوحةً.

تاريخ نسخِها: الأحد (15) من شهر شَعْبَان، سَنَةَ (775 هـ).

ناسخُهَا: عبد الله بن أحمد بن عَبْدِ الرَّحمن اليَمَنِي الجَبَرْتِي.

نوع الخطِّ: نسخي معتاد.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّةٌ.

2 - بعضُ كلماتِها مشكولةٌ أحياناً، وقد يَترُكُ النَّاسِخُ نقط الحروف.

3 - مُيِّزَت عناوينُ أبوابِها بخطٍّ كبير.

‘তাহকীক’-এর জন্য গৃহীত পাণ্ডুলিপিসমূহ

আমি এই রচনা (নযম)-এর ‘তাহকীক’ (সম্পাদনা)-এর জন্য সতেরোটি হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির উপর নির্ভর করেছি। যার মধ্যে আটটি ছিল ‘আল-আলফিয়্যাহ’-এর মূল পাঠ (মত্ন) স্বতন্ত্রভাবে, আর বাকিগুলো ছিল রচয়িতার ব্যাখ্যার (শarh) অন্তর্ভুক্ত পাণ্ডুলিপি। সেগুলোর অনুলিপি তৈরির তারিখ অনুযায়ী নিম্নোক্ত ক্রমবিন্যাস করা হলো:

প্রথমত: আল-আলফিয়্যাহ-এর মূল পাঠের পাণ্ডুলিপিসমূহ:

প্রথম পাণ্ডুলিপি, এবং আমি এর জন্য ‘আলিফ’ (أ) প্রতীক ব্যবহার করেছি:

এটি সিরিয়ার হালবে অবস্থিত উসমানীয়া লাইব্রেরিতে (نمبر ২২৮০) সংরক্ষিত আছে, এবং এটি দামেস্কের আসাদ লাইব্রেরির অন্তর্ভুক্ত।

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (৫০)টি পৃষ্ঠা।

অনুলিপি তৈরির তারিখ: রবিবার, শাবান মাসের ১৫ তারিখ, ৭৬৫ হিজরী।

এর লেখক: আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-ইয়ামানী আল-জাবারতী।

হস্তাক্ষরের ধরন: সাধারণ নাসখী।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

২ - এর কিছু শব্দ মাঝে মাঝে হরকতযুক্ত (স্বরচিহ্নিত) ছিল, এবং অনুলিপিকারক মাঝে মাঝে অক্ষরের নুকতা (বিন্দু) বাদ দিয়েছেন।

৩ - এর অধ্যায়গুলোর শিরোনাম বড় অক্ষরে চিহ্নিত করা হয়েছে।

4 - مقابَلَةٌ ومصحَّحةٌ على الأصلِ المنقولِ بخطِّ النَّاظم.

5 - وَرَدَ فِي آخِرِهَا نَقْلٌ لِقَيدِ فَراغِ النَّاظِمِ من كتابة منظومته، وفيه أنَّه فَرَغَ من تَسوِيد نَظمِه في الثَّالث من شهر جُمَادَى الآخرة سَنَةَ (768 هـ) بالمدينةِ الشَّريفة، وأكملَ تَبْيِيضَها بعد ذلك في الرَّابع عشر من شهرِ رجب منَ السَّنة نفسها.

6 - نَقَلَ النَّاسخُ من نسخةِ الأصلِ على هوامشِ الأبيات تواريخَ لإضافة النَّاظمِ بعضَ الأبياتِ من المسوَّدة[1]، وهي تَدُلُّ على اعتناءِ النَّاظم بتنقيحِ نَظمِه بعدَ تبييضِه سنة (768 هـ).

7 - اعتُنِي بمقابلَة هذه النُّسخةِ على أصلِ النَّاظم، ومع ذلك فقد شَابها كثيرٌ مِنَ التَّصحيفِ الذي ظَهَرَ بالمقابلة على النُّسَخِ الأخرى.

النُّسْخَة الثَّانية، ورمزتُ لها بـ «ب»:

وهي محفوظة بمَكْتَبَةِ دار الكتب المصريَّة بالقاهرة - مصر - برقم (مصطلح 403).

عدد لوحاتِها: (24) لوحةً.

تاريخ نسخِها: الأربِعَاء (18) من شَهْرِ شَوَّال، سَنَةَ (795 هـ).

ناسخها: محمَّد بن يَحيَى بن محمَّد بن الحَسَنِ الأنْصَارِي الشَّافِعِي المَعروفُ بابن الرَّشِيد.

---

(1) انظر مثلاً الأبيات: (267، 282، 454، 677).

৪ - এটি রচয়িতার নিজস্ব হস্তাক্ষরে অনুলিখিত মূল পাণ্ডুলিপির সাথে যাচাইকৃত ও সংশোধিত।

৫ - এর শেষে রচয়িতার তার কাব্য (নজম) লেখা সমাপ্তির একটি লিপিবদ্ধ বিবরণ রয়েছে, যাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি ৭৬৮ হিজরি সনে জুমাদাল আখিরা মাসের তৃতীয় দিনে মদিনা শরিফে তার কাব্যের খসড়া লেখা (তসবিদ) সম্পন্ন করেছেন এবং এরপর একই সনে রজব মাসের চৌদ্দ তারিখে এর চূড়ান্ত রূপ (তাবিইদ) সম্পন্ন করেছেন।

৬ - প্রতিলিপিকার মূল পাণ্ডুলিপি থেকে শ্লোকগুলির প্রান্তে খসড়া থেকে রচয়িতার কিছু শ্লোক সংযোজনের তারিখসমূহ উল্লেখ করেছেন(১)। এটি ৭৬৮ হিজরি সনে এর চূড়ান্ত রূপ (তাবিইদ) দেওয়ার পরেও রচয়িতার তার কাব্যের পরিমার্জনার প্রতি যত্নের প্রমাণ বহন করে।
৭ - এই পাণ্ডুলিপিটি রচয়িতার মূল পাণ্ডুলিপির সাথে যাচাইয়ের ব্যাপারে যত্ন নেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও এতে অনেক মুদ্রণ-প্রমাদ (তাসহিফ) মিশ্রিত হয়েছে যা অন্যান্য পাণ্ডুলিপির সাথে যাচাইয়ের সময় প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি, এবং আমি এটিকে «বা» দ্বারা চিহ্নিত করেছি:
এটি মিশরের কায়রোতে অবস্থিত মিশরীয় দারুল কুতুব গ্রন্থাগারে (মুস্তালাহ ৪০৩) নম্বর হিসেবে সংরক্ষিত আছে।
এর ফলকের সংখ্যা: (২৪)টি ফলক।
এর অনুলিখনের তারিখ: ৭৯৫ হিজরি সনের শাওয়াল মাসের ১৮ তারিখ বুধবার।
এর প্রতিলিপিকার: মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আল-আনসারি আশ-শাফিঈ, যিনি ইবনুর রশিদ নামে পরিচিত।

(1) উদাহরণস্বরূপ দেখুন শ্লোকসমূহ: (২৬৭, ২৮২, ৪৫৪, ৬৭৭)।

نوع الخطِّ: نسخي جَميلٌ ووَاضِح.
خصائصها:
1 - نسخةٌ تامَّةٌ، ومُتقَنَةٌ.
2 - غالبُ كلماتِها مشكولة.
3 - منقولة من نسخةٍ نُقِلَت من الأصلِ الذي بخطِّ النَّاظم، وقَدْ قُرِئَتْ عليه، وعليها خطُّهُ في النِّصف من شوَّال من سنة (779 هـ).

4 - عَلَى أوَّلِ وَرَقَةٍ مِنها بلاغُ قراءة على المؤلِّف، وفي أسفلها قَيدُ قِراءَةٍ مِنَ النَّاسِخِ على النَّاظِم طُمِسَ بعضُها، وظَهَرَ منها ما يدلُّ على خطِّه المَعرُوف.

5 - وَرَدَ في آخرِهَا نَقْلٌ لِقَيدِ فَراغِ النَّاظِم من كتابة نظمه، فيه أنَّه فَرَغَ من تَسوِيدِه في الثَّالث من جُمَادَى الآخرة سَنَةَ (768 هـ) بالمَدِينَةِ الشَّرِيفَة، وأكمَلَ تَبْيِيضَها بعد ذلك في الرَّابع عَشَرَ مِن شَهرِ رَجَبٍ مِنَ السَّنَةِ نَفسِها.

6 - عليها تصحيحات، وتَعلِيقَاتٌ في بيان معاني بعض الأبيات.

النُّسخَةُ الثَّالثة، ورمزتُ لها بِـ «ج»:

وهي محفوظةٌ في مكتبةِ الغَازِي خسرو بالبوسنة، برقم (855).

عدد لوحاتِها: (31) لوحةً.

تاريخ نسخِها: (19) من شهر ذي القَعْدَةِ، سَنَةَ (796 هـ).

نوع الخطّ: নসখী লিপি, সুন্দর ও স্পষ্ট।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1 - একটি সম্পূর্ণ ও নিখুঁত অনুলিপি।

2 - এর অধিকাংশ শব্দ স্বরচিহ্নিত।

3 - এটি এমন একটি অনুলিপি থেকে অনুলিপিকৃত যা রচয়িতার নিজ হাতের লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছিল। এটি রচয়িতার সামনে পঠিত হয়েছিল এবং শা'ওয়ালের মাঝামাঝি, 779 হিজরি সালে এর উপর তাঁর (রচয়িতার) স্বাক্ষর ছিল।

4 - এর প্রথম পাতায় রচয়িতার উপর পাঠের একটি প্রতিবেদন রয়েছে, এবং এর নিচের অংশে অনুলিপিকার কর্তৃক রচয়িতার সামনে পাঠের একটি রেকর্ড ছিল, যার কিছু অংশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তবে এর দৃশ্যমান অংশ তাঁর সুপরিচিত হস্তাক্ষরের পরিচায়ক।

5 - এর শেষে রচয়িতার কাব্য রচনা সমাপ্তির রেকর্ডের একটি অনুলিপি পাওয়া যায়। এতে উল্লেখ আছে যে তিনি এর খসড়া লেখা পবিত্র মদিনায়, জুমাদাল আখিরাহ মাসের তৃতীয় দিনে, 768

হিজরি সালে সম্পন্ন করেছিলেন এবং এরপর একই বছরের রজব মাসের চৌদ্দতম দিনে এর চূড়ান্ত সংস্করণ সম্পন্ন করেন।

6 - এতে সংশোধন এবং কিছু পদ্যের অর্থ ব্যাখ্যার জন্য টীকা রয়েছে।

তৃতীয় অনুলিপি, এবং আমি এটিকে 'জ' দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি বসনিয়ার গাজি খসরু গ্রন্থাগারে, (855) নম্বর সহ সংরক্ষিত আছে।

এর পাতার সংখ্যা: (31)টি পাতা।

এর অনুলিপি তারিখ: যুল-কা'দাহ মাসের 19 তারিখ, 796 হিজরি।

ناسخها: تلميذ النَّاظم عُبادة المالكي الأنصاري[1]، كما جاء ذلك في أوَّلِها.

نوع الخطِّ: نسخي جَميلٌ ووَاضِح.

خصائصُها:

1 - نسخةٌ جيِّدة، لكن وقع فيها خَرْمٌ من وسطها بمقدارِ ورقة، من البيت (202) إلى البيت (236).

2 - جَمِيعُ كَلِماتِها مشكولَةٌ.

3 - مُيِّزَت الأبوابُ بالحُمْرَةِ، وكذلك ما كان من زَوائدِ العراقي على ابنِ الصَّلاح ممَّا صَدَّرَهُ بـ «قُلْتُ».

4 - يُبَيِّنُ النَّاسِخُ ما صَحَّ بوجهينِ في ضبطِ بعض الكلمات مُعْلِماً عَلَيْهِ بكلمة «مَعاً».

5 - على النُّسخة تَصْحِيحَاتٌ، وَبَلاغاتُ سماعٍ وَمُقابلةٍ، وجاء في ختامها: «بَلَغَ مُقَابَلَةً جَهْدَ الطَّاقَةِ».

6 - في أوائلها تَعليقاتٌ نفيسةٌ - بغير خطِّ النَّاسخ - في شرح الأبياتِ، بعضُها للنَّاظِم يُرمَزُ لها أَحياناً (ع ق)[2]، وأحياناً تُختَمُ

---

(1) هو: عبادة بن علي بن صالح بن عبد المنعم الأنصاري، الزِّرزاوي، القاهري، المالكي، أخذ الحديث عن الحافظ العراقي، والفقه عن تاج الدِّين بهرام، وجمال الدِّين الأقفهسي، وَصَفَ السَّخاوي خَطَّهُ بالحُسْنِ، وصارت إليه رئاسة المالكية، وانقطع في آخر حياته للعبادة، (ت 846 هـ). إنباء الغمر (4/ 203)، والضَّوء اللَّامع (4/ 17).

(2) انظر: الورقة 2/ أ.

এর নকলকারী: রচয়িতার ছাত্র উবাদা আল-মালিকি আল-আনসারি[1], যেমনটি এর শুরুতেই উল্লেখ আছে।

হস্তাক্ষরের ধরন: সুন্দর ও স্পষ্ট নসখী।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - একটি ভালো কপি, তবে এর মাঝখানে প্রায় এক পৃষ্ঠার একটি ছেদ (gap) রয়েছে, ২০২ নং পদ থেকে ২৩৬ নং পদ পর্যন্ত।

২ - এর সকল শব্দ হরকতযুক্ত।

৩ - অধ্যায়গুলি লাল রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং তেমনিভাবে ইবনুল সালাহ-এর উপর ইরাকী-এর অতিরিক্ত সংযোজনগুলিও, যা তিনি "আমি বলি" (قلت) বাক্য দিয়ে শুরু করেছেন।

৪ - নকলকারী কিছু শব্দের বিন্যাস/হরকত (ضبط) সঠিক হওয়ার দুটি পদ্ধতিকে "একসাথে" (معاً) শব্দটি দিয়ে চিহ্নিত করে স্পষ্ট করেন।

৫ - কপিতে সংশোধন, শ্রুতিলিপি (سماع) ও তুলনামূলক পাঠ (مقابلة)-এর বর্ণনা রয়েছে। এর উপসংহারে লেখা আছে: "সাধ্যমত তুলনামূলক পাঠ সম্পন্ন হয়েছে।"

৬ - এর শুরুতে পদগুলির ব্যাখ্যায় কিছু মূল্যবান মন্তব্য রয়েছে - নকলকারীর হস্তাক্ষর ব্যতীত -। সেগুলির কিছু রচয়িতার, যা কখনও কখনও (ع ق)[2] দ্বারা চিহ্নিত করা হয়, এবং কখনও কখনও এটি শেষ হয়।

(1) তিনি হলেন: উবাদা ইবনে আলী ইবনে সালিহ ইবনে আব্দুল মুনইম আল-আনসারি, আজ-জিরজাওয়ী, আল-ক্বাহিরি, আল-মালিকি। তিনি হাফিজ আল-ইরাক্বী থেকে হাদিস এবং তাজ আদ-দীন বাহরাম ও জামাল আদ-দীন আল-আক্বফাহসী থেকে ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) শিক্ষা গ্রহণ করেন। আস-সাখাভি তাঁর হস্তাক্ষরকে সুন্দর বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কাছে মালেকি মাযহাবের নেতৃত্ব এসেছিল এবং জীবনের শেষ দিকে তিনি ইবাদতে মগ্ন হন। (মৃত্যু ৮৪৬ হি.)। ইনবাউল গুমর (৪/২০৩), এবং আদ-দাওউল লামি' (৪/১৭)।

(2) দেখুন: পৃষ্ঠা ২/ক।

بعبارَةِ: «قالَه مُؤَلِّفُهُ»، ووردت فِي مَوْضِعِ عبارة: «قال مصنِّفُهُ رحمه الله»؛ مِمَّا يُفيدُ أَنَّ التَّعليقاتِ كُتِبَتْ بعد وفاته.

7 - النَّاسِخُ من تلاميذ النَّاظم، وقد كتبَ النُّسخَة في حياةِ شيخِه.

النُّسخةُ الرَّابعة، ورَمَزتُ لها بـ «د»:

وهي محفوظةٌ بمكتبة رئيس الكُتَّاب ضمنَ المكتبة السُّليمانيَّة بتركيا، برقم (102).

عدد لوحاتِها: (34) لوحةً.

تاريخ نسخِها: (19) من شهر جمادى الآخرة، سنة (801 هـ) بمكَّة المكرَّمة.

ناسخها: مُحبُّ الدِّين محمَّد بن موسى بن محمَّد القلقشندي.

نوع الخطِّ: نسخي جميلٌ وواضح.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّةٌ.

2 - جميع كلماتها مشكولة، ومُيِّزَت عناوينها بالحمرة.

3 - عليها تعليقاتٌ وتصحيحاتٌ يسيرةٌ، وأُثبِت على حواشيها في مواطن قليلةٍ فروقٌ من نسخٍ أخرى.

4 - كتب النَّاظم بخطِّه في مواضع منها بلاغات عَرْضٍ للنَّاسخ من حفظه عليه، وكان آخرُها عند نهاية (باب الوجادة).

«এর লেখক বলেছেন» এই উক্তি সহ, এবং এক জায়গায় «এর রচয়িতা, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, বলেছেন» এই উক্তিটি পাওয়া যায়; যা থেকে বোঝা যায় যে মন্তব্যগুলি তাঁর মৃত্যুর পর লেখা হয়েছিল।

৭ - নকলকারী ছিলেন রচয়িতার শিষ্যদের একজন, এবং তিনি তাঁর শিক্ষকের জীবদ্দশায় এই কপিটি লিখেছেন।

চতুর্থ পাণ্ডুলিপি, যা আমি «দ» অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি তুরস্কের সুলাইমানিয়া গ্রন্থাগারের অন্তর্ভুক্ত কুততাব প্রধানের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে, যার নম্বর (১০২)।

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (৩৪) পৃষ্ঠা।

এর অনুলিখনের তারিখ: জমাদিউল আখিরা মাসের ১৯ তারিখ, ৮০১ হিজরি সাল, মক্কা মুকাররমায়।

এর নকলকারী: মুহিব্বুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মূসা ইবনে মুহাম্মাদ আল-কালকাশান্দি।

লিপির ধরন: সুন্দর ও স্পষ্ট নসখ লিপি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এটি একটি সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি।

২ - এর সমস্ত শব্দ স্বরচিহ্নিত, এবং এর শিরোনামগুলি লাল রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩ - এতে সামান্য টীকা ও সংশোধন আছে, এবং এর পাদটীকায় কয়েকটি জায়গায় অন্যান্য পাণ্ডুলিপি থেকে পার্থক্যসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

8 - রচয়িতা নিজ হাতে কিছু জায়গায় নকলকারীর কাছে তাঁর মুখস্থ থেকে পঠিত পাঠের (আরদ - عرض) অনুমোদন বার্তা লিখেছেন, এবং এর সর্বশেষটি ছিল ওয়াজাদাহ পরিচ্ছেদের (باب الوجادة) শেষে।

النُّسخةُ الخامسة، ورمزتُ لها بـ «هـ»:

وهي محفوظة بمكتبة راغب باشا في المكتبة السُّليمانيَّة بتركيا، ضمن مجموع برقم (1470/ 7).

عدد لوحاتِها: (38) لوحةً.

تاريخ نسخِها: لم يُذكَر، ولكن في آخرها إجازةٌ من النَّاظم لناسخِها مؤرَّخةٌ سنة (801 هـ).

ناسخها: تلميذ النَّاظم أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قَيْمَاز بن عثمان بن عمر الكِنَاني البُوصِيرِيُّ[1].

نوع الخطِّ: نسخي جميلٌ وواضح.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّةٌ.

2 - مضبوطةٌ بالشَّكل غالباً، وقد يكتفي النَّاسخُ بحركة واحدة عن التَّنوين.

3 - مُيِّزت أبواب النَّظمِ بالحُمرة.

4 - كَتَبَها تلميذُ النَّاظم أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل

(1) هو: شهاب الدِّين أحمد بن أبي بكر البوصيريُّ، الشَّافعيُّ، الحافظ، أخذ عن الهيثمي والعراقي وابنِه أبي زرعة، ألَّف «إتحاف المهرة بزوائد المسانيد العشرة»، و «زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة»، وغيرها، (ت 840 هـ)، قال السَّخاوي رحمه الله: «وخَطُّه حَسَن، مع تَحْرِيفٍ كَثِيرٍ في الأَسْمَاء والمتون». الضَّوء اللَّامع (1/ 251).

পঞ্চম অনুলিপি, এবং আমি এটিকে 'হা' (هـ) প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি তুরস্কের সুলাইমানিয়া লাইব্রেরির রাগিব পাশা লাইব্রেরিতে ১৪৭০/৭ নম্বর সংকলনের অংশ হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

এর পাতার সংখ্যা: (৩৮)টি।

এর অনুলিপিকরণের তারিখ: উল্লেখ করা হয়নি, তবে এর শেষাংশে অনুলিপিকারের জন্য রচয়িতা কর্তৃক ৮০১ হিজরিতে তারিখযুক্ত একটি ইজাযাহ (অনুমোদন) রয়েছে।

এর অনুলিপিকার: রচয়িতার ছাত্র আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইসমাইল ইবনে সুলাইম ইবনে কায়মাজ ইবনে উসমান ইবনে উমর আল-কিনানি আল-বুসিরি[১]।

হস্তাক্ষরের ধরন: সুন্দর ও স্পষ্ট নাসখি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এটি একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

২ - এটি সাধারণত শাকাল (হরকত) দ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত, এবং অনুলিপিকার কখনো তানবিনের পরিবর্তে একটি মাত্র হরকত ব্যবহার করেছেন।

৩ - রচনার অধ্যায়গুলো লাল কালি দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে।

৪ - এটি রচয়িতার ছাত্র আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইসমাইল লিখেছেন।

---

(১) তিনি হলেন: শিহাব উদ্দিন আহমদ ইবনে আবি বকর আল-বুসিরি, শাফিয়ী, হাফিজ। তিনি হায়সামি, ইরাকি এবং তাঁর পুত্র আবু জুর'আ-এর নিকট থেকে জ্ঞানার্জন করেছেন। তিনি 'ইতহাফুল মাহারা বিজাওয়াইদিল মাসানিদিল আশারা', 'জাওয়াইদ ইবনে মাজাহ আলাল কুতুবিল খামসা' এবং অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। (মৃত্যু: ৮৪০ হিজরি)। সাখাভি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম

করুন) বলেছেন: "তাঁর হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল, তবে নাম এবং মূল পাঠে অনেক বিকৃতি ছিল।" আদ-দাউ আল-লামি' (১/২৫১)।

البُوصِيرِي، وقد أَثْبَت أيضاً في حواشيها وفي أوراقٍ طيَّارةٍ - مُلحَقةٍ بها - شرحَ النَّاظم مستوعِباً له.

5 - وَقَعَ في آخرِها إجازتان من النَّاظم بخطِّه للبوصيري ناسخِها:

ذُكِرَ في الأولى: أنَّه قرأها عليه عَرْضاً مِن حفظِه في مجلس واحدٍ، يوم الخميس سابع شوَّال سنة (801 هـ).

وفي الثَّانية: قرأها عليه قراءة بحثٍ ونظرٍ، من استيضاح مشكلٍ، واستفتاح مقفلٍ، في مجالس عديدةٍ، آخرها في تاسع عشر ذي الحجَّة الحرام، سنة (803 هـ).

ثمَّ وقعت بعدهما إجازةٌ في حياة النَّاظم من ابنه أبي زرعة بخطِّه للبوصيري ناسخِها، بعد أن قرأَها عليه مِن حفظِه، وأرَّخها في العشر الوسط من جمادى الآخرة سنة (805 هـ).

ثمّ أجاز البوصيريُّ لابنِه أبي الفتح محمَّد رواية النّظم بعد أن عَرَضَه عليه في مجلسٍ واحدٍ، يوم السّبت عاشر شهر ذي الحجَّة، سنة (838 هـ).

النُّسخة السَّادسة، ورمزتُ لها بـ «و»:

وهي محفوظة بمكتبة عارف حكمت ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة المنوَّرة، برقم (278).

عدد لوحاتِها: (57) لوحةً.

تاريخ نسخِها: لم يُذكَر، ولكنَّها كُتِبت في حياة النَّاظم، وقُرِئَت عليه كما أَثْبَتَ ذلك بخطِّه على النُّسخة.

আল-বুসিরি, এবং তিনি এর পাদটীকায় ও এর সাথে সংযুক্ত কিছু ফ্লায়ার (পৃথক কাগজ)-এ রচয়িতার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও লিপিবদ্ধ করেছেন।

৫ - এর শেষে, রচয়িতার নিজ হাতে এর প্রতিলিপিকার আল-বুসিরির জন্য দুটি ইজাযাত (শিক্ষাদানের অনুমোদনপত্র) পাওয়া গেছে:

প্রথমটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল-বুসিরি রচয়িতার সামনে এটি মুখস্থ থেকে এক বৈঠকে, বৃহস্পতিবার, সাতই শাওয়াল, ৮০১ হিজরি সনে পাঠ করেছিলেন।

এবং দ্বিতীয়টিতে: তিনি রচয়িতার উপর এটি গবেষণা ও পর্যালোচনার সাথে পাঠ করেছিলেন, কঠিন বিষয় স্পষ্ট করার এবং জটিল বিষয় উন্মোচন করার উদ্দেশ্যে, বহু বৈঠকে। এর শেষ বৈঠকটি ছিল উনিশই জিলহজ্ব হারাম, ৮০৩ হিজরি সনে।

এরপর তাদের দুজনের ইজাযাতের পর রচয়িতার জীবদ্দশাতেই তাঁর পুত্র আবু যুর'আ নিজ হাতে এর প্রতিলিপিকার আল-বুসিরির জন্য একটি ইজাযাত প্রদান করেন। এটি মুখস্থ থেকে আবু যুর'আর উপর পাঠ করার পর তিনি এর তারিখ জামাদাল আখিরাহর মধ্য দশকে, ৮০৫ হিজরি সনে লিপিবদ্ধ করেন।

এরপর আল-বুসিরি তাঁর পুত্র আবুল ফাতহ মুহাম্মদকে নাযম (কবিতা) বর্ণনা করার অনুমতি দেন, পুত্র তাঁর উপর এটি এক বৈঠকে আবৃত্তি করার পর, শনিবার, দশই জিলহজ্ব মাস, ৮৩৮ হিজরি সনে।

ষষ্ঠ নুসখা (কপি), এবং আমি এটিকে «ওয়াও» (و) অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এবং এটি মদিনা মুনাওয়ারায় অবস্থিত বাদশাহ আব্দুল আযিয লাইব্রেরির অধীনে আরিফ হিকমাত লাইব্রেরিতে ২৭৮ নম্বর হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

এর পাতার সংখ্যা: (৫৭) পাতা।

এর প্রতিলিপি করার তারিখ উল্লেখ করা হয়নি, তবে এটি রচয়িতার জীবদ্দশায় লেখা হয়েছিল এবং তাঁর উপর পাঠ করা হয়েছিল, যেমনটি তিনি নুসখায় নিজ হাতে প্রমাণ করেছেন।

ناسخها: محمَّد بن أحمد بن عليّ الشَّهير بالكُفْتِي[1].

نوع الخطِّ: نسخي جميلٌ ومنمَّق.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّةٌ.

2 - جميع كلماتها مشكولة.

3 - ميَّز النَّاسخُ العناوين بالحمرة.

4 - أثبت على النُّسخة تصحيحاتٌ يسيرةٌ، وتنبيهاتٌ على فروق النُّسَخ.

5 - على النُّسخة بلاغات قراءة لجمال الدِّين عبد الله بن خلف النَّابِتِي[2] على النَّاظم، وقد كتبها له بخطِّه، وآخر تلك البلاغات عند نهاية (باب التَّنبيهات)، وكانت القراءة بحضور جماعة من الطُّلاب كما تضمَّنته البلاغات المذكورة.

ووقع لجمال الدِّين النَّابِتِيّ أيضاً في الورقة (3) بلاغ قراءةٍ على الحافظ ابن حجر، وقد كتبه له بخطِّه، وكذلك كتب له في آخرها إجازةً

---

(1) هو: محمد بن أحمد بن علي، شمس الدِّين، أبو عبد الله الكُفتِي الدِّمشقي، اشتغل وفَضَل ومَهَر، وسمع الحديث، وألَّف كتاباً سماه: «مختصر فقه اللغة»، (ت 814 هـ). بهجة النَّاظرين (ص 90).

(2) هو: عبد الله بن خلف بن مُحَمَّد بن عُثْمَان الجمال النَّابتي، القَاهِرِيُّ، أكثَرَ مِن مُلازمة الوليّ العراقي، والحافظ ابن حجر، (ت 837 هـ). الضَّوء اللَّامع (5/ 17).

এর প্রতিলিপিকার: মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আলি, যিনি কুফতি নামে পরিচিত[1]।

হস্তাক্ষরের ধরণ: সুন্দর ও সুসজ্জিত নাসখি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1 - একটি পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি।

2 - এর সকল শব্দে স্বরচিহ্ন (তাশজিল) রয়েছে।

3 - প্রতিলিপিকার শিরোনামগুলিকে লাল রঙে চিহ্নিত করেছেন।

4 - এই অনুলিপিতে কিছু ছোটখাটো সংশোধন এবং অনুলিপিগুলির পার্থক্যের উপর মন্তব্যসমূহ লিপিবদ্ধ আছে।

5 - অনুলিপিটিতে বিন্যাসকারীর উপর জামালুদ্দিন আব্দুল্লাহ ইবনে খালাফ আন-নাবিতির[2] পঠনের প্রতিবেদন (বালাগাত) রয়েছে। তিনি এটি তার নিজ হাতে লিখেছিলেন। সেই প্রতিবেদনগুলির মধ্যে শেষটি হল 'সতর্কীকরণ অধ্যায়' (বাবুত তানবিহাত) এর শেষে, এবং উল্লিখিত প্রতিবেদনগুলি অনুসারে, এই পঠনটি একদল ছাত্রের উপস্থিতিতে হয়েছিল।
এবং জামালুদ্দিন আন-নাবিতি কর্তৃক পৃষ্ঠা (৩) এ হাফেজ ইবনে হাজারের উপর পঠনের একটি প্রতিবেদন (বালাগ) ও পাওয়া যায়। তিনি এটি তার নিজ হাতে লিখেছিলেন, এবং একইভাবে এর শেষে তার জন্য একটি ইজাজাত (অনুমতিপত্র) লিখেছিলেন।

---

(1) তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে আলি, শামসুদ্দিন, আবু আব্দুল্লাহ আল-কুফতি আদ-দিমাশকি। তিনি কাজ করেছেন, গুণী হয়েছেন এবং দক্ষ হয়েছেন। তিনি হাদিস শুনেছেন এবং 'মুখতাসার ফিকহুল লুঘা' (ভাষাতত্ত্বের সংক্ষিপ্তসার) নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। (মৃত্যু ৮১৪ হি.)। বাহজাতুন নাযিরিন (পৃ. ৯০)।

(2) তিনি হলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে খালাফ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উসমান আল-জামাল আন-নাবিতি আল-কাহিরা। তিনি আল-ওয়ালি আল-ইরাকি এবং হাফেজ ইবনে হাজারের সাহচর্য বেশি করেছেন। (মৃত্যু ৮৩৭ হি.)। আদ্-দাউউল লামি' (৫/১৭)।

فيها أنَّه عرض عليه الألفيَّة في مجلسين، وأرَّخها في مستهلِّ ذي الحجَّة، سنة (808 هـ).

وفي الورقة (40) أيضاً بلاغ عرضٍ وسماعٍ لجمال الدِّين النَّابِتِي على محمَّد بن عمَّارٍ المالكي[1]، كتبه له بخطِّه، وأرَّخه يوم الأربعاء الرَّابع عشر من جمادى الأخرى، سنة (809 هـ).

6 - جاء في آخر النُّسخة بلاغ مقابلة خفي بعضه، وفيه: «بلغت مقـ ... قرئت على المصنِّف»، ولعلَّ المرادَ أنَّها قُوبِلت على نسخةٍ قُرِئت على النَّاظم.

النُّسخة السَّابعة، ورمزتُ لها بـ «ز»:

وهي محفوظة بمكتبة جامعة الإمام محمَّد بن سعود بالرِّياض.

عدد لوحاتِها: (38) لوحةً.

تاريخ نسخِها: الأحد رابع ذي الحجّة، سنة (824 هـ).

ناسخها: محبُّ الدِّين محمَّد بن محمَّد ابن الشِّحْنَة الحنفيُّ[2].

---

(1) هو: شمس الدِّين أبو ياسر محمَّد بن عمَّار بن مُحَمَّد بن أَحْمد المَالِكِي، تفقه بابن عرفة، أخذ علوم الحديث من العراقي، له شرح للتَّسهيل سمَّاه: «جلاب الموائد»، واختصر كثيراً من المطوَّلات؛ منها: شرح ألفيَّة العراقي للنَّاظم، (ت 844 هـ). الضَّوء اللَّامع (8/ 232)، والبدر الطالع (2/ 232).

(2) هو: محبُّ الدِّين محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الحلبي، أبو الفضل، المعروف بابن الشِّحنة، سمع من البرهان الحلبي ولازمَه، وتفقه وتفنَّن، ونظم الشِّعر الحسن، وله تأليف في طبقات الحنفية، (ت 890 هـ). نظم العقيان في أعيان الأعيان للسُّيوطي (ص 171).

এতে উল্লেখ আছে যে, 'আলফিয়্যাহ' গ্রন্থটি তাকে দুটি মজলিসে পেশ করা হয়েছিল এবং এর তারিখ ছিল যুলহাজ্জাহ মাসের প্রারম্ভে, ৮০৮ হিজরী সনে।

এবং ৪০ নম্বর পৃষ্ঠাতে আরও রয়েছে মুহাম্মাদ বিন আম্মার আল-মালিকীর[1] কাছে জামালুদ্দীন আন-নাবিতী কর্তৃক গ্রন্থ উপস্থাপনা ও শ্রবণ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি। এটি তিনি তার নিজের হাতে লিখেছিলেন এবং এর তারিখ ছিল বুধবার, জুমাদাল উখরা মাসের চৌদ্দ তারিখ, ৮০৯ হিজরী সনে।

6 - অনুলিপিটির শেষে একটি তুলনা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যায় যার কিছু অংশ অস্পষ্ট, এবং এতে রয়েছে: «পৌঁছেছে যা [...] গ্রন্থকারের কাছে পঠিত হয়েছিল», এবং সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হলো যে, এটি এমন একটি অনুলিপির সাথে তুলনা করা হয়েছিল যা রচয়িতার কাছে পঠিত হয়েছিল।

সপ্তম অনুলিপি, এবং আমি এর প্রতীক হিসেবে 'যাল' (ز) ব্যবহার করেছি:
এটি রিয়াদের ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।
এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: ৩৮টি পৃষ্ঠা।
অনুলিখনের তারিখ: রবিবার, যুলহাজ্জাহ মাসের চতুর্থ দিন, ৮২৪ হিজরী সনে।
এর অনুলিখক: মুহিব্বুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ ইবনুল শিহনা আল-হানফী[2]।

---

(1) তিনি হলেন: শামসুদ্দীন আবু ইয়াসির মুহাম্মাদ বিন আম্মার বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ আল-মালিকী। তিনি ইবনে আরাফাহর কাছে ফিকাহ অধ্যয়ন করেন, ইরাকী থেকে হাদিস বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর 'আত-তাসহীল' গ্রন্থের একটি ব্যাখ্যা গ্রন্থ রয়েছে, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন: «জাল্লাবুল মাওয়াইদ», এবং তিনি বহু বিস্তারিত গ্রন্থ সংক্ষেপ করেছেন; এর মধ্যে রয়েছে: রচয়িতার 'আলফিয়্যাতুল ইরাকী'র ব্যাখ্যা। (মৃত্যু ৮৪৪ হি.)। আদ-দাওউল লামি' (৮/২৩২), আল-বদরুত ত্বালি' (২/২৩২)।

(2) তিনি হলেন: মুহিব্বুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-হালাবী, আবুল ফাদল, যিনি ইবনুল শিহনা নামে পরিচিত। তিনি বুরহান আল-হালাবীর কাছ থেকে (জ্ঞান) শুনেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গ ধরেছিলেন। তিনি ফিকাহ ও শিল্পকলায় পারদর্শী ছিলেন এবং সুন্দর কবিতা রচনা করতেন। তাঁর হানাফী মাযহাবের তবাকাত (স্তরবিন্যাস) সম্পর্কে একটি গ্রন্থ রয়েছে। (মৃত্যু ৮৯০ হি.)। নাযমুল উকিয়ান ফী আইয়ানিল আইয়ান, সুয়ুতী (পৃ. ১৭১)।

نوع الخطِّ: نسخي معتاد.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّةٌ.

2 - غالبُ كلماتها مشكولة.

3 - أثبت النَّاسخ عليها تعليقات من شرح المؤلِّف تكثر في أوَّلها، وأخرى من حاشية شيخه برهان الدِّين سبط ابن العجمي[1]، ومنها أبياتٌ زادها على النَّظم.

4 - قرأها ناسخها محب الدِّين ابن الشِّحنة على شيخه سبط ابن العجمي - تلميذ العراقي - في مجلسين، وكتب له الشَّيخ بخطِّه إجازةً في آخرها مؤرَّخةً سنة (825 هـ)، وكتب النَّاسخ آخِرَها: «بلغ معارضةً بأصل شيخنا والشَّيخ ممسكٌ بيده».

النُّسخة الثَّامنة، ورمزتُ لها بـ «ح»:

وهي محفوظةٌ بمكتبة الإسكوريال بإسبانيا، ضمن مجموع برقم (1492/ 1).

عدد لوحاتِها: (44) لوحةً.

---

(1) هو: إبراهيم بن محمَّد بن خليل البرهان، أبو الوفاء، الطَّرَابُلُسِيُّ الأصل، الحلبِيُّ المولد، سبطُ ابن العجمي، ويُعرَفُ بالمحدِّث، قرأ على الحافظ العراقي ألفيَّته وشرحَها، ونكته على ابن الصَّلاح، كتب الكثيرَ بخطِّه الحسن، له عدَّة مؤلفات منها: حواش على ألفيَّة العراقي وشرحها، وزاد عليها أبياتاً، (ت 841 هـ). الضَّوء اللَّامع (1/ 138).

লিপির ধরন: প্রচলিত নসখি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

২ - এর অধিকাংশ শব্দ স্বরচিহ্নিত।

৩ - অনুলিপিকারক এতে লেখকের ব্যাখ্যা থেকে কিছু টীকা সংযোজন করেছেন, যা এর শুরুতে বেশি দেখা যায়। এছাড়াও তিনি তাঁর শিক্ষক বুরহান আল-দীন সিবত ইবন আল-আজামির পাদটীকা থেকে আরও কিছু টীকা যোগ করেছেন।[১] এর মধ্যে এমন কিছু পঙ্‌ক্তিও রয়েছে যা তিনি মূল কবিতায় সংযোজন করেছেন।

৪ - এর অনুলিপিকারক মুহিব আল-দীন ইবন আল-শিহনা (যিনি আল-ইরাকির ছাত্র ছিলেন) তাঁর শিক্ষক সিবত ইবন আল-আজামির কাছে এটি দুটি বৈঠকে পাঠ করেছেন। শিক্ষক তাঁর নিজস্ব হস্তাক্ষরে এর শেষে একটি ইজাযাহ (সনদ) লিখে দিয়েছেন, যা ৮২৫ হিজরি সনে তারিখযুক্ত ছিল। অনুলিপিকারক এর শেষে লিখেছেন: «আমাদের শিক্ষকের মূল পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা করে শেষ করা হয়েছে, এবং শিক্ষক হাতে ধরে রেখেছিলেন»।

অষ্টম অনুলিপি, এবং আমি এটিকে «হ» দ্বারা চিহ্নিত করেছি:
এটি স্পেনের এসকুরিয়াল গ্রন্থাগারে, একটি সংকলনের অংশ হিসেবে যার নম্বর (১৪৯২/১), সংরক্ষিত আছে।
এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (৪৪) পৃষ্ঠা।

---

(১) তিনি হলেন: ইব্রাহিম ইবন মুহাম্মাদ ইবন খলিল আল-বুরহান, আবুল ওয়াফা। বংশগতভাবে তারাবুলসি, হালবে জন্মগ্রহণকারী, সিবত ইবন আল-আজামি। তিনি আল-মুহাদ্দিস (হাদিস বিশারদ) নামে পরিচিত। তিনি হাফিয আল-ইরাকির আলফিয়্যাহ ও এর ব্যাখ্যা এবং ইবন আস-সালাহের (কিতাবের) টীকা পাঠ করেছেন। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে অনেক কিছু লিখেছেন। তাঁর বেশ কিছু রচনা রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য: আল-ইরাকির আলফিয়্যাহ ও এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের উপর টীকা, এবং তিনি এতে কিছু পঙ্‌ক্তিও যোগ করেছেন। (মৃত্যু ৮৪১ হি.)। আদ-দাও আল-লামি' (১/১৩৮)।

تاريخ نسخِها: لم يذكر، ولكن ناسخها توفِّي سنة (1041 هـ).

ناسخها: إبراهيم بن حسن اللَّقاني[1].

نوع الخطِّ: نسخي معتاد.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّةٌ.

2 - جميع كلماتها مشكولةٌ.

3 - ناسخها عالم مالكيٌّ معروف.

ثانياً: نسخ شرح النَّاظم:

النُّسخة الأولى، ورمزتُ لها بـ «ط»:

وهي محفوظةٌ بالمكتبة الأزهرية - مصر - برقم (89485).

عدد لوحاتِها: (155) لوحةً.

تاريخ نسخِها: لم يُعرَف؛ لأنَّ النُّسخة بُتِرَت مِن آخرها.

ناسخها: النَّاظم رحمه الله.

نوع الخطِّ: نسخي جميل.

خصائصها:

1 - هذه النُّسخة هي أرفعُ وأعلى ما وصلنا من نسخ الكتاب

---

(1) هو: برهان الدِّين أبو الإمداد إبراهيم بن حسن اللَّقاني المالكي، له عدَّة كتب ومؤلَّفات، مثل: «جوهرة التَّوحيد»، و «بهجة المحافل في التَّعريف برواة الشَّمائل»،

وغيرها، (ت 1041 هـ). شجرة النور الزَّكيَّة في طبقات المالكية لمحمَّد بن سالم مخلوف (1/ 421).

এর অনুলিপিকরণের তারিখ: উল্লেখ করা হয়নি, তবে এর অনুলিপিকার (1041 হিজরি) সনে ইন্তেকাল করেন।

এর অনুলিপিকার: ইবরাহীম ইবন হাসান আল-লাক্কানী[1].

হস্তাক্ষরের ধরণ: সাধারণ নাসখী লিপি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1 - এটি একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

2 - এর সমস্ত শব্দে স্বরচিহ্ন রয়েছে।

3 - এর অনুলিপিকার একজন প্রসিদ্ধ মালিকী আলেম।

দ্বিতীয়ত: রচয়িতার ব্যাখ্যার অনুলিপিসমূহ:

প্রথম অনুলিপি, এবং আমি এর প্রতীক দিয়েছি «ত্বা» দ্বারা:

এটি আল-আজহার লাইব্রেরিতে - মিশর - (89485) নম্বরে সংরক্ষিত আছে।

এর পত্রসংখ্যা: (155)টি পত্র।

এর অনুলিপিকরণের তারিখ: জানা যায়নি; কারণ অনুলিপিটির শেষাংশ খণ্ডিত।

এর অনুলিপিকার: রচয়িতা, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

হস্তাক্ষরের ধরণ: সুন্দর নাসখী লিপি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1 - এই অনুলিপিটিই গ্রন্থটির প্রাপ্ত অনুলিপিসমূহের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মানের।

---

(1) তিনি হলেন: বুরহান উদ্দীন আবুল ইমদাদ ইবরাহীম ইবন হাসান আল-লাক্কানী আল-মালিকী। তাঁর বেশ কিছু গ্রন্থ ও রচনা রয়েছে, যেমন: "জাওহারাতুত তাওহীদ", এবং "বাহজাতুল মাহাফিল ফিত তা'রীফ বিরুওয়াত আশ-শামাইল", ইত্যাদি। (মৃত্যু 1041 হি.)। মুহাম্মাদ ইবন সালেম মাখলুফের "শাজারাতুন নূর আয-যাকিয়্যা ফী ত্বাবাকাতিল মালিকিয়্যা" (1/421)।

وشرحه؛ لأنَّها بخطِّ النَّاظم نفسِه، فلذلك، تُعَدُّ الغايةَ في الصِّحَّة والجودة.

2 - النُّسخة ناقصةٌ من أوَّلها؛ حيث تبدأ من البيت (376)، وفيها نقصٌ من وسطها أيضاً من البيت (476) إلى البيت (545)، وفيها نقصٌ من آخرها يبدأ من البيت (996) إلى نهاية الكتاب.

ووقع في النُّسخة تلفيقٌ بخطٍ متأخِّرٍ في مواضع، هي: من البيت (752) إلى البيت (758)، ومن البيت (932) إلى البيت (956)، ومن البيت (985) إلى آخر الموجود وهو البيت (996).

3 - قُرِئت على النَّاظم، كما أثبت ذلك عليها بخطِّه، وممَّن قرأها عليه: ابنه أبو حاتمٍ محمَّدٌ، ونور الدِّين الهيثمي[1].

4 - عليها تصحيحاتٌ، واستدراكاتٌ، وبيان لما كان في النُّسخِ السَّابقة في مواضعَ غيَّرها النَّاظم، وذلك لبيان صحَّة ما كان فيها.

5 - اعتنى النَّاظم بضبط الكلمات المشكلة بالشَّكل، وربَّما ضبط الكلمة الواحدة بوجهين.

النُّسخة الثَّانية، ورمزت لها بـ «ي»:

وهي محفوظة بمكتبة يني جامع ضمن المكتبة السُّليمانية - تركيا - برقم (167).

---

(1) هو: نور الدِّين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن، رفيق الحافظ العراقي وصهره وخادمه، له تصانيف؛ منها: «ترتيب الثِّقات لابن حبَّان»، و «مجمع الزَّوائد ومنبع الفوائد»، (ت 807 هـ). بهجة النَّاظرين (ص 226)، وطبقات الحفَّاظ للسُّيوطي (ص 546).

এবং এর ব্যাখ্যা; কারণ এটি রচয়িতার স্বহস্তে লিখিত, অতএব, এটি নির্ভুলতা ও গুণমানের চরম দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচিত।

২ - পাণ্ডুলিপিটির শুরু থেকে অসম্পূর্ণ; যেখানে এটি ৩৬৭ নং পঙ্‌ক্তি থেকে শুরু হয়েছে, এবং এর মাঝামাঝিও ৪৭৬ নং পঙ্‌ক্তি থেকে ৫৪৫ নং পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত অসম্পূর্ণ রয়েছে, এবং এর শেষাংশেও ৯৯৬ নং পঙ্‌ক্তি থেকে গ্রন্থের শেষ পর্যন্ত অসম্পূর্ণতা রয়েছে।

পাণ্ডুলিপিটিতে কিছু স্থানে পরবর্তীকালে লিখিত সংযোজন রয়েছে, যথা: ৭৫২ নং পঙ্‌ক্তি থেকে ৭৫৮ নং পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত, ৯৩২ নং পঙ্‌ক্তি থেকে ৯৫৬ নং পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত, এবং ৯৮৫ নং পঙ্‌ক্তি থেকে বিদ্যমান অংশের শেষ অর্থাৎ ৯৯৬ নং পঙ্‌ক্তি পর্যন্ত।

৩ - এটি রচয়িতার কাছে পঠিত হয়েছিল, যেমন তিনি নিজেই তাতে স্বাক্ষর করে নিশ্চিত করেছেন, এবং যারা তাঁর কাছে এটি পাঠ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন: তাঁর পুত্র আবূ হাতিম মুহাম্মাদ, এবং নূরুদ্দীন আল-হাইসামি[১]।

৪ - এতে সংশোধন ও পরিপূরণ রয়েছে, এবং এমন স্থানগুলোতে পূর্ববর্তী পাণ্ডুলিপিগুলোতে কী ছিল তার ব্যাখ্যা রয়েছে যেখানে রচয়িতা পরিবর্তন এনেছেন, যাতে সেগুলোর (পূর্ববর্তীগুলোর) সঠিকতা তুলে ধরা যায়।

৫ - রচয়িতা সমস্যাযুক্ত শব্দগুলোকে স্বরচিহ্ন (শাকাল) দ্বারা সঠিকভাবে চিহ্নিত করার প্রতি যত্নবান ছিলেন, এবং কখনও কখনও একটি শব্দকে দুইভাবে চিহ্নিত করতেন।

দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপি, যার প্রতীক হিসেবে «ي» (ইয়া) ব্যবহার করা হয়েছে:

এটি তুরস্কের সুলাইমানিয়া গ্রন্থাগারের অধীনে ইয়েনি জামি গ্রন্থাগারে (১৬৭) নং নম্বরে সংরক্ষিত রয়েছে।

---

(১) তিনি হলেন: নূরুদ্দীন আলী ইবন আবী বকর ইবন সুলাইমান আল-হাইসামি, আবুল হাসান। তিনি আল-হাফিয আল-ইরাক্বীর সহচর, জামাতা ও খাদেম (সেবক) ছিলেন। তাঁর রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে: ‘তারতীবুস ছিক্বাত লি-ইবন হিব্বান’ এবং ‘মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ’। (মৃত্যু ৮০৭ হিজরি)। বাহজাতুন নাযিরীন (পৃ. ২২৬), এবং ত্বাবাক্বাতুল হুফফায লিস-সুয়ূতী (পৃ. ৫৪৬)।

عدد لوحاتِها: (326) لوحةً.

تاريخ نسخِها: (778 هـ).

ناسخها: لم يذكر.

نوع الخطِّ: نسخي معتاد.

خصائصها:

1 - منقولة من أصل النَّاظم، كما جاء ذكر ذلك في خاتمتها.

2 - مقروءةٌ على النَّاظم، وعليها خطُّه وإجازته، ومقروءة أيضاً على الحافظ ابن حجرٍ وعليها خطُّه.

3 - نسخة تامَّة، لكن وقع فيها تلفيق بخطٍّ متأخِّرٍ في موضعين؛ الأول: من الورقة (40) إلى (82)، والثاني: من الورقة (202) إلى (218).

النُّسخة الثَّالثة، ورمزت لها بـ «ك»:

وهي محفوظة بالمكتبة الأزهرية - مصر -، برقم (3435).

عدد لوحاتِها: (147) لوحةً.

تاريخ نسخِها: (18) من شهر جمادى الآخرة، سنة (786 هـ).

ناسخها: أحمد بن محمَّد ابن الصَّلاح الشَّافعي الأموي[1].

---

(1) هو: شهاب الدِّين أحمد بن محمَّد بن محمَّد القاهري الشَّافعي، يُعرَف بابن السِّمسار، وابن الصَّلاح، لازمَ ابن الملقِّن والبُلقيني والعراقي، درَّس وأفتى وحدَّث، (ت 840 هـ). الضَّوء اللَّامع (2/ 186).

এর ফলক সংখ্যা: (৩২৬)টি ফলক।
এর অনুলিপি তৈরির তারিখ: (৭৭৮ হিজরি)।
এর অনুলিপিকারক: উল্লেখ করা হয়নি।
হাতের লেখার ধরন: সাধারণ নাসখী।
এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:
১ - এটি গ্রন্থকারের মূল পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপিকৃত, যেমনটি এর সমাপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
২ - এটি গ্রন্থকারকে পড়ে শোনানো হয়েছে এবং এতে তাঁর হাতের লেখা ও অনুমতিপত্র (ইজাজাহ) রয়েছে। এটি হাফিজ ইবনে হাজারকে ও পড়ে শোনানো হয়েছে এবং এতে তাঁর হাতের লেখা রয়েছে।
৩ - এটি একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি, তবে দুটি স্থানে পরবর্তী হাতের লেখায় সংযোজন (তালফিক) হয়েছে; প্রথমটি: ৪০ নং ফলক থেকে ৮২ নং ফলক পর্যন্ত, এবং দ্বিতীয়টি: ২০২ নং ফলক থেকে ২১৮ নং ফলক পর্যন্ত।

তৃতীয় অনুলিপি, এবং এটিকে আমি 'কাফ' (ك) অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করেছি:
এটি মিশরের আল-আজহার লাইব্রেরিতে, ৩৪৩৫ নম্বরে সংরক্ষিত আছে।
এর ফলক সংখ্যা: (১৪৭)টি ফলক।
এর অনুলিপি তৈরির তারিখ: জমাদিউস সানি মাসের ১৮ তারিখ, ৭৮৬ হিজরি সনে।
এর অনুলিপিকারক: আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আস-সালাহ আশ-শাফিয়ী আল-উমাবী[1].

(1) তিনি হলেন: শিহাব উদ্দীন আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কাহিরি আশ-শাফিয়ী। তিনি ইবনুস সিমসার ও ইবনুস সালাহ নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ইবনুল মুলাক্কিন, আল-বুলকিনি এবং আল-ইরাকির সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি অধ্যাপনা করেছেন, ফতোয়া দিয়েছেন এবং হাদিস বর্ণনা করেছেন। (মৃত্যু: ৮৪০ হিজরি)। আদ-দাওউল লামি' (২/১৮৬)।

نوع الخطِّ: نسخيٌّ دقيق.

خصائصها:

1 - أغلبها منقولٌ من أصل النَّاظم، وأحياناً لا تتيسَّر للنَّاسخ نسخته، فينقلُ من نسخة مقابلةٍ عليها[1]، ومقروءة على النَّاظم.

2 - قرأها النَّاسخ على النَّاظم، وهو ممسكٌ بنسخته التي بخطِّه، وفي مواضع - عيَّنها النَّاسخُ بنقاطٍ - كان يُمسِكُ النَّاظمُ بنسخةِ وَلَدِه.

3 - عليها بلاغات قراءةٍ، وفي آخرها إجازةٌ من النَّاظمِ لناسخها.

4 - وقع في النُّسخة تلفيق بخطٍّ متأخِّرٍ في عدَّة مواضع قليلة.

النُّسخة الرَّابعة، ورمزتُ لها بـ «ل»:

وهي محفوظة بمكتبة فيض الله أفندي - تركيا -، ورقمها (251).

عدد لوحاتِها: (278) لوحةً.

تاريخ نسخِها: (24) من شهر صفر، سنة (823 هـ).

ناسخها: أحمد بن عبد الرَّحمن بن عبد الله بن فضل الله الحُوَارِي الشَّافعي[2].

---

(1) قال النَّاسِخ آخرَ النُّسخة: «والنُّسخة التي كتبت منها نسخة المُصنِّف التي بخطِّه، غيرَ أنِّي في نادر الأزمان لا تتيسَّر لي فأكتبُ من نسخة مقابلة عليها، مقروءة على شيخنا - فسح الله في مدَّتِه -».

(2) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن فضل الحُوَارِيُّ، الدِّمشقي، ثم المِزِّي، الشَّافعي، كتب بخطِّه أشياء، (ت 843 هـ). الضَّوء اللَّامع (1/ 331).

লিপির ধরণ: সূক্ষ্ম নসখী (Naskhī)।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এর বেশিরভাগই মূল রচয়িতার পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিখিত। মাঝে মাঝে লিপিকারের কাছে মূল পাণ্ডুলিপি সহজলভ্য না হওয়ায়, তিনি একটি যাচাইকৃত প্রতিলিপি (১) থেকে অনুলিপি করতেন, যা রচয়িতাকে পড়ে শোনানো হয়েছিল।

২ - লিপিকার এটি রচয়িতাকে পড়ে শোনাতেন, যখন লিপিকার তাঁর নিজের হস্তলিখিত প্রতিলিপি ধরে রাখতেন। এবং কিছু স্থানে – যা লিপিকার বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করেছেন – রচয়িতা তাঁর পুত্রের প্রতিলিপি ধরে রাখতেন।

৩ - এতে পঠনের অনুমোদন (বালাঘাত কিরাআত) রয়েছে এবং এর শেষে লিপিকারের জন্য রচয়িতার পক্ষ থেকে একটি ইজাযাহ (সনদ) আছে।

৪ - পাণ্ডুলিপির বেশ কয়েকটি স্থানে পরবর্তী কোনো হস্তলিপি দ্বারা কিছু প্রক্ষেপণ (তালফীক) ঘটেছে।

চতুর্থ পাণ্ডুলিপি, যাকে আমি "ল" দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি তুরস্কের ফায়জুল্লাহ আফেন্দি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে এবং এর নম্বর (২৫১)।

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (২৭৮) পৃষ্ঠা।

অনুলিখনের তারিখ: সফর মাসের (২৪) তারিখ, (৮২৩ হিজরী) সাল।

এর লিপিকার: আহমদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ফাদলুল্লাহ আল-হুওয়ারী আশ-শাফিয়ী (২)।

---

(১) লিপিকার পাণ্ডুলিপির শেষে বলেছেন: "যে প্রতিলিপি থেকে আমি লিখেছি, তা হলো লেখকের নিজস্ব হস্তলিখিত প্রতিলিপি। তবে বিরল কিছু সময়ে এটি আমার জন্য সহজলভ্য না হওয়ায়, আমি একটি যাচাইকৃত প্রতিলিপি থেকে লিখেছি, যা আমাদের শায়খকে – আল্লাহ তাঁর জীবন দীর্ঘ করুন – পড়ে শোনানো হয়েছিল।"

(২) তিনি হলেন: আহমদ ইবন আব্দুর রহমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন ফাদল আল-হুওয়ারী, আদ্-দিমাশকী, অতঃপর আল-মাজ্জী, আশ-শাফিয়ী। তিনি নিজের হাতে অনেক কিছু লিখেছেন, (মৃত্যু ৮৪৩ হিজরী)। আদ-দাওউল লামি' (১/৩৩১)।

نوع الخطِّ: نسخي دقيق.

خصائصها:

1 - نسخة تامَّة متقنة.

2 - أغلب كلماتها مشكولة.

3 - قرأها ناسخها على سبط ابن العجمي تلميذ النَّاظم، وعارضَها بنسختِه، وكتب له عليها بلاغات، وفي آخرها إجازةٌ بخطِّه.

4 - على النُّسخة تصحيحاتٌ وتعليقاتٌ، بعضها من شرح النَّاظم، وبعضها مِن سبط ابن العجمي.

النُّسخة الخامسة، ورمزتُ لها بـ «م»:

وهي محفوظة بمكتبة راشد قيصري - تركيا -، برقم (222).

عدد لوحاتِها: (131) لوحةً.

تاريخ نسخِها: (15) من شهر جمادى الآخرة، سنة (826 هـ).

ناسخها: تلميذ النَّاظم علاء الدِّين علي بن عثمان بن عمر ابن الصَّيرفي الشَّافعي[1].

---

(1) هو: علي بن عثمان بن عمر بن صالح العلاء، أبو الحسن الدِّمشقي، ويعرف بابن الصَّيرفي، برع في الفقه والأصول واللُّغة والحديث، وكان أعجوبة في الحفظ، وأخذ عن الحافظ العراقي، وبحث عليه غالب منظومته وشرحها المشهور، وله تآليف؛ منها: «الوصول إلى ما في الرَّافعي من الأصول»، و «نتائج الفِكَر ترتيب مسائل المنهج على المختصر»، (ت 844 هـ). بهجة النَّاظرين (ص 236)، والضَّوء اللَّامع (5/ 259).

হাতের লেখার ধরণ: সূক্ষ্ম নাসখি।

বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - একটি সম্পূর্ণ ও সুনিপুণ অনুলিপি।

২ - এর বেশিরভাগ শব্দ স্বরচিহ্নিত (ইশকোল করা)।

৩ - এর লেখক এটি নাজিমের ছাত্র সিবত ইবনুল আজামির কাছে পাঠ করেছেন এবং তার নিজের অনুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখেছেন। তিনি (সিবত ইবনুল আজামি) এর উপর কিছু সনদপত্র লিখে দিয়েছেন এবং এর শেষে তার নিজের হাতে লেখা একটি ইজাজাহ (শিক্ষাদানের অনুমতিপত্র) রয়েছে।

৪ - এই অনুলিপিতে কিছু সংশোধন ও টীকা রয়েছে, যার কিছু নাজিমের ব্যাখ্যা থেকে এবং কিছু সিবত ইবনুল আজামি থেকে নেওয়া।

পঞ্চম অনুলিপি, আমি এর প্রতীক হিসেবে «মীম» ব্যবহার করেছি:

এটি তুরস্কের রাশিদ কায়সেরী লাইব্রেরিতে (২২২) নম্বর দিয়ে সংরক্ষিত আছে।

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (১৩১) পৃষ্ঠা।

অনুলিপির তারিখ: জামাদিউল আখিরা মাসের ১৫ তারিখ, ৮২৬ হিজরি।

এর লেখক: নাজিমের ছাত্র আলাউদ্দিন আলী ইবনু উসমান ইবনু উমার ইবনুস সাইরাফি আশ-শাফেয়ী[1]।

---

(1) তিনি হলেন: আলী ইবনু উসমান ইবনু উমার ইবনু সালিহ আল-আলা, আবুল হাসান আদ-দিমাশকি। তিনি ইবনুস সাইরাফি নামে পরিচিত। তিনি ফিকহ, উসুল, ভাষা ও হাদিস শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ছিলেন মুখস্থকরণে এক বিস্ময়। তিনি হাফিযুল ইরাকির নিকট থেকে জ্ঞান অর্জন করেন এবং তার বেশিরভাগ কাব্যগ্রন্থ (মানযূমাহ) ও তার প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাসমূহ নিয়ে গবেষণা করেন। তার কিছু রচনাও আছে; তার মধ্যে অন্যতম: «আল-উসুল ইলা মা ফির রাফেঈ মিনাল উসুল» এবং «নাতায়িজুল ফিকার তারতিব মাসায়িলিল মানহাজ আলাল মুখতাসার»। (মৃত্যু ৮৪৪ হিজরি)। বাহজাতুন নাজিরীন (পৃষ্ঠা ২৩৬), ওয়া দাউল লামি' (৫/২৫৯)।

نوع الخطِّ: نسخي.

خصائصها:

1 - نسخةٌ جيِّدةٌ، لكن فيها خرمٌ من البيت (569) إلى البيت (723)، وفي أوَّلها تلفيقٌ بخطٍّ متأخِّرٍ بمقدار ورقتين.

2 - أغلبُ أبياتها مشكولة.

3 - عليها تصحيحاتٌ وتعليقاتٌ وفوائد بخطٍّ متأخِّرٍ.

4 - قرأ النَّاسخ أوائلها على النَّاظمِ كما يدلُّ على ذلك البلاغات التي كتبها له بخطِّه، وأمَّا بقيَّة النُّسخة فقد أتمَّ النَّاسِخُ كتابتَها بعد وفاة النَّاظم.

5 - قابلها عبد الباسط ابن العلموي[1] وصحَّحَها على نسختين؛ كما جاء ذلك بخطِّه في آخرها، وقد قُرِئت عليه، وكتب بذلك بلاغاتٍ وإجازةً للقارِئ آخرَ النُّسخة.

النُّسخة السَّادسة، ورمزتُ لها بـ «ن»:

وهي محفوظة بمكتبة مراد مُلا ضمن المكتبة السّليمانية - تركيا - برقم: (328).

عدد لوحاتِها: (171) لوحةً.

---

(1) هو: عبد الباسط بن موسى بن محمَّد بن إسماعيل العلموي، الدِّمشقي، الشَّافعي، واعظ، مؤرِّخ، له مؤلَّفات؛ منها: «المعيد في أدب المفيد والمستفيد»، و «مختصر تنبيه الطَّالب وإرشاد الدَّارس»، (ت 981 هـ). الأعلام (3/ 270).

লেখার ধরন: নসখ।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এটি একটি ভালো অনুলিপি, কিন্তু এর পদ (৫৬৯) থেকে পদ (৭২৩) পর্যন্ত একটি ফাঁকা স্থান (খরম) রয়েছে, এবং এর শুরুতে পরবর্তীকালের হস্তাক্ষরে দুটি পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা হয়েছে।
২ - এর অধিকাংশ পদ স্বরচিহ্নিত।
৩ - এতে পরবর্তীকালের হস্তাক্ষরে সংশোধন, টীকা এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যুক্ত করা হয়েছে।
৪ - অনুলিপিকারক এর প্রারম্ভিক অংশটি লেখকের (নাজিম) নিকট পাঠ করেছিলেন, যেমনটি তাঁর নিজের হাতে লেখা 'বালাগাত' (নির্দেশনা) দ্বারা প্রতীয়মান হয়। তবে অনুলিপিকারক লেখকের মৃত্যুর পর অনুলিপির অবশিষ্ট অংশ সম্পন্ন করেছেন।
৫ - আব্দুল বাসিত ইবনুল আলামাভী[১] এটি মিলিয়ে দেখেছেন এবং দুটি অনুলিপির সাথে তুলনা করে এটি সংশোধন করেছেন; যেমনটি এর শেষে তাঁর নিজের হস্তাক্ষরে উল্লেখ রয়েছে। এটি তাঁর নিকট পাঠ করা হয়েছিল, এবং তিনি এর মাধ্যমে পাঠককে অনুলিপির শেষে 'বালাগাত' (নির্দেশনা) ও 'ইজাযাত' (অনুমতিপত্র) লিখে দিয়েছেন।

ষষ্ঠ অনুলিপি, আমি এর প্রতীক হিসাবে «ন» ব্যবহার করেছি:
এটি তুরস্কের সুলাইমানিয়া গ্রন্থাগারের অধীনে মুরাদ মোল্লা গ্রন্থাগারে (নং: ৩২৮) সংরক্ষিত আছে।
এর ফলকের সংখ্যা: ১৭১টি।

(১) তিনি হলেন: আব্দুল বাসিত ইবন মূসা ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসমাঈল আল-আলামাভী, আদ-দিমাশকী, আশ-শাফিঈ, একজন ধর্মপ্রচারক (ওয়ায়েয), ইতিহাসবিদ, তাঁর অনেক রচনা রয়েছে; তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: «المعيد في أدب المفيد والمستفيد» এবং « مختصر تنبيه الطَّالب وإرشاد الدَّارس»। (মৃত্যু ৯৮১ হি.)। আল-আ'লাম (৩/২৭০)।

تاريخ نسخِها: (15) من شهر شعبان، سنة (845 هـ).
ناسخها: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن العماد الحنفي[1].

نوع الخطِّ: نسخيٌّ جميل.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّة متقنةٌ.

2 - جميع أبياتها مشكولةٌ.

3 - منقولة ومقابلةٌ على أصلٍ مقروءٍ على النَّاظمِ عليه خطُّه.

4 - على النُّسخة تصحيحاتٌ، وتعليقاتٌ تكثر في أوَّلها.

5 - قرأ النَّاسخ أوَّلها إلى قسم الحسن على الحافظ ابن حجرٍ، وأجازه بها كما وقع بخطِّه أوَّلها.

النُّسخة السَّابعة، ورمزتُ لها بـ «س»:

وهي محفوظةٌ بمكتبة لاله لي بالمكتبة السُّليمانيَّة - تركيا - برقم (364).

عدد لوحاتِها: (167) لوحةً.

تاريخ نسخِها: (10) من شهر شعبان، سنة (845 هـ).

---

(1) هو: محمَّد بن عبد الرَّحمن بن العماد، حسام الدِّين ابن بُرَيُطع، الدِّمشقي، الحنفي، ارتحل ولقي الأكابر، وكتب بخطِّه الكثيرَ، ولي قضاء صفد ثمَّ دمشق، وله منظومة في الفقه، (ت 874 هـ). وقد ذكر السَّخاوي أنَّه قرأ على الحافظ ابن حجر شيئاً من شرح الألفيَّة للعراقي سنة (836 هـ)، وهو يوافق ما وَقَعَ في هذه النُّسخة، حيث قرأ عليه من أوَّلِهَا إلى قسم الحَسَنِ. الضَّوء اللَّامع (7/ 289).

অনুলিপি করার তারিখ: শাবান মাসের (১৫) তারিখ, (৮৪৫ হিজরি) সাল।

অনুলিপিকারক: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনুল ইমাদ আল-হানফি[1]।

হস্তলিপির ধরণ: সুন্দর নসখি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - একটি পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভুল অনুলিপি।

২ - এর সকল পংক্তি হরকতযুক্ত (স্বরাঘাত চিহ্নযুক্ত)।

৩ - এটি মূল পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপি করা হয়েছে এবং তা এমন একটি মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে যা রচয়িতার সামনে পঠিত হয়েছিল এবং তাতে তাঁর হাতের লেখা ছিল।

৪ - অনুলিপিটিতে কিছু সংশোধন এবং মন্তব্য রয়েছে, যা এর শুরুতে বেশি দেখা যায়।

৫ - অনুলিপিকারক এর শুরু থেকে 'হাসান' অংশ পর্যন্ত হাফেজ ইবনে হাজার (রহ.)-এর কাছে পাঠ করেছিলেন এবং তিনি তাকে এর অনুমতি দিয়েছিলেন, যেমনটি এর শুরুতে তাঁর নিজের হাতে লেখা আছে।

সপ্তম অনুলিপি, এবং আমি এটিকে «স» দ্বারা চিহ্নিত করেছি:

এটি তুরস্কের সুলাইমানিয়া গ্রন্থাগারের লালেলি পাঠাগারে (৩৬৪) নম্বরে সংরক্ষিত আছে।

এর পৃষ্ঠার সংখ্যা: (১৬৭) টি পৃষ্ঠা।

অনুলিপি করার তারিখ: শাবান মাসের (১০) তারিখ, (৮৪৫ হিজরি) সাল।

---

(1) ইনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনুল ইমাদ, হুসামুদ্দীন ইবনে বুরাইতা, আদ-দিমাশকি, আল-হানফি। তিনি ভ্রমণ করেছেন এবং প্রবীণ জ্ঞানীদের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন, এবং তাঁর নিজের হাতে অনেক কিছু লিখেছেন। তিনি প্রথমে সাফাদ এবং পরে দামেস্কের কাযীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) বিষয়ে তাঁর একটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে। (মৃত্যু ৮৭৪ হিজরি)। সাখাভি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাফেজ ইবনে হাজারের কাছে ইরাকির 'শারহুল আলফিয়্যাহ' থেকে কিছু অংশ (৮৩৬ হিজরি) সালে পাঠ করেছিলেন। এটি এই অনুলিপিতে যা পাওয়া গেছে তার সাথে মিলে যায়, যেখানে তিনি তার (আলফিয়্যাহ'র) শুরু থেকে 'হাসান' অংশ পর্যন্ত তাঁর কাছে পাঠ করেছিলেন। 'আদ-দাওউল লামি' (৭/ ২৮৯)।

ناسخها: إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن أحمد بن محمَّد الأنصاريُّ الخزرجيُّ الخليليُّ[1].

خصائصها:

1 - نسخة تامَّة.

2 - أغلبُ أبياتِها مشكولة.

3 - عليها بلاغاتُ قراءةٍ على الحافظ ابن حجر بخطِّه.

4 - عليها تعليقاتٌ من إفادات الحافظ ابن حجرٍ، وبعضها منقولٌ من سبط ابن العجمي.

النُّسخة الثَّامنة، ورمزتُ لها بـ «ع»:

وهي محفوظةٌ بمكتبة شهيد علي باشا ضمن المكتبة السُّليمانيّة - تركيا -، برقم (339).

عدد لوحاتِها: (271) لوحةً.

تاريخ نسخِها: (22) من شهر ربيع الأوَّل، سنة (853 هـ).

ناسخها: محمَّد بن محمَّد بن محمَّد القرشي الطَّنبدي الشَّافعي[2].

---

(1) هو: إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن أحمد بن محمَّد الأنصاري الخليلي، برهان الدِّين، المعروف بابن قوقب، نزيل بيت المقدس، أخذ عن ابن حجر شرح النُّخبة بحثاً، وغيرها، وأخذ عن ابن عمَّار المالكي، والعلاء القلقشندي، وغيرهم، درَّس وأفتى ونظم ونثر، (ت 893 هـ). الضَّوء اللَّامع (1/ 57).

(2) هو: محمَّد بن محمَّد بن محمَّد القرشي، الطَّنْبَدِي، الشَّافعي، يُعرف بابن عَرَب، أخذ عن الحافظ ابن حجر، والبوتيجي، وعلم الدين البلقيني، وغيرهم. الجواهر والدُّرر (3/ 1065)، والضَّوء اللَّامع (9/ 263).

এর লিপিকার: ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-আনসারী আল-খাযরাজী আল-খালীলী[1]।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1 - এটি একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ।

2 - এর বেশিরভাগ পঙক্তি স্বরচিহ্নিত।

3 - এর উপর হাফিয ইবনে হাজার-এর স্বহস্তে লিখিত পঠন-সনদ রয়েছে।

4 - এর উপর হাফিয ইবনে হাজার-এর প্রদত্ত মন্তব্য থেকে টীকা রয়েছে, এবং কিছু অংশ সিবত ইবনে আল-আজমী থেকে সংকলিত।

অষ্টম সংস্করণ, এবং আমি এর প্রতীক দিয়েছি «৫»:

এটি তুরস্কের সুলাইমানিয়া গ্রন্থাগারের অধীন শহীদ আলী পাশা গ্রন্থাগারে ৩৩৯ নম্বর সহ সংরক্ষিত আছে।

এর পাতার সংখ্যা: ২৭১টি।

এর অনুলিপিকরণের তারিখ: রবিউল আউয়াল মাসের ২২ তারিখ, ৮৫৩ হিজরী সন।

এর লিপিকার: মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুরাশী আত-তানবাদি আশ-শাফিয়ী[2]।

---

(1) তিনি হলেন: ইবরাহীম ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-আনসারী আল-খালীলী, বুরহান আদ-দীন, ইবনে কওক্বাব নামে পরিচিত, বাইতুল মাক্বদিসের অধিবাসী। তিনি ইবনে হাজার-এর কাছ থেকে শারহুন নুখবাহ গবেষণা এবং অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। এছাড়া তিনি ইবনে আম্মার আল-মালিকী, আলা আল-ক্বালক্বাশান্দি এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি শিক্ষকতা করেছেন, ফতোয়া দিয়েছেন, কবিতা ও গদ্য রচনা করেছেন। (মৃত্যু ৮৯৩ হিজরী)। আদ-দাওউল লামি' (১/৫৭)।

(2) তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-কুরাশী, আত-তানবাদি, আশ-শাফিয়ী, ইবনে আরব নামে পরিচিত। তিনি হাফিয ইবনে হাজার, আল-বুতিজি, আলাম আদ-দীন

আল-বালক্বিনি এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করেন। আল-জাওয়াহির ওয়াদ-দুরার (৩/১০৬৫), এবং আদ-দাওউল লামি' (৯/২৬৩)।

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّة.

2 - عليها تصحيحاتٌ، وبيانٌ لاختلاف النُّسَخ.

3 - عليها تعليقاتٌ منقولة من شروح الألفيَّة.

النُّسخة التَّاسعة، ورمزتُ لها بـ «ف»:

وهي محفوظةٌ بمكتبة لالا إسماعيل بالمكتبة السُّليمانيَّة - تركيا -، برقم (23).

عدد لوحاتِها: (161) لوحةً.

تاريخ نسخِها: (16) من شهر المحرَّم، سنة (855 هـ).

ناسخها: عبد الرَّزاق بن يوسف بن عبد الرَّزَّاق الحنفيُّ الشَّاذلي[1].

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّة.

2 - في أوائلها بلاغات قراءة بحثٍ على عثمان بن محمَّد الدِّيمِي، تلميذِ الحافظ ابن حجر[2].

(1) هو: عبد الرَّزاق بن يوسف بن عبد الرَّزاق القبطي الأصل، القاهري، الشَّاذلي، الحنفي، ويعرف بابن عجين أمِّه، اشتهر بالفضيلة، مع تنسُّك وورع وتعفُّف، وكان كثير الحفظ للشِّعر والتَّاريخ والأدب، (ت 896 هـ). الضَّوء اللَّامع (4/ 196).

(2) هو: عُثْمَان بن مُحَمَّد بن عُثْمَان بن نَاصِر، الفَخر أَبُو عمر، الدِّيمي القاهري، الأَزْهَرِي، الشَّافِعِي، ويُعْرَفُ أَوَّلاً بالبُهُوتِي - لكون أمه منها - ثم بالدِّيمي، وهو أحد التِّسعة الذين أوصى إليهم الحافظ ابن حجر، ووصفهم بكونهم أهل الحديث، (ت 908 هـ). الضَّوء اللَّامع (5/ 140)، والنور السافر عن أخبار القرن العاشر لمحي الدين العَيْدَرُوس (ص 46).

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1 - একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

2 - এতে সংশোধন এবং অনুলিপিগুলোর ভিন্নতার ব্যাখ্যা রয়েছে।

3 - এতে আল-আলফিয়্যার ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত টীকা রয়েছে।

নবম অনুলিপি, আমি এর প্রতীক দিয়েছি «ফ»:

এটি তুরস্কের সুলাইমানিয়া লাইব্রেরির লালা ইসমাইল লাইব্রেরিতে (২৩) নম্বর সহ সংরক্ষিত আছে।

এর পৃষ্ঠা সংখ্যা: (১৬১) পৃষ্ঠা।

এর অনুলিপিকরণের তারিখ: মুহররম মাসের (১৬) তারিখ, (৮৫৫ হিজরি) সাল।

এর অনুলিপিকার: আবদুর রাজ্জাক ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুর রাজ্জাক আল-হানাফি আশ-শাযিলি[1]।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1 - একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

2 - এর শুরুর দিকে হাফিজ ইবনে হাজার-এর শিষ্য উসমান ইবনে মুহাম্মাদ আদ-দিমি-এর উপর একটি গবেষণা পাঠের ইজাজাত (بلاغات قراءة) উল্লেখ আছে।[2]

(1) তিনি হলেন: আবদুর রাজ্জাক ইবনে ইউসুফ ইবনে আবদুর রাজ্জাক, ক্বিবতি বংশোদ্ভূত, ক্বাহেরি (কায়রোর), শাযিলি, হানাফি। তিনি তার মায়ের সন্তান হিসেবে 'ইবনে আজিন' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ধার্মিকতা, বৈরাগ্য, আল্লাহভীতি ও পবিত্রতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তিনি কবিতা, ইতিহাস ও সাহিত্যে প্রচুর স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। (মৃত্যু ৮৯৬ হি.)। "আয-যাওউল লামি'" (৪/১৯৬)।

(2) তিনি হলেন: উসমান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে উসমান ইবনে নাসির, আল-ফখর আবু উমর, আদ-দিমি, আল-ক্বাহেরি (কায়রোর), আল-আজহারি, আশ-শাফি'ই। তিনি প্রথমে আল-বাহুতি নামে পরিচিত ছিলেন – কারণ তার মা ওই এলাকার ছিলেন – তারপর আদ-দিমি নামে পরিচিত হন। তিনি সেই নয়জনের একজন যাদেরকে হাফিজ ইবনে হাজার ওসিয়ত করেছিলেন এবং যাদেরকে তিনি 'আহলুল হাদিস' (হাদিস বিশারদ) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। (মৃত্যু ৯০৮ হি.)। "আয-যাওউল লামি'" (৫/১৪০), এবং মুহিউদ্দীন আল-আইদারুস-এর "আন-নূরুস সাফির আন আখবারিল করনি আল-আশির" (পৃ. ৪৬)।

3 - عليها تصحيحاتٌ، وبيانٌ لاختلاف النُّسَخ.

4 - في أوائلها بلاغات مقابلةٍ على نسخة النَّاظم، وكذلك بلاغات مقابلةٍ على نسخةٍ مقروءةٍ على برهان الدِّين سبط ابن العجمي.

5 - نسخة جيِّدة لكن فيها تلفيقٌ بخطٍّ متأخِّرٍ من شرح البيت (284) إلى البيت (314).

وثَمَّة أربع نسخ خطِّيَّة نفيسة أخرى من شرح النَّاظم راجعتُها في بعض المواضع، ونقلتُ بعض الفوائد والتَّعليقات المهمَّة منها، وهي:

النُّسخةُ الأولى:

محفوظةٌ بمكتبة حاجي إسماعيل آغا ضمنَ المكتبة السُّليمانيَّة - بتركيا -، برقم (168).

عدد لوحاتها: (180) لوحةً.

تاريخ نسخِها: لم يذكر، ولكن عليها إجازة من النَّاظم للنَّاسخ سنة (795 هـ).

ناسخها: غرس الدِّين خليل بن محمَّد بن محمَّد الأقفهسي[1].

نوع الخطِّ: نسخيٌّ معتاد.

---

(1) هو: خليل بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن عبد الرحمن، غرس الدِّين، الأقفهسي، الشَّافعي، اشتغل بالحديث، وتبصَّر فيه بالحافظ العراقي وولده أبي زرعة، والحافظ الهيثمي، وسمع الكثير من الكتب والأجزاء، وتجول في بلاد المشرق، وخرَّج الكثير لنفسه ولغيره. (ت 820 هـ). الضَّوء اللَّامع (3/ 202).

৩ - এতে সংশোধন এবং বিভিন্ন পাণ্ডুলিপির (নুসাখ) ভিন্নতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা রয়েছে।

৪ - এর শুরুর দিকে রচয়িতার (নাযিম) পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা তুলনামূলক নোট রয়েছে, তেমনি বুরহান উদ্দীন সিবত ইবনুল আজমির কাছে পঠিত একটি পাণ্ডুলিপির সাথেও মিলিয়ে দেখা তুলনামূলক নোট রয়েছে।

৫ - এটি একটি ভালো পাণ্ডুলিপি, কিন্তু ২৮৪ নং পঙক্তি থেকে ৩১৪ নং পঙক্তি পর্যন্ত একটি পরবর্তী হাতের লেখায় সংযোজন (তালফিক) রয়েছে।

রচয়িতার টীকাগ্রন্থের (শারহুন নাযিম) আরও চারটি মূল্যবান পাণ্ডুলিপি রয়েছে যা আমি কিছু স্থানে পর্যালোচনা করেছি এবং সেগুলোর থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতা ও টীকা (তা'লিকাত) উল্লেখ করেছি। সেগুলো হলো:

প্রথম পাণ্ডুলিপি:

তুরস্কের সুলাইমানিয়া লাইব্রেরির অন্তর্ভুক্ত হাজী ইসমাইল আঘা লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত, যার নম্বর (১৬৮)।
এর মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা: (১৮০) পৃষ্ঠা।
অনুলিপি করার তারিখ: উল্লেখ করা হয়নি, তবে এতে রচয়িতা থেকে লিপিকারের জন্য একটি ইজাজাহ (অনুমোদনপত্র) রয়েছে যা ৭৯৫ হিজরি সনে দেওয়া হয়েছিল।
এর লিপিকার: গার্স উদ্দীন খলিল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-আকফাহসি[১]।
হস্তলিপির ধরণ: সাধারণ নাসখ (نسخي)।

(১) তিনি হলেন: খলিল ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহিম ইবনে আব্দুর রহমান, গার্স উদ্দীন, আল-আকফাহসি, আশ-শাফিঈ। তিনি হাদিসের জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন এবং হাফেয ইরাকী ও তাঁর পুত্র আবু যুর'আ এবং হাফেয হায়সামীর তত্ত্বাবধানে হাদিসে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি বহু গ্রন্থ ও অংশ (আজযা) অধ্যয়ন করেন এবং প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। তিনি নিজের জন্য ও অন্যদের জন্য বহু রচনা সংকলন/সম্পাদনা করেন। (মৃত্যু ৮২০ হি.)। আদ-দাওউল লামি' (৩/ ২০২)।

خصائصها:
1 - نسخةٌ تامَّةٌ.
2 - غالب كلمات النَّظم مشكولة، ومُيِّزَت عناوينها بالحمرة.
3 - مقابلة على الأصل الذي بخطِّ النَّاظم.
4 - قرأها النَّاسخ على النَّاظم، وكتب له الإجازة بخطِّه في آخرها، كما كتب بعدها إجازة لمالك النُّسخة ملك الدَّولة الرَّسولية باليمن ممهِّد الدِّين إسماعيل.

النُّسخةُ الثَّانية:

محفوظةٌ بمكتبة لا لا إسماعيل ضمنَ المكتبة السُّليمانيَّة بتركيا، برقم (23).

عدد لوحاتها: (211) لوحةً.

تاريخ نسخِها: آخر عشرٍ من شهر رجب، سنة (818 هـ).

ناسخها: عيسى بن محمود بن يحيى العلائي.

نوع الخطِّ: نسخي معتاد.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّةٌ.

2 - جميع كلمات النَّظم مشكولة، ومُيِّزَت عناوينها بالحمرة.

3 - عليها تعليقاتٌ وتصحيحاتٌ، وبيان لفروق النُّسخ الأخرى.

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1 - একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

2 - কাব্যের অধিকাংশ শব্দে স্বরচিহ্ন (তাশকীল) দেওয়া আছে এবং এর শিরোনামগুলো লাল রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।

3 - এটি কবির নিজ হাতের মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে।

4 - প্রতিলিপিকার এটি কবির সামনে পাঠ করেছেন এবং কবি তার নিজের হাতে এর শেষে তাকে অনুমতিপত্র (ইজাযাহ) দিয়েছেন। এছাড়াও, এরপর তিনি ইয়ামেনের রাসুলী রাজ্যের শাসক মুমাহিদ আদ-দীন ইসমাইলের জন্য, যিনি এই অনুলিপির মালিক ছিলেন, একটি অনুমতিপত্র (ইজাযাহ) লিখেছেন।

দ্বিতীয় অনুলিপি:

তুরস্কের সুলায়মানিয়া লাইব্রেরির অন্তর্ভুক্ত লা লা ইসমাইল লাইব্রেরিতে (২৩) নম্বর হিসেবে সংরক্ষিত আছে।

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (২১১) পৃষ্ঠা।

এর প্রতিলিপির তারিখ: রজব মাসের শেষ দশদিন, ৮১৮ হিজরী।

এর প্রতিলিপিকার: ঈসা ইবনে মাহমুদ ইবনে ইয়াহিয়া আল-আলাই।

হস্তাক্ষরের ধরণ: সাধারণ নাসখী।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

1 - একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

2 - কাব্যের সকল শব্দে স্বরচিহ্ন (তাশকীল) দেওয়া আছে এবং এর শিরোনামগুলো লাল রঙে চিহ্নিত করা হয়েছে।

3 - এতে টীকা ও সংশোধন রয়েছে, এবং অন্যান্য অনুলিপির ভিন্নতাসমূহ ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

4 - مقابلةٌ على نسخة مقروءة على النَّاظم، ولذلك يبيّن في كثير من المواضِع الضَّبطَ المسموعَ من النَّاظم.

النُّسخةُ الثَّالثة:

محفوظةٌ بمكتبة دار الكتب المصرية، برقم (139 تيمور).

عدد لوحاتها: (273) لوحةً.

تاريخ نسخِها: مستهل شهر صفر، سنة (840 هـ).

ناسخها: محمَّد بن محمود الأدقي.

نوع الخطِّ: نسخي معتاد.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّةٌ.

2 - غالب كلمات النَّظم مشكولة.

3 - عليها تعليقاتٌ منقولة عن البرهان الحلبي، وذكرَ النَّاسخُ زياداتِ البرهان على نظم العراقي.

4 - مقابلة بنسخة البرهان الحلبي، ومقروءة عليه، وقد أثبت ذلك عليها بخطِّه في مواضع متعدِّدة.

النُّسخةُ الرَّابعة:

محفوظةٌ بمكتبة راغب باشا بتركيا، برقم (238).

عدد لوحاتها: (68) لوحةً.

৪ - গ্রন্থকারকে (নাজিম) পড়ে শোনানো একটি পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনাকৃত, এবং সে কারণে বহু স্থানে গ্রন্থকারের কাছ থেকে শোনা পাঠ/ضبطটি (দাবত) সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

তৃতীয় পাণ্ডুলিপি:

দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত, নম্বর (১৩৯ তাইমুর)-এ।

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (২৭৩)টি পৃষ্ঠা।

এর অনুলিপি তৈরির তারিখ: সফর মাসের শুরু, (৮৪০ হি.) সাল।

এর লিপিকার: মুহাম্মাদ বিন মাহমূদ আল-আদাকী।

হরফের ধরন: সাধারণ নাসখি।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - একটি পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি।

২ - গ্রন্থের (নজম) অধিকাংশ শব্দ স্বরচিহ্নিত।

৩ - এতে বুরহান আল-হালাবী থেকে উদ্ধৃত টীকা রয়েছে, এবং লিপিকার ইরাকীর রচনা (নজম)-এর উপর বুরহানের সংযোজনসমূহ উল্লেখ করেছেন।

৪ - বুরহান আল-হালাবীর একটি পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনাকৃত এবং তাকে পড়ে শোনানো হয়েছে, আর তিনি (বুরহান) বিভিন্ন স্থানে নিজ হাতে তা এতে প্রমাণ করেছেন।

চতুর্থ পাণ্ডুলিপি:

তুরস্কের রাগিব পাশা লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত, নম্বর (২৩৮)-এ।

এর পৃষ্ঠাসংখ্যা: (৬৮)টি পৃষ্ঠা।

تاريخ نسخِها: ابتدأها النَّاسخ سنة (836 هـ)، وانتهى من نسخها سنة (866 هـ).

ناسخها: أبو الحسن إبراهيم بن عمر بن الحسن بن الرباط البِقاعي[1].

نوع الخطِّ: نسخي دقيق.

خصائصها:

1 - نسخةٌ تامَّةٌ.

2 - غالب كلمات النَّظم غير مشكولة.

3 - قرأ البِقاعي بعضها على الحافظ ابن حجر، وعليها خطُّه في مواضع.

4 - عليها تصحيحات، وتعليقات نقلها البقاعي عن مشايخه كابن حجر، والبرهان الحلبي، والسَّلامي.

---

(1) إِبرَاهِيم بن عمر بن حسن الرُّبَاط بن عَليّ بن أبي بكر البقاعيُّ الشَّافِعِيُّ، برهَان الدّين أَبُو الحسن، العَلامَة المُحدث الحَافِظ، ولِد سنة تسع وَثَمَان مِئَةٍ تَقرِيباً، وَأخذ القرآآت عَن ابْن الجَزرِي وَغَيره، والحَدِيث عَن الْحَافِظ ابْن حجر، وَالفِقْه عَن التقي ابن قَاضِي شهْبَة، وغيرهم، ومهر وبرع فِي الفُنون ودأب فِي الحَدِيث، ورحل، وَله تصانيف كَثِيرَة حَسَنَة مِنْهَا كتاب الجَوَاهِر والدرر فِي مُنَاسبَة الآي والسور، والنكت على

شرح ألفية الْعِرَاقِيّ، وغيرها، توفي سنة (885 هـ). نظم العقيان في أعيان الأعيان (ص 24)، وطبقات المفسرين للأدنه وي (347)، وشذرات الذهب (7/ 338).

অনুলিপি করার তারিখ: অনুলিপিকারক (ناسخ) এটি ৮৩৬ হিজরি সনে শুরু করেন এবং ৮৬৬ হিজরি সনে শেষ করেন।

অনুলিপিকারক: আবুল হাসান ইবরাহিম ইবনে উমার ইবনে আল-হাসান ইবনে আর-রিবাত আল-বিকাঈ[1]।

লিপির ধরন: সূক্ষ্ম নসখী (نسخي)।

এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১ - এটি একটি সম্পূর্ণ অনুলিপি।

২ - কবিতার (নযম) অধিকাংশ শব্দে স্বরচিহ্ন (তাশকিল) নেই।

৩ - আল-বিকাঈ এর কিছু অংশ আল-হাফিজ ইবনে হাজার-এর কাছে পড়েছিলেন এবং কিছু স্থানে তাতে তাঁর হস্তলিপি বিদ্যমান।

৪ - এতে কিছু সংশোধন ও টীকা রয়েছে যা আল-বিকাঈ তাঁর শিক্ষকদের যেমন ইবনে হাজার, আল-বুরহান আল-হালাবি এবং আস-সাল্লামী থেকে সংকলন করেছেন।

---

(1) ইবরাহিম ইবনে উমার ইবনে হাসান আর-রিবাত ইবনে আলী ইবনে আবি বকর আল-বিকাঈ আশ-শাফিঈ। তাঁর উপাধি ছিল বুরহান আদ-দীন আবুল হাসান। তিনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত আলেম (আল্লামা), হাদিস বিশারদ (মুহাদ্দিস) এবং হাফিজ। প্রায় ৮০৯ হিজরি সনে তাঁর জন্ম হয়। তিনি ইবনুল জাজারি এবং অন্যান্যদের থেকে কিরাআত (পাঠ পদ্ধতি) শিক্ষা গ্রহণ করেন, হাফিজ ইবনে হাজার থেকে হাদিস এবং তাকী ইবনে কাদি শাহবাহ ও অন্যান্যদের থেকে ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র) শিক্ষা লাভ করেন। তিনি বিভিন্ন বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করেন এবং হাদিস শাস্ত্রে কঠোর পরিশ্রম করেন। তিনি অনেক ভ্রমণ করেন এবং তাঁর অনেক উত্তম গ্রন্থ রয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ‘আল-জাওয়াহির ওয়া আদ-দুরার ফি মুনাসাবাতিল আয়ি ওয়াস সুওয়ার’ এবং ‘আন-নুকাত আলা শারহি আলফিয়াতিল ইরাকী’ ইত্যাদি। তিনি ৮৮৫ হিজরি সনে ইন্তেকাল

করেন। সূত্র: নাজমুল উকিয়ান ফি আয়ানিল আয়ান (পৃ. ২৪), তাবাকাতুল মুফাসসিরিন লিল আদনাহওয়ী (৩৪৭), শাজারাতুজ জাহাব (৭/৩৩৮)।

نماذج من المخطوطات

পাণ্ডুলিপির নমুনা

صورة صفحة العنوان للنسخة (أ)

সংস্করণ (ক)-এর আখ্যাপত্রের চিত্র

صورة اللوحة الأولى للنسخة (أ)

অনুলিপি (অ)-এর প্রথম ফলকের চিত্র

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (أ)

পাণ্ডুলিপি (ক)-এর শেষ ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (ب)

পাণ্ডুলিপি (খ)-এর প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (ب)

সংস্করণ (বি)-এর শেষ ফলকের চিত্র।

صورة صفحة العنوان للنسخة (ج)

সংস্করণ (গ)-এর শিরোনাম পৃষ্ঠার ছবি।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (ج)

অনুলিপি (জ)-এর প্রথম ফলকের চিত্র

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (ج)

পাণ্ডুলিপি (জ)-এর শেষ চিত্রফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (د)

পাণ্ডুলিপি (ড)-এর প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (د)

অনুলিপি (দ)-এর শেষ ফলকের চিত্র

صورة صفحة العنوان للنسخة (هـ)

অনুলিপি (হ)-এর শিরোনাম পৃষ্ঠার চিত্র।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (هـ)

পাণ্ডুলিপি (হ)-এর প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (هـ)

পাণ্ডুলিপি (হ)-এর শেষ ফলকের চিত্র।

صورة قيد سماع على العراقي، ثم سماع آخر على ابنه أبي زرعة من النسخة (هـ)

আল-ইরাকীর নিকট শ্রুতির একটি নথি, অতঃপর তাঁর পুত্র আবু যুর'আ থেকে আরেকটি শ্রুতি, যা (হ) সংস্করণ থেকে।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (و)

পাণ্ডুলিপি (ও)-এর প্রথম ফলকের চিত্র

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (و)

পাণ্ডুলিপি (ওয়াও)-এর শেষ ফলকের চিত্র

صورة قيد سماع على ابن حجر بخطه من النسخة (و)

ইবনে হাজার-এর নিজ হস্তাক্ষরে লিখিত শ্রবণলিপির প্রতিচ্ছবি, যা (و) পাণ্ডুলিপি থেকে প্রাপ্ত।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (ز)

পাণ্ডুলিপি (জ)-এর প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (ز)، وفيها قيد سماع على البرهان الحلبي بخطه

পাণ্ডুলিপি (জ)-এর শেষ পৃষ্ঠার চিত্র, যাতে আল-বুরহান আল-হালাবীর স্বহস্তে একটি শ্রবণ-নথি (ক্বায়দ সামা') রয়েছে।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (ح)

পাণ্ডুলিপি (হা)-এর প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (ح)

প্রতিলিপি (হা)-এর শেষ পাতের চিত্র।

صورة اللوحة الأولى للموجود من النسخة (ط)

পাণ্ডুলিপি (ط)-এর বিদ্যমান অংশের প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للموجود من النسخة (ط)

বিদ্যমান পাণ্ডুলিপি (ত)-এর শেষ পৃষ্ঠার চিত্র।

صورة صفحة العنوان للنسخة (ي)

সংস্করণ (ই)-এর শিরোনাম পৃষ্ঠার চিত্র।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (ي)

পাণ্ডুলিপি (Y)-এর প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (ي)

অনুলিপি (য়)-এর শেষ ফলকের চিত্র

صورة اللوحة الأولى للنسخة (ك)

পাণ্ডুলিপি (ক)-এর প্রথম চিত্রফলকের প্রতিলিপি।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (ك)

نسخا (ক)-এর শেষ ফলকের চিত্র।

صورة قيد سماع على العراقي منقول من نسخته، ثم قيد سماع عليه بخطه من النسخة (ك)

ইরাক্বীর (নামে) লিপিবদ্ধ শ্রবণের (সামা‘) একটি অনুলিপি, যা তাঁর নিজস্ব পাণ্ডুলিপি থেকে নকলকৃত। অতঃপর, তাঁর স্বহস্তে লিপিবদ্ধ আরেকটি শ্রবণের (সামা‘) নথি, যা (ক) পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

صورة صفحة العنوان للنسخة (ل)

অনুলিপি (ল)-এর শিরোনাম পৃষ্ঠার চিত্র।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (ل)

পাণ্ডুলিপি (ল)-এর প্রথম ফলকের চিত্র

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (ل) وفيها قيد سماع على البرهان الحلبي بخطه

পাণ্ডুলিপি (ল)-এর শেষ ফলকের চিত্র, এবং এতে আল-বুরহান আল-হালাবি সম্পর্কিত একটি শ্রুতিলিপি (সৎমা) তাঁর স্বহস্তে রয়েছে।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (م)

পাণ্ডুলিপি (ম)-এর প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (م)

পুঁথি (ম)-এর শেষ ফলকের ছবি।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (ن)

পাণ্ডুলিপি (ন)-এর প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (ن)

পাণ্ডুলিপি (ন)-এর শেষ ফলকের চিত্র।

صورة صفحة العنوان للنسخة (س)

পাণ্ডুলিপি (স)-এর নামপত্র পৃষ্ঠার চিত্র।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (س)

পাণ্ডুলিপি (স)-এর প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (س)

পুঁথি (স)-এর শেষ ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (ع)

আইন অনুলিপির প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (ع)

পাণ্ডুলিপি (ʿ)-এর শেষ ফলকের চিত্র

صورة صفحة العنوان للنسخة (ف)

ফ পাণ্ডুলিপির শিরোনাম পৃষ্ঠার চিত্র।

صورة اللوحة الأولى للنسخة (ف)

পাণ্ডুলিপি (ফ)-এর প্রথম ফলকের চিত্র।

صورة اللوحة الأخيرة للنسخة (ف)

পাণ্ডুলিপি (ফ)-এর শেষ পৃষ্ঠার চিত্র।

التَّبْصِرَةُ وَالتَّذْكِرَةُ فِي عُلُوم الحَدِيثِ

أَلفِيَّةُ العِرَاقِيِّ

لِلحَافِظِ

أَبِي الفَضْلِ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ الحُسَيْنِ العِرَاقِيِّ

المُتَوفَّى (806 هـ)

হাদিস বিজ্ঞানসমূহে অন্তর্দৃষ্টি ও স্মারণিকা

ইরাকীর সহস্র শ্লোক

আল-হাফিজ (الحافظ) কর্তৃক
আবু আল-ফাদল আবদুর রহিম ইবনুল হুসাইন আল-ইরাকী
মৃত্যু: (৮০৬ হি.)

(ص: 93)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]

1. يَقُولُ رَاجِي رَبِّهِ الْمُقْتَدِرِ ... عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَثَرِي
2. مِنْ بَعْدِ حَمْدِ اللَّهِ ذِي الْآلَاءِ ... عَلَى امْتِنَانٍ جَلَّ عَنْ إِحْصَاءِ
3. ثُمَّ صَلَاةٍ وَسَلَامٍ [2] دَائِمِ ... عَلَى نَبِيِّ الْخَيْرِ ذِي الْمَرَاحِمِ
4. فَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ الْمُهِمَّهْ ... تُوضِحُ مِنْ عِلْمِ الْحَدِيثِ رَسْمَهْ
5. نَظَمْتُهَا تَبْصِرَةً لِلْمُبْتَدِي ... تَذْكِرَةً لِلْمُنْتَهِي وَالْمُسْنِدِ

---

(1) في أ، ل زيادة: «وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»، وفي ب زيادة: «وبه»، وفي ج زيادة: «ربّ يسّر بخير»، وفي د زيادة: «صلى الله على سيدنا محمد وسلم»، وفي هـ زيادة: «والصلاة والسلام على محمد»، وفي و زيادة: «ربّ أعن»، وفي ز زيادة: «اللهم صلّ على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم»، وفي ح زيادة: «وبه ثقتي»، وفي ي زيادة: «وما توفيقي إلا بالله»، وفي ن زيادة: «وبه الإعانة وهو حسبي».

---

(2) في ك: «صلاةٌ وسلامٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ل: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، م، ن، س، ع، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 19): «(ثمَّ صلاةٍ وسلامٍ) بالجرِّ عطفاً على (حَمْدِ)».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ[1]

1. পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে।

1. তাঁর সর্বশক্তিমান প্রভুর প্রত্যাশী আবদুর রহিম ইবনুল হুসাইন আল-আছারী বলেন:

2. অসংখ্য নি'আমতের অধিকারী আল্লাহর প্রশংসা করার পর, যা গুণে শেষ করা যায় না এমন অনুগ্রহের জন্য,

3. তারপর কল্যাণ ও রহমতের অধিকারী নবীর প্রতি চিরস্থায়ী দরূদ ও সালাম[2] বর্ষিত হোক।

4. এ হলো গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যসমূহ, যা হাদীসশাস্ত্রের একটি রূপরেখা স্পষ্ট করে তোলে।

5. আমি এটি বিন্যস্ত করেছি নতুনদের জন্য দিকনির্দেশনা এবং অভিজ্ঞ ও মুসনিদদের (হাদীস বর্ণনাকারী) জন্য স্মারক হিসেবে।

---

(1) 'আলিফ' ও 'লাম' সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে: "আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।" 'বা' সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে: "এবং তাঁরই সাহায্যে।" 'জিম' সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে: "হে প্রভু, ভালো কিছু দ্বারা সহজ করে দিন।" 'দাল' সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে: "আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।" 'হা' সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে: "এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ ও সালাম।" 'ওয়াও' সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে: "হে প্রভু, সাহায্য করুন।" 'যা' সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে: "হে আল্লাহ, আমাদের নেতা মুহাম্মাদ, তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের উপর দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।" 'হা' (দ্বিতীয়) সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে: "এবং তাঁরই উপর আমার ভরসা।" 'ইয়া' সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে: "এবং আমার সাফল্য কেবল আল্লাহর তরফ থেকে।" 'নুন' সংস্করণে অতিরিক্ত রয়েছে: "এবং তাঁরই কাছ থেকে সাহায্য, আর তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট।"

(2) 'কাফ' সংস্করণে "সালাতুন ওয়া সালামুন" (صلاةٌ وسلامٌ) তানউইন সহ মারফূ' (ক্রিয়ার কর্তা বা তার মতো পদের মতো) অবস্থায় রয়েছে; 'লাম' সংস্করণে মারফূ' ও মাজরূর (উভয়ই) অবস্থায় রয়েছে। আর মূল পাঠে যা স্থির করা হয়েছে তা 'আলিফ', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'মিম', 'নুন', 'সিন', 'আইন', 'ফা' সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।
ইমাম সাখাভী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ফাতহুল মুগীছ (১/১৯) গ্রন্থে বলেছেন: "(তারপর সালাতিন ওয়া সালামিন) ('হামদ') এর উপর সংযুক্ত হওয়ার কারণে মাজরূর (যার শেষ অক্ষরে যের বা তার মতো চিহ্ন থাকে) অবস্থায় রয়েছে।"

6. لَخَّصْتُ فِيهَا ابْنَ الصَّلَاحِ أَجْمَعَهْ ... وَزِدْتُهَا عِلْماً تَرَاهُ مَوْضِعَهْ
7. فَحَيْثُ جَاءَ الْفِعْلُ وَالضَّمِيرُ ... لِوَاحِدٍ وَمَنْ لَهُ مَسْتُورُ
8. كَـ «قَالَ» أَوْ أَطْلَقْتُ لَفْظَ «الشَّيْخِ» مَا ... أُرِيدُ إِلَّا ابْنَ الصَّلَاحِ مُبْهَمَا[1]
9. وَإِنْ يَكُنْ لِاثْنَيْنِ[2] نَحْوُ[3]: «الْتَزَمَا» ... فَمُسْلِمٌ مَعَ الْبُخَارِيِّ هُمَا
10. وَاللَّهَ أَرْجُو فِي أُمُورِي كُلِّهَا ... مُعْتَصَماً[4] فِي صَعْبِهَا وَسَهْلِهَا

(1) في أ، ج، د، و، ز، ح، ن: «مبهما» بفتح الهاء وكسرها معاً، والمثبت من هـ، ي، ك، ل، س، ع، ف. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 2): «بالباء الموحَّدةِ، وفتحِ الهاء، ويجوز كسرُها»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 25): «بفتح الهاءِ حالٌ من المفعولِ، وهو (ابن الصَّلاح)، وبكسرِها حالٌ من فاعِل (أريد)».

(2) أي: وإن كان الفعل والضَّمير لاثنين؛ فالمرادُ بذلك: البخاري ومسلم. شرح النَّاظم (1/ 102).

(3) في ج، هـ، ف: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، ز، ك، ل.

قال الأزهريُّ رحمه الله في إعراب الألفيَّة (ص 108): «(نَحْوُ): بالرَّفع؛ خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُه: (وذلك نحوُ)، وبالنَّصب؛ مفعولٌ به، أو مطلقٌ لعاملٍ محذوفٍ تقديرُه: (أعني) أو (أنحو)، وعليه يقاسُ أمثالُه».

(4) في أ، ز، ك، ف: «معتصِما» بكسر الصَّاد، وفي ج، د، و، ح، ل، ن: بفتح الصَّاد وكسرها معاً، والمثبت من هـ. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 102): «بفتح الصَّادِ على التَّمييزِ، ويجوزُ كسرُها على الحال».

6. আমি এতে ইবনুল সালাহ-এর সম্পূর্ণ আলোচনা সংক্ষিপ্ত করেছি... এবং তাতে এমন জ্ঞান যোগ করেছি যা তুমি যথাস্থানে দেখতে পাবে।

7. সুতরাং যেখানে ক্রিয়া ও সর্বনাম একবচনের জন্য এসেছে... এবং যার পরিচয় অপ্রকাশিত রাখা হয়েছে।

8. যেমন 'قال' (ক্বালা) অথবা আমি 'শায়খ' (الشيخ) শব্দটি সাধারণভাবে ব্যবহার করেছি, তখন আমি ইবনুল সালাহ ছাড়া অন্য কাউকে অস্পষ্টভাবে বোঝাতে চাইনি।[1]

9. আর যদি তা দুজনের জন্য হয়[2], যেমন[3]: 'التزما' (ইলতাযামা - তারা দুজন মেনে চলেছেন)... তাহলে তারা হলেন মুসলিম ও বুখারী।

10. এবং আমি আমার সকল বিষয়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয়প্রার্থী[4] হয়ে আশা করি... এর কঠিন ও সহজ উভয় ক্ষেত্রেই।

---

(1) আ, জিম, দাল, ওয়াও, ঝা, হা, নুন পাণ্ডুলিপিগুলোতে ‘مبهما’ (মুভহামান) শব্দে হা অক্ষরটিতে ফাতহা (উপরের জবর) এবং কাসরা (নিচের যের) উভয় অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং এখানে যা গৃহীত হয়েছে তা হা, ইয়া, কাফ, লাম, সিন, আইন, ফা পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে। গ্রন্থকার (নাযিম) (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (১/২) পৃষ্ঠায় বলেছেন: “তা 'বা' (ب) অক্ষর সহ, হা অক্ষরটিতে ফাতহা সহ, তবে কাসরা দেওয়াও জায়েয।” সাখাভী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ফাতহুল মুগীছ (১/২৫) গ্রন্থে বলেছেন: “হা অক্ষরটিতে ফাতহা হলে তা মাফউল (কর্মপদ) (ইবনুল সালাহ) থেকে 'হাল' (অবস্থা), আর কাসরা হলে তা 'উরīd' (أريد) ক্রিয়ার ফায়েল (কর্তা) থেকে 'হাল'।”

(2) অর্থাৎ: যদি ক্রিয়া ও সর্বনাম দুজনের জন্য হয়, তাহলে এর দ্বারা উদ্দেশ্য: বুখারী ও মুসলিম। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা (১/১০২)।

(3) জিম, হা, ফা পাণ্ডুলিপিগুলোতে 'نحوَ' (নাহওয়া) শব্দটি নসব (উপরের জবর) সহ, এবং এখানে যা গৃহীত হয়েছে তা দাল, ওয়াও, ঝা, কাফ, লাম পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে। আযহারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'ই'রাবুল আলফিয়্যা' (পৃ. ১০৮) গ্রন্থে বলেছেন: "(নাহওউ) (نحو) রফ' (পেশ) সহ হলে; তা একটি উহ্য মুবতাদা (উদ্দেশ্যপদ) -এর খবর (বিধেয়), যার আনুমানিক অর্থ: (এবং তা যেমন)। এবং নসব (জবর) সহ হলে; তা একটি মাফউল বিহি (কর্মপদ), অথবা একটি উহ্য আমিল (ক্রিয়া/কারক) -এর মাফউল মুতলাক (ক্রিয়াবিশেষণ), যার আনুমানিক অর্থ: (আমি বোঝাতে চাই) অথবা (আমি অনুসরণ করি)। এবং এর অনুরূপ অন্যান্য শব্দও এভাবেই কিয়াস (তুলনা) করা হয়।"

(4) আ, ঝা, কাফ, ফা পাণ্ডুলিপিগুলোতে 'معتصما' (মু'তাসিমান) শব্দটি সাদ অক্ষরটিতে কাসরা (নিচের যের) সহ, এবং জিম, দাল, ওয়াও, হা, লাম, নুন পাণ্ডুলিপিগুলোতে সাদ অক্ষরটিতে ফাতহা (উপরের জবর) এবং কাসরা (নিচের যের) উভয় অবস্থায় পাওয়া যায়, এবং এখানে যা গৃহীত হয়েছে তা হা পাণ্ডুলিপি থেকে। গ্রন্থকার (নাযিম) (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (১/১০২) পৃষ্ঠায় বলেছেন: "সাদ অক্ষরটিতে ফাতহা হলে তা তাময়ীয (বিশেষণ) হিসেবে, এবং কাসরা দেওয়া জায়েয 'হাল' (অবস্থা) হিসেবে।"

أَقْسَامُ الْحَدِيثِ [1]

11. وَأَهْلُ هَذَا الشَّأْنِ قَسَّمُوا السُّنَنْ ... إِلَى «صَحِيحٍ» وَ «ضَعِيفٍ» وَ «حَسَنْ»

12. فَالْأَوَّلُ: الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ ... بِنَقْلِ عَدْلٍ ضَابِطِ الْفُؤَادِ

13. عَنْ مِثْلِهِ، مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوذِ ... وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوذِي

14. وَبِالصَّحِيحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا ... فِي ظَاهِرٍ لَا الْقَطْعَ، وَالْمُعْتَمَدُ

15. إِمْسَاكُنَا عَنْ حُكْمِنَا عَلَى سَنَدْ ... بِأَنَّهُ أَصَحُّ مُطْلَقاً، وَقَدْ

16. خَاضَ بِهِ قَوْمٌ فَقِيلَ: مَالِكُ ... عَنْ نَافِعٍ بِمَا[2] رَوَاهُ النَّاسِكُ

17. مَوْلَاهُ[3]، وَاخْتَرْ حَيْثُ عَنْهُ يُسْنِدُ ... الشَّافِعِي؛ قُلْتُ: وَعَنْهُ أَحْمَدُ

---

(1) «أَقْسَامُ الحَدِيثِ» ليست في م.

(2) في نسخة على حاشية د: «فيما».

(3) أي: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

হাদিসের প্রকারভেদ [1]

11. আর এই শাস্ত্রের (হাদিসশাস্ত্রের) পণ্ডিতগণ সুন্নাহসমূহকে ... 'সহীহ' (صحيح), 'যঈফ' (ضعيف) ও 'হাসান' (حسن) - এই তিন প্রকারে বিভক্ত করেছেন।

12. সুতরাং প্রথম প্রকারটি (সহীহ) হলো: যার সনদ (إسناد) অবিচ্ছিন্ন; ... একজন ন্যায়পরায়ণ (عدل), নির্ভুল স্মৃতিসম্পন্ন (ضابط) বর্ণনাকারীর বর্ণনা দ্বারা।

13. তার মতো (ন্যায়পরায়ণ ও নির্ভুল স্মৃতিসম্পন্ন) ব্যক্তির নিকট থেকে, কোনো প্রকার ব্যতিক্রম (শায়ুয – شذوذ) ব্যতীত ... এবং এমন কোনো লুক্কায়িত ত্রুটি (ইল্লাহ – علة) ব্যতীত যা ক্ষতিকর।

14. আর সহীহ ও যঈফ দ্বারা তাঁরা (পণ্ডিতগণ) উদ্দেশ্য করেছেন ... বাহ্যিক দিককে, সুনিশ্চিত প্রামাণ্যতাকে নয়। আর নির্ভরযোগ্য মত হলো:

15. আমাদের এমন কোনো সনদ সম্পর্কে রায় দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে ... যে, এটি সর্বাপেক্ষা সহীহ (অধিকতর বিশুদ্ধ)। আর ইতিমধ্যেই

16. কিছু লোক এ বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন, ফলে বলা হয়েছে: মালিক (ইমাম মালিক ইবনে আনাস রহ.) ... নাফি' (রহ.) থেকে, যা পরহেযগার (ناسك) ব্যক্তি (নাফি') বর্ণনা করেছেন।[2]

17. তাঁর (নাফি'-এর) মনিব[3] এর নিকট থেকে। আর আপনি সেই সনদ (বর্ণনাধারা) পছন্দ করুন, যেখানে ইমাম শাফি'য়ী (রহ.) তাঁর (ইমাম মালিকের) সূত্রে বর্ণনা করেন; আমি (গ্রন্থকার) বলি: আর তাঁর (ইমাম শাফি'য়ী-এর) সূত্রে ইমাম আহমাদ (রহ.)।

---

(1) «হাদিসের প্রকারভেদ» ম (পাণ্ডুলিপি)-এ নেই।

(2) দ (পাণ্ডুলিপি)-এর টীকাযুক্ত একটি কপিতে রয়েছে: «ফীমা» (فيما)।

(3) অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)।

18. وَجَزَمَ ابْنُ حَنْبَلٍ بِالزُّهْرِي ... عَنْ سَالِمٍ؛ أَيْ: عَنْ أَبِيهِ الْبَرِّ[1]

19. وَقِيلَ: زَيْنُ الْعَابِدِينَ[2] عَنْ أَبِهْ[3] ... عَنْ جَدِّهِ، وَابْنُ شِهَابٍ عَنْهُ بِهْ[4]

20. أَوْ فَابْنُ سِيرِينَ عَنِ السَّلْمَانِي[5] ... عَنْهُ[6]، أَوِ الْأَعْمَشُ عَنْ ذِي الشَّانِ

21. النَّخَعِي[7] عَنِ ابْنِ قَيْسٍ عَلْقَمَهْ ... عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَلُمْ مَنْ عَمَّمَهْ[8]

---

(1) أي: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضاً.

(2) هو: علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ثقة، ثبت، عابد، فقيه، فاضل، مشهور، (ت 93 هـ). تقريب التَّهذيب (4715).

(3) في ي، ن: «أبِه» بسكون الهاء وكسرها معاً، وبالكسر ينكسر الوزن.

(4) في ي: «بِه» بسكون الهاء وكسرها معاً، وبالكسر ينكسر الوزن.

(5) هو: عَبِيدَة بن عمرو السَّلْماني المرادي، أبو عمرو الكوفيُّ، تابعيٌّ كبير مخضرم، فقيه، ثبت، توفِّي قبل سنة (70 هـ). تقريب التَّهذيب (4412).

(6) أي: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

(7) في ف: «النخعيّ» بكسر الياء المشددة، وبه ينكسر الوزن.

وهو: إبراهيم بن يزيد النَّخعي، أبو عمران الكوفي، الإمام، الحافظ، فقيه العراق، (ت 96 هـ). سير أعلام النُّبلاء (4/ 520).

(8) في حاشية ب: «بلغ قراءة على مؤلِّفه»، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ الشيخ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة عليَّ. كتبه: مؤلفه».

18. ইবনে হাম্বল যুহরী থেকে দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করেছেন ... সালিম থেকে; অর্থাৎ: তাঁর পুণ্যবান পিতা থেকে[1]

19. এবং বলা হয়েছে: যাইনুল আবিদীন[2] তাঁর পিতা থেকে[3] ... তাঁর দাদা থেকে (বর্ণনা করেছেন), এবং ইবনে শিহাব তাঁর থেকে এটি (বর্ণনা করেছেন)[4]

20. অথবা ইবনে সীরীন সালমানী থেকে ... তাঁর থেকে (বর্ণনা করেছেন)[6], অথবা আ'মাশ মর্যাদাবান ব্যক্তি থেকে (বর্ণনা করেছেন)

21. নাখ'ঈ[7] ইবনে কায়স আলকামা থেকে ... ইবনে মাসউদ থেকে (বর্ণনা করেছেন), এবং তাকে নিন্দা করো যে এটিকে সাধারণীকরণ করেছে[8]

---

(1) অর্থাৎ: আবদুল্লাহ ইবনে উমর, আল্লাহ তাদের উভয়ের উপরও সন্তুষ্ট হোন।

(2) তিনি হলেন: আলী ইবনে হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবী তালিব, আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হোন। তিনি নির্ভরযোগ্য, সুপ্রতিষ্ঠিত (জ্ঞানে ও স্মৃতিতে), ইবাদতকারী, ফকীহ, জ্ঞানী ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। (মৃত্যু ৯৩ হি.)। তাকরীবুত তাহযীব (৪৭১৫)।

(3) 'ইয়া' ও 'নুন' লিপিতে: "আবিহ" (শব্দটি) হা (বর্ণ) সাকিন ও কাসরা (যের) উভয় অবস্থাতেই (পাওয়া যায়), এবং কাসরা (যের) সহকারে (পড়লে) ছন্দভঙ্গ হয়।

(4) 'ইয়া' লিপিতে: "বিহ" (শব্দটি) হা (বর্ণ) সাকিন ও কাসরা (যের) উভয় অবস্থাতেই (পাওয়া যায়), এবং কাসরা (যের) সহকারে (পড়লে) ছন্দভঙ্গ হয়।

(5) তিনি হলেন: উবায়দা ইবনে আমর আস-সালমানী আল-মুরাদী, আবু আমর আল-কুফী। একজন বড় তাবেয়ী ও মুখাদরাম, ফকীহ, সুপ্রতিষ্ঠিত (নির্ভরযোগ্য), ৭০ হিজরীর পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তাকরীবুত তাহযীব (৪৪১২)।

(6) অর্থাৎ: আলী ইবনে আবী তালিব থেকে, আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হোন।

(7) 'ফা' লিপিতে: "আন-নাখ'ঈয়্যি" (শব্দটি) শাদদযুক্ত ইয়া-এর নিচে কাসরা (যের) সহকারে (পাওয়া যায়), এবং এর দ্বারা ছন্দভঙ্গ হয়। তিনি হলেন: ইবরাহীম ইবনে ইয়াযিদ আন-নাখ'ঈ, আবু ইমরান আল-কুফী, ইমাম, হাফেয, ইরাকের ফকীহ। (মৃত্যু ৯৬ হি.)। সিয়ার আ'লামুন নুবালা (৪/৫২০)।

(8) 'বা' লিপির টীকায়: "গ্রন্থকারের কাছে পাঠ করে শেষ করা হলো"। এবং 'ওয়াও' লিপির টীকায় - গ্রন্থকারের স্বহস্তে -: "শাইখ জামালুদ্দিন আবদুল্লাহ আন-নাবিতী আমার কাছে পাঠ করে শেষ করেছেন। লিখেছেন: গ্রন্থকার।"

أَصَحُّ كُتُبِ الْحَدِيثِ

22. أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ ... «مُحَمَّدٌ»[1]، وَخُصَّ بِالتَّرْجِيحِ

23. وَ «مُسْلِمٌ» بَعْدُ، وَبَعْضُ الْغَرْبِ مَعْ ... «أَبِي عَلِيّ»[2] فَضَّلُوا ذَا، لَوْ نَفَعْ[3]

24. وَلَمْ يَعُمَّاهُ، وَلَكِنْ قَلَّ مَا ... عِنْدَ ابْنِ الاَخْرَمُ[4] مِنْهُ قَدْ فَاتَهُمَا

---

(1) أي: محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله.

(2) هو: الحافظ أبو علي الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري، قال الحاكم رحمه الله: «لست أقول تعصباً لأنه أستاذي، ولكني لم أر مثله قط». (ت 349 هـ). الإرشاد في معرفة علماء الحديث للخليلي (3/ 842)، وتاريخ بغداد (8/ 622).

ونصُّ مقولتِه - كما في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار لابن منده (ص 72) -:

«ما تحت أَدِيمِ السَّماءِ أصحُّ من كتاب مسلم بن الحجَّاج».

(3) من هنا بدايةُ خرم في النسخة م بمقدار ورقة.

(4) في ب، ج، هـ، ح: «الاخرمِ» بكسر الميم، وفي ف: بسكون الميم وكسرها، وبالكسرِ ينكسِر الوزن.

و «ابنُ الأَخرَم»؛ هو: أبو عبد الله محمد بن يعقوب النَّيسابوريُّ، الإمام الحافظ المتقن الحجَّة، يعرف بابن الكرماني، صنَّف: «المستخرج على الصَّحيحين» وغيره، (ت 344 هـ). الإرشاد للخليلي (3/ 835)، وسير أعلام النُّبلاء (15/ 466).

قال محمد بن إسحاق بن مَنْدَه رحمه الله في كتابه فضل الأخبار (ص 73): «وسمعتُ محمد بن يعقوب الأخرم - وذكر كلاماً معناه هذا -: قلَّ مَا يفوتُ البخاريَّ ومُسلِماً ممَّا يثبتُ مِنَ الحديث».

সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহ

২২. সহীহ সংকলনের প্রথম উদ্ভাবক হলেন ... 'মুহাম্মদ'[1], এবং তাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

২৩. এরপর (আছেন) 'মুসলিম', আর পাশ্চাত্যের কিছু ব্যক্তি ... 'আবু আলী'র[2] সাথে একে (মুসলিমকে) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যদি তা ফলপ্রসূ হয়।[3]

২৪. তারা উভয়ে (সব হাদীস) পরিবেষ্টন করেননি, কিন্তু ইবনুল আখরামের[4] মতে, তাদের থেকে খুব কমই ছুটে গেছে।

---

(1) অর্থাৎ: মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন)।

(2) তিনি হলেন: হাফিয আবু আলী আল-হুসাইন ইবনে আলী ইবনে ইয়াযীদ আন-নায়সাবুরী। আল-হাকিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: "আমি একরোখা হয়ে এ কথা বলছি না যে তিনি আমার উস্তাদ, বরং আমি তার মতো আর কাউকে দেখিনি।" (মৃত্যু: ৩৪৯ হি.)। আল-খালিলীর 'আল-ইরশাদ ফি মা'রিফাতি উলামাইল হাদীস' (৩/৮৪২) এবং 'তারিখ বাগদাদ' (৮/৬২২)।

আর তার উক্তির মূল পাঠ – যেমনটি ইবনে মানদাহ'র 'ফাদলুল আখবার ওয়া শারহু মাযাহিব আহলিল আছার' (পৃ. ৭২) গ্রন্থে আছে – হলো: "আসমানের নিচে মুসলিম ইবনে হাজ্জাজের কিতাব (সহীহ মুসলিম) থেকে বিশুদ্ধতর আর কোনো কিতাব নেই।"

(3) এখান থেকে 'ম' অনুলিপিতে এক পৃষ্ঠা পরিমাণ খণ্ডিত অংশ শুরু।

(4) ‘বা’, ‘জিম’, ‘হা’, ‘হা’ অনুলিপিতে মিমের নিচে কাসরা সহকারে ‘আল-আখরামি’ আছে, আর ‘ফা’ অনুলিপিতে মিমের সাকিন ও কাসরা উভয়ই আছে। কাসরার কারণে ছন্দ ভঙ্গ হয়। আর ‘ইবনুল আখরাম’ হলেন: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আন-নায়সাবুরী, যিনি ইমাম, হাফিয, মুতকিন (সুদৃঢ় জ্ঞানসম্পন্ন) ও হুজ্জাহ (প্রমাণস্বরূপ)। তিনি ইবনুল কিরমানী নামে পরিচিত। তিনি ‘আল-মুস্তাখরাজ আলাস সহীহাইন’ ও অন্যান্য গ্রন্থ সংকলন করেছেন। (মৃত্যু: ৩৪৪ হি.)। আল-খালিলীর ‘আল-ইরশাদ’ (৩/৮৩৫) এবং ‘সিয়ার আ’লামিন নুবালা’ (১৫/৪৬৬)।

মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মানদাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ‘ফাদলুল আখবার’ গ্রন্থে (পৃ. ৭৩) বলেছেন: “আমি মুহাম্মদ ইবনে ইয়াকুব আল-আখরামকে বলতে শুনেছি – এবং তিনি এমন কথা উল্লেখ করেছেন যার অর্থ এই – যে, প্রমাণিত হাদীসসমূহের মধ্য থেকে বুখারী ও মুসলিমের (গ্রন্থ থেকে) খুব কমই ছুটে গেছে।”

(ص: 98)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

25. وَرُدَّ، لَكِنْ قَالَ يَحْيَى الْبَرُّ: ... لَمْ يَفُتِ الْخَمْسَةَ إِلَّا النَّزْرُ[1]

26. وَفِيهِ مَا فِيهِ؛ لِقَوْلِ الْجُعْفِي[2]: ... «أَحْفَظُ مِنْهُ عُشْرَ[3] أَلْفِ أَلْفِ»[4]

27. وَعَلَّهُ أَرَادَ بِالتَّكْرَارِ ... لَهَا، وَمَوْقُوفٍ، وَفِي «الْبُخَارِي»

28. أَرْبَعَةُ الْآلَافِ، وَالْمُكَرَّرُ ... فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أُلُوفاً؛ ذَكَرُوا[5]

---

(1) المرادُ بـ «يَحْيَى البَرُّ»: الحافظ يحيى بن شرف النَّووي رحمه الله، وعبارته في التَّقريب والتَّيسير (ص 26): «والصَّوابُ: أنَّه لم يَفُتِ الأصولَ الخمسةَ إلَّا اليسيرُ؛ أعني: الصَّحيحين، وسنن أبي داود، والتِّرمذي، والنَّسائي».

(2) «الجُعْفِي»: هو: الإمام البخاري. انتسب إلى الجُعْفِيِّين؛ لأنَّ جدَّ أبيه المغيرةَ أسلم على يد اليمَان بن أخنس الجُعْفيّ. شرح الناظم (2/ 345).

(3) في و، ح، ع: «عُشَر» بفتح الشين، وفي ي: «عشر» بضم العين وفتحها معاً، وفي أ، ب: بضم العين فقط، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ك، ل، ن، س، ف. وبالفتح ينكسر الوزن.

(4) روى ابن عديّ في الكامل في ضعفاء الرِّجال (1/ 317) بإسناده إلى البخاري قوله: «أحفظ مئة ألف حديث صحيح، وأحفظ مئتي ألف حديث غيرِ صحيح».

(5) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ الشيخ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليَّ».

25. এবং তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, কিন্তু ইয়াহইয়া আল-বার্র বলেছেন: … পাঁচটি (গ্রন্থ) থেকে সামান্যই বাদ পড়েছে[1]

26. এবং এতে আপত্তি আছে; জা'ফীর[2] উক্তির কারণে: … "আমি তার থেকে দশ লক্ষের এক দশমাংশ মুখস্থ করি।"[3][4]

27. এবং সম্ভবত তিনি পুনরাবৃত্তি দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন … তার জন্য, এবং সাহাবী-সূত্রে বর্ণিত (হাদীস), এবং 'আল-বুখারী'তে

28. চার হাজার, এবং পুনরাবৃত্ত (হাদীসসমূহ) … তিন হাজারের বেশি; তারা উল্লেখ করেছেন[5]

---

(1) 'ইয়াহইয়া আল-বার্র' দ্বারা উদ্দেশ্য হলেন: হাফিয ইয়াহইয়া ইবনু শারফ আন-নাওয়াউই (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন), এবং তাঁর উক্তি 'আত-তাকরীব ওয়াত-তাইসীর' (পৃ. ২৬) গ্রন্থে: "এবং সঠিক হলো: মূল পাঁচটি গ্রন্থ থেকে সামান্যই বাদ পড়েছে; অর্থাৎ: সহীহাইন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম), সুনান আবী দাউদ, তিরমিযী এবং নাসাঈ।"

(2) 'আল-জা'ফী' হলেন: ইমাম বুখারী। তিনি জা'ফী বংশের সাথে সম্পর্কিত হয়েছিলেন; কারণ তাঁর দাদা মুগীরাহ, ইয়ামান ইবনু আখনাস আল-জা'ফীর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। শরাহ আন-নাযিম (২/৩৪৫)।

(3) 'ওয়া', 'হা', 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে শীন-এর ফাতহা (شَ) সহ 'উশার' (عُشَر) রয়েছে, এবং 'ইয়া' পাণ্ডুলিপিতে আইন-এর দম্মা (عُ) ও ফাতহা (شَ) উভয় সহ 'উশর' (عُشْر) বা 'আশার' (عَشْر) রয়েছে, এবং 'আলিফ', 'বা' পাণ্ডুলিপিতে শুধু আইন-এর দম্মা (عُ) সহ 'উশর' (عُشْر) রয়েছে, আর

'জিম', 'দাল', 'হা', 'যা', 'কাফ', 'লাম', 'নুন', 'সীন', 'ফা' পাণ্ডুলিপি থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত। এবং ফাতহার সাথে এর ছন্দ বা ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

(4) ইবনু আদি 'আল-কামিল ফী দু'আফাইর রিজাল' (১/৩১৭) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, বুখারী পর্যন্ত তাঁর সূত্র পরম্পরায় তাঁর উক্তি: "আমি এক লক্ষ সহীহ হাদীস মুখস্থ করেছি এবং দুই লক্ষ গায়রে সহীহ (দুর্বল/ জাল) হাদীস মুখস্থ করেছি।"

(5) 'ওয়া' পাণ্ডুলিপির টীকায় - নাযিম (রচয়িতা)-এর হস্তাক্ষরে -: "শায়খ জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ আন-নাবিতী আমার কাছে একটি গবেষণা পাঠ করে শোনালেন।"

الصَّحِيحُ الزَّائِدُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ [1]

29. وَخُذْ زِيَادَةَ الصَّحِيحِ إِذْ تُنَصّ ... صِحَّتُهُ، أَوْ مِنْ مُصَنَّفٍ يُخَصّ

30. بِجَمْعِهِ؛ نَحْوُ[2] «ابْنِ حِبَّانَ» الزَّكِي ... وَ «ابْنِ خُزَيْمَةَ»[3]، وَكَـ «الْمُسْتَدْرَكِ»[4]

31. عَلَى تَسَاهُلٍ، وَقَالَ: مَا انْفَرَدْ ... بِهِ فَذَاكَ حَسَنٌ مَا لَمْ يُرَدّ

32. بِعِلَّةٍ، وَالْحَقُّ: أَنْ يُحْكَمْ بِمَا ... يَلِيقُ، وَالْبُسْتِيُّ[5] يُدَانِي الْحَاكِمَا[6]

---

(1) في ح: «الزائد على الصحيحين»، وفي نسخة على حاشيتها: «زيادة الصحيح».

(2) في ب، ج، هـ، و: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، ز، ل.

(3) في ب، ل، م: «وابن خزيمة» بفتح التَّاء، والجرِّ المنوَّن معاً، وفي د: بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ج، هـ، و، ح، ك، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 53): «بالصَّرف وتركه هنا».

(4) هنا انتهى الخرم في م.

(5) في د: «البستي» بسكون الياء وضمِّها معاً، وبالضَّمِّ ينكسِر الوزنُ.

و «البُسْتِي» هو: أبو حاتم، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، التميمي الدارمي، صاحب الكتب المشهورة؛ كـ «روضة العقلاء»، و «المسند الصحيح»، و «الأنواع والتقاسيم»، وغيرها. (ت 354 هـ). سِيَر أعلام النُّبلَاء (12/ 183)، وطبقات الحفَّاظ للسُّيوطيّ (1/ 375).

(6) في حاشية و - بخطِّ الحافظ ابن حجر -: «بلغ الشيخ جمال الدين قراءة بحثٍ من أوَّلِه ... هنا في مجلس ... كتبه: أحمد بن ... » (أ).

(أ) موضع النقاط ثلاث كلمات في طرف الورقة لم تظهر.

সহীহাইন-এর অতিরিক্ত সহীহ হাদীস [1]

29. এবং সহীহ হাদীসের অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করো, যখন তার বিশুদ্ধতা বর্ণিত হয়, অথবা এমন কোনো সংকলিত গ্রন্থ থেকে যা বিশেষভাবে

30. তা সংগ্রহে প্রসিদ্ধ; যেমন ইবন হিব্বান (রহ.)-এর পরিচ্ছন্ন (গ্রন্থ), ইবন খুযাইমা (রহ.)-এর (গ্রন্থ), এবং আল-মুস্তাদরাক (ইমাম হাকিম রচিত মুস্তাদরাক আলাস সাহীহাইন)[4] এর মতো।

31. কিন্তু (মুস্তাদরাক) শিথিলতার সাথে (হাদীস গ্রহণ করে)। আর তিনি বলেছেন: যে হাদীসকে তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তা 'হাসান' শ্রেণীর, যতক্ষণ না তা (অন্য কোনো কারণে) প্রত্যাখ্যাত হয়

32. কোনো ত্রুটির (ইল্লাত) কারণে। আর সত্য হলো: যা সঙ্গতিপূর্ণ, সেই অনুযায়ীই বিধান দেওয়া উচিত। আর আল-বুস্তী (ইবন হিব্বান)[5] (ইমাম) হাকিমের[6] কাছাকাছি।

---

(1) 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে: «الزائد على الصحيحين» (আল-যাইদু আলাস সহীহাইন - সহীহাইন-এর অতিরিক্ত), এবং এর টীকাযুক্ত এক নুসখায়: «زيادة الصحيح» (যিয়াদাতুস সহীহ - সহীহ-এর অতিরিক্ত)।

(2) 'বা', 'জিম', 'হা', 'ওয়াও' (ب، ج، هـ، و) পাণ্ডুলিপিতে: «نحوَ» (নাহওয়া) নাসব (ফাতহা) সহকারে, এবং 'দাল', 'যা', 'লাম' (د، ز، ل) পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত (পাঠ)।

(3) 'বা', 'লাম', 'মীম' (ب، ل، م) পাণ্ডুলিপিতে: «وابن خزيمة» (ওয়াবনি খুযাইমাতা) তা-এর ফাতহা (জবর) এবং তানবীনযুক্ত জার (জের) উভয় সহকারে, এবং 'দাল' (د) পাণ্ডুলিপিতে:

তানবীনযুক্ত জার সহকারে। আর 'জিম', 'হা', 'ওয়াও', 'হা' (দ্বিতীয়), 'কাফ', 'সীন', 'ফা' (ج، هـ، و، ح، ك، س، ف) পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত (পাঠ)।

ইমাম সাখাবী (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল মুগীস (১/৫৩) গ্রন্থে বলেছেন: 'এখানে সরফ (তানবীন) সহ এবং সরফ ছাড়া (উভয়ই) হতে পারে'।

(4) এখানে 'মীম' (م) পাণ্ডুলিপিতে ফাঁক (খরম) শেষ হয়েছে।

(5) 'দাল' (د) পাণ্ডুলিপিতে: «البستي» (আল-বুস্তী) ইয়া-এর সুকুন এবং দম্ম (পেশ) উভয় সহকারে। দম্ম সহকারে হলে ছন্দ (ওজন) ভেঙে যায়।

আর 'আল-বুস্তী' (البستي) হলেন: আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবন হিব্বান ইবন আহমাদ ইবন হিব্বান আত-তামিমী আদ-দারিমী। তিনি প্রসিদ্ধ গ্রন্থসমূহের রচয়িতা; যেমন «روضة العقلاء» (রাওদাতুল উক্বালা), «المسند الصحيح» (আল-মুসনাদুস সহীহ), «الأنواع والتقاسيم» (আল-আনওয়াউ ওয়াত-তাকাসিম) এবং অন্যান্য। (মৃত্যু ৩৫৪ হি.)। সিয়ারু আলামিন নুবালা (১২/১৮৩) এবং সুয়ূতী রচিত তাবাক্বাতুল হুফফাজ (১/৩৭৫) দেখুন।

(6) 'ওয়াও' (و) পাণ্ডুলিপির টীকায় – হাফিজ ইবন হাজার (রহ.)-এর হস্তাক্ষরে – রয়েছে: « بلغ الشيخ جمال الدين قراءة بحثٍ من أوّلِه ... هنا في مجلس ... كتبه: أحمد بن ...» (আ।) (শাইখ জামালুদ্দিনের কাছে এই গবেষণাপত্রটি প্রথম থেকে [অস্পষ্ট শব্দ] পর্যন্ত পঠিত হয়েছে... এখানে এই মজলিসে... লিখেছেন: আহমাদ ইবন [অস্পষ্ট নাম])।

(ক) ডট ডট (অস্পষ্ট) চিহ্নিত স্থানে পৃষ্ঠার কিনারে তিনটি শব্দ ছিল, যা দৃশ্যমান নয়।

الْمُسْتَخْرَجَاتُ

33. وَاسْتَخْرَجُوا عَلَى الصَّحِيحِ؛ كَـ «أَبِي ... عَوَانَةَ»[1] وَنَحْوِهِ[2]، وَاجْتَنِبِ

34. عَزْوَكَ أَلْفَاظَ الْمُتُونِ لَهُمَا ... إِذْ خَالَفَتْ لَفْظاً، وَمَعْنىً رُبَّمَا

35. وَمَا تَزِيدُ[3] فَاحْكُمَنْ بِصِحَّتِهْ ... فَهُوَ مَعَ الْعُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ

36. وَالْأَصْلَ يَعْنِي الْبَيْهَقِيْ وَمَنْ عَزَا ... وَلَيْتَ إِذْ زَادَ الْحُمَيْدِي[4] مَيَّزَا

(1) في ج، و، س، ف: «عوانةَ» بفتح التاء، وفي ب: بفتح التَّاء والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من د، هـ، ح، ي، ك، ل، ع، وبالفتح ينكسر الوزن. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 58): «بالصَّرفِ؛ للضرورة». ونحوه في فتح الباقي (1/ 118).

و «أَبُو عَوَانَةَ» هو: يعقوب بن إسحاق الإسفرايِنيُّ، الإمام الكبير الجوَّال، ألَّف: «المسند الصَّحيح المخرَّج على صحيح مسلم» - وهو مطبوع -. (ت 316 هـ). إكمال الإكمال لابن نقطة (4/ 215)، وسير أعلام النُّبلاء (14/ 417).

(2) في ي: «ونحوَه» بالنَّصب. والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ف.

(3) في هـ، س: «يزيد» بالياء، وفي ب، و، ي، ل، م، ن، ع، ف: بالتَّاء والياء معاً، وقد أشار النَّاظم إلى صحَّة الوجهين في شرحه (1/ 59)؛ حيث قال: «وما تَزيدُ المستَخرجات، أو ما يزيدُ المستخرِج على الصَّحيح». وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 59): «(مَا تَزِيدُ) بالمثناة الفوقانية، أو التحتانية؛ أي: المستخرجات أو المستخرج».

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن فَتُّوح بن عبد الله الحُمَيدِي، الحافظ، ألَّف: كتاب «الجمع بين الصَّحيحين»، وغيره. (ت 488 هـ). ذيل تاريخ بغداد لابن النَّجَّار المطبوع بانتقاء الحافظ الدِّمياطي (21/ 25)، والصِّلة لابن بشكوال (ص 530)، وسير أعلام النُّبلاء (19/ 118).

আল-মুস্তাখরাজাত

৩৩. এবং তারা সহীহ গ্রন্থসমূহের উপর (মুস্তাখরাজ) রচনা করেছেন; যেমন আবু আ'ওয়ানা[1] ও তার মতো অন্যদের (রচনা), এবং পরিহার করো

৩৪. তাদের প্রতি মূল পাঠের শব্দাবলীকে উল্লেখ করা... কারণ তা সম্ভবত শব্দগত ও অর্থগতভাবে ভিন্ন হয়।

৩৫. এবং যা বৃদ্ধি হয়[3], তার বিশুদ্ধতার রায় দাও; কারণ উচ্চতার সাথে তা এর উপকারিতার অন্তর্ভুক্ত।

৩৬. এবং মূল (গ্রন্থ) দ্বারা বায়হাকী ও যিনি (অন্যের প্রতি) নসবত করেছেন, তাদের উদ্দেশ্য। হায়! হুমায়দী[4] যখন অতিরিক্ত করেছিলেন, যদি তিনি পার্থক্য করতেন।

---

(১) জ, ওয়াও, সিন, ফা গ্রন্থে 'আওয়ানা' (عوانة) তা (تاء) বর্ণে ফাতহা (যবর) সহকারে এসেছে, এবং বা (ب) গ্রন্থে তা (تاء) বর্ণে ফাতহা (যবর) ও তানবীন সহকারে জার (কাসরা) উভয়ই এসেছে, আর যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা দাল, হা, হা, ইয়া, কাফ, লাম, আইন গ্রন্থ থেকে। ফাতহা (যবর) দ্বারা ছন্দ ভঙ্গ হয়। ইমাম সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (১/৫৮) গ্রন্থে বলেছেন: "ছন্দ রক্ষার প্রয়োজনে (স্বাভাবিক ব্যাকরণিক নিয়ম ভেঙে) সর্ফ করা হয়েছে।" এবং 'ফাতহুল বাকী' (১/১১৮) গ্রন্থেও অনুরূপ আছে।
এবং "আবু আ'ওয়ানা" হলেন: ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আল-ইসফারাঈনী, মহাজ্ঞানী ও পরিব্রাজক ইমাম। তিনি রচনা করেছেন: "আল-মুসনাদ আস-সহীহ আল-মুখাররাজ আলা সহীহ মুসলিম" (المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم) - এটি মুদ্রিত - (মৃত্যু ৩১৬ হিজরী)। ইকমালুল ইকমাল লি-ইবনুন নুকতা (৪/২১৫), সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/৪১৭)।
(২) ইয়া (ى) গ্রন্থে 'ওয়ানাহওয়াহু' (ونحوه) নসব (যবর) সহকারে এসেছে। এবং যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, ঝা, হা, লাম, মিম, নুন, সিন, ফা গ্রন্থ থেকে।
(৩) হা (ه), সিন (س) গ্রন্থে 'ইয়াযিদু' (يزيد) ইয়া (ياء) বর্ণ সহকারে, এবং বা, ওয়াও, ইয়া, লাম, মিম, নুন, আইন, ফা গ্রন্থে তা (تاء) ও ইয়া (ياء) উভয় বর্ণ সহকারে এসেছে। নাযিম তাঁর ব্যাখ্যা (১/৫৯) গ্রন্থে উভয় দিকের বিশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন; যেখানে তিনি বলেছেন: "এবং যা (মুস্তাখরাজাত) বৃদ্ধি করে, অথবা যা মুস্তাখরিজ সহীহ গ্রন্থের উপর বৃদ্ধি করেন।" এবং ইমাম সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (১/৫৯) গ্রন্থে বলেছেন: "(মা তাযিদু) (مَا تَزِيدُ) উপরের তা (تاء) দ্বারা, অথবা নিচের ইয়া (ياء) দ্বারা (পঠিত); অর্থাৎ মুস্তাখরাজাত অথবা মুস্তাখরিজ (কর্তৃক)।"
(৪) তিনি হলেন: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ফাত্তুহ ইবনে আবদুল্লাহ আল-হুমায়দী, হাফিয (স্মৃতিশক্তিধর)। তিনি 'আল-জাম' বাইনাস সহীহাইন' (الجمع بين الصحيحين) গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থ রচনা করেছেন, (মৃত্যু ৪৮৮ হিজরী)। ইবনুন নাজ্জারের 'যায়লু তারীখ বাগদাদ' (যা হাফিয আদ-দিময়াতি কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে মুদ্রিত হয়েছে) (২১/২৫), ইবনে বাশকওয়ালের 'আস-সিলাহ' (পৃষ্ঠা ৫৩০), এবং সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৯/১১৮)।

مَرَاتِبُ الصَّحِيحِ

37. وَأَرْفَعُ الصَّحِيحِ «مَرْوِيُّهُمَا» ... ثُمَّ «الْبُخَارِيِّ»، فَـ «مُسْلِمٍ»، فَـ «مَا

38. شَرْطَهُمَا حَوَى»، فَـ «شَرْطَ الْجُعْفِي» ... فَـ «مُسْلِمٍ»، فَـ «شَرْطَ[1] غَيْرٍ» يَكْفِي

39. وَعِنْدَهُ التَّصْحِيحُ لَيْسَ يُمْكِنُ ... فِي عَصْرِنَا، وَقَالَ يَحْيَى: مُمْكِنُ[2]

---

(1) في ح، ي، ك، م: «فشرطُ» بالرَّفع، وفي ع: «فشرطِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 63): «(فَـ) ما حوى (شَرْطَ غَيْرٍ) من الأئمَّة سوى البخاريّ ومسلمٍ».

(2) قال النَّوويُّ رحمه الله في التَّقريب والتَّيسير (ص 28): «والأظهر عندي: جوازُهُ لمن تمكَّن، وقويت معرفتُه».

সহীহ-এর স্তরসমূহ

৩৭. আর সহীহ-এর সর্বোচ্চ হলো «উভয়ের বর্ণিত», ... এরপর «বুখারী»-এর, এরপর «মুসলিম»-এর, এরপর «যা

৩৮. উভয়ের শর্ত পূরণ করে», এরপর «জু'ফী-এর শর্ত» ... এরপর «মুসলিম»-এর, এরপর «অন্যের[1] শর্ত» যথেষ্ট হয়।

৩৯. আর তাঁর মতে, আমাদের যুগে তাছহীহ (تصحيح) সম্ভব নয়, ... আর ইয়াহিয়া বলেছেন: সম্ভব।[2]

---

(1) হা, ইয়া, কাফ, মিম পাণ্ডুলিপিতে: «ফাশারতু» (فشرطُ) রফ' (رفع) অবস্থায়, এবং আইন পাণ্ডুলিপিতে: «ফাশারতি» (فشرطِ) জার (جر) অবস্থায়। আর যা গৃহীত (প্রমাণিত) করা হয়েছে তা আলিফ, বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, লাম, সিন, ফা পাণ্ডুলিপি থেকে।

আল-সাখাভী, তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, ফাতহুল মুগীছ (১/৬৩) গ্রন্থে বলেছেন: «(এরপর) যা বুখারী ও মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য ইমামদের শর্তসমূহ পূরণ করে»।

(2) আন-নওয়াবী, তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, আত-তাক্বরীব ওয়াত-তায়সীর (পৃষ্ঠা ২৮) গ্রন্থে বলেছেন: «আর আমার নিকট যা অধিক সুস্পষ্ট তা হলো: যে ব্যক্তি সক্ষম এবং যার জ্ঞান দৃঢ়, তার জন্য এটি জায়েয»।

حُكْمُ الصَّحِيحَيْنِ وَالتَّعْلِيقِ

40. وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا ... كَذَا لَهُ، وَقِيلَ: ظَنّاً، وَلَدَى

41. مُحَقِّقِيهِمْ قَدْ عَزَاهُ النَّوَوِي[1] ... وَفِي الصَّحِيحِ بَعْضُ شَيْءٍ قَدْ رُوِي

42. مُضَعَّفٌ[2]، وَلَهُمَا بِلَا سَنَدْ ... أَشْيَا، فَإِنْ يُجْزَمْ[3] فَصَحِّحْ، أَوْ وَرَدْ

43. مُمَرَّضاً فَلَا، وَلَكِنْ يُشْعِرُ ... بِصِحَّةِ الْأَصْلِ لَهُ؛ كَـ «يُذْكَرُ»

---

(1) قال النَّوويُّ رحمه الله في التَّقريب والتَّيسير (ص 28): «وخالفه المحقِّقون والأكثرون، فقالوا: يفيد الظَّنَّ ما لم يتواتر».

(2) في ن: «مضعَّفٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي نسخة على حاشيتي و، م: «مضعفاً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، س، ف.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 131): «(مُضَعَّفٌ): بالرَّفعِ صِفَةٌ لـ (بَعْضُ)، وفي نسخة: (مضعفاً) بالنَّصبِ على الحاليَّة».

وقال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 176): «(مضعَّفٌ) صفةٌ لـ (بعضُ)، أي: في الصَّحيحين بعضُ شيءٍ من الحديث والأثرِ مُضَعَّفٌ قد ذُكِرَ فِيهِمَا، ولو قيل: (مضعفاً) بالنَّصبِ لطَرَقهُ احتِمَال أن يكون المعنى: رُوِيَ حالَ كونِهِ مُنَبَّهاً على ضَعفِهِ».

(3) في ح، ن، س: «يَجزِم» بفتح الياء، وكسر الزَّاي، ويوافقه قول السُّيوطي رحمه الله في شرحه (1/ 41): «(فإن يَجْزِم) صاحبُ الصَّحيح».

وفي ب: بضمِّ الياء وفتحها، وفتح الزَّاي وكسرها، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ك، ل، م، ع، ف.

সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) এবং তা'লীক্ব (সনদবিহীন বর্ণনা)-এর বিধান

৪০. এবং যা তাঁরা সনদসহ বর্ণনা করেছেন, তার সহীহ (বিশুদ্ধ) হওয়ার ব্যাপারে তুমি নিশ্চিত হও; তাঁদের ক্ষেত্রে এমনই। আবার কেউ কেউ বলেছেন: (তা) ধারণামূলক। আর যখন

৪১. তাঁদের মুহাক্কিক্বীনদের (গবেষকদের) নিকট, ইমাম নববী (রহ.) এটাকে (সেই মতের দিকে) সম্পর্কিত করেছেন। আর সহীহ গ্রন্থে এমন কিছু বিষয় বর্ণিত হয়েছে

৪২. যা যয়ীফ (দুর্বল)। আর তাঁদের উভয়েরই সনদবিহীন কিছু বিষয় রয়েছে। যদি তা নিশ্চিতভাবে (বর্ণিত) হয়, তাহলে তাকে সহীহ (বিশুদ্ধ) বলো, অথবা যদি বর্ণিত হয়

৪৩. মুমাররাদ (দুর্বল বা সন্দেহপূর্ণ) হিসেবে, তাহলে তা (সহীহ) নয়। তবে তা মূল বর্ণনার বিশুদ্ধতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে; যেমন 'ইউযকারু' (উল্লেখ করা হয়) (শব্দের ব্যবহার)।

---

(১) ইমাম নববী (রহ.) 'আত-তাক্বরীব ওয়াত-তাইসীর' (পৃ. ২৮) গ্রন্থে বলেছেন: "আর মুহাক্কিক্বীন (গবেষকগণ) ও অধিকাংশ উলামা তাঁর (ইমাম বুখারী ও মুসলিমের মতের) বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বলেছেন: যদি মুতাওয়াতির (অবিচ্ছিন্নভাবে বর্ণিত) না হয়, তাহলে তা ধারণামূলক জ্ঞান দেয়।"

(২) 'নুন' (ن) নুসখায় «ম্যুদা'আফীন» (مُضَعَّفٍ) জার (كسرة) ও তানভীন (تنوين) সহ, এবং 'ওয়াও' (و) ও 'মীম' (م)-এর মার্জিনাল নুসখায় «ম্যুদা'আফান» (مضعفاً) নাসব (فتحة) ও তানভীন সহ। এবং এখানে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'জীম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'ইয়া' (ي), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'মীম' (م), 'সীন' (س), 'ফা' (ف) থেকে গৃহীত।

যাকারিয়া আনসারী (রহ.) তাঁর ‘ফাতহুল বাক্বী’ (১/১৩১) গ্রন্থে বলেছেন: “(مُضَعَّفٌ) রফ‘ (رفع) সহ ‘বা‘দ’ (بعض)-এর বিশেষণ। আর একটি নুসখায় (مضعفاً) নাসব (نصب) সহ হাল (حال) হিসেবে।”

আল-বিক্বায়ী (রহ.) তাঁর ‘আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যা’ (১/১৭৬) গ্রন্থে বলেছেন: “(مُضَعَّفٌ) ‘বা‘দ’ (بعض)-এর বিশেষণ। অর্থাৎ: সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর মধ্যে এমন কিছু হাদীস ও আছার (বর্ণনা) রয়েছে যা যয়ীফ (দুর্বল) এবং উভয়ের মধ্যে উল্লিখিত হয়েছে। আর যদি ‘ম্যুদা‘আফান’ (مضعفاً) নাসব (نصب) সহ বলা হতো, তবে এই সম্ভাবনা থাকতো যে, এর অর্থ হবে: তার দুর্বলতার প্রতি সতর্ক করা অবস্থায় বর্ণিত হয়েছে।”

(৩) ‘হা’ (ح), ‘নুন’ (ن), ‘সীন’ (س) নুসখায় «ইয়াজযিম» (يَجزِم) ইয়া-এর উপর ফাতহা (فتح) এবং যা-এর নিচে কাসরা (كسرة) সহ। এবং সুয়ুতী (রহ.)-এর শারহ (১/৪১)-এর এই উক্তিটি এর সাথে মিলে যায়: “(যদি নিশ্চিতভাবে বর্ণনা করেন) সহীহ গ্রন্থের লেখক।”

আর ‘বা’ (ب) নুসখায় ইয়া-এর উপর যাম্মা (ضم) ও ফাতহা (فتح) সহ এবং যা-এর উপর ফাতহা (فتح) ও কাসরা (كسرة) সহ। এবং এখানে যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ‘জীম’ (ج), ‘দাল’ (د), ‘হা’ (هـ), ‘ওয়াও’ (و), ‘যা’ (ز), ‘কাফ’ (ك), ‘লাম’ (ل), ‘মীম’ (م), ‘আইন’ (ع), ‘ফা’ (ف) থেকে গৃহীত।

---

44. وَإِنْ يَكُنْ أَوَّلُ الإِسْنَادِ حُذِفْ ... مَعْ صِيغَةِ الْجَزْمِ فَـ «تَعْلِيقاً» عُرِفْ

45. وَلَوْ إِلَى آخِرِهِ، أَمَّا الَّذِي ... لِشَيْخِهِ عَزَا بِـ «قَالَ»[1] فَكَذِي

46. عَنْعَنَةٍ؛ كَخَبَرِ الْمَعَازِفِ[2] ... لَا تَصْغَ[3] لِابْنِ حَزْمٍ[4] الْمُخَالِفِ[5]

---

(1) في أ: «يقالُ» بالرَّفع، وفي ب: «يقالَ» بالنَّصب، وكلاهما تصحيف.

(2) قال البخاري رحمه الله في صحيحه (5590): «وقال هشامُ بنُ عَمَّار: حدَّثنا صدقةُ بنُ خَالد، حدَّثنا عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر، حدَّثنا عطيَّة بن قيس الكِلَابيُّ، قال:

حدَّثني عبد الرَّحمن بن غَنْم الأشعريُّ، قال: حدَّثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعريُّ - واللَّه مَا كَذَبَنِي - سَمِعَ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ والحَرِيرَ، والخَمْرَ، والمَعَازِفَ ... » الحديث.

(3) في مر: «لا تُصْغِ» بضم التَّاء وكسر الغين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، ن، س، ع، ف.

ومعنى «لَا تَصْغَ»: لا تَمِل. الصّحاح للجوهري (6/ 2400)، وفتح الباقي (1/ 137).

(4) حكم ابن حزمٍ رحمه الله على رواية البخاري لخبر المعازف بالانقطاع، حيث قال في المحلَّى بالآثار (7/ 565): «هذا منقطِعٌ بين البخاريّ وصدقةَ بن خالد».

قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدّمته (ص 68): «وأخطأَ في ذلك مِن وجوهٍ، والحديثُ صحيحٌ معروفُ الاتِّصال بشرطِ الصَّحيح، والبُخارِيُّ رحمه الله قد يفعلُ مثلَ ذلك لكونِ ذلك الحديث معروفاً من جهة الثِّقاتِ عن ذلك الشَّخصِ الذي علَّقه عنه، وقد يفعلُ ذلك لكونِه قد ذَكَرَ ذلك الحديثَ في موضعٍ آخرَ مِن كتابِه مسنداً مُتَّصِلاً، وقد يفعلُ ذلك لغيرِ ذلك مِنَ الأسباب التي لا يصحبُها خلَلُ الانقطاع». صيانة صحيح مسلم (ص 83).

وقال ابن حجر رحمه الله في تغليق التَّعليق (5/ 22): «وهذا حديث صحيح لا علة له، ولا مطعن له ... قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً؛ فيهم مثل: الحسن بن سفيان، وعبدان، وجعفر الفريابي، وهؤلاء حفاظ أثبات».

(5) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليَّ. كتبه مؤلفه».

88. যদি সনদের প্রথম অংশ বাদ পড়ে ... দৃঢ় শব্দবিন্যাসের সাথে, তাহলে তা 'তা'লীক্ব' (تعليق) নামে পরিচিত।

৪৫. যদিও তা এর শেষ পর্যন্তও হয়। আর যে ব্যক্তি ... তার শাইখের প্রতি 'ক্বালা' (قال) শব্দে উল্লেখ করে, তাহলে তা এর মতো।

৪৬. আন'আনাহ (عنعنة)-এর মতো; যেমন মা'আযিফ (معازف) সম্পর্কিত হাদীস ... বিরুদ্ধবাদী ইবনে হাযমের কথায় কর্ণপাত করো না।

---

(১) আ-তে: 'ইউক্বালু' (يقال) রফ' (رفع) সহকারে, এবং বা-তে: 'ইউক্বালা' (يقال) নসব (نصب) সহকারে আছে। উভয়ই ভুল।

(২) ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সহীহ গ্রন্থে (৫৫৯০) বলেছেন: «এবং হিশাম ইবনে আম্মার বলেছেন: আমাদেরকে সদাক্বাহ ইবনে খালিদ বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযিদ ইবনে জাবির বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে আতিয়্যাহ ইবনে ক্বায়স আল-কিলবী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাকে আব্দুর রহমান ইবনে গানম আল-আশ'আরী বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাকে আবু আমির অথবা আবু মালিক আল-আশ'আরী বর্ণনা করেছেন – আল্লাহর কসম, তিনি আমাকে মিথ্যা বলেননি – তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে বলতে শুনেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক আসবে যারা অবৈধ করবে ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং বাদ্যযন্ত্র (মা'আযিফ) ... " পুরো হাদীস।

(৩) ম-তে: 'লা তুসগি' (لا تُصْغِ) তা-এর উপর যম্মা (ضمّة) এবং গাইন-এর নিচে কাসরা (كسرة) সহকারে আছে, তবে অ, ব, জ, দ, হ, ও, হ, য়, ক, ল, ন, স, আ, ফ থেকে প্রমাণিত অংশটি গ্রহণ করা হয়েছে।

এবং 'লা তাসগা' (لا تَصْغَ)-এর অর্থ: 'ঝুঁকে পড়ো না' বা 'কান দিও না'। আল-জাওহারীর আস-সিহাহ (৬/২৪০০) এবং ফাতহুল বাকী (১/১৩৭)।

(৪) ইবনে হাযম (রহিমাহুল্লাহ) বুখারীর 'খবরুল মা'আযিফ' (خبر المعازف) এর বর্ণনাকে 'ইনকিতা' (انقطاع) বা বিচ্ছিন্ন বলেছেন। যেমন তিনি তাঁর 'আল-মুহাল্লা বিল আসার' (৭/৫৬৫) গ্রন্থে বলেছেন: «এটি বুখারী এবং সদাক্বাহ ইবনে খালিদের মাঝে বিচ্ছিন্ন»।

ইবনে সালাহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'মুকাদ্দিমাহ' (পৃ. ৬৮) গ্রন্থে বলেছেন: «এবং তিনি এতে Several দিক থেকে ভুল করেছেন। হাদীসটি সহীহ এবং সহীহের শর্ত অনুযায়ী এর সংযোগ সুপরিচিত। ইমাম বুখারী (রহিমাহুল্লাহ) এমনটি করে থাকেন যখন হাদীসটি সে ব্যক্তি থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে

পরিচিত থাকে যার থেকে তিনি তা তা'লীক্ব (تعليق) হিসেবে উল্লেখ করেছেন, অথবা তিনি এমনটি করে থাকেন কারণ তিনি এই হাদীসটি তার কিতাবের অন্য কোনো স্থানে মুসনাদ (مسند) ও মুত্তাসিল (متصل) হিসেবে উল্লেখ করেছেন, অথবা তিনি এমনটি করে থাকেন অন্যান্য কারণে যেখানে বিচ্ছিন্নতার ত্রুটি থাকে না।» সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম (পৃ. ৮৩)।

এবং ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'তাগলিকুত তা'লীক্ব' (৫/২২) গ্রন্থে বলেছেন: «এবং এটি একটি সহীহ হাদীস, এর কোনো দুর্বলতা নেই এবং কোনো আপত্তিও নেই ... আমি এটিকে হিশাম থেকে নয়জনের সূত্রে মুত্তাসিল (متصل) হিসেবে বর্ণনা করেছি; তাদের মধ্যে রয়েছেন: হাসান ইবনে সুফিয়ান, আবদান এবং জাফর আল-ফিরিয়াবী। আর এরা সকলেই নির্ভরযোগ্য হাফিয (حفاظ أثبات) ছিলেন।»

(৫) ওয়া-এর পাদটীকায় – নাযিমের নিজ হাতে লেখা – আছে: «জামাল উদ্দিন আব্দুল্লাহ আন-নাবিতী আমার উপর একটি গবেষণাপত্র পড়া সম্পন্ন করেছেন। এটি লিখেছেন এর লেখক।»

نَقْلُ الْحَدِيثِ مِنَ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدَةِ

47. وَأَخْذُ مَتْنٍ مِنْ كِتَابٍ لِعَمَلْ ... أَوِ احْتِجَاجٍ حَيْثُ سَاغَ قَدْ جَعَلْ

48. عَرْضاً لَهُ عَلَى أُصُولٍ يُشْتَرَطْ ... وَقَالَ يَحْيَى النَّوَوِي: أَصْلٍ فَقَطْ[1]

49. قُلْتُ: وَلِابْنِ خَيْرٍ[2] امْتِنَاعُ ... جَزْمٍ[3] سِوَى مَرْوِيِّهِ إِجْمَاعُ[4]

---

(1) قال النَّوويُّ رحمه الله في التَّقريب والتَّيسير (ص 27): «وَمَن أراد العملَ بحديث من كتابٍ، فطريقُهُ أن يأخذه من نسخة معتمدةٍ قابلها هو أو ثقةٌ بأصولٍ صحيحة، فإن قابلها بأصلٍ مُعتَمَدٍ مُحَقَّقٍ أجزأه».

(2) هو: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللَّمْتُوني الإشبيلي، (ت 575 هـ). التَّكملة لكتاب الصِّلة (2/ 49)، وسير أعلام النُّبلاء (21/ 85).

(3) في أ، ز، ي، ك، ن، ع، ونسخة على حواشي ب، هـ، و، ل، س، ف: «نقل» بدل: «جَزْمٍ»، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ونسخة على حواشي ي، ك، ن، ع. وفي حاشية ز: «هكذا قرأ شيخنا - يعني: سبط ابن العجمي - على المؤلف، ثمَّ أصلَحه المؤلفُ على: (جَزْمٍ)، فاعلم»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 84): «وهو ظاهر في الجزم خاصَّة، ولذا عبَّر النَّاظم - كما في خطِّه - به مكان (نَقْلٍ) المُشعِرِ بوجودِ النَّقل».

(4) قال ابن خير الإشبيلي رحمه الله في فهرسته (ص 41): «وقد اتَّفَقَ العلماءُ رحمهم الله على أنَّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، حتى يكونَ عنده ذلك القولُ مرويّاً ولو على أقلِّ وجوه الرِّوايات؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، وفي بعض الروايات: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ ...) مطلقاً دون تقييد».

নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে হাদিস বর্ণনা/উদ্ধার

৪৭. এবং কোনো গ্রন্থ থেকে কর্মের জন্য হাদিসের মূল পাঠ গ্রহণ করা... অথবা দলীল হিসেবে ব্যবহার করা, যেখানে তা অনুমোদিত হয়েছে।

৪৮. এর জন্য মূল সূত্রসমূহের সাথে মিলিয়ে দেখা শর্ত করা হয়েছে... আর ইয়াহইয়া আন-নাবাবী বলেছেন: শুধু একটি মূল সূত্র দিয়েও যথেষ্ট।[১]

৪৯. আমি বলি: আর ইবনে খাইর-এর[২] মতে, নিজের বর্ণিত বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু নিশ্চিতভাবে বলা[৩] নিষেধ। এটি ঐকমত্য।[৪]

---

(১) ইমাম নাবাবী (রহিমাহুল্লাহ) আত-তাকরীব ওয়াত-তাইসীর (পৃ. ২৭) গ্রন্থে বলেছেন: "যে ব্যক্তি কোনো গ্রন্থ থেকে কোনো হাদিস দ্বারা আমল করতে চায়, তার পদ্ধতি হলো, সে একটি নির্ভরযোগ্য অনুলিপি থেকে তা গ্রহণ করবে, যা সে নিজে অথবা একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি সঠিক মূল সূত্রসমূহের সাথে মিলিয়ে দেখেছে। যদি সে তা একটি নির্ভরযোগ্য ও যাচাইকৃত মূল সূত্রের সাথে মিলিয়ে নেয়, তবে তা যথেষ্ট হবে।"

(২) তিনি হলেন: আবু বকর মুহাম্মাদ ইবনে খাইর ইবনে উমার ইবনে খালীফা আল-লামতূনী আল-ইশবীলী (মৃত্যু ৫৭৫ হিজরী)। আত-তাকমিলা লি কিতাবিস সিলাহ (২/৪৯), এবং সিয়ারু আলামিন নুবলা (২১/৮৫)।

(৩) 'আলিফ', 'যা', 'ইয়া', 'কাফ', 'নুন', 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে এবং 'বা', 'হা', 'ওয়াও', 'লাম', 'সীন', 'ফা' পাণ্ডুলিপির টীকায় 'জাজম' (দৃঢ়তা)-এর পরিবর্তে 'নাকল' (বর্ণনা) শব্দ রয়েছে। আর যা সাব্যস্ত হয়েছে তা 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'লাম', 'মিম' পাণ্ডুলিপি থেকে এবং 'ইয়া', 'কাফ', 'নুন', 'আইন' পাণ্ডুলিপির টীকা থেকে। 'যা' পাণ্ডুলিপির টীকায় রয়েছে: "আমাদের শাইখ - অর্থাৎ: সিবত ইবনুল আজামী - লেখকের কাছে এভাবে পড়েছিলেন, অতঃপর লেখক তা 'জাজম' (দৃঢ়তা) শব্দে সংশোধন করেছেন। সুতরাং জেনে রাখুন।" এবং ইমাম সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল মুগীস (১/৮৪) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি বিশেষভাবে 'জাজম' (দৃঢ়তা)-এর ক্ষেত্রে স্পষ্ট। তাই কবি - যেমনটি তার হস্তাক্ষরে রয়েছে - 'নাকল' (বর্ণনা), যা বর্ণনার অস্তিত্বকে বোঝায়, তার পরিবর্তে এটি (জাজম) দ্বারা প্রকাশ করেছেন।"

(৪) ইবনে খাইর আল-ইশবীলী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ফাহরাসত (পৃ. ৪১) গ্রন্থে বলেছেন: "উলামায়ে কিরাম (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন) এই বিষয়ে একমত হয়েছেন যে, কোনো মুসলমানের জন্য এটি বলা সঠিক নয় যে, 'রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ বলেছেন', যতক্ষণ না তার কাছে সেই উক্তি বর্ণিত থাকে, যদিও তা বর্ণনার দুর্বলতম পথেই হোক না কেন; রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এই বাণীর কারণে: (যে আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়), এবং কিছু বর্ণনায় রয়েছে: (যে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে...) কোনো প্রকার শর্ত ছাড়া।"

الْقِسْمُ الثَّانِي: الْحَسَنُ

50. وَ «الْحَسَنُ»: الْمَعْرُوفُ مَخْرَجاً وَقَدْ ... اشْتَهَرَتْ رِجَالُهُ، بِذَاكَ حَدَّ

51. حَمْدٌ[1]، وَقَالَ التِّرمِذِيُّ: مَا سَلِمْ ... مِنَ الشُّذُوذِ مَعَ رَاوٍ مَا اتُّهِمْ

52. بِكَذِبٍ، وَلَمْ يَكُنْ فَرْداً وَرَدْ[2] ... قُلْتُ: وَقَدْ حَسَّنَ بَعْضَ[3] مَا انْفَرَدْ

---

(1) هو: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطَّابي البستيُّ، (ت 388 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 23).

وعبارته في معالم السُّنن (1/ 6): «والحَسَنُ مِنهُ: ما عُرِفَ مَخْرَجُه، واشتهر رجاله، وعَلَيه مدار أكثر الحديث».

(2) عبارة التِّرمذي في العلل الصغير آخر الجامع (5/ 170): «كلُّ حديثٍ يُروَى لا يكونُ في إسنادِهِ مَن يُتَّهَمُ بالكذب، ولا يكون الحدِيثُ شاذّاً، ويُرْوَى مِن غَيرِ وَجهٍ نحو ذاكَ؛ فهو عندنا حديثٌ حَسَنٌ».

(3) في ك: «بعضٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 153): «وهو إيرادٌ على التِّرمذيّ، حيث اشترط في الحسن أن يُروَى من غير وجهٍ نحوه؛ ومع ذلك فقد حسَّنَ أحاديثَ لا تُروَى إلَّا مِن وجهٍ واحدٍ!».

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: হাসান

৫০. আর 'হাসান' (হাদীস) হলো: যার উৎস (মাখরাজ) সুপরিচিত ... এবং যার বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ। এই হলো তার সীমা (সংজ্ঞা)।

৫১. হামদ[1] (এইরূপ সংজ্ঞা দিয়েছেন)। আর ইমাম তিরমিযী বলেছেন: যা শায (বিরলতা) থেকে মুক্ত ... এবং এমন বর্ণনাকারীর সাথে (বর্ণিত), যাকে অভিযুক্ত করা হয়নি

৫২. মিথ্যাচারে, এবং যা একক সূত্রে বর্ণিত হয়নি[2]। ... আমি (নাজিম) বলি: অথচ তিনি (তিরমিযী) কিছু একক সূত্রে বর্ণিত হাদীসকেও হাসান বলেছেন[3]।

---

(1) তিনি: আবু সুলাইমান হামদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আল-খাত্তাবী আল-বুসতী, (মৃত্যু ৩৮৮ হিজরী)। সিয়ারু আ'লামিন নুব্বালা (১৭/২৩)।

'মাআলিমুস সুনান' গ্রন্থে (১/৬) তাঁর উক্তি হলো: "হাসান হাদীস হলো: যার উৎস সুপরিচিত, যার বর্ণনাকারীগণ প্রসিদ্ধ, এবং যার উপর অধিকাংশ হাদীসের ভিত্তি।"

(2) 'আল-জামিউল কাবীর'-এর শেষাংশে 'আল-ইলালুস সাগীর' গ্রন্থে (৫/১৭০) ইমাম তিরমিযীর উক্তি হলো: "প্রত্যেক সেই হাদীস, যার সনদসমূহে এমন কোনো বর্ণনাকারী নেই যাকে মিথ্যা বলার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে, এবং হাদীসটি শায (বিরল) নয়, এবং এটি এ ধরনের অন্য সূত্র থেকেও বর্ণিত হয়েছে; আমাদের নিকট তা 'হাসান' হাদীস।"

(3) 'কাফ' (ক) নুসখায় 'বা'দুন' শব্দটি তানবীনসহ রফা অবস্থায় রয়েছে। আর অ, ব, জ, দ, হ, ও, য, হ, ই, ল, ম, ন, স, আ, ফ নুসখাগুলো থেকে 'বা'দা' শব্দটি গৃহীত হয়েছে।

গ্রন্থকার (নাজিম) (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/১৫৩) তে বলেছেন: "এটি ইমাম তিরমিযীর উপর একটি আপত্তি, কারণ তিনি 'হাসান' হাদীসের জন্য শর্ত করেছিলেন যে, তা এ ধরনের অন্য সূত্র থেকেও বর্ণিত হতে হবে; অথচ এরপরেও তিনি এমন হাদীসসমূহকে 'হাসান' বলেছেন যা কেবল একটি সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে!"

53. وَقِيلَ: مَا ضَعْفٌ قَرِيبٌ مُحْتَمَلْ[1] ... فِيهِ[2]، وَمَا بِكُلِّ ذَا حَدٌّ[3] حَصَلْ

54. وَقَالَ: بَانَ لِي بِإِمْعَانِ[4] النَّظَرْ ... أَنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ، كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ

55. قِسْماً، وَزَادَ كَوْنَهُ مَا عُلِّلَا ... وَلَا بِنُكْرٍ أَوْ شُذُوذٍ شُمِلَا

56. وَالْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ تَسْتَعْمِلُهْ ... وَالْعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ

57. وَهُوَ بِأَقْسَامِ الصَّحِيحِ مُلْحَقُ ... حُجِّيَّةً، وَإِنْ يَكُنْ لَا يَلْحَقُ

58. فَإِنْ يُقَلْ: يُحْتَجُّ بِالضَّعِيفِ ... فَقُلْ: إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوْصُوفِ

(1) في م: «محتمِل» بكسر الميم، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، ن، ع، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 9): «بفتح الميم».

(2) هذا تعريف أبي الفرج عبد الرَّحمن بن علي الجوزي، (ت 597 هـ)، وعبارته في الموضوعات (1/ 35): «القسم الرَّابعُ: ما فيه ضَعْفٌ قريبٌ مُحتَمَل، وهذا هو الحديث الحَسَن».

(3) في ي: «حدّ» بالرَّفع والكسر المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 154): «أي: وما بكلِّ قولٍ مِنَ الأقوالِ الثَّلاثَةِ حَصَلَ حدٌّ صحيحٌ للحَسَنِ».

(4) في أ، و، ز، ي، ل، ن، س: «بإمعاني» بياء المُتكلِّم.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 91): «(بإمعاني) أي: بإطالتي وإكثاري (النَّظَر)».

53. আর বলা হয়েছে: যা এমন দুর্বলতাযুক্ত যা সহনীয় (মুহতামাল)[1] ... তাতে[2], এবং এ সবের দ্বারা কোনো পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা (হাদ)[3] অর্জিত হয়নি।

54. আর তিনি বলেছেন: গভীর পর্যবেক্ষণের (ইম'আনুন-নাযার)[4] মাধ্যমে আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে ... যে, এর দুটি প্রকার রয়েছে, প্রতিটিই তিনি উল্লেখ করেছেন।

55. একটি প্রকার, এবং তিনি এর সাথে যোগ করেছেন যে, এতে কোনো 'ইল্লাত (علة)' (সূক্ষ্ম ত্রুটি) নেই ... আর না এটি মুনকার (منكر) বা শাদ্ধ (شاذ) এর অন্তর্ভুক্ত।

56. আর সকল ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ) এটি ব্যবহার করেন ... এবং অধিকাংশ উলামা (পণ্ডিত) এটি গ্রহণ করেন।

57. এবং এটি (দলিল হিসেবে) সহীহ (صحيح) এর প্রকারগুলোর সাথে সংযুক্ত ... যদিও (মর্যাদা ও পর্যায়ক্রমে) এটি সম্পূর্ণভাবে (সহীহ-এর সমান) না পৌঁছায়।

58. যদি বলা হয়: দুর্বল (দ্বা'ইফ) হাদীস দিয়ে কি প্রমাণ করা যায়? ... তাহলে বলুন: যদি তা বর্ণিত গুণাবলীযুক্তের অন্তর্ভুক্ত হয়।

(1) ম (م) পাণ্ডুলিপিতে ‘মীম’ বর্ণে কাসরা (জের) সহ ‘মুহতামিল’ (مُحتمِل) রূপে রয়েছে। আর জ, দ, হ, ও, য, হ, ই, ল, ন, আ, ফ (ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، ن، ع، ف) পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে যা গৃহীত হয়েছে তাতে (অর্থাৎ ‘মীম’ বর্ণে ফাতহা (যবর) সহ ‘মুহতামাল’ রূপে রয়েছে)। ইমাম সাখাভী (رحمه الله) ‘ফাতহুল মুগীস’ (১/৯) গ্রন্থে বলেছেন: ‘মীম’ বর্ণে ফাতহা সহ।

(2) এটি আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে আলী আল-জাওযী (মৃত্যু ৫৯৭ হি.)-এর সংজ্ঞা। ‘আল-মাওদুআত’ (১/৩৫) গ্রন্থে তাঁর উক্তি হলো: ‘চতুর্থ প্রকার: যা এমন দুর্বলতাযুক্ত যা সহনীয় ও কাছাকাছি। আর এটিই হলো হাদীসে হাসান (حسن)।’

(3) ই (ي) পাণ্ডুলিপিতে ‘হাদদুন’ (حدٌّ) রাফ' (পেশ) এবং তানউইন সহ কাসরা (জের) উভয় রূপেই রয়েছে। আর আ, ব, জ, দ, হ, ও, য, হ, ক, ল, ম, ন, স, আ, ফ (أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف) পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে যা গৃহীত হয়েছে। গ্রন্থকার (رحمه الله) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/১৫৪) এ বলেছেন: ‘অর্থাৎ, পূর্বোক্ত তিনটি উক্তির কোনোটি দ্বারাই ‘হাসান’ এর সঠিক সংজ্ঞা অর্জিত হয়নি।’

(4) আ, ও, য, ই, ল, ন, স (أ، و، ز، ي، ل، ن، س) পাণ্ডুলিপিগুলোতে ‘ইয়া’য়ে মুতাকাল্লিম’ (আমার অর্থে ব্যবহৃত ‘ইয়া’) সহ ‘বি-ইম’আনী’ (بإمعاني) রূপে রয়েছে। ইমাম সাখাভী (رحمه الله) ‘ফাতহুল মুগীস’ (১/৯১) গ্রন্থে বলেছেন: ‘(বি-ইম’আনী) অর্থাৎ: আমার দীর্ঘ ও গভীর (পর্যবেক্ষণ)।’

59. رُوَاتُهُ بِسُوءِ حِفْظٍ يُجْبَرُ ... بِكَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ يُذْكَرُ

60. وَإِنْ يَكُنْ لِكَذِبٍ أَوْ شَذَّا ... أَوْ قَوِيَ الضَّعْفُ فَلَمْ يُجْبَرْ[1] ذَا

61. أَلَا تَرَى الْمُرْسَلَ حَيْثُ أُسْنِدَا ... أَوْ أَرْسَلُوا - كَمَا يَجِيءُ - اعْتَضَدَا[2]

62. وَالْحَسَنُ[3] الْمَشْهُورُ بِالْعَدَالَهْ ... وَالصِّدْقِ رَاوِيهِ إِذَا أَتَى لَهْ

63. طُرُقٌ اخْرَى نَحْوُهَا[4] مِنَ الطُّرُقْ ... صَحَّحْتَهُ؛ كَمَتْنِ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ»[5]

(1) في م، ن: «يَجبُر» بفتح الياء وضمِّ الباء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، س، ع، ف.

(2) في أ، ي: «اعتُضِدا» بضم التاء وكسر الضَّاد، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف.

(3) في ي: «فالحسن» بالفاء.

(4) في هـ، و، ز، ل، ف: «نحوَها» بالنَّصب، والمثبت من ب، د، ح، ي، ك، م، ن، س، ع.

(5) هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ».

أخرجه أحمد (7513)، والترمذيُّ (22)، والنَّسائيُّ في السُّنن الكبرى (3030) من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.

والحديث في صحيح البخاري (7240)، ومسلم (252) من غير طريق محمد بن عمرو.

৫৯. এর বর্ণনাকারীগণ যদি দুর্বল স্মৃতিসম্পন্ন হন, তবে তা অন্য কোনো সূত্রে উল্লিখিত হওয়ার কারণে তার ত্রুটি পূরণ হয়;

৬০. আর যদি তা মিথ্যা, শায (বিচ্ছিন্ন) অথবা প্রবল দুর্বলতার কারণে হয়, তাহলে এর দুর্বলতা পূরণ করা যায় না।[১]

৬১. তুমি কি লক্ষ্য করো না যে, মুরসাল হাদীস যখন সনদযুক্ত হয়, অথবা বর্ণনাকারীগণ মুরসালরূপে বর্ণনা করেন—যেমনটি (পরে) আসবে—তখন তা শক্তিশালী হয়?[২]

৬২. আর হাসান (হাদীস), যার বর্ণনাকারী ন্যায়পরায়ণতা[৩] ও সত্যবাদিতার জন্য সুপরিচিত, যখন তার জন্য

৬৩. অনুরূপ অন্য সনদসমূহ[৪] পাওয়া যায়, তখন তাকে সহীহ (সুদৃঢ়) করা হয়; যেমন «যদি আমি কষ্ট না দিতাম»[৫] এই হাদীসের মূল পাঠ।

(১) 'মীম' ও 'নুন' লিপিতে আছে: «ইয়াজুরু» (ইয়া-এর উপর ফাতহা ও বা-এর উপর দম্মাহ সহকারে)। আর যা এখানে রাখা হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'সিন', 'আইন', 'ফা' লিপি থেকে নেওয়া।

(২) 'আলিফ' ও 'ইয়া' লিপিতে আছে: «উ'তুদিদা» (তা-এর উপর দম্মাহ ও দ|াদ-এর উপর কাসরাহ সহকারে)। আর যা এখানে রাখা হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'কাফ', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সিন', 'ফা' লিপি থেকে নেওয়া।

(৩) 'ইয়া' লিপিতে আছে: «ফাল-হাসান» (ফা সহকারে)।

(৪) 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'লাম', 'ফা' লিপিতে আছে: «নাহওয়াহা» (নাসব সহকারে)। আর যা এখানে রাখা হয়েছে তা 'বা', 'দাল', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ', 'মীম', 'নুন', 'সিন', 'আইন' লিপি থেকে নেওয়া।

(৫) এটি আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস: «যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম, তবে প্রত্যেক সালাতের সময় তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।» হাদীসটি আহমাদ (৭৫১৩), তিরমিযী (২২) এবং নাসায়ী তার আস-সুনানুল কুবরা (৩০৩০) তে মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন আলকামা সূত্রে, তিনি আবূ সালামা থেকে, তিনি আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসটি সহীহ বুখারী (৭২৪০) ও মুসলিম (২৫২) তে মুহাম্মাদ ইবন আমর-এর সূত্র ব্যতিরেকে বর্ণিত হয়েছে।

64. إِذْ تَابَعُوا مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو[1] ... عَلَيْهِ فَارْتَقَى الصَّحِيحَ يَجْرِي[2]

65. قَالَ: وَمِنْ مَظِنَّةٍ لِلْحَسَنِ ... جَمْعُ أَبِي دَاوُدَ؛ أَيْ فِي السُّنَنِ

66. فَإِنَّهُ قَالَ: ذَكَرْتُ فِيهِ ... مَا صَحَّ أَوْ قَارَبَ أَوْ يَحْكِيهِ[3]

67. وَمَا بِهِ وَهْنٌ شَدِيدٌ قُلْتُهُ ... وَحَيْثُ لَا فَصَالِحٌ خَرَّجْتُهُ[4]

---

(1) هو: محمد بن عمرو بن علقمة اللَّيثيُّ المدنيُّ، صدوقٌ له أوهام، (ت 145 هـ). تقريب التَّهذيب (6188).

(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 161): «تَابَعَ أبا سَلَمَة عليه عن أبي هريرة: عبدُ الرحمن بن هرمز الأعرج، وسعيد المَقْبُرِيُّ، وأبوه أبو سعيدٍ، وعطاءٌ مولَى أم صبية، وحُمَيد بن عبد الرحمن، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير، وهو متَّفقٌ عليه مِن طريقِ الأعرجِ، والمُتَابَعَةُ قد يُرَادُ بها متابعةُ الشَّيخِ، وقد يُرَادُ بها مُتابعةُ شيخِ الشَّيخِ».

(3) قال أبو بكر بن داسة رحمه الله: «سمعتُ أبا داود يقول: كتبتُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس مئة ألف حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب - يعني: كتاب السنن -، جمعت فيه أربعة آلاف وثمان مئة حديث، ذكرت الصحيح، وما يشبهه، ويقاربه». تاريخ بغداد (10/ 75)، وطبقات الحنابلة (1/ 161)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (22/ 196)، وشروط الأئمة الخمسة للحازمي (ص 68).

(4) قال أبو داود رحمه الله في رسالته إلى أهل مكَّة (ص 27): «وما كان في كتابي مِن حديثٍ فيه وَهنٌ شَدِيدٌ فقد بيَّنْتُه، وَمِنهُ ما لا يَصِحُّ سَنَدُه، وما لم أذكُرْ فيه شيئاً فهو صالحٌ، وبَعضُها أصحُّ من بعضٍ».

৬৪. যখন তারা মুহাম্মাদ ইবনু আমরকে[১] অনুসরণ করেছিলো, ... তার উপর, তখন সহীহ পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিলো যা প্রচলিত।[২]

৬৫. তিনি বলেছেন: হাসান পর্যায়ের হাদীসের সম্ভাব্য উৎসসমূহের মধ্যে রয়েছে ... আবূ দাউদের সংকলন; অর্থাৎ তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে।

৬৬. কারণ তিনি বলেছেন: আমি এতে উল্লেখ করেছি ... যা সহীহ, অথবা তার কাছাকাছি, অথবা তার অনুরূপ।[৩]

৬৭. এবং যে হাদীসে গুরুতর দুর্বলতা রয়েছে, তা আমি উল্লেখ করেছি ... আর যেখানে এমনটা নেই, সেখানে আমি তা গ্রহণযোগ্য (সালিহ) হিসেবে বর্ণনা করেছি।[৪]

(১) তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনু আমর ইবনু আলক্বামাহ আল-লাইসী আল-মাদানী, সত্যবাদী তবে তাঁর কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল। (মৃত্যু ১৪৫ হিজরী)। তাক্বরীবুত তাহযীব (৬১৮৮)।

(২) নাজিম (ছন্দোবদ্ধকারী) (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১/১৬১) বলেছেন: "আবূ সালামাকে তাঁর উপর আবূ হুরায়রাহ থেকে অনুসরণ করেছেন: আব্দুর রহমান ইবনু হুরমুয আল-আ'রাজ, সাঈদ আল-মাক্বুরী, তাঁর পিতা আবূ সাঈদ, আত্বা' (উম্মু সবিয়্যার আযাদকৃত গোলাম), হুমাইদ ইবনু আব্দুর রহমান, এবং আবূ যুর'আহ ইবনু আমর ইবনু জারীর। এটি আল-আ'রাজের সূত্র ধরে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত। আর 'মুতা'বাহ' (متابعة) দ্বারা কখনও শায়খের অনুসরণ বোঝানো হয়, আবার কখনও শায়খের শায়খের অনুসরণও বোঝানো হয়।"

(৩) আবূ বাকর ইবনু দাসাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: "আমি আবূ দাউদকে বলতে শুনেছি: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর কাছ থেকে পাঁচ লক্ষ হাদীস লিখেছি, সেখান থেকে আমি এই গ্রন্থে (অর্থাৎ আস-সুনান গ্রন্থে) যা অন্তর্ভুক্ত করেছি, তা নির্বাচন করেছি। আমি এতে চার হাজার আটশত হাদীস সংকলন করেছি। আমি সহীহ, এবং যা তার অনুরূপ ও কাছাকাছি, তা উল্লেখ করেছি।" তারীখে বাগদাদ (১০/৭৫), ত্ববাক্বাতুল হানাবিলাহ (১/১৬১), ইবনু আসাকিরের তারীখে দামিশক (২২/১৯৬), এবং আল-হাযিমীর শুরূত আল-আইম্মাতিল খামসাহ (পৃ. ৬৮)।

(৪) আবূ দাউদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) মক্কার অধিবাসীদের কাছে লেখা তাঁর রিসালায় (পৃ. ২৭) বলেছেন: "আমার কিতাবে যে হাদীসে গুরুতর দুর্বলতা রয়েছে, তা আমি স্পষ্ট করে দিয়েছি। এর মধ্যে কিছু হাদীস এমনও রয়েছে যার সনদ (বর্ণনাসূত্র) সহীহ নয়। আর যে হাদীস সম্পর্কে আমি কিছু উল্লেখ করিনি, তা 'সালিহ' (গ্রহণযোগ্য)। আর সেগুলোর কিছু কিছু অন্যের চেয়ে অধিক সহীহ।"

68. فَمَا بِهِ وَلَمْ يُصَحَّحْ[1] وَسَكَتْ ... عَلَيْهِ؛ عِنْدَهُ لَهُ الْحُسْنُ ثَبَتْ[2]

69. وَابْنُ رُشَيْدٍ[3] قَالَ - وَهُوَ مُتَّجِهُ[4] -: ... قَدْ يَبْلُغُ الصِّحَّةَ عِنْدَ مُخْرِجِهْ[5]

70. وَلِلْإِمَامِ الْيَعْمُرِيِّ[6]: إِنَّمَا ... قَوْلُ أَبِي دَاوُدَ يَحْكِي مُسْلِمَا

71. حَيْثُ يَقُولُ: جُمْلَةُ الصَّحِيحِ لَا ... تُوجَدُ[7] عِنْدَ مَالِكٍ وَالنُّبَلَا

---

(1) في م، ف: «يصحّح» بكسر الحاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، ن، س.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 153): «ببنائه للمفعول»، ومثله في شرح السُّيوطي (1/ 51).

(2) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

(3) هو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد ابن رُشَيد الفِهريُّ، السَّبتِيُّ، (ت 721 هـ). أعيان العصر وأعوان النَّصر للصَّفدي (4/ 676)، والإحاطة في أخبار غرناطة (3/ 102).

(4) قال السُّيوطيُّ رحمه الله في شرحه (1/ 51): «جملة معترضة من كلام النَّاظم».

(5) عبارة ابن رُشَيد - كما في النَّفح الشَّذيّ (1/ 218) -: «ليس يَلزَمُ أن يُستَفَادَ مِن كونِ الحديثِ لم يَنُصَّ عليه أبو داود بضَعفٍ ولا نَصَّ عليه غيرُه بِصِحَّةٍ أنَّ الحديثَ عند أبي داود حَسَنٌ؛ إذ قد يكونُ عِندَه صَحِيحاً، وإن لم يكن عِندَ غيرِه كذلك».

(6) في ج، هـ، ن: «اليعمَري» بفتح الميم، وفي ب، و، ح، ي، ل، م: بضمِّ الميم وفتحها معاً، والمثبت من د.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 155): «بفتحِ الياء، مع فتحِ الميم وضمِّها، نسبةً إلى يَعمُر بن شَدَّاخٍ».

و «اليَعْمُرِيُّ»: هو: أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيِّد النَّاس اليَعمري الرَّبَعِيُّ، (ت 734 هـ). المعجم المختص للذَّهبي (ص 260)، وطبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكي (9/ 268)، والدُّرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (5/ 476).

(7) في أ: «يوجد».

68. অতএব, যা দ্বারা (অর্থাৎ, যে হাদীস সম্পর্কে) তিনি (ইমাম আবু দাউদ) সহীহ হওয়ার কোনো সুস্পষ্ট মন্তব্য করেননি[1] এবং (দুর্বল হওয়ারও) নীরবতা অবলম্বন করেছেন, তাঁর (ইমাম আবু দাউদের) নিকট তা হাসান (শ্রেণীতে) প্রমাণিত[2]।

69. আর ইবনু রুশাইদ[3] বলেছেন – এবং তা যুক্তিযুক্ত/গ্রহণযোগ্য[4] – যে, (এমন হাদীস) সংকলনকারীর নিকট সহীহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে[5]।

70. আর ইমাম ইয়া'মুরীর[6] মতে, আবূ দাউদের বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে মুসলিমের (মতকে) বর্ণনা করে,

71. যেখানে তিনি বলেন: সহীহ (হাদীসের) সম্পূর্ণ অংশ মালিক এবং (অন্যান্য) সম্ভ্রান্তদের (ইমামদের) নিকট পাওয়া যায় না[7]।

---

(1) ম, ফ নুসখায় «يصحّح» (ইয়ুসahhিহ) (ح অক্ষর কাসরাহ সহ) এসেছে, আর অ, ব, জ, দ, হ, ওয়, য, ই, ক, ল, ন, স নুসখায় যা নিশ্চিত করা হয়েছে (অর্থাৎ সুকুন সহ - يُصَحَّح)। যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.) ফাতহুল বাকি (১/১৫৩) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি কর্মবাচ্যে (মাজহুল) গঠিত।" সুয়ূতীর শারহ (১/৫১) গ্রন্থেও একই কথা রয়েছে।

(2) ওয়-এর পাদটীকায় – রচয়িতার স্বহস্তে – লেখা আছে: "আমার প্রবন্ধের পাঠ জামালুদ্দিন আবদুল্লাহ আন-নাবিতীর কাছে পৌঁছেছে। লিখেছেন: এর সংকলক।"

(3) তিনি: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন উমার ইবন মুহাম্মাদ ইবন রুশাইদ আল-ফিহরি, আস-সাবতি (মৃত্যু ৭১২ হিজরী)। (তথ্যসূত্র: আস-সাফাদীর ‘আইয়ানুল আসর ওয়া আওয়ানুন নসর’ ৪/৬৭৬; ‘আল-ইহাতা ফি আখবার গারনাতা’ ৩/১০২)।

(4) সুয়ূতী (রহ.) তাঁর শারহ (১/৫১) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি রচয়িতার উক্তির একটি ব্যাখ্যামূলক বাক্য।"

(5) ইবনু রুশাইদের বক্তব্য – যেমনটি ‘আন-নাফহুশ শাযী’ (১/২১৮) গ্রন্থে আছে –: "এটা জরুরি নয় যে, আবু দাউদ কোনো হাদীসকে দুর্বল বলে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি এবং অন্য কেউ এটিকে সহীহ বলেও উল্লেখ করেননি, তাই হাদীসটি আবু দাউদের নিকট হাসান হবে; কেননা, তা তাঁর নিকট সহীহও হতে পারে, যদিও অন্যদের নিকট তা তেমনটি (সহীহ) না হয়।"

(6) জ, হ, ন নুসখায় «اليعمَري» (আল-ইয়া’মারী) মীম অক্ষরে ফাতহা (জবর) সহ এসেছে, আর ব, ওয়, হ, ই, ল, ম নুসখায় মীম অক্ষরে যাম্মা (পেশ) ও ফাতহা উভয়ই আছে, এবং দ নুসখায় যা প্রমাণিত তা গ্রহণ করা হয়েছে।

যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.) ‘ফাতহুল বাকি’ (১/১৫৫) গ্রন্থে বলেছেন: "ইয়া-তে ফাতহা সহ, মীম-এ ফাতহা ও যাম্মা উভয় সহ, যা ইয়া’মুর ইবনু শাদ্দাকের সাথে সম্পর্কিত।"

আর «আল-ইয়া’মুরী» হলেন: আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু সায়্যিদুন নাস আল-ইয়া’মুরী আর-রাবাঈ (মৃত্যু ৭৩৪ হিজরী)। (তথ্যসূত্র: আয-যাহাবীর ‘আল-মু’জামুল মুখতাস’ (পৃ. ২৬০); আস-সুবকীর ‘তাবাক্বাতুশ শাফি’ইয়াতিল কুবরা’ (৯/২৬৮); ও ‘আদ-দুরারুল কামিনা ফি আ’ইয়ানিউল মিআতিস সামিনাহ’ (৫/৪৭৬)।)

(7) অ নুসখায়: «يوجد» (ইউজাদু)।

72. فَاحْتَاجَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْإِسْنَادِ ... إِلَى يَزِيدَ بْنِ[1] أَبِي زِيَادِ[2]

73. وَنَحْوِهِ، وَإِنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ ... قَدْ فَاتَهُ أَدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْقِ

74. هَلَّا قَضَى عَلَى كِتَابِ مُسْلِمِ ... بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّمِ[3]

75. وَالْبَغَوِيُ[4] إِذْ قَسَّمَ[5] «الْمَصَابِحَا» ... إِلَى الصِّحَاحِ وَالْحِسَانِ جَانِحَا

(1) في أ، ج: «ابنَ» بالنَّصب، وفي ز: «ابنُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، و، ح، ل، م، ن، ف.

(2) هو: يزيد بن أبي زياد الهاشميُّ مولاهم، الكوفي، (ت 136 هـ). قال ابن حجر رحمه الله في تقريب التَّهذيب (7717): «ضعيف، كَبِرَ فتغيَّر وصار يتلقَّنُ، وكان شيعيّاً»، وقال الذَّهبي في الكاشف (2/ 382): «صدوق رديء الحِفظِ، لم يُتْرَك».

(3) قال ابن سيّد النَّاس اليَعمري رحمه الله في النفح الشَّذي (1/ 208): «وعملُه في ذلك شبِيهٌ بِعَمَلِ مُسلمٍ - الذي لا ينبَغِي أن يُحمَل كلامُهُ على غيرِهِ -؛ أنَّه اجتَنَبَ الضَّعيفَ الواهي، وأتى بالقسمين الأوَّل والثَّاني، وحديثُ مَن مَثَّلَ به مِنَ الرُّوَاةِ مِنَ القِسمَينِ موجودٌ في كتابه، دونَ القِسمِ الثَّالثِ، فَهلَّا أَلْزَمَ الشَّيخُ أبو عَمرٍو مُسلماً مِن ذلك ما أَلزمَ به أبا داود؟ فمعنَى كلامِهما واحدٌ، وقولُ أبي داود: (ومَا يُشبِهُهُ) يَعنِي: في الصِّحَة، (وما يقاربه) يعني: فيها أيضاً، وهو نحو قولِ مسلم: إنه ليس كلّ الصَّحيح نجده عند مالك، وشعبة، وسفيان. فاحتاجَ إلى أن يَنزِلَ إلى مثلِ حديثِ ليث بن أبي سُلَيم، وعطاء بن السَّائب، ويزيد بن أبي زياد، لما يَشمَلُ الكلَّ من اسم العدالة والصِّدقِ ... ».

(4) هو: أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرَّاء البغويُّ الشّافعي، مُحيي السُّنَّة، (ت 516 هـ). التَّقييد لابن نقطة (ص 251)، وسير أعلام النُّبلاء (19/ 439).

(5) في ل: «قسم» بتخفيف السِين وتشديدها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ي، ك، م، ن، س، ع، ف.

৭২. অতএব, তাকে সনদ (ইসনদ)-এর ক্ষেত্রে নামতে হয়েছিল ... ইয়াজিদ ইবন আবি জিয়াদ পর্যন্ত।

৭৩. এবং তার মতো (ব্যক্তিদের কাছে)। যদিও অগ্রগামীদের কেউ ... তা (কোনো বর্ণনা) অর্জন করতে ব্যর্থ হয়, সে সততার (নির্ভরযোগ্যতার) নামে তা লাভ করে।

৭৪. তিনি কেন ইমাম মুসলিমের কিতাবের উপর অনুরূপ ফায়সালা দেননি ... যা তিনি স্বেচ্ছাচারিতামূলকভাবে (অন্যদের কিতাবের উপর) আরোপ করেছেন?

৭৫. আর বাগাওয়ী, যখন ‘আল-মাসাবিহ’ (গ্রন্থ)-কে বিভক্ত করলেন ... সহীহ এবং হাসান হাদিসের দিকে ঝুঁকে।

---

(১) আলিফ ও জিম পাণ্ডুলিপিতে ‘ইবন’ শব্দটি নসব (নাসাব)-এর আকৃতিতে, আর ঝা পাণ্ডুলিপিতে ‘ইবন’ শব্দটি রফ (রাফা)-এর আকৃতিতে লেখা হয়েছে। যা এখানে (মূল পাঠে) রাখা হয়েছে তা বা, দাল, হা, ওয়াও, হা, লাম, মীম, নুন, ফা পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া।

(২) তিনি হলেন: ইয়াজিদ ইবন আবি জিয়াদ আল-হাশিমী (তাদের মুক্ত দাস), কুফী, (মৃত্যু ১৩৬ হিজরী)। ইবন হাজার (রহ.) ‘তাকরীবুত তাহযীব’ (৭৭১৭)-এ বলেছেন: “দুর্বল (দাইফ), বৃদ্ধ বয়সে তার পরিবর্তন হয়েছিল এবং তিনি তালকিন (অন্যের শেখানো কথা) গ্রহণ করতেন, আর তিনি শিয়া ছিলেন।” আর যাহাবী ‘আল-কাশেফ’ (২/৩৮২)-এ বলেছেন: “সত্যবাদী (সাদুক), তবে স্মৃতিশক্তি দুর্বল (রদি'উল হিফয), তাকে পরিত্যক্ত করা হয়নি।”

(৩) ইবন সাইয়্যিদুন নাস আল-ইয়া'মারী (রহ.) ‘আন-নাফহুশ শাযী’ (১/২০৮)-তে বলেছেন: “আর এ বিষয়ে তার (আবু দাউদের) কর্ম মুসলিমের কাজের অনুরূপ - যার কথা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত নয় - ; তিনি দুর্বল (দাইফ) ও অত্যন্ত দুর্বল (ওয়াহী) বর্ণনা পরিহার করেছেন, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির (রাবী থেকে) বর্ণনা এনেছেন। আর তার দ্বারা উপস্থাপিত বর্ণনাকারীদের (রাবী) মধ্য থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির হাদিস তার কিতাবে বিদ্যমান, তৃতীয় শ্রেণিরটি নয়। তাহলে শাইখ আবু আমর কেন মুসলিমের উপর সেই একই বিষয় আরোপ করেননি যা তিনি আবু দাউদের উপর আরোপ করেছেন? কারণ তাদের উভয়ের কথার অর্থ একই। আর আবু দাউদের উক্তি: “(এবং যা তার অনুরূপ)” এর অর্থ: বিশুদ্ধতার দিক থেকে, “(এবং যা তার কাছাকাছি)” এর অর্থ: বিশুদ্ধতার দিক থেকে। আর এটি মুসলিমের এই উক্তিরই অনুরূপ যে, সকল সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদিস আমরা মালিক, শু'বা ও সুফিয়ান-এর কাছে পাই না। অতএব, তাকে লাইছ ইবন আবি সুলাইম, আতা ইবন আস-সাইব এবং ইয়াজিদ ইবন আবি জিয়াদ-এর মতো বর্ণনাকারীদের হাদিসের দিকে নামতে (গ্রহণ করতে) হয়েছিল, কারণ সততা ও নির্ভরযোগ্যতার গুণ তাদের সকলকে অন্তর্ভুক্ত করে ... ।”

(৪) তিনি হলেন: আবু মুহাম্মাদ আল-হুসাইন ইবন মাসউদ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল ফাররা আল-বাগাওয়ী আশ-শাফিঈ, 'মুহিউস সুন্নাহ' (সুন্নাহর পুনর্জীবনদানকারী), (মৃত্যু ৫১৬ হিজরী)। 'আত-তাকয়ীদ' লি-ইবন নুকতা (পৃ. ২৫১), এবং 'সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' (১৯/৪৩৯)।

(৫) লাম পাণ্ডুলিপিতে 'কাসামা' শব্দটি সীন (বর্ণ) হালকা ও তাশদীদ (শাদ) উভয় সহকারে লেখা হয়েছে। যা এখানে (মূল পাঠে) রাখা হয়েছে তা আলিফ, বা, জিম, দাল, ওয়াও, ঝা, ইয়া, কাফ, মীম, নুন, সিন, আইন, ফা পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া।

76. أَنَّ الْحِسَانَ مَا رَوَوْهُ فِي السُّنَنْ[1] ... رُدَّ[2] عَلَيْهِ؛ إِذْ بِهَا غَيْرُ الْحَسَنْ

77. كَانَ أَبُو دَاوُدَ أَقْوَى مَا وُجِدْ[3] ... يَرْوِيهِ، وَالضَّعِيفَ حَيْثُ لَا يَجِدْ

78. فِي الْبَابِ غَيْرَهُ؛ فَذَاكَ عِنْدَهْ ... مِنْ رَأْيِ اقْوَى؛ قَالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ[4]

79. وَالنَّسَئِيُّ يُخْرِجُ مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا ... عَلَيْهِ تَرْكًا؛ مَذْهَبٌ مُتَّسِعُ[5]

---

(1) انظر: مصابيح السُّنَّة للبغوي (1/ 110).

(2) في ك: «رَدّ» بفتح الرَّاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

(3) في ك، ن: «ما وَجد» بفتح الواو، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، س، ع، ف. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 108): «بالبناءِ للمفعولِ كما رأيتُه بِخَطِّ النَّاظِمِ، ويجوز بناؤُه للفاعِلِ؛ وهو أظهَرُ في المعنَى، وإن كان الأوَّلُ أنسَبَ».

(4) هو: أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه الأصبهاني، (ت 395 هـ). طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/ 167)، وتاريخ دمشق لابن عساكر (52/ 29).

وعبارته في فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار (ص 73): «ويُخرِجُ الإسنادَ الضَّعيفَ؛ لأنَّه أقوى عندَهُ مِن رأيِ الرِّجال».

(5) قال ابن مَنْدَه رحمه الله في فضل الأخبار وشرح مذاهب الآثار (ص 73): «وسمعتُ محمَّد بن سعد الباوَرْدي بمصر يقولُ: كان مِن مذهبِ النَّسائيِّ أَنْ يُخرِجَ عن كُلِّ مَن لم يُجمَع على تَركِهِ»، ولم يذكر النَّاظمُ مذهبَ أبي داود، وقد قال ابن مَنْدَه رحمه الله: «وكان أبو داود السِّجِستانيُّ كذلك يأخذ مأخذَه - أي: النَّسائيِّ -»، وذكر ذلك ابن الصَّلاح في مقدِّمتِه (ص 37)، واستدركه البرهان الحلبيُّ نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 270)، فقال:

وَقَالَ فِي الأَزْدِيِّ أَيْضاً مِثْلَهُ ... كَذَا لَهُ، وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ

৭৬. যে সকল (হাদিস) তারা সুনান গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, সেগুলো হাসান (শ্রেণির)[1] ... (এই কথাটি) প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে; কারণ সেগুলোতে হাসান ব্যতিত অন্য (শ্রেণির হাদিসও) আছে।

৭৭. আবু দাউদ যা পাওয়া যেত, তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালীগুলো বর্ণনা করতেন[3] ... এবং যখন তিনি (কোনো) শক্তিশালী (হাদিস) পেতেন না, তখন দুর্বল (হাদিস) (বর্ণনা করতেন)।

৭৮. (যদি) সেই অধ্যায়ে (ওই দুর্বল হাদিস ছাড়া) অন্য কিছু (শক্তিশালী হাদিস) না পেতেন; তখন সেটি তাঁর কাছে (লোকের) মতামতের চেয়ে শক্তিশালী (প্রমাণ হতো) ... এ কথা ইবনে মান্দাহ বলেছেন[4]

৭৯. আর নাসায়ী এমন ব্যক্তিদের থেকে (হাদিস) বর্ণনা করেন, যাদের (বর্ণনা) পরিত্যাগের বিষয়ে (সবাই) ঐকমত্যে পৌঁছায়নি ... (এটি একটি) প্রশস্ত নীতি (মাযহাব)[5]

---

(1) দেখুন: আল-বাগাওয়ীর 'মাসাবীহ আস-সুন্নাহ' (১/১১০)।

(2) 'কাফ' (ক) পাণ্ডুলিপিতে 'রদ' (رَدّ) র-এর উপর ফাতহা (যবর) সহকারে এসেছে, এবং (সঠিক হিসেবে) যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা' (هـ), 'ওয়াও', 'যা', 'হা' (ح), 'ইয়া', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সিন', 'আইন' ও 'ফা' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া।

(3) ‘কাফ’ (ক) ও ‘নুন’ (ن) পাণ্ডুলিপিতে ‘মা ওয়াজাদ’ (ما وجد) ওয়াও-এর উপর ফাতহা (যবর) সহকারে এসেছে, এবং (সঠিক হিসেবে) যা প্রতিষ্ঠিত, তা ‘আলিফ’, ‘বা’, ‘জিম’, ‘দাল’, ‘হা’ (هـ), ‘ওয়াও’, ‘যা’, ‘হা’ (ح), ‘ইয়া’, ‘লাম’, ‘মিম’, ‘সিন’, ‘আইন’ ও ‘ফা’ পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া। ইমাম সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) ‘ফাতহুল মুগীছ’ (১/১০৮) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি ক্রিয়ার কর্মবাচ্যে (passive voice), যেমনটি আমি কবির হস্তাক্ষরে দেখেছি। তবে এর কর্তৃবাচ্যে (active voice) গঠন করাও জায়েজ; অর্থের দিক থেকে এটিই অধিক স্পষ্ট, যদিও প্রথমটি (কর্মবাচ্য) অধিক উপযোগী (আনসাব)।"

(4) তিনি হলেন: আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মান্দাহ আল-ইসফাহানী, (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী)। ইবনে আবি ইয়া'লার ‘তাবাকাতুল হানাবিলা’ (২/১৬৭) এবং ইবনে আসাকিরের ‘তারিখে দামিশক’ (৫২/২৯) দেখুন।

‘ফাদলুল আখবার ওয়া শারহু মাযাহিব আহলিল আসার’ (পৃ. ৭৩) গ্রন্থে তাঁর উক্তি হলো: "তিনি দুর্বল সনদ (ইসনাদ) গ্রহণ করেন; কারণ তাঁর কাছে তা মানুষের (ব্যক্তিগত) মতামতের চেয়েও শক্তিশালী (প্রমাণ)।"

(5) ইবনে মান্দাহ (রহিমাহুল্লাহ) ‘ফাদলুল আখবার ওয়া শারহু মাযাহিবিল আসার’ (পৃ. ৭৩) গ্রন্থে বলেছেন: "আমি মিশরে মুহাম্মদ ইবনে সা’দ আল-বাওয়ারদীকে বলতে শুনেছি যে, নাসায়ীর নীতি ছিল, তিনি এমন সব ব্যক্তির থেকে (হাদিস) বর্ণনা করতেন যাদের পরিত্যাগের বিষয়ে (সকল মুহাদ্দিস) ঐকমত্যে পৌঁছায়নি।" তবে নাযিম (কবিতার রচয়িতা) আবু দাউদের নীতি উল্লেখ করেননি। অথচ ইবনে মান্দাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "আর আবু দাউদ সিজিস্তানীও একইভাবে তাঁর – অর্থাৎ নাসায়ীর – পন্থা অনুসরণ করতেন।" ইবনে সালাহ তাঁর ‘মুকাদ্দিমা’ (পৃ. ৩৭) গ্রন্থে এ কথা উল্লেখ করেছেন। আর বুরহান আল-হালাবী ছন্দোবদ্ধভাবে এর সংশোধন করেছেন, যেমনটি ‘যা’ (ي) পাণ্ডুলিপির টীকায় এবং ‘আন-নুকাত আল-ওয়াফিয়্যাহ’ (১/২৭০) গ্রন্থে রয়েছে। তিনি বলেছেন:

আর তিনি (নাসায়ী) আল-আযদীর ক্ষেত্রেও একই কথা বলেছেন … তেমনি তাঁর (আবু দাউদ) জন্যও (একই পন্থা প্রযোজ্য); কিন্তু আমাদের শায়খ (নাযিম) তা উপেক্ষা করেছেন।

80. وَمَنْ عَلَيْهَا أَطْلَقَ الصَّحِيحَا ... فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيحَا[1]

81. وَدُونَهَا فِي رُتْبَةٍ: مَا جُعِلَا ... عَلَى الْمَسَانِيدِ، فَيُدْعَى الْجَفَلَى[2]

82. كَـ «مُسْنَدِ الطَّيَالِسِي»[3] وَ «أَحْمَدَا» ... وَعَدُّهُ لِـ «لدَّارِمِيِّ»[4] انْتُقِدَا

83. وَالْحُكْمَ[5] لِلْإِسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أَوْ ... بِالْحُسْنِ دُونَ الْحُكْمِ لِلْمَتْنِ رَأَوْا

---

(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 168): «كأبي طاهرٍ السِّلَفِيِّ؛ حيثُ قال في الكُتُبِ الخمسةِ: اتَّفقَ على صحَّتِها علماءُ المشرقِ والمغرِب، وكأبي عبد الله الحاكم؛ حيثُ أَطْلَقَ على التِّرمِذِيِّ: الجامع الصحيح، وكذلك الخطيبُ أطلَقَ عليهِ وعلى النَّسائيِّ اسمَ الصَّحيح». مقدِّمة السِّلفي لكتاب معالم السُّنن الملحق به (4/ 357)، ومستدرك الحاكم (2/ 258)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 40).

(2) «الجَفَلَى - بفتحات -»: دعوة النَّاسِ إلى الطَّعامِ عامَّةً، وضدُّها النَّقَرَى؛ وهي الدَّعوة الخاصَّة. الصِّحاح للجوهري (4/ 1657).

وقال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 170): «كَنَّى به عَن بيانِ كَونِ المسانيدِ دون السُّنَنِ في مرتبَةِ الصِّحَّةِ؛ لأنَّ مَن جَمَعَ مُسنَدَ الصَّحَابِي يَجمَعُ فيه ما يَقَعُ له مِن حَدِيثِهِ، سواءٌ كان صالحاً للاحتجاجِ أم لا».

(3) هو: أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطَّيَالِسِيُّ البَصْرِيُّ، (ت 204 هـ). تاريخ بغداد (10/ 32)، وسير أعلام النُّبلاء (9/ 378).

(4) هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الرَّحمن بن الفضل التَّميميُّ الدَّارمي، (ت 255 هـ). تاريخ بغداد (11/ 209)، وسير أعلام النُّبلاء (12/ 224).

(5) في ز، ع: «والحكمُ» بالرَّفع، وفي هـ: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ي، ل، م، ن، س. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 171): «أي: ورأوا الحكمَ للإسناد بالصحة»، فهو مفعول به مُقَدَّم.

80. আর যে ব্যক্তি সেগুলির উপর ‘সহীহ’ (الصحيح) শব্দ প্রয়োগ করেছে … সে তো স্পষ্ট শিথিলতা অবলম্বন করেছে[1]

81. আর সেগুলির চেয়ে নিম্ন স্তরের হলো: যা মুসনাদ (المسانيد) গ্রন্থসমূহের উপর স্থাপন করা হয়েছে … যাকে ‘আল-জাফালা’ (الْجَفَلَى) বলা হয়[2]

82. যেমন «মুসনাদে তাইয়ালিসি»[3] ও «আহমাদ» … এবং «দারিমী»কে (এগুলির অন্তর্ভুক্ত) গণনার বিষয়টি সমালোচিত হয়েছে[4]

83. আর তারা দেখছেন, সনদকে (الإسناد) সহীহ (الصحة) বা হাসান (الحسن) হিসেবে বিচার করা হয়, মতনকে (المتن) বিচার না করে[5]

---

(1) বিন্যাস্কারক (رحمه الله) তাঁর ব্যাখ্যায় (১/১৬৮) বলেছেন: «যেমন আবু তাহির আস-সিলাফী; যখন তিনি পাঁচটি কিতাব সম্পর্কে বলেছেন: পূর্ব ও পশ্চিমের আলেমগণ সেগুলির সহীহ হওয়ার ব্যাপারে একমত। এবং যেমন আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম; যখন তিনি তিরমিযী-এর উপর ‘আল-জামি' আস-সহীহ’ (الجامع الصحيح) নামটি প্রয়োগ করেছেন। অনুরূপভাবে, আল-খতীব তাঁর উপর এবং নাসায়ী-এর উপর ‘সহীহ’ (الصحيح) নামটি প্রয়োগ করেছেন।» সিলাফী-এর ‘মাআলিমুস সুনান’ কিতাবের ভূমিকা, এর সাথে সংযুক্ত (৪/৩৫৭), হাকিমের ‘মুসতাদরাক’ (২/২৫৮), এবং ইবনে সালাহ-এর ‘মুকাদ্দিমা’ (পৃষ্ঠা ৪০)।

(2) «আল-জাফালা (الجَفَلَى - ফাতাহা সহ)»: এটি হলো সাধারণভাবে মানুষকে খাবারের দাওয়াত দেওয়া, এবং এর বিপরীত হলো ‘আন-নাকারা’ (النَّقَرَى); যা বিশেষ দাওয়াত। জাওহারীর ‘আস-সিহাহ’ (৪/১৬৫৭)।

বিন্যাস্কারক (رحمه الله) তাঁর ব্যাখ্যায় (১/১৭০) বলেছেন: «তিনি এর দ্বারা ইঙ্গিত করেছেন যে, মুসনাদ গ্রন্থসমূহ সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে সুনান গ্রন্থসমূহের চেয়ে নিম্ন স্তরের; কারণ, যে সাহাবীর

মুসনাদ সংকলন করে, সে তাতে তার সকল হাদীস একত্র করে, তা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হোক বা না হোক।»

(3) তিনি হলেন: আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে দাউদ ইবনে আল-জারুদ আত-তাইয়ালিসি আল-বাসরী, (মৃত্যু ২০৪ হিজরি)। 'তারিখ বাগদাদ' (১০/৩২), এবং 'সিয়ার আ'লামুন নুবালা' (৯/৩৭৮)।

(4) তিনি হলেন: আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আল-ফাদল আত-তামিমি আদ-দারিমী, (মৃত্যু ২৫৫ হিজরি)। 'তারিখ বাগদাদ' (১১/২০৯), এবং 'সিয়ার আ'লামুন নুবালা' (১২/২২৪)।

(5) 'ঝা' ও 'আইন'-এর কপিতে «আল-হুকমু» (الحكمُ) রাফা (رفع) সহকারে এসেছে, আর 'হা' কপিতে নসব (نصب) ও রাফা উভয় সহকারে। যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'দাল', 'ওয়াও', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সীন' থেকে নেওয়া হয়েছে। বিন্যাস্কারক (رحمه الله) তাঁর ব্যাখ্যায় (১/১৭১) বলেছেন: «অর্থাৎ: তারা সনদকে সহীহ হিসেবে বিচার করাকে দেখেছেন।» সুতরাং এটি একটি অগ্রবর্তী মাফ'উল বিহ (مفعول به)।

84. وَاقْبَلْهُ إِنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ ... وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بِضَعْفٍ يُنْتَقَدْ

85. وَاسْتُشْكِلَ الْحُسْنُ مَعَ الصِّحَّةِ فِي ... مَتْنٍ، فَإِنْ لَفْظاً يُرِدْ فَقُلْ: صِفِ

86. بِهِ الضَّعِيفَ[1]، أَوْ يُرِدْ مَا يَخْتَلِفْ ... سَنَدُهُ، فَكَيْفَ إِنْ فَرْدٌ وُصِفْ[2]

87. وَلِأَبِي الْفَتْحِ[3] فِي «الِاقْتِرَاحِ»: ... أَنَّ انْفِرَادَ الْحُسْنِ ذُو اصْطِلَاحِ

88. وَإِنْ يَكُنْ صَحَّ فَلَيْسَ يَلْتَبِسْ ... كُلُّ صَحِيحٍ حَسَنٌ لَا يَنْعَكِسْ[4]

89. وَأَوْرَدُوا مَا صَحَّ مِنْ أَفْرَادِ ... حَيْثُ اشْتَرَطْنَا غَيْرَ مَا إِسْنَادِ[5]

(1) قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح (ص 10): «يلزم عليه أن يُطلَق على الحديث الموضوع إذا كان حسنَ اللَّفظِ أنَّه حسن».

(2) قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح (ص 10): «يَرِدُ عليه الأحاديث التي قيل فيها حسنٌ صحيح، مع أنَّه ليس لها إلَّا مَخرَجٌ واحدٌ».

(3) هو: أبو الفتح محمد بن عليّ بن وهب بن مطيع القُشَيريُّ، المعروف بابن دقيقِ العيد، (ت 702 هـ). طبقات الشَّافعيَّة الكبرى للسُّبكي (9/ 207).

(4) الاقتراح في بيان الاصطلاح لابن دقيق العيد (ص 11).

(5) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد الله النَّابِلِسي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

৮৪. এবং তাকে (হাদীস) গ্রহণ করো যদি নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তাকে বর্ণনা করেন ... এবং তিনি তার পর এমন দুর্বলতা উল্লেখ করেননি যা সমালোচিত হয়।

৮৫. এবং 'হাসান' (حسن) ও 'সহীহ' (صحيح) এর একত্রিত হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ... কোনো মতনের (متن) ক্ষেত্রে; যদি শব্দগত সৌন্দর্য বোঝানো হয়, তবে বলো: বর্ণনা করো।

৮৬. এর দ্বারা দুর্বলকে[১]; অথবা যদি এমন বোঝানো হয় যার সনদ (سند) ভিন্ন ভিন্ন ... তাহলে কেমন হবে যদি একটি একক (হাদীস) বর্ণনা করা হয়?[২]

৮৭. এবং আবুল ফাতহ-এর[৩] 'আল-ইকতিরাহ' (الاقْتِرَاح) গ্রন্থে আছে: ... 'হাসান' (حسن) শব্দের একক ব্যবহার একটি পরিভাষাগত বিষয়।

৮৮. এবং যদি তা সহীহ (صحيح) হয়, তবে তা অস্পষ্ট নয় ... প্রতিটি সহীহ (صحيح হাদীস) হাসান (حسن), তবে এর বিপরীতটা নয়।[৪]

৮৯. এবং তারা একক বর্ণনাকারীদের থেকে যা সহীহ (صحيح) তা উল্লেখ করেছেন ... যেখানে আমরা একাধিক সনদ (سند) এর শর্তারোপ করেছি।[৫]

(১) ইবনে দাকীক আল-ঈদ (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-ইকতিরাহ' (الاقْتِرَاح) (পৃ. ১০) গ্রন্থে বলেছেন: "এর উপর ভিত্তি করে এটি আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় যে, একটি মাওযু' (موضوع) (বানোয়াট) হাদীস যদি শব্দগতভাবে সুন্দর হয়, তবে তাকে 'হাসান' (حسن) (সুন্দর) বলা হবে।"

(২) ইবনে দাকীক আল-ঈদ (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-ইকতিরাহ' (الاقْتِرَاح) (পৃ. ১০) গ্রন্থে বলেছেন: "এর বিরুদ্ধে সেই হাদীসগুলো উপস্থাপিত হয় যাদের ব্যাপারে 'হাসান সহীহ' (حسن صحيح) বলা হয়েছে, অথচ সেগুলোর মাত্র একটিই নির্গমনপথ (বর্ণনা সূত্র) রয়েছে।"

(৩) তিনি হলেন: আবুল ফাতহ মুহাম্মদ ইবনে আলি ইবনে ওয়াহাব ইবনে মুতি' আল-কুশাইরি, যিনি ইবনে দাকীক আল-ঈদ নামে পরিচিত (মৃত্যু ৭০২ হি.)। সুবকির 'তাবাকাত আল-শাফি'ইয়াহ আল-কুবরা' (طبقات الشَّافعيَّة الكبرى) (৯/২০৭)।

(৪) ইবনে দাকীক আল-ঈদ-এর 'আল-ইকতিরাহ ফি বায়ানিল ইসতিলাহ' (الاقْتِرَاح في بيان الاصطلاح) (পৃ. ১১)।

(৫) 'ওয়াও' (و) এর টীকায় – গ্রন্থকার কর্তৃক লিখিত: "জামালুদ্দিন আব্দুল্লাহ আন-নাবিতী আমার এই গবেষণা পাঠ সম্পন্ন করেছেন। লিখেছেন: এর লেখক।"

الْقِسْمُ الثَّالِثُ: الضَّعِيفُ

90. أَمَّا «الضَّعِيفُ»: فَهُوَ مَا لَمْ يَبْلُغْ ... مَرْتَبَةَ الْحُسْنِ، وَإِنْ بَسْطٌ بُغِي

91. فَفَاقِدٌ شَرْطَ[1] قَبُولٍ[2] قِسْمُ ... وَاثْنَيْنِ[3] قِسْمٌ غَيْرُهُ، وَضَمُّوا

92. سِوَاهُمَا فَثَالِثٌ وَهَكَذَا ... وَعُدْ لِشَرْطٍ غَيْرِ مَبْدُوءٍ فَذَا

93. قِسْمٌ سِوَاهَا[4]، ثُمَّ زِدْ غَيْرَ الَّذِي ... قَدَّمْتَهُ، ثُمَّ عَلَى ذَا فَاحْتَذِي

94. وَعَدَّهُ الْبُسْتِيُّ فِيمَا أَوْعَى[5] ... لِتِسْعَةٍ وَأَرْبَعِينَ نَوْعَا[6]

(1) في ي: «ففاقدُ شرطِ» بضمَّة واحدة، وكسر الطَّاء على الإضافة، وبه ينكسر الوزن، وفي ج: «ففاقدٌ شرط» بالرَّفع المنوَّن، وفتح الطَّاء وكسرها، والضَّبط المثبت من د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ع، ف.

(2) في أ، ونسخةٍ على حواشي ج، د، و، ي: «ففقدُ شرطٍ للقَبُولِ».

(3) أي: وما فُقِدَ فيه شرط آخر مع الشَّرط المتقدِّم قسمٌ آخرُ. شرح النَّاظم (1/ 177).

(4) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 178): «أي: وَعُدْ فابدأ بما فُقِدَ فيه شَرطٌ واحدٌ غير ما بدأتَ به أوَّلاً».

(5) «أَوْعَى»: أي: جمعَ وحفظ. الصحاح (6/ 2525)، ومشارق الأنوار للقاضي عياض (2/ 291).

(6) قال ابن حجر رحمه الله في النُّكت (1/ 492): «لم أقف على كلام ابن حِبَّان في ذلك، وتجاسَرَ بعضُ مَن عاصرناه فقال: هو في أوَّلِ كتابه في الضُّعَفاءِ، ولم يُصِب ذلك، فإنَّ الذي قَسَّمَهُ ابن حبَّانَ في مقدِّمةِ كتابِ الضُّعفاء له تقسيمُ الأسبابِ الموجبة لتَضعِيفِ الرُّواةِ، لا تقسيمُ الحديثِ الضَّعيفِ، ثمَّ إنَّه أبلَغَ الأسبابَ المذكورةَ عشرين قسماً لا تِسعَةً وأربعين».

তৃতীয় অধ্যায়: যঈফ (দুর্বল)

৯০. ‘যঈফ’ (দুর্বল) হাদিস হলো, যা ‘হাসান’ (উত্তম) হাদিসের স্তর পর্যন্ত পৌঁছায়নি, যদিও এর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন হয়।

৯১. সুতরাং, (গ্রহণযোগ্যতার) একটি শর্ত[1] অনুপস্থিত থাকলে তা এক প্রকার[2], এবং দুটি (শর্ত)[3] অনুপস্থিত থাকলে তা ভিন্ন প্রকার, আর তারা (এগুলো) অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৯২. এই দুটি ছাড়া (অন্যান্য ক্ষেত্রে) তৃতীয় প্রকার, এবং এভাবেই (গণনা) চলতে থাকে। আর এমন শর্তের দিকে ফিরে এসো যা দিয়ে প্রথমে শুরু করা হয়নি, অতঃপর এটি (আরেক) প্রকার।

৯৩. (পূর্বোক্ত) প্রকারগুলো ছাড়া এটিও এক প্রকার[4]। তারপর তা যোগ করো যা তুমি আগে উল্লেখ করোনি, তারপর এর ওপর ভিত্তি করে অনুসরণ করো।

৯৪. আর বুস্তী (رحمه الله) তাঁর সংগৃহীত (জ্ঞানের)[5] মধ্যে এটিকে ঊনপঞ্চাশ প্রকারে[6] গণনা করেছেন।

---

(1) 'ইয়া' নুসখায় "ফাফাকিদু শর্তি" (فَفَاقِدُ شَرْطٍ) পদটি একটি দম্মা (পেশ) এবং ইযাফাতের (সম্বন্ধ পদ) কারণে ত্বা বর্ণে কাসরা (যের) সহ, যা ছন্দ ভঙ্গ করে। আর 'জীম' নুসখায় "ফাফাকিদুন শর্ত" (فَفَاقِدٌ شَرْطً) পদটি তানভীন-বিশিষ্ট রফ' (পেশ) এবং ত্বা বর্ণে ফাতহা (যবর) ও কাসরা (যের) সহ রয়েছে। উল্লেখিত স্বরচিহ্ন 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সীন', 'আইন' এবং 'ফা' নুসখা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

(2) 'আলিফ' নুসখায়, এবং 'জীম', 'দাল', 'ওয়াও', 'ইয়া' নুসখার পাদটীকায় একটি নুসখায়: "ফাফাকদু শার্তিন লিল-কুবূলি" (فَفَقْدُ شَرْطٍ لِلْقَبُولِ)।

(3) অর্থাৎ: যে হাদিসে পূর্বোক্ত শর্তের সাথে অন্য একটি শর্ত অনুপস্থিত থাকে, তা ভিন্ন প্রকার। আন-নাযিম-এর শারহ (১/১৭৭)।

(4) আন-নাযিম (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/১৭৮)-এ বলেছেন: "অর্থাৎ: 'তুমি পুনরায় শুরু করো তা দিয়ে, যাতে একটিমাত্র শর্ত অনুপস্থিত আছে যা দিয়ে তুমি প্রথমে শুরু করোনি।'"

(5) 'আওআ' (أَوْعَى) শব্দের অর্থ: অর্থাৎ, তিনি সংগ্রহ করেছেন এবং স্মরণ রেখেছেন/সংরক্ষণ করেছেন। আস-সিহাহ (৬/২৫২৫), এবং আল-কাদী ইয়াদ-এর মাশারিকুল আনওয়ার (২/২৯১)।

(6) ইবনু হাজার (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'আন-নুকাত' (১/৪৯২)-এ বলেছেন: "আমি এ বিষয়ে ইবনু হিব্বান-এর কোনো বক্তব্য খুঁজে পাইনি, এবং আমাদের সমসাময়িক কিছু লোক সাহস করে বলেছে যে, এটি তাঁর 'আদ-দু'আফা' নামক গ্রন্থের শুরুতে রয়েছে, কিন্তু তারা সঠিক বলেনি। কারণ ইবনু হিব্বান তাঁর 'কিতাবুদ্-দু'আফা'-এর ভূমিকায় যা শ্রেণীবিন্যাস করেছেন, তা দুর্বল রাবীদের দুর্বলতা সৃষ্টিকারী কারণসমূহের শ্রেণীবিন্যাস, দুর্বল হাদিসের শ্রেণীবিন্যাস নয়। উপরন্তু, তিনি উল্লিখিত কারণসমূহ বিশ প্রকারে বিভক্ত করেছেন, ঊনপঞ্চাশ প্রকারে নয়।"

الْمَرْفُوعُ

95. وَسَمِّ «مَرْفُوعاً»: مُضَافاً لِلنَّبِي ... وَاشْتَرَطَ الْخَطِيبُ رَفْعَ الصَّاحِبِ[1]

96. وَمَنْ يُقَابِلُهُ بِذِي الْإِرْسَالِ ... فَقَدْ عَنَى بِذَاكَ ذَا اتِّصَالِ

---

(1) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 21): «والمرفوعُ: ما أخبرَ فيه الصَّحابيُّ عن قولِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم أو فعله».

মারফূ‘

95. এবং 'মারফূ‘' বলা হয় তাকে, যা নবী (সা.)-এর প্রতি সম্বন্ধিত। ... আর আল-খতীব সাহাবী কর্তৃক (হাদীসের বিষয়বস্তুকে) নবী (সা.)-এর প্রতি সম্পর্কিত করাকে শর্তারোপ করেছেন[1]

96. এবং যে ব্যক্তি মারফূ‘-এর বিপরীতে মুরসালকে পেশ করে, ... সে এর দ্বারা মুত্তাসিলকে বুঝিয়েছে।

---

(1) আল-খতীব (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-কিফায়াহ' গ্রন্থে (পৃ. ২১) বলেছেন: "এবং মারফূ‘ হলো তা, যাতে সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কোনো উক্তি বা কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন।"

الْمُسْنَدُ

97. وَ «الْمُسْنَدُ»: الْمَرْفُوعُ[1]، أَوْ مَا قَدْ وُصِلْ ... لَوْ مَعَ وَقْفٍ، وَهُوَ[2] فِي هَذَا يَقِلّ[3]

98. وَالثَّالِثُ: الرَّفْعُ مَعَ الْوَصْلِ مَعَا ... شَرْطٌ بِهِ الْحَاكِمُ فِيهِ قَطَعَا[4]

---

(1) وهو قول ابن عبد البرّ؛ لقوله في التَّمهيد (1/ 21): «وأمَّا المسنَدُ فهو ما رُفِعَ إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً».

(2) في ي، م: «وَهُو» بضم الهاء، وبه ينكسر الوزن.

(3) وهو قول الخطيب البغدادي، حيث قال رحمه الله في الكفاية (ص 21): «وصفُهم للحديث بأنَّه مُسنَدٌ؛ يريدون أنَّ إسنادَه مُتَّصِلٌ بين راوِيه وبينَ مَن أَسنَدَ عنه، إلَّا أنَّ أكثرَ استعمالِهم هذه العبارَةَ هو فيما أُسنِدَ عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خاصَّةً».

(4) قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 137): «والمسنَدُ مِنَ الحديث: أن يَروِيه المحدِّث عَن شَيخٍ يَظهَرُ سمَاعُه مِنهُ لِسِنٍّ يحتمِلُه، وكذلك سماعُ شَيخِه مِن شَيخِه، إلى أن يَصِلَ الإسنادُ إلى صَحابِيٍّ مشهورٍ، إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم».

আল-মুসনাদ

৯৭. আর "আল-মুসনাদ" হলো: মারফূ'[1], অথবা যা সংযুক্ত হয়েছে ... যদি ওয়াকফ (বিরতি) সহ হয়, আর এটি[2] এ ক্ষেত্রে বিরল হয়[3]।

৯৮. আর তৃতীয়টি হলো: রাফ' (মারফূ' হওয়া) ও ওয়াসল (সংযুক্ত হওয়া) উভয়ই একসাথে ... এটি এমন একটি শর্ত যা দ্বারা আল-হাকিম এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন[4]।

---

(১) এটি ইবনে আব্দুল বার্র (ইবনু আবদিল বার্র)-এর অভিমত; কেননা তিনি আত-তামহীদ (১/২১) গ্রন্থে বলেন: "আর মুসনাদ হলো যা বিশেষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত উন্নীত হয়েছে।"

(২) ইয়া (ي) ও মীম (م) পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়াহুওয়া» (যেখানে 'হা' অক্ষরের উপর পেশ আছে), এবং এর দ্বারা ছন্দ ভঙ্গ হয়।

(৩) এটি আল-খতীব আল-বাগদাদী-এর অভিমত। তিনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আল-কিফায়া (পৃ. ২১) গ্রন্থে বলেন: "তাদের হাদীসকে 'মুসনাদ' হিসেবে বর্ণনা করার অর্থ হলো যে, এর সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) তার বর্ণনাকারী এবং যার থেকে তিনি বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে

অবিচ্ছিন্ন। তবে এই পরিভাষাটির সর্বাধিক ব্যবহার হয় বিশেষভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের ক্ষেত্রে।"

(8) আল-হাকিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস (পৃ. ১৩৭) গ্রন্থে বলেন: "আর হাদীসের মধ্যে 'মুসনাদ' হলো, যখন একজন মুহাদ্দিস (হাদীস বর্ণনাকারী) এমন একজন শায়খের (শিক্ষক) থেকে বর্ণনা করেন যার থেকে তার শ্রবণের বিষয়টি তার বয়সের পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভবপর বলে প্রতীয়মান হয়, এবং একইভাবে তার শায়খের তার শায়খের থেকে শ্রবণ, যতক্ষণ না সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছায়, এবং তাঁর থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত।"

(ص: 117)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

الْمُتَّصِلُ وَالْمَوْصُولُ

99. وَإِنْ تَصِلْ[1] بِسَنَدٍ مَنْقُولَا ... فَسَمِّهِ: «مُتَّصِلاً»، «مَوْصُولَا»

100. سَوَاءٌ الْمَوْقُوفُ وَالْمَرْفُوعُ ... وَلَمْ يَرَوْا أَنْ يَدْخُلَ الْمَقْطُوعُ[2]

---

(1) في م: «تَصِل» بالتَّاء والياء معاً.

(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 184): «وإنَّما يمتَنِعُ اسمُ المُتَّصِلِ في المقطوعِ في حالةِ الإطلاق، أمَّا مَعَ التَّقييدِ فجائزٌ واقِعٌ في كلامِهم؛ كقولِهم: هذا مُتَّصِلٌ إلى سعيد بن المسيَّب».

মুত্তাসিল ও মাউসুল

99. আর যদি কোনো বর্ণনা[1] সনদের সাথে বর্ণিত হয় ... তবে তাকে 'মুত্তাসিল' ও 'মাউসুল' নামে অভিহিত করো।

100. মাউকূফ ও মারফূ' উভয়ই (এর অন্তর্ভুক্ত) সমান ... কিন্তু তারা মাকতূ'কে এর অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন মনে করেননি।[2]

(1) 'ম' পাণ্ডুলিপিতে: 'তাসিল' (تَصِل) শব্দটি 'তা' এবং 'ইয়া' উভয় অক্ষর দিয়ে (লিখিত আছে)।
(2) গ্রন্থকার (নাজিম), আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১/১৮৪) বলেছেন: "মাকতূ' (বিচ্ছিন্ন) বর্ণনার ক্ষেত্রে 'মুত্তাসিল' নামটি কেবল সাধারণভাবে (শর্তহীনভাবে) নিষিদ্ধ। তবে শর্তযুক্ত অবস্থায় তা জায়েজ এবং তাদের আলোচনায় এর ব্যবহার দেখা যায়; যেমন তাদের উক্তি: 'এটি সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব পর্যন্ত মুত্তাসিল (সংযুক্ত)।'"

الْمَوْقُوفُ

101. وَسَمِّ بِـ «الْمَوْقُوفِ»: مَا قَصَرْتَهُ ... بِصَاحِبٍ، وَصَلْتَ أَوْ قَطَعْتَهُ

102. وَبَعْضُ أَهْلِ الْفِقْهِ سَمَّاهُ: «الْأَثَرْ»[1] ... وَإِنْ تَقِفْ بِغَيْرِهِ[2] قَيِّدْ تَبَرَّ

(1) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 46): «وموجودٌ في اصطلاحِ الفقهاءِ الخراسانِيِّينَ تعريفُ الموقوفِ باسمِ الأثَرِ. قال أبو القاسم الفُورَانِيُّ - منهم - فيما بلغنا عنه: الفُقَهَاءُ يقولون: الخبرُ ما يُروَى عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، والأثرُ ما يُروَى عن الصَّحابة رضي الله عنهم».

(2) في أ، ي، ونسخة على حاشيتي ج، ك: «بتابِعٍ» بدل: «بِغَيْرِهِ»، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 138): «وفي بعضِ النُّسَخِ: (بتابِعٍ)، والأُولى أشمَلُ».

মাওকূফ (الموقوف)

১০১. এবং 'মাওকূফ' (الموقوف) নামে আখ্যা দাও তাকেই, যা তুমি সীমিত করেছ... কোনো সাহাবীর উপর, তুমি (সনদ) সংযুক্ত করেছ বা বিচ্ছিন্ন করেছ।

১০২. আর ফিকাহবিদদের কেউ কেউ এটিকে 'আসার' (الأثر) নামে অভিহিত করেছেন[১] ... আর যদি তুমি এর (সাহাবী) ব্যতীত অন্য কারো উপর (সনদ) থামাও[২], তবে তা শর্তসাপেক্ষে সীমাবদ্ধ করবে।

---

(১) ইবনুস সালাহ (রহ.) তাঁর 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে (পৃ. ৪৬) বলেছেন: "খোরাসানের ফিকাহবিদদের পরিভাষায় 'মাওকূফ' (الموقوف)-কে 'আসার' (الأثر) নামে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।" তাদের মধ্য থেকে আবুল কাসিম আল-ফুরানী (রহ.) আমাদের কাছে যা পৌঁছেছে, তাতে বলেছেন: "ফুকাহাগণ বলেন: 'খবর' (الخبر) হলো যা নবী কারীম (সা.) থেকে বর্ণিত হয়, আর 'আসার' (الأثر) হলো যা সাহাবীগণ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়।"
(২) আলিফ (أ), ইয়া (ي) এবং জিম (ج) ও কাফ (ك)-এর হাশিয়াতে বিদ্যমান একটি কপিতে 'বিগাইরিহি' (بِغَيْرِهِ)-এর স্থলে 'বিতাবিঈন' (بِتَابِعٍ) রয়েছে। সাখাভী (রহ.) 'ফাতহুল মুগীস' গ্রন্থে (১/১৩৮) বলেছেন: "কিছু কপিতে (بتابعٍ) রয়েছে, তবে প্রথমোক্তটি (بِغَيْرِهِ) অধিক ব্যাপক।"

الْمَقْطُوعُ

103. وَسَمِّ بِـ «الْمَقْطُوعِ»: قَوْلَ التَّابِعِي ... وَفِعْلَهُ، وَقَدْ رَأَى لِلشَّافِعِي

104. تَعْبِيرَهُ بِهِ عَنِ «الْمُنْقَطِعِ»[1] ... قُلْتُ: وَعَكْسُهُ اصْطِلَاحُ الْبَرْذَعِي[2]

---

(1) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 47): «وقد وجدتُ التَّعبيرَ بالمقطوع عن المنقطعِ غيرِ الموصولِ في كلام الإمامِ الشَّافعيّ، وأبي القاسِم الطَّبرانيّ، وغيرِهما».
(2) في و، ي، م، ن، ع: «البردعي» بالدَّال المهملة، وهو الموافق لما في بعض الشُّروح، حيث قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 139): «بإهمال داله»، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 179): «بدالٍ مهملةٍ على الأكثرِ»، والظَّاهر أنَّها

جاءت في النَّظم بالذَّال المعجمة، لورودها في أكثر النُّسخ، وكلا الوجهين صحيح. انظر: معجم البلدان للحموي (1/ 380)، وتاج العروس للزَّبيدي (20/ 314).

وهو: أبو بكر أحمد بن هارون بن روح البَرْدِيجِي، البَرْذَعيُّ، الحافظ، الحجَّة، (ت 301 هـ). سير أعلام النُّبلاء (14/ 122).

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 186): «جَعَلَ المُنقَطِعَ هو قولَ التَّابِعِيّ. قال ذلك في جزءٍ له لطيف».

وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

আল-মাকতূ' (الْمَقْطُوعُ)

১০৩. এবং 'মাকতূ' (الْمَقْطُوعُ) বলে অভিহিত করো তাবেঈর (التَّابِعِي) উক্তি ... ও তার কাজকে; আর শাফিঈর জন্য দেখেছেন

১০৪. 'মুনকাতি' (الْمُنْقَطِعِ) সম্পর্কে তার এ দ্বারা প্রকাশভঙ্গিকে।[১] ... আমি বলি: এর বিপরীত হলো আল-বারযা'ঈর (الْبَرْذَعِي) পরিভাষা।[২]

---

(১) ইবন আস-সালাহ (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তার মুকাদ্দিমাহ (পৃ. ৪৭) গ্রন্থে বলেছেন: "আমি ইমাম শাফিঈ, আবুল কাসিম আত-তাবরানী এবং অন্যান্যদের বক্তব্যে মাকতূ' (المقطوع) শব্দটিকে এমন মুনকাতি' (المنقطع) এর জন্য ব্যবহৃত হতে দেখেছি যা মাওসূল (الموصول) নয়।"

(২) 'ওয়াও' (و), 'ইয়া' (ي), 'মিম' (م), 'নুন' (ن) এবং 'আইন' (ع) পাণ্ডুলিপিতে 'আল-বারদায়ী' (البردعي) 'দাল' (د) অক্ষর দ্বারা (মু'জামাহ্ বিহীন) লিখিত আছে, যা কিছু ব্যাখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন, সাখাওয়ী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) ফাতহুল মুগীস (১/১৩৯) গ্রন্থে বলেছেন: "তার 'দাল'-কে ই'হমাল (মু'জামাহ্ বিহীন) করে।" এবং যাকারিয়া আল-আনসারী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) ফাতহুল বাকী (১/১৭৯) গ্রন্থে বলেছেন: "অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'দাল' বর্ণটি মু'জামাহ্ বিহীন।" তবে মনে হয় যে, কবিতার ছন্দে এটি 'জাল' (ذ) বর্ণ দ্বারা (মু'জামাহ্ যুক্ত)

এসেছে, কারণ অধিকাংশ পাণ্ডুলিপিতে এটি এভাবেই পাওয়া যায়। উভয় উচ্চারণই সঠিক।
দেখুন: হামাভীর মু'জামুল বুলদান (১/৩৮০), এবং যাবীদীর তাজুল আরুস (২০/৩১৪)।
তিনি হলেন: আবু বকর আহমদ ইবন হারুন ইবন রুহ আল-বারদীজী, আল-বারযা'ঈ (البَرْذَعِيُّ), হাফিয (الحافظ), হুজ্জাহ্ (الحجَّة) (মৃত্যু ৩০১ হি.)। সিয়ারু আ'লামিন নুবালার (১৪/১২২) গ্রন্থ থেকে গৃহীত।
রচয়িতা (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তার শরাহ (১/১৮৬) গ্রন্থে বলেছেন: "তিনি মুনকাতি' (الْمُنقَطِعَ) কে তাবেঈর (التَّابِعِيّ) উক্তি বলে গণ্য করেছেন। তিনি এটি তার একটি সংক্ষিপ্ত অংশে উল্লেখ করেছেন।"
'ওয়াও' (و) পাণ্ডুলিপির টীকায় – রচয়িতার হস্তাক্ষরে – রয়েছে: "আমার গবেষণার পাঠ জামালুদ্দীন আবদুল্লাহ আন-নাবিতীর কাছে পৌঁছেছে। লিখেছেন: এর রচয়িতা।"

فُرُوعٌ

105. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ» أَوْ ... نَحْوَ[1]: «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
106. بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ ... عَلَى الصَّحِيحِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ
107. وَقَوْلُهُ: «كُنَّا نَرَى» إِنْ كَانَ مَعْ ... عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ[2] قَبِيلِ مَا رَفَعْ[3]
108. وَقِيلَ: لَا[4]، أَوْ لَا فَلَا[5] كَذَاكَ لَهُ ... وَلِلْخَطِيبِ[6]، قُلْتُ: لَكِنْ جَعَلَهُ
109. مَرْفُوعاً الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ ... ابْنُ الْخَطِيبِ[7]، وَهُوَ الْقَوِيُّ

(1) في د، ز، ح، م: «نحوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ي، ك، ل.
(2) في أ، ي، س، ونسخة على حاشية ج: «فمن».
(3) في ع: «وقع»، وهو تصحيف.

(4) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 48): «وبلغني عن أبي بكر البَرقانِيّ أنَّه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامَ عن ذلك، فأنكرَ كونَه مِنَ المرفوع».

(5) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 192): «أي: وإن لم يكن مقيَّداً بعصرِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم فليسَ مِن قبيلِ المرفوع».

(6) انظر: الكفاية (2/ 244)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 49).

(7) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 63)، والمحصول (4/ 449).

অনুসিদ্ধান্তসমূহ

১০৫. সাহাবীর এই উক্তি, "এটি সুন্নাহর অংশ" অথবা ... "আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল" এমন ধরনের উক্তির বিধান হলো মারফূ' (مرفوع), যদিও

১০৬. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর কয়েক শতাব্দী ধরেও তা বলা হয়ে থাকে— ... বিশুদ্ধ মতানুযায়ী। আর এটিই অধিকাংশ আলেমের অভিমত।

১০৭. আর তাদের উক্তি, "আমরা দেখতাম", যদি ... নবীর যুগ সংশ্লিষ্ট হয়, তবে তাও মারফূ' এর অন্তর্ভুক্ত।

১০৮. আবার বলা হয়েছে যে, (তা মারফূ' নয়)[4], অথবা যদি (নবীর যুগ সংশ্লিষ্ট) না হয়, তবে তাও মারফূ' নয়[5]; ... আর খত্বীব (আল-বাগদাদী)-ও এমনটিই বলেছেন[6]। আমি বলি: কিন্তু তিনি এটিকে গণ্য করেছেন

১০৯. মারফূ' হিসেবে আল-হাকিম ও আল-রাযী ... (যিনি ইবনুল খত্বীব নামেও পরিচিত)[7]। আর এটিই শক্তিশালী মত।

---

(১) দ, য, হ, ম প্রতিলিপিতে "নাহু" (نحوُ) শব্দে পেশ (রাফ') রয়েছে, আর ব, জ, হ, ও, য়, ক, ল প্রতিলিপিতে যা সাব্যস্ত হয়েছে, তা এখানে গৃহীত।

(২) আলিফ, য়া, সিন প্রতিলিপিতে এবং জিম প্রতিলিপির টীকায় একটি কপিতে "ফামিন" (فمن) রয়েছে।

(৩) 'আইন' প্রতিলিপিতে "ওয়াক্বা" (وقع) রয়েছে, যা একটি ভুল পাঠ (তাসহীফ)।

(৪) ইবনুস সালাহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'মুকাদ্দিমাহ' (مقدمة) (পৃ. ৪৮) গ্রন্থে বলেছেন: "আবু বকর আল-বারকানী (البرقاني) থেকে আমার কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি ইমাম আবু বকর আল-ইসমাইলী (الإسماعيلي)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তখন তিনি এটিকে মারফূ' (নবীর সাথে সংযুক্ত) এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া অস্বীকার করেছিলেন।"

(৫) নাযিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'শারহ' (شرح) (১/১৯২) গ্রন্থে বলেছেন: "অর্থাৎ, যদি তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়, তবে তা মারফূ' (مرفوع) এর অন্তর্ভুক্ত নয়।"

(৬) দেখুন: 'আল-কিফায়াহ' (الكفاية) (২/২৪৪), এবং 'মুকাদ্দিমাতু ইবনুস সালাহ' (مقدمة ابن الصلاح) (পৃ. ৪৯)।

(৭) দেখুন: 'মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস লিল-হাকিম' (معرفة علوم الحديث للحاكم) (পৃ. ৬৩), এবং 'আল-মাহসুল' (المحصول) (৪/৪৪৯)।

110. لَكِنْ حَدِيثُ: «كَانَ بَابُ الْمُصْطَفَى ... يُقْرَعُ[1] بِالْأَظْفَارِ»[2] مِمَّا[3] وُقِفَا

111. حُكْماً لَدَى الْحَاكِمِ وَالْخَطِيبِ[4] ... وَالرَّفْعُ عِنْدَ الشَّيْخِ ذُو تَصْوِيبِ

112. وَعَدُّ مَا فَسَّرَهُ الصَّحَابِي ... رَفْعاً فَمَحْمُولٌ عَلَى الْأَسْبَابِ

113. وَقَوْلُهُمْ: «يَرْفَعُهُ»، «يَبْلُغُ بِهِ»[5] ... «رِوَايَةً»، «يَنْمِيهِ» رَفْعٌ فَانْتَبِهْ

(1) في ي: «يَقرع» بفتح الياء، وهو وهم.

(2) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 59) من طريق كيسان مولى هشام بن حسان، عن محمَّد بن حسَّان، عن محمد بن سيرين، عن المغيرة بن شعبة قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَعُونَ بَابَهُ بِالأَظَافِيرِ».

وفي إسناده: كيسان مولى هشام بن حسَّان، ضعَّفه الأزدي، كما في الضُّعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 27).

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1080) وفي التَّاريخ الكبير (1/ 228)، وأبو نعيم في أخبار أصفهان (2/ 344)، والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 161)؛ من طريق أبي بكر بن عبد الله الأصفهاني، عن محمد بن مالك بن المنتصر، عن أنس بن مالك.

وفي الإسناد: أبو بكر بن عبد الله الأصفهاني، ومحمد بن مالك بن المنتصر، وهما مجهولان. تقريب التهذيب (7975) و (6260).

(3) في ن: «فيما» بدل: «مِمَّا».

(4) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 59)، والجامع لأخلاق الرَّاوي للخطيب (2/ 291).

(5) في ج، ل: «بهِ» بكسر الهاء، وفي ز، ح: بسكون الهاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، م، ن.

110. কিন্তু হাদীসটি: "মুস্তফা (সা.)-এর দরজা ... নখ দিয়ে টোকা হতো"[1] – এটি এমন হাদীসের অন্তর্ভুক্ত যা (সাহাবীর উক্তি বা কর্ম হিসেবে) মাওকূফ (موقوف) গণ্য করা হয়েছে।[2][3]

111. আল-হাকিম ও আল-খাতীবের নিকট এর হুকুম (মাওকূফ) হলেও[4] ... শায়খের নিকট এর রাফ' (মারফূ' হওয়ার) বিষয়টি সমর্থিত।

112. আর সাহাবী যা ব্যাখ্যা করেছেন, তাকে মারফূ' (مرفوع) গণ্য করা হলে ... তা নির্দিষ্ট কারণের উপর নির্ভরশীল।

113. এবং তাদের উক্তি: "তিনি একে রাফ' করেন" (يرفعه), "তিনি এর মাধ্যমে (নবী (সা.) পর্যন্ত) পৌঁছান" (يبلغ به)[5] ... "বর্ণনা হিসেবে" (رواية), "তিনি একে সম্পর্কিত করেন" (ينميه) – এ সবই মারফূ' (مرفوع); সুতরাং মনোযোগ দাও।

(1) 'ইয়া' (ي) বর্ণে: "ইয়েকরা"' (يَقرع) 'ইয়া' (ي)-তে ফাতহা (জবর) সহকারে, যা একটি ভুল।

(2) এটি আল-হাকিম তাঁর 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস' (পৃ. ৫৯) গ্রন্থে কাইসান মাওলা হিশাম ইবন হাস্সান সূত্রে, মুহাম্মাদ ইবন হাস্সান থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবন সীরীন থেকে, তিনি মুগীরা ইবন শু'বাহ (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুগীরা (রা.) বলেছেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবীগণ তাঁর দরজায় নখ দিয়ে টোকা দিতেন।"

এর সনদ (বর্ণনা পরম্পরা)-তে কাইসান মাওলা হিশাম ইবন হাস্সান রয়েছেন, আল-আযদী তাঁকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন, যেমনটি ইবনুল জাওযীর 'আদ-দু'আফা' ওয়াল-মাতরূকীন' (৩/ ২৭) গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

এটি আল-বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' (১০৮০) এবং 'আত-তারীখুল কাবীর' (১/২২৮) গ্রন্থে, আবূ নু'আইম তাঁর 'আখবারু ইস্ফাহান' (২/৩৪৬) গ্রন্থে, এবং আল-খাতীব আল-বাগদাদী তাঁর 'আল-জামি' লি-আখলাকির রাবী' (১/১৬১) গ্রন্থে আবূ বাকর ইবন আবদিল্লাহ আল-ইস্ফাহানী সূত্রে, মুহাম্মাদ ইবন মালিক ইবনুল মুন্তাসির থেকে, তিনি আনাস ইবন মালিক (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

এর সনদে: আবূ বাকর ইবন আবদিল্লাহ আল-ইস্ফাহানী এবং মুহাম্মাদ ইবন মালিক ইবনুল মুন্তাসির রয়েছেন, তাঁরা দু'জনই মাজহুল (অজ্ঞাত)। 'তাকরীবুত তাহযীব' (৭৯৭৫ ও ৬২৬০)।

(3) 'নূন'-এ (ن) "মীম্মা" (مِمَّا)-এর পরিবর্তে "ফীমা" (فِيما) এসেছে।

(4) দেখুন: আল-হাকিমের 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস' (পৃ. ৫৯) এবং আল-খাতীবের 'আল-জামি' লি-আখলাকির রাবী' (২/২৯১)।

(5) 'জীম' (ج) ও 'লাম'-এ (ل) "বিহ্" (بِهِ) হা' বর্ণে কাসরা (জের) সহকারে এসেছে, আর 'যা' (ز) ও 'হা' (ح)-তে হা' বর্ণে সুকুন (জযম) ও কাসরা (জের) উভয়টি সহকারে এসেছে। আর (মূল পাঠে) যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'মীম' (م), 'নূন' (ن) থেকে গৃহীত।

114. وَإِنْ يُقَلْ[1] عَنْ تَابِعٍ: فَمُرْسَلُ ... قُلْتُ: «مِنَ السُّنَّةِ» عَنْهُ[2] نَقَلُوا

115. تَصْحِيحَ وَقْفِهِ، وَذُو احْتِمَالِ ... نَحْوُ[3] «أُمِرْنَا» مِنْهُ، لِلْغَزَّالِي[4]

116. وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْثُ لَا ... يُقَالُ رَأْياً: حُكْمُهُ الرَّفْعُ؛ عَلَى

---

(1) في م، ن، ف: «نُقِلَ» بنون مضمومة وكسر القاف، وفي أ: «يَقُل» بفتح الياء وضمِّ القاف، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، س، ع. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 197): «أي: وإن يُقَل ذلك، أي: هذه الألفاظ عن تابعيٍّ؛ فهو مرسل».

(2) أي: عن التَّابعيّ.

(3) في ج: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س.

(4) قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في المستصفى (1/ 249): «أَمَّا التَّابعيُّ إذا قال: (أُمِرْنَا) احتملَ أَمْرَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم وأَمْرَ الأَمَّةِ بأجمعِهَا، والحجَّةُ حاصلةٌ به، ويحتمِل أَمْرَ الصَّحابَةِ».

114. যদি কোনো তাবিঈ (تابِع) থেকে বর্ণনা করা হয়: তাহলে তা মুরসাল (مرسل)। আমি বললাম: «সুন্নতের অংশ» হিসেবে তার থেকে তারা বর্ণনা করেছেন।

115. তার ওয়াকফ (وقف)-কে সহীহ (সঠিক) করা হয়েছে, এবং এর সম্ভাবনা আছে... যেমন তার থেকে বর্ণিত «আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে» (أُمِرْنَا), ইমাম গাজ্জালী (غزالي), আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর মতে।

116. আর যা কোনো সাহাবী (صاحب) থেকে এমনভাবে এসেছে যে, তা মতামত (রায়) হিসেবে বলা যায় না: তার বিধান হলো মারফূ' (مرفوع); উপরন্তু...

---

(1) ম (م), ন (ن), ফ (ف) সংস্করণে «নুকিল» (نُقِلَ) নুন অক্ষরে পেশ (ضمّة) এবং কাফ অক্ষরে কাসরা (كسرة) সহকারে, এবং আ (أ) সংস্করণে «ইয়াকুল» (يَقُل) ইয়া অক্ষরে ফাতহা (فتحة) এবং কাফ অক্ষরে পেশ (ضمّة) সহকারে। এবং (মূল পাঠে) যা প্রমাণিত তা হলো বা (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), জা (ز), ইয়া (ي), কাফ (ك), লাম (ل), সিন (س), আইন (ع) সংস্করণ থেকে। গ্রন্থকার (নাযিম), আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর শারহ গ্রন্থে (১/১৯৭) বলেছেন:

«অর্থাৎ: যদি সেই কথাটি, অর্থাৎ এই শব্দগুলি কোনো তাবিঈ (تابعِيّ) থেকে বলা হয়; তাহলে তা মুরসাল (مرسل) হবে।»

(2) অর্থাৎ: তাবিঈ (التَّابعيّ) থেকে।

(3) জিম (ج) সংস্করণে «নাহওয়া» (نحوَ) নাসব (نصب) সহকারে, এবং (মূল পাঠে) যা প্রমাণিত তা হলো দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), জা (ز), হা (ح), কাফ (ك), লাম (ل), নুন (ن), সিন (س) সংস্করণ থেকে।

(4) আবু হামিদ আল-গাজ্জালী, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর আল-মুসতাসফা (المستصفى) গ্রন্থে (১/২৪৯) বলেছেন: «কিন্তু তাবিঈ (التَّابعيُّ) যখন বলেন: (আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে - أُمِرْنَا), তখন তা রাসূলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم)-এর নির্দেশ অথবা সমগ্র উম্মাহর নির্দেশ উভয়টিই বোঝাতে পারে, এবং এটি দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি সাহাবীদের নির্দেশও বোঝাতে পারে।»

---

117. مَا قَالَ فِي «الْمَحْصُولِ»[1]، نَحْوُ[2]: «مَنْ أَتَى»[3] ... فَالْحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أَثْبَتَا[4]

118. وَمَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ[5] ... مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ

119. كَرَّرَ «قَالَ» بَعْدُ، فَالْخَطِيبُ ... رَوَى بِهِ الرَّفْعَ[6]، وَذَا عَجِيبُ[7]

---

(1) قال الرَّازي رحمه الله في المحصول (4/ 449): «فأَمَّا إذا قال الصَّحابِيُّ قولاً لا مجالَ للاجتهاد فيه، فحُسنُ الظَّنِّ به يقتضي أن يكون قاله عن طريقٍ، فإذا لم يُمكِن الاجتهادُ فليسَ إلَّا السَّماع مِنَ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم».

وقد ذكر جمال الدِّين الإسنوي رحمه الله في التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص 499) أنَّ الشَّافعي نصَّ عليه، فكان العزوُ إليه أولى، واستدرك ذلك البرهان الحلبيُّ نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 353)، فقال:

قُلْتُ: حَكَى فَقِيهُ مِصْرَ الإِسْنَوِيُّ ... نَصّاً بِهِ عَنِ الإِمَامِ الشَّافِعِيِّ

(2) في ج، هـ، م، ن: «نحوَ» بالنصب، والمثبت من ب، د، و، ز، ح، ك، ل، س.

(3) يعني: قولَ ابن مسعود رضي الله عنه: «مَنْ أَتَى سَاحِراً أَوْ عَرَّافاً؛ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم».

أخرجه معمر في جامعه (20348)، وأبو داود الطيالسي في مسنده (381)، وابن الجعد في مسنده (2/ 773)، والبزَّار في مسنده (1873)، والطَّبراني في المعجم الكبير (10/ 76)، والبيهقي (16497)، وقال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد (5/ 118): «رجال الكبير- أي: المعجم الكبير للطَّبراني - والبزَّارِ ثقات».

(4) ذكر الحاكم رحمه الله هذا الأثر في معرفة علوم الحديث (ص 63) ضمن النَّوع السَّادس، وهو معرفة الأسانيد التي لا يُذكرُ سندُها عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

(5) في أ: «أبي هريرةُ» بسكون التَّاء، وفي ج: بسكون التَّاء وكسرها معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 166): «بكسر تاء التأنيث».

(6) أخرج الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 418) بإسناده إلى موسى بن هارون قال: «إذا قال حمَّاد بن زيد والبصريُّون: (قَالَ): (قَالَ) فهو مرفوع».

(7) في حاشية ج: «بلغت سماعاً»، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

১১৮. ‘আল-মাহসুল’ গ্রন্থে (১) যা উল্লিখিত হয়েছে, যেমন (২): “যে এসেছে...” (৩) ... আল-হাকিম এর জন্য ‘রফা’ (নবী (সা)-এর প্রতি আরোপ) সাব্যস্ত করেছেন (৪)।

১১৯. এবং যা মুহাম্মদ আবু হুরায়রা (রা.) (৫) থেকে বর্ণনা করেছেন... এবং তাঁর থেকে বাসরাবাসীগণ (বর্ণনা করেছেন)।

১২০. পরবর্তীতে ‘ক্বালা’ (তিনি বলেছেন) বাক্যটি পুনরাবৃত্তি করেছেন, অতঃপর আল-খাতিব... এর মাধ্যমে ‘রফা’ (নবী (সা)-এর প্রতি আরোপ) বর্ণনা করেছেন (৬), আর এটি আশ্চর্যজনক (৭)।

---

(১) আর-রাযী (রহ.) আল-মাহসুল গ্রন্থে (৪/৪৪৯) বলেছেন: “কিন্তু যদি কোনো সাহাবী এমন কোনো কথা বলেন যেখানে ইজতিহাদের (স্বাধীন গবেষণার) কোনো সুযোগ নেই, তাহলে তাঁর প্রতি সুধারণা রাখে যে, তিনি তা কোনো উৎস থেকে বলেছেন। আর যদি ইজতিহাদ সম্ভব না হয়, তবে তা নবী (সা.)-এর কাছ থেকে শ্রুতি ছাড়া আর কিছুই নয়।”
জামালুদ্দীন আল-ইসনাভী (রহ.) আত-তামহীদ ফী তাখরিজিল ফুরু’ আলাল উসুল (পৃষ্ঠা ৪৯৯) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আশ-শাফিঈ এই বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। তাই তাঁর দিকে এর উৎস নির্দেশ করা অধিকতর সমীচীন। আল-বুরহান আল-হালাবী এই বিষয়টি কবিতা আকারে সংশোধন করেছেন, যেমনটি ‘য’ মার্জিনে এবং আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ গ্রন্থে (১/৩৫৩) রয়েছে। তিনি বলেছেন:
“আমি বললাম: মিসরের ফকীহ আল-ইসনাভী বর্ণনা করেছেন... ইমাম আশ-শাফিঈ (রহ.) থেকে একটি উক্তি।”
(২) ‘জিম’, ‘হা’, ‘মিম’, ‘নুন’ পান্ডুলিপিতে ‘নাহওয়া’ নাসব (যবর) সহকারে লিখিত আছে, এবং ‘বা’, ‘দাল’, ‘ওয়াও’, ‘যা’, ‘হা’, ‘কাফ’, ‘লাম’, ‘সীন’ পান্ডুলিপিগুলোতে যা প্রমাণিত তা গৃহীত হয়েছে।
(৩) অর্থাৎ: ইবনু মাসউদ (রা.)-এর উক্তি: “যে ব্যক্তি কোনো জাদুকর বা ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে যায়, সে মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অবিশ্বাস করেছে।”
এটি মা'মার তাঁর জামি' গ্রন্থে (২০৩৪৬), আবু দাউদ আত-তায়ালিসী তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (৩৮১), ইবনু আল-জা'দ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (২/৭৭৩), আল-বাযযার তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে (১৮৭৩), আত-তাবারানী তাঁর আল-মু'জাম আল-কাবীর গ্রন্থে (১০/৭৬) এবং আল-বায়হাকী (১৬৪৯৭) বর্ণনা করেছেন। আল-হায়সামি (রহ.) মাজমাউয যাওয়াইদ গ্রন্থে (৫/১১৮) বলেছেন: “আল-কাবীর (অর্থাৎ আত-তাবারানীর আল-মু'জাম আল-কাবীর) এবং আল-বাযযারের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।”

(৪) এই বর্ণনার (আছার) বিষয়টি আল-হাকিম (রহ.) তাঁর মা'রিফাতু উলুমিল হাদিস গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৬৩) ষষ্ঠ প্রকারের অধীনে উল্লেখ করেছেন, যা হলো রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে যার সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) উল্লেখ করা হয়নি এমন সনদসমূহ সম্পর্কে জ্ঞান।

(৫) 'আলিফ' পান্ডুলিপিতে 'আবি হুরায়রাহ' তা (ঃ)-এর উপর সুকুন (স্বরহীন চিহ্ন) সহকারে এবং 'জিম' পান্ডুলিপিতে তা (ঃ)-এর উপর সুকুন ও কাসরা (যের) উভয় সহকারে রয়েছে। 'বা', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'কাফ', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সীন', 'ফা' পান্ডুলিপিগুলোতে যা প্রমাণিত তা গৃহীত হয়েছে। আস-সাখাভী (রহ.) ফাতহুল মুগীছ গ্রন্থে (১/১৬৬) বলেছেন: "তা-এ তানীছ (স্ত্রীলিঙ্গবাচক তা)-এর উপর কাসরা (যের) সহকারে।"

(৬) আল-খাতিব (রহ.) তাঁর আল-কিফায়াহ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪১৮) তাঁর সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) সহকারে মূসা ইবনু হারুন থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "যখন হাম্মাদ ইবনু যায়দ এবং বাসরাবাসীগণ বলেন: (তিনি বলেছেন): (তিনি বলেছেন), তখন তা মারফু' (নবী (সা.)-এর প্রতি আরোপিত)।"

(৭) 'জিম' মার্জিনে লেখা আছে: "শ্রবণ দ্বারা পৌঁছেছে।" এবং 'ওয়াও' মার্জিনে—রচয়িতার হস্তাক্ষরে—লেখা আছে: "জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ আন-নাবিতী আমার গবেষণাপত্র পাঠ করে শুনেছেন। লিখেছেন: এর রচয়িতা।"

الْمُرْسَلُ

120. مَرْفُوعُ تَابِعٍ عَلَى الْمَشْهُورِ ... «مُرْسَلٌ» اوْ قَيِّدْهُ بِالْكَبِيرِ

121. أَوْ سَقْطُ[1] رَاوٍ مِنْهُ، ذُو أَقْوَالِ ... وَالْأَوَّلُ الْأَكْثَرُ فِي اسْتِعْمَالِ

122. وَاحْتَجَّ مَالِكٌ كَذَا النُّعْمَانُ[2] ... وَتَابِعُوهُمَا بِهِ وَدَانُوا[3]

123. وَرَدَّهُ جَمَاهِرُ النُّقَّادِ[4] ... لِلْجَهْلِ بِالسَّاقِطِ فِي الْإِسْنَادِ

(1) في ج، د، هـ، ك، ف: «سقطِ» بكسر الطَّاء، وفي و: بضمِّ الطَّاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ز، ح، ي، ل، م، ن، س.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 366): «قوله: (أَوْ سَقْطُ رَاوٍ) عطفٌ على مرفوعٍ بتقدير مضاف، أي: المرسَل مرفوع التابعي، أو ذو سقط راوٍ من السَّند».

(2) يريد الإمام أبا حنيفة النعمان بن ثابت.

(3) انظر: رسالة أبي داود (ص 24)، والكفاية (ص 384).

وحكى غيرُ واحدٍ من الحنابلة عن الإمام أحمد بن حنبل احتجاجَه بالمرسل، ونظم ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 376)، فقال:

قُلْتُ: عَزَا لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ ... شِيعَتُهُ احْتِجَاجَهُ بِالْمُرْسَلِ

(4) انظر: الكفاية (ص 348).

মুরসাল

১২০. প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তাবেয়ীর মারফূ' (বর্ণনা) ... হলো «মুরসাল», অথবা একে বয়োজ্যেষ্ঠ (তাবেয়ী)-এর সাথে সীমিত করো।

১২১. অথবা তার থেকে একজন রাবী বাদ পড়া, এতে বিভিন্ন মত রয়েছে ... এবং প্রথমটিই অধিক প্রচলিত।

১২২. মালিক এবং অনুরূপভাবে নু'মান[২] এটিকে প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন ... এবং তাদের অনুসারীরাও তা গ্রহণ করে এর উপর আমল করেছেন[৩]।

১২৩. তবে অধিকাংশ সমালোচক[৪] এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন ... ইসনাদে বাদ পড়া রাবী সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে।

---

(১) জিম, দাল, হা, কাফ, ফা নামক পান্ডুলিপিগুলোতে «সাকতি» (سقطِ) তা-এর নিচে কাসরা সহকারে উল্লেখ আছে। এবং ওয়াও নামক পান্ডুলিপিতে তা-এর উপরে যম্মা ও নিচে কাসরা

উভয়ই উল্লেখ আছে। আর মূল পাঠে যা গ্রহণ করা হয়েছে তা আলিফ, বা, যা, হা, ইয়া, লাম, মিম, নুন, সিন নামক পান্ডুলিপিগুলো থেকে।

আল-বিক্বাঈ (রহিমাহুল্লাহ) 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (১/৩৬৬) গ্রন্থে বলেন: "তাঁর বাণী: (অথবা একজন রাবী বাদ পড়া) 'মারফূ'' শব্দের উপর একটি অনুমিত মুযাফের (উদ্দেশ্যে) আত্বফ (সংযোগ)। অর্থাৎ: মুরসাল হলো তাবেয়ীর মারফূ' (বর্ণনা), অথবা যার সনদ থেকে একজন রাবী বাদ পড়েছে।"

(২) এখানে ইমাম আবু হানিফা নু'মান ইবন সাবিতকে বোঝানো হয়েছে।

(৩) দেখুন: রিসালাহ আবি দাউদ (পৃ. ২৪) এবং আল-কিফায়াহ (পৃ. ৩৮৪)।

একাদিক হাম্বলী মনীষী ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের পক্ষ থেকে মুরসাল দ্বারা প্রমাণ পেশ করার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। আল-বুরহান আল-হালাবী (রহিমাহুল্লাহ) এটি কবিতায় লিপিবদ্ধ করেছেন, যেমনটি যা নামক পান্ডুলিপির টীকায় এবং আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (১/৩৭৬) গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি বলেন:

আমি বলি: ইবন হাম্বলকে তাঁর অনুসারীগণ ... মুরসাল দ্বারা প্রমাণ পেশ করার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

(৪) দেখুন: আল-কিফায়াহ (পৃ. ৩৪৮)।

---

124. وَصَاحِبُ «التَّمْهِيدِ»[1] عَنْهُمْ نَقَلَهْ ... وَمُسْلِمٌ صَدْرَ الْكِتَابِ أَصَّلَهْ[2]

125. لَكِنْ إِذَا صَحَّ لَنَا مَخْرَجُهْ[3] ... بِمُسْنَدٍ[4] أَوْ مُرْسَلٍ[5] يُخْرِجُهْ[6]

126. مَنْ لَيْسَ يَرْوِي عَنْ رِجَالِ الْأَوَّلِ ... نَقْبَلُهْ[7]، قُلْتُ: الشَّيْخُ لَمْ يُفَصِّلِ

127. وَالشَّافِعِيُّ بِالْكِبَارِ قَيَّدَا ... وَمَنْ رَوَى عَنِ الثِّقَاتِ أَبَدَا

---

(1) قال ابن عبد البرِّ رحمه الله في التَّمهيد (1/ 5): «قال جماعة أصحاب الحديث في كل الأمصار - فيما علمتُ -: الانقطاع في الأثرِ عِلَّةٌ تَمنَعُ من وجوبِ العملِ به، وسواءٌ

عارَضَه خبرٌ مُتَّصِلٌ أم لا، وقالوا: إذا اتَّصَل خبرٌ وعارَضَه خبرٌ منقطع لم يُعَرَّج على المنقطعِ مع المُتَّصل، وكان المصيرُ إلى المتَّصل دونَه، وحجَّتهم في ردِّ المراسيلِ ما أجمع عليه العلماء من الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بد من علم ذلك».

(2) قال الإمام مسلم رحمه الله في مقدِّمة صحيحه (1/ 30): «والمرسلُ من الرِّوايات في أصلِ قولنا وقولِ أهل العلم بالأخبار ليس بحجَّة».

(3) في ك: «مخرجهُ» بسكون الهاء، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ن، س، ع، ف.

(4) في ي: «بمسنِدٍ» بكسر النُّون، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، م، ن، ع.

(5) في ي، م، ن: «مرسِل» بكسر السِّين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ع، والمثبت أولى للسياق. انظر: فتح المغيث (1/ 182).

(6) في ك: «يخرجهُ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

(7) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 208): «(نَقْبَلْهُ) هو مجزوم، جواب للشَّرط على مذهب الكوفيين والأخفش».

১২৪. এবং 'আত-তামহীদ'[১] (গ্রন্থের) রচয়িতা তাদের থেকে এটি বর্ণনা করেছেন... এবং মুসলিম (ইমাম) কিতাবের শুরুতে এর মূলনীতি স্থাপন করেছেন।[২]

১২৫. কিন্তু যদি আমাদের কাছে এর বর্ণনা-সূত্র[৩] সঠিক প্রমাণিত হয়... মুসনাদ[৪] (সুনির্বন্ধিত) বা মুরসাল[৫] (পরম্পরাহীন) সূত্রে (কেউ) তা বর্ণনা করেন।[৬]

১২৬. যে ব্যক্তি প্রথমোক্তদের (বর্ণনাকারীদের) থেকে বর্ণনা করেন না... আমরা তা গ্রহণ করি।[৭] আমি বলি: শায়খ (এ বিষয়ে) বিস্তারিত বলেননি।

১২৭. এবং শাফিয়ী (ইমাম) প্রধানদের দ্বারা এটিকে সীমাবদ্ধ করেছেন... এবং যে ব্যক্তি সর্বদা নির্ভরযোগ্য (বর্ণনাকারীদের) থেকে বর্ণনা করেন।

(১) ইবন আব্দুল বার (আল্লাহ তাকে রহম করুন) 'আত-তামহীদ' (১/৫) গ্রন্থে বলেন: "আমি যতদূর জানি, হাদিসশাস্ত্রের পণ্ডিতদের একটি দল সকল জনপদে বলেছেন: হাদিসের বর্ণনাসূত্র বিচ্ছিন্ন হওয়া একটি ত্রুটি যা তদনুযায়ী আমল করা আবশ্যকীয় হওয়া থেকে বিরত রাখে। এর সাথে কোনো মুত্তাসিল (সুনির্বন্ধিত) হাদিস সাংঘর্ষিক হোক বা না হোক। তারা আরও বলেন: যখন একটি মুত্তাসিল হাদিস পাওয়া যায় এবং তার সাথে একটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হাদিস সাংঘর্ষিক হয়, তখন মুত্তাসিল হাদিসের উপস্থিতিতে মুনকাতি' হাদিসের দিকে ফিরে যাওয়া হয় না; বরং মুত্তাসিল হাদিসকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। মুরসাল (পরম্পরাহীন) হাদিস প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে তাদের যুক্তি হলো, সকল উলামা এই বিষয়ে একমত যে, বর্ণনাকারীর বিশ্বস্ততা জানা আবশ্যক, এবং এটি জানা অপরিহার্য।"

(২) ইমাম মুসলিম (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তাঁর সহীহের ভূমিকার (১/৩০) বলেন: "আমাদের এবং হাদিসশাস্ত্রের পণ্ডিতদের মূল মত অনুযায়ী, বর্ণনার ক্ষেত্রে মুরসাল (পরম্পরাহীন) হাদিস কোনো দলিল নয়।"

(৩) 'কাফ' (ك) নুসখায় রয়েছে: «مخرجهُ» 'হা' (هاء) সাকিন (جزم) সহকারে। আর যা প্রমাণিত হয়েছে তা 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সিন', 'আইন', 'ফা' নুসখা থেকে।

(৪) 'ইয়া' (ي) নুসখায় রয়েছে: «بسنِدٍ» 'নুন' (نون) কাসরা (زير) সহকারে। আর যা প্রমাণিত হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'কাফ', 'মিম', 'নুন', 'আইন' নুসখা থেকে।

(৫) 'ইয়া' (ي), 'মিম' (م), 'নুন' (ن) নুসখাগুলোতে রয়েছে: «مرسِل» 'সিন' (سين) কাসরা (زير) সহকারে। আর যা প্রমাণিত হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'কাফ', 'লাম', 'আইন' নুসখা থেকে। এবং প্রমাণিত রূপটি প্রেক্ষাপটের জন্য অধিক উপযুক্ত। দেখুন: ফাতহুল মুগীছ (১/১৮২)।

(৬) 'কাফ' (ك) নুসখায় রয়েছে: «يخرجهُ» 'হা' (هاء) সাকিন (جزم) সহকারে। আর যা প্রমাণিত হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সিন', 'আইন', 'ফা' নুসখা থেকে।

(৭) নাযিম (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/২০৮) বলেন: "(نَقْبَلُهُ) এটি মাজযুম (জজমযুক্ত), শর্তের উত্তর কূফী ও আখফাশ মাযহাব অনুযায়ী।"

128. وَمَنْ إِذَا شَارَكَ أَهْلَ الْحِفْظِ ... وَافَقَهُمْ إِلَّا بِنَقْصِ لَفْظِ[1]

129. فَإِنْ يُقَلْ: فَالْمُسْنَدُ الْمُعْتَمَدُ ... فَقُلْ: دَلِيلَانِ بِهِ يَعْتَضِدُ[2]

130. وَرَسَمُوا مُنْقَطِعاً «عَنْ رَجُلِ» ... وَفِي الْأُصُولِ نَعْتُهُ بِالْمُرْسَلِ[3]

131. أَمَّا الَّذِي أَرْسَلَهُ الصَّحَابِي ... فَحُكْمُهُ الْوَصْلُ عَلَى الصَّوَابِ[4]

---

(1) انظر: الرِّسالة للشَّافعي (1/ 461، 465).

وقد بَقِيَ على النَّاظم رحمه الله شرطان آخران للعمل بالمرسل في كلام الشَّافعي، فنظمهما البرهان الحلبيُّ رحمه الله كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 379)، فقال:

أَوْ كَانَ قَوْلَ وَاحِدٍ مِنْ صَحْبِ ... خَيْرِ الأَنَامِ عَجَمٍ وَعُرْبِ

أَوْ كَانَ فَتْوَى جُلِّ أَهْلِ العِلْمِ ... وَشَيْخُنَا أَهْمَلَهُ فِي النَّظْمِ

(2) في ز: «نعتضد» بالنُّون، ولم ينقط في م، ن. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 212): «أي: بالمسند يعتضِد المرسلُ».

(3) لم يُبَيِّن النَّاظِمُ رحمه الله اصطِلاحَ جمهور أهل الحديث في مسألة: «عَنْ رَجُلٍ»، واستدرك عليه ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله نظماً كما في حاشية النسخة ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 386)، فقال:

قُلْتُ: الأَصَحُّ أَنَّهُ مُنْقَطِعُ ... لَكِنَّ فِي إِسْنَادِهِ مَنْ يُجْهَلُ

(4) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد الله بن خلف النابتي قراءة عليّ والجماعة سماعاً. كتبه: مؤلفه».

128. আর যে যখন স্মরণশক্তিধরদের (আহলুল হিফজ) সাথে যুক্ত হয়... সে তাদের সাথে একমত হয় না, শব্দগত সামান্য ত্রুটি ছাড়া[1]

129. যদি বলা হয়: তাহলে নির্ভরেযাগ্য হলো মুসনাদ হাদীস... তবে বলো: দুটি প্রমাণ দ্বারা তা সমর্থিত হয়[2]

130. আর তারা 'আন রাজুলিন' (একজন ব্যক্তি থেকে) শব্দটিকে মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন) হিসেবে চিহ্নিত করেছেন... তবে উসুলশাস্ত্রবিদদের কাছে এর বর্ণনা হলো মুরসাল হিসেবে[3]

131. কিন্তু যা কোনো সাহাবী বর্ণনা করেছেন (মুরসাল রূপে)... সঠিক মতে, তার বিধান (হুকুম) হলো ওয়াসল (সংযুক্ত) রূপে[4]

---

(1) দেখুন: আশ-শাফি'ঈ-এর 'আর-রিসালা' (১/৪৬১, ৪৬৫)।

বর্ননাকারী (রহিমাহুল্লাহ)-এর কাছে আশ-শাফি'ঈ-এর আলোচনায় মুরসাল হাদীস আমল করার জন্য আরও দুটি শর্ত অবশিষ্ট ছিল। আল-বুরহান আল-হালাবী (রহিমাহুল্লাহ) সেগুলোকে 'জা' অনুলিপির টীকায় এবং আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (১/৩৭৯)-তে কবিতার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, বলেছেন:

অথবা তা ছিল শ্রেষ্ঠ মানব (নবী)-এর সাহাবীদের মধ্যে কারো উক্তি... সে অনারব হোক বা আরব।
অথবা তা ছিল অধিকাংশ জ্ঞানীর ফতোয়া... আর আমাদের শাইখ (বর্ণনাকারী) তা তার কবিতায় বাদ দিয়েছেন।

(2) 'জা' অনুলিপিতে 'না' অক্ষর দ্বারা 'না'তাদিদ' (نعتضد) রয়েছে, এবং 'মিম' ও 'নুন' অনুলিপিতে বর্ণে ফোঁটা ছিল না। বর্ণনাকারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যায় (১/২১২) বলেছেন: "অর্থাৎ, মুসনাদ হাদীস দ্বারা মুরসাল হাদীস সমর্থিত হয়।"

(3) বর্ণনাকারী (রহিমাহুল্লাহ) 'আন রাজুলিন' (একজন ব্যক্তি থেকে) বিষয়ে অধিকাংশ হাদীসবিদের পরিভাষা স্পষ্ট করেননি। আল-বুরহান আল-হালাবী (রহিমাহুল্লাহ) 'জা' অনুলিপির টীকায় এবং আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (১/৩৮৬)-তে কবিতার মাধ্যমে তার উপর এর সংশোধনী দিয়েছেন, বলেছেন:

আমি বলি: অধিকতর সঠিক হলো যে, এটি মুনকাতি' (বিচ্ছিন্ন)... তবে এর ইসনাদে এমন ব্যক্তি আছে যাকে চেনা যায় না।

(4) 'ওয়াও' টীকায় - বর্ণনাকারীর নিজ হাতে - লেখা আছে: "জামালুদ্দিন আবদুল্লাহ ইবনে খালাফ আন-নাবিতী আলী ও জামায়াতের পাঠ শুনেছেন। এটি লিখেছেন: এর রচয়িতা।"

الْمُنْقَطِعُ وَالْمُعْضَلُ [1]

132. وَسَمِّ بِـ «الْمُنْقَطِعِ»: الَّذِي سَقَطْ ... قَبْلَ الصَّحَابِيِّ بِهِ رَاوٍ فَقَطْ[2]

133. وَقِيلَ: مَا لَمْ يَتَّصِلْ[3]، وَقَالَا ... بِأَنَّهُ الْأَقْرَبُ، لَا اسْتِعْمَالَا[4]

134. وَ «الْمُعْضَلُ»: السَّاقِطُ مِنْهُ اثْنَانِ ... فَصَاعِداً، وَمِنْهُ قِسْمٌ ثَانِي

135. حَذْفُ النَّبِيِّ وَالصَّحَابِيِّ مَعَا ... وَوَقْفُ مَتْنِهِ عَلَى مَنْ تَبِعَا

---

(1) من قوله: «فَإِنْ يُقَلْ: فَالْمُسْنَدُ الْمُعْتَمَدُ» - البيت (129) - إلى هنا خرم من نسخة ع، وهو بمقدار ورقة.

(2) ومِن صُوَر المنقطع: ما لو سقط من الإسناد غيرُ واحدٍ في موضعين، ولا يسمَّى معضَلاً، وقد استدرك ذلك البرهان الحلبيُّ رحمه الله نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (1/ 401)، فقال:

أَوْ كَانَ سَاقِطاً بِمَوْضِعَيْنِ ... فَلَيْسَ مُعْضَلاً بِغَيْرِ مَيْنِ

(3) قال ابن عبد البرِّ رحمه الله في التَّمهيد (1/ 21): «المنقطع عندي كلُّ ما لا يَتَّصِلُ؛ سواءٌ كان يُعزَى إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره».

(4) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 58).

আল-মুনকাত্বি' (المنقطع) ও আল-মু'দাল (المعضل) [1]

১৩২. এবং 'মুনকাত্বি' (المنقطع) নামে আখ্যায়িত করো তাকে, যা থেকে সাহাবীর (রা.) পূর্বে কেবল একজন বর্ণনাকারী বাদ পড়েছে।[2]

১৩৩. এবং বলা হয়েছে: যা অবিচ্ছিন্ন। আর তাঁরা (দুইজন) বলেছেন যে, এটিই অধিকতর বিশুদ্ধ, তবে (ব্যবহৃত) প্রয়োগের দিক থেকে নয়।[3]

১৩৪. এবং 'মু'দাল' (المعضل) হলো তা, যা থেকে দুইজন বা ততোধিক (বর্ণনাকারী) বাদ পড়েছে। আর এর একটি দ্বিতীয় প্রকারও রয়েছে।

১৩৫. (দ্বিতীয় প্রকারটি হলো) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এবং সাহাবী (রা.) উভয়কে একসাথে বাদ দেওয়া, এবং এর মতনকে (মূল বক্তব্যকে) একজন তাবেয়ীর উপর ওয়াকফ (স্থগিত) করা।

---

(1) "যদি বলা হয়: 'মুসনাদ যা নির্ভরযোগ্য'" - পদ (১২৯) - থেকে এখানে পর্যন্ত 'আইন' (ع) চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে অনুপস্থিত আছে, যা প্রায় এক পৃষ্ঠা পরিমাণ।

(2) মুনকাত্বি' (المنقطع) এর অন্যতম একটি রূপ হলো, যখন সনদের মধ্যে দুই জায়গায় একাধিক বর্ণনাকারী বাদ পড়ে, কিন্তু একে মু'দাল (المعضل) বলা হয় না। আল-বুরহান আল-হালাবী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন) 'যা' (ز) চিহ্নিত টীকায় এবং 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (১/৪০১) গ্রন্থে কাব্যিক ছন্দে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

অথবা যদি দুই স্থানে বাদ পড়ে,

তবে নিঃসন্দেহে তা মু'দাল নয়।

(3) ইবনে আব্দুল বার্র (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন) 'আত-তামহীদ' (১/২১) গ্রন্থে বলেছেন: "আমার মতে, 'মুনকাত্বি' (المنقطع) হলো প্রতিটি এমন (সনদ) যা অবিচ্ছিন্ন; তা নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত হোক বা অন্য কারো দিকে।"

(4) দেখুন: ইবনেস সালাহ-এর 'মুকাদ্দিমাহ' (পৃ. ৫৮)।

الْعَنْعَنَةُ

136. وَصَحَّحُوا وَصْلَ «مُعَنْعَنٍ» سَلِمْ ... مِنْ دُلْسَةٍ رَاوِيهِ، وَاللِّقَا عُلِمْ

137. وَبَعْضُهُمْ حَكَى بِذَا إِجْمَاعَا[1] ... وَمُسْلِمٌ لَمْ يَشْرِطِ اجْتِمَاعَا

138. لَكِنْ تَعَاصُراً[2]، وَقِيلَ: يُشْتَرَطْ ... طُولُ صَحَابَةٍ[3]، وَبَعْضُهُمْ شَرَطْ

139. مَعْرِفَةَ[4] الرَّاوِي بِالَاخْذِ عَنْهُ ... وَقِيلَ: كُلُّ مَا أَتَانَا مِنْهُ

140. مُنْقَطِعٌ حَتَّى يَبِينَ الْوَصْلُ[5] ... وَحُكْمُ «أَنَّ» حُكْمُ «عَنْ»، فَالْجُلُّ

141. سَوَّوْا، وَلِلْقَطْعِ نَحَا الْبَرْدِيجِي[6] ... حَتَّى يَبِينَ الْوَصْلُ فِي التَّخْرِيجِ

---

(1) نقل الإجماعَ: الحاكم في المعرفة (ص 78)، والخطيب في الكفاية (ص 291)، وابن عبد البرِّ في التَّمهيد (1/ 12).

(2) انظر: مقدمة صحيح مسلم (1/ 28، 35).

(3) وهو قول أبي المظفَّر السَّمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة (1/ 385).

(4) في ك، س: «معرفةُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، ع، ف.

(5) نسبه الرَّامهرمزي في المحدث الفاصل (ص 450) لبعض المتأخرين من الفقهاء.

(6) في س: «البرذيجي» بالذَّال المعجمة، وفي ز، ل، ن: «البرديجي» بفتح الباء وكسرها معاً، والضبط المثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، م، س، ف، وهو الأشهر فيها؛ ففي معجم البلدان (1/ 378): «بسكون الراء، وكسر الدال، وياء ساكنة، وجيم: مدينة بأقصى أذربيجان»، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 212): «بفتح الموحدة أكثر من كسرها».

و «البَرْدِيجِيُّ»: هو: الإمام أبو بكر أحمد بن هارون بن رَوْح البَرْدَعِي، سبق ذكره (ص 53).

وقد حكى قولَه ابن عبد البرِّ في التَّمهيد (1/ 26).

আন'আনাহ (عنعنة)

১৩৬. এবং তারা 'মুআন'আন' (আন'আনাহ পদ্ধতিতে বর্ণিত হাদিস)-এর সংযোগকে (ওয়াসল) সহীহ বলেছেন,... যদি এর বর্ণনাকারী 'তাদলিস' থেকে মুক্ত থাকে এবং তাদের সাক্ষাৎ প্রমাণিত হয়।

১৩৭. তাদের কেউ কেউ এ বিষয়ে ঐকমত্য (ইজমা) বর্ণনা করেছেন,[১]... কিন্তু ইমাম মুসলিম সাক্ষাতের শর্ত করেননি।

১৩৮. বরং সমসাময়িকতা (শর্ত) করেছেন।[২] এবং বলা হয়েছে: দীর্ঘ সাহচর্য শর্ত করা হয়,[৩]... আর তাদের কেউ কেউ শর্ত করেছেন—

১৩৯. বর্ণনাকারীর তার (উস্তাদ) থেকে গ্রহণ (শ্রবণ) সম্পর্কে অবগত থাকা।[৪]... এবং বলা হয়েছে: তার থেকে আমাদের কাছে যা কিছু এসেছে—

১৪০. তা বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি') হবে যতক্ষণ না সংযোগ (ওয়াসল) স্পষ্ট হয়।[৫]... এবং 'আন্না' (أنّ) এর বিধান 'আন' (عن) এর বিধানের মতো, তাই অধিকাংশ (মুহাদ্দিস)—

১৪১. উভয়কে সমান গণ্য করেছেন। আর বর্দিজি (ইমাম) এটিকে বিচ্ছিন্ন (মুনকাতি') বলেছেন,[৬]... যতক্ষণ না তাখরিজের মাধ্যমে সংযোগ স্পষ্ট হয়।

---

(১) ঐকমত্য (ইজমা) উল্লেখ করেছেন: আল-হাকিম তার 'আল-মা'রিফাহ' গ্রন্থে (পৃ. ৭৮), আল-খাতিব তার 'আল-কিফায়াহ' গ্রন্থে (পৃ. ২৯১) এবং ইবনে আব্দুল বার্র তার 'আত-তামহীদ' গ্রন্থে (১/১২)।

(২) দেখুন: সহীহ মুসলিমের ভূমিকা (১/২৮, ৩৫)।

(৩) এটি আবু আল-মুযাফফার আস-সাম'আনী (রহিমাহুল্লাহ)-এর অভিমত, যা তিনি তার 'কাওয়াতি' আল-আদিল্লাহ' গ্রন্থে (১/৩৮৫) উল্লেখ করেছেন।

(৪) 'কাফ' ও 'সীন' পাণ্ডুলিপিতে 'মা'রিফাতু' (معرفةُ) রাফা সহকারে রয়েছে, আর (বর্তমান পাঠ) 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'আইন', 'ফা' পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

(৫) আর-রামাহুরমুযী তার 'আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল' গ্রন্থে (পৃ. ৪৫০) এটি কিছু পরবর্তী ফকীহদের অভিমত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

(৬) 'সীন' পাণ্ডুলিপিতে 'আল-বারীযিজী' ذ (البرذيجي)াল (ذ) বর্ণ সহকারে, আর 'যা', 'লাম', 'নুন' পাণ্ডুলিপিতে 'আল-বারদিজি' (البرديجي) বা (ب) এর ফাতহা (আ-স্বর) এবং কাসরা (ই-স্বর) উভয় সহকারে রয়েছে। আর প্রতিষ্ঠিত পাঠটি 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ', 'মীম', 'সীন', 'ফা' পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত এবং এটিই এর মধ্যে সর্বাধিক পরিচিত। কারণ 'মু'জাম আল-বুলদান' (১/৩৭৮) গ্রন্থে রয়েছে: "রা-এর সাকিন, দাল-এর কাসরা, ইয়া-এর সাকিন এবং জিম (সহ): আজারবাইজানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি শহর।" এবং যাকারিয়া আল-আনসারী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'ফাতহ আল-বাকী' (১/২১২) গ্রন্থে বলেছেন: "একক অক্ষর (বা) এর ফাতহা এর ব্যবহার কাসরা এর চেয়ে বেশি প্রচলিত।"
আর 'আল-বারদিজি' হলেন: ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে হারুন ইবনে রাওহ আল-বারদা'ঈ, তার উল্লেখ পূর্বে (পৃ. ৫৩) হয়েছে।
এবং তার অভিমত ইবনে আব্দুল বার্র তার 'আত-তামহীদ' গ্রন্থে (১/২৬) উল্লেখ করেছেন।

142. قَالَ: وَمِثْلَهُ رَأَى ابْنُ شَيْبَةْ[1] ... كَذَا لَهُ، وَلَمْ يُصَوِّبْ صَوْبَهْ[2]
143. قُلْتُ: الصَّوَابُ[3] أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مَا ... رَوَاهُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَا
144. يُحْكَمُ لَهُ بِالْوَصْلِ كَيْفَمَا رَوَى ... بِـ «قَالَ» أَوْ «عَنْ» أَوْ بِـ «أَنَّ» فَسَوَا
145. وَمَا حَكَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ[4] حَنْبَلِ[5] ... وَقَوْلِ يَعْقُوبَ عَلَى ذَا نَزِّلِ

(1) هو: أبو يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي البصري، الحافظ، صنَّف مسنداً كبيراً معلَّلاً ولم يتمّه، (ت 262 هـ). سير أعلام النُّبلاء (12/ 476).
وقد حكى قوله ابن الصَّلاح في مقدّمته (ص 63).
(2) أي: لم يعرِّج صوب مقصَدِه. شرح النَّاظم (1/ 223).

(3) في م: «الصواب» بضمِّ الباء وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س، ع.

(4) في ي: «ابنَ» بالنَّصب، وهو وهم.

(5) قال أبو داود رحمه الله في مسائل الإمام أحمد (ص 427): «سمعت أحمدَ قيلَ له: إنَّ رجلاً قال: عروة أنَّ عائشة، وعروة عن عائشة قالت: يا رسول الله، وعن عروة عن عائشة؛ سواء! فقال: كيف هو سواء؟ أي: ليس هو بسواء». الكفاية (ص 407)، ومقدمة ابن الصَّلاح (ص 62)، وشرح النَّاظم (1/ 226).

142. তিনি বললেন: এবং ইবনু শায়বাহও[1] অনুরূপ দেখেছেন ... তার জন্য এমনই (বর্ণিত) আছে, এবং তিনি তার (ইবনু শায়বাহর) উদ্দেশ্যকে সঠিক বলে গ্রহণ করেননি।[2]

143. আমি বলি: সঠিক হলো[3] যে, যে ব্যক্তি যা উপলব্ধি করেছে ... তাকে সেই শর্তের সাথে বর্ণনা করেছে যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

144. তার জন্য সংযোগের (ওয়াসল) বিধান দেওয়া হবে, সে যেভাবে বর্ণনা করুক না কেন ... 'ক্বালা' (قال), অথবা 'আন' (عن), অথবা 'আন্না' (أنّ) দ্বারা; সুতরাং তা একই (সমান)।

145. এবং যা আহমাদ ইবনু[4] হাম্বাল[5] থেকে বর্ণিত হয়েছে ... এবং ইয়াকুবের উক্তিকে এর উপর প্রয়োগ করো।

---

(1) তিনি হলেন: আবূ ইউসুফ ইয়াকুব ইবনু শায়বাহ ইবনুল সালত আস-সাদূসী আল-বাসরী, আল-হাফিজ। তিনি একটি বৃহৎ হাদীসগ্রন্থ (মুসনাদ) সংকলন করেছিলেন যা علل (হাদীসের ত্রুটিসমূহ) আলোচনা করে, কিন্তু তা সম্পন্ন করতে পারেননি। (মৃত্যু ২৬২ হি.)। সিয়ারু আলামিন নুব্বালা (১২/ ৪৭৬)। ইবনুস সালাহ তাঁর মুকাদ্দিমাহতে (পৃ. ৬৩) তার (ইয়াকুবের) বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

(2) অর্থাৎ: তিনি তার উদ্দেশ্যের দিকে প্রত্যাবর্তন করেননি। শরহুন নাজিম (১/ ২২৩)।

(3) 'মীম' (পাণ্ডুলিপি) এ: «الصواب» শব্দটি বা-এর উপর যম্মাহ (পেশ) ও ফাতাহ (যবর) উভয় সহকারে (পাওয়া যায়)। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'কাফ', 'লাম', 'নুন', 'সীন', 'আইন' (পাণ্ডুলিপি) থেকে।

(4) 'ইয়া' (পাণ্ডুলিপি) এ: «ابنَ» শব্দটি নাসব (যবর) সহকারে (পাওয়া যায়), যা একটি ভ্রম।
(5) আবূ দাউদ (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) ইমাম আহমাদ-এর মাসায়েল গ্রন্থে (পৃ. ৪২৭) বলেছেন: "আমি আহমাদকে (উত্তরে) বলতে শুনেছি যখন তাঁকে বলা হলো: একজন লোক বলল: 'উরওয়াহ আন্না আয়েশা' (উরওয়াহ যে আয়েশা), এবং 'উরওয়াহ আন আয়েশা ক্বালাত: ইয়া রাসূল আল্লাহ' (উরওয়াহ আয়েশা থেকে বলেছেন: হে আল্লাহর রাসূল), এবং 'আন উরওয়াহ আন আয়েশা' (উরওয়াহ থেকে, আয়েশা থেকে); এইগুলি কি সমান? তিনি বললেন: কীভাবে তা সমান হতে পারে? অর্থাৎ: তা সমান নয়।" আল-কিফায়াহ (পৃ. ৪০৭), মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (পৃ. ৬২), এবং শরহুন নাজিম (১/ ২২৬)।

146. وَكَثُرَ اسْتِعْمَالُ «عَنْ» فِي ذَا الزَّمَنْ ... إِجَازَةً، وَهُوَ بِوَصْلٍ مَا قَمَنْ[1]

(1) في ح: «قمِن» بكسر الميم، وفي د، ن: بفتح الميم وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ي، ك، ل، م، س، ع، ف.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 226): «بفتح الميم لمناسبة ما قَبْلَه، وفي الميم لغتان: الفتح والكسر، ومعناه: حقيق بذلك وجدير به».
وكتب المؤلِّف بخطِّه في حاشية و: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي ... (أ) عليّ. كتبه: مؤلفه».
(أ) كلمة لم تظهر.

১৪৬. এই যুগে 'আন' (عن) এর ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে ... সনদ হিসেবে, তবে তা সংযুক্ত বর্ণনার জন্য উপযুক্ত নয়।[১]

(১) 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে: 'ক্বামিন' (قِمِن) মিমের কাসরা (নিচের স্বরচিহ্ন) সহকারে, আর 'দাল' (د) ও 'নুন' (ن) পাণ্ডুলিপিতে: মিমের ফাতহা (উপরের স্বরচিহ্ন) ও কাসরা (নিচের স্বরচিহ্ন) উভয় সহকারে। আর যা প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ মূল পাঠ হিসেবে গৃহীত) তা 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'ইয়া' (ي), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'মিম' (م), 'সিন' (س), 'আইন' (ع), 'ফা' (ف) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থকার (নাজিম), আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১/২২৬) বলেছেন: "পূর্বের অংশের সাথে সামঞ্জস্যের জন্য মিমের ফাতহা সহকারে (পঠিত)। মিমের জন্য দুটি উচ্চারণ রূপ রয়েছে: ফাতহা এবং কাসরা। আর এর অর্থ হলো: এর যোগ্য এবং এর উপযুক্ত।"

আর লেখক তাঁর নিজ হাতে 'ওয়াও' (و) পাণ্ডুলিপির মার্জিনে লিখেছেন: "জামালুদ্দিন আব্দুল্লাহ আন-নাবিতির কাছে পৌঁছেছে ... (অস্পষ্ট শব্দ) 'আলি'। লিখেছেন: এর লেখক।"

(আলিফ) শব্দটি অস্পষ্ট/অনুপস্থিত।

تَعَارُضُ الْوَصْلِ وَالْإِرْسَالِ، أَوِ الرَّفْعِ وَالْوَقْفِ

147. وَاحْكُمْ لِوَصْلِ[1] ثِقَةٍ فِي الْأَظْهَرِ ... وَقِيلَ: بَلْ إِرْسَالِهِ لِلْأَكْثَرِ[2]

148. وَنَسَبَ الْأَوَّلَ لِلنُّظَّارِ[3] ... أَنْ[4] صَحَّحُوهُ، وَقَضَى الْبُخَارِي

149. لِوَصْلِ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِي» ... مَعْ كَوْنِ مَنْ أَرْسَلَهُ كَالْجَبَلِ[5]

---

(1) في ي: «بوصل».

(2) نسبه الخطيب في الكفاية (ص 411) لأكثر أصحاب الحديث.

(3) في ل، ونسخة على حاشية ي: «للنُّظَارِ» بتخفيف الظَّاء، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ي، ك، م، ن، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 215): «بضم النون وتشديد الظَّاء»، ونحوه في فتح الباقي لزكريَّا الأنصاري (1/ 217).

(4) في ي: «أن» بفتح الهمزة وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 215): «بفتح الهمزة وتخفيف النون»، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 217): «بفتح الهمزة».

(5) حديث: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه متَّصلاً: أبو داود (2085)، والتِّرمذي وحسَّنه (1101)، من طريق يونس، وإسرائيل، وأخرجه التِّرمذيُّ (1101)، وابن ماجه (1881) من طريق أبي عوانة، وأخرجه التِّرمذيُّ (1101)، وابن حبان (3983) و (3984) من طريق شريك النخعي، وزهير بن معاوية.

خمسَتهم (يونس، وإسرائيل، وأبو عوانة، وشريك، وزهير) عن أبي إسحاق السَّبيعيّ، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.

وصحح البخاريُّ وصلَه - كما في السُّنن الكبرى للبيهقي (13622) - فقال: «الزيادة من الثقة مقبولة».

وأخرج الحديثَ مرسلاً: عبد الرزاق (10475) عن الثوري، والتِّرمذيُّ في العلل الكبير (ص 155) من طريق شعبة، كلاهما (الثوري، وشعبة) عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم.

قال البخاري: «وشريك وإسرائيل هما مِن أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثَّورِي». العلل الكبير (ص 155).

ওয়াসল ও ইরসালের বিরোধ, অথবা রাফ ও ওয়াকফের বিরোধ

147. এবং `সিকাহ`-এর `ওয়াসল`-কে অগ্রাধিকার দাও, অধিকতর স্পষ্ট মতানুসারে ... এবং বলা হয়েছে: বরং অধিকাংশের মতে `ইরসাল`-কে।[2]

148. এবং প্রথম মতটি তিনি চিন্তাবিদ ও গবেষকগণের প্রতি সম্বন্ধিত করেছেন,[3] ... যে তারা সেটিকে সহীহ বলেছেন, এবং বুখারী রায় দিয়েছেন।[4]

149. `ওয়াসল`-এর জন্য: «অভিভাবক ছাড়া কোনো বিবাহ নেই» (হাদিসটির ক্ষেত্রে), ... যদিও যিনি এটিকে `ইরসাল` রূপে বর্ণনা করেছেন, তিনি পাহাড়ের মতো (দৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য) ছিলেন।[5]

---

(1) 'ইয়া' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: «বি-ওয়াসল» (بوصل) আকারে রয়েছে।

(2) আল-খাতিব তাঁর `আল-কিফায়াহ` (পৃষ্ঠা ৪১১)-তে এটি অধিকাংশ হাদিস বিশেষজ্ঞের প্রতি সম্বন্ধিত করেছেন।

(3) 'লাম' (ل) পাণ্ডুলিপিতে, এবং 'ইয়া' (ي)-এর টীকায় একটি কপিতে: «লিন্নুজার» (لِلنُّظَارِ) (যা বর্ণে হালকা উচ্চারণ সহ) লেখা রয়েছে। এবং 'জিম' (ج), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'ইয়া' (ي), 'কাফ' (ك), 'মিম' (م), 'নুন' (ن), 'সিন' (س) পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে বর্তমান পাঠটি গৃহীত হয়েছে। আল-সাখাওয়ী (রহ.) `ফাতহুল মুগীস` (১/২১৫) গ্রন্থে বলেছেন: «নুন বর্ণে পেশ উচ্চারণ এবং যা বর্ণে তাশদিদ (দ্বিত্ব উচ্চারণ) সহ»। জাকারিয়া আনসারী (রহ.)-এর `ফাতহুল বাকী` (১/২১৭) গ্রন্থেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে।

(4) 'ইয়া' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: «আন্» (أَن) (এই শব্দটির হামযা বর্ণে ফাতহা ও কাসরা উভয় উচ্চারণ সহ) বিদ্যমান। এবং 'আলিফ' (ا), 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'মিম' (م), 'নুন' (ن), 'সিন' (س), 'ফা' (ف) পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে বর্তমান পাঠটি গৃহীত হয়েছে। আল-সাখাওয়ী (রহ.) `ফাতহুল মুগীস` (১/২১৫) গ্রন্থে বলেছেন: «হামযা বর্ণে ফাতহা এবং নুন বর্ণে তাখফিফ (হালকা উচ্চারণ) সহ»। জাকারিয়া আনসারী (রহ.) `ফাতহুল বাকী` (১/২১৭) গ্রন্থে বলেছেন: «হামযা বর্ণে ফাতহা সহ»।

(5) «অভিভাবক ছাড়া কোনো বিবাহ নেই» হাদিসটি `মুত্তাসিল` (সংযুক্ত সনদে) বর্ণনা করেছেন: আবু দাউদ (২০৮৫), এবং তিরমিযী এটিকে `হাসান` (উত্তম) বলেছেন (১১০১), ইউনুস ও ইসরাঈলের সূত্রে। আর তিরমিযী (১১০১), এবং ইবন মাজাহ (১৮৮১) আবু আওয়ানার সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন। এবং তিরমিযী (১১০১), ও ইবন হিব্বান (৩৯৮৩) ও (৩৯৮৪) শারিক আন-নাখাঈ এবং যুহায়র ইবন মুয়াবিয়ার সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।

তাদের পাঁচজনই (ইউনুস, ইসরাঈল, আবু আওয়ানা, শারিক এবং যুহায়র) আবু ইসহাক আস-সাবিয়ী থেকে, তিনি আবু বুরদাহ ইবন আবি মুসা থেকে, তিনি তার পিতা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন।

এবং বুখারী (রহ.) এর `ওয়াসল` (সনদের সংযুক্তি) কে সহীহ বলেছেন - যেমন বায়হাকীর `আস-সুনান আল-কুবরা` (১৩৬২২) তে রয়েছে - তিনি বলেছেন: «`সিকাহ` (বিশ্বস্ত রাবী)-এর সংযুক্তি গ্রহণযোগ্য»।

এবং হাদিসটি `মুরসাল` (বিচ্ছিন্ন সনদে) বর্ণনা করেছেন: আবদুর রাযযাক (১০৪৭৫) সাওরী থেকে, এবং তিরমিযী `আল-ইলাল আল-কাবীর` (পৃষ্ঠা ১৫৫) গ্রন্থে শু'বাহর সূত্রে। তাদের উভয়ই (সাওরী ও শু'বাহ) আবু ইসহাক থেকে, তিনি আবু বুরদাহ থেকে, তিনি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণনা করেছেন।

বুখারী বলেছেন: «শারিক এবং ইসরাঈল, শু'বাহ এবং সাওরী-এর পরে আবু ইসহাকের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম»। `আল-ইলাল আল-কাবীর` (পৃষ্ঠা ১৫৫)।

150. وَقِيلَ: الَاكْثَرُ، وَقِيلَ: الْأَحْفَظُ[1] ... ثُمَّ فَمَا إِرْسَالُ عَدْلٍ يَحْفَظُ

151. يَقْدَحُ فِي أَهْلِيَّةِ الْوَاصِلِ أَوْ ... مُسْنَدِهِ[2] عَلَى الْأَصَحّ[3]، وَرَأَوْا

152. أَنَّ الْأَصَحَّ الْحُكْمُ لِلرَّفْعِ، وَلَوْ ... مِنْ وَاحِدٍ فِي ذَا وَذَا كَمَا حَكَوْا[4]

---

(1) في ز، ح، ك، م: «الاحفظ» بهمزة الوصل.

(2) في ع: «سنده» بدل: «مُسْنَدِهِ».

(3) نسب الخطيب في الكفاية (ص 411) لبعض المحدثين القدحَ فِيمَن يَصِلُ الحديثَ الذي يُرسِلُه الحفاظ.

(4) انظر: الكفاية (ص 417).

وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد الله النَّابِتِي قراءة بحث عليّ. كتبه مؤلفه».

150. এবং বলা হয়েছে: অধিকতর (বর্ণনাকারী), এবং বলা হয়েছে: অধিক স্মৃতিধর (হাফিজ)[1] ... অতঃপর একজন ন্যায়পরায়ণ (আদল) রাবীর 'ইরসাল' (সনদ বিহীন বর্ণনা) যা সে সংরক্ষণ করে, তা কী?

151. তা সংযুক্তকারী (ওয়াসিল) ব্যক্তির যোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে অথবা ... তার মুসনাদকে[2] সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতানুসারে[3]। আর তারা দেখেছেন যে,

152. সর্বাধিক বিশুদ্ধ রায় হলো 'রাফ' (হাদীসকে সরাসরি নবীর প্রতি সম্পর্কিত করা) এর পক্ষে, যদিও ... এই এবং ওই উভয় বিষয়ে (এটি) একজন থেকে (বর্ণিত হয়), যেমন তারা বর্ণনা করেছেন[4]।

---

(1) 'জিম', 'হা', 'কাফ', 'মিম' প্রতিলিপিতে: "সবচেয়ে বেশি স্মৃতিধর" (আল-আহফায) শব্দটি হামযাতুল ওয়াসল (সংযোগকারী হামযাহ) সহকারে লেখা হয়েছে।

(2) 'আইন' প্রতিলিপিতে: "তার সনদ" (সানাদাহু) "তার মুসনাদ" (মুসনাদিহি) এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

(3) খতীব (আল-বাগদাদী) 'আল-কিফায়াহ' (পৃষ্ঠা ৪১১) গ্রন্থে কিছু মুহাদ্দিসের (হাদীসশাস্ত্রবিদ) মন্তব্য উল্লেখ করেছেন যে, যে ব্যক্তি হাফিজগণ কর্তৃক মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হাদীসকে (অর্থাৎ, সনদ বিহীনভাবে সরাসরি নবীর থেকে বর্ণিত হাদীসকে) সংযুক্ত করে, তার (যোগ্যতা) প্রশ্নবিদ্ধ হয়।

(4) দেখুন: 'আল-কিফায়াহ' (পৃষ্ঠা ৪১৭)।

এবং 'ওয়াও' প্রতিলিপির টীকায় – রচয়িতার হস্তাক্ষরে – (লিখিত আছে): "জামালুদ্দিন আব্দুল্লাহ আন-নাবিতী আমার গবেষণাটি পড়ে শেষ করেছেন। এর লেখক এটি লিখেছেন।"

التَّدْلِيسُ

153. «تَدْلِيسُ الإِسْنَادِ» كَمَنْ يُسْقِطُ مَنْ ... حَدَّثَهُ وَيَرْتَقِي بِـ «عَنْ» وَ «أَنَّ»[1]

154. وَ «قَالَ»؛ يُوهِمُ اتِّصَالاً، وَاخْتُلِفْ ... فِي أَهْلِهِ؛ فَالرَّدُّ مُطْلَقاً ثُقِفْ[2]

155. وَالْأَكْثَرُونَ قَبِلُوا مَا صَرَّحَا ... ثِقَاتُهُمْ بِوَصْلِهِ، وَصُحِّحَا[3]

156. وَفِي الصَّحِيحِ عِدَّةٌ كَالْأَعْمَشِ ... وَكَهُشَيْمٍ[4] بَعْدَهُ، وَفَتِّشِ

157. وَذَمَّهُ شُعْبَةُ ذُو الرُّسُوخِ[5] ... وَدُونَهُ: «التَّدْلِيسُ لِلشُّيُوخِ»

---

(1) في هـ، ي، م، ع: «أنْ» مخففَّة، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ك، ل، ن، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 222): «بتشديد النون المُسكَّنة؛ للضَّرورة»، ونحوه قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 225).

(2) أي: وُجِد عن بعضهم. شرح النَّاظم (1/ 238).

(3) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 75)، و «جامع التَّحصيل» للعلائي (ص 98)، وشرح النَّاظم (1/ 238).

(4) هو: هُشَيم بن بَشير بن القاسم بن دينار السُّلَمي، أبو مُعاوية بن أبي خازم الواسطي، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي، (ت 183 هـ). تقريب التهذيب (7312).

(5) عن شُعبة أنه قال: «التَّدليسُ أخو الكذب». أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 107). وعن شعبة أيضاً قال: «والله! لأن أزني أحبُّ إليَّ من أن أُدلِّس». أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ (2/ 780)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (1/ 173)، وابن عدي في الكامل (1/ 107).

তাদলিস

১৫৩. «ইসনাদের তাদলিস» (বর্ণনাসূত্র গোপন করা) এমন যে, কেউ তার উস্তাদকে বাদ দেয়, যিনি তাকে বর্ণনা করেছেন, এবং 'আন' (থেকে) ও 'আন' (যে) শব্দ ব্যবহার করে (তার ঊর্ধ্বতন উস্তাদের সাথে) যুক্ত করে।[১]

১৫৪. আর «কালা» (সে বলল) (শব্দটিও ব্যবহার করা হয়); এতে বর্ণনাসূত্রের ধারাবাহিকতা (ইত্তিসাল) বোঝানোর বিভ্রম সৃষ্টি হয়। এর (অর্থাৎ তাদলিসকারীর) ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে; তাই সাধারণভাবে এর (তাদলিসকারীর) বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করা প্রমাণিত।[২]

১৫৫. তবে অধিকাংশ আলেম তা (অর্থাৎ তাদলিসকারীর বর্ণনা) গ্রহণ করেছেন, যখন তাদের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীরা (স্পষ্টভাবে) এটিকে (বর্ণনাসূত্র) সংযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন এবং এটি সহীহ (প্রমাণিত) করা হয়েছে।[৩]

১৫৬. আর সহীহ গ্রন্থে আল-আ'মাশ এবং তার পরে হুশাইম-এর মতো একাধিক (বর্ণনাকারী) রয়েছেন; তুমি (এ ব্যাপারে) অনুসন্ধান করো।[৪]

১৫৭. এবং গভীর জ্ঞানের অধিকারী শু'বা এর (তাদলিসের) নিন্দা করেছেন।[৫] আর এর চেয়ে কম গুরুতর হলো: «শায়খদের তাদলিস» (উস্তাদদের নাম বা পরিচয় গোপন করা)।

---

(১) 'হা', 'ইয়া', 'মিম', 'আইন' (লিপ্যন্তর)-এ: 'আন' (নুন-এ হালকা) রূপে রয়েছে। আর 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'ওয়াও', 'জা', 'হা', 'কাফ', 'লাম', 'নুন', 'সিন' (লিপ্যন্তর) থেকে যা প্রমাণিত, তা (মূল পাঠে) রয়েছে। ইমাম সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীস' (১/২২২) গ্রন্থে বলেন: "কাব্যের প্রয়োজনে তাশদীদযুক্ত সাকিন নুন।" অনুরূপ কথা ইমাম যাকারিয়া আনসারী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল বাকি' (১/২২৫) গ্রন্থে বলেছেন।

(২) অর্থাৎ: তাদের কারো কারো থেকে এটি পাওয়া গেছে। শারহুন-নাযিম (১/২৩৮)।

(৩) দেখুন: মুকাদ্দিমাতু ইবনিস-সালাহ (পৃ. ৭৫), এবং আলাঈ-এর 'জামি'উত-তাহসীল' (পৃ. ৯৮), ও শারহুন-নাযিম (১/২৩৮)।

(৪) তিনি হলেন: হুশাইম ইবনু বাশীর ইবনুল কাসিম ইবনু দীনার আস-সুলামী, আবু মু'আবিয়া ইবনু আবী খাযিম আল-ওয়াসিতী। নির্ভরযোগ্য, সুপ্রতিষ্ঠিত, প্রচুর তাদলিস ও ইরসাল খাফীকারী (গোপন মুরসাল বর্ণনাকারী)। (মৃত্যু ১৮৩ হি.)। তাকরীবুত-তাহযীব (৭৩১২)।

(৫) শু'বা (রহ.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন: "তাদলিস হলো মিথ্যার ভাই।" এটি ইবনু আদী 'আল-কামিল' (১/১০৭) গ্রন্থে সংকলন করেছেন। আর শু'বা (রহ.) থেকে আরও বর্ণিত, তিনি বলেছেন: "আল্লাহর কসম! আমার কাছে ব্যভিচার করা, তাদলিস করার চেয়ে অধিক প্রিয়।" এটি

ফাসাবী ‘আল-মা’রিফাহ ওয়াত-তারীখ’ (২/৭৮০) গ্রন্থে, ইবনু আবী হাতিম ‘আল-জারহ ওয়াত-তা’দীল’ (১/১৭৩) গ্রন্থে, এবং ইবনু আদী ‘আল-কামিল’ (১/১০৭) গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

158. أَنْ يَصِفَ[1] الشَّيْخَ بِمَا لَا يُعْرَفُ ... بِهِ، وَذَا بِمَقْصَدٍ[2] يَخْتَلِفُ

159. فَشَرُّهُ لِلضَّعْفِ وَاسْتِضْغَارَا ... وَكَالْخَطِيبِ يُوهِمُ اسْتِكْثَارَا[3]

---

(1) في ج: «نصف» بالنُّون، ولم تنقط في ز، وفي م: «يصفِ» بكسر الفاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، ن، س، ع، ف. وتقدير الكلام: أن يصف المدلسُ شيخه. قاله النَّاظم في شرحه (1/ 240).

(2) في ح، ي: «بمقصِد» بكسر الصَّاد، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 227)، وزكريَّا الأنصاري في فتح الباقي (1/ 229): «بكسر المُهملة».

والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

وهو كذلك في «النُّكت الوفيَّة» للبقاعي (1/ 449)، وجوَّز أن يكون بالكسر أيضاً على إرادة محلِّ القصد، وكذلك ضبَطَ النَّاظم هذه الكلمة بفتح الصَّاد في ألفيَّة السِّيرة عند قوله: «ألفيَّةً حاوِيَةً للمَقصَدِ»؛ في النُّسخة التي بخطِّه في مكتبة برنستون (3520).

قال الفيُّوميُّ رحمه الله في المصباح المنير (2/ 504): «مَقصَدي بفتحِ الصَّادِ، واسمُ المكان بكسرِها».

وقال البرماوي في الفوائد السَّنِيَّة (3/ 12): «والمقصَد: بفتح الصَّاد بمعنى القصد؛ لأنَّ المَفْعَل منه بالفتح: المصدَرُ، وبالكسرِ: المكان والزَّمان».

(3) انظر: مقدِّمة ابن الصلاح (ص 76).

158. যে শায়খের এমন গুণ বর্ণনা করা যা দ্বারা তিনি পরিচিত নন, এবং এর উদ্দেশ্য ভিন্ন … নিয়ে হয়

159. ফলে এর নিকৃষ্টতা হলো দুর্বলতা ও হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য … আর খতিবের মতো করে এর দ্বারা আধিক্যের বিভ্রম সৃষ্টি করা হয়[3]

---

(1) 'জিম' (ج) নুসখায় 'নসিফ' (নুন অক্ষর দ্বারা লিখিত), এবং 'যা' (ز) নুসখায় তাতে নুকতা ছিল না। আর 'মিম' (م) নুসখায় 'ইয়াসিফি' (ফা-এর নিচে কাসরা দ্বারা)। আর মূল পাঠে যা উল্লেখিত, তা আলিফ, বা, দাল, হা, ওয়াও, হা, ইয়া, কাফ, লাম, নুন, সিন, আইন, ফা নুসখা থেকে গৃহীত। উক্তিটির আনুমানিক অর্থ হলো: যে মুদাল্লিস (তথ্য গোপনকারী) তার শায়খের বর্ণনা দেবে। এ কথা গ্রন্থকার তার ব্যাখ্যায় (১/২৪০) উল্লেখ করেছেন।

(2) 'হা' (ح) ও 'ইয়া' (ي) নুসখায় 'বিমাকসিদ' (সাদ-এর নিচে কাসরা দ্বারা)। ইমাম সাখাভি (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল মুগিস (১/২২৭) গ্রন্থে এবং যাকারিয়্যা আল-আনসারি ফাতহুল বাকি (১/২২৯) গ্রন্থে বলেছেন: "নুকতাবিহীন অক্ষরটির কাসরা দ্বারা।"

আর মূল পাঠে যা উল্লেখিত, তা বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, কাফ, লাম, মিম, নুন, সিন, আইন, ফা নুসখা থেকে গৃহীত।

বিকাঈ রচিত আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যা (১/৪৪৯) গ্রন্থেও অনুরূপভাবে আছে। এবং তিনি উদ্দেশ্যস্থল বোঝাতে কাসরা দিয়েও ব্যবহার জায়েয বলেছেন। একইভাবে গ্রন্থকার এই শব্দটি সাদ-এর উপর ফাতহা দ্বারা আলফিয়্যাতুস সিরাহ গ্রন্থে তার এই উক্তি: "একটি আলফিয়্যা যা উদ্দেশ্যকে ধারণ করে" (অংশটিতে) বিন্যাস করেছেন; যা প্রিন্সটন গ্রন্থাগারে (৩৫২০) সংরক্ষিত তার স্বহস্তে লিখিত নুসখায় রয়েছে।

ইমাম ফায়্যুমি (রহিমাহুল্লাহ) আল-মিসবাহুল মুনীর (২/৫০৪) গ্রন্থে বলেছেন: "মাকসাদি (সাদ-এর উপর ফাতহা দ্বারা), আর স্থানবাচক বিশেষ্যটি কাসরা দ্বারা।"

এবং আল-বারমাভি আল-ফাওয়াইদ আস-সানিয়্যা (৩/১২) গ্রন্থে বলেছেন: "আর 'আল-মাকসাদ' (সাদ-এর উপর ফাতহা দ্বারা) উদ্দেশ্য (আল-কাসদ) অর্থে; কারণ 'মাফআল' (مَفْعَل) প্যাটার্নের যে শব্দ ফাতহা দ্বারা হয়, তা মাসদার (ক্রিয়া বাচক বিশেষ্য), আর কাসরা দ্বারা হলে তা স্থান ও কাল বোঝায়।"

(3) দেখুন: ইবনুল সালাহ-এর মুকাদ্দিমাহ (পৃষ্ঠা ৭৬)।

160. وَالشَّافِعِيُ أَثْبَتَهُ بِمَرَّةِ[1] ... قُلْتُ: وَشَرُّهَا[2] أَخُو «التَّسْوِيَةِ»[3]

(1) في ي: «بمرةٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

قال الشافعيُّ في الرِّسالة (1/ 379): «ومَن عرَفْناه دلَّس مَرَّةً فقَدْ أبَان لنا عورته في رِوايتِه، وليست تلك العورةُ بالكذب فنَرُدَّ بها حديثَه، ولا النَّصيحةِ في الصِّدق، فنقبلَ مِنه ما قبِلْنا مِن أهل النَّصيحة في الصِّدق! فقلنا: لا نقبل من مُدلِّسٍ حديثاً حتى يقولَ فيه: (حدَّثني) أو (سمِعْتُ)».

(2) في نسخة على حاشية ك: «شرُّهُ».

(3) في حاشية ج: «بلغت سماعاً في التاسع»، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

১৬০. আর শাফেয়ী (রহঃ) একবারের জন্যও এটিকে সাব্যস্ত করেছেন[1] ... আমি বলি: এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো ‘তাসবিয়া’কারী[2][3]

(1) ‘ইয়া’ (ي) পাণ্ডুলিপিতে: ‘বিমাররাতিন’ (بمرةٍ) জার ও তানবিনসহ। এবং যা নিশ্চিত করা হয়েছে তা ‘বা’ (ب), ‘জিম’ (ج), ‘দাল’ (د), ‘হা’ (هـ), ‘ওয়াও’ (و), ‘যা’ (ز), ‘হা’ (ح), ‘কাফ’ (ك), ‘লাম’ (ل), ‘মীম’ (م), ‘নূন’ (ن), ‘সীন’ (س), ‘আইন’ (ع), ‘ফা’ (ف) থেকে।
শাফেয়ী (রহঃ) ‘আর-রিসালা’ (১/৩৭৯) গ্রন্থে বলেছেন: “আমরা যার সম্পর্কে জানি যে, সে একবারও (বর্ণনায়) ‘তাদলিস’ (تدليس - তথ্য গোপন) করেছে, সে তার বর্ণনায় আমাদের কাছে তার দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। আর সেই দুর্বলতা এমন মিথ্যা নয় যে, এর কারণে আমরা তার

হাদীস প্রত্যাখ্যান করব। আর না তা সত্যবাদিতার ক্ষেত্রে এমন উপদেশ যে, আমরা তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করব যা আমরা সত্যবাদী উপদেশদাতাদের কাছ থেকে গ্রহণ করি! সুতরাং আমরা বলি: আমরা কোনো 'মুদাল্লিস' (مدلس) এর কাছ থেকে কোনো হাদীস গ্রহণ করি না, যতক্ষণ না সে তাতে বলে: 'তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন' (حدثني) অথবা 'আমি শুনেছি' (سمعت)।"

(2) 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপির টীকায়: 'শাররুহু' (شره)।

(3) 'জিম' (ج) পাণ্ডুলিপির টীকায়: 'এটি নবম (হিঃ) সালে শ্রবণের মাধ্যমে পৌঁছেছে'। এবং 'ওয়াও' (و) পাণ্ডুলিপির টীকায় – সংকলকের নিজ হস্তাক্ষরে: 'আমার গবেষণাপত্রটি জামালুদ্দিন আব্দুল্লাহ আন-নাবিতী পাঠের মাধ্যমে লাভ করেছেন। লিখেছেন: এর লেখক।'

الشَّاذُّ [1]

161. وَ «ذُو الشُّذُوذِ»: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ ... فِيهِ الْمَلَا؛ فَالشَّافِعِيُّ حَقَّقَهْ[2]

162. وَالْحَاكِمُ: الْخِلَافَ فِيهِ مَا اشْتَرَطْ[3] ... وَلِلْخَلِيلِيْ[4]: مُفْرَدُ الرَّاوِي فَقَطْ[5]

163. وَرَدَّ مَا قَالَا بِفَرْدِ الثِّقَةِ ... كَـ «النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَا وَالْهِبَةِ»[6]

---

(1) «الشَّاذُّ» سقطت من ع.

(2) في م، ن: «حقَّقه» مخففة، وفي ح: «حقَّقهُ» بضمِّ الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، س، ع، ف.

قال الشَّافعيُّ رحمه الله: «ليس الشَّاذُّ من الحديث أن يرويَ الثِّقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذٍّ، إنَّما الشَّاذُّ أن يرويَ الثِّقة حديثاً يخالف فيه الناس، هذا الشَّاذُّ من الحديث «معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 119).

(3) قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 119): «فأما الشَّاذُّ فإنه حديثٌ يتفرَّد به ثقةٌ من الثِّقات، وليس للحديث أصلٌ متابعٌ لذلك الثِّقة».

(4) هو: أبو يعلى الخليل بن عبد الله بن أحمد الخَليلي، القَزْويني، القاضي، العلَّامة، الحافظ، صاحب كتاب «الإرشاد في معرفة المحدثين»، (ت 430 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 666).

(5) قال الخليلي رحمه الله في الإرشاد (1/ 176): «والذي عليه حفَّاظ الحديث: الشَّاذُّ ما ليس له إلا إسنادٌ واحدٌ يشذُّ بذلك شيخٌ، ثقةً كان أو غيرَ ثقةٍ، فما كان عن غيرِ ثقةٍ فمتروكٌ لا يقبل، وما كان عن ثقةٍ يُتوقَّف فيه ولا يُحتجُّ به».

(6) في ع: «الثقة»، و «الهبة» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.

يريد النَّاظم رحمه الله حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البخاري (2535)، ومسلم (1506): «نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الولاء وعن هبته» تفرَّد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال مسلم رحمه الله: «النَّاسُ كلُّهم عيالٌ على عبد الله بن دينار في هذا الحديث».

শায (Shādh) [1]

161. এবং «শুযুয (Shudhūdh)-এর অধিকারী» হলো: যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর বিরোধিতা করে ... এক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষের; সুতরাং ইমাম শাফিঈ এটি নিশ্চিত করেছেন।[2]

162. আর হাকেম: এতে বিরোধকে শর্ত করেননি[3] ... আর খালীলী[4] (বলেছেন): শুধু বর্ণনাকারীর একক বর্ণনা।[5]

163. এবং তারা যা বলেছেন, নির্ভরযোগ্যের একক বর্ণনার মাধ্যমে তা খণ্ডন করেছেন ... যেমন «'ওয়ালা' (الولاء) বিক্রয় ও হেবা (দান) এর নিষেধাজ্ঞা»।[6]

---

(1) «শায» (الشَّاذُّ) শব্দটি 'আইন' পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(2) মিম ও নুন পাণ্ডুলিপিতে: «হাক্কাকাহু» (حقّقه) হালকাভাবে (তাজদীদবিহীন) এসেছে, এবং হা পাণ্ডুলিপিতে: «হাক্কাকাহু» (حقّقهُ) হা (ه) বর্ণে যম্মা (পেশ) সহ এসেছে। আর বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, ইয়া, কাফ, লাম, সিন, আইন ও ফা পাণ্ডুলিপি থেকে প্রমাণিত পাঠ নেওয়া হয়েছে।
ইমাম শাফিঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: «হাদীসের শায (দুর্বল) সেটি নয় যে, একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এমন কিছু বর্ণনা করবে যা অন্য কেউ বর্ণনা করে না। এটি শায (দুর্বল) নয়। বরং শায (দুর্বল) হলো এই যে, একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এমন একটি হাদীস বর্ণনা করবে যেখানে সে (অন্যান্য) লোকের (ব্যাপক সংখ্যক) বিরোধিতা করবে। এটিই হাদীসের শায (দুর্বল) প্রকার।» [হাকেমের 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস' (পৃষ্ঠা ১১৯)]
(3) ইমাম হাকেম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'মা'রিফাতু উলূমিল হাদীস' (পৃষ্ঠা ১১৯) গ্রন্থে বলেছেন: «আর শায (দুর্বল) হলো এমন একটি হাদীস যা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে একজন এককভাবে বর্ণনা করে, এবং সেই নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর জন্য হাদীসের কোনো মূল অনুসরণকারী (সমর্থক) থাকে না।»
(4) তিনি হলেন: আবূ ইয়া'লা আল-খালীল ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আল-খালীলী, আল-কাযভীনী, বিচারপতি, মহাজ্ঞানী, হাফিয (স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন), 'আল-ইরশাদ ফী মা'রিফাতিল মুহাদ্দিসীন' গ্রন্থের রচয়িতা, (মৃত্যু ৪৩০ হিজরী)। [সিয়ার আ'লামিন নুবালার (১৭/৬৬৬)]
(5) ইমাম খালীলী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'আল-ইরশাদ' (১/১৭৬) গ্রন্থে বলেছেন: «হাদীসের হাফিযগণ (বিশেষজ্ঞগণ) যার ওপর আছেন তা হলো: শায (দুর্বল) হলো সেটি যার একটি মাত্র সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) আছে এবং একজন শায়খ (শিক্ষক) তাতে এককভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি নির্ভরযোগ্য হোন বা অনির্ভরযোগ্য হোন (উভয় ক্ষেত্রে)। সুতরাং যা অনির্ভরযোগ্য থেকে আসে তা পরিত্যক্ত এবং অগ্রহণযোগ্য, আর যা নির্ভরযোগ্য থেকে আসে তাতে বিরতি দেওয়া হয় এবং তা দিয়ে প্রমাণ পেশ করা হয় না।»
(6) 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে: «আস-সিকাহ» (السّقهْ) এবং «আল-হিবাহ» (الهبهْ) হা (ه) বর্ণের সুকুন (যযম) সহ এসেছে। আর বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন, সিন ও ফা পাণ্ডুলিপি থেকে প্রমাণিত পাঠ নেওয়া হয়েছে।
লেখক (নাযিম, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত বুখারী (২৫৩৫) ও মুসলিম (১৫০৬) এর হাদীসকে বুঝিয়েছেন: «রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ওয়ালা' (الولاء) বিক্রয় এবং তা হেবা (দান) করতে নিষেধ করেছেন।» আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার এককভাবে ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: «এই হাদীসের ক্ষেত্রে সকল মানুষ আব্দুল্লাহ ইবনে দীনারের উপর নির্ভরশীল (অর্থাৎ তাঁর বর্ণনার ওপরই নির্ভর করে)।»

164. وَقَوْلِ[1] مُسْلِمٍ: رَوَى الزُّهْرِيُّ ... تِسْعِينَ فَرْداً كُلُّهَا قَوِيُّ[2]

165. وَاخْتَارَ فِيمَا[3] لَمْ يُخَالِفْ أَنَّ مَنْ ... يَقْرُبُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرْدُهُ حَسَنْ[4]

166. أَوْ بَلَغَ الضَّبْطَ فَصَحِّحْ، أَوْ بَعُدْ ... عَنْهُ فَمِمَّا شَذَّ فَاطْرَحْهُ وَرُدَّ

---

(1) في س: «وقولُ» بالرَّفع، وفي ج، م: بالجرِّ والرَّفع معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، ف؛ عطفاً على الاسم المجرور (بِفَرْدِ).

(2) قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عقب الحديث (1647): «وللزُّهريِّ نحوٌ من تسعين حديثاً يرويه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحدٌ بأسانيدَ جيادٍ».

(3) في ع: «فيمن» بدل: «فِيمَا».

(4) في حاشية أ: «بلغ مقابلةً على نسخة الأصل المنقول منها على حَسَب الجهد والطاقة».

164. এবং মুসলিমের[1] উক্তি: যুহরী বর্ণনা করেছেন... নব্বইটি একক বর্ণনা (ফার্দ) যার সবগুলোই শক্তিশালী[2]

165. এবং তিনি এমন বিষয়ে বেছে নিয়েছেন[3] যাতে তিনি দ্বিমত করেননি যে, যে ব্যক্তি... স্মৃতিশক্তির নিঁখুততার (দাবত) কাছাকাছি, তার একক বর্ণনাটি (ফার্দ) হাসান (শ্রেণির)[4]

166. অথবা যদি স্মৃতিশক্তির নিঁখুততা (দাবত) অর্জন করে, তবে তাকে সহীহ (প্রমাণ্য) বলো, অথবা যদি তা থেকে দূরে সরে যায়... তবে তা বিচ্ছিন্ন (শাদ্দ) শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তা প্রত্যাখ্যান করো এবং বাতিল করো।

---

(1) সা (س)-তে রয়েছে: «وقولُ» (ওয়া ক্বাওলু) পেশ (রফা) সহকারে, আর জি (ج) ও মীম (م)-এ রয়েছে: জার (নিচের স্বরচিহ্ন) ও রফা (উপরের স্বরচিহ্ন) উভয়ই। আর (উপরে) যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা আলিফ (أ), বা (ب), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), ইয়া (ي), কাফ (ك), লাম (ل), ফা (ف) থেকে নেওয়া হয়েছে; (কারণ এটি) মাজরূর (জার-যুক্ত) বিশেষ্য (বিফার্দি) এর উপর আতফ (সংযোজিত) হিসেবে।

(2) ইমাম মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ গ্রন্থে ১৬৪৭ নং হাদিসের পর বলেছেন: "যুহরীর এমন প্রায় নব্বইটি হাদিস রয়েছে যা তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, যার সানাদগুলো (বর্ণনাসূত্র) উত্তম হওয়া সত্ত্বেও তাতে কেউ তার সাথে অংশীদার হয়নি (অর্থাৎ তিনি এককভাবে বর্ণনা করেছেন)।"

(3) আইন (ع)-এ রয়েছে: «فيمن» (ফিমান) 'ফীমা' (ফীমা) এর বদলে।

(4) আলিফ (أ)-এর পাদটীকায় রয়েছে: "পরিশ্রম ও সামর্থ্য অনুযায়ী যে মূল অনুলিপি থেকে (এটি) স্থানান্তরিত করা হয়েছে, সেটির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে (মুকা-বাল্লাহ)।"

الْمُنْكَرُ

167. وَ «الْمُنْكَرُ»: الْفَرْدُ؛ كَذَا الْبَرْدِيجِي[1] ... أَطْلَقَ[2]، وَالصَّوَابُ فِي التَّخْرِيجِ

168. إِجْرَاءُ تَفْصِيلٍ لَدَى الشُّذُوذِ مَرَّ ... فَهُوَ بِمَعْنَاهُ؛ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ

---

(1) في س، ف: «البرذيجي» بالذَّال المعجمة، وفي ز، ل: «البرديجي» بفتح الباء وكسرها معاً، والمثبت من د، هـ، و، ح، ي، ك، م، ن.

(2) قال الحافظ البَرْدِيجي: «الحديثُ الذي ينفردُ به الرجلُ ولا يُعرَفُ متنُه من غيرِ روايتِه، لا من الوجهِ الذي رواه منه، ولا مِنْ وجهٍ آخر». مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 80).

আল-মুনকার

167. আর "আল-মুনকার" (অস্বীকৃত) হলো: একক (ফারদ) বর্ণনা; আল-বারদীজি[1] এমনটাই সাধারণভাবে বলেছেন[2]। কিন্তু হাদীসের মান নির্ণয় ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সঠিক হলো

168. শুজুজ (ব্যতিক্রমী বর্ণনা)-এর ক্ষেত্রে যেভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে (আগে), (মুনকারও) সে একই অর্থে ব্যবহৃত হয়; শাইখ তেমনই উল্লেখ করেছেন।

---

(1) স (সীন) ও ফ (ফা) (পাণ্ডুলিপি)-তে 'আল-বারযীজি' (البرذيجي) যাল (ذ) বর্ণ সহ (উল্লেখ আছে), এবং য (যায়) ও লাম (লাম) (পাণ্ডুলিপি)-তে 'আল-বারদীজি' (البرديجي) বা-এর ফাতহা ও কাসরা উভয় সহ (উল্লেখ আছে)। আর বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত পাঠটি দাল, হা, ওয়াও, হা, ইয়া, কাফ, মীম, নুন (পাণ্ডুলিপি) থেকে নেওয়া হয়েছে।

(2) হাফিজ আল-বারদীজি বলেছেন: "যে হাদীসটি কোনো ব্যক্তি এককভাবে বর্ণনা করে এবং তার বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোনো সূত্রে তার মূল পাঠ (মতন) জানা যায় না, না যে পথে সে বর্ণনা করেছে সে পথ থেকে, আর না অন্য কোনো পথ থেকে।" (মুকাদ্দিমাতু ইবন আস-সালাহ, পৃ. ৮০)।

169. نَحْوُ[1]: «كُلُوا الْبَلَحَ بِالتَّمْرِ» الْخَبَرُ[2] ... وَمَالِكٌ[3] سَمَّى ابْنَ عُثْمَانَ عُمَرْ[4]

---

(1) في ب، ج، د، هـ، و، ك: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ز، م، ن.

(2) يريد النَّاظم رحمه الله حديث: «كُلُوا البَلَحَ بِالتَّمْرِ، كُلُوا الخَلَقَ بِالجَدِيدِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَغْضَبُ، وَيَقُولُ: بَقِيَ ابْنُ آدَمَ حَتَّى أَكَلَ الخَلَقَ بِالجَدِيدِ». أخرجه ابن ماجه (3330)، والنَّسائي في الكبرى (6894)، والبزَّار (33)، وأبو يعلى الموصلي (4399).

والعقيلي في الضُّعفاء (4/ 275)، وابن حبَّان في المجروحين (2/ 120)، وابن عدي في الكامل (9/ 105)، من طريق يحيى بن محمد بن قيس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً.

قال البزَّار رحمه الله: «لا نعلم أحداً رواه عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها؛ غير يحيى بن محمد بن قيس»، ونحوه للعُقَيلي وابن عَدي، وقال النَّسائيُّ رحمه الله كما في تحفة الأشراف للمزِّي (12/ 224) -: «منكر»، وقال ابن حبَّان رحمه الله: «وهذا كلامٌ لا أصل له من حديث النَّبيّ صلى الله عليه وسلم «.

(3) في أ، ب: «ومالكٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي هـ، و، ي، ك، ل، بالرَّفع والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من ج، د، ز، ح، م، ن، ع.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 467): «قولُهُ: (ومالك) عطفٌ على (كلوا)، أي: نحو كلوا، ونحو مالكٍ في تسميةِ ابنِ عثمانَ عمرَ، وهوَ على حذفِ مضافٍ، أي: ونحو تسميةِ مالكٍ، فكأنهُ قيلَ: ما سَمَّى؟ قالَ: سَمَّى ابنَ عثمانَ عمرَ، أو يكونُ التقديرُ: ونحو مالكٍ في أن سَمَّى ... ».

(4) روى مالك في الموطَّأ برواية اللَّيثي (492) ورواية الشَّيباني (728) حديثَ «لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ، وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ» مِن طريق الزُّهريّ، عن عليّ بن الحسين، عن عُمَرَ بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما مرفوعاً.

وخالفَ مالكاً جماعةٌ؛ منهم: ابن جُرَيْج عند البخاري (6764)، وابن عُيَيْنة عند مسلم (1614)، وسمَّوا الرَّاوي عن أسامة رضي الله عنه: (عَمْراً بن عثمان)، وهو: عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص، الأموي، أبو عثمان، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب (5077).

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 255): «هكذا مَثَّلَ ابن الصَّلاحِ بهذا المثالِ، وفيه نَظَرٌ مِن حيثُ إنَّ هذا الحديثَ ليس بمُنكَر، ولم يُطلِق عليه أحد اسمَ النَّكارة فيما رأيتُ، والمتنُ ليسَ بمُنكَرٍ، وغايتُه أن يكون السَّندُ مُنكَراً، أو شاذّاً لمخالفة الثِّقات لمالك في ذلك، ولا يَلزَمُ مِن شذوذِ السَّندِ ونكارَتِه وجودُ ذلك الوَصفِ في المَتنِ».

১৬৯. যেমন[১]: «তোমরা কাঁচা খেজুরের সাথে পাকা খেজুর খাও» —এই বর্ণনাটি[২] … আর মালিক[৩] উসমানের পুত্রকে উমর নাম দিয়েছেন[৪]

---

(১) বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, কাফ-এর নুসখায়: ‘নাহওয়া’ নসব (accusative) রূপে আছে, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা জাল, মিম, নুন থেকে নেওয়া হয়েছে।

(২) গ্রন্থকার (নাজিম), আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, এই হাদিসটি বুঝিয়েছেন: «তোমরা কাঁচা খেজুরের সাথে পাকা খেজুর খাও, পুরনো (জীর্ণ) পোশাকের সাথে নতুন পোশাক ব্যবহার করো, কারণ এতে শয়তান ক্রোধান্বিত হয় এবং বলে: আদম সন্তান বেঁচে রইলো এবং পুরনো (জীর্ণ) পোশাকের সাথে নতুন পোশাকও ব্যবহার করলো।» এটি ইবনে মাজাহ (৩৩০৩), নাসায়ী তাঁর ‘আল-কুবরা’তে (৬৮৯৪), বাজ্জার (৩৩), আবু ইয়া’লা আল-মাওসিলি (৪৩৯৯), আল-উকাইলী তাঁর ‘আদ-দু’আফা’তে (৪/২৭৫), ইবনে হিব্বান তাঁর ‘আল-মাজরুহীন’এ (২/১২০), এবং ইবনে আদি তাঁর ‘আল-কামিল’এ (৯/১০৫) বর্ণনা করেছেন, ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ বিন কাইসের সূত্রে, হিশাম বিন উরওয়াহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে, ‘মারফু’ (নবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

বাজ্জার, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, বলেছেন: ‘আমরা ইয়াহইয়া বিন মুহাম্মদ বিন কাইস ব্যতীত অন্য কাউকে জানি না যিনি এটি হিশাম বিন উরওয়াহ থেকে, তাঁর পিতা থেকে, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণনা করেছেন।’ অনুরূপ কথা উকাইলী এবং ইবনে আদিও বলেছেন, আর নাসায়ী, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, যেমন আল-মিযযির ‘তুহফাতুল আশরাফ’এ (১২/২২৪) রয়েছে – বলেছেন: ‘এটি মুনকার (অস্বীকার্য/দুর্বল)।’ এবং ইবনে হিব্বান, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, বলেছেন: ‘এই কথার কোনো ভিত্তি নেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদিস থেকে।’

(৩) আলিফ ও বা-এর নুসখায়: ‘ওয়া মালিকিন’ তানবীন সহ জার (genitive) অবস্থায় আছে, আর হা, ওয়াও, ইয়া, কাফ, লাম-এর নুসখায় রাফ’ (nominative) এবং জার উভয় তানবীন সহ বিদ্যমান, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা জিম, দাল, জাল, হা, মিম, নুন, আইন থেকে নেওয়া হয়েছে।

আল-বিক্বাঈ, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর ‘আন-নুকাতুল ওয়াফিয়াহ’ (১/৪৬৭) গ্রন্থে বলেছেন: «তাঁর উক্তি: (ওয়া মালিকুন) ‘কুলু’ (তোমরা খাও)-এর উপর আতফ (সংযুক্ত)। অর্থাৎ, ‘কুলু’র (তোমরা খাও) মতো, এবং উসমানের পুত্রকে উমর নাম দেওয়ার ক্ষেত্রে মালিকের মতো। আর এটি মুদাফ (সম্বন্ধ পদ) উহ্য রেখে এসেছে, অর্থাৎ: ‘মালিকের নামকরণের মতো’। যেন প্রশ্ন করা হয়েছে: তিনি কার নাম রেখেছিলেন? জবাবে বলা হয়েছে: তিনি উসমানের পুত্রের নাম উমর রেখেছিলেন। অথবা ধারণাটি এমন হতে পারে: আর মালিকের মতো যে তিনি নাম রেখেছিলেন … ।»

(৪) মালিক তাঁর ‘আল-মুয়াত্তা’ গ্রন্থে আল-লাইসি-এর বর্ণনা (৪৯২) এবং আশ-শাইবানি-এর বর্ণনা (৭২৮) অনুসারে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন: «মুসলিম কাফেরের উত্তরাধিকারী হয় না, এবং কাফেরও মুসলিমের উত্তরাধিকারী হয় না» আল-যুহরি-এর সূত্রে, তিনি আলী বিন আল-হুসাইন থেকে, তিনি উমর বিন উসমান থেকে, তিনি উসামা বিন যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে ‘মারফু’ (নবী (সা.)-এর সাথে সম্পর্কিত) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এবং একটি দল মালিকের বিরোধিতা করেছে; তাদের মধ্যে রয়েছেন: বুখারীতে ইবনে জুরাইজ (৬৭৬৪), এবং মুসলিম-এ ইবনে উয়াইনা (১৬১৪), এবং তারা উসামা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করেছেন: (আমর বিন উসমান)। আর তিনি হলেন: আমর বিন উসমান বিন আফফান বিন আবিল আস, আল-উমাভী, আবু উসমান, নির্ভরযোগ্য, তৃতীয় স্তরের বর্ণনাকারী। ‘তাক্বরীবুত তাহযীব’ (৫০৭৭)।

গ্রন্থকার (নাজিম), আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে (১/২৫৫) বলেছেন: «এভাবেই ইবনে সালাহ এই উদাহরণটি পেশ করেছেন, তবে এ বিষয়ে কিছু বিবেচ্য বিষয় রয়েছে এই অর্থে যে, এই হাদিসটি মুনকার (অস্বীকার্য) নয়, এবং আমার দেখা মতে, কেউ এটিকে ‘নাকারাহ’ (অস্বীকার্যতা) নামে আখ্যায়িত করেননি, এবং এর মূলপাঠ (মতন) মুনকার নয়, এর সর্বোচ্চ অবস্থা হলো যে, এর সনদ (বর্ণনাসূত্র) মুনকার হতে পারে, অথবা শায (অস্বাভাবিক/বিরল)

হতে পারে, কারণ বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীরা এক্ষেত্রে মালিকের বিরোধিতা করেছেন, আর সনদের শায (অস্বাভাবিকতা) এবং মুনকার (অস্বীকার্যতা) থেকে এটা আবশ্যক হয় না যে, মূলপাঠেও (মতনে) সেই একই বৈশিষ্ট্য থাকবে।'

(ص: 140)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

170. قُلْتُ: فَمَاذَا؟ بَلْ حَدِيثُ: «نَزْعِهِ ... خَاتِمَهُ[1] عِنْدَ الْخَلَا وَوَضْعِهِ»[2]

(1) في أ، هـ، ي، ك، ل، ف: «خاتَمَه» بفتح التَّاء والميم، وفي ح: «خاتَمُه» بفتح التَّاء وضمِّ الميم، وفي ب، و: بفتح التَّاء وكسرها معاً وفتح الميم، والمثبت من ج، د، م، ن، س.

قال الفيُّوميُّ رحمه الله في المصباح المنير (1/ 163): «الخاتم: بفتح التَّاءِ وكسرِها، والكسرُ أشهرُ».

(2) يريد النَّاظم رحمه الله حديث: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَخَلَ الخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ».

أخرجه أبو داود (19)، والتِّرمذي (1746)، والنَّسائي (5257)، وابن ماجه (303)، من طريق همَّام، عن ابن جريج، عن الزُّهري، عن أنس رضي الله عنه.

قال أبو داود رحمه الله: «هذا حديثٌ منكرٌ، وإنَّما يُعرَف عن ابن جُرَيج، عن زياد بن سعد، عن الزُّهريّ، عن أنس رضي الله عنه: «أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخذ خاتَماً مِن وَرِق، ثم ألقاه»، ونحوه عند الدَّارقطني في العلل (6/ 175)، وقال النَّسائي في السُّنن الكبرى عقب الحديث (9667): «هذا حديثٌ غير محفوظ ».

وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليّ والجماعة سماعاً. كتبه: مؤلفه».

170. আমি বললাম: তাহলে কী? বরং হাদিসটি হলো: «তাঁর আংটি খুলে রাখা... শৌচাগারে প্রবেশের সময় এবং তা রেখে দেওয়া»।

---

(1) অ, হ, ই, ক, ল, ফ-এ রয়েছে: «খাতামাহ» (তা এবং মিম উভয়টিতে ফাতহা সহকারে), আর হা-তে রয়েছে: «খাতামুহ» (তা-তে ফাতহা এবং মিম-এ দম্মা সহকারে), আর বা, ওয়াও-এ রয়েছে: তা-তে ফাতহা ও কাসরা উভয় সহকারে এবং মিম-এ ফাতহা। আর যা গৃহীত হয়েছে, তা হলো জিম, দাল, মিম, নুন, সিন থেকে।

আল-ফায়ূমী (রহ.) আল-মিসবাহ আল-মুনীর (১/১৬৩) গ্রন্থে বলেছেন: «আল-খাতাম (আংটি): তা-তে ফাতহা ও কাসরা উভয় সহকারে (পঠিত হয়), তবে কাসরা অধিক প্রসিদ্ধ।»

(2) গ্রন্থকার (রহ.) এই হাদিসটি বোঝাতে চেয়েছেন: «নবী (সা.) যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন, তখন তাঁর আংটি খুলে রাখতেন।»

আবু দাউদ (১৯), তিরমিযী (১৭৪৬), নাসাঈ (৫২৫৭), এবং ইবনু মাজাহ (৩০৩) এটি হাম্মাম-এর সূত্রে ইবনু জুরাইজ, তিনি যুহরী, তিনি আনাস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ (রহ.) বলেছেন: «এই হাদিসটি মুনকার (অস্বীকৃত), এবং এটি কেবল ইবনু জুরাইজ, তিনি যিয়াদ ইবনু সা'দ, তিনি যুহরী, তিনি আনাস (রা.)-এর সূত্রে পরিচিত, এই মর্মে যে, «নবী (সা.) রূপার একটি আংটি গ্রহণ করেছিলেন, তারপর তা ফেলে দিয়েছিলেন।» আর দারাকুতনী-এর আল-ইলাল (৬/১৭৫) গ্রন্থেও এর অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। এবং নাসাঈ তাঁর সুনানুল কুবরা (৯৬৬৭) গ্রন্থে এই হাদিসের পর বলেছেন: «এই হাদিসটি গায়রে মাহফুজ (অসুরক্ষিত/দুর্বল)।» আর ওয়াও পাণ্ডুলিপির টীকায় - গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে - রয়েছে: «জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ আন-নাবিতী আলী এবং দলের গবেষণাটি শ্রবণের মাধ্যমে পাঠ সম্পূর্ণ করেছেন। লিখেছেন: এর লেখক।»

الِاعْتِبَارُ وَالْمُتَابَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ

171. «الِاعْتِبَارُ»: سَبْرُكَ الْحَدِيثَ؛ هَلْ ... شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فِيمَا حَمَلْ

172. عَنْ شَيْخِهِ، فَإِنْ يَكُنْ شُورِكَ مِنْ ... مُعْتَبَرٍ بِهِ فَـ «تَابِعٌ»، وَإِنْ

173. شُورِكَ شَيْخُهُ فَفَوْقُ فَكَذَا ... وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِداً، ثُمَّ إِذَا

174. مَتْنٌ بِمَعْنَاهُ أَتَى فَـ «الشَّاهِدُ» ... وَمَا خَلَا عَنْ كُلِّ ذَا «مَفَارِدُ»

175. مِثَالُهُ: «لَوْ أَخَذُوا إِهَابَهَا» ... فَلَفْظَةُ «الدِّبَاغِ» مَا أَتَى بِهَا

আল-ই'তিবার, আল-মুতাবা'আত ও আশ-শাওয়াহিদ

১৭১. «আল-ই'তিবার» (اعتبار): তোমার হাদিস পরীক্ষা করা যে, অন্য কোনো বর্ণনাকারী সে যা বর্ণনা করেছে তাতে শরীক হয়েছে কি না।

১৭২. তাঁর শায়খ থেকে (বর্ণনার ক্ষেত্রে)। যদি নির্ভরযোগ্য কেউ তার সাথে শরীক হয়, তাহলে তা হলো «তাবি'» (تابع), আর যদি

১৭৩. তার শায়খ বা তার উপরের কেউ শরীক হয়, তাহলে তা-ও অনুরূপ (তাবি')। এবং কখনো একে «শাহীদ» (شاهد) নামে অভিহিত করা হয়। এরপর যখন

১৭৪. কোনো মাতন (متن - মূল পাঠ) একই অর্থে আসে, তখন তাকে «শাহীদ» (شاهد) বলা হয়। আর যা এ সব থেকে মুক্ত, তা হলো «মাফারিদ» (مفارد)।

১৭৫. এর উদাহরণ: «যদি তারা এর চামড়া নিত...»। আর «চামড়া পাকা করা» (دباغ - দীব্যাগ) শব্দটি এর সাথে আসেনি।

176. عَنْ عَمْرٍو[1] الَّا ابْنُ[2] عُيَيْنَةٍ[3]، وَقَدْ ... تُوبِعَ عَمْرٌو فِي «الدِّبَاغِ» فَاعْتَضَدْ[4]

177. ثُمَّ وَجَدْنَا: «أَيُّمَا إِهَابٍ»[5] ... فَكَانَ فِيهِ شَاهِدٌ فِي الْبَابِ[6]

(1) هو: عمرو بن دينار المكي، أبو محمد الأثرم، الجمحيُّ مولاهم، ثقة ثبت، من الرابعة، (ت 126 هـ). تقريب التهذيب (5024).

(2) في هـ: «ابنِ» بالجرِّ، وفي ج، ل: «ابنَ» بالنَّصب، وفي ي: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ب، د، و، ز، م، ن، ف.

(3) في ف: «عيينةَ» بفتح التَّاء، وفي ن: بفتح التَّاء، والكسر المنوَّن، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 258): «بالصَّرف للضرورة». ونحوه في فتح الباقي (1/ 247).

(4) يريد النَّاظم رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِشَاةٍ مَطْرُوحَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا فَدَبَغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟».

أخرجه مسلم (363) من طريق ابن عُيينة، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما.

وأخرجه أحمد (2504) من طريق إبراهيم بن نافع، وأبو عوانة (556) من طريق ابن جُريج، كلاهما عن عمرو بن دينار به؛ فخالفوا فيه ابن عيينة ولم يذكروا لفظة الدِّباغ. وتُوبِعَ ابنُ عُيينَةَ - على زيادة لفظةِ الدِّباغ - مُتابَعةً قاصِرَةً، من طريق يعقوب بن عطاء عند أحمد (3521)، وأسامة بن زيد اللَّيثي عند الدَّارقطني (104) عن عطاء به.

(5) أخرجه مسلم (366)، وأبو داود (4123) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، بلفظ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ». وهو عند أحمد (1895)، والتِّرمذي (1728)، وابن ماجه (3609)، والنَّسائي (4279) بلفظ: «أيُّما إهابٍ دُبِغ فقد طَهُر «.

(6) في حاشية ب: «بلغ»، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

176. আমর[1] থেকে, ইবনে উয়াইনা[3] ব্যতীত, আর... আমরকে 'দাবাগ' (চামড়া পাকা করা) বিষয়ে সমর্থন করা হয়েছে, ফলে তা শক্তিশালী হয়েছে[4]

177. অতঃপর আমরা পেয়েছি: "যে কোনো চামড়া"[5] ... সুতরাং এ বিষয়ে এটি একটি প্রমাণ ছিল[6]

---

(1) তিনি হলেন: আমর ইবনে দিনার আল-মাক্কী, আবু মুহাম্মাদ আল-আছরাম, তাদের (বনু জুমাহের) মুক্ত দাস। নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ণনাকারী, চতুর্থ স্তরের রাবী, (মৃত্যু ১২৬ হিজরী)। তাকরিব আল-তাহযীব (৫০২৪)।

(2) 'হা' প্রতিলিপিতে: «ابِن» জার (kasrah) সহকারে, এবং 'জিম', 'লাম' প্রতিলিপিতে: «ابَن» নাসব (fathah) সহকারে, এবং 'ইয়া' প্রতিলিপিতে: রফ' (dammah) ও নাসব উভয় সহকারে। আর (এখানে) যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা হলো 'বা', 'দাল', 'ওয়াও', 'যা', 'মিম', 'নুন', 'ফা' প্রতিলিপি থেকে।

(3) 'ফা' প্রতিলিপিতে: «عيينةَ» তা' (ت) অক্ষরটি ফাথাহ (fathah) সহকারে, এবং 'নুন' প্রতিলিপিতে: তা' (ت) অক্ষরটি ফাথাহ এবং কাসরাহ তানউইন সহকারে। আর (এখানে) যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা হলো 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'মিম', 'সিন' প্রতিলিপি থেকে। ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল মুগীছ (১/২৫৮) গ্রন্থে বলেছেন: "প্রয়োজনের খাতিরে (আস্-সরফ) তানউইনযুক্ত সহকারে।" অনুরূপ বক্তব্য ফাতহুল বাকী (১/২৪৭) গ্রন্থেও রয়েছে।

(4) লেখক (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ইবনে আব্বাস (আল্লাহ উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) বর্ণিত হাদিসটি বুঝিয়েছেন: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি ফেলে রাখা ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যা মাইমুনার একজন দাসীকে সদকা হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: 'তারা কেন এর চামড়া নিয়ে তা দাবাগ (পাক) করে তা থেকে উপকৃত হলো না?"

এটি মুসলিম (৩৬৩) ইবনে উয়াইনার সূত্রে, তিনি আমর ইবনে দিনার থেকে, তিনি আতা থেকে, তিনি ইবনে আব্বাস (আল্লাহ উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আর আহমাদ (২৫০৪) ইবরাহীম ইবনে নাফে'র সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং আবু আওয়ানা (৫৫৬) ইবনে জুরাইজের সূত্রে বর্ণনা করেছেন। উভয়েই আমর ইবনে দিনার থেকে তা (বর্ণনা করেছেন); সুতরাং তারা এক্ষেত্রে ইবনে উয়াইনার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন এবং 'আদ-দিবাঘ' (চামড়া পাকা করা) শব্দটি উল্লেখ করেননি।

আর ইবনে উয়াইনাকে - 'আদ-দিবাঘ' (চামড়া পাকা করা) শব্দটি বৃদ্ধির বিষয়ে - আংশিকভাবে সমর্থন করা হয়েছে, ইয়াকুব ইবনে আতার সূত্রে আহমাদ (৩৫২১) এ, এবং উসামা ইবনে যায়েদ আল-লাইসীর সূত্রে দারাকুতনী (১০৪) এ, তারা উভয়েই আতা থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

(5) এটি মুসলিম (৩৬৬) এবং আবু দাউদ (৪১২৩) ইবনে আব্বাস (আল্লাহ উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) বর্ণিত হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন, এই শব্দে: "যখন চামড়া দাবাগ (পাকা) করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়।" আর এটি আহমাদ (১৮৯৫), তিরমিযী (১৭২৮), ইবনে মাজাহ (৩৬০৯) এবং নাসাঈ (৪২৭৯) এর নিকট এই শব্দে রয়েছে: "যে কোনো চামড়া দাবাগ (পাকা) করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায়।"

(6) 'বা' প্রতিলিপির টীকায়: «পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে», আর 'ওয়াও' প্রতিলিপির টীকায় - লেখকের স্বহস্তে লেখা: "আমার গবেষণামূলক পাঠ জামাআলুদ্দীন আব্দুল্লাহ আল-নাবাতীর কাছে পৌঁছেছে। লিখেছেন: এর লেখক।"

زِيَادَاتُ الثِّقَاتِ

178. وَاقْبَلْ «زِيَادَاتِ الثِّقَاتِ» مِنْهُمُ ... وَمِنْ سِوَاهُمُ [1] فَعَلَيْهِ الْمُعْظَمُ [2]

179. وَقِيلَ: لَا [3]، وَقِيلَ: لَا مِنْهُمُ [4]، وَقَدْ ... قَسَّمَهُ الشَّيْخُ فَقَالَ: مَا انْفَرَدْ

180. دُونَ الثِّقَاتِ ثِقَةٌ خَالَفَهُمْ ... فِيهِ صَرِيحاً؛ فَهْوَ رَدٌّ عِنْدَهُمْ

181. أَوْ لَمْ يُخَالِفْ فَاقْبَلَنْهُ، وَادَّعَى ... فِيهِ الْخَطِيبُ الِاتِّفَاقَ مُجْمَعَا [5]

(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 263): «أي: ومِن سوى مَن زادَها بشرطِ كونِهِ ثقةً».

(2) عزاه الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 424) إلى الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث.

(3) أي: أنَّ زيادات الثِّقات لا تُقبَل مطلَقاً. وحكى الخطيب رحمه الله هذا القول في الكفاية (ص 425) عن قوم من أهل الحديث.

(4) أي: أنَّ زيادات الثِّقات لا تُقبَلُ مِمَّن رواه ناقِصاً ثمَّ رواه بتلكَ الزِّيادةِ. وتُقبَل من غيرِه من الثِّقات. وحكى الخطيب هذا القول في الكفاية (ص 425) عن فرقة من الشَّافعيَّة. وانظر: شرح النَّاظم (1/ 264).

(5) في ك، ع: «مُجمِعَا» بكسر الميم الثَّانية. والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 253): «حالةَ كونِهِ (مُجمَعاً) عليه».

وعبارة الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 425): «اتِّفاقُ جميعِ أهلِ العلمِ على أنَّه لو انفردَ الثِّقةُ بنقلِ حديثٍ لم ينقُله غيرُه؛ لوَجَبَ قبُولُه».

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অতিরিক্ত বিবরণ (জিয়াদাতুত ছিকাত)

১৭৮. এবং তাদের থেকে নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অতিরিক্ত বিবরণ গ্রহণ করুন... এবং তাদের (যারা অতিরিক্ত বিবরণ দিয়েছেন) ব্যতীত অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের থেকেও[১]; কারণ এটাই অধিকাংশের অভিমত[২]

১৭৯. এবং বলা হয়েছে: তা (মোটেও) গ্রহণযোগ্য নয়[৩]। এবং বলা হয়েছে: তাদের থেকে নয় (অর্থাৎ, যাদের মূল বর্ণনায় সেই অতিরিক্ত অংশ ছিল না)[৪]। আর শায়খ একে (এই বিষয়টিকে) বিভক্ত করে বলেছেন: যা একাকী বর্ণিত হয়েছে

১৮০. (অর্থাৎ) যদি কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী অন্যান্য নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের (সাধারণ বর্ণনার) বিপরীতে স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করে (একাকী কিছু) বর্ণনা করেন, তবে তাদের মতে তা প্রত্যাখ্যাত

১৮১. অথবা যদি বিরোধিতা না করে, তবে তা গ্রহণ করুন। আর খতীব (আল-বাগদাদী) এই বিষয়ে ঐকমত্যের দাবি করেছেন।[৫]

---

(১) রচয়িতা (নাযিম) (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/২৬৩) এ বলেছেন: "অর্থাৎ, যারা অতিরিক্ত বিবরণ দিয়েছেন, তারা ব্যতীত অন্যদের থেকেও (গ্রহণযোগ্য হবে), এই শর্তে যে, সেও নির্ভরযোগ্য।"

(২) খতীব (আল-বাগদাদী) (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ৪২৪) গ্রন্থে এই মতটিকে ফকীহ এবং হাদীস বিশেষজ্ঞদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের দিকে সম্পর্কিত করেছেন।

(৩) অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অতিরিক্ত বিবরণ সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য। আর খতীব (আল-বাগদাদী) (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) এই মতটিকে তাঁর 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ৪২৫) গ্রন্থে হাদীস বিশেষজ্ঞদের একটি দল থেকে বর্ণনা করেছেন।

(৪) অর্থাৎ, নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের অতিরিক্ত বিবরণ এমন ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করা হবে না যে তা প্রথমে অসম্পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছে এবং পরে সেই অতিরিক্ত অংশ সহকারে বর্ণনা করেছে। তবে নির্ভরযোগ্য অন্যদের থেকে তা গ্রহণ করা হবে। আর খতীব (আল-বাগদাদী) এই মতটিকে তাঁর 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ৪২৫) গ্রন্থে শাফেঈ মাযহাবের একটি দল থেকে বর্ণনা করেছেন। দেখুন: নাযিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/২৬৪)।

(৫) কাফ (ك) ও আইন (ع) পাণ্ডুলিপিতে 'মুজমিয়া' (مُجْمِعًا) শব্দটি মিমের দ্বিতীয় অক্ষরে কাসরা (ـِ) সহকারে লেখা হয়েছে, তবে আলিফ (أ), বা (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), ইয়া (ي), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س) পাণ্ডুলিপিগুলোতে যে রূপটি প্রমাণিত, সেটিই এখানে গ্রহণ করা হয়েছে।

যাকারিয়া আল-আনসারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'ফাতহুল বাকি' (১/২৫৩) গ্রন্থে বলেছেন: "এমন অবস্থায় যে, এটি (ঐকমত্যে) প্রতিষ্ঠিত ('মুজমা'আন')।।"

আর খতীব (আল-বাগদাদী) (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ৪২৫) গ্রন্থে বলেছেন: "সকল জ্ঞানীর ঐকমত্য যে, যদি একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এমন একটি হাদীস বর্ণনায় একক হন যা অন্য কেউ বর্ণনা করেননি, তবে তা গ্রহণ করা ওয়াজিব (অবশ্যম্ভাবী)।"

182. أَوْ خَالَفَ الْإِطْلَاقَ نَحْوُ[1]: «جُعِلَتْ ... تُرْبَةُ الْأَرْضِ»[2] فَهْيَ فَرْدٌ نُقِلَتْ

183. فَالشَّافِعِيُ وَأَحْمَدُ احْتَجَّا بِذَا[3] ... وَالْوَصْلُ وَالْإِرْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا

184. لَكِنَّ فِي الْإِرْسَالِ جَرْحاً فَاقْتَضَى ... تَقْدِيمَهُ، وَرُدَّ أَنَّ مُقْتَضَى

---

(1) في ب، هـ، ز، ل، م، ن: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و.

(2) في أ، ع: «الأرض» بهمزة القطع، وبها ينكسر الوزن. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 253): «بدرج الهمز».

ويريد النَّاظم رحمه الله هنا حديث النَّبي صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِداً، وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوراً».

أخرجه مسلم (522) من طريق أبي مالك الأشجعي، عن رِبعيّ بن حِراش، عن حذيفة رضي الله عنه.

وأخرجه أحمد (763) من حديث عليّ رضي الله عنه بلفظ: «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِيَ طَهُوراً».

وروي الحديث عن جماعة من الصَّحابة بألفاظٍ متقاربةٍ دون ذكر التُّراب؛ منهم: جابر بن عبد الله عند البخاري (335) ومسلم (521)، وأبو هريرة عند مسلم (523)، وأبو ذر الغفاري عند أحمد (21299)، والدارمي (2510)، وأبي داود (489)، وعبد الله بن عباس عند أحمد (2742)، وأبو سعيد الخدري عند أحمد (11784)، وأبو موسى

الأشعري عند أحمد (19735)، وأبو أمامة الباهلي عند أحمد (22137) رضي الله عنهم أجمعين.

قال ابن حجر رحمه الله في النكت (2/ 700): «وهذا التَّمثيل ليس بمستقيمٍ أيضاً؛ لأن أبا مالك قد تفرَّد بجملةِ الحديث عن رِبعيّ بن حِراش رضي الله عنه، كما تفرَّد بروايته جملته رِبعي عن حُذَيفة رضي الله عنه.

فإن أراد أن لفظة: «تُربَتها» زائدةٌ في هذا الحديث على باقي الأحاديث في الجملة؛ فإنه يرد عليه أنَّها في حديث عليّ رضي الله عنه أيضاً كما نبَّه عليه شيخنا. وإن أراد أنَّ أبا مالك تفرَّد بها، وأن رفقته عن رِبْعيّ رضي الله عنه لم يذكروها كما هو ظاهر كلامه؛ فليس بصحيح».

(3) انظر: الأم (2/ 105)، ومسائل الكوسج (2/ 378).

182. অথবা 'ইতলাক' (ব্যাপকতা) এর বিপরীত করেছে, যেমন[1]: "বানানো হয়েছে... পৃথিবীর মাটি"[2]; তাই এটি এককভাবে বর্ণিত (মুফরাদ) হয়েছে।

183. শাফেয়ী ও আহমাদ এর দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন... এবং ওয়াসল ও ইরসাল এই থেকেই গৃহীত হয়েছে।

184. কিন্তু ইরসাল-এর মধ্যে জার্হ (ত্রুটি) রয়েছে, তাই সেটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক, এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে যে, আবশ্যকতা...

---

(1) বা, হা, যা, লাম, মিম, নুন নুসখাগুলোতে 'নাহওয়া' নসব সহকারে রয়েছে, এবং দাল, ওয়াও নুসখাগুলোর পাঠ প্রতিষ্ঠিত।

(2) আলিফ, আইন নুসখাগুলোতে 'আল-আরদ' (الأرض) হামজাতুল কাত' সহ রয়েছে, এবং এর দ্বারা শ্লোকীয় ছন্দ ভেঙে যায়। যাকারিয়া আল-আনসারী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 'ফাতহুল বাকি' (১/২৫৩) গ্রন্থে বলেছেন: "হামযা বিলীন করে।"

এখানে শ্লোক রচয়িতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর হাদিসকে বুঝিয়েছেন: "আমাদের জন্য যমীনকে মসজিদ বানানো হয়েছে, এবং এর মাটি আমাদের জন্য পবিত্রকারী বানানো হয়েছে।"

ইমাম মুসলিম (৫২২) এটি বর্ণনা করেছেন আবু মালিক আল-আশজা'ঈর সূত্রে, তিনি রিবঈ ইবনে হিরাশ থেকে, তিনি হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে।

এবং ইমাম আহমাদ (৭৬৩) আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিস থেকে এই শব্দে বর্ণনা করেছেন: "এবং মাটি আমার জন্য পবিত্রকারী বানানো হয়েছে।"

এই হাদিসটি একদল সাহাবী থেকে প্রায় একই শব্দে বর্ণিত হয়েছে, তবে তাতে মাটির উল্লেখ নেই; তাদের মধ্যে রয়েছেন: জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (আল-বুখারী ৩৩৫ ও মুসলিম ৫২১), আবু হুরায়রা (মুসলিম ৫২৩), আবু যার আল-গিফারী (আহমাদ ২১২৯৯, আদ-দারিমী ২৫১০, ও আবু দাউদ ৪৮৯), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (আহমাদ ২৭৪২), আবু সাঈদ আল-খুদরী (আহমাদ ১১৭৮৪), আবু মুসা আল-আশ'আরী (আহমাদ ১৯৭৩৫), এবং আবু উমামাহ আল-বাহিলী (আহমাদ ২২১৩৭)। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট থাকুন।

ইবনে হাজার (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 'আন-নুকাত' (২/৭০০) গ্রন্থে বলেছেন: "এই দৃষ্টান্তও সঠিক নয়; কারণ আবু মালিক রিবঈ ইবনে হিরাশ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এই হাদিসের সম্পূর্ণ অংশ এককভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন রিবঈ হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এর সম্পূর্ণ বর্ণনা এককভাবে করেছেন। যদি তিনি বুঝাতে চান যে, 'তুরবাতুহা' (এর মাটি) শব্দটি এই হাদিসে অন্যান্য হাদিসের তুলনায় অতিরিক্ত, তাহলে এর জবাব দেওয়া হবে যে, এটি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদিসেও রয়েছে, যেমনটি আমাদের শায়খ উল্লেখ করেছেন। আর যদি তিনি বুঝাতে চান যে, আবু মালিক এককভাবে এটি বর্ণনা করেছেন, এবং রিবঈ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে তার সঙ্গীরা এটি উল্লেখ করেননি, যেমনটা তার কথা থেকে বোঝা যায়; তবে এটি সঠিক নয়।"

(3) দেখুন: আল-উম্ম (২/১০৫), এবং মাসা'ইল আল-কাওসাজ (২/৩৭৮)।

185. هَذَا قَبُولُ الْوَصْلِ؛ إِذْ فِيهِ وَفِي ... الْجَرْحِ عِلْمٌ زَائِدٌ لِلْمُقْتَفِي[1]

(1) في حاشية ج: «بلغت سماعاً في التاسع»، وفي حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد الله النَّابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

185. এটি সংযুক্তি (ওয়াসল) গ্রহণের বিষয়; কারণ এতে এবং ... (বর্ণনাকারীর) সমালোচনা (জারহ)-তে অনুসন্ধানকারীর জন্য অতিরিক্ত জ্ঞান নিহিত।[1]

(1) 'জিম' এর টীকায়: «নবমে শ্রবণের মাধ্যমে (এই পর্যায়ে) পৌঁছেছি», এবং 'ওয়াও' এর টীকায় — রচয়িতার হস্তাক্ষরে —: «জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ আন-নাবতী আমার গবেষণা পাঠের মাধ্যমে (এই পর্যায়ে) পৌঁছেছেন। লিখেছেন: এর রচয়িতা।»

الْأَفْرَادُ

186. «الْفَرْدُ» قِسْمَانِ: فَـ «فَرْدٌ مُطْلَقًا» ... وَحُكْمُهُ عِنْدَ الشُّذُوذِ سَبَقَا

187. وَ «الْفَرْدُ بِالنِّسْبَةِ» مَا قَيَّدْتَهُ ... بِثِقَةٍ، أَوْ بَلَدٍ ذَكَرْتَهُ

188. أَوْ عَنْ فُلَانٍ نَحْوُ[1] قَوْلِ الْقَائِلْ[2]: ... لَمْ يَرْوِهِ عَنْ بَكْرٍ[3] الَّا وَائِلْ[4]

(1) في ب، هـ، ز، ل: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، م، ن.

(2) في ج، ي، م: «القائل» بسكون اللَّام وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ح، ك، ل، ن، س، ف.

(3) بكر بن وائل بن داود التَّيْميُّ، الكُوفيُّ، صدوقٌ من الثَّامنة، مات قديماً فروى أبوه عنه. تقريب التَّهذيب (752).

(4) في ي: «وائل» بسكون اللَّام وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ن، س، ع.

ووائل بن داود التَّيميُّ، الكوفيُّ، والد بكرٍ، ثقةٌ من السَّادسة. تقريب التَّهذيب (7394).

والقائل هو: الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر، المعروف بابن القَيْسراني، المقدسي، (ت 507 هـ). سير أعلام النُّبلاء (19/ 361)، وكلامه في أطراف الغرائب والأفراد (2/ 176).

قاله في حديث أنس بن مالكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ، وَتَمْرٍ».

أخرجه أحمد (12078)، وأبو داود (3744)، والتِّرمذي (1095)، وابن ماجه (1909) من طريق ابن عُيَينة، عن وائل بن داود، عن ابنه بَكر بن وائلٍ، عن الزُّهري، عن أنسٍ رضي الله عنه مرفوعاً. قال التِّرمذيُّ رحمه الله: «هذا حديثٌ غريب».

একক বর্ণনা

186. «একক» (আল-ফর্দ) দুই প্রকার: প্রথমত, «নিরঙ্কুশ একক» (ফর্দ মুতলাক) ... আর এর বিধান বিরলতা (শুজুয) এর অধ্যায়ে পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

187. আর «আপেক্ষিক একক» (ফর্দ বিন-নিসবা) হলো, যা তুমি শর্তায়িত করেছো ... কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী দ্বারা, অথবা কোনো উল্লেখিত অঞ্চল দ্বারা।

188. অথবা অমুক থেকে (বর্ণিত), যেমন উক্তিটির প্রবক্তার[2] কথা[1]: ... বকর[3] থেকে ওয়ায়িল[4] ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

---

(1) ব, হা, যা, লাম-এ "নাহওয়া" (নসব সহকারে) রয়েছে, আর প্রমাণিত পাঠটি দ, ওয়াও, মীম, নুন থেকে গৃহীত।

(2) জীম, ইয়া, মীম-এ "আল-কাইল" (লাম-এর সুকুন ও কাসরা উভয় সহকারে) রয়েছে, আর প্রমাণিত পাঠটি আলিফ, বা, দাল, হা, ওয়াও, হা, কাফ, লাম, নুন, সিন, ফা থেকে গৃহীত।

(3) বকর ইবনে ওয়ায়িল ইবনে দাউদ আত-তায়মি, আল-কুফি। তিনি অষ্টম স্তরের একজন সত্যবাদী (صدوق) বর্ণনাকারী। তিনি পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাই তাঁর পিতা তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। তাকরিবুত তাহযিব (৭৫২)।

(4) ইয়া-তে "ওয়াইল" (লাম-এর সুকুন ও কাসরা উভয় সহকারে) রয়েছে, আর প্রমাণিত পাঠটি আলিফ, বা, জীম, দাল, হা, ওয়াও, হা, লাম, মীম, নুন, সিন, আইন থেকে গৃহীত।

আর ওয়ায়িল ইবনে দাউদ আত-তায়মি, আল-কুফি, বকরের পিতা। তিনি ষষ্ঠ স্তরের একজন নির্ভরযোগ্য (ثقة) বর্ণনাকারী। তাকরিবুত তাহযিব (৭৩৯৪)।

আর উক্তিটির প্রবক্তা হলেন: আল-হাফিজ আবুল ফাদল মুহাম্মাদ ইবনে তাহির, যিনি ইবনুল কায়সারানি আল-মাকদিসি নামে পরিচিত (মৃত্যু ৫০৭ হিজরি)। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৯/৩৬১), এবং তাঁর বক্তব্য আতরফুল গারায়েব ওয়াল আফরাদ (২/১৭৬) এ রয়েছে।

তিনি এটি আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসে বলেছেন: «নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাফিয়্যাকে (বিবাহ করে) সাতু (সাওয়ীক) ও খেজুর দিয়ে ওলিমা (বিবাহ ভোজ) করেছিলেন।»

এটি বর্ণনা করেছেন আহমাদ (১২০৭৮), আবু দাউদ (৩৭৪৪), তিরমিযী (১০৯৫), এবং ইবনে মাজাহ (১৯০৯) ইবনে উয়াইনা থেকে, তিনি ওয়ায়িল ইবনে দাউদ থেকে, তিনি তাঁর পুত্র বকর ইবনে ওয়ায়িল থেকে, তিনি যুহরী থেকে, তিনি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু' (নবী (সা.) পর্যন্ত উন্নীত সনদ) হিসেবে। ইমাম তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: «এটি একটি গরিব (একক/বিরল) হাদিস।»

189. لَمْ يَرْوِهِ[1] ثِقَةٌ الَّا ضَمْرَهْ[2] ... لَمْ يَرْوِ هَذَا غَيْرُ أَهْلِ الْبَصْرَهْ[3]

190. فَإِنْ يُرِيدُوا وَاحِداً مِنْ أَهْلِهَا ... تَجَوُّزاً فَاجْعَلْهُ مِنْ أَوَّلِهَا

191. وَلَيْسَ فِي أَفْرَادِهِ النِّسْبِيَّهْ ... ضَعْفٌ لَهَا مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّهْ

192. لَكِنْ إِذَا قَيَّدَ[4] ذَاكَ بِالثِّقَهْ ... فَحُكْمُهُ يَقْرُبُ مِمَّا أَطْلَقَهْ[5]

(1) في ك: «يروهُ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع.

(2) يريد النَّاظم رحمه الله حديث أبي واقد اللَّيثي رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الأَضْحَى، وَالفِطْرِ بِـ {ق}، وَ {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}».

أخرجه مسلم (891) من طريق ضَمرة بن سَعيد، عن عُبَيد الله بن عبد الله، عن أبي واقد اللَّيثيّ رضي الله عنه. وهو ضمرة بن سعيد، ثقةٌ من الرَّابعة. تقريب التَّهذيب (2989).

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 270): «وهذا الحديث لم يروه أحد من الثِّقات إلا ضَمرة».

(3) مثَّل النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 270) بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ» أخرجه أبو داود (818) من طريق أبي الوليد الطَّيالِسيّ، عن همَّام، عن قتادةَ، عن أبي نضرةَ، عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه.

قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 97): «تفرد بذكر الأمر فيه أهلُ البصرة من أوَّل الإسناد إلى آخره، لم يَشْرَكهم في هذا اللَّفظ سواهم».

(4) في ح، ي، س: «قُيِّدَ» بضمِّ القاف وكسر الياء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، م، ن. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 271): «(لَكِنْ إِذَا قَيَّد) القائلُ من الأئمَّةِ والحفَّاظ»، ونحوه قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 259).

(5) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

১৮৯. কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এটি বর্ণনা করেননি, শুধুমাত্র যামরা (ضمرة)[২] ছাড়া... বসরার অধিবাসী[৩] ছাড়া অন্য কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

১৯০. যদি তারা এর অধিবাসীদের মধ্য থেকে একজনকে উদ্দেশ্য করে... রূপক অর্থে, তবে তাকে এর শুরু থেকেই গণ্য করো।

১৯১. এবং এর আপেক্ষিক একক বর্ণনার ক্ষেত্রে... এই দিক থেকে দুর্বলতা নেই।

১৯২. কিন্তু যখন এটিকে নির্ভরযোগ্যতার সাথে শর্তযুক্ত করা হয়[৪]... তখন তার বিধান তার উন্মুক্ত (বা পূর্বোক্ত) কথার কাছাকাছি চলে আসে।[৫]

---

(১) কাফ (ك) নুসখায় 'ইয়ারোহ' (يروهُ) শব্দে হা (ه) সাকিন সহ রয়েছে, তবে বা (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), ঝা (ز), হা (ح), ইয়া (ي), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س), আইন (ع) নুসখায় যা সাব্যস্ত হয়েছে তা হলো [يَرْوِهِ - ইয়ারউইহি]।

(২) গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী - رضي الله عنه) এর হাদীসকে উদ্দেশ্য করেছেন: "নিশ্চয়ই নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে সূরা ক্বাফ (ق) এবং সূরা ইকতারা বাতিস সা'আহ (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) পাঠ করতেন।"

এটি মুসলিম (৮৯১) যামরা ইবনু সাঈদ (ضَمرة بن سَعيد) এর সূত্রে, তিনি উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ (عُبَيد الله بن عبد الله) থেকে, তিনি আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন। আর এই যামরা ইবনু সাঈদ হলেন চতুর্থ স্তরের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। (দেখুন: তাকরিবুত তাহযিব - تقريب التَّهذيب, ২৯৮৯)।

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/২৭০) এ বলেছেন: "এই হাদীসটি যামরা (ضمرة) ব্যতীত কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বর্ণনা করেননি।"

(৩) গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/২৭০) এ আবু সাঈদ আল-খুদরী (আবু সাঈদ আল-খুদরী - رضي الله عنه) এর হাদীস দিয়ে উদাহরণ দিয়েছেন, যেখানে তিনি বলেছেন: "আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা যেন কিতাবের ফাতিহা (সূরা ফাতিহা) এবং যা সহজ হয় তা পাঠ করি।" এটি আবু দাউদ (৮১৮) আবু আল-ওয়ালিদ আত-তায়ালিসী (أبو الوليد الطَّيالِسيّ) এর সূত্রে, তিনি হাম্মাম (هَمَّام) থেকে, তিনি ক্বাতাদাহ (قَتادةَ) থেকে, তিনি আবু নাদরাহ (أَبي نضرةَ) থেকে, তিনি আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।

আল-হাকিম (আল-হাকিম - رحمه الله) তাঁর 'মারিফাতু উলুমিল হাদীস' (معرفة علوم الحديث) (পৃ. ৯৭) গ্রন্থে বলেছেন: "এই আদেশের উল্লেখের ক্ষেত্রে বসরার অধিবাসীরাই এককভাবে বর্ণনা করেছেন, ইসনাদের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত; এই শব্দে অন্য কেউ তাদের সাথে অংশীদার হননি।"

(৪) হা (ح), ইয়া (ي), সিন (س) নুসখায় 'কুইয়িদা' (قُيِّدَ) ক্বাফে পেশ এবং ইয়াতে কাসরা (জের) সহ রয়েছে, তবে আলিফ (أ), বা (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), ঝা (ز), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن) নুসখায় যা সাব্যস্ত হয়েছে তা হলো [قَيَّدَ - কাইয়াদা]। আস-সাখাওয়ী (আস-সাখাওয়ী - رحمه الله) 'ফাতহুল মুগিস' (فتح المغيث) (১/২৭১) গ্রন্থে বলেছেন: "(লকিন ইযা কাইয়াদা - لَكِنْ إِذَا قَيَّد) ইমামগণ ও হাফিযদের মধ্যে থেকে কোনো বক্তা সীমাবদ্ধ করেন", এবং অনুরূপভাবে যাকারিয়্যা আল-আনসারী (যাকারিয়্যা আল-আনসারী - رحمه الله) 'ফাতহুল বাকি' (فتح الباقي) (১/২৫৯) গ্রন্থে বলেছেন।

(৫) ওয়াও (و) নুসখার টীকায় – গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে – রয়েছে: "জামালুদ্দিন আব্দুল্লাহ আন-নাবিতী (جمال الدين عبد الله النابتي) আমার গবেষণার পঠন সমাপ্ত করেছেন। এটি লিখেছেন: এর রচয়িতা"।

(ص: 148)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

الْمُعَلَّلُ

193. وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُولُ ... «مُعَلَّلاً»، وَلَا تَقُلْ مَعْلُولُ

194. وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنَ اسْبَابٍ طَرَتْ ... فِيهَا غُمُوضٌ وَخَفَاءٌ[1] أَثَّرَتْ

195. تُدْرَكُ بِالْخِلَافِ وَالتَّفَرُّدِ ... مَعَ قَرَائِنَ تُضَمُّ، يَهْتَدِي

196. جِهْبِذُهَا[2] إِلَى اطِّلَاعِهِ عَلَى ... تَصْوِيبِ إِرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلَا

197. أَوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ، أَوْ مَتْنٍ دَخَلْ ... فِي غَيْرِهِ، أَوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ

198. ظَنَّ فَأَمْضَى أَوْ وَقَفْ فَأَحْجَمَا ... مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرُهُ[3] أَنْ سَلِمَا

(1) في ع: «وخفايا».

(2) في ع: «جَهْبَذُهَا» بفتح الجيم والباء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، م، ن، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 275): «بكسر الجيم والموحَّدة، ثم ذالٌ مُعجمة».

(3) في ي: «ظاهره» بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 276): «و (أَنْ) المصدريَّة وما بعدها في موضع رفعٍ على الخبريَّة لقوله: (ظَاهِرُهُ)، والجملة في موضع نصبٍ، خبراً لـ (كَوْنُهُ)». وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 263): «فقَوْلُهُ: (ظاهِرَهُ) منصوبٌ، خبرُ كانَ، و (أَنْ سَلِمَا) فاعِلُهُ، أو مرفوعٌ مبتدأٌ، و (أَنْ سَلِمَا) خبرُهُ، والجملةُ خبرُ كانَ».

মু'আল্লাল

193. এবং যে হাদীস ইল্লাত (عِلَّة - গোপন ত্রুটি) দ্বারা পরিবেষ্টিত, তাকে «মু'আল্লাল» (مُعَلَّلًا) নামে অভিহিত করো, «মা'লুল» (مَعْلُول) বলো না।

194. এবং এটি এমন কারণসমূহের বর্ণনা, যা আকস্মিকভাবে আবির্ভূত হয় ... এবং যার মধ্যে অস্পষ্টতা ও গোপনীয়তা[1] বিদ্যমান, যা প্রভাব ফেলে।

195. এগুলো (ত্রুটিসমূহ) মতানৈক্য ও একক বর্ণনার (তাফাররুদ) মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় ... সাথে প্রাসঙ্গিক নিদর্শনসমূহ (কারাইন) যুক্ত হলে [বিশেষজ্ঞ] সঠিক পথ পান।

196. এর জিহবিয (جِهْبِذ - পণ্ডিত)[2] তার গভীর পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান দ্বারা ... যা ওয়াসল (وَصْل - সংযুক্ত) হিসেবে বর্ণিত, তাকে ইরসাল (إِرْسَال - বিচ্ছিন্নতা) হিসেবে সঠিক প্রমাণ করার দিকে পরিচালিত হন।

197. অথবা যা মারফূ' (مَرْفُوع - নবী ﷺ পর্যন্ত উত্থাপিত) হিসেবে বর্ণিত, তাকে মাওকুফ (مَوْقُوف - সাহাবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ) প্রমাণ করেন, অথবা এমন মতন (مَتْن - মূল পাঠ) যা অন্য কোনো (হাদীসের) মধ্যে ঢুকে পড়েছে, অথবা কোনো ভুলকারীর ভ্রমের কারণে যা ঘটেছে।

198. সে অনুমান করে তা কার্যকর করেছে অথবা থেমে গিয়ে নিবৃত্ত হয়েছে, ... যদিও এর বাহ্যিক দিকটা[3] ত্রুটিমুক্ত বলে মনে হয়েছিল।

---

(1) গ্রন্থ 'আইন' (ع)-এ: «ওয়া খাফায়া» (গোপন বিষয়াবলি)।

(2) গ্রন্থ 'আইন' (ع)-এ: «জ্বাহবিযুহা» (জীম ও বা অক্ষরের উপর ফাতহা বা যবর সহ)। আর যা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে 'আলিফ', 'বা', 'জীম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সীন' - এই বর্ণমালা দ্বারা চিহ্নিত নুসখাসমূহে। ইমাম সাখাবী (রাহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগিস' (১/২৭৫) গ্রন্থে বলেছেন: «জীম ও একক (বা) অক্ষরের নিচে কাসরা (যের) সহ, অতঃপর ডটযুক্ত যাল অক্ষর সহকারে»।

(3) গ্রন্থ 'ইয়া' (ي)-এ: «যাহিরুহু» (রাফা' বা পেশ) এবং «যাহিরাহু» (নাসব বা যবর) উভয়টিই রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে 'বা', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'কাফ', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সীন', 'আইন' - এই বর্ণমালা দ্বারা চিহ্নিত নুসখাসমূহে। ইমাম সাখাবী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'ফাতহুল মুগিস' (১/২৭৬) গ্রন্থে বলেছেন: «এবং মাসদারী (مصدرية - ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য জ্ঞাপক) 'আন' (أَنْ) ও তার পরের অংশ 'যাহিরুহু' (ظَاهِرُهُ)-এর জন্য খবারিয়্যা (خبرية - বিধেয়) এর স্থানে রাফা' (رفع - কর্তৃকারক) অবস্থায় রয়েছে, এবং বাক্যটি 'কাওনুহু' (كَوْنُهُ) এর খবর (বিধেয়) হিসেবে নাসব (نصب - কর্মকারক) অবস্থায় রয়েছে»। এবং যাকারিয়্যা আল-আনসারী (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'ফাতহুল বাকি' (১/২৬৩) গ্রন্থে বলেছেন: «তাঁর বাণী: (যাহিরাহু) হলো নাসব (نصب - কর্মকারক) অবস্থায়, যা 'কানা' (كَانَ - একটি অসম্পূর্ণ ক্রিয়া)-এর খবর (বিধেয়), এবং (আন সালিমাহ) হলো এর ফায়েল (فاعِل - কর্তা), অথবা মারফূ' (মুবতাদা') (مبتدأ - উদ্দেশ্য) অবস্থায়, এবং (আন সালিমাহ) হলো এর খবর (বিধেয়), এবং জুমলাটি (جملة - বাক্যটি) 'কানা'-এর খবর (বিধেয়)»।

199. وَهْيَ تَجِيءُ غَالِباً فِي السَّنَدِ ... تَقْدَحُ[1] فِي الْمَتْنِ بِقَطْعِ[2] مُسْنَدِ

200. أَوْ وَقْفِ مَرْفُوعٍ، وَقَدْ لَا تَقْدَحُ[3] ... كَـ «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ»؛ صَرَّحُوا

201. بِوَهْمِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ[4] أَبْدَلَا ... عَمْراً[5] بِعَبْدِ اللَّهِ[6] حِينَ نَقَلَا[7]

---

(1) في ع: «يقدح» بالياء.

(2) في و: «بقطعٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

(3) في أ: «لا يَقْدَحُ»، وفي س، ع: بالتَّاء والياء معاً.

(4) هو: يعلى بن عُبَيد بن أبي أُمَيَّة الكوفي، أبو يوسف الطَّنافسيُّ، ثقةٌ إلَّا في حديثه عن الثَّوريِّ ففيه ليِّنٌ، من كبار التَّاسعة، مات سنة بضع ومئتين. تقريب التَّهذيب (7844).

(5) أي: عمرو بن دينار.

(6) هو: عبد الله بن دينار العدويُّ مولاهم، أبو عبد الرَّحمن المدنيُّ، مولى ابن عمر، ثقةٌ، من الرَّابعة، (ت 127 هـ). تقريب التَّهذيب (3300).

(7) يريد النَّاظم رحمه الله حديث النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا؛ إِلَّا بَيْعَ الخِيَارِ».

أخرجه النَّسائي (4477) من طريق مخلد، والطَّبراني (13629) من طريق يَعلى بن عُبَيد، عن سفيانَ الثَّوري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. وخُولف فيه مخلد ويعلى، فرواه غيرُ واحدٍ؛ منهم: محمد بن يوسف الفريابي كما عند البخاري (2113)، وأبو نعيم الفضل بن دكين كما عند أحمد (6193)، وقتيبة بن سعيد كما عند النَّسائي (4480)؛ كلُّهم عن الثَّوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. وتابع الثَّوري في الحديث إسماعيل بن جعفر وشعبة كما عند النَّسائي (4475) و (4479)، فرواه عن عبد الله بن دينار.

وقد رجَّح الدَّارقطنيُّ رحمه الله في العلل (13/ 168): أنَّ الصَّحيح عن سفيان الثَّوريّ؛ هو: عن عبد الله بن دينار، لا عن عمرو بن دينار.

ومن هذا الموضع بدأ الخرم في نسخة ج إلى نهاية البيت رقم (236).

199. এবং এটি (ভ্রান্তি) সাধারণত সনদে (বর্ণনাকারীর ধারাক্রম) আসে ... মতনে (মূল পাঠে) ত্রুটি সৃষ্টি করে, মুসনাদকে (সনদযুক্ত হাদিসকে) বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে।[1][2]

200. অথবা মারফূ' (নবী ﷺ পর্যন্ত উন্নীত) হাদিসকে মাওকূফ (সাহাবী পর্যন্ত সীমাবদ্ধ) করে দেয়। আর কখনো ত্রুটি সৃষ্টি করে না,[3] ... যেমন: «ক্রেতা-বিক্রেতা দু'জনই এখতিয়ারের অধিকারী»; তারা (উলামাগণ) স্পষ্টভাবে বলেছেন,

201. ইয়ালা ইবনে উবাইদের[4] ভ্রান্তির ব্যাপারে, তিনি পরিবর্তন করেছেন ... আমর-এর[5] (নাম) পরিবর্তে আব্দুল্লাহ-এর[6] (নাম) যখন তিনি বর্ণনা করেছেন।[7]

---

(1) 'আইন' (ع) কপির মধ্যে: «ইয়াকদাহু» (يقدح) ইয়া (ياء) সহকারে।

(2) 'ওয়াও' (و) কপির মধ্যে: «বিকাত'ইন» (بقطعٍ) তানবিনযুক্ত জার (ব্যাকরণিক অবস্থা) সহকারে। এবং নিশ্চিতকৃত (অন্যান্য) কপিগুলো হলো: আলিফ (أ), বা (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (هـ), ঝা (ز), হা (ح), ইয়া (ي), কাফ (ك), লাম (ل), মীম (م), নুন (ن), সিন (س), 'আইন' (ع), ফা (ف)।

(3) 'আলিফ' (أ) কপির মধ্যে: «লা ইয়াকদাহু» (لا يَقْدَحُ), এবং 'সিন' (س), 'আইন' (ع) কপিতে: তা (تاء) এবং ইয়া (ياء) উভয়টি সহকারে।

(4) তিনি হলেন: ইয়ালা ইবনে উবাইদ ইবনে আবি উমাইয়াহ আল-কুফী, আবু ইউসুফ আত-তানাফিসী। তিনি বিশ্বস্ত, তবে সুফিয়ান আস-সাওরি থেকে বর্ণিত তার হাদিসে কিছুটা দুর্বলতা আছে। তিনি নবম স্তরের প্রসিদ্ধ বর্ণনাকারীদের একজন। তিনি দু'শ সালের কিছু পরে ইন্তেকাল করেন। (তাকরীবুত তাহযীব ৭৮৪৪)।

(5) অর্থাৎ: আমর ইবনে দীনার।

(6) তিনি হলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার আল-আদাবী, তাদের মুক্ত দাস। আবু আব্দুর রহমান আল-মাদানী, ইবনে উমরের (রা.) মুক্ত দাস। তিনি বিশ্বস্ত, চতুর্থ স্তরের বর্ণনাকারীদের একজন। (মৃত্যু ১২৭ হি.)। (তাকরীবুত তাহযীব ৩৩০০)।

(7) বিন্যাসকারী (নাযিম), আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসটি বুঝিয়েছেন: «দুই ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে কোনো বেচাকেনা নেই, যতক্ষণ না তারা পৃথক হয়; তবে ইখতিয়ারের (পছন্দ করার) বেচাকেনা ব্যতীত।»

নাসাঈ এটি মাখলাদের সূত্রে (৪৪৭৭) বর্ণনা করেছেন, এবং তাবরানি এটি ইয়ালা ইবনে উবাইদের সূত্রে (১৩৬২৯) বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান আস-সাওরি থেকে, তিনি আমর ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মারফূ' (নবী পর্যন্ত উন্নীত) হিসেবে।

এই বিষয়ে মাখলাদ ও ইয়ালা-এর মত ভিন্নতা রয়েছে, কারণ এটি একাধিক বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন; তাদের মধ্যে: মুহাম্মাদ ইবনে ইউসুফ আল-ফিরিয়াবী, যেমন বুখারীর নিকট রয়েছে (২১২৩), এবং আবু নু'আইম আল-ফাদল ইবনে দুকাইন, যেমন আহমদের নিকট রয়েছে (৬১৯৩), এবং কুতায়বা ইবনে সা'ঈদ, যেমন নাসাঈর নিকট রয়েছে (৪৪৮০); তাদের সকলেই আস-সাওরি থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে, তিনি ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মারফূ' (নবী পর্যন্ত উন্নীত) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এবং হাদিসটিতে আস-সাওরিকে অনুসরণ করেছেন ইসমাঈল ইবনে জাফর ও শু'বা, যেমন নাসাঈর নিকট রয়েছে (৪৪৭৫) ও (৪৪৭৯), তারা এটি আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে বর্ণনা করেছেন।

এবং দারাকুতনী, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন, 'আল-ইলাল' গ্রন্থে (১৩/১৬৮) এই মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন যে, সুফিয়ান আস-সাওরি থেকে বিশুদ্ধ বর্ণনাটি হলো: আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার থেকে, আমর ইবনে দীনার থেকে নয়।

এবং এই স্থান থেকে 'জিম' (ج) কপির মধ্যে শ্লোক নং (২৩৬) পর্যন্ত ফাঁকা (বা অনুপস্থিত) থাকা শুরু হয়েছে।

202. وَعِلَّةُ الْمَتْنِ كَـ «نَفْيِ الْبَسْمَلَهْ» ... إِذْ ظَنَّ رَاوٍ نَفْيَهَا فَنَقَلَهْ[1]

203. وَصَحَّ أَنَّ أَنَساً يَقُولُ: «لَا ... أَحْفَظُ شَيْئاً فِيهِ» حِينَ سُئِلَا[2]

---

(1) يريد النَّاظم رحمه الله حديث أنسٍ رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِـ {الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}، لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا».

أخرجه مسلم (399) من طريق الوليد بن مسلم، عن قتادةَ، عن أنس رضي الله عنه، ومن طريق الوليد، عن الأوزاعيّ، عن إسحاقَ بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنسٍ؛ به.

فعُلِّل اللَّفظ المذكُور - وهو قوله: «لَا يَذْكُرُونَ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا» - برواية الأكثرين، ومن ذلك: ما أخرجه البخاريُّ (743) عن حفص بن عمر، عن شُعبةَ، عن قتادةَ به؛ وفيه: «كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ {الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}» من غير تَعَرُّضٍ لذِكْرِ البَسْمَلَة.

ومسلم (399) من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن قتادة؛ به، ولفظه: «فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَقْرَأُ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}».

وقد رجَّح الاقتصار على قوله: «كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ بِـ {الحَمْدُ للَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ}»: الشَّافعيُّ - كما في معرفة السُّنن والآثار (2/ 380) -، وقال الدَّارقطنيُّ رحمه الله في سننه عقب الحديث (1204) بقوله: «وهو المحفوظ عن قتادة وغيره عن أنس».

انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 98)، وشرح الناظم (1/ 280).

(2) أخرجه أحمد (12700) والدَّارقطني (1208) عن سعيد بن يزيد، قال: «سَأَلْتُ أَنَساً: أَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ {بسم الله الرحمن الرحيم} أَو {الحمد لله رب العالمين}؟ فَقَالَ: إِنَّكَ لَتَسْأَلُنِي عَنْ شَيْءٍ مَا أَحْفَظُهُ - أَوْ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ قَبْلَكَ -»، قال الدَّارقطني رحمه الله: «هذا إسنادٌ صحيحٌ».

২০২. আর মূলপাঠের (মত্নের) ত্রুটি (ইল্লত) হলো 'বিসমিল্লাহ অস্বীকার করা'-এর মতো ... যখন কোনো বর্ণনাকারী এটি অস্বীকার করেছেন ভেবে বর্ণনা করেছেন।[1]

২০৩. এবং আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: 'আমি এ বিষয়ে ... কিছুই স্মরণ করতে পারছি না' যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।[2]

---

(1) গ্রন্থকার (নাযিম), আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সেই হাদিসটি বুঝিয়েছেন, যেখানে তিনি বলেছেন: "আমি রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম), আবু বকর, উমার ও উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পেছনে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা {সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক}-এর মাধ্যমে শুরু করতেন। তাঁরা তেলাওয়াতের শুরুতেও {পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে} উল্লেখ করতেন না, এবং এর শেষেও না।" এটি মুসলিম (৩৯৯) বর্ণনা করেছেন ওয়ালিদ ইবনে মুসলিমের সূত্রে, কাতাদাহ থেকে, তিনি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে। এবং ওয়ালিদের সূত্রে, আওযাঈ থেকে, তিনি ইসহাক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবি তালহা থেকে, তিনি আনাস থেকে; একই মর্মার্থ সহকারে। সুতরাং, উল্লিখিত শব্দগুচ্ছ – অর্থাৎ, তাঁর উক্তি: "তাঁরা তেলাওয়াতের শুরুতেও {পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে} উল্লেখ করতেন না, এবং এর শেষেও না" – বেশিরভাগ বর্ণনাকারীর বিবরণ দ্বারা ত্রুটিযুক্ত (মু'আল্লাল) প্রমাণিত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বুখারী (৭৪৩) কর্তৃক হাফস ইবনে উমার থেকে, তিনি শু'বাহ থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে বর্ণিত হাদিস; এবং এতে আছে: "তাঁরা সালাত শুরু করতেন {সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক} দ্বারা" বিসমিল্লাহ উল্লেখ ব্যতিরেকে।

এবং মুসলিম (৩৯৯) মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফরের সূত্রে, শু'বাহ থেকে, তিনি কাতাদাহ থেকে; একই মর্মার্থ সহকারে বর্ণনা করেছেন, এবং তাঁর শব্দগুচ্ছ হলো: "আমি তাঁদের কাউকে {পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে} পাঠ করতে শুনিনি।"

এবং আশ-শাফি'ঈ তাঁর উক্তি: "তাঁরা সালাত শুরু করতেন {সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক} দ্বারা" এর উপর সীমাবদ্ধ থাকার পক্ষে মত দিয়েছেন – যেমনটি 'মারিফাতুস সুনান ওয়াল আসার' (২/৩৮০) গ্রন্থে উল্লেখ আছে – এবং দারাকুতনী (রহিমাহুল্লাহ)

তাঁর সুনান গ্রন্থে হাদিস (১২০৪)-এর পরে বলেছেন: "এটিই কাতাদাহ ও অন্যান্যদের সূত্রে আনাস থেকে সুরক্ষিত (মাহফুয)।"

দ্রষ্টব্য: মুকাদ্দিমাত ইবনুল সালাহ (পৃ. ৯৮) এবং শারহুন নাযিম (১/২৮০)।

(2) এটি আহমাদ (১২৭০০) এবং দারাকুতনী (১২০৮) সাঈদ ইবনে ইয়াযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি বলেছেন: "আমি আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কি {পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে} নাকি {সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক} পড়তেন? তিনি বললেন: 'নিশ্চয়ই তুমি আমাকে এমন একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছো যা আমি স্মরণ করতে পারছি না – অথবা তোমার আগে কেউ আমাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেনি'।" দারাকুতনী (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "এই বর্ণনাসূত্র (ইসনাদ) সহীহ (বিশুদ্ধ)।"

204. وَكَثُرَ التَّعْلِيلُ بِالْإِرْسَالِ ... لِلْوَصْلِ إِنْ يَقْوَ عَلَى اتِّصَالِ

205. وَقَدْ يُعِلُّونَ بِكُلِّ قَدْحِ ... فِسْقٍ وَغَفْلَةٍ وَنَوْعِ جَرْحِ

206. وَمِنْهُمُ مَنْ يُطْلِقُ اسْمَ الْعِلَّةِ ... لِغَيْرِ قَادِحٍ؛ كَوَصْلِ ثِقَةِ

207. يَقُولُ[1]: مَعْلُولٌ صَحِيحٌ، كَالَّذِي ... يَقُولُ: صَحَّ مَعْ شُذُوذٍ احْتُذِي[2]

208. وَالنَّسْخَ[3] سَمَّى التِّرْمِذِيُّ عِلَّهْ[4] ... فَإِنْ يُرِدْ فِي عَمَلٍ فَاجْنَحْ لَهْ[5]

(1) في س: «تقول» بالتَّاء، ولم ينقط في ز، ع، ف. وسياق كلام الشُّرَّاح يؤكد أنَّها بالياء، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 287): «حيث (يَقُولُ) في إرشاده: إن الحديث على أقسام (مَعْلُولٌ صَحِيحٌ)».

ويريد النَّاظم رحمه الله الحافظَ أبا يعلى الخَليلي، وكلامه المشار إليه في الإرشاد (1/ 157).

(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 289): «أي: كما قال بعضهم: من الصَّحيح ما هو صحيح شاذٌّ».

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 523): «قائلُ ذلك: هو الخليلي أيضاً، فلو أسقط كلمة (بعضهم) من البيتين لانتَظَم الكلام».

(3) في س: «والنسخُ» بالرَّفع، وفي م: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، ن، ع، ف. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 288): «(والنَّسْخَ) مفعول مقدم».

(4) انظر: العلل الصغير ضمن الجامع (5/ 736).

(5) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

204. আর (হাদীসের) ইরসালের (মুরসাল হওয়ার) মাধ্যমে ত্রুটি নিরূপণ (তা'লীল) ব্যাপকতা লাভ করেছে... সেই (আপাত) সংযোগের (ওয়াসল) ক্ষেত্রেও, যদি তা (পূর্ণ) ধারাবাহিকতার (ইত্তেসাল) উপর শক্তিশালী হয়।

205. আর তারা প্রতিটি ত্রুটিসূচক কারণের মাধ্যমে ত্রুটি নিরূপণ করে থাকে... যেমন, পাপাচরণ (ফিসক), অমনোযোগিতা (গাফলাত) এবং যেকোনো প্রকার দোষারোপ (জার্হ)।

206. আর তাদের মধ্যে এমনও আছেন, যারা 'ইল্লাহ' (ত্রুটি) নামটি ব্যবহার করেন... এমন কিছুর জন্য, যা ত্রুটিপূর্ণ নয়; যেমন নির্ভরযোগ্য (সিকা) রাবী কর্তৃক (হাদীসের) সংযোগ (ওয়াসল)।

207. তিনি[1] বলেন: 'মা'লুল সহীহ' (ত্রুটিযুক্ত সহীহ), যেমন সেই ব্যক্তি... যিনি বলেন: 'শায (অস্বাভাবিক) হওয়া সত্ত্বেও সহীহ' যা অনুসরণ করা হয়েছে[2]।

208. আর ইমাম তিরমিযী 'নাসখ' (রহিতকরণ)-কে 'ইল্লাহ' (ত্রুটি) বলেছেন[4]... সুতরাং যদি তিনি আমলের (ব্যবহারিক বিধানের) ক্ষেত্রে (এ অর্থে) তা উদ্দেশ্য করেন, তবে তাঁর দিকে ঝুঁকুন[5]।

---

(1) 'সিন' (س) প্রতিলিপিতে 'তাকুল' (تقول) 'তা' (ت)-এর সাথে লেখা হয়েছে, এবং 'যা' (ز), 'আইন' (ع), 'ফা' (ف) প্রতিলিপিতে নুকতা দেওয়া হয়নি। তবে ব্যাখ্যাকারীদের আলোচনার

প্রেক্ষাপট নিশ্চিত করে যে এটি 'ইয়া' (ي)-এর সাথে (অর্থাৎ, 'ইয়াকুল' - يَقُولُ)। সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগিস' (১/২৮৭) গ্রন্থে বলেছেন: 'যেখানে তিনি তাঁর 'ইরশাদ' গ্রন্থে বলেন: 'হাদীস কয়েকটি প্রকারের, (তার মধ্যে একটি) 'মা'লুল সহীহ' (ত্রুটিপূর্ণ অথচ সহীহ)।'
আর গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) হাফিয আবু ইয়া'লা আল-খলীলীকে উদ্দেশ্য করেছেন, এবং তাঁর উল্লিখিত আলোচনা 'আল-ইরশাদ' (১/১৫৭) গ্রন্থে রয়েছে।
(2) গ্রন্থকার (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১/২৮৯) বলেছেন: 'অর্থাৎ, যেমনটি কেউ কেউ বলেছেন: সহীহ হাদীসের মধ্যে এমনও আছে যা সহীহ (অথচ) শায (অস্বাভাবিক)।'
বিক্বাঈ (রহিমাহুল্লাহ) 'আন-নুকাত আল-ওয়াফিয়্যাহ' (১/৫২৩) গ্রন্থে বলেছেন: 'এর বক্তা হলেন আল-খলীলী নিজেও, তাই যদি উভয় পংক্তি থেকে 'কেউ কেউ' (بعضهم) শব্দটি বাদ দেওয়া হতো, তবে বক্তব্য সুসংগত হতো।'
(3) 'সিন' (س) প্রতিলিপিতে 'ওয়ান-নাসখু' (والنسخُ) 'রাফা' (উর্ধ্বগতি) সহকারে, আর 'মিম' (م) প্রতিলিপিতে 'রাফা' ও 'নাসব' (কর্মকারক) উভয় সহকারে রয়েছে। আর বর্তমান পাঠটি 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'ইয়া' (ي), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'নুন' (ن), 'আইন' (ع), 'ফা' (ف) প্রতিলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগিস' (১/২৮৮) গ্রন্থে বলেছেন: '(ওয়ান-নাসখা) হলো মুকাদ্দাম মাফউল (অগ্রবর্তী কর্মপদ)।'
(4) দেখুন: 'আল-ইলাল আস-সাগির', যা 'আল-জামি'-এর অন্তর্ভুক্ত (৫/৭৩৬)।
(5) 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপির হাসিয়ায় (পাদটীকায়) - গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা -: 'আমার একটি গবেষণামূলক আলোচনা জামালুদ্দিন আবদুল্লাহ আন-নাবিতী কর্তৃক পঠিত হয়েছে। লিখেছেন: এর লেখক।'

الْمُضْطَرِبُ

209. «مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ»: مَا قَدْ وَرَدَا ... مُخْتَلِفاً مِنْ وَاحِدٍ فَأَزْيَدَا

210. فِي مَتْنٍ اوْ فِي سَنَدٍ إِنِ اتَّضَحْ ... فِيهِ تَسَاوِي الْخُلْفِ، أَمَّا إِنْ رَجَحْ

211. بَعْضُ الْوُجُوهِ: لَمْ يَكُنْ مُضْطَرِبَا ... وَالْحُكْمُ لِلرَّاجِحِ مِنْهَا وَجَبَا

212. كَـ «الْخَطِّ لِلسُّتْرَةِ»[1] جَمُّ الْخُلْفِ ... وَالِاضْطِرَابُ مُوجِبٌ لِلضَّعْفِ[2]

---

(1) يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه المعروف بحديث «الخَطّ»، ولفظه: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئاً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً فَلْيَنْصِبْ عَصاً، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصاً فَلْيَخُطَّ خَطّاً، وَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ «.

أخرجه أحمد (7392)، وأبو داود (689)، وابن ماجه (943).

وقد اختُلف في طرق هذا الحديث اختلافاً كثيراً، وبَسَطَ النَّاظمُ رحمه الله الكلامَ عليها في شرحه (1/ 291).

وضعَّف الحديثَ: مالك كما في المدونة (1/ 202)، واللَّيث بن سعد كما في الأوسط لابن المنذر (5/ 92)، وابن عيينة كما في سنن أبي داود، وأحمد كما في فتح الباري لابن رجب (4/ 41)، والدَّارقطني كما في إكمال تهذيب الكمال (4/ 44).

وصحَّحه علي بن المديني كما في التَّمهيد (4/ 199)، وابن خزيمة (878).

وتعقب ابن حجر رحمه الله التَّمثيلَ بهذا الحديث للمُضطَرِبِ في النُّكَت (2/ 773)، بقوله: «فالطُّرُقُ التي ذكرها ابنُ الصَّلاح ثمَّ شيخُنا قابلةٌ لترجيح بعضها على بعض، والرَّاجحةُ منها يمكن التَّوفيق بينها، فينتفي الاضطرابُ أصلاً ورأساً».

(2) في حاشية د - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ صاحبها محب الدين محمد بن موسى القلقشندي عرضاً عليَّ من حفظه. كتبه: مؤلفه».

মুযতারিব (অসঙ্গতিপূর্ণ)

২০৯. «মুযতারিবুল হাদীস» হলো— যা বর্ণিত হয়েছে... ভিন্ন ভিন্নভাবে, একজন বা তার অধিক বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে।

২১০. মূল বক্তব্যে (মাতনে) অথবা সনদে (বর্ণনা পরম্পরায়), যদি তাতে... বিরোধের সমতা স্পষ্ট হয়। আর যদি প্রাধান্য পায়

২১১. কিছু দিক, তাহলে তা মুযতারিব হবে না।... বরং সেগুলোর মধ্যে যেটি প্রাধান্যপ্রাপ্ত, তার জন্য বিধান আবশ্যক।

২১২. যেমন 'সুতরার জন্য রেখা টানা' (الخط للسترة) এর হাদিস, এতে ব্যাপক মতানৈক্য রয়েছে।... আর اضطراب (মুযতারিব হওয়া) দুর্বলতার কারণ।

---

(১) এর দ্বারা আবু হুরায়রা (রাঃ) এর সেই হাদীসটি উদ্দেশ্য, যা 'আল-খাত্ত' (الخط) হাদীস নামে পরিচিত। এর শব্দাবলী হলো: «তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করে, সে যেন তার সামনে কিছু রাখে। যদি সে কিছু না পায়, তাহলে যেন একটি লাঠি স্থাপন করে। যদি তার সাথে লাঠি না থাকে, তাহলে যেন একটি রেখা টানে, তার সামনে দিয়ে কিছু অতিক্রম করলে তার কোনো ক্ষতি হবে না।»

আহমাদ (৭৩৯২), আবু দাউদ (৬৮৯) এবং ইবনে মাজাহ (৯৪৩) এটি সংকলন করেছেন।

এই হাদীসের বর্ণনা পদ্ধতিতে (তুরুক) অনেক মতভেদ রয়েছে, এবং গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১/২৯১) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এবং এই হাদীসকে দুর্বল বলেছেন: মালিক (আল-মুদাওয়ানা, ১/২০২), লাইস বিন সা'দ (ইবনুল মুনযিরের আল-আওসাত, ৫/৯২), ইবনে উয়াইনাহ (সুনান আবি দাউদ), আহমাদ (ইবনে রাজাবের ফাতহুল বারী, ৪/৪১), এবং দারাকুতনি (ইকমাল তাহযিবুল কামাল, ৪/৪৪) এ।

এবং এটি সহীহ (বিশুদ্ধ) বলেছেন: আলী ইবনুল মাদীনী (আত-তামহীদ, ৪/১৯৯) এবং ইবনে খুযাইমাহ (৮৭৮) এ।

ইবনে হাজার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'আন-নুকাত' (২/৭৭৩) গ্রন্থে এই হাদীসকে মুযতারিবের উদাহরণ হিসেবে পেশ করার বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। তাঁর উক্তি: «ইবনে সালাহ এবং আমাদের শায়খ যে বর্ণনা পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করেছেন, সেগুলো একটার উপর আরেকটাকে প্রাধান্য দেওয়ার যোগ্য। আর প্রাধান্যপ্রাপ্ত বর্ণনাগুলো সমন্বয় করা সম্ভব, ফলে মূলত এবং সম্পূর্ণরূপে اضطراب (অসঙ্গতি) বিলুপ্ত হয়ে যায়।»

(২) দাল (د) এর টীকায় - গ্রন্থকারের নিজ হাতে লেখা -: «এর মালিক মুহিব্বুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মূসা আল-ক্বালক্বাশান্দী আমাকে মৌখিকভাবে তাঁর মুখস্থ থেকে শুনিয়েছেন। লিখেছেন: এর লেখক।»

الْمُدْرَجُ

213. «الْمُدْرَجُ»: الْمُلْحَقُ آخِرَ الْخَبَرْ ... مِنْ قَوْلِ رَاوٍ مَا بِلَا فَصْلٍ ظَهَرْ

214. نَحْوُ[1]: «إِذَا قُلْتَ التَّشَهُّدَ» وَصَلْ ... ذَاكَ زُهَيْرٌ، وَابْنُ ثَوْبَانَ فَصَلْ[2]

215. قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرَجٌ قَبْلُ قُلِبْ[3] ... كَـ «أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْعَقِبْ»[4]

---

(1) في هـ، و، ز: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، د، ل، م، ن.

(2) يريد حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التَّشهُّد: «أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَخَذَ بِيَدِ عَبْدِ اللَّهِ، فَعَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ ... قَالَ: فَإِذَا قَضَيْتَ هَذَا - أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا - فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ تَقُومَ فَقُمْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَاقْعُدْ».

أخرجه أحمد (4006)، والدَّارمي (1380)، وأبو داود (970) من طريق زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحُرِّ، عن القاسم بن مُخَيمِرة، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً.

وأخرجه ابن حبَّان (965)، والطَّبراني في الأوسط (4389)، والدَّارقطني (1334) و (1337) من طريق عبد الرَّحمن بن ثابت بن ثوبان، عن الحسن بن الحُر؛ به، وجعل قوله: «فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا ... » من قول ابن مسعود رضي الله عنه.

ورجَّح ابن حبَّان في الصَّحيح (966)، والدَّارقطني في السُّنن (2/ 165)، والبيهقي في السُّنن الكبرى (2965)، والخطيب في الفصل للوصل (1/ 110): أنَّ آخِرَ الحديثِ مُدرَج من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقد بسط النَّاظم رحمه الله الكلامَ على الحديث في شرحه (1/ 295).

والحديث في البخاري (831) ومسلم (402) من طريق أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(3) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 297): «أي: أُتِيَ به قبل الحديث المرفوع، أو قبلَ آخرِه، في وسطه مثلاً».

(4) يريد حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».

أخرجه الخطيب رحمه الله في الفصل للوصل (1/ 158) من طريق أبي قَطَن عمرو بن الهيثم، وشَبابة، كلاهما عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً.

وأخرجه البخاري (165) من طريق آدم بن أبي إياس، ومسلم (242) من طريق وكيع، كلاهما (آدم ووكيع) عن شعبة؛ به، وجعَلا قولَه: «أَسْبِغُوا الوُضُوءَ» مِن قول أبي هريرة.

وقد بسط النَّاظم رحمه الله الكلام على الحديث في شرحه (1/ 298).

والأمر بإسباغ الوضوء ثابتٌ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم (241).

মুদরাজ

২১৩. «মুদরাজ» হলো: এমন যা কোনো বর্ণনাকারীর উক্তি থেকে বর্ণনার শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে,

যা কোনো স্পষ্ট বিভাজন ছাড়াই প্রতীয়মান।

২১৪. যেমন[১]: «যখন তুমি তাশাহহুদ পাঠ করবে» – এই অংশ জুহায়র সংযুক্ত করেছেন, আর ইবনে সাওবান একে পৃথক করেছেন[২]।

২১৫. আমি বলি: এর মধ্যে এমন মুদরাজও রয়েছে যা (মূল হাদীসের) পূর্বে উল্টে গেছে[৩], যেমন: «অযু পূর্ণাঙ্গ করো, গোড়ালির জন্য দুর্ভোগ»[৪]।

---

(১) হা, ওয়াও ও যা নুসখাগুলোতে 'নাহওয়া' নসব অবস্থায় রয়েছে, আর বা, দাল, লাম, মীম ও নূন নুসখাগুলো থেকে যা প্রমাণিত হয়েছে (অর্থাৎ, 'নাহউ' রফা অবস্থায়)।

(২) এখানে ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর তাশাহহুদ সম্পর্কিত হাদীস বোঝানো হয়েছে: "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্দুল্লাহ (ইবনু মাসউদ)-এর হাত ধরলেন এবং তাকে সালাতের (নামাজের) তাশাহহুদ শিখালেন। ... তিনি বললেন: যখন তুমি এটা শেষ করবে – অথবা তিনি বললেন: যখন তুমি এটা করবে – তখন তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। যদি তুমি দাঁড়াতে চাও তো দাঁড়াও, আর যদি তুমি বসতে চাও তো বসো।"

এটি আহমাদ (৪০০৬), আদ-দারিমী (১৩৮০) ও আবু দাউদ (৯৭০) যুহায়র ইবনু মুআবিয়া সূত্রে, তিনি হাসান ইবনুল হুর থেকে, তিনি কাসিম ইবনু মুখায়মিরা থেকে, তিনি আলকামাহ থেকে, তিনি ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে মারফু' (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত সংযুক্ত) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

এটি ইবনু হিব্বান (৯৬৫), আত-তাবরানী তার 'আল-আওসাত' গ্রন্থে (৪৩৮৯) এবং আদ-দারাকুতনী (১৩৩৪) ও (১৩৩৭) আবদুর রহমান ইবনু সাবিত ইবনু সাওবান সূত্রে, তিনি হাসান ইবনুল হুর থেকে একই সনদে সংকলন করেছেন এবং তার উক্তি "যখন তুমি এটা করবে..."-কে ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

ইবনু হিব্বান তার 'সহীহ' গ্রন্থে (৯৬৬), আদ-দারাকুতনী তার 'সুনান' গ্রন্থে (২/১৬৫), আল-বায়হাক্বী তার 'সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে (২৯৬৫) এবং আল-খাতীব তার 'আল-ফাসল লিল-ওয়াসল' গ্রন্থে (১/১১০) এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, হাদীসের শেষাংশ আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর উক্তি থেকে মুদরাজ (সংযুক্ত)। সংগঠক (গ্রন্থকার) (রাহিমাহুল্লাহ) তার ব্যাখ্যার (১/২৯৫) মধ্যে হাদীসটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

এই হাদীস বুখারী (৮৩১) ও মুসলিম (৪০২)-তেও আবু ওয়াইল সূত্রে ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

(৩) সংগঠক (গ্রন্থকার) (রাহিমাহুল্লাহ) তার ব্যাখ্যার (১/২৯৭) মধ্যে বলেছেন: "অর্থাৎ: এটিকে মারফু' হাদীসের আগে অথবা তার শেষের অংশের আগে, যেমন মাঝখানে আনা হয়েছে।"

(৪) এখানে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস বোঝানো হয়েছে: "অযু পূর্ণাঙ্গ করো, গোড়ালির জন্য জাহান্নামের দুর্ভোগ।"

আল-খাতীব (রাহিমাহুল্লাহ) তার 'আল-ফাসল লিল-ওয়াসল' গ্রন্থে (১/১৫৮) এটি আবু কাতান আমর ইবনুল হাইসাম ও শাবাবাহ সূত্রে, উভয়ে শু'বাহ থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

বুখারী (১৬৫) আদম ইবনু আবী ইয়াস সূত্রে এবং মুসলিম (২৪২) ওয়াকী' সূত্রে এটি সংকলন করেছেন; উভয়েই (আদম ও ওয়াকী') শু'বাহ থেকে এই সনদে। এবং উভয়েই তার উক্তি: "অযু পূর্ণাঙ্গ করো"-কে আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সংগঠক (গ্রন্থকার) (রাহিমাহুল্লাহ) তার ব্যাখ্যার (১/২৯৮) মধ্যে হাদীসটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

আর অযু পূর্ণাঙ্গ করার আদেশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে মুসলিম (২৪১)-তে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীস সূত্রে প্রমাণিত।

216. وَمِنْهُ: جَمْعُ مَا أَتَى كُلُّ طَرَفْ ... مِنْهُ بِإِسْنَادٍ بِوَاحِدٍ[1] سَلَفْ

217. كَوَائِلٍ - فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ - قَدْ ... أُدْرِجَ[2] «ثُمَّ جِئْتُهُمْ»[3] وَمَا اتَّحَدْ

(1) في ك: «بواحدٍ بإسنادٍ» بتقديم وتأخير.

(2) في م، ن، ع، ف: «أَدْرَجَ» بفتح الهمزة والرَّاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، س.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النَّكت الوفيَّة (1/ 541): «أُدرِجَ: مبني للمفعول».

(3) يريد حديث وائل بن حُجر رضي الله عنه في صفة الصَّلاة، وقال في آخره: «ثُمَّ جِئْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيهِ بَرْدٌ شَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّاسَ عَلَيْهِم جُلُّ الثِّيَابِ تَحَرَّكُ أَيْدِيهِم تَحْتَ الثِّيَابِ».

أخرجه أبو داود (727)، وأحمد (18870)، والدَّارمي (1397) من طريق زائدة.

وأخرجه أبو داود (728) من طريق شريك. والنَّسائي (1159) من طريق ابن عيينة.

ثلاثتُهم (زائدة، وشريك، وابن عيينة) عن عاصم بن كُلَيب، عن أبيه، عن وائل رضي الله عنه مرفوعاً.

ورَجَّح موسى بن هارون كما في الفصل للوصل (1/ 439)، والخطيب في الفصل للوصل (1/ 428): أنَّ آخرَ الحديث مُدرَجٌ في الحديث بهذا الإسنادِ، وإنَّما هو بإسناد آخر كما أخرجه أحمد من طريق زهير (18876)، والخطيب في الفصل للوصل (1/ 438) من طريق شجاع بن الوليد، كلاهما (زهير، وشجاع) عن عاصم بن كُليب، عن عبد الجبَّار، عن بعض أهله، عن وائل مرفوعاً. انظر كلام النَّاظم رحمه الله على هذا الحديث في شرحه (2/ 301).

২ ১৬. এবং এর (প্রকারগুলির) মধ্যে: প্রতিটি দিক থেকে যা একটি একক পূর্ববর্তী সূত্র (ইসনাদ) সহ এসেছে, তার সংকলন।

২ ১৭. যেমন ওয়াইল (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সালাতের বর্ণনা সংবলিত হাদীসে 'তারপর আমি তাদের কাছে এলাম' অংশটি সন্নিবেশিত (মুদরাজ) করা হয়েছে, যদিও সনদটি অভিন্ন ছিল না।

---

(১) ক (নূসখা)-তে: 'বিওয়াহিদিন বি-ইসনাদিন' (بواحدٍ بإسنادٍ) শব্দগুলি অগ্র-পশ্চাৎভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

(২) মিম, নুন, আইন, ফা (নূসখা)-তে: 'আদরাজা' (أَدْرَجَ) হামযা ও রা' অক্ষরের উপর ফাতহা (জবর) সহ উল্লেখ আছে, এবং মূল পাঠে যা স্থিরকৃত (নিশ্চিত) করা হয়েছে তা আলিফ, বা, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, কাফ, লাম, সিন (নূসখা) থেকে।
আল-বিকাঈ (রহিমাহুল্লাহ) 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (১/৫৪১) গ্রন্থে বলেছেন: 'উদরিয়া' (أُدْرِجَ) হলো কর্মবাচ্য।
(৩) এখানে ওয়াইল ইবনে হুজর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সালাতের বিবরণ সংক্রান্ত হাদীসটি বোঝানো হয়েছে। তিনি এর শেষাংশে বলেছেন: 'তারপর আমি এরপরে এমন এক সময়ে এলাম যখন প্রচন্ড ঠান্ডা ছিল। তখন আমি দেখলাম যে, মানুষের গায়ে অধিকাংশ পোশাক ছিল এবং তাদের হাত কাপড়ের নীচে নড়াচড়া করছিল।'
আবু দাউদ (৭২৭), আহমদ (১৮৮৭০) এবং দারিমী (১৩৯৭) যায়েদার সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।
এবং আবু দাউদ (৭২৮) শারিকের সূত্রে এটি বর্ণনা করেছেন।
এবং নাসাঈ (১১৫৯) ইবনে উয়াইনার সূত্রে (এটি বর্ণনা করেছেন)।
তাঁরা তিনজনই (যায়েদা, শারিক এবং ইবনে উয়াইনা) আসিম ইবনে কুলাইব থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি ওয়াইল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন।
মুসা ইবনে হারুন 'আল-ফাসল লীল-ওয়াসল' (১/৪৩৯) গ্রন্থে এবং খতীবও 'আল-ফাসল লীল-ওয়াসল' (১/৪২৮) গ্রন্থে এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, হাদীসের শেষাংশটি এই সনদ (ইসনাদ)-এর সাথে সন্নিবেশিত (মুদরাজ), এবং এটি মূলত অন্য একটি সনদ (ইসনাদ) সহ বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আহমদ যুহায়েরের সূত্রে (১৮৮৭৬) এবং খতীব শুজা' ইবনে ওয়ালিদের সূত্রে 'আল-ফাসল লীল-ওয়াসল' গ্রন্থে (১/৪৩৮) এটি বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়ই (যুহায়ের ও শুজা') আসিম ইবনে কুলাইব থেকে, তিনি আব্দুল জাব্বার থেকে, তিনি তাঁর পরিবারের কারো থেকে, তিনি ওয়াইল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এই হাদীস সম্পর্কে নাযিম (গ্রন্থকার) (রহিমাহুল্লাহ)-এর আলোচনা তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/৩০১)-এ দেখুন।

218. وَمِنْهُ: أَنْ يُدْرَجَ بَعْضُ[1] مُسْنَدٍ ... فِي غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلَافِ السَّنَدِ

219. نَحْوُ[2]: «وَلَا تَنَافَسُوا» فِي مَتْنِ «لَا ... تَبَاغَضُوا» فَمُدْرَجٌ قَدْ نُقِلَا

220. مِنْ مَتْنِ «لَا تَجَسَّسُوا»[3]، أَدْرَجَهُ ... ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ إِذْ أَخْرَجَهُ[4]

221. وَمِنْهُ: مَتْنٌ عَنْ جَمَاعَةٍ وَرَدْ ... وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضاً فِي السَّنَدْ

---

(1) في م: «بعض» بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، ن، س، ع.

(2) في أ، ب، هـ، ز: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، ل.

(3) في هـ، ع: «لا تحسَّسوا» بالحاء. وله وجه، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (1/ 305): «بالجيم أو الحاء».

(4) في ع: «أدرجهُ» و «أخرجهُ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، م، ن، س.

وقد أخرج الخطيب في الفصل للوصل (2/ 739) وابن عبد البر في التَّمهيد (6/ 116) حديثَ سعيد بن أبي مريم عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ».

قال حمزة بن محمَّد الكِنانيُّ رحمه الله كما في التَّمهيد (6/ 116): «لا أعلم أحداً قال في هذا الحديث عن مالكٍ: (وَلَا تَنَافَسُوا) غيرَ سعيد بن أبي مريم».

وبيَّن الخطيب في الفصل للوصل (2/ 742): أنَّ ابن أبي مريم أَدْرَجَ هذه اللَّفظةَ في الحديثِ من حديثٍ آخر، وهو حديثُ مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة

رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ! فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً».

218. এবং এর (প্রকারগুলোর) মধ্যে একটি হলো: কোনো একটি সনদের সাথে বর্ণিত হাদীসের[1] কিছু অংশ ... অন্য একটিতে অন্তর্ভুক্ত করা, সনদের ভিন্নতা সত্ত্বেও।

219. যেমন[2]: «তোমরা একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না» এই মতন «তোমরা ... একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না» এর মধ্যে (অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে), সুতরাং এটি মুদরাজ (সংযুক্ত অংশ) হিসেবে বর্ণিত হয়েছে।

220. «তোমরা গুপ্তচরবৃত্তি করো না»[3] এর মতন থেকে, ইবন আবি মারিয়াম ... যখন তা বর্ণনা করেছেন তখন তিনি এটি সংযোজন করেছেন[4]।

221. এবং এর (প্রকারগুলোর) মধ্যে একটি হলো: একটি মতন যা একটি দল থেকে বর্ণিত হয়েছে ... এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ সনদে একে অপরের বিরোধিতা করেছে।

---

(1) ম পাণ্ডুলিপিতে: «بعض» (বা'দুন) রফ' (কর্তৃবাচক) এবং নাসব' (কর্মবাচক) উভয় অবস্থায় রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা বা, দা, হা, ওয়াও, যা, ইয়া, কাফ, লাম, নুন, সিন, আইন পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

(2) আলিফ, বা, হা, যা পাণ্ডুলিপিতে: «نحوَ» (নাহওয়া) নাসব' (কর্মবাচক) অবস্থায় রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা দা, ওয়াও, লাম পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

(3) হা, আইন পাণ্ডুলিপিতে: «لا تحسَّسوا» (লা তাহাসসাসু) হা (ح) অক্ষর সহকারে। এবং এর একটি ভিত্তি আছে; ইমাম সাখাভি (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 'ফাতহুল মুগিস' (১/৩০৫) গ্রন্থে বলেছেন: «জিম (ج) অথবা হা (ح) অক্ষর সহকারে»।

(4) আইন পাণ্ডুলিপিতে: «أدرجهُ» (আদ্রাজাহ) এবং «أخرجهُ» (আখরাজাহ) হা (ه) অক্ষর সাকিন (ধ্বনিহীন) অবস্থায় রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা আলিফ, বা, দা, হা, ওয়াও, হা, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন, সিন পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

খতিব 'আল-ফাসল লিল-ওয়াসল' (২/৭৩৯) গ্রন্থে এবং ইবন আবদিল বার 'আত-তামহীদ' (৬/১১৬) গ্রন্থে সাঈদ ইবন আবি মারিয়াম থেকে, তিনি মালিক ইবন আনাস থেকে, তিনি ইবন শিহাব থেকে, তিনি আনাস ইবন মালিক (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন: «নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: তোমরা একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করো না, একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না, এবং একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না। আর তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও। কোনো মুসলমানের জন্য তিন দিনের বেশি তার ভাইকে বর্জন করা বৈধ নয়।»

হামযা ইবন মুহাম্মাদ আল-কিনানি (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 'আত-তামহীদ' (৬/১১৬) গ্রন্থে যেমনটি বলেছেন: «মালিক থেকে বর্ণিত এই হাদীসে `(وَلَا تَنَافَسُوا)` (ওয়ালা তানাফাসু) শব্দটি সাঈদ ইবন আবি মারিয়াম ব্যতীত অন্য কাউকে বলতে আমি জানি না।»

এবং খতিব 'আল-ফাসল লিল-ওয়াসল' (২/৭৪২) গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন: যে ইবন আবি মারিয়াম এই শব্দটি অন্য একটি হাদীস থেকে মূল হাদীসে সংযোজন করেছেন। আর সেটি হলো মালিক থেকে, তিনি আবুয যিনাদ থেকে, তিনি আল-আ'রাজ থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন) থেকে বর্ণিত হাদীস, যেখানে তিনি (আবু হুরায়রা) বলেছেন যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: «তোমরা অনুমান থেকে বেঁচে থাকো! কারণ অনুমান সবচেয়ে মিথ্যা কথা। তোমরা অপরের গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না `(وَلَا تَحَسَّسُوا)`, গুপ্তচরবৃত্তি করো না `(وَلَا تَجَسَّسُوا)`, একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো না, একে অপরের প্রতি ঈর্ষা করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না, এবং একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না। আর তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।»

---

222. فَيَجْمَعُ الْكُلَّ بِإِسْنَادٍ ذَكَرْ[1] ... كَمَتْنِ: «أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ» الْخَبَرْ

223. فَإِنَّ عَمْراً عِنْدَ وَاصِلٍ فَقَطْ ... بَيْنَ شَقِيقٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ سَقَطْ

224. وَزَادَ الَاعْمَشُ[2] كَذَا مَنْصُورُ[3] ... وَعَمْدُ الِادْرَاجِ لَهَا مَحْظُورُ[4]

---

(1) في و: «ذكر» بفتح الذَّال المعجمة وضمِّها، وفتح الكاف وكسرها معاً، والمثبت من أ، د، هـ، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف. وجاء في حاشية و: «قوله: (ذَكَرْ)؛ ظاهر صنيع شيخ الإسلام قراءته بالبناء للمفعول، حيث فسَّره بالمذكور، وصريح كلام الغزيِّ أنه بالبناء للفاعل؛ فإنَّه جعل فاعله وفاعلَ (يَجْمَعُ) واحداً».

وقال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 544): «الضَّمير للرَّاوي»، وانظر: فتح الباقي (1/ 282).

(2) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 544): «المفعولُ - وهو عمرو - محذوفٌ لضيقِ النَّظم عنه، فالتَّقدير: وزادَه الأعمش».

(3) يريد النَّاظم رحمه الله حديثَ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدّاً وَهوَ خَلَقَكَ» الحديث.

أخرجه أحمد (4131)، والتِّرمذي (3182)، والخطيب في الفصل للوصل (2/ 819) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن الثَّوري، عن منصور والأعمش وواصل الأحدب، عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.

وقد بيَّن الخطيبُ في الفصل للوصل (2/ 840): أنَّ هذه الرواية وقع فيها إدراج؛ لأنَّ واصلاً يرويه عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كما عند أحمد (4423)، والتِّرمذي (3183) من طريق شعبة عنه.

ورواه يحيى القطان عن الثَّوري، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ورواه أيضاً عن واصل الأحدب، عن

أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري (4761)، ففصل الطريقَيْن، وبيَّن الإسنادَيْن.

قال التِّرمذيُّ رحمه الله: «حديث سفيان عن منصور والأعمش أصحُّ من حديث شعبة عن واصل؛ لأنَّه زاد في إسناده رجلاً».

انظر كلام النَّاظم على هذا الحديث في شرحه (1/ 303).

(4) في حاشية و - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ جمال الدين عبد اللَّه النابتي قراءة بحث عليّ. كتبه: مؤلفه».

২২২. অতঃপর তিনি উল্লেখিত সনদসহ সব [বর্ণনা] একত্রিত করেন[1] ... যেমন হাদিসের মূলপাঠ: "কোন পাপ সবচেয়ে বড়?" এই বর্ণনাটি।

২২৩. কারণ, ওয়াসিলের বর্ণনায় আমর কেবল ... শাকিক ও ইবনে মাসউদের মাঝখান থেকে বাদ পড়েছেন।

২২৪. আ'মাশও[2] অনুরূপভাবে মানসুরও[3] [সেখানে] বৃদ্ধি করেছেন ... আর এতে ইচ্ছাকৃতভাবে ইদরাজ (হাদিসে অতিরিক্ত বাক্য সংযোজন) নিষিদ্ধ[4]।

---

(১) 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপিতে: «ذَكَرْ» (যাকার) যাল (ذ)-কে উন্মুক্ত (ফাতহা) ও যম্মা এবং কাফ (ك)-কে উন্মুক্ত (ফাতহা) ও কাসরা উভয় রূপে পাঠ করা হয়েছে, আর আলিফ (أ), দাল (د), হা (هـ), ঝা (ز), হা (ح), ইয়া (ي), কাফ (ك), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س), আইন (ع), ফা (ف) প্রতিলিপিগুলোতে যা প্রতিষ্ঠিত, তা-ই এখানে গৃহীত। 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপির টীকায় এসেছে: "তাঁর উক্তি: (ذَكَرْ); শাইখুল ইসলামের কর্মপদ্ধতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি এটিকে কর্মবাচ্যে (مبني للمفعول) পড়েছেন, কেননা তিনি এটিকে 'আল-মাযকুর' (উল্লিখিত) দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। আর আল-গায্যির সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, এটি কর্তৃবাচ্যে (مبني للفاعل); কারণ তিনি এর কর্তা এবং (يَجْمَعُ)-এর কর্তা উভয়কে একই ব্যক্তি মনে করেছেন।"
আল-বিকাঈ (রহ.) আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (১/৫৪৪) গ্রন্থে বলেছেন: "সর্বনামটি বর্ণনাকারীর (রাবি) জন্য।" দেখুন: ফাতহুল বাকি (১/২৮২)।

(২) আল-বিকাঈ (রহ.) আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (১/৫৪৪) গ্রন্থে বলেছেন: "কর্মপদ - অর্থাৎ আমর (عمرو) - কবিতার ছন্দের সংকীর্ণতার কারণে উহ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং, এর অনুমিত পাঠ হলো: 'আ'মাশ তাকে বৃদ্ধি করেছেন'।"

(৩) সম্মানিত রচয়িতা (রহ.) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদিসটি বোঝাতে চেয়েছেন, যেখানে তিনি বলেন: "আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! কোন পাপ সবচেয়ে বড়? তিনি বললেন: তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার স্থাপন করা, অথচ তিনিই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" [সম্পূর্ণ] হাদিস।

এটি বর্ণনা করেছেন আহমদ (৪১৩১), তিরমিযী (৩১৮২) এবং আল-খাতীব তাঁর 'আল-ফাসল লিল ওয়াসল' (২/৮১৯) গ্রন্থে আবদুর রহমান ইবনে মাহদি সূত্রে, তিনি সাওরী সূত্রে, তিনি মানসুর, আল-আ'মাশ ও ওয়াসিল আল-আহদাব সূত্রে, তাঁরা আবু ওয়াইল সূত্রে, তিনি আমর ইবনে শুরাহবিল সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে।

আল-খাতীব 'আল-ফাসল লিল ওয়াসল' (২/৮৪০) গ্রন্থে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, এই বর্ণনায় 'ইদরাজ' (বর্ণনার মধ্যে অতিরিক্ত অংশ ঢুকিয়ে দেওয়া) ঘটেছে; কারণ ওয়াসিল এটি আবু ওয়াইল থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি আহমদ (৪২২৩) এবং তিরমিযী (৩১৮৩)-এর শু'বা থেকে তাঁর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

আর ইয়াহইয়া আল-কাত্তান এটি সাওরী সূত্রে, তিনি মানসুর ও আল-আ'মাশ সূত্রে, তাঁরা আবু ওয়াইল সূত্রে, তিনি আমর ইবনে শুরাহবিল সূত্রে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি ওয়াসিল আল-আহদাব সূত্রে, তিনি আবু ওয়াইল সূত্রে, তিনি ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বুখারী (৪৭৬১) গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন। সুতরাং, তিনি উভয় সূত্রকে পৃথক করেছেন এবং উভয় সনদকে স্পষ্ট করেছেন।

ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেছেন: "সুফিয়ানের মানসুর ও আল-আ'মাশ থেকে বর্ণিত হাদিস শু'বার ওয়াসিল থেকে বর্ণিত হাদিস থেকে অধিকতর সহীহ; কারণ তিনি এর সনদে একজন বর্ণনাকারী বৃদ্ধি করেছেন।"

এই হাদিস সম্পর্কে রচয়িতার বক্তব্য তাঁর ব্যাখ্যার (১/৩০৩) মধ্যে দেখুন।

(৪) 'ওয়াও' (و)-এর টীকায় - রচয়িতার স্বহস্তে: "আমার গবেষণার পাঠ জামালুদ্দিন আবদুল্লাহ আন-নাবিতীর কাছে পৌঁছেছে। লিখেছেন: এর লেখক।"

الْمَوْضُوعُ

225. شَرُّ الضَّعِيفِ الْخَبَرُ «الْمَوْضُوعُ» ... الْكَذِبُ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ

226. وَكَيْفَ كَانَ لَمْ يُجِيزُوا ذِكْرَهُ[1] ... لِمَنْ عَلِمْ؛ مَا لَمْ يُبَيِّنْ أَمْرَهُ[2]

227. وَأَكْثَرَ الْجَامِعُ فِيهِ إِذْ خَرَجْ ... لِمُطْلَقِ الضَّعْفِ عَنَى أَبَا الْفَرَجْ[3]

228. وَالْوَاضِعُونَ لِلْحَدِيثِ أَضْرُبُ ... أَضَرُّهُمْ قَوْمٌ لِزُهْدٍ نُسِبُوا

229. قَدْ وَضَعُوهَا حِسْبَةً فَقُبِلَتْ ... مِنْهُمْ رُكُوناً لَهُمُ وَنُقِلَتْ

230. فَقَيَّضَ اللَّهُ لَهَا نُقَّادَهَا ... فَبَيَّنُوا بِنَقْدِهِمُ فَسَادَهَا

---

(1) في هـ، ز، ح، ن، س، ف: «ذكرهُ» بضمِّ الهاء، وفي ب، و: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، د، ي، ل.

(2) في هـ، ح، ن، س، ف: «أمرهُ» بضمِّ الهاء، وفي ب، و: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، د، ي، ك، ل، ع.

(3) هو: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي الحنبلي، (ت 597 هـ). سير أعلام النُّبلاء (21/ 365)، والمرادُ كتابه في الموضوعات، وهو مطبوع.

মওযু (মনগড়া)

২২৫. দুর্বল বর্ণনাসমূহের মধ্যে নিকৃষ্টতম হলো «মওযু» (মনগড়া) বর্ণনা... যা উদ্ভাবিত, বানোয়াট ও মিথ্যা রচনা।

২২৬. এবং এর অবস্থা যাই হোক না কেন, আলেমগণ এর উল্লেখের[১] অনুমতি দেননি... যে ব্যক্তি তা জানে তার জন্য, যতক্ষণ না সে এর প্রকৃত অবস্থা[২] স্পষ্ট করে।

২২৭. এবং সংকলক (আবু আল-ফারাজ) এতে (তাঁর গ্রন্থে) বহু কিছু বাড়িয়ে দিয়েছেন, যখন তিনি কেবল সাধারণ দুর্বলতাকে উদ্দেশ্য করে (তাঁর সংকলনের) সীমা অতিক্রম করেছেন।[৩]

২২৮. এবং হাদিস জালকারীরা বিভিন্ন প্রকারের হয়... তাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হলো যারা দুনিয়াবিমুখতার (তাকওয়া-পরহেজগারীর) সাথে সম্পর্কিত।

২২৯. তারা তা (হাদিস) সওয়াবের নিয়তে জাল করেছিল, ফলে তা গৃহীত হয়েছিল... তাদের প্রতি ভরসা করে এবং তা বর্ণিত হয়েছিল।

২৩০. অতঃপর আল্লাহ এর জন্য এর সমালোচকগণকে নিযুক্ত করলেন... ফলে তারা তাদের সমালোচনার মাধ্যমে এর ভ্রান্তি প্রকাশ করলেন।

---

(১) হা, যা, হা, নুন, সিন, ফা পান্ডুলিপিতে: «ذكرهُ» (যিকরুহু) হা অক্ষরে পেশ (দম্মা) সহকারে। এবং বা, ওয়া পান্ডুলিপিতে: হা অক্ষরে জযম (সুকুন) ও পেশ (দম্মা) উভয় সহকারে। আর যা প্রমাণিত, তা আলিফ, দাল, ইয়া, লাম পান্ডুলিপি থেকে।

(২) হা, হা, নুন, সিন, ফা পান্ডুলিপিতে: «أمرهُ» (আমরুহু) হা অক্ষরে পেশ (দম্মা) সহকারে। এবং বা, ওয়া পান্ডুলিপিতে: হা অক্ষরে জযম (সুকুন) ও পেশ (দম্মা) উভয় সহকারে। আর যা প্রমাণিত, তা আলিফ, দাল, ইয়া, কাফ, লাম, আইন পান্ডুলিপি থেকে।

(৩) তিনি হলেন: আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান ইবনে আলী ইবনুল জাওযী আল-হাম্বালী (মৃত্যু ৫৯৭ হিজরি)। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' (২১/৩৬৫)। এবং এখানে তাঁর 'আল-মাওযু'আত' নামক গ্রন্থটি উদ্দেশ্য, যা প্রকাশিত।

---

231. نَحْوُ[1]: أَبِي عِصْمَةَ[2] إِذْ رَأَى الْوَرَى ... زَعْماً نَأَوْا عَنِ الْقُرَانِ فَافْتَرَى

232. لَهُمْ حَدِيثاً فِي فَضَائِلِ السُّوَرْ ... عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ[3]، فَبِئْسَمَا[4] ابْتَكَرْ

233. كَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُبَيٍّ[5] اعْتَرَفْ ... رَاوِيهِ بِالْوَضْعِ[6]، وَبِئْسَمَا اقْتَرَفْ

234. وَكُلُّ مَنْ أَوْدَعَهُ كِتَابَهُ[7] ... كَالْوَاحِدِيِّ[8] مُخْطِئٌ صَوَابَهُ[9]

---

(1) في ب، هـ، و، ك، م، ن، س: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، ل.

(2) هو: أبو عصمة نوح بن أبي مريم القرشي مولاهم، المروزي، الملقَّبُ بالجامع، (ت 173 هـ)، كذبوه في الحديث. تقريب التَّهذيب (7210).

(3) انظر: المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص 54)، والموضوعات لابن الجوزي (1/ 41).

(4) في نسخة على حاشية و: «وبئسما».

(5) أورده ابن الجوزي في الموضوعات (1/ 239).

(6) روى الخطيب في الكفاية (ص 401) وابن الجوزي في الموضوعات (1/ 241) عن المُؤمِّل بن إسماعيل اعترافَ راوي حديث أُبَيّ رضي الله عنه بوضعه، وقد ذكره مُبهَماً.

(7) في أ، ي، ع: «كتابه» بسكون الهاء، وفي ب، د، ك، ل، ن: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من هـ، و، ح، م، س.

(8) في هـ، ن: «كالواحديُ» بسكون الياء، وبه ينكسر الوزن.

وهو: أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد الواحدي، إمام علماء التأويل، صاحب التفاسير: البَسيط، والوَسيط، والوَجيز، (ت 468 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 339).

(9) في أ، ي، ع، ف: «صوابه» بسكون الهاء، وفي ب، د، ك، ل، ن: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من هـ، و، ح، م، س.

২৩১. উদাহরণস্বরূপ[১]: আবু ইসমা[২] যখন দেখল যে, লোকেরা মিথ্যা ধারণায় কুরআন থেকে দূরে সরে গেছে, তখন সে মিথ্যা রচনা করল

২৩২. তাদের জন্য সূরাসমূহের ফযীলত সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাঃ)[৩] থেকে একটি হাদীস। সে কতই না নিকৃষ্ট কিছু উদ্ভাবন করেছে![৪]

২৩৩. একইভাবে, উবাই (রাঃ)[৫] থেকে বর্ণিত হাদীসটিও, যার বর্ণনাকারী এর বানোয়াট (মওযু') হওয়ার কথা স্বীকার করেছে[৬]। সে কতই না নিকৃষ্ট কাজ করেছে!

২৩৪. আর যে ব্যক্তি এটিকে তার গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছে[৭], যেমন ওয়াহিদী[৮], সে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে/ভ্রান্তি করেছে[৯]।

(১) ব, হ, ও, ক, ম, ন, স-তে 'নাহওয়া' (নসব অবস্থায়) রয়েছে, আর দ, ল থেকে (রফা অবস্থায়) গ্রহণ করা হয়েছে।

(২) তিনি হলেন: আবু ইসমা নূহ ইবনে আবি মারইয়াম আল-কুরাশী, তাদের মাওলা, মারওয়াযী। তার উপাধি ছিল 'আল-জামে"। (মৃত্যু ১৭৩ হি.)। হাদীস বর্ণনায় তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করা হয়েছে। দেখুন: তাকরীবুত তাহযীব (৭২১০)।

(৩) দেখুন: আল-হাকিমের ‘আল-মাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলীল’ (পৃ. ৫৪) এবং ইবনুল জাওযীর ‘আল-মাওযু‘আত’ (১/৪১)।

(৪) 'ও' এর মার্জিনে থাকা একটি কপিতে 'ওয়াবিসামা' রয়েছে।

(৫) ইবনুল জাওযী এটি ‘আল-মাওযু‘আত’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন (১/২৩৯)।

(৬) খতীব আল-কাফায়া (পৃ. ৪০১) এবং ইবনুল জাওযী ‘আল-মাওযু‘আত’ (১/২৪১) গ্রন্থে আল-মুআম্মাল ইবনে ইসমাঈল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উবাই (রাঃ) এর হাদীসের বর্ণনাকারী এটি জাল (মওযু') হওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। তবে তিনি (ইবনুল জাওযী) তাকে অস্পষ্টভাবে (মুভহামান) উল্লেখ করেছেন।

(৭) আ, ই, আ-তে 'কিতাবাহু' হা-এর সুকুন সহকারে, এবং ব, দ, ক, ল, ন-তে হা-এর সুকুন ও যম্মা উভয় সহকারে রয়েছে। আর হ, ও, হ, ম, স থেকে (যম্মা সহকারে) গ্রহণ করা হয়েছে।

(৮) হ, ন-তে 'কাল-ওয়াহিদী' ইয়া-এর সুকুন সহকারে রয়েছে, যার কারণে ছন্দ ভঙ্গ হয়। তিনি হলেন: আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-ওয়াহিদী, তাফসীর শাস্ত্রের আলেমগণের ইমাম। তিনি ‘আল-বাসীত’, ‘আল-ওয়াসীত’ এবং ‘আল-ওয়াজিজ’ নামক তাফসীর গ্রন্থসমূহের রচয়িতা। (মৃত্যু ৪৬৮ হি.)। দেখুন: সিয়ার আ'লামিন নুবালা (১৮/৩৩৯)।

(৯) আ, ই, আ, ফ-তে 'সাওয়াবাহু' হা-এর সুকুন সহকারে, এবং ব, দ, ক, ল, ন-তে হা-এর সুকুন ও যম্মা উভয় সহকারে রয়েছে। আর হ, ও, হ, ম, স থেকে (যম্মা সহকারে) গ্রহণ করা হয়েছে।

235. وَجَوَّزَ الْوَضْعَ عَلَى التَّرْغِيبِ ... قَوْمُ ابْنِ كَرَّامٍ[1] وَفِي التَّرْهِيبِ

236. وَالْوَاضِعُونَ بَعْضُهُمْ قَدْ صَنَعَا ... مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ، وَبَعْضٌ وَضَعَا[2]

237. كَلَامَ بَعْضِ الْحُكَمَا فِي الْمُسْنَدِ ... وَمِنْهُ نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقْصَدِ

238. نَحْوُ[3] حَدِيثِ[4] ثَابِتٍ[5]: «مَنْ كَثُرَتْ ... صَلَاتُهُ» الْحَدِيثَ[6] وَهْلَةٌ سَرَتْ

---

(1) في س: «كَرَّامٍ، كِرَامٍ» بفتح الكاف وكسرها، وتشديد الرَّاء وتخفيفها، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، ع، ف. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 291): «بالتَّشديد مع فتح الكاف على المشهور». وانظر: فتح المغيث (1/ 305)، والنكت الوفية (1/ 562).

و «ابْن كَرَّامٍ»: هو محمد السِّجستاني، شيخ الكرامية، وكان يصاحب الوضَّاعِين مثل: أحمد بن عبد الله الجويباري، (ت 255 هـ). قال الذَّهبيُّ رحمه الله: «خُذِلَ حتَّى التقَطَ مِنَ المذاهب أرداها، ومن الأحاديث أوهاها». سير أعلام النُّبلاء (11/ 523).

(2) إلى هنا انتهى الخرم في نسخة ج.

(3) في ب، ج، هـ، و، ك، م، ن، ع: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، ل، ف.

(4) في هـ: «حديثٍ» بالجرِّ المنوَّن، وهو وهم.

(5) هو: ثابت بن موسى بن عبد الرحمن، أبو يزيد، الكوفي، الضرير، العابد، ضعيف الحديث. تقريب التَّهذيب (831).

(6) يريد النَّاظم رحمه الله حديث: «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ؛ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ».
أخرجه ابن ماجه (1333) من طريق ثابت بن موسى، عن شريك النَّخعيّ، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر رضي الله عنه مرفوعاً.
وأخرجه العُقيلي في الضُّعفاء (1/ 368)، وابن عدي في الكامل (2/ 304)، وبيَّن ابن عديٍّ أنَّ ثابتاً دخل على شريك - وهو يُحدِّث عن الأعمشِ بالإسناد السَّابق - فقال

شريك يُمازِحه: «مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ»؛ فظنَّه ثابتٌ متنَ ذلك الإسنادِ، ثمَّ سرقَه منه جماعةٌ من الضُّعفاء، وحدَّثوا به عن شريك. انظر: شرح النَّاظم (1/ 316).

২৩৫. এবং ইবনু কাররামের[1] অনুসারীরা উৎসাহ দান ... এবং ভয় প্রদর্শনের জন্য (হাদীস) জাল করাকে জায়েজ মনে করেছে।

২৩৬. আর জালকারীদের কেউ কেউ ... নিজের মন থেকে তৈরি করেছে, আর কেউ কেউ জাল করেছে[2]

২৩৭. কিছু জ্ঞানীর কথা মুসনাদে (বর্ণনার সনদে) (স্থান দিয়েছে) ... আর এর মধ্যে এক প্রকার জালকরণ এমন যার উদ্দেশ্য জাল করা ছিল না।

২৩৮. যেমন[3] সাবেতের[5] হাদীসটি[4]: «যে ব্যক্তি বেশি ... সালাত আদায় করে», (এই) হাদীসটি[6] একটি ভুল বোঝাবুঝি থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

---

(1) সিন (س) নুসখায় রয়েছে: "কাররাম, কিরাম" কাফ-এর উপর ফাতহা (যবর) ও কাসরা (জের) সহকারে এবং রা-কে তাশদীদ (শুদ্ধ) ও তাখফিফ (অশুদ্ধ) সহকারে। আর আ, বা, দ, হা, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন, আইন, ফা নুসখাগুলো থেকে প্রতিষ্ঠিত পাঠ হলো: (কাররাম)। যাকারিয়া আনসারী রহিমাহুল্লাহ 'ফাতহুল বাকি' (১/২৯১) গ্রন্থে বলেছেন: "সর্বজনীনভাবে প্রসিদ্ধ হলো কাফ-এর উপর ফাতহা সহকারে তাশদীদ।" আরও দেখুন: 'ফাতহুল মুগিস' (১/৩০৫) এবং 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (১/৫৬২)।

আর "ইবনু কাররাম" হলেন মুহাম্মাদ সিজিসতানি, কাররামিয়্যাদের শায়খ (নেতা)। তিনি আহমাদ ইবনু আব্দুল্লাহ আল-জুইবারীর মতো জালকারীদের সাথে থাকতেন (মৃত্যু ২৫৫ হি)। ইমাম যাহাবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন: "তিনি এতটাই পথভ্রষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি সবচেয়ে নিকৃষ্ট মাযহাবগুলো গ্রহণ করেছিলেন এবং সবচেয়ে দুর্বল হাদীসগুলো সংগ্রহ করেছিলেন।" সিয়ারু আ'লামিন নুবালার (১১/৫২৩) পৃষ্ঠা থেকে।

(2) এখানে 'জিম' (ج) নুসখার শূন্যতা (খরম) শেষ হয়েছে।

(3) বা, জিম, হা, ওয়াও, কাফ, মিম, নুন, আইন নুসখাগুলোতে নাসব (যবর) সহকারে 'নাহওয়া' (نحوَ) এসেছে। আর দাল, লাম, ফা নুসখাগুলো থেকে প্রতিষ্ঠিত পাঠ হলো: 'নাহউ' (نحو)।

(4) হা (هـ) নুসখায় জার (জের) এবং তানভীন সহকারে 'হাদীসিন' (حديثٍ) এসেছে, যা একটি ভ্রম।

(5) তিনি হলেন: সাবেত ইবনু মূসা ইবনু আব্দুর রহমান, আবু ইয়াযীদ, আল-কুফী, আদ-দরির (দৃষ্টিহীন), আল-আবিদ (উপাসক), হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। 'তাক্বরিবুত তাহযীব' (৮৩১) থেকে।

(6) নাযিম (কবিতা রচয়িতা) রহিমাহুল্লাহর উদ্দেশ্য হলো এই হাদীসটি: «যে ব্যক্তি রাতে বেশি সালাত আদায় করে; দিনে তার চেহারা সুন্দর হয়।»

ইবনু মাজাহ (১৩৩৩) এটি সাবেত ইবনু মূসার সূত্রে, শুরিক আন-নাখঈ থেকে, তিনি আ'মাশ থেকে, তিনি আবু সুফিয়ান থেকে, তিনি জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফু' (নবী ﷺ পর্যন্ত পৌঁছানো) হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

আর উকাইলি এটি 'আদ-দু'আফা' (১/৩৬৮) গ্রন্থে এবং ইবনু আদী 'আল-কামিল' (২/৩০৪) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ইবনু আদী স্পষ্ট করেছেন যে, সাবেত শুরিকের কাছে এমন সময় প্রবেশ করেছিলেন যখন শুরিক পূর্বোক্ত সনদ (chain of narration) সহ আ'মাশের পক্ষ থেকে হাদীস বর্ণনা করছিলেন। তখন শুরিক মজা করে বললেন: «যে ব্যক্তি রাতে বেশি সালাত আদায় করে; দিনে তার চেহারা সুন্দর হয়।» সাবেত এটিকে ঐ সনদের মতন (মূল পাঠ) মনে করেছিলেন। অতঃপর একদল দুর্বল বর্ণনাকারী তার (সাবেতের) থেকে এটি চুরি করে নিয়েছিল এবং শুরিকের সূত্রে এটি বর্ণনা করেছিল। দেখুন: শারহুন নাযিম (১/৩১৬)।

239. وَيُعْرَفُ الْوَضْعُ بِالِاقْرَارِ وَمَا ... نُزِّلَ[1] مَنْزِلَتَهُ، وَرُبَّمَا

240. يُعْرَفُ بِالرِّكَّةِ، قُلْتُ: اسْتَشْكَلَا ... الثَّبَجِيُّ[2] الْقَطْعَ بِالْوَضْعِ عَلَى

241. مَا اعْتَرَفَ الْوَاضِعُ؛ إِذْ قَدْ يَكْذِبُ ... بَلَى نَرُدُّهُ وَعَنْهُ نُضْرِبُ[3]

(1) في أ، د: «نُزِلَ» بتخفيف الزَّاي، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع.

(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 319): «وهو ابنُ دقيقِ العيد، وربَّما كان يكتب هذه النِّسبة في خَطِّهِ؛ لأنَّه وُلِدَ بثَبَجِ البَحرِ بساحل يَنْبُعَ مِنَ الحِجازِ». وثَبَجُ البحرِ: علوُّ وسطِ البحر إذا تلاطمت أمواجُه. انظر: تهذيب اللُّغة للأزهري (11/ 19)، والاقتراح لابن دقيق العيد (ص 25).

(3) في د، ح، م: «نَضْرِبُ» بفتح النُّون، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ي، ك، ل، ن، ع، ف، ونسخة على حاشية د. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 284): «بضمِّ النون».

وفي حاشية و: «بلغ».

239. এবং ওয়াদ' (জালিয়াতি) স্বীকারোক্তির মাধ্যমে এবং যা তার স্থলাভিষিক্ত করা হয় তার দ্বারা পরিচিত হয়[1], এবং কখনও কখনও

240. তা দুর্বলতা দ্বারা পরিচিত হয়। আমি বলি: আস-সাবাজী[2] স্থাপনকারী (জালিয়াত)-এর স্বীকারোক্তির মাধ্যমে ওয়াদ' (জালিয়াতি) চূড়ান্তভাবে সাব্যস্ত করার বিষয়ে আপত্তি তুলেছেন;

241. কারণ সে মিথ্যাও বলতে পারে। [আমি বলি:] হ্যাঁ, আমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করি এবং তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই[3]

---

(1) আলিফ ও দাল প্রতিলিপিতে: 'নুজিলা' (نُزِلَ) যাল অক্ষরের তাখফিফ (হালকা উচ্চারণ) সহকারে; আর গৃহীত পাঠটি বা, জিম, হা, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, লাম, মিম, নুন, সিন, আইন প্রতিলিপিগুলো থেকে।

(2) গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/৩১৯)-এ বলেছেন: "তিনি ইবনু দাকীক আল-ঈদ, এবং সম্ভবত তিনি নিজের হস্তাক্ষরে এই সম্বন্ধসূচক উপাধি লিখতেন; কারণ তিনি হেজাজের ইয়ানবু উপকূলের 'সাবারাজ আল-বাহর' (ثَبَجِ البَحرِ) এ জন্মগ্রহণ করেছিলেন।" আর 'সাবারাজ আল-বাহর' হলো সমুদ্রের মধ্যভাগের উচ্চতা যখন তার তরঙ্গমালা আলোড়িত

হয়। দেখুন: আল-আযহারীর ‘তাহযিবুল লুগাহ’ (১১/১৯) এবং ইবনু দাকীক আল-ঈদের ‘আল-ইকতিরাহ’ (পৃ. ২৫)।

(3) দাল, হা, মিম প্রতিলিপিতে: ‘নাদ্রিবু’ (نَضْرِبُ) নুন অক্ষরের ফাতহা (উপরে জবর) সহকারে; আর গৃহীত পাঠটি আলিফ, বা, জিম, হা, ওয়াও, যা, ইয়া, কাফ, লাম, নুন, আইন, ফা প্রতিলিপিগুলো থেকে এবং দাল প্রতিলিপির টীকা থেকে। যাকারিয়্যা আল-আনসারী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ‘ফাতহুল বাকী’ (১/২৮৪)-এ বলেছেন: “নুন অক্ষরের দাম্মা (উপরে পেশ) সহকারে।”

এবং ওয়াও প্রতিলিপির টীকায়: ‘বলিগ’ (بلغ)।

الْمَقْلُوبُ

242. وَقَسَّمُوا «الْمَقْلُوبَ» قِسْمَيْنِ؛ إِلَى ... مَا كَانَ مَشْهُوراً بِرَاوٍ أُبْدِلَا

243. بِوَاحِدٍ نَظِيرِهِ كَيْ يُرْغَبَا ... فِيهِ لِلِاغْرَابِ إِذَا مَا اسْتُغْرِبَا

244. وَمِنْهُ: قَلْبُ سَنَدٍ لِمَتْنِ ... نَحْوُ[1] امْتِحَانِهِمُ إِمَامَ الْفَنِّ

245. فِي مِئَةٍ لَمَّا أَتَى بَغْدَادَا[2] ... فَرَدَّهَا وَجَوَّدَ الْإِسْنَادَا[3]

246. وَقَلْبُ مَا لَمْ يَقْصِدِ[4] الرُّوَاةُ ... نَحْوُ[5]: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ»[6]

---

(1) في ب، ج، هـ، و، ز، ك، ل، م، ن: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، س.

(2) في هـ، و: «بغدادا» بالذَّال المعجمة في الأولى، وقد ذُكِر في اسمِها سبعُ لغات، وهذه واحدة منها. انظر: معجم البلدان (1/ 456)، وتاج العروس (7/ 441).

(3) روى القصة ابن عديّ في أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاريّ (ص 52)، ومن طريقه الخطيب في تاريخ بغداد (2/ 340).

(4) في ز، ن، ف: «تقصد» بالتَّاء، ولم ينقط في ج، د، ك.

(5) في ب، ج، هـ، و، ز، ل، ن: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د.

(6) يريد حديثَ أنس رضي الله عنه: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي». أخرجه البخاري (637) و (638) و (909)، ومسلم (604) من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه مرفوعاً.

মাকলুব (বিপরীত)

২৪২. তারা 'মাকলুব'কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন; এর একটি হলো: ... যা কোনো বর্ণনাকারীর সূত্রে প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু তাকে (আরেকজনের সাথে) পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।

২৪৩. তার অনুরূপ অন্যজনের দ্বারা, যেন তাতে আগ্রহ তৈরি হয় ... অথবা যখন তা অদ্ভুত মনে হয়, তখন তাকে বিস্ময়কর করার জন্য (এমন করা হয়)।

২৪৪. এর একটি প্রকার হলো: কোনো সনদের (বর্ণনা-সূত্র) সাথে অন্য কোনো মতনের (মূল পাঠ) পরিবর্তন করা ... যেমন[1] এই শাস্ত্রের (হাদিস শাস্ত্রের) ইমামকে তাদের পরীক্ষা করা।

২৪৫. একশ' হাদিসের মাধ্যমে, যখন তিনি বাগদাদে[2] এসেছিলেন ... তখন তিনি সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইসনাদ (সনদ) গুলো ত্রুটিমুক্ত করেন।[3]

২৪৬. এবং এমন কিছু পরিবর্তন করা যা বর্ণনাকারীদের[4] উদ্দেশ্য ছিল না ... যেমন[5]: "যখন সালাত কায়েম করা হয়।"[6]

---

(1) ব, জ, হ, ও, য, ক, ল, ম, ন অনুলিপিগুলোতে: 'নাহওয়া' (نحوَ) শব্দটি নসব (Accusative/কর্তৃকারকের) অবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছে। আর যা গৃহীত হয়েছে তা দ, স অনুলিপি থেকে।

(2) হ, ও অনুলিপিতে: 'বগদাদা' (بغذادا) শব্দটি যার প্রথম বর্ণে নুকতাযুক্ত 'যাল' (ذ) রয়েছে। এর নামের সাতটি ভিন্ন উচ্চারণ পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে, এটি সেগুলোর মধ্যে একটি। দেখুন: মু'জামুল বুলদান (১/৪৫৬), এবং তাজুল আরুস (৭/৪৪১)।

(3) এই ঘটনাটি ইবনে আদি তাঁর ‘আসামী মান রওয়া আনহুম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাইল আল-বুখারী’ (পৃ. ৫২) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। তাঁর সূত্র ধরে আল-খাতিব ‘তারীখে বাগদাদ’ (২/৩৪০) গ্রন্থেও এটি বর্ণনা করেছেন।

(4) য, ন, ফ অনুলিপিগুলোতে: ‘তাকসিদু’ (تقصد) শব্দটি 'তা' (ت) অক্ষর সহকারে। এবং জ, দ, ক অনুলিপিতে (শব্দটিতে) নুকতা ছিল না।

(5) ব, জ, হ, ও, য, ল, ন অনুলিপিগুলোতে: ‘নাহওয়া’ (نحوَ) শব্দটি নসব অবস্থায়। আর যা গৃহীত হয়েছে তা দ অনুলিপি থেকে।

(6) এর দ্বারা আনাস (রাঃ)-এর হাদিস বোঝানো হয়েছে: "যখন সালাত কায়েম করা হয়, তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।"

এটি বুখারী (৬৩৭), (৬৩৮) ও (৯০৯) এবং মুসলিম (৬০৪) বিভিন্ন সূত্রে ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাছীর থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবি কাতাদা থেকে, তিনি তার পিতা থেকে মারফূ' (নবী ﷺ পর্যন্ত সংযুক্ত) সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

247. حَدَّثَهُ فِي مَجْلِسِ الْبُنَانِي[1] ... حَجَّاجٌ اعْنِي: ابْنَ أَبِي عُثْمَانِ[2]

248. فَظَنَّهُ عَنْ ثَابِتٍ جَرِيرُ[3] ... بَيَّنَهُ حَمَّادٌ الضَّرِيرُ[4]

---

(1) هو: ثابت بن أسلم البُنَاني، أبو محمد، البصري، ثقة عابد، مات سنة بضع وعشرين ومئة. تقريب التَّهذيب (810).

(2) هو: حجاج بن أبي عثمان ميسرة، أو سالم الصواف، أبو الصلت، الكندي مولاهم، البصري، ثقة حافظ، (ت 143 هـ). تقريب التَّهذيب (1131).

(3) هو: جرير بن حازم الأزدي البصري، ثقة، في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه، اختلط قبل موته، ولم يحدث في حال اختلاطه، (ت 170 هـ). تقريب التَّهذيب (911).

(4) هو: حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، قيل: إنه كان ضريراً ولعله طرأ عليه لأنه صحَّ أنه كان يكتب، (ت 179 هـ). تقريب التَّهذيب (1498).

روى أبو داود الطَّيالسي في المسند (2140)، وأحمد كما في العلل ومعرفة الرجال برواية عبد الله (2/ 83)، وأبو داود في المراسيل (64)، والتِّرمذي في العلل الكبير (ص 89) عن حماد بن زيد قال: «كُنْتُ أَنَا وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عِنْدَ ثَابِتٍ البُنَانِيِّ، فَحَدَّثَ حَجَّاج ابن أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ؛ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي؛ فظنَّ جريرٌ أنَّه إنَّما حدَّث به ثابتٌ عن أنسٍ رضي الله عنه».

247. বুনানির মজলিসে তিনি এটি বর্ণনা করেছেন[1] ... হাজ্জাজ, আমার উদ্দেশ্য: আবু উসমানের পুত্র।[2]

248. জারির এটিকে সাবিতের সূত্রে মনে করেছিলেন[3] ... হাম্মাদ আদ-দারির এটি স্পষ্ট করেছেন।[4]

---

(1) তিনি হলেন: সাবিত ইবনে আসলাম আল-বুনানি, আবু মুহাম্মাদ, আল-বাসরি। তিনি নির্ভরযোগ্য (ثقة) এবং ইবাদতকারী (عابد) ছিলেন। তিনি একশো তেইশ থেকে একশো উনত্রিশ হিজরির মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। তাকরিবুত তাহযিব (৮১০)।

(2) তিনি হলেন: হাজ্জাজ ইবনে আবি উসমান মাইসারা, অথবা সালেম আস-সাওওয়াফ, আবুল সলত, তাদের মাওলা আল-কিন্দী, আল-বাসরি। তিনি নির্ভরযোগ্য (ثقة) হাফিয (حافظ) ছিলেন। (মৃত্যু ১৪৩ হিজরি)। তাকরিবুত তাহযিব (১১৩১)।

(3) তিনি হলেন: জারির ইবনে হাযিম আল-আযদি আল-বাসরি। তিনি নির্ভরযোগ্য (ثقة) ছিলেন। কাতাদাহ থেকে তার বর্ণনায় দুর্বলতা রয়েছে, এবং যখন তিনি মুখস্থ বর্ণনা করতেন, তখন তার ভুল হত। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্মৃতিভ্রষ্ট (اختلط) হয়ে গিয়েছিলেন, তবে স্মৃতিভ্রষ্ট অবস্থায় তিনি হাদিস বর্ণনা করেননি। (মৃত্যু ১৭০ হিজরি)। তাকরিবুত তাহযিব (৯১১)।

(4) তিনি হলেন: হাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে দিরহাম আল-আযদি আল-জাহযামী, আবু ইসমাঈল আল-বাসরি। তিনি নির্ভরযোগ্য (ثقة), সুপ্রতিষ্ঠিত (ثبت) ফকীহ (فقيه) ছিলেন। বলা হয়েছে যে, তিনি দৃষ্টিহীন ছিলেন, সম্ভবত এটি তার জীবনে পরে এসেছে, কারণ এটি প্রমাণিত যে তিনি লিখতেন। (মৃত্যু ১৭৯ হিজরি)। তাকরিবুত তাহযিব (১৪৯৮)।

আবু দাউদ তায়ালিসি তার মুসনাদ (২১৪০)-এ, এবং আহমাদ তার আল-ইলাল ওয়া মারিফাতুর রিজাল (২/৮৩) গ্রন্থে আবদুল্লাহর বর্ণনা অনুসারে, আবু দাউদ তার আল-মারাসিল (৬৪)-এ, এবং তিরমিযি তার আল-ইলাল আল-কাবির (পৃষ্ঠা ৮৯)-এ হাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি এবং জারির ইবনে হাযিম, সাবিত আল-বুনানির কাছে ছিলাম, তখন হাজ্জাজ ইবনে আবি উসমান, ইয়াহইয়া ইবনে আবি কাসির থেকে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আবি কাতাদাহ থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: 'যখন সালাতের ইকামত দেওয়া হয়, তখন আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না।' সুতরাং জারির মনে করেছিলেন যে, সাবিত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।"

تَنْبِيهَاتٌ [1]

249. وَإِنْ تَجِدْ مَتْناً ضَعِيفَ السَّنَدِ ... فَقُلْ: ضَعِيفٌ، أَيْ: بِهَذَا فَاقْصِدِ[2]

250. وَلَا تُضَعِّفْ مُطْلَقاً بِنَاءَا ... عَلَى الطَّرِيقِ؛ إِذْ لَعَلَّ جَاءَا[3]

251. بِسَنَدٍ مُجَوَّدٍ، بَلْ يَقِفُ ... ذَاكَ عَلَى حُكْمِ إِمَامٍ يَصِفُ

252. بَيَانَ ضَعْفِهِ، فَإِنْ أَطْلَقَهُ ... فَالشَّيْخُ فِيمَا بَعْدَهُ[4] حَقَّقَهُ[5]

253. وَإِنْ تُرِدْ نَقْلاً لِوَاهٍ أَوْ لِمَا ... يُشَكُّ فِيهِ لَا بِإِسْنَادِهِمَا

254. فَأْتِ بِتَمْرِيضٍ؛ كَـ «يُرْوَى»، وَاجْزِمِ ... بِنَقْلِ مَا صَحَّ كَـ «قَالَ» فَاعْلَمِ

---

(1) في ع: «تفريعات» بدل: «تَنْبِيهَاتٌ».

(2) في ن: «فاقصد» بكسر الضَّاد وضمِّها معاً، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ع، ف.

(3) في م: «بناءُ» و «جاءُ» بسكون الهمزة، وفي ن: بسكون الهمزة وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، س، ف.

(4) في م، ف، ونسخة على حاشية هـ: «بعدُ قدْ» بدل: «بَعْدَهُ». وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 302): «في نسخة: بعد».

(5) في أ، ع: «حقَّقَهُ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س.

বিশেষ দ্রষ্টব্যসমূহ[1]

249. যদি তুমি এমন কোনো বক্তব্য (মতন) পাও যার সনদ (বর্ণনাসূত্র) দুর্বল, তাহলে বলো: এটি দুর্বল, অর্থাৎ এই (শব্দটি) দ্বারা তুমি এটাই উদ্দেশ্য করবে।[2]

250. এবং কোনো একটি সূত্রের (তারীক) উপর ভিত্তি করে তাকে সম্পূর্ণরূপে দুর্বল বলো না; কারণ হয়তো তা (অন্য কোনো সূত্র দ্বারা) এসেছে[3]

251. একটি শক্তিশালী (মুজাওয়াদ) সনদসহ। বরং, এর বিচার এমন একজন ইমামের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল যিনি বর্ণনা করেন

252. এর দুর্বলতার ব্যাখ্যা। যদি তিনি (ইমাম) তা সাধারণভাবে উল্লেখ করেন, তাহলে শায়খ এর পরবর্তীতে তা যাচাই (তাহকীক) করেছেন।[4][5]

253. আর যদি তুমি এমন কিছু বর্ণনা করতে চাও যা দুর্বল (ওয়াহি) অথবা যা সম্পর্কে সন্দেহ আছে – তবে তাদের সনদ দ্বারা নয়,

254. তাহলে দুর্বলতাজ্ঞাপক শব্দ ব্যবহার করো; যেমন: 'বর্ণিত আছে' (يُرْوَى)। আর যা সহীহ (প্রমাণিত) তার বর্ণনায় দৃঢ়ভাবে বলো; যেমন: 'তিনি বলেছেন' (قَالَ), এ বিষয়টি জেনে রাখো।

---

(1) 'আইন' (ع) কপির মধ্যে 'তানবীহাত' (تَنْبِيهَاتٌ)-এর পরিবর্তে 'তাফরিয়াত' (تفريعات) রয়েছে।
(2) 'নুন' (ن) কপির মধ্যে 'ফাকসিদ' (فَاقْصِدِ) শব্দটি 'সাদ' (ص) হরফে কাসরা ও দম্মা উভয় সহকারে রয়েছে। আর বর্তমান পাঠ (মূল পাঠ) হলো 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'মিম' (م), 'আইন' (ع), 'ফা' (ف) কপিগুলো থেকে গৃহীত।
(3) 'মিম' (م) কপির মধ্যে 'বিনাও' (بناءُ) এবং 'যাও' (جاءُ) শব্দ দু'টি হামযায় সাকিন (سكون) সহকারে রয়েছে। আর 'নুন' (ن) কপির মধ্যে হামযায় সাকিন ও ফাতাহ (فتح) উভয় সহকারে রয়েছে। আর বর্তমান পাঠ (মূল পাঠ) হলো 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'ইয়া' (ي), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'সিন' (س), 'ফা' (ف) কপিগুলো থেকে গৃহীত।
(4) 'মিম' (م), 'ফা' (ف) এবং 'হা' (ه)-এর টীকায় থাকা একটি কপির মধ্যে 'বা'দাহু' (بَعْدَهُ)-এর পরিবর্তে 'বা'দু ক্বাদ' (بعدُ قدْ) রয়েছে। যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.) 'ফাতহুল বাকি' (১/৩০২) গ্রন্থে বলেছেন: 'একটি কপিতে 'বা'দু' (بعدُ) রয়েছে।
(5) 'আলিফ' (أ) ও 'আইন' (ع) কপির মধ্যে 'হাক্কাকাহ' (حقَّقَهُ) শব্দটি 'হা' (ه) হরফে সাকিন সহকারে রয়েছে। আর বর্তমান পাঠ (মূল পাঠ) হলো 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'ইয়া' (ي), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'মিম' (م), 'নুন' (ن), 'সিন' (س) কপিগুলো থেকে গৃহীত।

255. وَسَهَّلُوا فِي غَيْرِ مَوْضُوعٍ رَوَوْا ... مِنْ غَيْرِ تَبْيِينٍ لِضَعْفٍ، وَرَأَوْا
256. بَيَانَهُ فِي الْحُكْمِ وَالْعَقَائِدِ ... عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ[1] وَغَيْرِ وَاحِدِ[2]

(1) انظر: المدخل إلى كتاب الإكليل (ص 29)، والجامع لأخلاق الراوي (2/ 91).

(2) وممَّن نقل عنه ذلك أيضاً: عبد الله بن المبارك كما في الجرح والتَّعديل (2/ 30)، والثَّوري وابن عيينة وأحمد كما في الكفاية (ص 133 - 134).

وكتب النَّاظم بخطِّه في حاشية و: «بلغ جمال الدين عبد الله النابتي قراءة بحث عليّ، والجماعة سماعاً».

255. এবং তারা (জাল) নয় এমন বর্ণনাকে শিথিল করেছেন ... দুর্বলতা স্পষ্ট না করেই, তবে তারা দেখেছেন যে

256. বিধান ও আক্বীদার ক্ষেত্রে এর (দুর্বলতা) স্পষ্টীকরণ (আবশ্যক) ... ইবনে মাহদী[1] ও আরও অনেকের মতে[2]

---

(1) দেখুন: আল-মাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলিল (পৃ. ২৯), এবং আল-জামি' লি আখলাকির রাবী (২/৯১)।

(2) যারা তার থেকে এ বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, তাদের মধ্যে আরও রয়েছেন: আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, যেমনটি আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল গ্রন্থে (২/৩০) রয়েছে; এবং সাওরী, ইবনু উয়াইনা ও আহমদ, যেমনটি আল-কিফায়া গ্রন্থে (পৃ. ১৩৩-১৩৪) রয়েছে।

সংকলক তার হস্তাক্ষরে একটি টীকায় লিখেছেন: «জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ আন-নাবিতী কর্তৃক (এই) গবেষণাটি আমার নিকট পঠিত হয়েছে, এবং অন্যদের নিকট (আমার থেকে) শ্রুত হয়েছে।»

مَعْرِفَةُ مَنْ تُقْبَلُ رِوَايَتُهُ وَمَنْ تُرَدُّ

257. أَجْمَعَ جُمْهُورُ أَئِمَّةِ الْأَثَرْ ... وَالْفِقْهِ فِي قَبُولِ نَاقِلِ الْخَبَرْ

258. بِأَنْ يَكُونَ ضَابِطاً مُعَدَّلَا ... أَيْ: يَقِظاً[1]، وَلَمْ يَكُنْ مُغَفَّلَا

259. يَحْفَظُ إِنْ حَدَّثَ حِفْظاً، يَحْوِي ... كِتَابَهُ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَرْوِي

260. يَعْلَمُ مَا فِي اللَّفْظِ مِنْ إِحَالَهْ ... إِنْ[2] يَرْوِ بِالْمَعْنَى، وَفِي الْعَدَالَهْ[3]

261. بِأَنْ يَكُونَ مُسْلِماً ذَا عَقْلِ ... قَدْ بَلَغَ الْحُلْمَ سَلِيمَ الْفِعْلِ

262. مِنْ فِسْقٍ اوْ خَرْمِ مُرُوءَةٍ، وَمَنْ ... زَكَّاهُ عَدْلَانِ فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ

---

(1) في ن: «يقُظاً» بضمِّ القاف، وفي د، هـ، و، م: بكسر القاف وضمِّها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، ز، ح، ي، ل، س. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 327): «بضم القاف وكسرها»، وانظر: النكت الوفية (1/ 589)، وفتح المغيث (2/ 3)، وفتح الباقي (1/ 305).

(2) في أ، ع: «أَن» بفتح الهمزة، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، ف.

(3) في هـ: «إحالةِ» و «العدالةِ» بكسر التَّاء، وفي ل: بسكون التَّاء وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ح، ي، ك، م، ن، س، ع، ف.

যার বর্ণনা গৃহীত হয় এবং যারটা প্রত্যাখ্যাত হয় তার জ্ঞান

257. আসার (হাদিস) ও ফিকহের অধিকাংশ ইমাম সংবাদ বর্ণনাকারীর গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে একমত হয়েছেন

258. এই যে সে হবে সুনিপুণ ও ন্যায়পরায়ণ; অর্থাৎ, সজাগ থাকবে, এবং উদাসীন হবে না

259. যদি সে বর্ণনা করে, তবে যেন তা মজবুতভাবে মুখস্থ রাখে; যদি কিতাব থেকে বর্ণনা করে, তবে যেন তার কিতাবকে আয়ত্তে রাখে

260. যদি সে অর্থগতভাবে বর্ণনা করে, তবে শব্দের মধ্যে যে পরিবর্তন হতে পারে, সে সম্পর্কে অবগত থাকবে; এবং ন্যায়পরায়ণতার ক্ষেত্রে

261. এই যে সে মুসলমান, বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক এবং তার কাজ-কর্ম ত্রুটিমুক্ত হবে

262. ফিসক (পাপাচারে লিপ্ত থাকা) অথবা ব্যক্তিত্বের মর্যাদাহানি থেকে মুক্ত হবে। আর যাকে দু'জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি সত্যায়িত করেছে, সে একজন নির্ভরযোগ্য ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।

(1) নুসখা 'ন'-এ «يَقُظاً» (ক্বাফে পেশ সহ) রয়েছে; এবং 'দ', 'হ', 'ওয়াও', 'মিম' নুসখায় ক্বাফে যের ও পেশ উভয়ই রয়েছে। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'ঝা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'সীন' থেকে নেওয়া হয়েছে। নাযিম (কবিতা রচয়িতা) আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তাঁর ব্যাখ্যায় (১/৩২৭) বলেছেন: "ক্বাফে পেশ ও যের উভয় সহ।" আরও দেখুন: আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (১/৫৮৯), ফাতহুল মুগিস (২/৩), ফাতহুল বাকি (১/৩০৫)।

(2) নুসখা 'আলিফ' ও 'আইন'-এ «أَن» (হামযায় ফাতহা সহ) রয়েছে, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'ঝা', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'ফা' থেকে নেওয়া হয়েছে।

(3) নুসখা 'হা'-এ «إِحالةِ» ও «العدالةِ» (তা-এ যের সহ) রয়েছে, এবং 'লাম' নুসখায় তা-এ সুকুন ও যের উভয়ই রয়েছে। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'ওয়াও', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ', 'মিম', 'নুন', 'সীন', 'আইন', 'ফা' থেকে নেওয়া হয়েছে।

263. وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ ... جَرْحاً وَتَعْدِيلاً خِلَافَ الشَّاهِدِ

264. وَصَحَّحُوا اسْتِغْنَاءَ[1] ذِي الشُّهْرَةِ عَنْ ... تَزْكِيَةٍ؛ كَمَالِكٍ نَجْمِ السُّنَنْ

265. وَلِابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ: كُلُّ مَنْ عُنِي ... بِحَمْلِهِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُوَهَّنِ

(1) في د: «وَصَحَّحُوا استغنا» بالقصر، وفي ك، ع: «وصُحِّحَ استغنا» بالقصر، وفي ح، ي، ل، س: «وصُحِّحَ استغناءُ» بضمِّ الهمزة، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، م، ن، ف، ونسخة على حواشي ي، ل، ع، وكتب النَّاسخ في حاشية ل: «كذا هو بخط المؤلف»، وفي حاشية ف: «صحَّ بخط المصنف».

وقال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 599): «في نسخة بخطِّ شيخِنا: (وَصَحَّحُوا اسْتِغْنَاءَ)، وعن شيخنا البرهان الحلبي: أنَّ المصنِّفَ جعلَها جمعاً بعد قراءتِه الألفِيَّةَ عليه».

263. এবং একজনের দ্বারাই তাদের (বর্ণনাকারীদের) মূল্যায়নকে সঠিক সাব্যস্ত করা হয়েছে – দোষারোপ (জুরহ) ও নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের (তা'দীল) ক্ষেত্রে, সাক্ষীর (বিধানের) বিপরীত।

264. এবং তারা সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নির্ভরযোগ্যতা প্রমাণের (তাযকিয়া) অমুখাপেক্ষী হওয়াকে সঠিক সাব্যস্ত করেছেন; যেমন সুন্নাহর নক্ষত্র মালিক।

265. এবং ইবনে আব্দুল বার্র বলেছেন: প্রত্যেক সে ব্যক্তি যে জ্ঞান ধারণে মনোযোগী হয়েছে এবং যাকে দুর্বল সাব্যস্ত করা হয়নি (সে নির্ভরযোগ্য)।

---

(1) 'দ' প্রতিলিপিতে: "ওয়া সাহহাহু ইস্তিগনা" (সংক্ষিপ্ত রূপে), এবং 'কাফ', 'আইন' প্রতিলিপিতে: "ওয়া ছুহহিহা ইস্তিগনা" (সংক্ষিপ্ত রূপে), এবং 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'সীন' প্রতিলিপিতে: "ওয়া ছুহহিহা ইস্তিগনাউ" (হামযার উপর পেশ সহকারে); এবং যা এখানে সাব্যস্ত করা হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জীম', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'মীম', 'নুন', 'ফা' প্রতিলিপি থেকে এবং 'ইয়া', 'লাম', 'আইন'-এর প্রান্তটীকার একটি প্রতিলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। এবং 'লাম' প্রতিলিপির প্রান্তটীকায় প্রতিলিপিকার লিখেছেন: "লেখকের নিজস্ব হস্তাক্ষরে এভাবেই আছে", এবং 'ফা' প্রতিলিপির প্রান্তটীকায়: "গ্রন্থকারের নিজস্ব হস্তাক্ষরে সঠিক।"
এবং আল-বিকাঈ (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) তাঁর আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (১/৫৯৯) গ্রন্থে বলেছেন: "আমাদের উস্তাদের হস্তাক্ষরের একটি প্রতিলিপিতে: 'ওয়া সাহহাহু ইস্তিগনা-আ' (পূর্ণাঙ্গ রূপে) আছে।" এবং আমাদের উস্তাদ আল-বুরহান আল-হালাবী থেকে (বর্ণিত আছে) যে, গ্রন্থকার তাঁর উপর আল-আলফিয়্যাহ অধ্যয়ন করার পর এটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপে পরিণত করেছেন।

266. فَإِنَّهُ عَدْلٌ بِقَوْلِ الْمُصْطَفَى ... «يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ»[1]، لَكِنْ خُولِفَا[2]

267. وَمَنْ يُوَافِقْ غَالِباً ذَا الضَّبْطِ ... فَضَابِطٌ، أَوْ نَادِراً فَمُخْطِي[3]

268. وَصَحَّحُوا قَبُولَ تَعْدِيلٍ بِلَا ... ذِكْرٍ لِأَسْبَابٍ لَهُ أَنْ تَثْقُلَا[4]

269. وَلَمْ يَرَوْا قَبُولَ جَرْحِ أُبْهِمَا ... لِلْخُلْفِ فِي أَسْبَابِهِ، وَرُبَّمَا

---

(1) كلام ابن عبد البرِّ في التَّمهيد (1/ 28)، ومستنده الذي أشار إليه النَّاظم رحمهما الله حديث: «يَحْمِلُ هَذَا العِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدولُهُ، يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الغَالِينَ، وَانْتِحَالَ المُبْطِلِينَ وَتَأْوِيلَ الجَاهِلِينَ».

أخرجه البزَّار (9423)، والعُقيلي في الضُّعفاء (1/ 9)، وابن عبد البرِّ في التَّمهيد (1/ 58) من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهم.

وأخرجه ابن وضاح في البدع (1)، والعقيلي في الضُّعفاء (4/ 256)، وابن أبي حاتم في الجرح والتَّعديل (2/ 17)، والآجري في الشريعة (1/ 270) من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِي.

وأخرجه الطَّحاوي في شرح مشكل الآثار (3884) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

وأخرجه العقيلي في الضُّعفاء (1/ 9) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه.

وقد صحَّح الإمام أحمد حديثَ إبراهيم بن عبد الرحمن العُذْرِي كما في شرف أصحاب الحديث (ص 29)، ورجَّح عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (1/ 121) والنَّاظم في شرحه (1/ 332): أنَّه مرسل، وضعَّفه أيضاً ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (3/ 40)، وقال أبو نعيم رحمه الله في معرفة الصَّحابة (1/ 211) في طرق هذا الحديث: «وكلُّها مضطربة غير مستقيمة»، ونحوه للنَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 334).

(2) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 106): «وفيما قاله اتساعٌ غير مَرْضِيّ».

(3) في حاشية أ: «ألحق هذا البيت من المسودة في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة سبعين وسبع مئة».

(4) في أ، ز، ع: «يثقلا» بالياء، وفي ي: بالتَّاء والياء معاً.

266. কারণ মুস্তফা (সাঃ)-এর এই উক্তি অনুসারে, «এই জ্ঞানকে বহন করবে...»[1]সে ন্যায়পরায়ণ (আদল); কিন্তু এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করা হয়েছে[2]

267. যে ব্যক্তি সাধারণত ضبط (জ্ববত) সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে একমত হয়, সে একজন ضابط (জ্বাবিত); আর যদি কদাচিৎ (একমত হয়), তবে সে ভুলকারী (মুখতি)[3]

268. এবং তারা (মুহাদ্দিসগণ) তা'দিল (ন্যায়পরায়ণতা ঘোষণা)-এর গ্রহণযোগ্যতাকে সঠিক বলেছেন, তার কারণসমূহ উল্লেখ ব্যতিরেকেই, কারণ কারণগুলো (উল্লেখ করা) ভারী হতে পারে[4]

269. এবং তারা অস্পষ্ট (মুবহাম) জারহ (দোষারোপ)-এর গ্রহণযোগ্যতা সমর্থন করেননি, কারণ এর কারণসমূহের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে; এবং সম্ভবত...

---

(1) ইবন আবদিল বার্র-এর 'আত-তামহীদ' (১/২৮)-এর আলোচনায় এসেছে। এর মূল ভিত্তি, যা নাযিম (কবিতা রচয়িতা), আল্লাহ তাদের দুজনের প্রতি রহম করুন, ইঙ্গিত করেছেন, তা হলো এই হাদিস: «এই জ্ঞানকে (ইলমকে) প্রতিটি উত্তরসূরির ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরা (আদুল) বহন করবে; তারা এর থেকে উগ্রপন্থীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থীদের মিথ্যাচার এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যাকে দূর করবে।»

আল-বাযযার (৯৪২৩), আল-উকাইলী 'আদ-দু'আফা' (১/৯) এবং ইবন আবদিল বার্র 'আত-তামহীদ' (১/৫৮)-তে আবূ হুরাইরা ও আব্দুল্লাহ ইবন আমর (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণিত হাদিস হিসাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

ইবন ওয়াদ্দাহ 'আল-বিদা' (১), আল-উকাইলী 'আদ-দু'আফা' (৪/২৫৬), ইবন আবি হাতিম 'আল-জারহ ওয়াত-তা'দিল' (২/১৭) এবং আল-আজুররি 'আশ-শারী'আহ' (১/২৭০)-তে ইব্রাহিম ইবন আব্দুর রহমান আল-উযরি থেকে বর্ণিত হাদিস হিসাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

আত-তাহাবী 'শারহ মুশ্কিলিল আসার' (৩৮৮৪)-তে আবূ দারদা (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণিত হাদিস হিসাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

আল-উকাইলী 'আদ-দু'আফা' (১/৯)-তে আবূ উমামা (আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণিত হাদিস হিসাবে এটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ ইব্রাহিম ইবন আব্দুর রহমান আল-উযরি-এর হাদিসটিকে সহীহ (বিশুদ্ধ) বলেছেন, যেমন 'শারফ আসহাবিল হাদিস' (পৃষ্ঠা ২৯)-এ আছে। আব্দুল হক আল-ইশবিলি 'আল-আহকাম আল-উসতা' (১/১২১)-তে এবং নাযিম (কবিতা রচয়িতা) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/৩৩২)-তে এটিকে মুরসাল (বর্ণনাকারীর শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন) বলেছেন। ইবনুল কাত্তান 'বায়ানুল ওয়াহম ওয়াল ঈহাম' (৩/৪০)-এও এটিকে দুর্বল (দা'ঈফ) বলেছেন। আবূ নু'আইম (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) 'মা'রিফাতুস সাহাবা' (১/২১১)-তে এই হাদিসের সনদ (বর্ণনা-শৃঙ্খল) সম্পর্কে বলেছেন: «এগুলোর সবগুলোই অস্থির (মুদতারিব) এবং অ-সঠিক (গাইরু মুস্তাকিমা)»। অনুরূপ কথা নাযিম (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/৩৩৪)-তেও বলেছেন।

(2) ইবনুস সালাহ (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) তার 'মুকাদ্দিমা' (পৃষ্ঠা ১০৬)-তে বলেছেন: «তিনি যা বলেছেন তাতে একটি অ-সন্তুষ্টজনক প্রশস্ততা (শিথিলতা) রয়েছে।»

(3) 'আ' (পাণ্ডুলিপি)-এর টীকায়: «এই পংক্তিটি পান্ডুলিপির খসড়া থেকে সাতশো সত্তর হিজরির জুমাদাল আখিরাহ মাসের পঁচিশ তারিখে সংযুক্ত করা হয়েছে।»

(4) 'আ', 'যা' এবং 'আইন' (পাণ্ডুলিপি)-তে «ইয়াথকুলা» (يَثْقُلُ) ইয়া (ي) অক্ষর সহকারে এসেছে, এবং 'ইয়া' (পাণ্ডুলিপি)-তে তা (ت) এবং ইয়া (ي) উভয় অক্ষর সহকারে (অর্থাৎ يثقل এবং تثقل) এসেছে।

---

270. اسْتُفْسِرَ الْجَرْحُ فَلَمْ يَقْدَحْ؛ كَمَا ... فَسَّرَهُ شُعْبَةُ بِالرَّكْضِ[1]، فَمَا؟[2]

271. هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ حُفَّاظُ الْأَثَرْ ... كَشَيْخَيِ الصَّحِيحِ مَعْ أَهْلِ النَّظَرْ[3]

272. فَإِنْ يُقَلْ[4]: قَلَّ بَيَانُ مَنْ جُرِحْ ... كَذَا إِذَا قَالُوا لِمَتْنٍ: لَمْ يَصِحّْ

273. وَأَبْهَمُوا؛ فَالشَّيْخُ قَدْ أَجَابَا ... أَنْ يَجِبَ الْوَقْفُ إِذِ[5] اسْتَرَابَا

274. حَتَّى يُبِينَ[6] بَحْثُهُ قَبُولَهُ ... كَمَنْ أُولُوا الصَّحِيحِ خَرَّجُوا لَهُ[7]

(1) أخرج الخطيب في الكفاية (ص 110) عن محمد بن جعفر المدائني قال: «قيل لشعبة: لِمَ تركتَ حديث فلان؟ قال: رأيتُه يركُض على بِرذَون فتركتُ حديثه».

(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 336): «وقولي في آخر البيت: (فَمَا) أي: فماذا يلزم مِن ركضِه على برذون؟!».

(3) انظر الكفاية (ص 108 - 109).

وفي حاشية و: «بلغ».

(4) في أ، د، ز، ل: «تقل» بالتَّاء، وفي م، ن: «يَقُل» بفتح الياء وضمِّ القاف، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، ي، ك، س، ع، ف.

(5) في أ، ب، ز، ح، ي، ل، م، ع، ف: «إِذَا». قال زكريَّا الأنصاريّ في فتح الباقي (1/ 315): «(إذا)، وفي نسخة (إِذِ اسْتَرَابَا)؛ أي: لأجلِ الرِّيبَة القويَّةِ الحاصِلَةِ بذلك».

(6) في هـ، ح: «يَبين» بفتح الياء، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 29): «بضم أَوَّلِه».

(7) في أ: «قبولَهُ» و «لَهُ» بسكون الهاء، وفي و: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

270. জরাহ (দোষারোপের কারণ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কিন্তু তা ত্রুটি সাব্যস্ত হয়নি; যেমন ... শু'বা এর ব্যাখ্যা করেছেন দৌড়ানো দ্বারা[1], তাহলে কী হয়?[2]

271. এটাই সেই নীতি যা হাদীস সংরক্ষণকারীগণ (হাফিযগণ) অনুসরণ করেন ... সহীহ গ্রন্থদ্বয়ের দুই শাইখের (বুখারী ও মুসলিম) মতো, এবং বিশ্লেষকদের (চিন্তাবিদদের) সাথেও।[3]

272. যদি প্রশ্ন করা হয়[4]: যার সমালোচনা করা হয়েছে, তার বর্ণনা কম (অর্থাৎ সমালোচনার কারণ অস্পষ্ট); ... তেমনি যখন তারা কোনো মতন (হাদীসের মূল পাঠ) সম্পর্কে বলে: তা সহীহ নয়।

273. এবং তারা (কারণ) অস্পষ্ট রাখল; তখন শাইখ উত্তর দিয়েছেন ... যে, বিরত থাকা আবশ্যক, যখন তারা সন্দেহ করে।[5]

274. যতক্ষণ না তার গবেষণা তার গ্রহণযোগ্যতা স্পষ্ট করে, ... যেমন সহীহ গ্রন্থসমূহের প্রণেতাগণ তার (হাদীস) সংকলন করেছেন।[7]

---

(1) আল-খাতীব তার 'আল-কিফায়া' গ্রন্থে (পৃ. ১১০) মুহাম্মাদ ইবনে জা'ফার আল-মাদাইনীর সূত্রে উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন: "শু'বাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আপনি অমুকের হাদীস কেন বর্জন করেছেন? তিনি বললেন: আমি তাকে একটি বারাধাউন (টাট্টু ঘোড়া) এর উপর দৌড়াতে দেখেছি, তাই আমি তার হাদীস বর্জন করেছি।"

(2) নাযিম (কবিতার রচয়িতা), আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন, তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১/৩৩৬) বলেছেন: "এবং পঙক্তির শেষে আমার উক্তি: (ফামা) অর্থাৎ: একটি বারাধাউন (টাট্টু ঘোড়া) এর উপর তার দৌড়ানোর ফল কী হয়?!"

(3) দেখুন, আল-কিফায়া (পৃ. ১০৮-১০৯)।

'ওয়াও' (و) প্রতিলিপির টীকায়: "বালাগ" (সম্পূর্ণ)।

(4) 'আলিফ', 'দাল', 'যা', 'লাম' প্রতিলিপিতে 'তাকুল' (تَقِل) 'তা' (ت) বর্ণ সহকারে, এবং 'মিম', 'নুন' প্রতিলিপিতে 'ইয়াকুল' (يَقُل) 'ইয়া' (ي) ফাতহা এবং 'কাফ' (ق) দম্মা সহকারে। এবং (মূল পাঠে) যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'ইয়া', 'কাফ', 'সিন', 'আইন', 'ফা' প্রতিলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(5) 'আলিফ', 'বা', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'মিম', 'আইন', 'ফা' প্রতিলিপিতে 'ইযা' (إِذَا)। যাকারিয়া আল-আনসারী 'ফাতহুল বাকি' গ্রন্থে (১/৩১৫) বলেছেন: "(ইযা), এবং একটি প্রতিলিপিতে (ইযি ইস্তারাবা); অর্থাৎ: এর দ্বারা সৃষ্ট শক্তিশালী সন্দেহের কারণে।"

(6) 'হা', 'হা' প্রতিলিপিতে 'ইয়াবিন' (يَبِين) 'ইয়া' (ي) ফাতহা সহকারে। এবং (মূল পাঠে) যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'দাল', 'ওয়াও', 'যা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সিন', 'ফা' প্রতিলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

সাখাভী, আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন, 'ফাতহুল মুগীস' গ্রন্থে (২/২৯) বলেছেন: "এর প্রথম বর্ণে দম্মা সহকারে।"

(7) 'আলিফ' প্রতিলিপিতে 'কুবুলাহ্' (قبولَهْ) এবং 'লাহ্' (لَهْ) 'হা' (ه) বর্ণে সুকুন সহকারে। এবং 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপিতে 'হা' (ه) বর্ণে সুকুন এবং দম্মা উভয় সহকারে। এবং (মূল পাঠে) যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'যা', 'হা', 'কাফ', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সিন', 'আইন', 'ফা' প্রতিলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

275. فَفِي الْبُخَارِيِّ احْتِجَاجاً: عِكْرِمَهْ[1] ... مَعَ ابْنِ مَرْزُوقٍ[2]، وَغَيْرُ[3] تَرْجَمَهْ[4]

276. وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِمَنْ قَدْ ضُعِّفَا ... نَحْوُ[5]: سُوَيْدٍ[6]، إِذْ بِجَرْحٍ مَا اكْتَفَى

277. قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ أَبُو الْمَعَالِي[7] ... وَاخْتَارَهُ تِلْمِيذُهُ الْغَزَّالِي[8]

---

(1) هو: عكرمة، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة، مات سنة أربع ومئة، وقيل: بعد ذلك. انظر: الهداية والإرشاد (2/ 583)، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (ص 200)، وتقريب التَّهذيب (4673).

(2) هو: عمرو بن مرزوق الباهلي، أبو عثمان البصري، ثقة فاضل، له أوهام، (ت 124 هـ). الهداية والإرشاد (2/ 865)، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (ص 189)، وتقريب التَّهذيب (5110).

وقد أخرج له البخاري متابعةً وليس احتجاجاً كما بيَّن الحافظ في هدى السَّاري (1/ 432).

(3) في و: «وغيرِ» بالجرِّ، وفي ل: «وغيرُ» بالرَّفع وكتب فوقها معاً ولم يكتب الكسرة، والمثبت من ب، د، هـ، ز، ي، م، ن، س، ف.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (1/ 608): «يجوز أن يكون مجروراً عطفاً على (ابْنِ مَرْزُوقٍ)، وأن يكون مرفوعاً عطفاً على (عِكْرِمَةُ)».

(4) كإسماعيل بن أبي أويس، وعاصم بن علي. انظر: الهداية والإرشاد (1/ 69) و (2/ 561)، وتسمية من أخرجهم البخاري ومسلم (ص 67) و (ص 201).

(5) في ج، هـ، ز، ك، ل، م، ن: «نحوَ» بالنَّصب، وفي ب: بالرَّفع والنَّصب، والمثبت من د، و.

(6) هو: سويد بن سعيد بن سهل الحَدَثاني، أبو محمد، صدوق في نفسه، إلَّا أنه عَمِي فصار يتلقَّن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول، (ت 240 هـ). تقريب التَّهذيب (2690).

(7) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني، (ت 478 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 468)، ونصُّ كلامه في البرهان (1/ 237).

(8) في المستصفى (ص 129).

275. সুতরাং বুখারীতে প্রমাণ হিসেবে: ইকরিমা[1] ... ইবনু মারযূকের[2] সাথে, এবং অন্যান্য (বর্ণনাকারী)-এর জীবনীতে[4]

276. আর মুসলিম এমন ব্যক্তিদের দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন যাদের দুর্বল ঘোষণা করা হয়েছে[5] ... যেমন: সুয়াইদ[6], কেননা (কেবল) সনদশাস্ত্রীয় দুর্বলতার অভিযোগ (জারহ) দ্বারা তিনি ক্ষান্ত হননি।

277. আমি বলি: আবু আল-মা'আলী[7] বলেছেন ... এবং তাঁর ছাত্র গাজ্জালী[8] এটিকেই বেছে নিয়েছেন।

---

(1) তিনি হলেন ইকরিমা, আবু আবদুল্লাহ, ইবনু আব্বাসের মুক্তদাস। তাঁর বংশ ছিল বারবার। তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), দৃঢ় (সাবেত), তাফসীর শাস্ত্রে পণ্ডিত। ইবনু উমর থেকে তাঁর প্রতি মিথ্যারোপ প্রমাণিত হয়নি, এবং তাঁর থেকে কোনো বিদআতও প্রমাণিত হয়নি। তিনি ১০৪ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন, এবং বলা হয়েছে: এর পরেও (ইন্তিকাল করেন)। দেখুন: আল-হিদায়া

ওয়াল-ইরশাদ (২/৫৮৩), তাসমিয়াতু মান আখরাজাহুম আল-বুখারী ওয়া মুসলিম (পৃষ্ঠা ২০০), এবং তাকরীবুত তাহযীব (৪৬৭৩)।

(2) তিনি হলেন আমর ইবনু মারযূক আল-বাহিলী, আবু উসমান আল-বসরী। তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), গুণী, তাঁর কিছু ভুলভ্রান্তি ছিল। (ইন্তিকাল ১২৪ হি.)। আল-হিদায়া ওয়াল-ইরশাদ (২/৮৬৫), তাসমিয়াতু মান আখরাজাহুম আল-বুখারী ওয়া মুসলিম (পৃষ্ঠা ১৮৯), এবং তাকরীবুত তাহযীব (৫১১০)।

আর ইমাম বুখারী তাঁকে متابعة (মুতাবাতান - সংশ্লিষ্ট বর্ণনা সমর্থনে) হিসেবে উল্লেখ করেছেন, প্রমাণ হিসেবে নয়, যেমনটি হাফিয হুদা আল-সারী (১/৪৩২)-এ ব্যাখ্যা করেছেন।

(3) 'ওয়াও'-এর ('و') অনুলিপিতে "ওয়া গায়রি" جار (وغيرِ) (কাসরা) সহকারে, এবং 'লাম' ('ل') অনুলিপিতে "ওয়া গায়রু" (وغيرُ) রফ' (দম্মা) সহকারে এবং এর উপরে (উভয়টি) একসাথে লেখা হয়েছে, কিন্তু কাসরা লেখা হয়নি। এবং যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা 'বা', 'দাল', 'হা', 'যা', 'ইয়া', 'মীম', 'নুন', 'সীন', 'ফা' অনুলিপি থেকে নেওয়া।

আল-বিকায়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (১/৬০৮)-এ বলেছেন: "এটি ইবনু মারযূকের উপর আতফ (সংযুক্ত) হয়ে মাজরূর (جار অবস্থা)-এ হতে পারে, এবং ইকরিমা-এর উপর আতফ হয়ে মারফূ' (রফ' অবস্থা)-এ হতে পারে।"

(4) যেমন: ইসমাইল ইবনু আবী উওয়াইস, এবং আসিম ইবনু আলী। দেখুন: আল-হিদায়া ওয়াল-ইরশাদ (১/৬৯) ও (২/৫৬১), তাসমিয়াতু মান আখরাজাহুম আল-বুখারী ওয়া মুসলিম (পৃষ্ঠা ৬৭) ও (পৃষ্ঠা ২০১)।

(5) 'জীম', 'হা', 'যা', 'কাফ', 'লাম', 'মীম', 'নুন' অনুলিপিতে "নাহওয়া" (نحوَ) নসব (ফাতহা) সহকারে, এবং 'বা' অনুলিপিতে রফ' (দম্মা) এবং নসব (ফাতহা) উভয় সহকারে। এবং যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা 'দাল', 'ওয়াও' অনুলিপি থেকে নেওয়া।

(6) তিনি হলেন সুওয়াইদ ইবনু সাঈদ ইবনু সাহল আল-হাদাসানী, আবু মুহাম্মাদ। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সত্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তিনি অন্ধ হয়ে যাওয়ায় এমন বিষয়সমূহ (হাদিস হিসেবে) গ্রহণ করতে শুরু করেন যা তাঁর হাদিসের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ফলে ইবনু মাঈন তাঁর সম্পর্কে অত্যন্ত কঠোর মন্তব্য করেছেন। (ইন্তিকাল ২৪০ হি.)। তাকরীবুত তাহযীব (২৬৯০)।

(7) তিনি হলেন আব্দুল মালিক ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু ইউসুফ আল-জুওয়াইনী। (ইন্তিকাল ৪৭৮ হি.)। সিয়ার আ'লামুন নুবলা (১৮/৪৬৮), এবং তাঁর কথার মূল পাঠ 'আল-বুরহান' (১/২৩৭)-এ রয়েছে।

(8) 'আল-মুস্তাসফা' (পৃষ্ঠা ১২৯)-তে।

278. وَابْنُ الْخَطِيبِ[1]: الْحَقُّ أَنْ يُحْكَمُ بِمَا ... أَطْلَقَهُ الْعَالِمُ بِأَسْبَابِهِمَا[2]

279. وَقَدَّمُوا الْجَرْحَ، وَقِيلَ: إِنْ ظَهَرْ ... مَنْ عَدَّلَ الْأَكْثَرَ[3] فَهُوَ الْمُعْتَبَرْ[4]

280. وَمُبْهَمُ التَّعْدِيلِ لَيْسَ يَكْتَفِي ... بِهِ الْخَطِيبُ[5] وَالْفَقِيهُ الصَّيْرَفِي[6]

281. وَقِيلَ: يَكْفِي، نَحْوُ[7] أَنْ يُقَالَا ... «حَدَّثَنِي الثِّقَةُ»[8]، بَلْ لَوْ قَالَا

282. «جَمِيعُ أَشْيَاخِي ثِقَاتٌ لَوْ لَمُ ... أُسَمِّ»؛ لَا نَقْبَلُ[9] مَنْ قَدْ أَبْهَمُ[10]

---

(1) هو: محمد بن عمر الرَّازي، ابن خطيب الرَّي. ونصُّ كلامه في المحصول (4/ 410).

(2) في نسخة على حاشية د: «عالمٌ اسبابَهما». قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 30): «(العَالِمُ): مُسَكَّنُ الميم»، ونحوه في النكت الوفية (1/ 609)، وفتح الباقي (1/ 317).

(3) في ج، و، ك: «الأكثرُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، ز، ي، ل، م، ن، ف. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 345): «هو في موضع الحال».

(4) حكاه الخطيب في الكفاية (ص 107) عن طائفة من العلماء.

(5) الكفاية (ص 373).

(6) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الصَّيرفيُّ الشَّافعي، له مُصَنَّفات في أصول المذهب الشافعي وفروعه، (ت 330 هـ). تاريخ الإسلام (7/ 596).

(7) في ب، هـ، و، ز، ك، ل: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، م، ن، س.

(8) حكاه ابن الصباغ في العُدَّة قولاً لأبي حنيفة. شرح النَّاظم (1/ 346).

(9) في ح، ف: «يُقْبَلُ» بياء مضمومة، وفي ل: «تَقْبَلُ» بتاء مفتوحة، وفي ي: «نَقْبَلُ، يُقْبَلُ» بفتح النُّون في الأولى، وضمِّ الياء في الثَّانية معاً.

(10) في حاشية أ: «أُلحِق هذا البيت من المُسوَّدة في السابع والعشرين من ذي القعدة سنة أحَدٍ وسبعين».

278. এবং ইবনুল খতীব[1] বলেন: সত্য হলো, সে বিষয়ে ফয়সালা করা হবে যা... উভয়ের কারণ সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন।[2]

279. এবং তারা দুর্বলতা ঘোষণাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এবং বলা হয়েছে: যদি যে ব্যক্তি অধিকাংশের নির্ভরযোগ্যতা ঘোষণা করেছেন[3] সে প্রকাশ পায়, তবে সে-ই নির্ভরযোগ্য।[4]

280. এবং অস্পষ্ট নির্ভরযোগ্যতা ঘোষণাকে আল-খতীব[5] এবং ফকীহ সায়রাফী[6] যথেষ্ট মনে করেন না।

281. এবং বলা হয়েছে: তা যথেষ্ট। যেমন[7] বলা হয়, "আমাকে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হাদিস বর্ণনা করেছেন",[8] বরং যদি তারা বলত—

282. "আমার সকল উস্তাদ বিশ্বস্ত, যদিও আমি তাদের নাম উল্লেখ না করি" - (এমন কথা)। তবুও আমরা সেই ব্যক্তিকে গ্রহণ করি না[9] যে (নাম) অস্পষ্ট রেখেছেন।[10]

---

(1) তিনি: মুহাম্মদ ইবন উমার আর-রাযী, ইবন খতীব আর-রায়। তাঁর বক্তব্যের মূলপাঠ 'আল-মাহসুল' গ্রন্থে (৪/৪১০) পাওয়া যায়।

(2) 'দাল' এর টীকায় একটি সংস্করণে রয়েছে: «উভয়ের কারণ সম্পর্কে জ্ঞানী (عالمٌ اسبابَهما)»। ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'ফাতহুল মুগীস' গ্রন্থে (২/৩০) বলেছেন: "(العَالِمُ) শব্দে মীমকে সাকিন করা হয়েছে।" অনুরূপভাবে 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (১/৬০৯) এবং 'ফাতহুল বাকী' (১/৩১৭) গ্রন্থেও এটি রয়েছে।

(3) 'জিম', 'ওয়াও' ও 'কাফ' সংস্করণে 'আল-আকসারু (الأكثرُ)' রফ' (কর্তা) রূপে রয়েছে, তবে 'বা', 'দাল', 'হা', 'যা', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'ফা' সংস্করণগুলো থেকে যা গৃহীত হয়েছে (তা

বর্তমানে রয়েছে)। নাযিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/৩৪৫) এ বলেছেন: "এটি হালের (ক্রিয়া-বিশেষণের) অবস্থানে রয়েছে।"

(4) আল-খতীব 'আল-কিফায়া' গ্রন্থে (পৃ. ১০৭) একদল আলেমের পক্ষ থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

(5) আল-কিফায়া (পৃ. ৩৭৩)।

(6) তিনি: আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ আস-সায়রাফী আশ-শাফিয়ী। শাফেয়ী মাযহাবের মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখায় তাঁর রচনা রয়েছে। (মৃত্যু ৩৩০ হি.)। তারিখুল ইসলাম (৭/৫৯৬)।

(7) 'বা', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'কাফ', 'লাম' সংস্করণগুলোতে 'নাহওয়া (نحوَ)' নাসব (কর্ম) রূপে রয়েছে, তবে 'দাল', 'মীম', 'নুন', 'সিন' সংস্করণগুলো থেকে যা গৃহীত হয়েছে, তা-ই মূল পাঠ।

(8) ইবনুস সাব্বাগ 'আল-উদ্দাহ' গ্রন্থে এটিকে আবু হানিফার একটি উক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। নাযিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/৩৪৬)।

(9) 'হা' ও 'ফা' সংস্করণগুলোতে 'যুক্ববালু (يُقْبَلُ)' ইয়া-কে যম্মা সহকারে, 'লাম' সংস্করণে 'তাক্ববালু (تَقْبَلُ)' তা-কে ফাতহা সহকারে, এবং 'ইয়া' সংস্করণে 'নাক্ববালু (نَقْبَلُ)' (প্রথমটির) নুন-কে ফাতহা সহকারে এবং 'যুক্ববালু (يُقْبَلُ)' (দ্বিতীয়টির) ইয়া-কে যম্মা সহকারে উভয়টি একসাথে রয়েছে।

(10) 'আলিফ' এর টীকায়: "এই পঙক্তিটি খসড়া থেকে একাত্তর হিজরীর যিলকদ মাসের সাতাশ তারিখে যুক্ত করা হয়েছে।"

283. وَبَعْضُ مَنْ حَقَّقَ[1] لَمْ يَرُدَّهُ ... مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ قَلَّدَهُ[2]

284. وَلَمْ يَرَوْا فُتْيَاهُ[3] أَوْ عَمَلَهُ ... عَلَى وِفَاقِ الْمَتْنِ تَصْحِيحاً لَهُ[4]

285. وَلَيْسَ تَعْدِيلاً عَلَى الصَّحِيحِ ... رِوَايَةُ الْعَدْلِ عَلَى التَّصْرِيحِ

286. وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يُقْبَلُ الْمَجْهُولُ؟ ... وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةٍ مَجْعُولُ

287. «مَجْهُولُ عَيْنٍ»: مَنْ لَهُ رَاوٍ فَقَطْ ... وَرَدَّهُ الْأَكْثَرُ، وَالْقِسْمُ الْوَسَطْ

288. «مَجْهُولُ حَالٍ» بَاطِنٍ وَظَاهِرِ ... وَحُكْمُهُ الرَّدُّ لَدَى الْجَمَاهِرِ

---

(1) قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 39): «ولعلَّه إمامُ الحرمين»، وجعل النَّاظم في شرحه (1/ 347) كلام ابن الصَّبَّاغ دالّاً على هذا القول.

وقال الزَّركشيُّ رحمه الله في البحر المحيط (6/ 157): «هو اختيار إمام الحرمين، وعليه يدُلُّ كلام ابن الصَّبَّاغ في العُدَّة».

(2) في أ، د: «يردَّهُ»، «قلَّدهُ» بسكون الهاء، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

(3) في نسخة على حاشية ج، وفي حاشية ن: «فتواه» بدل: «فُتْيَاهُ». قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 41): «فتواه كما هي بخط الناظم»، ونحوه في فتح الباقي (1/ 322).

والفُتْيا والفَتْوى: لغتان صحيحتان، والأولى هي الواردة في أكثر النُّسخ. انظر: الصحاح (6/ 2452).

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 349): «أي: ولم يروا فُتيَا العالِم على وَفقِ حديثٍ حكماً منه بصحَّة ذلك الحديث».

(4) في أ: «عملهُ» و «لهُ» بسكون الهاء، وفي ج: بسكون الهاء وضمها معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ع.

283. এবং কিছু সংখ্যক যাচাইকারী(1) তাকে প্রত্যাখ্যান করেননি ... কোনো আলেমের থেকে, তার অনুসরণকারী ব্যক্তির ক্ষেত্রে।(2)

284. এবং তারা তার ফতোয়া(3) বা তার আমলকে ... মূল পাঠের (মতন) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিশুদ্ধকরণ হিসেবে দেখেননি।(4)

285. আর বিশুদ্ধ মতানুসারে এটি 'তা'দীল' (নির্ভরযোগ্যতা সাব্যস্তকরণ) নয় … স্পষ্টভাবে কোনো 'আদল' (নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী)-এর বর্ণনা।

286. এবং তারা মতবিরোধ করেছেন: 'মাজহুল' (অজ্ঞাত) ব্যক্তি কি গ্রহণযোগ্য? … আর তা তিন প্রকারে বিভক্ত।

287. 'মাজহুলুল আইন' (যার সত্তা অজ্ঞাত): সেই ব্যক্তি যার থেকে শুধু একজন বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন … এবং অধিকাংশ তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন, আর মধ্যম প্রকার।

288. 'মাজহুলুল হাল' (যার অবস্থা অজ্ঞাত), অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় দিক থেকে … এবং জুমহুর (অধিকাংশ উলামা)-এর মতে তার বিধান হলো প্রত্যাখ্যান।

---

(1) সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (২/৩৯) গ্রন্থে বলেছেন: "সম্ভবত তিনি ইমামুল হারামাইন।" এবং নাযিম তাঁর শারহ (১/৩৪৭) গ্রন্থে ইবনুস সাব্বাঘ-এর বক্তব্যকে এই মতের প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

জারকাশী (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-বাহরুল মুহীত' (৬/১৫৭) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি ইমামুল হারামাইনের মনোনীত মত, এবং ইবনুস সাব্বাঘ-এর 'আল-উদ্দাহ' গ্রন্থের বক্তব্য এর উপর প্রমাণ বহন করে।"

(2) আ, দ নুসখায়: 'يَرُدَّهُ' এবং 'قَلَّدَهُ' হায়ে সাকিন (স্থির) সহকারে রয়েছে। আর (বর্তমানে) যা প্রমাণিত, তা জ, হ, ওয়াও, য, হা, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন, সিন, আইন, ফা নুসখা থেকে নেওয়া হয়েছে।

(3) জ-এর টীকায় একটি নুসখায় এবং ন-এর টীকায় 'فُتْيَاهُ' এর পরিবর্তে 'فَتْوَاهُ' রয়েছে। সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (২/৪১) গ্রন্থে বলেছেন: "নাযিমের নিজ হাতের লেখায় 'ফাতওয়াহ' এভাবেই আছে।" 'ফাতহুল বাকী' (১/৩২২) গ্রন্থেও অনুরূপ কথা আছে।

'ফুতইয়া' (الفُتْيا) এবং 'ফাতওয়া' (الفَتْوى) উভয়ই সহীহ লুগাহ (ভাষাগত শব্দ), এবং প্রথমটিই অধিকাংশ নুসখায় বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: আস-সিহাহ (৬/২৪৫২)।

নাযিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর শারহ (১/৩৪৯) গ্রন্থে বলেছেন: "অর্থাৎ: তারা আলেমের ফতোয়াকে কোনো হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ার কারণে ওই হাদীসের বিশুদ্ধতার উপর তাঁর পক্ষ থেকে একটি বিধান (হুকুম) হিসেবে দেখেননি।"

(4) আ নুসখায়: 'عملهُ' এবং 'لهُ' হায়ে সাকিন সহকারে রয়েছে। এবং জ নুসখায়: হায়ে সাকিন ও যম্মা উভয় সহকারে রয়েছে। আর (বর্তমানে) যা প্রমাণিত, তা বা, দ, হ, ওয়াও, য, হা, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন, সিন, আইন নুসখা থেকে নেওয়া হয়েছে।

289. وَالثَّالِثُ: «الْمَجْهُولُ لِلْعَدَالَهْ» ... فِي بَاطِنٍ فَقَطْ، فَقَدْ رَأَى لَهْ

290. حُجِّيَّةً فِي الْحُكْمِ بَعْضُ مَنْ مَنَعْ ... مَا قَبْلَهُ[1]؛ مِنْهُمْ سُلَيْمٌ[2] فَقَطَعْ

291. بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إِنَّ الْعَمَلَا ... يُشْبِهُ أَنَّهُ[3] عَلَى ذَا جُعِلَا

292. فِي كُتُبٍ مِنَ الْحَدِيثِ اشْتَهَرَتْ ... خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ[4]

293. فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ، وَبَعْضٌ يَشْهَرُ ... ذَا الْقِسْمَ مَسْتُوراً[5]، وَفِيهِ نَظَرُ

294. وَالْخُلْفُ فِي مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا ... قِيلَ: يُرَدُّ مُطْلَقاً[6]، وَاسْتُنْكِرَا

---

(1) عزاه ابن الصَّلاح في مقدّمته (ص 112) لبعض الشَّافعيّين.

(2) هو: أبو الفتح سُلَيم بن أيُّوب الرَّازِي الشَّافعي، الإمام، الفقيه، (ت 447 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 645).

(3) في د، هـ: «إِنَّه» بكسر الهمزة، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ل، ن، س، ع.

(4) في ع: «تعدَّدت» بدل: «تَعَذَّرَتْ»، وهو تصحيف.

(5) قال البغويُّ رحمه الله في التَّهذيب في فقه الإمام الشَّافعيّ (5/ 263): «المستورُ مَن يكون عدلاً في الظَّاهر، ولا تُعرَف عدالةُ باطنه»، وتَبِعه الرَّافعيُّ في الشَّرح الكبير (6/ 257)، والنَّووي في المجموع (1/ 42).

(6) نُسِبَ هذا القولُ للإمام مالك. انظر: الكفاية (ص 120).

289. এবং তৃতীয়টি হলো: «সততার দিক থেকে অজ্ঞাত» … শুধু আভ্যন্তরীণ বিষয়ে, তার জন্য (কিছু বিদ্বান) দেখেছেন

290. রায়ের ক্ষেত্রে প্রমাণযোগ্যতা; কিছু সংখ্যক যারা তার পূর্বেরটিকে … নিষেধ করেছেন[1]; তাদের মধ্যে সুলাইম[2] এবং তিনি নিশ্চিত করেছেন

291. এর দ্বারা। এবং শায়খ বলেছেন: নিশ্চয় এই আমল … এমন যে মনে হয় যেন এর উপর ভিত্তি করে করা হয়েছে[3]

292. প্রসিদ্ধ হাদীসের গ্রন্থসমূহে, যেখানে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির … অভিজ্ঞতা দুষ্কর হয়ে পড়েছে[4]

293. প্রকৃত অর্থে, এবং কেউ কেউ এই প্রকারকে মাসতূর[5] হিসেবে প্রসিদ্ধি দান করেন, এবং এতে পর্যালোচনার সুযোগ আছে

294. এবং মতপার্থক্য এমন বিদ'আতী সম্পর্কে যে কাফের হয়নি … বলা হয়েছে: সে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যাত[6], এবং একে অপছন্দ করা হয়েছে

---

(1) ইবনুল সালাহ তাঁর মুকাদ্দিমা (পৃ. ১১২)-তে এটি কিছু শাফেঈ বিদ্বানদের প্রতি সম্পর্কিত করেছেন।

(2) তিনি: আবুল ফাতাহ সুলাইম ইবনু আইয়্যুব আর-রাযী আশ-শাফেঈ, ইমাম, ফকীহ, (মৃত্যু ৪৪৭ হি.)। সিয়ারু আ'লামিন-নুবালা (১৭/৬৪৫)।

(3) দাল এবং হা-তে «ইন্নাহু» হামযার নিচে কাসরা সহ রয়েছে, আর (বর্তমান পাঠ) জিম, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, লাম, নুন, সিন, আইন থেকে গৃহীত।

(4) আইন -তে «তা'আদ্দাদাত» রয়েছে «তা'আয্যারাত» এর পরিবর্তে, যা একটি বিকৃতি।

(5) ইমাম বাগাবী আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, 'আত-তাহযীব ফি ফিক্বহিল ইমামিশ শাফেঈ' (৫/২৬৩) গ্রন্থে বলেছেন: "মাসতূর হলো সেই ব্যক্তি যে বাহ্যিকভাবে আদিল (সৎ), কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ সততা জানা যায় না।" রাফে'ঈ তাঁর 'আশ-শারহুল কাবীর' (৬/২৫৭) গ্রন্থে এবং নববী তাঁর 'আল-মাজমূ' (১/৪২) গ্রন্থে তাঁর অনুসরণ করেছেন।

(6) এই মতটি ইমাম মালিকের প্রতি সম্পর্কিত করা হয়েছে। দেখুন: আল-কিফায়াহ (পৃ. ১২০)।

295. وَقِيلَ: بَلْ إِذَا اسْتَحَلَّ الْكَذِبَا ... نُصْرَةَ مَذْهَبٍ لَهُ[1]، وَنُسِبَا

296. لِلشَّافِعِيِّ إِذْ يَقُولُ: أَقْبَلُ ... مِنْ غَيْرِ خَطَّابِيَّةٍ مَا نَقَلُوا[2]

297. وَالْأَكْثَرُونَ - وَرَآهُ الْأَعْدَلَا - ... رَدُّوا دُعَاتَهُمُ[3] فَقَطْ[4]، وَنَقَلَا

298. فِيهِ ابْنُ حِبَّانَ اتِّفَاقاً[5]، وَرَوَوْا ... عَنْ أَهْلِ بِدْعٍ[6] فِي الصَّحِيحِ مَا دَعَوْا

299. وَلِلْحُمَيْدِيْ[7] وَالْإِمَامِ أَحْمَدَا ... بِأَنَّ مَنْ لِكَذِبٍ تَعَمَّدَا

---

(1) انظر: الأم للشَّافعي (7/ 510)، والكفاية (ص 120).

(2) روى الخطيب عن الشَّافعيّ في الكفاية (ص 120) أنَّه قال: «وتُقبَل شهادةُ أهل الأهواء إلَّا الخطَّابيَّة من الرَّافضة؛ لأنهم يرَوْن الشهادة بالزُّور لموافقيهم «، وروى البيهقيُّ في مناقب الشَّافعي (1/ 468) عنه أنَّه قال: «أجيزُ شهادة أهلِ الأهواءِ كلِّهم إلَّا الرَّافضة؛ فإنَّه يشهدُ بعضهم لبعض».

(3) في أ: «ردّ دُعَاتِهم»، وفي ح: «دعاتِهم» بكسر التَّاء والهاء، وفي هـ: بفتح التَّاء وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ي، ل، م، ن، س، ع.

(4) انظر: الكفاية (ص 121)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 115).

(5) قال ابن حبَّان رحمه الله في المجروحين (3/ 63، 64): «والدَّاعية إلى البدع لا يجوز أن يُحتَجَّ به عند أئمَّتنا قاطبةً، لا أعلم بينهم فيه خلافاً».

(6) في ن: «بِدَعٍ» بفتح الدَّال، وبه ينكسر الوزن، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 69): «بسكون الدَّال «.

(7) في د: «وللحميديِّ» بتشديد الياء وكسرها، وبه ينكسر الوزن. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 330): «بالإسكان».

و «الحُمَيديُّ»: هو: عبد الله بن الزُّبير بن عيسى القُرشيُّ، الأسديُّ، المكّيُّ، أبو بكر، ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ، أجلُّ أصحاب ابن عُيَيْنة. (ت 219 هـ). تقريب التهذيب (3320).

295. বলা হয়েছে: বরং যখন সে তার মতবাদের সমর্থনে মিথ্যাকে হালাল মনে করে[1], তখন তাকে (সেই মতবাদের সাথে) সম্পর্কিত করা হয়।

296. শাফেয়ীর দিকে যখন তিনি বলেন: আমি গ্রহণ করি... খাত্তাবিয়া ছাড়া তাদের বর্ণনা[2]।

297. এবং অধিকাংশ - এবং তিনি তাকে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত মনে করেছেন - ... তাদের প্রচারকদের কেবল প্রত্যাখ্যান করেছেন[3], এবং বর্ণনা করেছেন[4]।

298. এতে ইবনে হিব্বান ঐক্যমত্য উল্লেখ করেছেন[5], এবং তারা বর্ণনা করেছেন... আহলুল বিদ'আত (নবাবিদ'আতের অনুসারী) থেকে সহীহ গ্রন্থে যা তারা দাবি করেছে[6]।

299. এবং হুমাইদী[7] ও ইমাম আহমাদ থেকে... যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলে।

---

(1) দেখুন: শাফেয়ীর আল-উম্ম (৭/৫১০), এবং আল-কিফায়াহ (পৃষ্ঠা ১২০)।

(2) খতীব আল-বাগদাদী আল-কিফায়াহ (পৃষ্ঠা ১২০) গ্রন্থে শাফেয়ী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «আহলুল আহওয়া (নিজ নিজ প্রবৃত্তির অনুসারী)দের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, রাফেযী সম্প্রদায়ের খাত্তাবিয়া গোষ্ঠী ছাড়া; কারণ তারা তাদের অনুসারীদের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ মনে করে», আর বাইহাকী 'মানাকিবুশ শাফেয়ী' (১/৪৬৮) গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «আমি সকল আহলুল আহওয়ার (প্রবৃত্তি-পন্থীদের) সাক্ষ্য জায়েজ মনে করি, রাফেযী ছাড়া; কারণ তাদের কেউ কেউ একে অপরের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়»।

(3) 'আ' (অলিফ) পাণ্ডুলিপিতে: «ردّ دُعَاتِهِم» (তাদের প্রচারকদের প্রত্যাখ্যান), এবং 'হা' (হা) পাণ্ডুলিপিতে: «دعاتِهِم» (তাদের প্রচারকদের) 'তা' (তা) এবং 'হা' (হা) অক্ষরে কাসরা (জের) সহ, এবং 'হা' (হা) পাণ্ডুলিপিতে: 'তা' (তা) অক্ষরে ফাতহা (জবর) এবং কাসরা (জের) উভয় সহ, আর প্রমাণিত পাঠটি 'বা' (বা), 'জিম' (জিম), 'দাল' (দাল), 'ওয়াও' (ওয়াও), 'যা' (যা), 'ইয়া' (ইয়া), 'লাম' (লাম), 'মিম' (মিম), 'নুন' (নুন), 'সিন' (সিন), 'আইন' (আইন) পাণ্ডুলিপি থেকে।

(4) দেখুন: আল-কিফায়াহ (পৃষ্ঠা ১২১), এবং ইবনুল সালাহর মুকাদ্দিমাহ (পৃষ্ঠা ১১৫)।

(5) ইবনে হিব্বান (রহ.) আল-মাজরুহীন (৩/৬৩, ৬৪) গ্রন্থে বলেছেন: «বিদ'আতের (নবাবিদ'আতের) দিকে আহ্বানকারী ব্যক্তি, আমাদের সকল ইমামের মতে তার থেকে দলীল গ্রহণ জায়েজ নয়, আমি এ বিষয়ে তাদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য জানি না»।

(6) 'নুন' পাণ্ডুলিপিতে: «بِدَعٍ» (বিদআ') 'দাল' অক্ষরে ফাতহা (জবর) সহ, এবং এর দ্বারা ছন্দ (ওজন) ভেঙে যায়। সাখাওয়ী (রহ.) 'ফাতহুল মুগীছ' (২/৬৯) গ্রন্থে বলেছেন: «'দাল' অক্ষরে সুকুন (যযম) সহ»।

(7) 'দাল' পাণ্ডুলিপিতে: «والحميديّ» (ওয়ালিল-হুমাইদিইয়্যি) 'ইয়া' অক্ষরে তাশদীদ (শদ্দা) এবং কাসরা (জের) সহ, এবং এর দ্বারা ছন্দ (ওজন) ভেঙে যায়। যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.) 'ফাতহুল বাকী' (১/৩৩০) গ্রন্থে বলেছেন: «ইস্কান (সুকুন) সহ»।

এবং «আল-হুমাইদী» হলেন: আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর ইবনে ঈসা আল-কুরাশী, আল-আসাদী, আল-মাক্কী, আবু বকর, একজন নির্ভরযোগ্য, হাফিয (স্মৃতিশক্তিধর), ফকীহ (আইনজ্ঞ), ইবনে উয়াইনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছাত্র, (মৃত্যু ২১৯ হি.)। তাকরীবুত তাহযীব (৩৩২০)।

300. أَيْ: فِي الْحَدِيثِ: لَمْ نَعُدْ نَقْبَلُهُ ... وَإِنْ يَتُبْ[1]، وَالصَّيْرَفِيّ[2] مِثْلُهُ

301. وَأَطْلَقَ الْكِذْبَ، وَزَادَ أَنَّ مَنْ ... ضُعِّفَ نَقْلاً: لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أَنْ[3]

302. وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ، وَالسَّمْعَانِي[4] ... أَبُو الْمُظَفَّرِ[5] يَرَى فِي الْجَانِي

303. بِكَذِبٍ فِي خَبَرٍ إِسْقَاطَ مَا ... لَهُ مِنَ الْحَدِيثِ قَدْ تَقَدَّمَا[6]

304. وَمَنْ رَوَى عَنْ ثِقَةٍ فَكَذَّبَهُ ... فَقَدْ تَعَارَضَا، وَلَكِنْ كَذِبَهُ

---

(1) روى الخطيب في الكفاية (ص 117) عن الإمام أحمد أنَّه قال - في رَاوٍ كذب في حديثٍ واحدٍ ثم تاب ورجع -: «توبته فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يُكتَب حديثه أبداً». وروى نحوَه عن الحُمَيْدي أيضاً (ص 118).

(2) في أ، ز، س: «الصَّيرفيُّ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ي، ل، ع. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 361): «هو مجرورٌ عطفاً على قوله: (وَلِلْحُمَيْدِي)».

(3) أي: بعد أن ضَعُف. شرح النَّاظم (1/ 361).

(4) في ز: «السّمعاني» بفتح السِّين وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، د، ح، ي، ل، م، ن. وقد ضَبَطَها حفيدُه الحافظ أبو سعد السَّمعاني في الأنساب (7/ 222): «بفتح السِّين المُهملة، وسُكون المِيم، وفتح العين المُهملة».

(5) هو: أبو المُظفَّر، منصور بن محمد السَّمعاني، الحنفي ثمَّ الشَّافعي، مفتي خراسان، (ت 489 هـ). سير أعلام النُّبلاء (19/ 114).

(6) انظر: قواطع الأدلة للسَّمعاني (1/ 346).

৩০০. অর্থাৎ: হাদিসের বিষয়ে: আমরা তা আর গ্রহণ করব না ... যদিও সে তওবা করে[১]। আর সায়রাফীর[২] মতও একই।

৩০১. এবং মিথ্যাকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন, এবং আরও বলেছেন যে, যিনি ... বর্ণনা সূত্রে দুর্বল প্রমাণিত হয়েছেন: তাকে আর শক্তিশালী করা যাবে না[৩]।

৩০২. এবং এটি সাক্ষীর মতো নয়। আর সাম'আনী[৪] ... আবুল মুযাফফর[৫] অপরাধীর বিষয়ে মনে করেন।

৩০৩. কোনো বর্ণনায় মিথ্যাচারের কারণে বাতিল হয়ে যাবে যা ... তার থেকে বর্ণিত পূর্বের হাদিসসমূহ[৬]।

৩০৪. আর যে ব্যক্তি কোনো নির্ভরযোগ্য রাবী (বর্ণনাকারী) থেকে বর্ণনা করে, আর সে (নির্ভরযোগ্য রাবী) তাকে (বর্ণনাকারীকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ... তাহলে উভয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, কিন্তু তার (বর্ণনাকারীর) মিথ্যাচারই প্রমাণিত হয়।

---

(১) খতীব (আল-বাগদাদী) 'আল-কিফায়াহ' গ্রন্থে (পৃ. ১১৭) ইমাম আহমদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এক বর্ণনাকারী সম্পর্কে বলেন - যে একটি হাদিসে মিথ্যা বলেছিল, অতঃপর তওবা করে

ফিরে এসেছিল -: "তার তওবা তার ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে। আর তার হাদিস কখনো লেখা হবে না।" তিনি হুমাইদী থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন (পৃ. ১১৮)।

(২) 'আ', 'যা' ও 'সা' লিপিতে 'আস-সায়রাফিয়্যু' (الصَّيرفيُّ) পেশ (رفع) সহকারে এসেছে। আর ব, জ, দ, হ, ও, য়, ল, আ-তে যা প্রতিষ্ঠিত আছে, তাই (মূল পাঠে) গ্রহণ করা হয়েছে। নাযিম (গ্রন্থকার) (رحمه الله) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/৩৬১) এ বলেছেন: "এটি মাজরূর (جرّ) হয়েছে, তাঁর উক্তি 'ওয়া লিল-হুমাইদী' (وَلِلْحُمَيْدِي) এর উপর আত্বফ (عطف) (সংযুক্তি) হয়ে।"

(৩) অর্থাৎ: দুর্বল হওয়ার পর। নাযিমের ব্যাখ্যা (১/৩৬১)।

(৪) 'যা' লিপিতে: 'আস-সাম'আনী' (السّمعاني) সিন-এর ফাতাহ (َ) এবং কাসরা (ِ) উভয় সহকারে। আর আ, ব, দ, হ, য়, ল, ম, ন-তে যা প্রতিষ্ঠিত আছে, তাই (মূল পাঠে) গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর পৌত্র হাফিয আবু সা'দ আস-সাম'আনী 'আল-আনসাব' গ্রন্থে (৭/২২২) এটি এভাবে ضبط (সঠিক উচ্চারণ নির্ধারণ) করেছেন: "মুহমালা (নুকতা বর্জিত) সিন-এর ফাতাহ (َ) সহকারে, মীম-এর সুকুন (ْ) সহকারে এবং মুহমালা (নুকতা বর্জিত) আইন-এর ফাতাহ (َ) সহকারে।"

(৫) তিনি: আবুল মুযাফফর মানসুর ইবনে মুহাম্মাদ আস-সাম'আনী, প্রথমে হানাফী অতঃপর শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী, খুরাসানের মুফতী (মৃত্যু ৪৮৯ হি.)। (তথ্যসূত্র: সিয়ারু আ'লামিন নুব্বালা' ১৯/১১৪)।

(৬) দেখুন: সাম'আনী রচিত 'কাওয়াতি'উল আদিল্লাহ' (১/৩৪৬)।

305. لَا تُثْبِتَنْ بِقَوْلِ شَيْخِهِ فَقَدْ ... كَذَّبَهُ الْآخَرُ، وَارْدُدْ مَا جَحَدْ[1]

306. وَإِنْ يَرُدَّهُ[2] بِـ «لَا أَذْكُرُ» أَوْ ... مَا يَقْتَضِي نِسْيَانَهُ فَقَدْ رَأَوْا

307. الْحُكْمَ لِلذَّاكِرِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ[3] ... وَحُكِيَ الْإِسْقَاطُ عَنْ بَعْضِهِمِ[4]

308. كَقِصَّةِ الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ[5] إِذْ ... نَسِيَهُ سُهَيْلٌ[6] الَّذِي أُخِذْ

(1) في حاشية و: «بلغ».

(2) في أ، ب، د، و، ز، ل، م، س، ع: «يردَّه» بالنَّصب، والمثبت من هـ، ح، ن.
والفعل المضاعف المجزوم يجوز فيه ثلاثة أوجه: الضمُّ، والفتحُ، والكسر، والضَّمُّ مع الضَّمير هو اختيار سيبويه. انظر: الكتاب لسيبويه (2/ 265)، وتذكرة النُّحاة لأبي حيَّان (ص 288).

(3) نسبه ابن الصَّلاح في مُقدِّمته (ص 117) إلى جمهور أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين.

(4) حكاه ابن الصَّبَّاغ في العُدَّة كما في شرح النَّاظم (1/ 362) عن أصحاب أبي حنيفة.
وانظر: شرح مختصر الطَّحاوي (4/ 265)، والتَّجريد للقدوري (9/ 4254).

(5) يريد النَّاظم رحمه الله حديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِاليَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ».
أخرجه أبو داود (3610)، والتِّرمذي (1343)، وابن ماجه (2368) من طريق عبد العزيز الدَّرَاوَرْدي، عن ربيعةَ الرَّأي، عن سُهَيل بن أبي صالحٍ، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال أبو داود رحمه الله: «وَزَادَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ المُؤَذِّن فِي هَذَا الحَدِيثِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّافِعِيُّ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْلٍ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَةٌ - أَنِّي حَدَّثْتُهُ إِيَّاهُ، وَلَا أَحْفَظُهُ».

(6) هو: سُهَيل بن أبي صالح ذكوان السَّمَّان، أبو يزيد، المدنيُّ، صدوقٌ تغيَّر حفظه بأخرةٍ، من السَّادسة، مات في خلافة المنصور. تقريب التهذيب (2675).

৩০৫. তুমি তার শায়খের উক্তি দ্বারা (কোনো বিষয়) সাব্যস্ত করবে না, কারণ ... অন্যজন তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, আর যা অস্বীকার করা হয়েছে, তা প্রত্যাখ্যান করো।[১]

৩০৬. আর যদি সে «আমার মনে নেই» বলে অথবা ... যা ভুলে যাওয়ার ইঙ্গিত করে এমন কথা বলে তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তারা (আলেমগণ) রায় দিয়েছেন

৩০৭. অধিকাংশের মতে স্মরণকারীর জন্য ফয়সালা, ... আর তাদের কারো কারো থেকে বাতিল করার কথা বর্ণিত আছে।[৪]

৩০৮. যেমন সাক্ষী ও শপথের ঘটনা, যখন ... সুহাইল[৬] তা ভুলে গিয়েছিলেন, যা (হাদীস হিসেবে) গৃহীত হয়েছিল।

---

(১) 'ওয়া' এর টীকায়: «বালাগ»।

(২) 'আ', 'বা', 'দা', 'ওয়া', 'যা', 'লাম', 'মিম', 'সিন', 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে «ইয়ারুদ্দাহু» (নাসব) সহকারে রয়েছে, এবং এখানে যা স্থির করা হয়েছে তা 'হা', 'হা', 'নুন' থেকে।
এবং মাজযুম (যাযমপ্রাপ্ত) মুদা'আফ (দ্বিগুণ অক্ষর বিশিষ্ট) ক্রিয়াতে তিনটি রূপ বৈধ: যম্মা (পেশ), ফাতহা (জবর) এবং কাসরা (জের)। জমির (সর্বনাম) সহকারে যম্মা হচ্ছে সিবাবাই-এর মনোনীত রূপ। দেখুন: সিবাবাই-এর 'আল-কিতাব' (২/২৬৫) এবং আবু হাইয়ানের 'তাযকিরাতুন নুহাত' (পৃ. ২৮৮)।

(৩) ইবনুস সালাহ তাঁর 'মুকাদ্দিমা' গ্রন্থে (পৃ. ১১৭) এটিকে জুমহুরুল হাদীস, ফুকাহা এবং মুতাকাল্লিমিনের (মত) বলে উল্লেখ করেছেন।

(৪) ইবনুস সাব্বাগ 'আল-উদ্দা' গ্রন্থে এটিকে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি 'শারহুন নাযিম' (১/৩৬২) গ্রন্থে আবু হানিফার অনুসারীদের পক্ষ থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। আরও দেখুন: 'শারহু মুখতাসারিত তাহাবী' (৪/২৬৫) এবং কুদূরীর 'আত-তাজরিদ' (৯/৪২৫৪)।

(৫) নাযিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন) আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সেই হাদীসটি উদ্দেশ্য করেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী সহ শপথের দ্বারা বিচার করেছিলেন।"
এটি আবু দাউদ (৩৬১০), তিরমিযী (১৩৪৩) এবং ইবনু মাজাহ (২৩৬৮) আব্দুল আযীয আদ-দারাবর্দি সূত্রে, তিনি রাবী'আতুর রা'য়ী থেকে, তিনি সুহাইল ইবনু আবি সালিহ থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।
আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "এবং রাবী' ইবনু সুলাইমান আল-মুয়াজ্জিন এই হাদীসে আমার জন্য যোগ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: আমাকে শাফিঈ (রহ.) আব্দুল আযীয থেকে অবহিত করেছেন। (আব্দুল আযীয) বলেছেন: আমি সুহাইলকে তা স্মরণ করিয়ে দিলাম। তখন

তিনি বললেন: রাবী'আহ – যিনি আমার নিকট বিশ্বস্ত – আমাকে জানিয়েছেন যে, আমি তাঁকে এটি বর্ণনা করেছি, কিন্তু আমার তা মুখস্থ নেই।"

(৬) তিনি হলেন সুহাইল ইবনু আবি সালিহ যকওয়ান আস-সাম্মান, আবু ইয়াযিদ, আল-মাদানী। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, তবে শেষ জীবনে তাঁর স্মৃতিশক্তি পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি ষষ্ঠ স্তরের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। মানসূরের খিলাফতকালে তিনি ইন্তেকাল করেন। (দেখুন:) তাক্বরীবুত তাহযীব (২৬৭৫)।

309. عَنْهُ، فَكَانَ بَعْدُ عَنْ رَبِيعَةَ[1] ... عَنْ نَفْسِهِ يَرْوِيهِ، لَنْ[2] يُضِيعَهْ[3]

310. وَالشَّافِعِيُّ نَهَى ابْنَ عَبْدِ الْحَكَمِ ... يَرْوِي عَنِ الْحَيِّ لِخَوْفِ التُّهَمِ

311. وَمَنْ رَوَى بِأُجْرَةٍ لَمْ يَقْبَلِ ... إِسْحَاقُ وَالرَّازِيُّ[4] وَابْنُ حَنْبَلِ[5]

312. وَهْوَ شَبِيهُ أُجْرَةِ الْقُرْآنِ[6] ... يَخْرِمُ[7] مِنْ مُرُوءَةِ الْإِنْسَانِ

---

(1) هو: ربيعة بن أبي عبد الرَّحمن فَرُّوخ، التَّيْمي مولاهم، أبو عثمان المدنيُّ، المعروف بربيعةَ الرَّأي، ثقةٌ، فقيهٌ، مشهور، (ت 136 هـ). تقريب التهذيب (1911).

(2) في ع: «لم» بدل: «لَنْ».

(3) قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 210): «(لن يَضيعَه): هو بفتح أوَّله، مِن: ضاع يضيع»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 88): «بضمِّ أوَّله من أضاع»، ونحوه في فتح الباقي (1/ 336)، وهو الموافق للمثبت.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 88): «وفائدتُه سِوى ما تَضمَّنَته مِن شِدَّة الوثوق بالرَّاوي عنه - ممَّا لم يذكره ابن الصلاح -: الإعلامُ بالمَرْوِيِّ، وكونُه (لَنْ يُضِيعَهْ)».

(4) في ج: «والرَّازيَّ» بالنَّصب، وهو وهم.

(5) روى الخطيب في الكفاية (ص 154) عن إسحاق بن راهُويَه، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم الرَّازيّ: أنَّهم نهوا عن الكِتابة عمَّن يأخذُ الأجر على الحديث.

(6) في و: «القُرَان» بفتح الرَّاء.

(7) في ك، ع: «تخرم» بالتَّاء، والمثبت من ب، ج، د، ي، ل، م، ن، س.

قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 202): «هو بفتح أوَّله، وبالخاء المُعجمة، وبعدها راءٌ مُهملةٌ مكسورة، فميم».

৩০৯. তাঁর থেকে, অতঃপর তা ছিল রাবিয়া[1] থেকে ... তিনি নিজের থেকে বর্ণনা করেন, তিনি তা বিনষ্ট করবেন না।[2][3]

৩১০. আর ইমাম শাফিঈ ইবনে আব্দুল হাকামকে ... জীবিত ব্যক্তির থেকে বর্ণনা করতে নিষেধ করেছেন, অপবাদের আশঙ্কায়।

৩১১. আর যে ব্যক্তি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বর্ণনা করে, ইসহাক, রাযী[4] ও ইবনে হাম্বল[5] তাকে গ্রহণ করেননি।

৩১২. আর এটা কুরআনের পারিশ্রমিকের[6] মতো, ... যা মানুষের ব্যক্তিত্বে[7] আঘাত করে।

---

(1) তিনি হলেন রাবিয়া ইবনে আবী আবদির রহমান ফাররুখ, তাদের গোলামমুক্তকারী তাইমী, আবু উসমান আল-মাদানী, যিনি রাবিয়াতুর রায় নামে পরিচিত। তিনি বিশ্বস্ত, ফকীহ ও প্রসিদ্ধ। (মৃত্যু ১৩৬ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (১৯১১)।

(2) 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে 'লান' এর পরিবর্তে 'লাম' রয়েছে।

(3) ইবনে আম্মার আল-মালিকী (রহ.) তাঁর 'মিফতাহুস সাদীইয়াহ' (পৃ. ২১০) গ্রন্থে বলেছেন: "(লান ইয়াযী'আহ): এর প্রথম অক্ষর ফাতহা (যবর) সহকারে, 'যা'আ ইয়াযী'উ' (অর্থ: নষ্ট হওয়া/হারিয়ে যাওয়া) থেকে এসেছে।" আর সাখাবী (রহ.) তাঁর 'ফাতহুল মুগীস' (২/৮৮) গ্রন্থে বলেছেন: "এর প্রথম অক্ষর দাম্মা (পেশ) সহকারে 'আযা'আ' (অর্থ: নষ্ট করা/হারানো) থেকে এসেছে।" 'ফাতহুল বাকী' (১/৩৩সিক্স) গ্রন্থেও অনুরূপ আছে, এবং এটাই মূল পাঠের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

সাখাবী (রহ.) 'ফাতহুল মুগীস' (২/৮৮) গ্রন্থে বলেছেন: "ইবনে সালাহ যা উল্লেখ করেননি - অর্থাৎ এর মধ্যে বর্ণনাকারীর প্রতি প্রবল আস্থা নিশ্চিত হওয়া - এর পাশাপাশি এর উপকারিতা হলো: বর্ণিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা এবং তা 'বিনষ্ট হবে না' তা নিশ্চিত করা।"

(4) 'জীম' পাণ্ডুলিপিতে 'আর-রাযিয়্যা' নসব (যবর) সহকারে আছে, যা ভুল।

(5) খতিব তাঁর 'আল-কিফায়া' (পৃ. ১৫৪) গ্রন্থে ইসহাক ইবনে রাহুয়াইহ, আহমদ ইবনে হাম্বল ও আবু হাতেম আর-রাযী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা হাদিস বর্ণনার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণকারীর কাছ থেকে (হাদিস) লিখতে নিষেধ করেছেন।

(6) 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে 'আল-কুরআন' রা (র) অক্ষর ফাতহা (যবর) সহকারে আছে।

(7) 'কাফ' ও 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে 'তাখরুম' (تخرم) তা (ত) অক্ষর সহকারে আছে। মূল পাঠটি 'বা', 'জীম', 'দাল', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সীন' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

ইবনে আম্মার আল-মালিকী (রহ.) তাঁর 'মিফতাহুস সাদীইয়াহ' (পৃ. ২০২) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি প্রথম অক্ষর ফাতহা (যবর) সহকারে এবং মু'জামা (ফুটকিযুক্ত) খা (خ) অক্ষর, এরপর মাহমালা (ফুটকিবিহীন) ও মাকসূরা (জেরযুক্ত) রা (ر) অক্ষর এবং সবশেষে মীম (م) অক্ষর দ্বারা গঠিত।"

313. لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ[1] أَخَذْ ... وَغَيْرُهُ تَرَخَّصاً[2]، فَإِنْ نَبَذْ

314. شُغْلاً بِهِ الْكَسْبَ[3] أَجِزْ إِرْفَاقَا ... أَفْتَى بِهِ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَا[4]

315. وَرُدَّ ذُو تَسَاهُلٍ فِي الْحَمْلِ ... كَالنَّوْمِ، وَالْأَدَا كَـ «لَا مِنْ أَصْلِ»

316. أَوْ قَبِلَ التَّلْقِينَ أَوْ قَدْ وُصِفَا ... بِالْمُنْكَرَاتِ كَثْرَةً أَوْ عُرِفَا

317. بِكَثْرَةِ السَّهْوِ وَمَا حَدَّثَ مِنْ ... أَصْلٍ صَحِيحٍ فَهْوَ رَدٌّ، ثُمَّ إِنْ

(1) هو: الفضل بن دُكَيْن الكوفي، التَّيْميُّ مولاهم، الأحول، أبو نُعَيم، المُلائي، بضمِّ الميم، ثقةٌ ثبتٌ، (ت 218 هـ). تقريب التَّهذيب (5401).

(2) روى الخطيب في الكفاية (ص 155، 156) أخذ الأجر على الحديث عن أبي نعيم الفضل بن دُكَين، ورواه أيضاً عن مجاهد، ويعقوب بن إبراهيم الدوَرقي، وعليّ بن عبد العزيز البغوي.

(3) في د: «الكسبُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع. قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 203): «منصوبٌ على المفعول لـ (نَبَذْ)».

(4) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشِّيرازيُّ، الشَّافعيُّ، إمام الشَّافعيَّة، وصاحب المُهذَّب، (ت 476 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 452).

وقد أفتى أبو إسحاق الشيرازي لأبي الحسين ابن النَّقور بأخذ الأجرة على التَّحديث؛ لأنَّ أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله. انظر: المنتظم لابن الجوزي (16/ 193).

৩১৩. কিন্তু আবূ নু'আইম আল-ফাযল[১] গ্রহণ করেছেন ... এবং অন্যান্যরা একে সহজীকরণ (রুখসত) হিসেবে দেখে থাকেন[২]। যদি সে (হালাল) জীবিকা অর্জন ত্যাগ করে

৩১৪. এর (হাদীসের জ্ঞানচর্চার) ব্যস্ততার কারণে জীবিকা অর্জনকে[৩] (যদি) সে ত্যাগ করে, তবে অনুগ্রহস্বরূপ তা (পারিশ্রমিক) জায়েয করো ... শায়খ আবূ ইসহাক[৪] এই মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন।

৩১৫. আর হাদীস গ্রহণে যে শিথিলতা দেখায়, তাকে প্রত্যাখ্যান করা হবে ... যেমন ঘুমের মধ্যে (হাদীস গ্রহণ), এবং তা বর্ণনার ক্ষেত্রে 'মূল থেকে নয়' (لا من أصل) বলার মতো।

৩১৬. অথবা যে تلقّين (শিক্ষণ) গ্রহণ করেছে, অথবা যে ব্যক্তি অনেক মন্দ কাজে লিপ্ত থাকার জন্য পরিচিত, অথবা যে পরিচিত

৩১৭. অনেক ভুলের জন্য (পরিচিত), আর যা সে নির্ভরযোগ্য মূল (উৎস) থেকে বর্ণনা করেনি, তা প্রত্যাখ্যাত। অতঃপর যদি

(১) তিনি হলেন: আল-ফাযল ইবনু দুকাইন আল-কূফী, তায়মী, তাদের মাওলা, আল-আহওয়াল, আবূ নু'আইম, আল-মুলাঈ (মীমের উপর পেশ দিয়ে)। তিনি নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় (বর্ণনাকারী)। (মৃত্যু ২১৮ হিজরি)। তাকরীবুত তাহযীব (৫৪০১)।

(২) আল-খাতীব তার 'আল-কিফায়া' গ্রন্থে (পৃ. ১৫৫, ১৫৬) আবূ নু'আইম আল-ফাযল ইবনু দুকাইন থেকে হাদীসের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন। তিনি মুজাহিদ, ইয়া'কুব ইবনু ইবরাহীম আদ-দাওরাক্বী এবং আলী ইবনু আব্দুল আযীয আল-বাগাভী থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন।

(৩) 'দাল' (نسخة د) লিপিতে 'আল-কাসবু' (الكسبُ) রফ' (رفع) সহকারে এসেছে, আর যা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তা আলিফ, বা, জীম, হা, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, লাম, মীম, নুন, সীন, আইন (নসখাসমূহ أ, ب, ج, هـ, و, ز, ح, ي, ل, م, ن, س, ع) লিপিগুলি থেকে। ইবনু আম্মার আল-মালিকী, আল্লাহ তাকে রহম করুন, তার 'মিফতাহুস সাঈদিয়্যাহ' গ্রন্থে (পৃ. ২০৩) বলেছেন: "(নাবাযা - نَبَذَ)-এর মাফ'উল (কর্মপদ) হিসেবে এটি মানসূব (নাসব বা ফাতহা যুক্ত)।"

(৪) তিনি হলেন: আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনু আলী ইবনু ইউসুফ আশ-শিরাজী, আশ-শাফি'ঈ, শাফি'ঈ মাযহাবের ইমাম এবং 'আল-মুহাযযাব' গ্রন্থের রচয়িতা। (মৃত্যু ৪৭৬ হিজরি)। সিয়ার আ'লামিন নুবালা (১৮/৪৫২)। আবূ ইসহাক আশ-শিরাজী আবূল হুসাইন ইবনুন নাক্বূরকে হাদীস বর্ণনার (শিক্ষাদানের) বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের অনুমতি দিয়ে ফতোয়া দিয়েছিলেন; কারণ হাদীসের ছাত্ররা তাকে তার পরিবারের জন্য জীবিকা অর্জন থেকে বিরত রাখত। দেখুন: ইবনুল জাওযীর 'আল-মুন্তাযাম' (১৬/১৯৩)।

318. بُيِّنْ[1] لَهُ غَلَطُهُ فَمَا رَجَعْ ... سَقَطَ عِنْدَهُمْ حَدِيثُهُ جُمَعْ[2]

319. كَذَا الْحُمَيْدِيُّ مَعَ ابْنِ حَنْبَلِ[3] ... وَابْنِ[4] الْمُبَارَكِ رَأَوْا فِي الْعَمَلِ[5]

320. قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ، نَعَمْ إِذَا ... كَانَ عِنَاداً مِنْهُ مَا يُنْكَرُ ذَا[6]

321. وَأَعْرَضُوا فِي هَذِهِ الدُّهُورِ ... عَنِ اجْتِمَاعِ هَذِهِ الْأُمُورِ

322. لِعُسْرِهَا، بَلْ يُكْتَفَى بِالْعَاقِلِ ... الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ غَيْرِ الْفَاعِلِ

---

(1) في د: «يُبن» بضمِّ الياء، وفتح الباء وكسرها معاً، وفي ح: «بُيِّنَ» بفتح النُّون وبه ينكسر الوزن، والمثبت من أ، ب، ج، و، ز، ي، ل، م، ن، س، ف.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 17): «(بُيِّنْ): هو فعلٌ ماضٍ مبنيٌّ للمجهول، سُكِّنت نونه وأُدْغِمت في اللام»، ونحوه في فتح المغيث (2/ 109)، وفتح الباقي (1/ 340).

(2) أي: جَميعُها. انظر: فتح الباقي (1/ 340).

(3) في ي: «حنبلُ» بسكون اللَّام، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ل، م، ن، س.

(4) في أ، س، ع: «وابنُ» بالرَّفع، وفي ن: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م.

(5) انظر: الكفاية (ص 143، 144).

(6) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 120).

৩১৮. তার ভুল স্পষ্ট করে দেওয়া সত্ত্বেও[১] সে তা প্রত্যাহার করেনি ... ফলে তাদের কাছে তার সব হাদিস[২] পরিত্যক্ত হয়েছে।

৩১৯. একইভাবে আল-হুমাইদী, ইবনে হাম্বল[৩] ... এবং ইবনুল মুবারক[৪] এই কর্মনীতিই অবলম্বন করেছেন।[৫]

৩২০. (লেখক) বলেছেন: এতে পুনর্বিবেচনার সুযোগ আছে। হ্যাঁ, যদি তার পক্ষ থেকে একগুঁয়েমি হয়ে থাকে, তবে তাতে আপত্তির কিছু নেই।[৬]

৩২১. আর এই যুগগুলোতে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে ... এই বিষয়গুলো একত্রিত হওয়া থেকে,

৩২২. কারণ সেগুলোর (শর্তের) কঠিনতা। বরং শুধুমাত্র বিবেকবান, মুসলিম, প্রাপ্তবয়স্ক এবং (দোষ) কর্তা নয় এমন ব্যক্তির দ্বারাই যথেষ্ট মনে করা হয়।

---

(১) 'দাল' (দ) সংস্করণে: «يُبن» (ইয়ুবান) ইয়া-তে পেশ, বা-তে ফাতহা ও কাসরা উভয়ই। 'হা' (হ) সংস্করণে: «بُيِّنَ» (বুইয়িনা) নুন-এ ফাতহা, যা দ্বারা ছন্দ ভেঙে যায়। নির্ভরযোগ্য পাঠ 'আলিফ' (আ), 'বা' (ব), 'জিম' (জ), 'ওয়াও' (ও), 'যা' (য), 'ইয়া' (ই), 'লাম' (ল), 'মিম' (ম), 'নুন' (ন), 'সিন' (স), 'ফা' (ফ) সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

আল-বিকাই (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) তাঁর আন-নুকাত আল-ওয়াফিয়্যাহ (২/১৭) গ্রন্থে বলেছেন: «(بُيِّنْ)»: এটি একটি মাজহুল (অজ্ঞাতকর্তৃক) অতীতকালীন ক্রিয়া, যার নুন সাকিন করা হয়েছে এবং লাম-এর মধ্যে ইদগাম করা হয়েছে। একইরকম উল্লেখ রয়েছে ফাতহুল মুগিস (২/১০৯) এবং ফাতহুল বাকি (১/৩৪০) গ্রন্থে।

(২) অর্থাৎ: তার সব হাদিস। দেখুন: ফাতহুল বাকি (১/৩৪০)।

(৩) 'ইয়া' (ই) সংস্করণে: «حنبلْ» (হানবাল) লাম-এ সাকিন সহ। নির্ভরযোগ্য পাঠ 'আলিফ' (আ), 'বা' (ব), 'জিম' (জ), 'দাল' (দ), 'হা' (হ), 'ওয়াও' (ও), 'লাম' (ল), 'মিম' (ম), 'নুন' (ন), 'সিন' (স) সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

(৪) 'আলিফ' (আ), 'সিন' (স), 'আইন' (আইন) সংস্করণে: «وابنُ» (ওয়াবনু) রাফা' (পেশ) সহ। 'নুন' (ন) সংস্করণে: রাফা' (পেশ) ও জার্র (কাসরা) উভয়ই। নির্ভরযোগ্য পাঠ 'বা' (ব), 'জিম' (জ), 'হা' (হ), 'ওয়াও' (ও), 'যা' (য), 'হা' (হ), 'ইয়া' (ই), 'লাম' (ল), 'মিম' (ম) সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

(৫) দেখুন: আল-কিফায়া (পৃ. ১৪৩, ১৪৪)।

(৬) দেখুন: মুকাদ্দিমাতু ইবনিল সালাহ (পৃ. ১২০)।

323. لِلْفِسْقِ ظَاهِراً، وَفِي الضَّبْطِ بِأَنْ ... يُثْبَتَ[1] مَا رَوَى بِخَطِّ[2] مُؤْتَمَنْ

324. وَأَنَّهُ يَرْوِي مِنَ اصْلٍ[3] وَافَقَا ... لِأَصْلِ شَيْخِهِ، كَمَا قَدْ سَبَقَا

325. لِنَحْوِ ذَاكَ الْبَيْهَقِيُّ[4]، فَلَقَدْ ... آلَ السَّمَاعُ لِتَسَلْسُلِ السَّنَدْ

(1) في أ: «يثبُتَ» بضمِّ الباء، وفي هـ، ح، م، ن: «يُثْبِتَ» بكسر الباء، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ي، ل، س، ع، ف. وذكر ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 207) فيها وجهين، قال: «و (يثبت) إن قرأته ثلاثيّاً: فيكون قوله: (مَا رَوَى) فاعلاً، وإن قرأته رباعيّاً فيكون (مَا رَوَى) مفعولاً».

(2) في م، ف: «بخطٍّ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، ن، س، ع.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 111): «(وَ) يُكتفى (فِي الضَّبْطِ بِأَنْ يُثْبَتَ مَا رَوَى بِخَطِّ) ثقةٍ (مُؤْتَمَن)». ونحوه في فتح الباقي (1/ 341).

(3) في هـ: «أصل» بهمزة القطع، وبه ينكسر الوزن. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 111): «بنقل الهمزة».

(4) انظر: مناقب الشَّافعي للبيهقي (2/ 321).

323. প্রকাশ্য ফিসকের (পাপাচরণের) জন্য, আর সঠিকতার (ضبط) ক্ষেত্রে এই যে, যা সে বর্ণনা করেছে, তা একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তির হস্তাক্ষরে প্রমাণিত হয়।

324. এবং এই যে সে মূল (পাণ্ডুলিপি) থেকে বর্ণনা করে, যা তার উস্তাদের মূল (পাণ্ডুলিপি)-এর সাথে মিলে যায়, যেমনটি পূর্বে বলা হয়েছে।

325. বাইহাকী এমনই কিছুর জন্য, কারণ শ্রবণের বিষয়টি সনদ (বর্ণনা পরম্পরা)-এর ধারাবাহিকতার দিকে পরিচালিত হয়েছে।

---

(1) 'আ' নুসখায়: 'ইউছবুত' (يثبُتَ) বা-এর উপর পেশ সহকারে, আর 'হা', 'হা-দ', 'মিম', 'নুন' নুসখায়: 'ইউছবিত' (يُثْبِتَ) বা-এর নিচে যের সহকারে। এবং 'বা', 'জিম', 'দাল', 'ওয়াও', 'যা', 'ইয়া', 'লাম', 'সিন', 'আইন', 'ফা' নুসখা থেকে যা গ্রহণ করা হয়েছে। ইবনে আম্মার আল-মালিকী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'মিফতাহুস সাঈদিয়া' (পৃষ্ঠা ২০৭)-তে এর দুটি দিক উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন: "আর 'ইউছবিত' যদি আপনি ত্রিবর্ণী ক্রিয়া (ثلاثيّاً) হিসেবে পড়েন, তাহলে তাঁর কথা: (مَا رَوَى) অর্থাৎ 'যা বর্ণনা করেছে' হবে কর্তা (فاعلاً)। আর যদি আপনি এটিকে

চতুবর্ণী ক্রিয়া (رباعياً) হিসেবে পড়েন, তাহলে (مَا رَوَى) অর্থাৎ 'যা বর্ণনা করেছে' হবে কর্ম (مفعولاً)।"

(2) 'মিম' ও 'ফা' নুসখায়: 'বিখাত্তিন' (بخطٍّ) তানবীনযুক্ত যের সহকারে। এবং 'আ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা-দ', 'ইয়া', 'লাম', 'নুন', 'সিন', 'আইন' নুসখা থেকে যা গ্রহণ করা হয়েছে। সাখাওয়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'ফাতহুল মুগীছ' (২/১১১)-এ বলেছেন: "(আর) সঠিকতার (ضبط) ক্ষেত্রে যথেষ্ট হবে এই যে, যা বর্ণনা করা হয়েছে, তা একজন বিশ্বস্ত (ثقةٍ) ও নির্ভরযোগ্য (مُؤْتَمَن) ব্যক্তির হস্তাক্ষরে প্রমাণিত হয়।" অনুরূপভাবে 'ফাতহুল বাকী' (১/৩৪১)-তেও রয়েছে।

(3) 'হা' নুসখায়: 'আসল' (أصل) হামযায়ে ক্বাত্ব (স্বতন্ত্র হামযা) সহকারে। এবং এর দ্বারা ছন্দ ভঙ্গ হয়। সাখাওয়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'ফাতহুল মুগীছ' (২/১১১)-এ বলেছেন: "হামযার স্থানান্তর দ্বারা।"

(4) দেখুন: বাইহাকীর 'মানাকিব আশ-শাফিঈ' (২/৩২১)।

مَرَاتِبُ التَّعْدِيلِ

326. وَالْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ[1] قَدْ هَذَّبَهُ ... ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ[2] اذْ رَتَّبَهُ[3]

327. وَالشَّيْخُ زَادَ فِيهِمَا، وَزِدْتُ ... مَا فِي كَلَامِ أَهْلِهِ وَجَدْتُ

328. فَأَرْفَعُ التَّعْدِيلِ مَا كَرَّرْتَهُ ... كَـ «ثِقَةٍ ثَبْتٍ» وَلَوْ أَعَدْتَهُ

329. ثُمَّ يَلِيهِ «ثِقَةٌ» أَوْ «ثَبْتٌ» اوْ ... «مُتْقِنٌ» اوْ «حُجَّةٌ»، اوْ إِذَا عَزَوْا

330. الْحِفْظَ أَوْ ضَبْطاً لِعَدْلٍ، وَيَلِي ... «لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» «صَدُوقٌ» وَصِلِ

331. بِذَاكَ «مَأْمُوناً» «خِيَاراً»، وَتَلَا ... «مَحَلُّهُ الصِّدْقُ» «رَوَوْا عَنْهُ» «إِلَى

(1) في ع: «والجرحَ والتعديلَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س.

(2) في د: «حاتمَ» بفتح الميم، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، ع، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 113): «بغير تنوينٍ؛ للوزن، وبه مع تركِ همزةِ ما بعده».

(3) انظر: الجرح والتَّعديل لابن أبي حاتم (2/ 37).

তা'দীলের (গুণবর্ণনার) স্তরসমূহ

৩২৬. জারহ ও তা'দীলকে (দোষারোপ ও গুণবর্ণনা) ইবনে আবি হাতেম সুবিন্যস্ত করেছেন, যখন তিনি এর স্তরবিন্যাস করেছেন।

৩২৭. এবং শায়খ এতে (উভয়টিতে) যোগ করেছেন, আর আমি যোগ করেছি যা আমি এর (জারহ ও তা'দীল-এর) বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় পেয়েছি।

৩২৮. সুতরাং, তা'দীলের (গুণবর্ণনার) সর্বোচ্চ স্তর হলো যা আপনি পুনরাবৃত্তি করেছেন, যেমন "সিকাহ থাবত" (নির্ভরযোগ্য, সুপ্রতিষ্ঠিত) – যদিও আপনি তা পুনরায় বলেন (অর্থাৎ, দু'বার ব্যবহার করেন)।

৩২৯. অতঃপর এর পরে আসে "সিকাহ" (নির্ভরযোগ্য) অথবা "থাবত" (সুপ্রতিষ্ঠিত) অথবা "মুতকিন" (নিপুণ) অথবা "হুজ্জাত" (প্রমাণ), অথবা যখন তারা সংযুক্ত করে

৩৩০. ...একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি অথবা নির্ভুলতাকে (তার গুণ হিসেবে)। এবং এর পরে আসে "লাইসা বিহী বা'স" (তাতে কোনো সমস্যা নেই/তিনি মন্দ নন), "সাদুক" (সত্যবাদী) – এবং এর সাথে যুক্ত করুন

৩৩১. ...এর সাথে "মা'মুন" (আস্থাভাজন), "খিয়ার" (উত্তম)। এবং এর পরে আসে "মাহাল্লুহুস সিদক" (তার স্থান সত্যবাদিতা), "রাওয়াও আনহু" (তারা তার থেকে বর্ণনা করেছেন), এবং এভাবে

(১) 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে "আল-জারহা ওয়াত তা'দিলা" (والجرحَ والتعديلَ) নসব (আকৃতির) সাথে আছে, এবং 'আলিফ', 'বা', 'জীম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সীন' পাণ্ডুলিপিতে যা প্রমাণিত তা রাখা হয়েছে।

(২) 'দাল' পাণ্ডুলিপিতে "হাতেমা" (حاتمَ) মীম-এর উপর ফাতহা (জবর) সহকারে আছে, এবং 'আলিফ', 'বা', 'জীম', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'আইন', 'ফা' পাণ্ডুলিপিতে যা প্রমাণিত তা রাখা হয়েছে।

ইমাম সাখাওয়ী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'ফাতহুল মুগীছ' (২/১১৩) গ্রন্থে বলেছেন: "ওজন (কবিতার ছন্দ) রক্ষার জন্য তানবিন (নুন স্বর) ব্যতীত, এবং তার পরের হামযাকে বাদ দিয়ে।"

(৩) দেখুন: ইবনে আবি হাতেম রচিত 'আল-জারহ ওয়াত তা'দীল' (২/৩৭)।

332. الصِّدْقِ مَا هُوْ» وَكَذَا[1] «شَيْخٌ وَسَطٌ» ... أَوْ «وَسَطٌ» فَحَسْبُ أَوْ[2] «شَيْخٌ» فَقَطْ

333. وَ «صَالِحُ الْحَدِيثِ» أَوْ «مُقَارَبُهُ»[3] ... «جَيِّدُهُ» «حَسَنُهُ» «مُقَارِبُهُ»[4]

334. «أَرْجُو بِأَنْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ عَرَاهُ» ... «صُوَيْلِحٌ» «صَدُوقٌ انْ شَاءَ اللَّهُ»[5]

---

(1) في ع: «كذا» من غير واو. وهي كذلك في شرح ابن العيني (ص 167) وفتح الباقي (1/ 345).

(2) في ج، م، ن: «او» بهمزة الوصل.

(3) في ف: «مقارِبه» بكسر الرَّاء، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 119): «بكسر الرَّاء».

والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، قال ابن العينيّ رحمه الله في شرحه (ص 167): «بفتح الرَّاء». ونحوه في شرح السُّيوطيّ (ص 149).

وقال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 372): «بفتح الرَّاء وكسرها ... فلهذا كرَّرتُ هذه اللَّفظةَ في وسط البيت وآخره».

(4) في ف: «مقارَبه» بفتح الرَّاء، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 119): «بفتح الرَّاء».

والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ي، ل، ن، س، ع، قال ابن العينيّ رحمه الله في شرحه (ص 167)، والسُّيوطيُّ في شرحه (ص 149) رحمهما الله: «بكسر الرَّاء»، وتقدَّم كلام النَّاظم رحمه الله.

(5) في أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف: جاء البيت هكذا:

صُوَيْلِحٌ صَدُوقٌ انْ شَاءَ اللَّهُ ... أَرْجُو بِأَنْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ عَرَاهُ

بتقديم وتأخير، والمثبت من هـ، وجاء في حاشيتها: «كان أولاً النصف الآتي في البيت - وهو قوله: (صُوَيْلِحٌ) - مقدَّم على النصف الأول - وهو قوله: (أَرْجُو) -، ثم رَسَمَ المصنف - أبقاه الله تعالى - في رابع عشر صفر سنة ثمان مئة بأن يقدم (أَرْجُو) - وهو النصف الأول - على (صُوَيْلِحٌ) - وهو الثاني -؛ كما هو الآن موضوع»، وفي حاشية ف: «أشار الشيخ مؤلفه رحمه الله في رابع عشر من صفر سنة ثمان مئة: أن يُقرأ البيت الأخير بتقديم (أَرْجُو)؛ فليُعلم».

332. «তার সততা কী?» (الصِّدْقِ مَا هُوَ) এবং তেমনি[1] «মধ্যম শায়খ» (شَيْخٌ وَسَطٌ) ... অথবা শুধু «মধ্যম» (وَسَطٌ) অথবা[2] শুধু «শায়খ» (شَيْخٌ)

333. এবং «হাদীসের জন্য উপযুক্ত» (صَالِحُ الْحَدِيثِ) অথবা «তার হাদীস তুলনামূলক» (مُقَارَبُهُ)[3] ... «তার হাদীস ভালো» (جَيِّدُهُ), «তার হাদীস উত্তম» (حَسَنُهُ), «তার হাদীস তুলনামূলক» (مُقَارِبُهُ)[4]

334. «আমি আশা করি, তার কোনো সমস্যা নেই» (أَرْجُو بِأَنْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ عَرَاهُ) ... «সামান্য উপযুক্ত» (صُوَيْلِحٌ), «আল্লাহ চাইলে সত্যবাদী» (صَدُوقٌ انْ شَاءَ اللَّهُ)[5]

(1) 'আ' (ع) সংস্করণে 'ওয়াও' (و) ছাড়া 'কাযা' (كذا) শব্দটি রয়েছে। ইবনুল আইনির শারহ (পৃ. ১৬৭) এবং ফাতহুল বাকী (১/৩৪৫) গ্রন্থেও এটি অনুরূপ।

(2) জিম (ج), মিম (م) এবং নুন (ن) সংস্করণে 'আউ' (او) শব্দটি হামযাতুল ওয়াসল (وصل) সহ এসেছে।

(3) ফা (ف) সংস্করণে 'মুক্বারিবিহি' (مقارِبه) শব্দটি র (ر) অক্ষরের নিচে কাসরা (كسرة) সহ এসেছে। ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) 'ফাতহুল মুগীস' (২/১১৯) গ্রন্থে বলেছেন: র (ر) অক্ষরের নিচে কাসরা (كسرة) সহ।

আর যা (মূল পাঠে) গ্রহণ করা হয়েছে তা জিম (ج), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), ইয়া (ي), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن) এবং সিন (س) সংস্করণ থেকে। ইবনুল আইনি (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর শারহ (পৃ. ১৬৭) গ্রন্থে বলেছেন: র (ر) অক্ষরের উপরে ফাতহা (فتح) সহ। সুয়ূতীর শারহ (পৃ. ১৪৯) গ্রন্থেও অনুরূপ আছে।

আর নাযিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর শারহ (১/৩৭২) গ্রন্থে বলেছেন: র (ر) অক্ষরের উপরে ফাতহা (فتح) এবং নিচে কাসরা (كسرة) উভয়ই হতে পারে ... এই কারণেই আমি এই শব্দটি পংক্তির মাঝখানে এবং শেষে পুনরাবৃত্তি করেছি।

(4) ফা (ف) সংস্করণে 'মুক্বারা'বাহু' (مقارَبه) শব্দটি র (ر) অক্ষরের উপরে ফাতহা (فتح) সহ এসেছে। ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) 'ফাতহুল মুগীস' (২/১১৯) গ্রন্থে বলেছেন: র (ر) অক্ষরের উপরে ফাতহা (فتح) সহ।

আর যা (মূল পাঠে) গ্রহণ করা হয়েছে তা জিম (ج), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), যা (ز), ইয়া (ي), লাম (ل), নুন (ن), সিন (س) এবং 'আইন (ع) সংস্করণ থেকে। ইবনুল আইনি (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর শারহ (পৃ. ১৬৭) গ্রন্থে এবং সুয়ূতী (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের উপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর শারহ (পৃ. ১৪৯) গ্রন্থে বলেছেন: র (ر) অক্ষরের নিচে কাসরা (كسرة) সহ। আর নাযিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন)-এর বক্তব্য পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(5) আলিফ (أ), বা (ب), জিম (ج), দাল (د), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), ইয়া (ي), কাফ (ك), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س), 'আইন (ع) এবং ফা (ف) সংস্করণে পদটি এভাবে এসেছে: «সামান্য উপযুক্ত» (صُوَيْلِحٌ), «আল্লাহ চাইলে সত্যবাদী» (صَدُوقٌ انْ شَاءَ اللّٰهُ) ... «আমি আশা করি, তার কোনো সমস্যা নেই» (أَرْجُو بِأَنْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ عَرَاهُ)

অগ্র ও পশ্চাদ্বর্তিতা সহকারে। আর যা (মূল পাঠে) গ্রহণ করা হয়েছে তা হা (هـ) সংস্করণ থেকে। এবং এর পাদটীকায় এসেছে: «প্রথমে পদের দ্বিতীয় অংশ - যা তাঁর উক্তি: (صُوَيْلِحٌ) 'সুয়াইলুন' - প্রথম অংশ - যা তাঁর উক্তি: (أَرْجُو) 'আরজু' - এর আগে ছিল। তারপর গ্রন্থকার - আল্লাহ তায়ালা তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন - আটশ হিজরির সফর মাসের চৌদ্দ তারিখে নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'আরজু' (أَرْجُو) - যা প্রথম অংশ - তাকে 'সুয়াইলুন' (صُوَيْلِحٌ) - যা দ্বিতীয় অংশ - এর আগে রাখা হবে; যেমনটি এখন স্থাপন করা হয়েছে।» আর ফা (ف) সংস্করণের পাদটীকায় এসেছে: «শায়খ, এর গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) আটশ হিজরির সফর মাসের চৌদ্দ তারিখে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, শেষ পদটি 'আরজু' (أَرْجُو) অংশটি আগে রেখে পড়া হবে; সুতরাং এটি যেন জ্ঞাত হয়।»

335. وَابْنُ مَعِينٍ قَالَ: مَنْ أَقُولُ: «لَا ... بَأْسَ[1] بِهِ» فَثِقَةٌ[2]، وَنُقِلَا

336. أَنَّ ابْنَ مَهْدِيٍّ أَجَابَ مَنْ سَأَلْ ... أَثِقَةٌ[3] كَانَ أَبُو خَلْدَةَ؟[4] بَلْ

337. كَانَ صَدُوقاً خَيِّراً مَأْمُونَا ... الثِّقَةُ الثَّوْرِيُّ[5]، لَوْ تَعُونَا

338. وَرُبَّمَا وَصَفَ[6] ذَا[7] الصِّدْقِ وُسِمْ ... ضَعْفاً بِـ «صَالِحِ الْحَدِيثِ»[8] إِذْ يَسِمْ

---

(1) في ف: «بأسٍ» بالجرّ المنوَّن، وهو وهم.

(2) قال ابن أبي خَيْثَمة رحمه الله في تاريخه (3/ 192): «قلت ليحيى: إنك تقول: فلانٌ ليس به بأسٌ، وفلانٌ ضعيفٌ، قال: إذا قلتُ لك: ليس به بأسٌ فهو ثقةٌ، وإذا قلت لك: ضعيفٌ، فليس هو بثقةٍ، لا يُكتَب حديثُه».

(3) في د، هـ، س: «أثقةٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، ع، ف.

(4) هو: خالد بن دينار التميمي السعدي، أبو خلدة - بفتح المعجمة وسكون اللام -، مشهور بكنيته، البصريُّ، الخيَّاط صدوق. تقريب التهذيب (1627).

(5) قال عمرو بن علي الفلَّاس رحمه الله: «سمعتُ عبد الرَّحمن بن مهدي يقول: حدَّثنا أبو خَلْدة، فقال له رجلٌ: كان ثقةً؟ قال: كان صدوقاً، كان مأموناً، كان خياراً، الثِّقةُ شعبة وسفيان». الجرح والتعديل (1/ 160).

(6) في ج: «وُصِفَ» بضمِّ الواو وكسر الصَّاد، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

قال ابن العينيّ رحمه الله في شرحه (ص 168): «(وَرُبَّمَا وَصَفَ) ابنُ مهديّ (ذَا الصِّدْقِ ...)»، ونحوه في فتح المغيث (2/ 123)، وفتح الباقي (1/ 349)، وشرح السُّيوطي (ص 150).

(7) في ع: «ذو» بدل: «ذَا».

(8) قال أحمد بن سنان الواسِطيُّ رحمه الله كما روى ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/ 37): «سمعتُ عبد الرَّحمن بن مهديّ - وربَّما جرى ذكر رجلٍ صدوقٍ في حديثه ضعفٌ - فيقول: رجلٌ صالحٌ، الحديثُ يغلبه. يعني: أنَّ شهوة الحديث تغلبه».

335. ইবন মাঈন বলেছেন: যাকে আমি 'ليس به بأس' (তার মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই) বলি, সে নির্ভরযোগ্য।[1][2] এবং বর্ণিত হয়েছে যে

336. ইবন মাহদী এমন এক ব্যক্তিকে উত্তর দিয়েছিলেন যে জিজ্ঞাসা করেছিল: আবূ খালদা কি নির্ভরযোগ্য[3] ছিলেন?[4] বরং

337. তিনি ছিলেন সত্যবাদী, উত্তম ও বিশ্বস্ত। নির্ভরযোগ্য হলেন সাওরী,[5] যদি আপনি বিবেচনা করেন।

338. এবং কখনো কখনো তিনি (ইবন মাহদী) সেই সত্যবাদীকে, যার মধ্যে দুর্বলতার চিহ্ন থাকতো, 'সালিহুল হাদীস' (সৎ হাদীস বর্ণনাকারী) বলে বর্ণনা করতেন, যখন তিনি (হাদীস বর্ণনাকারীদের) মূল্যায়ন করতেন।[6][7][8]

(1) 'ফা' কপিতে: 'বা'সিন' (بِأْسٍ) তানবীনযুক্ত জার (kasra) অবস্থায় আছে, যা একটি ভুল।

(2) ইবন আবী খাইসামা (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তার 'তারীখ' গ্রন্থে (৩/১৯২) বলেছেন: "আমি ইয়াহইয়াকে বললাম: আপনি বলেন: অমুকের মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই (ليس به بأس), এবং অমুক দুর্বল (ضعيف)। তিনি বললেন: যখন আমি তোমাকে বলি: তার মধ্যে কোনো দুর্বলতা নেই, তখন সে নির্ভরযোগ্য। আর যখন আমি তোমাকে বলি: দুর্বল, তখন সে নির্ভরযোগ্য নয়, তার হাদীস লেখা হবে না।"

(3) 'দা', 'হা', 'সীন' কপিতে: 'আ-সিকাতুন' (أَثِقَةٌ) রাফা (damma) ও তানবীন অবস্থায় আছে, এবং যা সাব্যস্ত হয়েছে 'আলিফ', 'বা', 'জীম', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'আইন', 'ফা' কপি থেকে।

(4) তিনি হলেন: খালিদ ইবন দীনার আত-তামিমী আস-সা'দী, আবূ খালদা – (খাঁ) অক্ষরের উপর ফাতহা ও (লাম) অক্ষরের উপর সুকুন সহ – তার কুনিয়াত (ডাকনাম) দ্বারাই প্রসিদ্ধ, বসরার অধিবাসী, দর্জি, সত্যবাদী। তাকরীবুত তাহযীব (১৬২৭)।

(5) আমর ইবন আলী আল-ফাল্লাস (আল্লাহ তাকে রহম করুন) বলেছেন: "আমি আব্দুর রহমান ইবন মাহদীকে বলতে শুনেছি: আবূ খালদা আমাদেরকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তখন এক ব্যক্তি তাকে বলল: তিনি কি নির্ভরযোগ্য ছিলেন? তিনি বললেন: তিনি ছিলেন সত্যবাদী, তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত, তিনি ছিলেন উত্তম ব্যক্তি। নির্ভরযোগ্য হলেন শু'বা এবং সুফিয়ান।" আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল (১/১৬০)।

(6) 'জীম' কপিতে: 'উসিফা' (وُصِفَ) ওয়াও-এ দম্মা ও সাদ-এ কাসরা সহ, এবং যা সাব্যস্ত হয়েছে 'আলিফ', 'বা', 'দা', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সীন', 'আইন', 'ফা' কপি থেকে। ইবনুল 'আইনী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থে (পৃ. ১৬৮) বলেছেন: "(এবং মাঝে মাঝে ইবন মাহদী) সেই সত্যবাদীকে বর্ণনা করতেন (...)"। এবং অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় ফাতহুল মুগীস (২/১২৩), ফাতহুল বাকী (১/৩৪৯) এবং শারহুস সুয়ুতী (পৃ. ১৫০) গ্রন্থে।

(7) 'আইন' কপিতে: 'যু' (ذو) রয়েছে 'যা' (ذَا)-এর পরিবর্তে।

(8) আহমাদ ইবন সিনান আল-ওয়াসিতী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) বলেছেন, যেমনটি ইবন আবী হাতিম আল-জারহ ওয়াত-তা'দীল গ্রন্থে (২/৩৭) বর্ণনা করেছেন: "আমি আব্দুর রহমান ইবন

মাহদীকে বলতে শুনেছি – এবং মাঝে মাঝে এমন এক সত্যবাদী ব্যক্তির আলোচনা আসতো যার হাদীসে দুর্বলতা ছিলো – তখন তিনি বলতেন: 'রাজুলুন সালেহ' (সৎ ব্যক্তি), হাদীস তাকে পরাভূত করে। অর্থাৎ: হাদীসের প্রতি তার লোভ তাকে পরাভূত করে।"

مَرَاتِبُ التَّجْرِيحِ

339. وَأَسْوَأُ التَّجْرِيحِ: «كَذَّابٌ» «يَضَعُ» ... «يَكْذِبُ» «وَضَّاعٌ» وَ «دَجَّالٌ» «وَضَعُ»

340. وَبَعْدَهَا «مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ» ... وَ «سَاقِطٌ» وَ «هَالِكٌ» فَاجْتَنِبِ

341. وَ «ذَاهِبٌ» «مَتْرُوكٌ» اوْ «فِيهِ نَظَرْ» ... وَ «سَكَتُوا عَنْهُ» «بِهِ لَا يُعْتَبَرْ»

342. وَ «لَيْسَ بِالثِّقَةِ»، ثُمَّ «رُدَّا ... حَدِيثُهُ» كَذَا «ضَعِيفٌ جِدًّا»

343. «وَاهٍ بِمَرَّةٍ» وَ «هُمْ قَدْ طَرَحُوا ... حَدِيثَهُ» وَ «ارْمِ بِهِ» «مُطَّرَحُ»

344. «لَيْسَ بِشَيْءٍ» «لَا يُسَاوِي شَيْئًا» ... ثُمَّ «ضَعِيفٌ»، وَكَذَا إِنْ جِيئَا

345. بِـ «مُنكَرِ الْحَدِيثِ» أَوْ «مُضْطَرِبُهْ»[1] ... «وَاهٍ» وَ «ضَعَّفُوهُ» «لَا يُحْتَجُّ بِهْ»

---

(1) في م، ن، ف: «مضطرَبه» بفتح الرَّاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ك، ل، س.

তাজরিহের স্তরসমূহ

339. আর তাজরিহের নিকৃষ্টতম স্তর হলো: «মিথ্যাবাদী» «সে জাল করে» ... «সে মিথ্যা বলে» «মহাজালিয়াতকারী» ও «প্রতারক» «সে জাল করেছে»

340. এবং এরপর «মিথ্যাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত» ... ও «মূল্যহীন» এবং «বিনষ্ট», সুতরাং বর্জন করো

341. এবং «অচল» «পরিত্যক্ত» অথবা «তার ব্যাপারে বিবেচনা (সন্দেহ) আছে» ... এবং «তার ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে» «তাকে গ্রহণযোগ্য মনে করা হয় না»

342. এবং «সে নির্ভরযোগ্য নয়», তারপর «তার হাদিস প্রত্যাখ্যাত» ... অনুরূপভাবে «অত্যন্ত দুর্বল»

343. «একেবারে দুর্বল» এবং «তারা তার হাদিস পরিত্যাগ করেছে» ... এবং «তাকে ফেলে দাও» «বর্জনীয়»

344. «সে কিছুই নয়» «তার কোনো মূল্য নেই» ... তারপর «দুর্বল», এবং অনুরূপভাবে যদি আসে

345. «মুনকারুল হাদিস» অথবা «মুযত্বারিব»[1] ... «দুর্বল» এবং «তারা তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন» «তার দ্বারা প্রমাণ পেশ করা যায় না»

---

(1) 'ম', 'ন', 'ফ' নামক পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «মুযত্বারাবাহ» (রা' অক্ষরের উপর ফাতহা সহ), আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা 'অ', 'ব', 'জ', 'দ', 'হ', 'ও', 'হ', 'ক', 'ল', 'স' নামক পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

346. وَبَعْدَهَا «فِيهِ مَقَالٌ» «ضُعِّفَ» ... وَ «فِيهِ ضَعْفٌ» «تُنْكِرُ وَتَعْرِفُ»[1]

347. «لَيْسَ بِذَاكَ» «بِالْمَتِينِ» «بِالْقَوِيِّ» ... «بِحُجَّةٍ» «بِعُمْدَةٍ» «بِالْمَرْضِيِّ»[2]

348. «لِلضَّعْفِ مَا هُوْ» «فِيهِ خُلْفٌ» «طَعَنُوا ... فِيهِ» كَذَا «سَيِّئُ حِفْظٍ» «لَيِّنُ»

349. «تَكَلَّمُوا فِيهِ»، وَكُلُّ مَنْ ذُكِرْ ... مِنْ بَعْدِ[3] «شَيْئاً» بِحَدِيثِهِ اعْتُبِرْ[4]

---

(1) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 32): «ثم اعلم: أنَّ البيتَ مكسورٌ؛ لأنَّه كُفَّ الجزءُ الثاني، أي: أُسقِط ساكنُه السَّابع، وهو لا يجوز في هذا البحر؛ لأنَّ (مستفعلن) فيه ذو وتد مجموع، والزِّحاف لا يكونُ إلَّا في ثواني الأسباب، فلو قال: (تُنْكِرُهْ)، بزيادة هاء ساكنة لاستقام».

(2) في نسخة على حاشية ن: «للمرضي» بدل: «بِالمَرْضِيِّ».

(3) في ج، ح، س، ع: «بعدُ» بضمِّ الدَّال، والمثبت من أ، د، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن، ف.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 32): «و (بَعْدِ) مجرور بـ (مِنْ)، ومضاف إلى (شَيْئاً)».

(4) في س: «اعتَبِرْ» بفتح التَّاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، ع، ف.

346. এবং এরপর, «এতে আপত্তি আছে», «দুর্বল করা হয়েছে» ... এবং «এতে দুর্বলতা আছে», «তুমি প্রত্যাখ্যান করো এবং চেনো»[1]

347. «সেরকম নয়», «দৃঢ় নয়», «শক্তিশালী নয়» ... «প্রমাণযোগ্য নয়», «নির্ভরযোগ্য নয়», «গ্রহণযোগ্য নয়»[2]

348. «সে দুর্বলতারই অন্তর্গত», «এতে ভিন্নমত আছে», «তারা তার সমালোচনা করেছে ... এতে», একইভাবে «দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী», «নমনীয়»

349. «তারা তার সম্পর্কে কথা বলেছে», এবং যাদেরকে 'কিছু' (দুর্বলতা) উল্লেখের পর স্মরণ করা হয়েছে[3], তাদের হাদীস দ্বারা ই'তিবার করা হয়[4]

---

(1) আল-বিকাঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'আন-নুকাত আল-ওয়াফিয়্যাহ' (২/৩২) গ্রন্থে বলেছেন: «তারপর জেনে রাখো: পদটি ভেঙে গেছে; কারণ এর দ্বিতীয় অংশ 'কাফ' (কফফ) হয়েছে, অর্থাৎ, এর সপ্তম সাকিন অক্ষরটি বাদ পড়েছে, আর এটি এই 'বাহর' (ছন্দ)-এ জায়েয নয়; কারণ এতে 'মুস্তাফ'ইলুন' (مستفعلن) সমষ্টিগত 'ওয়াতাদ' (وتد) সহকারে আসে, এবং 'জিহাফ' (ছন্দপতন) কেবল 'আসবাব'-এর দ্বিতীয় বর্ণে হয়, সুতরাং যদি সে বলত: (تُنْكِرُهُ), একটি সাকিন 'হা' (হাহ) যোগ করে, তাহলে এটি সঠিক হত।»

(2) নুন (ن) এর টীকাযুক্ত একটি সংস্করণে: "বিল মারদ্বিয়্যি" (بِالْمَرْضِيِّ) এর পরিবর্তে "লিলমারদ্বী" (للمرضي) আছে।

(3) জিম (ج), হা (ح), সিন (س), আইন (ع) এর সংস্করণে: দালের উপর পেশ সহ "বা'দু" (بعدُ) আছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত আছে তা আলিফ (أ), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), যা (ز), ইয়া (ي), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), ফা (ف) এর সংস্করণগুলো থেকে।

আল-বিকাঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'আন-নুকাত আল-ওয়াফিয়্যাহ' (২/৩২) গ্রন্থে বলেছেন: «এবং (বাদি) 'মিন' (من) দ্বারা মাজরুর (ক্রিয়ার পর আগত বিশেষ্য যার শেষ অক্ষর কাসরাযুক্ত) এবং 'শাইআন' (شيئاً) এর মুদফ ইলাইহি (বিশেষ্য হিসেবে সংযুক্ত)।»

(4) সিন (س) এর সংস্করণে: তা এর উপর ফাতহা সহ "ই'তাবির্" (اعتَبِرْ) আছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত আছে তা আলিফ (أ), বা (ب), জিম (ج), দাল (দ), হা (هـ), ওয়াও (ও), যা (জ), হা (ح), ইয়া (ই), লাম (ল), মিম (ম), নুন (ন), আইন (আ), ফা (ফ) এর সংস্করণগুলো থেকে।

مَتَى يَصِحُّ تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ أَوْ يُسْتَحَبُّ؟

350. وَقَبِلُوا مِنْ مُسْلِمٍ تَحَمَّلَا ... فِي كُفْرِهِ، كَذَا صَبِيٌّ حَمَلَا[1]

351. ثُمَّ رَوَى بَعْدَ الْبُلُوغِ، وَمَنَعْ ... قَوْمٌ هُنَا[2]، وَرُدَّ كَالسِّبْطَيْنِ[3]، مَعْ

352. إِحْضَارِ أَهْلِ الْعِلْمِ لِلصِّبْيَانِ ثُمَّ ... قَبُولِهِمْ[4] مَا حَدَّثُوا بَعْدَ الْحُلُمْ

353. وَطَلَبُ الْحَدِيثِ فِي الْعِشْرِينِ ... عِنْدَ الزُّبَيْرِيِّ أَحَبُّ حِينِ[5]

---

(1) في أ: «حُمِّلا» بضمّ الحاء، وكسر وتشديد الميم، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 138): «(حُمِّلا) بالبناء للمفعول»، ولكن ورد في حاشية على نسخة لشرح السُّيوطي (ص 154): «وأمَّا في شرح المصنّف قد صحَّحه على البناء للفاعل، وقد رأيتُه بخطِّه الشَّريف رحمه الله تعالى».

(2) قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 138): «هو وجه للشافعية، وعليه أبو منصور محمد بن المنذر بن محمد المراكشي الفقيه الشافعي».

(3) الحسن والحسين رضي الله عنهما.

(4) في س، ف: «قبولُهُم» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، ع.

(5) وعبارته: «يُستحَبُّ كَتْب الحديث من العشرين؛ لأنَّها مُجتَمَع العقل». المُحدِّث الفاصل (ص 187).

و «الزُّبَيْرِيُّ»: هو: أبو عبد الله الزُّبَير بن أحمد بن سليمان القُرشيُّ، الأسديُّ، الزُّبَيريُّ، شيخ الشَّافعيَّة. (ت 317 هـ). سير أعلام النُّبلاء (15/ 57).

হাদীস গ্রহণ (তাহাম্মুল) কখন সহীহ অথবা মুস্তাহাব হয়?

৩৫০. তারা এমন মুসলমানের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন যিনি কুফরের অবস্থায় তা গ্রহণ করেছিলেন, অনুরূপভাবে শিশুর গৃহীত হাদীসও গ্রহণ করেছেন[১]

৩৫১. অতঃপর সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তা বর্ণনা করেছে। এখানে কিছু লোক (এর বৈধতা) নিষেধ করেছেন[২], কিন্তু দুই দৌহিত্রের[৩] (হাসান ও হুসাইন) উদাহরণের মাধ্যমে এই মত খণ্ডন করা হয়েছে, যখন

৩৫২. জ্ঞানীরা শিশুদের উপস্থিত করতেন এবং অতঃপর প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তাদের বর্ণনা গ্রহণ করতেন[৪]।

৩৫৩. এবং যুবাইরির মতে, বিশ বছর বয়সে হাদীস অন্বেষণ করাই সবচেয়ে পছন্দের সময়[৫]।

---

(১) 'আ' (أ) সংস্করণে: «حُمِّلا» (হুম্মিলা) – হায় পেশ, মীমের কাসরা ও তাশদীদ সহকারে। ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল মুগিস (২/১৩৮) গ্রন্থে বলেছেন: «(حُمِّلا) এটা কর্মবাচ্যে (মাজহুল) গঠিত।» কিন্তু সুয়ূতী-র শারাহ (ব্যাখ্যা)-এর একটি টীকায় (পৃ. ১৫৪) এসেছে: «আর গ্রন্থকারের শারাহে তিনি এটিকে কর্তৃবাচ্যে (ফা'ইল) সহীহ (শুদ্ধ) বলেছেন, এবং আমি তাঁর সম্মানিত হস্তাক্ষরে তা দেখেছি, আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি রহম করুন।»

(২) ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল মুগিস (২/১৩৮) গ্রন্থে বলেছেন: «এটি শাফেয়ী মাযহাবের একটি মত, এবং এর প্রবক্তা হলেন আবু মানসুর মুহাম্মদ ইবনুল মুনযির ইবন মুহাম্মদ আল-মারাকিশি, শাফেয়ী ফকীহ।»

(৩) হাসান ও হুসাইন (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন)।

(৪) 'সীন' (س) ও 'ফা' (ف) সংস্করণে: «قبولُهُم» (কুবুলুহুম) রফ' (পেশ) সহকারে। আর এখানে যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'বা' (ب), 'জীম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'মীম' (م), 'নুন' (ن), 'আইন' (ع) সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

(৫) তাঁর (যুবাইরির) উক্তি: «বিশ বছর বয়স থেকে হাদীস লেখা মুস্তাহাব (পছন্দনীয়); কারণ এটিই বুদ্ধি পরিপক্ক হওয়ার সময়।» (আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল, পৃ. ১৮৭)।

আর «আয-যুবাইরি»: তিনি হলেন: আবু আবদুল্লাহ আয-যুবাইর ইবন আহমদ ইবন সুলায়মান আল-কুরাশি, আল-আসাদী, আয-যুবাইরি, শাফেয়ী মাযহাবের শায়খ, (মৃত্যু ৩১৭ হিজরী)। সিয়ার আ'লামিন নুবালা (১৫/৫৭)।

354. وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْكُوفَهْ ... وَالْعَشْرُ فِي الْبَصْرَةِ كَالْمَأْلُوفَهْ[1]

355. وَفِي الثَّلَاثِينَ لِأَهْلِ الشَّأْمِ[2] ... وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُهُ بِالْفَهْمِ

356. فَكَتْبُهُ بِالضَّبْطِ، وَالسَّمَاعُ ... حَيْثُ يَصِحُّ، وَبِهِ نِزَاعُ

357. فَالْخَمْسُ لِلْجُمْهُورِ[3]، ثُمَّ الْحُجَّهْ ... قِصَّةُ مَحْمُودٍ وَعَقْلُ الْمَجَّهْ[4]

358. وَهُوَ ابْنُ خَمْسَةٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعَهْ[5] ... وَلَيْسَ فِيهِ سُنَّةٌ مُتَّبَعَهْ

---

(1) في ح: «الكوفةِ» و «كالمألوفةِ» بالجرّ، وفي ج، هـ: بسكون الهاء والجرّ معاً فيهما، والمثبت من أ، ب، د، و، ي، ك، ل، م، ن، س، ع.

(2) في ج، ع، ف: «الشام» من غير همز. قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 216): «و (الشَّأْمُ): بفتح الشِّين، مقصورٌ مهموزٌ»، ونحوه في فتح المغيث (2/ 143).

قال موسى بن هارون رحمه الله: «أهل البصرة يكتبون لعشر سنين، وأهل الكوفة لعشرين، وأهل الشَّام لثلاثين». المُحدِّث الفاصل (187).

(3) حكاه القاضي عياض في الإلماع (ص 62) عن أهل الصَّنْعة، وقال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 130): «هو الذي استقرَّ عليه عملُ أهل الحديث المتأخرين».

(4) «المجَّة»: بفتح الميم وتشديد الجيم: المرَّة من المَجِّ، والمجُّ: هو صَبُّ الماء من الفم. تهذيب اللُّغة (10/ 277).

(5) يريد النَّاظم رحمه الله حديث محمود بن الرَّبيع رضي الله عنه في صحيح البخاري (77) قال: «عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِي، وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ مِنْ دَلْوٍ».

قال ابن عبد البرِّ رحمه الله في الاستيعاب (3/ 1378): «وحُفِظ ذلكَ عنه، وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين».

وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (1/ 173) في لفظة: (أربع سنين): «ولم أقفْ على هذا صريحاً في شيءٍ من الرِّوايات بعد التَّتبُّع التَّام».

354. আর কুফাবাসীরা যার উপর (আমল করে) রয়েছে ... আর বসরার দশ বছর যেন পরিচিত রীতির মতো।[1]

355. আর শামের (সিরিয়ার) অধিবাসীদের জন্য ত্রিশ বছর ... আর তা উপলব্ধি দ্বারা সীমাবদ্ধ করা উচিত।

356. সুতরাং নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ করা এবং শোনা ... যেখানে তা শুদ্ধ হয়, আর এ বিষয়ে মতবিরোধ রয়েছে।

357. সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে পাঁচ বছর[3], তারপর প্রমাণ হলো ... মাহমুদ-এর ঘটনা এবং মুখ থেকে পানি ফেলার বিষয়টি বোঝা।[4]

358. আর তিনি ছিলেন পাঁচ বছরের, এবং বলা হয়েছে: চার বছরের[5] ... আর এতে অনুসরণীয় কোনো সুন্নাহ নেই।

(1) ‘হা’ (ح) পাণ্ডুলিপিতে: «আল-কুফাহ» এবং «কাল-মালুফাহ» জার (শেষ অক্ষরে কাসরাহ) সহকারে; এবং ‘জিম’ (ج) ও ‘হা’ (ه) পাণ্ডুলিপিতে: উভয়টিতে হা অক্ষরের উপর সাকিন (জযম) এবং জার উভয়ই বিদ্যমান। আর যা প্রতিষ্ঠিত (প্রচলিত) রয়েছে তা ‘আলিফ’ (ا), ‘বা’ (ب), ‘দাল’ (د), ‘ওয়াও’ (و), ‘ইয়া’ (ي), ‘কাফ’ (ك), ‘লাম’ (ل), ‘মীম’ (م), ‘নুন’ (ن), ‘সিন’ (س), ‘আইন’ (ع) পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

(2) ‘জিম’ (ج), ‘আইন’ (ع), ‘ফা’ (ف) পাণ্ডুলিপিতে: «আশ-শাম» হামযাহ (ء) ব্যতীত। ইবন আম্মার আল-মালিকী রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *মিফতাহুস সা’ইদিয়্যাহ* (পৃ. ২১৬) গ্রন্থে বলেছেন: «এবং (আশ-শামু): শীন অক্ষরের উপর ফাতহা (আ-কার) সহ, মাকসূর (ক্বসর সহ) ও মাহমূয (হামযাহ সহকারে)»; অনুরূপভাবে *ফাতহুল মুগীছ* (২/১৪৩) গ্রন্থেও রয়েছে।

মুসা ইবন হারুন রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন: «বসরার অধিবাসীরা দশ বছর বয়সে (হাদীস) লিপিবদ্ধ করে, কুফার অধিবাসীরা বিশ বছর বয়সে, আর শামের অধিবাসীরা ত্রিশ বছর বয়সে।» *আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল* (১৮৭)।

(3) কাজি ইয়ায তাঁর *আল-ইলমা’* (পৃ. ৬২) গ্রন্থে ‘আহলুস সানআহ’ (বিশেষজ্ঞদের) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন। আর ইবনুল সালাহ রাহিমাহুল্লাহ তাঁর *মুকাদ্দিমাহ* (পৃ. ১৩০) গ্রন্থে বলেছেন: «এটিই হলো যার উপর পরবর্তী যুগের হাদীসবিদদের আমল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।»

(4) «আল-মাজ্জাহ»: মীম অক্ষরের উপর ফাতহা (আ-কার) এবং জীম অক্ষরের উপর তাশদীদ (شدّ) সহকারে: ‘আল-মাজ্জ’-এর একক কর্ম রূপ। আর ‘আল-মাজ্জ’ হলো মুখ থেকে পানি বের করে দেওয়া। *তাহযীবুল লুগাহ* (১০/২৭৭)।

(5) নাযিম (রচয়িতা) রাহিমাহুল্লাহ বুখারী শরীফের (৭৭ নং) হাদীস দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন মাহমুদ ইবনুর রাবী’ রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বর্ণনা। তিনি বলেছেন: «আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি থুথু ফেলার ঘটনা (মাজ্জাহ) স্মরণ রাখি, যা তিনি একটি বালতি থেকে আমার মুখে ফেলেছিলেন, তখন আমি পাঁচ বছরের শিশু ছিলাম।»

ইবন আব্দুল বার্র রাহিমাহুল্লাহ *আল-ইসতিআব* (৩/১৩৭৮) গ্রন্থে বলেছেন: «আর এটি তাঁর থেকে সংরক্ষিত ছিল, যখন তিনি চার বা পাঁচ বছরের শিশু ছিলেন।»

আর ইবন হাজার রাহিমাহুল্লাহ *ফাতহুল বারী* (১/১৭৩) গ্রন্থে (চার বছর) শব্দ সম্পর্কে বলেছেন: «আমি পূর্ণ অনুসন্ধানের পরও কোনো বর্ণনায় এটি স্পষ্টভাবে পাইনি।»

359. بَلِ الصَّوَابُ فَهْمُهُ الْخِطَابَا ... مُمَيِّزاً وَرَدُّهُ الْجَوَابَا

360. وَقِيلَ لِابْنِ حَنْبَلٍ: فَرَجُلُ ... قَالَ: لِخَمْسَ عَشْرَةَ التَّحَمُّلُ

361. يَجُوزُ لَا فِي دُونِهَا؛ فَغَلَّطَهُ ... قَالَ: إِذَا عَقَلَهُ وَضَبَطَهُ[1]

362. وَقِيلَ: مَنْ بَيْنَ الْحِمَارِ وَالْبَقَرْ ... فَرَّقَ سَامِعٌ، وَمَنْ لَا فَـ «حَضَرْ»

363. قَالَ بِهِ: الْحَمَّالُ[2]، وَابْنُ الْمُقْرِي[3] ... سَمَّعَ لِابْنِ أَرْبَعٍ ذِي ذُكْرِ[4]

---

(1) قال عبد الله بن أحمد رحمهما الله في مسائل الإمام أحمد (ص 449): «سألت أبي: متى يجوز سماع الصَّبيّ في الحديث؟ قال: إذا عقل وضبط، قلتُ: فإنَّه بلغني عن رجلٍ - سمَّيْته له - أنَّه قال: لا يجوز سماعُه حتى يكونَ له خمس عشرةَ سنة؛ لأنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ردَّ البراءَ وابنَ عمرَ، استصغرهم يوم بدرٍ، فأنكر قولَه هذا وقال: لا، بئس القولُ هذا! يجوز سماعه إذا عقل، وكيف يصنع بسفيان بن عُيَيْنة ووَكِيع؟!».

(2) هو: أبو عمران موسى بن هارون الحمَّال، البزَّاز، الحافظ، النَّاقد، (ت 294 هـ). سير أعلام النُّبلاء (12/ 116).

وقد روى الخطيب قوله في الكفاية (ص 65).

(3) هو: الحافظ أبو بكر، محمَّد بن إبراهيم بن علي، الشَّهير بابن المقرئ، صاحب المعجم، (ت 381 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 398).

(4) قال القاضي أبو محمد عبد الله بن محمد ابن اللَّبان رحمه الله: «حُمِلتُ إلى أبي بكر ابن المُقرئ لأسمع منه ولي أربعُ سنين، فقال بعضُ الحاضرين: لا تُسَمِّعوا له فيما قُرِئ، فإنَّه صغيرٌ، فقال لي ابن المُقرئ: اقرأ سورة الكَافِرُون، فقرأتُها، فقال: اقرأ سورة التَّكْوِير، فقرأتُها، فقال لي غيره: اقرأ سورة {والمُرْسَلَاتِ} فقرأتُها، ولم أغلطْ فيها، فقال ابن المقرئ: سَمِّعوا له والعُهْدة عليَّ». الكفاية (ص 64).

وفي حاشية د - بخطِّ النَّاظم -: «بلغ صاحبها محبُّ الدين محمد بن موسى القلقشندي عرضاً عليَّ من حفظه. كتبه: مؤلفه».

359. বরং সঠিক হলো তার (বাচ্চার) কথা বোঝা ... পার্থক্য করতে পারা ও জবাব দেওয়া।

360. ইবন হাম্বালকে জিজ্ঞাসা করা হলো: এক ব্যক্তি সম্পর্কে, ... তিনি (ইমাম) বললেন: পনেরো বছরে (হাদিস) শ্রুতিগ্রহণ করা যায়।

361. এর চেয়ে কম বয়সে তা জায়েজ নয়; অতঃপর তিনি (ইমাম) তাকে ভুল বললেন। ... তিনি (ইমাম) বললেন: যখন সে তা বোঝে এবং মুখস্থ রাখতে পারে।[1]

362. এবং বলা হয়েছে: যে গাধা ও গরুর মধ্যে ... পার্থক্য করতে পারে, সে (হাদিসের) শ্রোতা; আর যে পারে না, সে কেবল 'উপস্থিত'।

363. এই মত দিয়েছেন: আল-হাম্মাল[2] এবং ইবনুল মুক্বরি।[3] ... তিনি চার বছর বয়সী এক পুত্রকে (হাদিস) শ্রবণ করিয়েছেন, যার আলোচনা স্মরণীয়।[4]

---

(1) আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ (আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন) 'মাসাইলুল ইমাম আহমদ' (পৃ. ৪৪৯) গ্রন্থে বলেছেন: "আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম: হাদিসের ক্ষেত্রে শিশুর শ্রবণ কখন বৈধ? তিনি বললেন: যখন সে বোঝে এবং মুখস্থ রাখতে পারে। আমি বললাম: আমাকে জনৈক ব্যক্তি – যার নাম আমি তাকে উল্লেখ করেছিলাম – বলেছেন যে, তার (শিশুর) শ্রবণ বৈধ নয় যতক্ষণ না তার পনেরো বছর বয়স হয়; কারণ নবী (সা.) বদরের দিন বারা ও ইবন উমারকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তাদের ছোট মনে করেছিলেন। অতঃপর তিনি (ইমাম আহমদ) এই মতকে অস্বীকার করলেন এবং বললেন: না, এটি একটি খারাপ কথা! তার শ্রবণ বৈধ

যখন সে বোঝে। আর সুফিয়ান ইবন উয়ায়না ও ওয়াকীকে দিয়ে কী করা হবে (তারাও তো ছোটবেলায় শুনেছেন)?!”

(2) তিনি হলেন: আবু ইমরান মূসা ইবন হারুন আল-হাম্মাল, আল-বাজ্জাজ, আল-হাফিজ, আন-নাক্বিদ (সমালোচক), (মৃত্যু ২৯৪ হি.)। সিয়ারু আ‘লামিন নুব্বালা (১২/১১৬)। খতিব তার উক্তি ‘আল-কিফায়াহ’ (পৃ. ৬৫) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(3) তিনি হলেন: আল-হাফিজ আবু বকর, মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম ইবন আলী, যিনি ইবনুল মুক্বরি নামে প্রসিদ্ধ, ‘আস-মু’জাম’ গ্রন্থের রচয়িতা, (মৃত্যু ৩৮১ হি.)। সিয়ারু আ‘লামিন নুব্বালা (১৬/৩৯৮)।

(4) কাযী আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবনুল লাব্বান (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: “আমাকে আবু বকর ইবনুল মুক্বরির কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যেন আমি তার থেকে (হাদিস) শুনি, তখন আমার বয়স ছিল চার বছর। অতঃপর উপস্থিতিদের একজন বললেন: তাকে যা পড়া হচ্ছে তা শুনতে দিও না, কারণ সে ছোট। তখন ইবনুল মুক্বরি আমাকে বললেন: সূরা আল-কাফিরূন পড়ো। আমি তা পড়লাম। তিনি বললেন: সূরা আত-তাকভীর পড়ো। আমি তা পড়লাম। তখন অন্য একজন আমাকে বললেন: সূরা {আল-মুরসালাত} পড়ো। আমি তা পড়লাম এবং তাতে কোনো ভুল করিনি। অতঃপর ইবনুল মুক্বরি বললেন: তাকে শুনতে দাও, এর দায়িত্ব আমার।” আল-কিফায়াহ (পৃ. ৬৪)। ‘দা’ (দাল) এর টীকায় – নাযিমের (কবিতার রচয়িতা) নিজ হাতে – লেখা আছে: “এর (কিতাবের) অধিকারী মুহিব্বুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবন মূসা আল-কালকাশান্দী আমার কাছে তার মুখস্থ থেকে পেশ করেছেন। লিখেছেন: এর রচয়িতা।”

أَقْسَامُ التَّحَمُّلِ، وَأَوَّلُهَا: سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ

364. أَعْلَى وُجُوهِ الْأَخْذِ عِنْدَ الْمُعْظَمِ ... وَهْيَ ثَمَانٍ[1]: لَفْظُ شَيْخٍ فَاعْلَمِ

365. كِتَاباً اوْ حِفْظاً، وَقُلْ: «حَدَّثَنَا» ... «سَمِعْتُ»، أَوْ «أَخْبَرَنَا» «أَنْبَأَنَا»

366. وَقَدَّمَ الْخَطِيبُ أَنْ يَقُولَا ... «سَمِعْتُ»، إِذْ لَا تَقْبَلُ[2] التَّأْوِيلَا

367. وَبَعْدَهَا «حَدَّثَنَا» «حَدَّثَنِي» ... وَبَعْدَ ذَا «أَخْبَرَنَا» «أَخْبَرَنِي»

368. وَهُوَ كَثِيرٌ، وَيَزِيدُ[3] اسْتَعْمَلَهُ ... وَغَيْرُ وَاحِدٍ لِمَا قَدْ حَمَلَهُ

---

(1) في ج، س: «ثمانٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي م: «ثمان» بالرَّفع والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، ن. قال محمد بن قاسم الغزِّي رحمه الله في حاشيته على شرح النَّاظم (100/ أ): «ويجوز في النُّون: الكسرُ، والرَّفع».

(2) في أ، س، ع: «يقبل» بالياء، وفي م: بالتَّاء والياء معاً.

(3) هو: يزيد بن هارون بن زاذان السُّلَمي مولاهم، أبو خالد الواسطيُّ، ثقةٌ متقنٌ عابدٌ، (ت 206 هـ). تقريب التَّهذيب (7789).

হাদিস গ্রহণের প্রকারভেদ. এবং প্রথম প্রকার: শাইখের বাক্য সরাসরি শোনা

364. অধিকাংশের মতে, (হাদিস) গ্রহণের সর্বোচ্চ পন্থা, আর সেগুলো আটটি[1]: শাইখের সরাসরি বাক্য শোনা—এই তথ্যটি জেনে নিন।

365. তা কিতাব থেকে হোক বা স্মৃতি থেকে (বর্ণনা করা হোক), এবং বলুন: 'আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন' (حدثنا), 'আমি শুনেছি' (سمعت), অথবা 'আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন' (أخبرنا), 'আমাদেরকে অবহিত করেছেন' (أنبأنا)।

366. আর খতীব (আল-বাগদাদী) এই মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন যে, 'আমি শুনেছি' (سمعت) বলা উচিত, কারণ এটি কোনো ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না[2]।

367. এবং এর পরে 'আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন' (حدثنا), 'আমার কাছে বর্ণনা করেছেন' (حدثني), আর এর পরে 'আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন' (أخبرنا), 'আমাকে সংবাদ দিয়েছেন' (أخبرني)।

368. আর এটিই বহুল প্রচলিত, এবং ইয়াযীদ (ইবনে হারুন)[3] এটি ব্যবহার করেছেন, আর একাধিক ব্যক্তিও এটিই ব্যবহার করেছেন যা তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

(1) জ্বিম (ج) ও সীন (س) পাণ্ডুলিপিতে ‘সামানিউন’ (ثمانٌ) রফ (উচ্চস্বরের) তানউইন সহকারে রয়েছে। আর মীম (م) পাণ্ডুলিপিতে ‘সামান’ (ثمان) রফ ও জার (নিম্নস্বরের) তানউইন সহকারে উভয়ভাবে রয়েছে। আর যা মূল পাঠে গ্রহণ করা হয়েছে তা বা (ب), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), ঝা (ز), হা (ح), ইয়া (ي), লাম (ل), নুন (ن) পাণ্ডুলিপি থেকে। মুহাম্মদ ইবনে কাসিম আল-গাজ্জী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘শারহুন নাযিম’ গ্রন্থের টীকা (১০০/আ)-তে বলেছেন: ‘নুন-এর ক্ষেত্রে কাসরা (নিম্নস্বর) ও রফ (উচ্চস্বর) উভয়ই জায়েজ (বৈধ) রয়েছে।’

(2) আলিফ (أ), সীন (س) ও আইন (ع) পাণ্ডুলিপিতে ‘ইয়াক্বালু’ (يقبل) ইয়া (ي) সহকারে রয়েছে। আর মীম (م) পাণ্ডুলিপিতে তা (ت) ও ইয়া (ي) সহকারে উভয়ভাবে রয়েছে।

(3) তিনি হলেন: ইয়াযীদ ইবনে হারুন ইবনে যাযান আস-সুলামী (তাঁদের মুক্তদাস), আবু খালিদ আল-ওয়াসিতী। তিনি নির্ভরযোগ্য, সূক্ষ্মদর্শী ও আবেদ (ইবাদতকারী) ছিলেন। (মৃত্যু ২০৬ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৭৭৮৯)।

369. مِنْ لَفْظِ شَيْخِهِ[1]، وَبَعْدَهُ تَلَا ... «أَنْبَأَنَا» «نَبَّأَنَا»، وَقُلِّلَا

370. وَقَوْلُهُ: «قَالَ لَنَا» وَنَحْوَهَا[2] ... كَقَوْلِهِ: «حَدَّثَنَا»، لَكِنَّهَا

371. الْغَالِبُ اسْتِعْمَالُهَا مُذَاكَرَهْ ... وَدُونَهَا: «قَالَ» بِلَا مُجَارَرَهْ[3]

372. وَهْيَ[4] عَلَى السَّمَاعِ إِنْ يُدْرَ اللُّقِيّْ ... لَا سِيَّمَا مَنْ عَرَّفُوهُ[5] فِي الْمُضِيّْ

373. أَنْ لَا يَقُولَ ذَا بِغَيْرِ[6] مَا سَمِعْ ... مِنْهُ؛ كَحَجَّاجٍ[7]، وَلَكِنْ يَمْتَنِعْ

---

(1) قال محمد بن أبي الفوارس رحمه الله: «هُشَيْم، ويزيد بن هارون، وعبد الرزَّاق؛ لا يقولون إلا أخبرنا، فإذا رأيت حدَّثنا فهو من خطأ الكاتب». الكفاية (ص 286)، و (ص 284).

(2) في ج: «ونحوِها» بالجرِّ، وفي د، ز، ح، س: «ونحوُها» بالرَّفع، والمثبت من ب، هـ، و، ك، ل، م، ن.

(3) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 390): «مِن غير ذكر الجارِّ والمجرور، وهذا معنى قولي: (بِلَا مُجَارَرَهْ)».

وفي حاشية أ: «بلغ مقابلة على نسخة الأصل، وهي المنقول منها على حسب الجهد والطاقة».

(4) في و: «وَهُوَ»، وفي نسخة على حاشيتها: «وَهُيَ».

(5) في أ، ب، ح: «عرَفوه» بفتح الرَّاء من غير تشديد، والمثبت من ج، د، هـ، و، ن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 169): «أي: عُرِف بين أهل الحديث».

(6) في ي: «لغير» باللَّام، وفي ك: «في غير».

(7) هو: حجَّاج بن محمد المِصِّيصيُّ الأعور، أبو محمَّد، ثقةٌ ثبتٌ، لكنَّه اختلط في آخر عمره لمَّا قدم بغداد قبل موته، (ت 206 هـ). تقريب التَّهذيب (1135).

قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 290): «كان يروي عن ابن جُرَيْجٍ كتبه، ويقول فيها: قال ابن جُرَيْج، فحملها النَّاس عنه، واحتجُّوا برواياته؛ لأنَّه قد كان عُرِفَ من حاله أنَّه لا يروي إلا ما سَمِعَه».

৩৬৯. তার উস্তাদের (শেখ) নিজ মুখ থেকে[১], এবং এর পরে আসে ... «আম্বাআনা» (তিনি আমাদের জানালেন), «নাব্বাআনা» (তিনি আমাদের অবহিত করলেন), আর এ দুটি কম ব্যবহৃত হয়।

৩৭০. এবং তার উক্তি: «ক্বালা লানা» (তিনি আমাদের বললেন) ও এর অনুরূপ[২] ... যেমন তার উক্তি: «হাদ্দাছানা» (তিনি আমাদের শুনিয়েছেন), তবে এটি।

৩৭১. সাধারণত আলোচনার (মুযাকারাহ) ক্ষেত্রে এর ব্যবহার হয় ... আর এর চেয়ে নিম্নস্তরের হলো «ক্বালা» (তিনি বললেন) - কোনো জার-মাজরুর (prepositional phrase) উল্লেখ ছাড়া[৩]।

৩৭২. আর এটি[৪] শ্রুতির (সামা') উপর নির্ভরশীল, যদি সাক্ষাত নিশ্চিত হয় ... বিশেষ করে যাদের সম্পর্কে পূর্ববর্তীগণ পরিচিত করেছেন[৫]।

৩৭৩. যে তিনি এমন কিছু বলেন না যা তিনি শোনেননি[৬] ... তার কাছ থেকে; যেমন হাজ্জাজ[৭], কিন্তু তিনি বিরত থাকেন।

---

(১) মুহাম্মাদ ইবনু আবিল ফাওয়ারিস (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) বলেছেন: "হুশাইম, ইয়াযীদ ইবনু হারুন এবং আব্দুর রাযযাক 'আখবারানা' (তিনি আমাদের সংবাদ দিয়েছেন) ছাড়া অন্য কিছু বলেন না। সুতরাং, যদি আপনি 'হাদ্দাছানা' (তিনি আমাদের শুনিয়েছেন) দেখতে পান, তাহলে তা লেখকের ভুলের কারণে।" [আল-কিফায়াহ (পৃ. ২৮৬) ও (পৃ. ২৮৪)]।

(২) জিম (ج)-তে "ওয়ানাহ্উহা" (ونحوِها) জার (বিশেষ্য পদকে ক্রিয়াপদ বা পূর্ববর্তী পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করা) সহকারে রয়েছে, এবং দাল, যা, হা, সিন (د, ز, ح, س)-এ "ওয়ানাহ্উহা" (ونحوُها) রাফা (বিশেষ্য পদের শেষ বর্ণের উপর পেশ) সহকারে রয়েছে। আর যা এখানে রাখা হয়েছে তা বা, হা, ওয়াও, কাফ, লাম, মীম, নুন (ب, ه, و, ك, ل, م, ن) থেকে গৃহীত।

(৩) বিন্যাসকারী (আল-নাযিম) (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যায় (১/৩৯০) বলেছেন: "জার (preposition) ও মাজরুর (noun governed by a preposition) উল্লেখ করা ব্যতীত। আর এটিই আমার উক্তি (বিলা মুজারারাহ) এর অর্থ।"

'আলিফ' (أ)-এর টীকায় রয়েছে: "মূল পাণ্ডুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে, এবং এটি সাধ্য ও শক্তি অনুযায়ী সেখান থেকে অনুলিপি করা হয়েছে।"

(৪) ওয়াও (و)-তে "ওয়াহওয়া" (وَهْوَ) রয়েছে, এবং এর টীকায় একটি পাণ্ডুলিপিতে "ওয়াহইয়া" (وَهْيَ) রয়েছে।

(৫) আলিফ, বা, হা (أ, ب, ح)-তে "আরাফূহু" (عرَفوه) রা (ر) এর উপর ফাতহা (যবর) সহকারে এবং তাশদীদ (شدة) ব্যতীত রয়েছে। আর যা এখানে স্থাপন করা হয়েছে তা জিম, দাল, হা, ওয়াও, নুন (ج, د, ه, و, ن) থেকে গৃহীত।

সাখাভী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ফাতহুল মুগীছ (২/১৬৯) গ্রন্থে বলেছেন: "অর্থাৎ: হাদীস বিশারদদের মাঝে পরিচিত।"

(৬) ইয়া (ي)-তে লাম (ل) সহকারে "লি-গাইরি" (لغير) রয়েছে, এবং কাফ (ك)-এ "ফী গাইরি" (في غير) রয়েছে।

(৭) তিনি হলেন: হাজ্জাজ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মাসসিসী আল-আ'ওয়ার, আবু মুহাম্মাদ। তিনি নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তবে মৃত্যুর পূর্বে বাগদাদে আসার পর তাঁর শেষ জীবনে স্মৃতিভ্রম ঘটেছিল। (মৃত্যু ২০৬ হি.)। [তাক্বরীবুত তাহযীব (১১৩৫)]।

খতিব (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আল-কিফায়াহ (পৃ. ২৯০) গ্রন্থে বলেছেন: "তিনি ইবনু জুরাইজ থেকে তাঁর গ্রন্থসমূহ বর্ণনা করতেন এবং তাতে বলতেন: ইবনু জুরাইজ বলেছেন। অতঃপর লোকেরা তার কাছ থেকে এগুলো গ্রহণ করেছে এবং তার বর্ণনা দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছে; কারণ তার অবস্থা সম্পর্কে সুপরিচিত ছিল যে, তিনি যা শুনতেন তা ছাড়া অন্য কিছু বর্ণনা করতেন না।"

---

374. عُمُومُهُ عِنْدَ الْخَطِيبِ، وَقَصَرْ ... ذَاكَ عَلَى الَّذِي بِذَا الْوَصْفِ اشْتَهَرْ[1]

(1) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 289): «وأمَّا قول المُحدِّث: (قال فلان) فإنْ كان المعروف من حاله أنَّه لا يروي إلا ما سَمِعه؛ جُعِل ذلك بمنزلة ما يقول فيه غيرُه: (حدَّثنا)، وإنْ كان قد يروي سماعاً وغيرَ سماعٍ لم يُحتَجَّ مِن رواياته إلا بما بيَّن الخبرَ فيه».

৩৭৪. আল-খাতীবের মতে এর ব্যাপকতা, এবং তিনি তা সীমিত করেছেন ... যিনি এই গুণ দ্বারা প্রসিদ্ধ, তার উপর।[1]

(1) আল-খাতীব (আল্লাহ তাকে রহম করুন) 'আল-কিফায়া' (পৃ. ২৮৯) গ্রন্থে বলেছেন: "আর মুহাদ্দিসের এই উক্তি প্রসঙ্গে: (অমুক বলেছেন) - যদি তার অবস্থা এমন সুপরিচিত হয় যে, তিনি যা শুনেছেন তা ব্যতীত বর্ণনা করেন না; তাহলে তা এমন পর্যায়ের গণ্য হবে যেমন অন্যেরা তাতে

বলে: (তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন)। আর যদি তিনি শোনা এবং না-শোনা উভয় প্রকারের বর্ণনা করেন, তাহলে তার বর্ণনা থেকে কেবল সেটাই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হবে যাতে তিনি বর্ণনা পদ্ধতি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।"

الثَّانِي: الْقِرَاءَةُ عَلَى الشَّيْخِ

375. ثُمَّ الْقِرَاءَةُ الَّتِي نَعَتَهَا ... مُعْظَمُهُمْ عَرْضاً سَوَا[1] قَرَأْتَهَا

376. مِنْ حِفْظٍ اوْ كِتَابٍ اوْ سَمِعْتَا ... وَالشَّيْخُ حَافِظٌ لِمَا عَرَضْتَا[2]

377. أَوْ لَا، وَلَكِنْ أَصْلُهُ[3] يُمْسِكُهُ ... بِنَفْسِهِ، أَوْ ثِقَةٌ[4] مُمْسِكُهُ

378. قُلْتُ: كَذَا إِنْ ثِقَةٌ مِمَّنْ سَمِعْ ... يَحْفَظُهُ مَعَ اسْتِمَاعٍ، فَاقْتَنِعْ

379. وَأَجْمَعُوا أَخْذاً بِهَا[5]، وَرَدُّوا ... نَقْلَ الْخِلَافِ وَبِهِ مَا اعْتَدُّوا[6]

---

(1) في ع: «سواءٌ» بالرَّفع المنوَّن، وبه ينكسر الوزن، وفي ح: «سِوى» بكسر السِّين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، م، ن، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 391): «بفتح السِّين، وقُصِرَ للضَّرُورة».

(2) هنا يبدأ ما وُقِفَ عليه من النسخة ط، والتي هي بخطِّ النَّاظم.

(3) في د: «أصلَه» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ع. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 172): «(وَلَكِنْ) يكونُ (أَصْلُهُ) معه «، ونحوه في فتح الباقي (1/ 364).

(4) في أ، ج، د، ح: «ثقةٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ب، هـ، و، ز، ط، ي، ل، م، ن، س، ف.

(5) نقل الإجماعَ: الخطيب في الكفاية (ص 259)، والقاضي عياض في الإلماع (ص 70)، وابن الصَّلاح في مُقدِّمته (ص 137).

(6) نُقِل الخلاف عن: وكيع بن الجرَّاح، وأبي عاصم النَّبيل، وعبد الرحمن بن سلام الجُمَحي، ومحمَّد بن سلام. انظر: المحدث الفاصل (ص 420، 421)، والكفاية (ص 271، 272).

দ্বিতীয়: শায়খের (শিক্ষকের) কাছে পাঠ

৩৭৫. তারপর সেই পঠন, যার বর্ণনা তিনি দিয়েছেন — তাদের বেশিরভাগের কাছে উপস্থাপন (আরদ) করা সমান, তুমি তা পাঠ করেছ

৩৭৬. মুখস্থ থেকে, অথবা কিতাব থেকে, অথবা তুমি শুনেছ — এবং শায়খ (শিক্ষক) তা মুখস্থকারী যা তুমি উপস্থাপন করেছ

৩৭৭. অথবা না (অর্থাৎ শায়খ মুখস্থকারী না হলেও চলবে), কিন্তু তিনি নিজে তার মূল কপি ধরে রাখেন, অথবা একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তা ধরে রাখেন

৩৭৮. আমি বললাম: একইভাবে, যদি যে শুনেছে তার মধ্যে কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি শোনার সাথে সাথে তা মুখস্থ রাখে, তাহলে সন্তুষ্ট হও

৩৭৯. এবং তারা এটি গ্রহণ করার উপর ঐকমত্য পোষণ করেছেন, আর মতভেদের বর্ণনাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তাকে ধর্তব্য মনে করেননি।

---

(১) 'আইন' (ع) পাণ্ডুলিপিতে: «سواءٌ» (সাওয়ায়ুন) তানউইন সহ মারফূ' (رفع) অবস্থায় আছে এবং এর দ্বারা ছন্দ ভঙ্গ হয়। আর 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে: «سِوى» (সিওয়া) সীন (س)-এর কাসরা (كسرة) সহকারে আছে। যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা হল 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'লাম' (ل), 'মিম' (م), 'নুন' (ن), 'ফা' (ف) পাণ্ডুলিপি থেকে।

নাযিম (কবিতা রচয়িতা), আল্লাহ্ তাকে রহম করুন, তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (১/৩৯১) এ বলেছেন: "সীন (س)-এর ফাতহা (فتح) সহকারে, এবং প্রয়োজনে তা সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।"

(২) এখানে ‘তা’ (ط) পাণ্ডুলিপি থেকে যা পাওয়া গেছে তা শুরু হয়েছে, এবং এটি নাযিম (কবিতা রচয়িতা)-এর নিজের হাতের লেখায়।

(৩) ‘দাল’ (د) পাণ্ডুলিপিতে: «أصلَه» (আসলাহু) নাসব (نصب) অবস্থায় আছে। যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা হল ‘আলিফ’ (أ), ‘বা’ (ب), ‘জিম’ (ج), ‘হা’ (ه), ‘ওয়াও’ (و), ‘যা’ (ز), ‘হা’ (ح), ‘কাফ’ (ك), ‘লাম’ (ل), ‘আইন’ (ع) পাণ্ডুলিপি থেকে। সাখাওয়ী (رحمه الله) তাঁর ‘ফাতহুল মুগীস’ (২/১৭২) গ্রন্থে বলেছেন: "(কিন্তু) তার মূল কপি তার সাথে থাকে।" এবং এর অনুরূপ ‘ফাতহুল বাকী’ (১/৩৬৪) তেও আছে।

(৪) ‘আলিফ’ (أ), ‘জিম’ (ج), ‘দাল’ (د), ‘হা’ (ح) পাণ্ডুলিপিতে: «ثقةٍ» (সিকাতিঁ) জার (جر) অবস্থায় তানউইন সহকারে আছে। যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা হল ‘বা’ (ب), ‘হা’ (ه), ‘ওয়াও’ (و), ‘যা’ (ز), ‘তা’ (ط), ‘য়া’ (ي), ‘লাম’ (ل), ‘মিম’ (م), ‘নুন’ (ن), ‘সীন’ (س), ‘ফা’ (ف) পাণ্ডুলিপি থেকে।

(৫) ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করেছেন: খতীব তাঁর ‘আল-কিফায়া’ (পৃষ্ঠা ২৫৯) গ্রন্থে, কাযী ইয়াদ তাঁর ‘আল-ইলমা’ (পৃষ্ঠা ৭০) গ্রন্থে, এবং ইবনে সালাহ তাঁর ‘মুকাদ্দিমা’ (পৃষ্ঠা ১৩৭) গ্রন্থে।

(৬) মতভেদ বর্ণিত হয়েছে: ওয়াকী’ ইবনুল জাররাহ (Wakīʿ ibn al-Jarrāḥ), আবূ আসিম আন-নাবীল (Abū ʿĀṣim al-Nabīl), আবদুর রহমান ইবনে সালাম আল-জুমাহী (ʿAbd al-Raḥmān ibn Salām al-Jumaḥī), এবং মুহাম্মাদ ইবনে সালাম (Muḥammad ibn Salām) থেকে। দেখুন: ‘আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল’ (পৃষ্ঠা ৪২০, ৪২১) এবং ‘আল-কিফায়া’ (পৃষ্ঠা ২৭১, ২৭২)।

---

380. وَالْخُلْفُ فِيهَا: هَلْ تُسَاوِي[1] الْأَوَّلَا ... أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ؟ فَنُقِلَا[2]

381. عَنْ مَالِكٍ وَصَحْبِهِ[3] وَمُعْظَمِ ... كُوفَةَ[4] وَالْحِجَازِ أَهْلِ[5] الْحَرَمِ[6]

382. مَعَ الْبُخَارِيِّ[7]: هُمَا سِيَّانِ ... وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ مَعَ النُّعْمَانِ[8]

383. قَدْ رَجَّحَا الْعَرْضَ، وَعَكْسُهُ أَصَحّْ ... وَجُلُّ أَهْلِ الشَّرْقِ نَحْوَهُ جَنَحْ[9]

(1) في ع: «يساوي» بالياء.

(2) في ع: «فنقَلا» بفتح القاف، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 175): «(نُقِلَا) بالبناء للمفعول «.

(3) قال عُبَيْد الله بن موسى رحمه الله كما روى عنه البخاريُّ في صحيحه (1/ 23): «سمعت أبا عاصمٍ يقول عن مالكٍ وسفيان: القراءةُ على العالم وقراءتُه سواء». وانظر: الإلماع (ص 72).

(4) في ع: «كوفةٍ» بالجرِّ المنوَّن، وبه ينكسر الوزن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 175): «بفتح التَّاء؛ غير مُنصَرِف «.

وممَّن نُقِل عنه هذا القول من أهل الكوفة: الشَّعبيُّ، وأبو حنيفة في رواية، والثَّوريُّ، وشريك النَّخعيُّ. الكفاية (ص 262 - 271)، وانظر: الإلماع (ص 71).

(5) في ج: «أهلُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، د، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، ع.

(6) كعروة بن الزُّبير، والزُّهري، ونافع، وعطاء، وابن عُيَيْنة، وغيرهم. انظر: الكفاية (ص 262 - 271)، والإلماع (ص 71).

(7) انظر: صحيح البخاري (1/ 22)، وجامع التِّرمذي (3/ 6).

(8) انظر: الكفاية (ص 276).

(9) انظر: الإلماع (ص 73).

380. আর এ বিষয়ে মতানৈক্য হলো: তা কি প্রথমটির সমান, নাকি তার চেয়ে কম, নাকি তার চেয়ে বেশি? অতঃপর বর্ণিত হয়েছে[2]

381. ইমাম মালিক ও তাঁর সঙ্গীদের থেকে, এবং কুফার[4] অধিকাংশের থেকে, আর হিজাজের হারাম (মক্কা-মদিনা) এলাকার অধিবাসীদের[6] থেকে

382. ইমাম বুখারী[7]-র মতে: উভয়টিই সমান। আর ইবনু আবী যি'ব এবং নু'মান (আবু হানিফা)[8]-এর সাথে

383. তাঁরা (আবু যি'ব ও নু'মান) 'আরদ' (শিক্ষকের কাছে ছাত্রদের পাঠ উপস্থাপন)-কে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, তবে এর বিপরীত মতটি (শিক্ষকের পাঠদান) অধিক বিশুদ্ধ। আর প্রাচ্যের অধিকাংশ বিশেষজ্ঞগণ এর (দ্বিতীয় মতের) দিকে ঝুঁকেছেন[9]।

---

(1) 'আইন' (نسخة ع) নুসখায় (পাণ্ডুলিপিতে) 'ইয়াসাভি' (يساوي) ক্রিয়াটি 'ইয়া' (ي) সহকারে লিখিত।

(2) 'আইন' (نسخة ع) নুসখায় (পাণ্ডুলিপিতে) 'ফানা্কালা' (فنقلا) ক্বাফ (ق)-এর ফাতহা (যবর) সহকারে লিখিত, এবং যা এখানে গৃহীত হয়েছে, তা আলিফ, বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, ত্বা, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন, সিন (انسخا)-সমূহ থেকে।

সাখাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'ফাতহুল মুগিস' (২/১৭৫) গ্রন্থে বলেছেন: "(নুকিলা) ক্রিয়াটি মাজহুল (কর্মবাচ্য) রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।"

(3) উবায়দুল্লাহ ইবন মুসা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন, যেমনটি ইমাম বুখারী তাঁর সহীহ (১/২৩) গ্রন্থে তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন: "আমি আবূ আসিমকে মালিক ও সুফিয়ান (সাওরী)-এর পক্ষ থেকে বলতে শুনেছি: আলেমের কাছে পাঠ করা এবং আলেমের নিজে পাঠ করা উভয়টিই সমান।" দেখুন: আল-ইলমা (পৃ. ৭২)।

(4) 'আইন' (نسخة ع) নুসখায় (পাণ্ডুলিপিতে) 'কূফাতিন' (كوفةٍ) জার (কাসরা) ও তানবীন (দু'কাসরা) সহকারে লিখিত, এবং এর দ্বারা ছন্দ ভঙ্গ হয়।

সাখাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'ফাতহুল মুগিস' (২/১৭৫) গ্রন্থে বলেছেন: "(তা) অক্ষরটি ফাতহা (যবর) সহকারে; গায়রে মুনসারিফ (غير منصرف) (অব্যয়, অর্থাৎ তানবীন গ্রহণ করবে না)।"

এবং কূফার অধিবাসীদের মধ্যে যাদের থেকে এই উক্তি বর্ণিত হয়েছে, তারা হলেন: আশ-শা'বী, এক বর্ণনা অনুযায়ী আবূ হানিফা, আস-সাওরী, এবং শারীক আন-নাখ'ঈ। আল-কিফায়া (পৃ. ২৬২-২৭১), এবং দেখুন: আল-ইলমা (পৃ. ৭১)।

(5) 'জিম' (نسخة ج) নুসখায় (পাণ্ডুলিপিতে) 'আহলু' (أَهلُ) রাফা (পেশ) সহকারে লিখিত, এবং যা এখানে গৃহীত হয়েছে, তা আলিফ, বা, দাল, ওয়াও, যা, হা, কাফ, লাম, মিম, নুন, আইন (نسخا)-সমূহ থেকে।

(6) যেমন: উরওয়া ইবনুয-যুবাইর, আয-যুহরী, নাফি', আত্বা, ইবনু উয়ায়না, এবং অন্যান্যগণ। দেখুন: আল-কিফায়া (পৃ. ২৬২-৭১), এবং আল-ইলমা (পৃ. ৭১)।

(7) দেখুন: সহীহুল বুখারী (১/২২), এবং জামি'উত তিরমিযী (৩/৬)।

(8) দেখুন: আল-কিফায়া (পৃ. ২৭৬)।

(9) দেখুন: আল-ইলমা (পৃ. ৭৩)।

384. وَجَوَّدُوا فِيهِ[1]: «قَرَأْتُ» أَوْ «قُرِي»[2] ... مَعْ وَ «أَنَا أَسْمَعُ»، ثُمَّ عَبِّرِ

385. بِمَا مَضَى فِي أَوَّلٍ مُقَيِّدَا[3] ... «قِرَاءَةً عَلَيْهِ» حَتَّى مُنْشِدَا

386. «أَنْشَدَنَا قِرَاءَةً عَلَيْهِ» لَا ... «سَمِعْتُ»، لَكِنْ بَعْضُهُمْ قَدْ حَلَّلَا[4]

387. وَمُطْلَقَ[5] التَّحْدِيثِ وَالْإِخْبَارِ ... مَنَعَهُ أَحْمَدُ ذُو الْمِقْدَارِ

388. وَالنَّسَئِيُّ وَالتَّمِيمِيُّ يَحْيَى[6] ... وَابْنُ الْمُبَارَكِ الْحَمِيدُ سَعْيَا[7]

---

(1) في ن: «فيها» بدل: «فِيهِ».

(2) في ع: «وقري» بدل: «أَوْ قُرِي».

(3) في أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، س، ف: «مقيَّدا» بفتح الياء، وفي ل: بكسر الياء وفتحها معاً، والمثبت من ج، ط، ك، ن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 179): «(ثُمَّ عبّر) أيُّها المُحدِّث (بِمَا مَضَى فِي أَوَّلٍ) أي: في القسم الأول (مُقَيِّداً) ذلك بقولك: (قِرَاءَةً عَلَيْهِ)». ونحوه في شرح السُّيوطيّ (ص 161)، وفي فتح الباقي (1/ 366).

(4) أي: لا يجوز أن يقول: «سمعتُ» في العرضِ، إلَّا أنَّه رُوِيَ عن الثَّوريّ، ومالك، وابن عيينة جواز ذلك. انظر: الإلماع (ص 123، 124)، وشرح النَّاظم (1/ 396).

(5) في ج، هـ، ح، ك، س، ع، ف: «ومطلقُ» بالرَّفع، وفي ب، د، و: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من أ، ز، ط، ي، ل، م، ن.

(6) هو: يحيى بن يحيى بن بكر بن عبد الرحمن التَّميمي، أبو زكريَّا النيسابوري، ريحانة نيسابور، ثقةٌ ثبتٌ إمامٌ. (ت 226 هـ). تقريب التَّهذيب (7668).

(7) انظر: المُحدِّث الفاصل (ص 434)، والكفاية (ص 298)، والإلماع (ص 125).

৩৮৪। এবং তারা এতে উত্তমরূপে পড়েছে[১]: «আমি পড়েছি» অথবা «পঠিত হয়েছে»[২] ... এবং «আমি শুনছিলাম» এর সাথে, তারপর তুমি ব্যক্ত করো

৩৮৫। প্রথমোক্ত বিষয় দ্বারা সুনির্দিষ্ট করে[৩] ... «তাঁর উপর পঠিত» [বলে], এমনকি আবৃত্তিকারীও [বলবে]

৩৮৬। «তিনি আমাদের প্রতি আবৃত্তি করেছেন, তাঁর উপর পঠিত হিসেবে» [বলবে], ... «আমি শুনেছি» [বলবে] না, তবে তাদের কেউ কেউ তা বৈধ করেছেন[৪]

৩৮৭। এবং হাদিস বর্ণনা ও সংবাদ প্রদানের নিরঙ্কুশ ব্যবহার[৫] ... নিষেধ করেছেন মহামান্য আহমদ।

৩৮৮। এবং নাসায়ী, তামিমী ইয়াহইয়া[৬] ... এবং প্রশংসিত প্রচেষ্টাকারী ইবনুল মুবারক।[৭]

---

(১) ন-এর নুসখায়: «ফিহা» (فيها) আছে «ফিহি» (فِيهِ) এর বদলে।

(২) আইন-এর নুসখায়: «ওয়া কুরি» (وَقُرِي) আছে «আও কুরি» (أَوْ قُرِي) এর বদলে।

(৩) আলিফ, বা, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, সিন, ফা-এর নুসখায়: «মুকাইয়াদান» (مُقَيَّدًا) ইয়াকে ফাতাহা (◌َ) দিয়ে, এবং লাম-এর নুসখায়: ইয়াকে কাসরা (◌ِ) ও ফাতাহা (◌َ) উভয় দিয়ে, আর বর্তমান (মূল) পাঠ জিম, ত্বা, কাফ, নুন-এর নুসখা থেকে নেওয়া হয়েছে।
সাখাওয়ি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল মুগিস (২/১৭৯) গ্রন্থে বলেছেন: «(তারপর তুমি ব্যক্ত করো) হে মুহাদ্দিস! (যা প্রথমে উল্লিখিত হয়েছে তা দ্বারা) অর্থাৎ: প্রথম ভাগে, তোমার এই কথাটি দ্বারা (তাকে) সুনির্দিষ্ট করে: (তাঁর উপর পঠিত)»। আর একইরকম রয়েছে সুয়ুতি-এর শারহ (পৃষ্ঠা ১৬১) এবং ফাতহুল বাকি (১/৩৬৬) গ্রন্থে।
(৪) অর্থাৎ: (হাদিস) পেশ করার ক্ষেত্রে «আমি শুনেছি» (سَمِعْتُ) বলা জায়েজ নয়, তবে সাওরী, মালিক এবং ইবনে উয়াইনাহ থেকে এর বৈধতা বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: আল-ইলমা' (পৃষ্ঠা ১২৩, ১২৪) এবং শারহুন নাযিম (১/৩৯৬)।
(৫) জিম, হা, হা, কাফ, সিন, আইন, ফা-এর নুসখায়: «ওয়া মুতলাকু» (وَمُطْلَقٌ) রফা (◌ُ) দিয়ে, এবং বা, দাল, ওয়াও-এর নুসখায়: নসব (◌َ) ও রফা (◌ُ) উভয় দিয়ে, আর বর্তমান (মূল) পাঠ আলিফ, যা, ত্বা, ইয়া, লাম, মিম, নুন-এর নুসখা থেকে নেওয়া হয়েছে।
(৬) তিনি হলেন: ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে বাকর ইবনে আব্দুর রহমান আত-তামিমী, আবু যাকারিয়া আন-নিশাপুরী, নিশাপুরের সুগন্ধি (রায়হানা)। তিনি বিশ্বস্ত, সুপ্রতিষ্ঠিত ইমাম। (মৃত্যু ২২৬ হি.)। তাকরিবুত তাহযিব (৭৬৬৮)।
(৭) দেখুন: আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল (পৃষ্ঠা ৪৩৪), আল-কিফায়াহ (পৃষ্ঠা ২৯৮) এবং আল-ইলমা' (পৃষ্ঠা ১২৫)।

389. وَذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَالْقَطَّانُ[1] ... وَمَالِكٌ وَبَعْدَهُ سُفْيَانُ[2]
390. وَمُعْظَمُ الْكُوفَةِ وَالْحِجَازِ ... مَعَ الْبُخَارِيِّ: إِلَى الْجَوَازِ[3]
391. وَابْنُ جُرَيْجٍ وَكَذَا الْأَوْزَاعِي ... مَعَ ابْنِ وَهْبٍ وَالْإِمَامِ[4] الشَّافِعِي
392. وَمُسْلِمٍ[5] وَجُلِّ[6] أَهْلِ الشَّرْقِ ... قَدْ جَوَّزُوا «أَخْبَرَنَا» لِلْفَرْقِ[7]

393. وَقَدْ عَزَاهُ صَاحِبُ «الإِنْصَافِ»[8] ... لِلنَّسَئِيِّ مِنْ غَيْرِ مَا خِلَافِ

---

(1) أي: يحيى بن سعيد القطَّان.

(2) أي: سفيان بن عيينة. انظر: صحيح البخاري (1/ 23).

(3) انظر: المحدِّث الفاصل (ص 421، 428)، والكفاية (ص 261، 305، 308، 309)، والإلماع (ص 122، 123).

(4) في ي، ن: «والإمام» بالجرِّ والرَّفع معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ك، ل، ع.

(5) في هـ، ع: «ومسلمٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ب، ج، ك، ن: بالرَّفع والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من أ، د، و، ز، ط، ل، م، س.

(6) في د، هـ، ك، م، س، ع: «وجُلُّ» بالرَّفع، وفي ب، ج، ن: بالجرِّ والرَّفع معاً، والمثبت من أ، و، ز، ل.

(7) انظر: العلل الصَّغير للتِّرمذي (ص 752)، والمحدِّث الفاصل (ص 431 - 433)، والكفاية (ص 294، 302، 303)، والإلماع (ص 124، 125، 127).

وكُتِب في حاشية و: «بلغ».

(8) هو: أبو عبد الله وأبو بكر، محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن خلاد التميميُّ، المصريُّ، الجوهريُّ.

واسم كتابه: الإنصاف فيما بين الأئمَّة في حدَّثنا وأخبرنا من الاختلاف. مقدمة ابن الصَّلاح (ص 139)، وشرح النَّاظم (1/ 399)، وفتح المغيث (2/ 183).

৩৮৯. আয-যুহরি ও আল-কাত্তান[1] মত পোষণ করেছেন ... এবং মালিক, তাঁর পরে সুফিয়ানও[2]।

৩৯০. কুফা ও হেজাজের অধিকাংশ উলামা ... আল-বুখারীর সাথে, বৈধতার দিকে (মত দিয়েছেন)।[3]

৩৯১. ইবনে জুরাইজ এবং অনুরূপভাবে আল-আওযা'ঈ ... ইবনে ওয়াহব এবং ইমাম[4] আশ-শাফিঈ-এর সাথে।

৩৯২. মুসলিম[5] এবং পূর্বের (প্রাচ্যের) অধিকাংশ[6] পণ্ডিত ... পার্থক্যের জন্য «আখবারানা» (أَخْبَرَنَا) ব্যবহারকে বৈধ বলেছেন।[7]

৩৯৩. 'আল-ইনসাফ'-এর লেখক[8] এটি ... আন-নাসাঈ থেকে কোনো ভিন্নমত ছাড়াই উল্লেখ করেছেন।

---

(1) অর্থাৎ: ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান।

(2) অর্থাৎ: সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা। দেখুন: সহীহ আল-বুখারী (১/২৩)।

(3) দেখুন: আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল (পৃ. ৪২১, ৪২৮), আল-কিফায়া (পৃ. ২৬১, ৩০৫, ৩০৮, ৩০৯), এবং আল-ইলমা (পৃ. ১২২, ১২৩)।

(4) 'ইয়া' (ي) ও 'নুন' (ن) পাণ্ডুলিপিতে «والإمام» জার (genitive) ও রফা (nominative) উভয় রূপে রয়েছে। আর এখানে গৃহীত পাঠ 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'আইন' (ع) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(5) 'হা' (هـ) ও 'আইন' (ع) পাণ্ডুলিপিতে «ومسلمٌ» তানবীনসহ রফা রূপে রয়েছে। আর 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'কাফ' (ك), 'নুন' (ن) পাণ্ডুলিপিতে তানবীনসহ রফা ও জার উভয় রূপে রয়েছে। আর এখানে গৃহীত পাঠ 'আলিফ' (أ), 'দাল' (د), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'ত্বা' (ط), 'লাম' (ল), 'মিম' (ম), 'সিন' (স) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(6) 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'কাফ' (ك), 'মিম' (م), 'সিন' (س), 'আইন' (ع) পাণ্ডুলিপিতে «وجُلُّ» রফা রূপে রয়েছে। আর 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'নুন' (ن) পাণ্ডুলিপিতে জার ও রফা উভয় রূপে রয়েছে। আর এখানে গৃহীত পাঠ 'আলিফ' (أ), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'লাম' (ل) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(7) দেখুন: আত-তিরমিযীর আল-ইলাল আস-সাগীর (পৃ. ৭৫২), আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল (পৃ. ৪৩১-৪৩৩), আল-কিফায়া (পৃ. ২৯৪, ৩০২, ৩০৩), এবং আল-ইলমা (পৃ. ১২৪, ১২৫, ১২৭)। এবং 'ওয়াও' (و) পাণ্ডুলিপির টীকায় লেখা হয়েছে: «بلغ» (সম্পূর্ণ হয়েছে)।

(8) তিনি হলেন: আবু আবদুল্লাহ ও আবু বকর, মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে খাল্লাদ আত-তামিমি, আল-মিসরী, আল-জাওহারী।
তাঁর কিতাবের নাম: ইমামগণের মধ্যে «হাদ্দাসানা» (حدثنا) ও «আখবারানা» (أخبرنا) ব্যবহারের পার্থক্য বিষয়ে সুবিচার। ইবনে সালাহের মুকাদ্দিমাহ (পৃ. ১৩৯), শারহুন নাযিম (১/৩৯৯), এবং ফাতহুল মুগীছ (২/১৮৩)।

394. وَالْأَكْثَرِينَ[1]، وَهُوَ الَّذِي اشْتَهَرْ ... مُصْطَلَحاً لِأَهْلِهِ أَهْلِ الْأَثَرْ
395. وَبَعْضُ مَنْ قَالَ بِذَا أَعَادَا ... قِرَاءَةَ الصَّحِيحِ، حَتَّى عَادَا
396. فِي كُلِّ مَتْنٍ قَائِلاً: «أَخْبَرَكَا» ... إِذْ كَانَ قَالَ[2] أَوَّلاً: «حَدَّثَكَا»[3]
397. قُلْتُ: وَذَا رَأْيُ الَّذِينَ اشْتَرَطُوا[4] ... إِعَادَةَ الْإِسْنَادِ، وَهُوَ شَطَطُ

(1) انظر: مقدّمة ابن الصَّلاح (ص 139)، وشرح النَّاظم (1/ 399).
(2) «قَالَ» سقطت من ع.
(3) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 303): «ذكر لنا أبو بكر البَرقاني أن أبا حاتم محمد بن يعقوب الهَرَوي قرأ على بعض الشُّيوخ عن الفِرَبريّ صحيح البخاري، وكان يقول له في كلّ حديثٍ: حدَّثكم الفِرَبريُّ، فلما فرغ من الكتاب قال له: أليس حدَّثكم الفِرَبريُّ بهذا الكتاب من لفظه؟ فقال الشَّيْخ: لا، إنما سمعناه منه قراءةً عليه، فقال: تسمعني أقول: حدَّثكم الفِرَبريُّ فلا تُنكر عليَّ؟ ثم أعاد قراءة الكتاب كله، وقال له في جميعه: أخبركم الفِرَبريُّ».
(4) في ع: «شرطوا».

394. এবং অধিকাংশের[1] মতে, এবং এটিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে... আসার (হাদীস) বিশেষজ্ঞদের কাছে একটি পরিভাষা হিসেবে।

395. এবং যারা এ কথা বলেছেন তাদের কেউ কেউ... সহীহ গ্রন্থ পাঠ পুনরায় করিয়েছেন, এমনকি তা শুধরে না দেওয়া পর্যন্ত।

396. প্রতিটি মতনে বলতে গিয়ে: «আখবারাকা» (তিনি তোমাদেরকে অবহিত করেছেন)... যখন তিনি প্রথমে[2] বলেছিলেন: «হাদ্দাসাকা» (তিনি তোমাদেরকে বর্ণনা করেছেন)[3]।

397. আমি বলি: এবং এটি তাদের মত যারা ইসনাদের (সনদের) পুনরাবৃত্তি[4] শর্তারোপ করেছেন... এবং এটি একটি বাড়াবাড়ি।

---

(1) দেখুন: মুকাদ্দিমাত ইবনুল সালাহ (পৃ. ১৩৯), এবং শারহুন নাযিম (১/ ৩৯৯)।

(2) «ক্বালা» (قال) শব্দটি 'আইন' (ع) পান্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(3) খতীব (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন) 'আল-কিফায়া' গ্রন্থে (পৃ. ৩০৩) বলেছেন: "আবু বকর আল-বারকানি আমাদের কাছে উল্লেখ করেছেন যে, আবু হাতেম মুহাম্মাদ ইবন ইয়াকুব আল-হারাভী কিছু শায়েখের কাছে আল-ফিররাবরি থেকে সহীহ বুখারী পাঠ করেছেন। এবং তিনি প্রতিটি হাদীসে তাকে বলতেন: 'আল-ফিররাবরি তোমাদেরকে বর্ণনা করেছেন (حدثكم الفِرَبريُّ)।' যখন তিনি কিতাবটি শেষ করলেন, তখন তিনি তাকে বললেন: 'আল-ফিররাবরি কি এই কিতাবটি তার নিজের শব্দে তোমাদেরকে বর্ণনা করেননি?' তখন শায়েখ বললেন: 'না, আমরা কেবল তাঁর সামনে পাঠ করে শুনেছি।' তখন তিনি বললেন: 'আপনি শুনছেন আমি বলছি: 'আল-ফিররাবরি তোমাদেরকে বর্ণনা করেছেন (حدثكم الفِرَبريُّ)', অথচ আপনি আমার উপর আপত্তি করছেন না?' অতঃপর তিনি পুরো কিতাবটি পুনরায় পাঠ করলেন এবং এর সবখানে তাকে বললেন: 'আল-ফিররাবরি তোমাদেরকে অবহিত করেছেন (أخبركم الفِرَبريُّ)।'"

(4) 'আইন' (ع) পান্ডুলিপিতে: «শারাতু» (شرطوا)।

تَفْرِيعَاتٌ

398. وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الْأَصْلَ رِضَا ... وَالشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا

399. فَبَعْضُ نُظَّارِ الْأُصُولِ يُبْطِلُهْ[1] ... وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَقْبَلُهْ[2]

400. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ، فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ ... مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدَّ

401. وَاخْتَلَفُوا إِنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ ... يُقِرَّ لَفْظاً، فَرَآهُ الْمُعْظَمْ

402. - وَهُوَ الصَّحِيحُ - كَافِياً[3]، وَقَدْ مَنَعْ ... بَعْضُ أُولِي الظَّاهِرِ مِنْهُ[4]، وَقَطَعْ

403. بِهِ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي[5] ... ثُمَّ أَبُو إِسْحَاقِ الشِّيرَازِي[6]

---

(1) تردَّد فيه القاضي أبو بكر الباقلاني ومال إلى المنع - كما في الإلماع (ص 76) -، ومنعه الجُوَيْنيُّ في البرهان (1/ 247)، والمازريُّ في إيضاح المحصول (ص 497).

(2) في هـ، م، س: «يقبلهُ» بضمِّ الهاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ك، ل، ن.
وانظر: الإلماع (ص 76)، ومقدمة ابن الصَّلاح (ص 141).

(3) انظر: البرهان (1/ 246)، وإيضاح المحصول (ص 494)، والإلماع (ص 79)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 142).

(4) انظر: الكفاية (ص 280)، وإيضاح المحصول (ص 494)، والإلماع (ص 78).

(5) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 142).

(6) انظر كلامه في: اللمع (ص 81).

শাখাগত আলোচনা

398. এবং তারা (পণ্ডিতগণ) ভিন্নমত পোষণ করেছেন যে, যদি মূল (গ্রন্থ) সন্তুষ্টি সহকারে ধারণ করা হয়... আর শায়খ (শিক্ষক) উপস্থাপনকৃত বিষয় স্মরণ রাখেন না।

399. ফলে উসূলের কতিপয় তাত্ত্বিক একে বাতিল ঘোষণা করেন[1]... আর অধিকাংশ মুহাদ্দিস (হাদিস বিশারদ) এটাকে গ্রহণ করেন[2]।

400. এবং শায়খ (শিক্ষক) এটাকে (দ্বিতীয় মতটি) নির্বাচন করেছেন। তবে যদি তার ধারক (মূল গ্রন্থের) নির্ভরযোগ্য না হয়... তাহলে সেই শ্রুতি (হাদিস) প্রত্যাখ্যাত হবে।

401. এবং তারা ভিন্নমত পোষণ করেছেন যে, যদি শায়খ নীরব থাকেন এবং স্পষ্টভাবে কোনো শব্দে অনুমোদন না করেন… তবে অধিকাংশ তা যথেষ্ট মনে করেছেন।

402. - আর এটাই বিশুদ্ধ মত - যথেষ্ট[3]। কিন্তু যাহিরী মতাবলম্বীদের (আহলে যাহির) কতিপয় এটাকে বারণ করেছেন[4]… এবং দৃঢ়ভাবে এই মত দিয়েছেন

403. আবুল ফাতহ সুলাইম আর-রাযী[5]… অতঃপর আবু ইসহাক আশ-শিরাযী[6] (যে নীরবতা যথেষ্ট নয়)।

---

(1) ক্বাযী আবু বকর আল-বাক্বিল্লানী এ বিষয়ে দ্বিধা করেছেন এবং বারণের দিকে ঝুঁকেছেন - যেমনটি আল-ইলমা' (পৃ. ৭৬) গ্রন্থে রয়েছে -। আর আল-জুওয়াইনী 'আল-বুরহান' (১/ ২৪৭) গ্রন্থে এবং আল-মাযিরী 'ঈযাহ আল-মাহসুল' (পৃ. ৪৯৭) গ্রন্থে এটিকে বারণ করেছেন।

(2) হ, ম, স লিপিতে 'ইয়াক্বালুহু' (يقبلهُ) শব্দে হা-এর উপর পেশ (ضمমাহ) সহকারে রয়েছে। আর যা প্রমাণিত (মূল পাঠ হিসেবে গৃহীত) তা হল আ, ব, জ, দ, ও, ক, ল, ন লিপি থেকে। এবং দেখুন: আল-ইলমা' (পৃ. ৭৬) ও মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (পৃ. ১৪১)।

(3) দেখুন: আল-বুরহান (১/ ২৪৬), ঈযাহ আল-মাহসুল (পৃ. ৪৯৪), আল-ইলমা' (পৃ. ৭৯) এবং মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (পৃ. ১৪২)।

(4) দেখুন: আল-কিফায়াহ (পৃ. ২৮০), ঈযাহ আল-মাহসুল (পৃ. ৪৯৪) এবং আল-ইলমা' (পৃ. ৭৮)।

(5) দেখুন: মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (পৃ. ১৪২)।

(6) তার বক্তব্য দেখুন: আল-লুমা' (পৃ. ৮১)।

404. كَذَا أَبُو نَصْرٍ[1]، وَقَالَ: يُعْمَلُ ... بِهِ، وَأَلْفَاظُ الْأَدَاءِ: الْأَوَّلُ[2]

405. وَالْحَاكِمُ اخْتَارَ الَّذِي قَدْ عَهِدَا ... عَلَيْهِ أَكْثَرَ الشُّيُوخِ فِي الْأَدَا

406. «حَدَّثَنِي» فِي اللَّفْظِ حَيْثُ انْفَرَدَا ... وَاجْمَعْ ضَمِيرَهُ إِذَا تَعَدَّدَا

407. وَالْعَرْضِ[3] إِنْ تَسْمَعْ[4] فَقُلْ: «أَخْبَرَنَا» ... أَوْ قَارِئاً: «أَخْبَرَنِي»[5] وَاسْتُحْسِنَا[6]

---

(1) هو: أبو نصر عبد السَّيد بن محمد عبد الواحد البغداديُّ، المعروف بابن الصَّبَّاغ، صاحب كتاب: «الشَّامل في الفقه الشَّافعي»، (ت 477 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 464).

(2) قال أبو نصر ابن الصَّبَّاغ رحمه الله: «وله أن يعمل بما قرئ عليه، وإذا أراد روايته عنه فليس له أن يقول: (حدثني)، ولا (أخبرني)، بل (قرأت عليه)، أو (قرئ عليه وهو يسمع)». انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 142)، وشرح النَّاظم (1/ 401).

(3) في أ، ف: «والعرضَ» بالنَّصب، وفي ج، م: بالجرِّ والنَّصب معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ط، ي، ك، ل، ن، س.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 54): «بالجرِّ عطفاً على قوله: (اللَّفْظَ)».

(4) في ج: «تُسمع» بضمِّ التَّاء، والمثبت من أ، ب، د، و، ح، ل، ف.

قال ابن العينيّ رحمه الله في شرحه (ص 186): «(وَالعَرْضِ إِنْ تَسْمَعْ) بأن قُرِئ على المُحَدِّث وأنتَ حاضرٌ»، ونحوه في فتح المغيث (2/ 192)، وشرح السُّيوطي (ص 166)، وفتح الباقي (1/ 374).

(5) في ع: «أخبرنا».

قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 260): «والذي أختارُه في الرِّواية، وعَهِدتُ عليه أكثرَ مشايخي وأئمَّةِ عصرِي: أن يقول في الذي يأخذه من المُحدِّث لفظاً، وليس معه أحدٌ: (حدَّثني فلانٌ)، وما يأخذه عن المُحدِّث لفظاً مع غيره: (حدَّثنا فلانٌ)، وما قرأ على المُحدِّث بنفسه: (أخبرني) فلانٌ، وما قُرِئ على المُحدِّث وهو حاضرٌ: (أخبرنا فلان)».

(6) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 143): «وهو حسنٌ رائقٌ».

404. এভাবেই আবু নসর[1] বলেছেন, এবং তিনি বলেছেন: এটি অনুযায়ী আমল করা হবে … এবং বর্ণনার (আদা'র) শব্দাবলী: প্রথমটি[2]

405. আর হাকিম তা-ই বেছে নিয়েছেন যা অধিকাংশ শায়খ বর্ণনার (আদা'র) ক্ষেত্রে অনুসরণ করতেন …

406. যখন সে একাকী থাকে তখন শব্দগতভাবে «হাদদাসানী» (আমাকে বর্ণনা করেছেন) বলবে … আর যখন তারা একাধিক হয়, তখন তার সর্বনামকে বহুবচনে ব্যবহার করবে

407. আর 'আরদ' (পঠিত শ্রুতি)[3] এর ক্ষেত্রে যদি তুমি শোনো[4], তাহলে বলবে: «আখবারানা» (তিনি আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন) … অথবা একজন পাঠকারীর পক্ষ থেকে: «আখবারানী» (তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন)[5] এবং এটি প্রশংসিত[6]

---

(1) তিনি হলেন: আবু নসর আব্দুস সাইয়িদ ইবন মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহিদ আল-বাগদাদী, যিনি ইবন আস-সাব্বাগ নামে পরিচিত। তিনি «আশ-শামিল ফি আল-ফিকহ আশ-শাফিয়ি» গ্রন্থের রচয়িতা। (মৃত্যু ৪৭৭ হি.)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৮/৪৬৪)।

(2) আবু নসর ইবন আস-সাব্বাগ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: «তাঁর জন্য অনুমতি আছে যে, যা তাঁর উপর পঠিত হয়েছে সে অনুযায়ী আমল করবে। আর যদি তিনি তাঁর থেকে তা বর্ণনা করতে চান, তাহলে তাঁর জন্য «হাদদাসানী» (তিনি আমাকে বর্ণনা করেছেন) বা «আখবারানী» (তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন) বলা জায়েজ নয়, বরং তিনি বলবেন: «কারা'তু আলাইহি» (আমি তাঁর উপর পাঠ করেছি) অথবা «কুরি'আ আলাইহি ওয়া হুওয়া ইয়াসমা'উ» (তাঁর উপর পঠিত হয়েছে যখন তিনি শুনছিলেন)»। দেখুন: মুকাদ্দিমাতু ইবন আস-সালাহ (পৃষ্ঠা ১৪২), এবং শারহুন নাযিম (১/৪০১)।

(3) আ এবং ফা-তে: «আল-আরদ» (العرض) নাসব (কর্মকারক) সহকারে, আর জিম এবং মিম-এ: জার (সম্পর্ককারক) এবং নাসব উভয় সহকারে। এবং যা নির্ভরযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত তা বা, দাল, হা, ওয়াও, ঝা, ত্বা, ইয়া, কাফ, লাম, নুন, সিন থেকে গৃহীত।

বিক্বায়ী (রাহিমাহুল্লাহ) আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (২/৫৪) গ্রন্থে বলেছেন: «জার সহকারে এটি তাঁর উক্তি: (اللفظ) এর উপর আতফ (যোজিত) হয়েছে»।

(4) জিম-এ: «তুসমা'উ» (تُسمع) তা-এর দম্মা (পেশ) সহকারে, এবং যা নির্ভরযোগ্য হিসেবে প্রমাণিত তা আ, বা, দাল, ওয়াও, হা, লাম, ফা থেকে গৃহীত।

ইবনুল আইনি (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর শারহ (ব্যাখ্যা) (পৃষ্ঠা ১৮৬) গ্রন্থে বলেছেন: «(ওয়া আল-আরদি ইন তাসমা') (পঠিত শ্রুতি হলে, যদি তুমি শোনো) এর অর্থ হল যে, যখন মুহাদ্দিসের সামনে পাঠ করা হয় এবং তুমি উপস্থিত থাকো»। এর অনুরূপ ফাতহুল মুগীস (২/১৯২), শারহুস সুয়ূতী (পৃষ্ঠা ১৬৬), এবং ফাতহুল বাকি (১/৩৭৪) গ্রন্থেও উল্লেখ আছে।

(5) আইন-এ: «আখবারানা»।

হাকিম (রাহিমাহুল্লাহ) মা'রিফাতু উলুমিল হাদিস (পৃষ্ঠা ২৬০) গ্রন্থে বলেছেন: «এবং বর্ণনা (রিওয়ায়াত)-এর ক্ষেত্রে যা আমি বেছে নিয়েছি এবং যা আমার অধিকাংশ শায়খ ও আমার যুগের ইমামগণ অনুসরণ করতেন তা হল: যখন মুহাদ্দিসের কাছ থেকে শব্দগতভাবে কিছু গ্রহণ করা হয় এবং তাঁর সাথে আর কেউ থাকে না, তখন সে বলবে: «হাদদাসানী ফুলানুন» (অমুক আমাকে বর্ণনা করেছেন)। আর যখন মুহাদ্দিসের কাছ থেকে শব্দগতভাবে অন্যদের সাথে কিছু গ্রহণ করা হয়, তখন সে বলবে: «হাদদাসানা ফুলানুন» (অমুক আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন)। আর যখন সে নিজে মুহাদ্দিসের উপর পাঠ করে, তখন সে বলবে: «আখবারানী ফুলানুন» (অমুক আমাকে সংবাদ দিয়েছেন)। আর যখন মুহাদ্দিসের সামনে কিছু পঠিত হয় যখন তিনি উপস্থিত থাকেন, তখন সে বলবে: «আখবারানা ফুলানুন» (অমুক আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন)»।

(6) ইবন আস-সালাহ (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর মুকাদ্দিমাহ (ভূমিকা) (পৃষ্ঠা ১৪৩) গ্রন্থে বলেছেন: «এবং এটি সুন্দর ও মার্জিত»।

408. وَنَحْوُهُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ رُوِيَا[1] ... وَلَيْسَ بِالْوَاجِبِ لَكِنْ رُضِيَا

409. وَالشَّكُّ فِي الْأَخْذِ أَكَانَ وَحْدَهُ[2] ... أَوْ مَعْ سِوَاهُ؟ فَاعْتِبَارُ الْوَحْدَهْ

410. مُحْتَمِلٌ، لَكِنْ رَأَى الْقَطَّانُ ... الْجَمْعَ فِيمَا أَوْهَمَ الْإِنْسَانُ

411. فِي شَيْخِهِ مَا قَالَ[3]، وَالْوَحْدَةَ[4] قَدْ ... اخْتَارَ فِي ذَا الْبَيْهَقِيُّ وَاعْتَمَدْ[5]

412. وَقَالَ أَحْمَدُ: «اتَّبِعْ لَفْظاً وَرَدَ ... لِلشَّيْخِ فِي أَدَائِهِ وَلَا تَعَدَّ»[6]

---

(1) قال عبدُ الله بن وهْبٍ رحمه الله كما في العلل الصَّغير للتِّرمذي (ص 752) -: «ما قلتُ (حدَّثنا): فهو ما سمعتُ مع النَّاس، وما قلتُ (حدَّثني): فهو ما سمعتُ وحدي، وما قلتُ (أخبرنا): فهو ما قُرِئ على العالم وأنا شاهدٌ، وما قلتُ (أخبرني): فهو ما قرأتُ على العالم». وانظر: الكفاية (ص 294)، والإلماع (ص 127).

(2) في ح، ع: «وحدهُ» بضمِّ الهاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن، س، ف.

(3) قال يحيى بن سعيد القطَّان: «وربما قال: (حدَّثني)، فأشكُّ فأقول: (قال: حدَّثنا)، فأمَّا إذا قال: (حدَّثنا) فلا أستجيزُ أن أقول: (قال: (حدَّثني)». الكفاية (ص 293).

(4) في د، س: «والوحدةُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ك، ل، م، ن، ع، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 195): «مفعولٌ مقدَّم».

(5) نقله ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 143) عن البَيْهقي.

(6) قال الإمام أحمد رحمه الله: «اتَّبِعْ لفظَ الشَّيخ في قوله: (حدَّثنا) و (حدَّثني) و (سمعتُ) و (أخبرنا)، ولا تَعَدَّه، فإذا كانتْ قراءةً بيَّنتَ القراءةَ، وكذلك العرض، ولا تغيِّر لفظَ الشَّيخ، إنَّما تريد أن تؤدِّي لفظَه كما تلفَّظ به، هو أسلمُ لك إن شاء الله تعالى». الكفاية (ص 293).

৪০৮। ইবনু ওয়াহ্ব থেকে এ রকমই বর্ণিত হয়েছে[১] ... এবং এটি ওয়াজিব নয়, তবে গ্রহণযোগ্য।

৪০৯। আর গ্রহণের (হাদীছ) ক্ষেত্রে যদি সন্দেহ হয় যে, তিনি কি একাকী ছিলেন[২] ... নাকি অন্যদের সাথে ছিলেন? তাহলে একাকী গ্রহণকে বিবেচনা করা...

৪১০। সম্ভাব্য, কিন্তু আল-কাত্তান মত দিয়েছেন ... যা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, সে ক্ষেত্রে উভয়কে একত্রিত করার।

৪১১। তার শাইখ সম্পর্কে যা তিনি বলেছেন,[৩] আর এ ক্ষেত্রে একাকী গ্রহণকে[৪] বাইহাকী পছন্দ করেছেন এবং এর উপর নির্ভর করেছেন।[৫]

৪১২। আর আহমাদ বলেছেন: «শাইখের বর্ণনায় যে শব্দ এসেছে, তাই অনুসরণ করো ... এবং তা অতিক্রম করো না।»[৬]

---

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহ্ব (রহিমাহুল্লাহ) যেমন তিরমিযীর আল-ইলাল আস-সগীর (পৃ. ৭৫২)-এ বলেছেন: «যখন আমি বলি (অর্থাৎ, হাদীছ বর্ণনার সময়): 'আমাদেরকে (হাদীছ) বর্ণনা করেছেন' (حدثنا), তখন তা হচ্ছে যা আমি অন্যদের সাথে শুনেছি। আর যখন আমি বলি: 'আমাকে (হাদীছ) বর্ণনা করেছেন' (حدثني), তখন তা হচ্ছে যা আমি একাকী শুনেছি। আর যখন আমি বলি: 'আমাদেরকে অবহিত করেছেন' (أخبرنا), তখন তা হচ্ছে যা বিদ্বানের সামনে পাঠ করা হয়েছে এবং আমি উপস্থিত ছিলাম। আর যখন আমি বলি: 'আমাকে অবহিত করেছেন' (أخبرني), তখন তা হচ্ছে যা আমি বিদ্বানের সামনে পাঠ করেছি।» দেখুন: আল-কিফায়াহ (পৃ. ২৯৪), এবং আল-ইলমা' (পৃ. ১২৭)।

(২) 'হা' (ح) ও 'আইন' (ع) পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়াহদাহু» (وحدهُ) হা-এর উপর পেশ সহকারে রয়েছে। আর প্রতিষ্ঠিত পাঠ হলো আলিফ (أ), বা (ب), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), যা (ز), ইয়া (ي), লাম (ل), মীম (م), নুন (ن), সিন (س), ফা (ف) পাণ্ডুলিপি থেকে।

(৩) ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্তান বলেছেন: «অনেক সময় তিনি (শাইখ) বলতেন: 'আমাকে বর্ণনা করেছেন' (حدثني), তখন আমার সন্দেহ হতো, তাই আমি বলতাম: 'তিনি বলেছেন: আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন' (قال: حدثنا)। কিন্তু যখন তিনি বলতেন: 'আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন' (حدثنا), তখন আমি নিজেকে অনুমতি দিতাম না যে আমি বলি: 'তিনি বলেছেন: (আমাকে বর্ণনা করেছেন)' (قال: حدثني)।» আল-কিফায়াহ (পৃ. ২৯৩)।

(৪) দাল (د) ও সিন (س) পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়াহদাতু» (الوحدةُ) রফ' (رفع) সহকারে রয়েছে। আর প্রতিষ্ঠিত পাঠ হলো আলিফ (أ), বা (ب), জীম (ج), হা (هـ), ওয়াও (و), যা (ز), ত্বা (ط), কাফ (ك), লাম (ل), মীম (م), নুন (ن), আইন (ع), ফা (ف) পাণ্ডুলিপি থেকে।

সাখাওয়ী (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল মুগীস (২/১৯৫)-এ বলেছেন: «এটি একটি অগ্রবর্তী কর্মপদ (مفعولٌ مقدَّم) ।»

(৫) ইবনুস সালাহ তার মুকাদ্দিমা (পৃ. ১৪৩)-তে বাইহাকী থেকে এটি উদ্ধৃত করেছেন।

(৬) ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: «শাইখের বক্তব্যে ব্যবহৃত শব্দ 'আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন' (حدثنا), 'আমাকে বর্ণনা করেছেন' (حدثني), 'আমি শুনেছি' (سمعتُ) এবং 'আমাদেরকে অবহিত করেছেন' (أخبرنا) অনুসরণ করো, এবং তা অতিক্রম করো না। যদি তা পাঠ করা হয়ে থাকে, তবে পাঠ করা হয়েছে বলে স্পষ্ট করবে। অনুরূপভাবে 'আরদ' (عرض, উপস্থাপনা)-এর ক্ষেত্রেও। শাইখের শব্দ পরিবর্তন করবে না। তুমি কেবল তার বলা শব্দগুলোকে যেমন তিনি উচ্চারণ করেছেন, সেভাবেই বর্ণনা করতে চাও। ইনশাআল্লাহ, এটি তোমার জন্য অধিক নিরাপদ।» আল-কিফায়াহ (পৃ. ২৯৩)।

413. وَمَنَعَ الْإِبْدَالَ فِيمَا صُنِّفَا ... الشَّيْخُ؛ لَكِنْ حَيْثُ رَاوٍ عُرِفَا

414. بِأَنَّهُ سَوَّى فَفِيهِ مَا جَرَى ... فِي النَّقْلِ[1] بِالْمَعْنَى، وَمَعْ[2] ذَا فَيَرَى

415. بِأَنَّ ذَا فِيمَا رَوَى ذُو الطَّلَبِ ... بِاللَّفْظِ لَا مَا وَضَعُوا فِي الْكُتُبِ[3]

416. وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ ... مِنْ نَاسِخٍ، فَقَالَ بِامْتِنَاعِ

---

(1) في ع: «بالنَّقل»، وفي نسخة على حاشيتها: «في النَّقل».

(2) في هـ: «ومَعَ» بفتح العين، وبه ينكسر الوزن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 195): «بالإسكان»، ومثله في فتح الباقي (1/ 377).

(3) مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 144).

413. শায়খ (প্রাজ্ঞজন) রচিত গ্রন্থাবলীতে (বর্ণনার) পরিবর্তন (ইব্দাল) নিষিদ্ধ করেছেন; কিন্তু যেখানে বর্ণনাকারী পরিচিত।

414. যে তিনি সমতা রক্ষা করেছেন; সুতরাং এতে মর্মার্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, তা-ই হবে। এর সাথে তিনি মনে করেন

415. যে এই (আলোচিত) বিষয়টি সেই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা অনুসন্ধিৎসু (শিক্ষার্থী) শাব্দিকভাবে বর্ণনা করেছে, তারা যা কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছে তাতে নয়।

416. আর তারা লিপিকার (নাসিখ) থেকে শ্রুতি বিশুদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য করেছেন; ফলে তিনি (কেউ কেউ) এটিকে অসম্ভব (অসিদ্ধ) বলেছেন।

---

(1) 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে 'নকল দ্বারা' শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত হয়েছে, এবং এর একটি টীকায় 'নকলের মধ্যে' শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত হয়েছে।

(2) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে 'এবং সাথে' শব্দটি 'আইন' বর্ণে ফাতহা (যবর) সহকারে এসেছে, যার ফলে ছন্দ ভঙ্গ হয়েছে। সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল মুগীছ (২/১৯৫) গ্রন্থে বলেছেন যে, 'আইন' বর্ণে সুকুন (যযম) হবে, এবং ফাতহুল বাকি (১/৩৭৭) গ্রন্থেও অনুরূপ আছে।

(3) মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (পৃষ্ঠা ১৪৪)।

417. الْإِسْفَرَايِينِيْ[1] مَعَ الْحَرْبِيّ[2] ... وَابْنِ[3] عَدِيّ[4]، وَعَنِ الصِّبْغِيّ[5]

418. لَا تَرْوِ تَحْدِيثاً وَإِخْبَاراً؛ قُلِ ... «حَضَرْتُ»[6]، وَالرَّازِيُّ وَهُوَ الْحَنْظَلِي[7]

---

(1) في ب: بهمزة قطع مفتوحة، وفي م، ن: «الإسفرائني» بالهمزة بدل الياء.

قال السَّمعانيُّ رحمه الله في الأنساب (1/ 223): «بكسر الألف، وسكون السِّين المُهمَلة، وفتح الفاء والرَّاء، وكسر الياء المنقوطة باثنتين من تحتها، هذه النِّسبة إلى (إسفراين)، وهي: بُلَيدةٌ بنواحي نيسابور على مُنتصَف الطَّريق من جُرجَان».

وقال الزَّبيديُّ رحمه الله في تاج العروس (35/ 191): «لا تُهمَز على الأصحِّ الأفصح».
وانظر: مفتاح السَّعيديَّة (ص 236)، وفتح المغيث (2/ 198)، وفتح الباقي (1/ 378).
والمراد: الفقيه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفرايني الشَّافعي، الأستاذ، الفقيه، الأصولي، (ت 418 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 353)، وقد حكى عنه المنع ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 145).

(2) هو: الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي، (ت 285 هـ). سير أعلام النُّبلاء (13/ 356).
قال أبو العبَّاس الفضل بن الحسين رحمه الله: «سمعتُ إبراهيمَ الحربيَّ وسألتُه، قلت: الرَّجلُ يَسمعُ وهو يكتبُ، يصحُّ سماعُه؟ قال: لا». الكفاية (ص 66).

(3) في أ، د، ن: «وابنُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، هـ، و، ز، ح، ل، م، ف.
قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 236): «هو بجرِّ (ابْنِ) عطفاً على (الحَرْبِيِّ)»، وانظر: فتح المغيث (2/ 198)، وفتح الباقي (1/ 378).

(4) قال أبو القاسم ابن عبَّاد رحمه الله: «سألتُ أبا أحمد ابن عديّ الحافظ: عن الرَّجل يَسمعُ الحديثَ، ويكتبُ في وقت سماعه، أيصحُّ سماعه؟ فقال: لا - أو كما قال -». الكفاية (ص 66).

(5) هو: أبو بكر أحمد بن إسحاق الصِّبْغي، الفقيه الشَّافعي، (ت 342 هـ). الأنساب (8/ 276)، وسير أعلام النُّبلاء (15/ 483).

(6) قال الحاكم رحمه الله: «سألتُ أبا بكرٍ ابن إسحاقَ - يعني: الصِّبْغيَّ - عمَّن يكتبُ في السَّماع، فقال: «يقولُ: (حضرتُ)، ولا يقلْ: (حدَّثنا) ولا (أخبرنا)». الكفاية (ص 66).

(7) هو: أبو حاتم الرَّازي، ونسبة الحنظَلِيّ إلى دَرْبٍ بالرَّيّ يقال له: درب حنظلة. الأنساب للسَّمعاني (4/ 285).

وقد روى عنه الخطيب في الكفاية (ص 67): «كتبتُ عند عَارِمٍ وهو يقرأ، وكتبتُ عند عَمْرو بن مرزوق وهو يقرأ».

417. ইসফারাঈনি[1] হারবীর[2] সাথে ... এবং ইবনু[3] আদিয়্য[4], আর সিবগি[5] থেকে

418. তোমরা বর্ণনা করো না যে, 'সে বর্ণনা করেছে' এবং 'সে জানিয়েছে'; বরং বলো ... «আমি উপস্থিত ছিলাম»[6]। আর রাযী, আর তিনিই হলেন হানযালী[7]

---

(1) 'বা' (ب)-তে: একটি উন্মুক্ত হামযাতুল ক্বাতি' (همزة قطع) সহকারে। আর 'মিম' (م) ও 'নূন' (ن)-তে: ইয়ার পরিবর্তে হামযা সহকারে "আল-ইসফারাইনি" (الإسفرائني)।
সাম'আনি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'বংশতালিকা' (الأنساب) গ্রন্থে (১/২২৩) বলেছেন: "আলিফে কাসরাহ (স্বরচিহ্ন), সিন-মুহমালা (অক্ষরের উপরে কোনো বিন্দু নেই) তে সুকূন (স্থির স্বর), ফা ও রা-তে ফাতহা (উঁচু স্বরচিহ্ন), এবং নিচের দিকে দুই বিন্দুযুক্ত ইয়া-তে কাসরাহ সহকারে। এই নিসবাত (উপাধি) 'ইসফারাঈন' (إسفراين)-এর প্রতি ইঙ্গিত করে, যা হলো নিশাপুরের আশেপাশে অবস্থিত একটি ছোট শহর যা গুরজানের মাঝামাঝি পথে অবস্থিত।"
যাবীদি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'নববধূর মুকুট' (تاج العروس) গ্রন্থে (৩৫/১৯১) বলেছেন: "সর্বাধিক শুদ্ধ ও স্পষ্ট উচ্চারণে এতে হামযা যোগ করা হয় না।" দেখুন: 'আস-সাইদিয়ার চাবি' (مفتاح السعيدية) (পৃষ্ঠা ২৩৬), 'আল-মুগিসের উন্মোচন' (فتح المغيث) (২/১৯৮), এবং 'আল-বাকির উন্মোচন' (فتح الباقي) (১/৩৭৮)।
উদ্দেশ্য: ফক্বীহ আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবন মুহাম্মাদ আল-ইসফারাঈনি আশ-শাফিয়ী, উস্তাদ, ফক্বীহ, উসূলী (ধর্মতত্ত্ববিদ), (মৃত্যু ৪১৮ হি.)। 'মহান ব্যক্তিত্বদের জীবনী' (سير أعلام النبلاء) (১৭/৩৫৩), এবং ইবনুস সালাহ তাঁর 'ভূমিকা' (مقدّمته) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৪৫) তাঁর থেকে (বর্ণনা লিখতে নিষেধ করার) এই নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করেছেন।
(2) তিনি হলেন: হাফিজ আবু ইসহাক ইব্রাহিম ইবন ইসহাক আল-হারবী, (মৃত্যু ২৮৫ হি.)। 'মহান ব্যক্তিত্বদের জীবনী' (سير أعلام النبلاء) (১৩/৩৫৬)।

আবুল আব্বাস আল-ফাদল ইবন আল-হুসাইন (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: "আমি ইব্রাহিম আল-হারবীর কাছে শুনেছি এবং তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমি বললাম: একজন ব্যক্তি শুনে এবং সাথে সাথে লেখে, তার শোনা কি সহীহ (বৈধ) হবে? তিনি বললেন: না।" 'পর্যাপ্ততা' (الكفاية) (পৃষ্ঠা ৬৬)।

(3) 'আলিফ' (أ), 'দাল' (د), 'নূন' (ن)-তে: "ওয়া ইবনুন" (وابنُ) রাফ' (الرفع) সহকারে। আর 'বা' (ب), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'লাম' (ل), 'মিম' (م), 'ফা' (ف)-তে যা প্রতিষ্ঠিত আছে (অর্থাৎ মূল পাঠ)।

ইবনু আম্মার আল-মালিকি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'আস-সাইদিয়ার চাবি' (مفتاح السعيدية) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৩৬) বলেছেন: "এটি 'ইবন'-এর জার (الجر) সহকারে, 'হার্বী' (الحربي)-এর উপর আতফ (عطف) হিসাবে।" দেখুন: 'আল-মুগিসের উন্মোচন' (فتح المغيث) (২/১৯৮), এবং 'আল-বাকির উন্মোচন' (فتح الباقي) (১/৩৭৮)।

(4) আবুল কাসিম ইবন আব্বাদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: "আমি হাফিজ আবু আহমদ ইবন আদিয়্যকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: যে ব্যক্তি হাদীস শোনে এবং শোনার সময়ই লেখে, তার শোনা কি সহীহ (বৈধ) হবে? তিনি বললেন: না - অথবা তিনি এমনই বলেছিলেন।" 'পর্যাপ্ততা' (الكفاية) (পৃষ্ঠা ৬৬)।

(5) তিনি হলেন: আবু বকর আহমদ ইবন ইসহাক আস-সিবগি, ফক্বীহ আশ-শাফিয়ী, (মৃত্যু ৩৪২ হি.)। 'বংশতালিকা' (الأنساب) (৮/২৭৬), এবং 'মহান ব্যক্তিত্বদের জীবনী' (سير أعلام النبلاء) (১৫/৪৮৩)।

(6) হাকিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: "আমি আবু বকর ইবন ইসহাককে - অর্থাৎ আস-সিবগিকে - জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, শ্রবণকালে যে লেখে তার ব্যাপারে। তিনি বললেন: 'সে বলবে: (আমি উপস্থিত ছিলাম), আর সে যেন না বলে: (তিনি আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন) এবং (তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন)।'" 'পর্যাপ্ততা' (الكفاية) (পৃষ্ঠা ৬৬)।

(7) তিনি হলেন: আবু হাতেম আর-রাযী। আর আল-হানযালীর নিসবাত (উপাধি) রায়্য (الري)-এর একটি গলিকে কেন্দ্র করে, যাকে দারব হানযালা (درب حنظلة) বলা হয়। সাম'আনীর 'বংশতালিকা' (الأنساب) (৪/২৮৫)।

আর আল-খাতিব তাঁর 'পর্যাপ্ততা' (الكفاية) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৬৭) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন: "আমি আরিম (عارم)-এর কাছে লিখেছি যখন তিনি পড়ছিলেন, এবং আমি আমর ইবন মারযূক (عمرو بن مرزوق)-এর কাছে লিখেছি যখন তিনি পড়ছিলেন।"

(ص: 201)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

419. وَابْنُ الْمُبَارَكِ[1]: كِلَاهُمَا كَتَبْ ... وَجَوَّزَ الْحَمَّالُ[2]، وَالشَّيْخُ ذَهَبْ

420. بِأَنَّ خَيْراً مِنْهُ أَنْ يُفَصَّلَا ... فَحَيْثُ فَهْمٌ: صَحَّ، أَوْ لَا بَطَلَا[3]

421. كَمَا جَرَى لِلدَّارَقُطْنِيْ حَيْثُ عَدَّ ... إِمْلَاءَ إِسْمَاعِيلَ[4] عَدّاً وَسَرَدْ[5]

---

(1) قال علي بن المَدِينيّ رحمه الله: «كنَّا عند جريرٍ، فجعلنا نتشدَّد في شيءٍ من السَّماع، فقال: أنتم أفقه من ابن المبارك؟ لقد كنتُ أقرأ عليه وما ينظر في الكتاب، وهو ينسخ شيئاً آخر!». الكفاية (ص 67).

(2) هو: موسى بن هارون الحمَّال.

قال أبو القاسم بن بُكَير: «وسألتُه - يعني: موسى بن هارون - عن الرَّجلِ يكتب في المجلس والمحدِّث يقرأ؛ قال: جائزٌ». الكفاية (ص 67).

(3) مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 145).

(4) هو: أبو علي إسماعيل بن محمد الصفَّار، المُلَحيُّ، (ت 341 هـ). سير أعلام النُّبلاء (15/ 440).

(5) روى الخطيب في تاريخ بغداد (13/ 489): أنَّ الدَّارقطنيَّ حضر في حداثته مجلسَ إسماعيل الصَّفَّار، فجَلَسَ ينسخ جزءاً كان معه، وإسماعيلُ يُملِي، فقال له بعضُ الحاضرين: لا يَصِحُّ سماعُكَ وأنت تنسخ، فقال له الدَّارقطنيُّ: فهمي للإملاء خلاف

فهمك، ثمَّ قال: تحفظُ كم أملَى الشَّيخُ من حديثٍ إلى الآن؟ فقال: لا، فقال الدَّارقطنيّ: أملَى ثمانية عشر حديثاً، فعُدَّتِ الأحاديث، فوُجِدت كما قال، ثمَّ قال أبو الحسن: الحديث الأول منها عن فلان عن فلان ومتنُه كذا، والحديثُ الثَّاني عن فلان عن فلان ومتنُه كذا، ولم يزل يَذكُر أسانيدَ الأحاديثِ ومتونها على ترتيبِها في الإملاء حتَّى أتى على آخرِها، فتعجَّب النَّاس منه.

419. আর ইবনুল মুবারক[1]: উভয়ই লিখতেন ... এবং হাম্মাল[2] জায়েয (বৈধ) বলেছেন, আর শাইখ মত পোষণ করেছেন

420. যে, তার চেয়ে উত্তম হলো বিস্তারিত করা ... সুতরাং, যেখানে উপলব্ধি (বোধগম্যতা) থাকে: সেখানে (শোনা) সঠিক, অন্যথায় বাতিল (অসিদ্ধ)[3]

421. যেমনটি দারাকুতনীর ক্ষেত্রে ঘটেছিল, যখন তিনি গণনা করেছিলেন ... ইসমাইলের[4] শ্রুতিলিপি সংখ্যায় ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করে[5]

---

(1) আলী ইবনুল মাদীনী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: «আমরা জারীরের কাছে ছিলাম, তখন আমরা শ্রবণের (হাদীস শোনার) বিষয়ে কঠোরতা দেখাচ্ছিলাম। তিনি বললেন: তোমরা কি ইবনুল মুবারকের চেয়ে বেশি ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ)? তিনি যখন আমার কাছে পড়তেন, তখন কিতাবের দিকে তাকাতেন না, আর তিনি অন্য কিছু অনুলিপি করছিলেন!». আল-কিফায়াহ (পৃ. ৬৭)।

(2) তিনি হলেন: মূসা ইবন হারুন আল-হাম্মাল।

আবুল কাসিম ইবন বুকাইর বলেছেন: «আমি তাকে – অর্থাৎ মূসা ইবন হারুনকে – এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে মজলিসে (সভাসদনে) লিখে, আর মুহাদ্দিস পড়ে; তিনি বললেন: জায়েয (বৈধ) আছে।» আল-কিফায়াহ (পৃ. ৬৭)।

(3) মুকাদ্দিমাতু ইবনিল সালাহ (পৃ. ১৪৫)।

(4) তিনি হলেন: আবু আলী ইসমাইল ইবন মুহাম্মাদ আস-সাফফার, আল-মুলাহী, (মৃত্যু ৩৪১ হি.)। সিয়ারু আ'লামিন নুবালার (১৫/ ৪৪০)।

(5) খতীব তারিখে বাগদাদ গ্রন্থে (১৩/ ৪৮৯) বর্ণনা করেছেন: যে, দারাকুতনী তার যৌবনে ইসমাইল আস-সাফফারের মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তখন তিনি তার সাথে থাকা একটি জুয (পুস্তক অংশ) অনুলিপি করতে বসেছিলেন, আর ইসমাইল শ্রুতিলিপি দিচ্ছিলেন, তখন উপস্থিতিদের মধ্যে একজন তাকে বললেন: «তোমার শোনা সঠিক হবে না যখন তুমি অনুলিপি করছ», তখন দারাকুতনী তাকে বললেন: «শ্রুতিলিপির প্রতি আমার উপলব্ধি আপনার উপলব্ধির চেয়ে ভিন্ন», তারপর তিনি বললেন: «আপনি কি মনে রাখতে পেরেছেন যে শাইখ এখন পর্যন্ত কতগুলো হাদীস শ্রুতিলিপি দিয়েছেন?» তিনি বললেন: «না», তখন দারাকুতনী বললেন: «তিনি আঠারোটি হাদীস শ্রুতিলিপি দিয়েছেন», তখন হাদীসগুলো গণনা করা হলো, আর যেমন তিনি বলেছিলেন, তেমনই পাওয়া গেল, তারপর আবুল হাসান বললেন: «তার মধ্যে প্রথম হাদীসটি অমুক থেকে, অমুক থেকে, এবং তার মূলপাঠ (মাতন) এই রকম, আর দ্বিতীয় হাদীসটি অমুক থেকে, অমুক থেকে, এবং তার মূলপাঠ (মাতন) এই রকম,» এবং তিনি শ্রুতিলিপিতে তাদের ক্রম অনুসারে হাদীসগুলোর সনদ (আখ্যান সূত্র) ও মূলপাঠ (মাতন) উল্লেখ করতে থাকলেন যতক্ষণ না তিনি শেষটি পর্যন্ত পৌঁছালেন, ফলে লোকেরা তার প্রতি বিস্মিত হলো।

(ص: 202)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

422. وَذَاكَ يَجْرِي فِي الْكَلَامِ، أَوْ إِذَا ... هَيْنَمَ[1] حَتَّى خَفِيَ الْبَعْضُ، كَذَا

423. إِنْ بَعُدَ السَّامِعُ، ثُمَّ[2] يُحْتَمَلْ ... فِي الظَّاهِرِ الْكَلِمَتَانِ أَوْ أَقَلّْ

424. وَيَنْبَغِي لِلشَّيْخِ أَنْ يُجِيزَ مَعْ ... إِسْمَاعِهِ جَبْراً لِنَقْصٍ إِنْ[3] يَقَعْ[4]

425. قَالَ ابْنُ عَتَّابٍ: وَلَا غِنَى[5] عَنْ ... إِجَازَةٍ مَعَ السَّمَاعِ تُقْرَنْ[6]

426. وَسُئِلَ ابْنُ حَنْبَلٍ إِنْ حَرْفَا ... أَدْغَمَهُ؟ فَقَالَ: أَرْجُو يُعْفَى[7]

(1) «هَيْنَمَ»: أي أخفى صوته. الصّحاح (5/ 2062).

(2) في ك: «لم» بدل: «ثُمَّ»، وهو تصحيف.

(3) في و، ز: «ان» بهمزة الوصل.

(4) في أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ونسخة على حاشية ع: «وقع»، وفي نسخة على حاشية ي: «يقع». قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 381): «(جَبُراً لِنَقْصٍ إِنْ وَقَعْ) وفي نسخةٍ: (يَقَعْ) «، وهي بالياء في فتح المغيث للسَّخاوي (2/ 206)، وشرح العيني (ص 190).

(5) في و: «غناء» بالهمز، وفي م، ن: «غنىً» بالفتح المنوَّن، والضَّبط المثبت من أ، ب، ج، د، ح، ك، ل، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 207): «بالقصر للمناسبة».

(6) في ح، ونسخة على حاشية ع: «تُقْترن». قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 381): «وفي نسخة: (تقترن)».

و «ابن عتَّابٍ»: هو: أبو عبد الله محمَّد بن عتَّاب بن محسن الجُذامي القُرطُبي، (ت 462 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 328).

وانظر قوله في الإلماع (ص 92).

(7) انظر: سيرة الإمام أحمد لابنه صالح (ص 34)، والكفاية (ص 68، 69).

422. এবং তা কথায় (বাক্যে) প্রযোজ্য হয়, অথবা যখন ... সে নিচুস্বরে কথা বললো[1] এমনকি কিছু অংশ গোপন হয়ে গেল, এই রকম।

423. যদি শ্রোতা দূরে থাকে, অতঃপর সম্ভবত ... বাহ্যিকভাবে দুটি শব্দ বা তার কম।

424. এবং শাইখের উচিত তার শোনানোর সাথে অনুমোদন দেওয়া ... কোনো ত্রুটি পূরণ করার জন্য যদি তা ঘটে[4]।

425. ইবন আত্তাব বলেছেন: এবং তা থেকে মুখ ফিরানোর উপায় নেই ... শোনার সাথে অনুমতি যা যুক্ত হয়[6]।

426. এবং ইবন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করা হলো: যদি সে কোনো অক্ষরকে ... বিলীন করে দেয় (ইদগাম করে)? তখন তিনি বললেন: আমি আশা করি, ক্ষমা করা হবে[7]।

(1) «هَيْنَمَ» (হাইনামা): অর্থাৎ সে তার আওয়াজ নিচু করলো (বা গোপন করলো)। আস-সিহাহ (৫/ ২০৬২)।

(2) 'কাফ' পাণ্ডুলিপিতে «ثُمَّ» (সুম্মা) এর পরিবর্তে «لم» (লাম) আছে, যা ভুল।

(3) 'ওয়াও' ও 'যা' পাণ্ডুলিপিতে সিয়ুল হামযা (وصل همزا) সহ «ان» (ইন) আছে।

(4) 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'ইয়া' পাণ্ডুলিপিতে এবং 'আইন' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে একটি কপিতে «وقع» (ওয়াকা'আ) আছে, আর 'ইয়া' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে একটি কপিতে «يقع» (ইয়াকা'আ) আছে। যাকারিয়া আল-আনসারি (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) ফাতহুল বাকি (১/৩৮১) গ্রন্থে বলেছেন: "(কোনো ত্রুটি পূরণ করার জন্য, যদি তা ঘটে - جَبْراً لِنَقْصٍ إِنْ وَقَعْ) এবং একটি কপিতে আছে: (يَقَعْ)", আর সাখাভির ফাতহুল মুগিছ (২/২০৬) এবং আইনির শারহ (পৃ. ১৯০) গ্রন্থে এটি ইয়া (ي) সহকারে রয়েছে।

(5) 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে হামযা সহ «غناء» (গিনাআ) আছে, এবং 'মিম' ও 'নুন' পাণ্ডুলিপিতে ফাতহা ও তানবীন সহ «غنىً» (গিনান) আছে। আর যা এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'কাফ', 'লাম' ও 'ফা' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া। সাখাভি (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) ফাতহুল মুগিছ (২/২০৭) গ্রন্থে বলেছেন: "উপযোগিতার জন্য কাসর (হ্রস্ব) সহকারে।"

(6) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে এবং 'আইন' পাণ্ডুলিপির মার্জিনে একটি কপিতে «تُقْترن» (তুকতারান) আছে। যাকারিয়া আল-আনসারি (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) ফাতহুল বাকি (১/৩৮১) গ্রন্থে বলেছেন: "এবং একটি কপিতে আছে: (تُقْترن)।" এবং «ইবন আত্তাব»: তিনি হলেন: আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আত্তাব ইবন মুহসিন আল-জুযামি আল-কুরতুবি, (মৃত্যু ৪৬২ হি.)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৮/৩২৮)। তাঁর বক্তব্য দেখতে হলে আল-ইলমা' (পৃ. ৯২) দেখুন।

(7) দেখুন: তার পুত্র সালিহ রচিত ইমাম আহমদের জীবনী (পৃ. ৩৪) এবং আল-কিফায়া (পৃ. ৬৮, ৬৯)।

427. لَكِنْ أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ مَنَعْ ... فِي الْحَرْفِ يَسْتَفْهِمُهُ فَلَا يَسَعْ

428. إِلَّا بِأَنْ يَرْوِيَ تِلْكَ الشَّارِدَهْ ... عَنْ مُفْهِمٍ[1]، وَنَحْوُهُ عَنْ زَائِدَهْ[2]

429. وَخَلَفُ بْنُ سَالِمٍ[3] قَدْ قَالَ: «نَا» ... إِذْ فَاتَهُ «حَدَّثَ» مِنْ[4] «حَدَّثَنَا»

430. مِنْ قَوْلِ سُفْيَانَ[5]، وَسُفْيَانُ اكْتَفَى ... بِلَفْظِ مُسْتَمْلٍ عَنِ[6] الْمُمْلِي اقْتَفَى[7]

---

(1) انظر: الكفاية (ص 73).

(2) هو: زائدة بن قدامة الثَّقَفيُّ، أبو الصَّلت الكوفيُّ، ثقةٌ، ثبتٌ، صاحب سنَّةٍ. (ت 160 هـ). تقريب التَّهذيب (1982).

وانظر قوله في المحدث الفاصل (ص 385)، والكفاية (ص 70).

(3) هو: خلَف بن سالم المُخرِّمي، أبو محمَّد، المُهلَّبي مولاهم، السِّندي، ثقةٌ حافظٌ، عابوا عليه التَّشيُّع ودخوله في شيء من أمر القاضي. (ت 231 هـ). تقريب التَّهذيب (1732).

(4) في و: «من» بكسر الميم وفتحها معاً، والمثبت من ج، د، هـ، ح، ك، ل، ع، ف، وفي أ، ونسخ على حواشي ج، ط، ي: «إِذْ فَاتَهُ لزحمةٍ (حَدَّثَنَا)».

(5) هو: سفيان بن عُيينَة.

قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 69): «بلغني عن خلف بن سالم المُخَرِّمي قال: سمعتُ ابنَ عيينةَ يقول: نا عمرو بن دينار - يريد: حدثنا عمرو بن دينار -، فإذا قيل له: قل: حدَّثنا عمرو؛ قال: لا أقولُ؛ لأنِّي لم أسمع مِن قولِه حدَّثنا ثلاثةَ أحرف لكثرةِ الزِّحامِ؛ وهي (ح د ث)».

(6) في ع: «على» بدل: «عَنِ».

(7) في حاشية أ: «غُيِّر هذا البيت والذي قبله في ثاني ذي القعدة سنة ثلاث وستّين وسبع مئة».

قال مجاهد بن موسى رحمه الله: «سمعتُ ابنَ عُيَيْنة - وقال له أبو مسلم المُستملي: إنَّ النَّاسَ كثيرٌ لا يسمعون - قال: تَسمعُ أنت؟ قال: نعم، قال: فأَسمِعهم». الكفاية (ص 72).

427. তবে আবু নু'আইম আল-ফাদল তা (সংক্ষিপ্তকরণ) নিষিদ্ধ করেছেন... (যখন) তিনি (বর্ণনার) অক্ষরের পূর্ণতা জিজ্ঞাসা করেন, তখন (সংক্ষিপ্ত) বর্ণনা যথেষ্ট নয়।

428. একমাত্র তখনই সেই বিরল বর্ণনা করা যাবে যখন তা কোনো স্পষ্টভাষী (মুফহিম) ব্যক্তি থেকে বর্ণিত হয়; যায়িদা (২) থেকেও অনুরূপ (কথা বর্ণিত আছে)।

429. এবং খালাফ ইবনে সালিম (৩) 'না' (حدثنا-এর সংক্ষিপ্ত রূপ) বলেছেন... কারণ 'হাদদাসানা' (حدثنا) শব্দটির 'হাদদাসা' (حدث) অংশটি তার কাছে (শোনার ক্ষেত্রে) অনুপস্থিত ছিল।

430. এটি সুফিয়ান (৫)-এর উক্তি থেকে (গৃহীত)। এবং সুফিয়ান, (মূল) বর্ণনাকারী (মুমলি)-এর কথার পরিবর্তে শ্রুতিলিখক (মুস্তামলি)-এর কথাকে যথেষ্ট মনে করতেন; তিনি তা অনুসরণ করতেন।

---

(1) দেখুন: আল-কিফায়াহ (الكفاية) (পৃ. ৭৩)।

(2) তিনি হলেন: যায়িদা ইবনে কুদামা আল-সাকাফী (الثَّقَفيُّ), আবু আস-সালত আল-কুফী (الكوفيُّ)। তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), সুদৃঢ় (সাবিত), সুন্নাহর অনুসারী। (মৃত্যু ১৬০ হিজরি)। তাকরীব আত-তাহযীব (تقريب التَّهذيب) (১৯৮২)।
এবং আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল (المحدث الفاصل) (পৃ. ৩৮৫) ও আল-কিফায়াহ (الكفاية) (পৃ. ৭০) গ্রন্থে তার উক্তি দেখুন।

(3) তিনি হলেন: খালাফ ইবনে সালিম আল-মুখাররিমি (المُخرِّمي), আবু মুহাম্মদ, তাদের মাওলা আল-মুহাল্লাবি (المُهلَّبي), আল-সিন্দি (السِّندي)। তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) ও হাফিয (حافظ)। তার শিয়া মতবাদের প্রতি ঝোঁক এবং বিচারকের কিছু বিষয়ে তার হস্তক্ষেপের জন্য তার

সমালোচনা করা হয়েছে। (মৃত্যু ২৩১ হিজরি)। তাকরীব আত-তাহযীব (تقريب التَّهذيب) (১৭৩২)।

(4) 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপিতে: 'মিন' (من), মিম-এর নিচে কাসরা এবং উপরে ফাতহা উভয়রূপেই বিদ্যমান। এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা 'জীম', 'দাল', 'হা', 'হা', 'কাফ', 'লাম', 'আইন', 'ফা' (ج، د، هـ، ح، ك، ل، ع، ف) প্রতিলিপি থেকে। এবং 'আলিফ' (أ) প্রতিলিপিতে এবং 'জীম', 'ত্বা', 'ইয়া' (ج، ط، ي) প্রতিলিপির পার্শ্বটীকায় (হাসিয়া) রয়েছে: "কারণ ভিড়ের কারণে তার থেকে 'হাদদাসানা' (حَدَّثَنَا) ছুটে গিয়েছিল।"

(5) তিনি হলেন: সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (سفيان بن عُيينَة)।

খতীব (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) আল-কিফায়াহ (الكفاية) (পৃ. ৬৯) গ্রন্থে বলেছেন: "আমার কাছে খালাফ ইবনে সালিম আল-মুখাররিমি (المُخَرِّمِي) থেকে এই খবর পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন: আমি ইবনে উয়াইনাকে বলতে শুনেছি: 'না' (نا) আমর ইবনে দিনার – এর অর্থ 'হাদদাসানা আমর ইবনে দিনার' (حدثنا عمرو بن دينار - আমর ইবনে দিনার আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন)। যখন তাকে বলা হলো: 'বলুন: হাদদাসানা আমর (حدَّثنا عمرو)', তখন তিনি বললেন: 'আমি বলব না, কারণ ভিড়ের কারণে আমি তার (অর্থাৎ আমর ইবনে দিনারের) 'হাদদাসানা' (حدَّثنا) শব্দটির তিনটি বর্ণ (হা, দাল, সা - ح د ث) শুনতে পাইনি।"

(6) 'আইন' (ع) প্রতিলিপিতে 'আন' (عن)-এর পরিবর্তে 'আলা' (على) রয়েছে।

(7) 'আলিফ' (أ) প্রতিলিপির পার্শ্বটীকায় (হাসিয়া) উল্লেখ আছে: "এই শ্লোক এবং এর পূর্ববর্তী শ্লোকটি ৭৬৩ হিজরির যুল-কাদা (ذي القعدة) মাসের দ্বিতীয় তারিখে পরিবর্তন করা হয়েছে।"

মুজাহিদ ইবনে মুসা (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) বলেছেন: "আমি ইবনে উয়াইনাকে বলতে শুনেছি – আবু মুসলিম আল-মুস্তামলি (المُستملي) তাকে বললেন: 'অনেক লোক শুনতে পাচ্ছে না' – তখন তিনি (ইবনে উয়াইনা) বললেন: 'তুমি কি শুনছ?' সে বলল: 'হ্যাঁ'। তিনি বললেন: 'তাহলে তুমি তাদের শোনাও'।" আল-কিফায়াহ (الكفاية) (পৃ. ৭২)।

431. كَذَاكَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ أَفْتَى ... اسْتَفْهِمِ الَّذِي يَلِيكَ[1]، حَتَّى

432. رَوَوْا عَنِ الْأَعْمَشِ: «كُنَّا نَقْعُدُ ... لِلنَّخَعِي، فَرُبَّمَا قَدْ يَبْعُدُ[2]

433. الْبَعْضُ لَا يَسْمَعُهُ فَيَسْأَلُ ... الْبَعْضَ عَنْهُ، ثُمَّ كُلٌّ يَنْقُلُ»[3]

434. وَكُلُّ ذَا تَسَاهُلٌ، وَقَوْلُهُمْ: ... «يَكْفِي مِنَ الْحَدِيثِ شَمُّهُ»[4]، فَهُمْ

435. عَنَوْا إِذَا أَوَّلَ[5] شَيْءٍ سُئِلَا ... عَرَفَهُ، وَمَا عَنَوْا تَسَهُّلَا[6]

---

(1) قال عبد الرَّحمن بن مهديّ: «كنَّا عند حمادِ بن زيدٍ فسأله رجلٌ فقال: يا أبا إسماعيل كيف قلتَ؟ فقال: استفهِم مَن يَلِيك». الكفاية (ص 71).

(2) في ي: «تبعد» بالتَّاء، ولم ينقط الحرف الأول في ج، ع.

(3) في د: «نقعدُ» و «يَنْقُلُ» بالسكون آخر الكلمتين، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ح، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

وقد روى الخطيب في الكفاية (ص 72) بإسناده إلى الأعمش قال: «كنَّا نجلِسُ إلى إبراهيمَ فتَتَّسِعُ الحلقة، فربَّما يُحدِّث بالحديث فلا يَسمَعُه من تَنحَّى عنه، فيسألُ بعضُهم بعضاً عمَّا قال، ثم يروُونه عنه وما سَمِعوه منه».

(4) وهو قول عبد الرَّحمن بن مهديّ، رواه ابن عديّ في الكامل (1/ 201).

(5) في و، ز، ي، ك، ل، ع، ف: «أوَّلُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، م، ن، س.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 65): «مرفوع بفعلٍ محذوفٍ يدلُّ عليه الشرطُ الذي هو (سُئلَ)، أي: إذا ذُكرَ له أوَّلُ شيءٍ مِن الحديثِ على جهةِ السؤالِ عنه عرفَ الحديثَ كلَّه، ويجوزُ أن يكونَ منصوباً بنزعِ الخافضِ؛ أي: إذا سُئل عَن أوَّلِ شيءٍ مِن الحديثِ عرفَ الحديثَ».

(6) في نسخة على حاشية ط: «تساهلاً».

قال حمزة بن محمَّد الحافظ رحمه الله يفسر كلام عبد الرحمن بن مهدي -: «يعني: إذا سُئِل عن أوَّل شيءٍ عَرَفَه، وليس يعني التَّسهُّل في السَّماع». مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 149).

والمراد بقوله: «أَوَّلَ شَيْءٍ» طرف الحديث، فاكتفى بطرفه عن ذكر باقيه. انظر: فتح المغيث (2/ 213)، وفتح الباقي (1/ 385).

431. হাম্মাদ ইবনে যায়েদও এমনই ফতোয়া দিয়েছেন: তোমার পাশের জনকে জিজ্ঞাসা করো[1], এমনকি

432. তারা আল-আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন: "আমরা ইবরাহীম আন-নাখাঈ এর কাছে বসতাম, ফলে কখনো (তাঁর কথা) দূরে চলে যেত"[2]

433. "কেউ কেউ তা শুনতে পেতো না, ফলে তারা অন্যদেরকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো, তারপর সবাই তা বর্ণনা করতো।"[3]

434. আর এই সবই হলো শিথিলতা। আর তাদের উক্তি: "হাদীসের গন্ধই যথেষ্ট,"[4] তাই তারা

435. যখন তাকে প্রথম কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হতো, তখন সে তা চিনতে পারতো, এবং তারা শিথিলতা বোঝাননি।[6]

---

(1) আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেছেন: "আমরা হাম্মাদ ইবনে যায়েদের কাছে ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করলো: হে আবু ইসমাঈল, আপনি কী বলেছিলেন? তিনি বললেন: তোমার পাশের জনকে জিজ্ঞাসা করো।" আল-কিফায়াহ (পৃষ্ঠা ৭১)।

(2) 'ইয়া' সংস্করণে 'তাব'আদ' (تبعد) 'তা' (ت) দিয়ে লেখা আছে। আর 'জিম' ও 'আইন' সংস্করণে প্রথম অক্ষর ফোঁটাছাড়া।

(3) 'দাল' সংস্করণে 'নাক'আদ' (نقعدْ) এবং 'ইয়ানকুল' (يَنْقُلُ) শব্দ দুটির শেষে সুকুন রয়েছে, এবং 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'কাফ', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সিন', 'আইন', 'ফা' সংস্করণ থেকে যা গৃহীত হয়েছে।

আর খতীব তাঁর 'আল-কিফায়াহ' (পৃষ্ঠা ৭২) গ্রন্থে তাঁর নিজস্ব সনদে আল-আ'মাশ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমরা ইবরাহীমের কাছে বসতাম, আর মজলিস বড় হয়ে যেতো।

ফলে কখনো তিনি হাদীস বলতেন কিন্তু যারা দূরে থাকতো তারা তা শুনতে পেতো না, তখন তারা একে অপরের কাছে জিজ্ঞাসা করতো তিনি কী বলেছেন, তারপর তারা তার থেকে তা বর্ণনা করতো যদিও তারা তা সরাসরি শোনেনি।"

(4) এটি আব্দুর রহমান ইবনে মাহদীর উক্তি, যা ইবনে আদী 'আল-কামিল' (১/২০১) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(5) 'ওয়াও', 'যা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'আইন', 'ফা' সংস্করণে 'আউয়ালু' (أَوَّلُ) রফ' (رفع) সহকারে এসেছে। আর 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'মিম', 'নুন', 'সিন' সংস্করণ থেকে যা গৃহীত হয়েছে। আল-বিক্বাঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (২/৬৫) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি একটি বিলুপ্ত ক্রিয়াপদ দ্বারা রফ' (رفع) হয়েছে, যা শর্ত (سُئِلَ) দ্বারা নির্দেশিত। অর্থাৎ, যখন তাকে হাদীসের কোনো কিছু প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে পুরো হাদীসটি চিনতে পারে। আবার, জার-এর হরফ (حرف جر) বাদ দিয়ে এটি মানসূব (نصب)ও হতে পারে। অর্থাৎ, যখন তাকে হাদীসের প্রথম অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে হাদীসটি চিনতে পারে।"

(6) 'তা' (ط) সংস্করণের টীকায় 'তাসাহুলান' (تساهلاً) এসেছে।

হামযা ইবনে মুহাম্মাদ আল-হাফিজ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আব্দুর রহমান ইবনে মাহদীর উক্তি ব্যাখ্যা করে বলেছেন: "অর্থাৎ: যখন তাকে কোনো কিছু প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হয়, তখন সে তা চিনতে পারে, এর দ্বারা শ্রবণে শিথিলতা বোঝানো হয়নি।" মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (পৃষ্ঠা ১৪৯)।

আর তাঁর উক্তি "প্রথম কোনো কিছু" (أَوَّلَ شَيْءٍ) দ্বারা হাদীসের প্রান্ত (প্রথম অংশ) বোঝানো হয়েছে, তাই এর প্রান্ত উল্লেখ করে বাকি অংশ থেকে বিরত থাকা হয়েছে। দেখুন: ফাতহুল মুগীছ (২/২১৩) এবং ফাতহুল বাকী (১/৩৮৫)।

436. وَإِنْ يُحَدِّثْ مَنْ[1] وَرَاءَ[2] سِتْرِ ... عَرَفْتَهُ[3] بِصَوْتٍ اوْ[4] ذِي خُبْرِ

437. صَحَّ، وَعَنْ شُعْبَةَ: لَا تَرْوِ[5]، لَنَا: ... «إِنَّ بِلَالاً»[6]، وَحَدِيثُ أُمِّنَا[7]

(1) في ع: «مَا» بدل: «مَنْ»، وفي أ، د، ح، ن: «مِنْ» بكسر الميم، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ط، ي، ك، ل، م، ف.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 66): «(من): جارَّةٌ، ويجوزُ أن تُفتَحَ ميمُها فتكونَ نكرةً موصوفةً، فـ (عرفتَهُ): أيضاً صفتُها، أو تكون موصولةً فـ (عرفتَهُ): حالٌ».

وقد ورد في حاشية نسخة من شرح النَّاظم (لاله لي 23): «سُمِعَ من المؤلِّف بفتحِ ميم (مَن) ونَصبِ (وراءَ)».

(2) في د، ن، س: «وراءِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، هـ، و، ز، ط، ك، ل، م.

(3) في أ، و: «عرَّفته» بتشديد الرَّاء، والمثبت من ج، د، ز، ح، ل، م، ن.

(4) في هـ، ع: «أَو» بهمزة القطع، وبه ينكسر الوزن.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 385): «بالدَّرج».

(5) روى الرَّامهرمزيُّ في المُحدِّث الفاصل (ص 599) عن شعبة أنَّه قال: «إذا سمعتَ من المُحدِّث، ولم ترَ وجهَه فلا ترْوِ عنه». ونحوه عند ابن عديّ في الكامل (1/ 117)، وزاد: «لعلَّه شيطانٌ قد يتصوَّر في صورته يقول: حدَّثنا وأخبرنا».

(6) يريد النَّاظم رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إِنَّ بِلَالاً يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ». أخرجه البخاريُّ (617) واللَّفظ له، ومسلمٌ (1092).

(7) أي: حديث أمِّ المؤمنين عائشة وغيرِها من أمَّهات المؤمنين رضي الله عنهن. انظر: شرح النَّاظم (1/ 415).

৪৩৬. আর যদি পর্দার আড়াল থেকে কেউ[1] বর্ণনা করে[2]... তবে তুমি তাকে কণ্ঠস্বরে অথবা অভিজ্ঞ ব্যক্তির মাধ্যমে চিনতে[3] পারবে[4]।

৪৩৭. তা সহীহ (সঠিক)। আর শু'বা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত: 'বর্ণনা করো না'[5]। আমাদের পক্ষে (প্রমাণ হলো): 'নিশ্চয়ই বিলাল'[6] (এর হাদীস), এবং আমাদের আম্মাজান (উম্মুল মু'মিনীন)-এর হাদীস[7]।

---

(1) 'আইন' লিপিতে 'মা' (مَ) রয়েছে 'মান' (مَنْ)-এর পরিবর্তে। আর 'আলিফ', 'দাল', 'হা', 'নুন' লিপিতে মিম বর্ণের জের (কাসরা) সহকারে 'মিন' (مِنْ) রয়েছে। যা এখানে স্থির করা হয়েছে তা 'জিম', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'ত্বা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'মিম', 'ফা' থেকে নেওয়া হয়েছে। বিক্বাঈ (রহিমাহুল্লাহ) আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (২/৬৬) গ্রন্থে বলেন: ''মান' (مَنْ) একটি অব্যয় পদ (জাররাহ)। এর মিম বর্ণটি খোলাও (ফাতহা দেওয়াও) জায়েজ, সেক্ষেত্রে এটি অনির্দিষ্ট বিশেষ্য হবে যার গুণবাচক শব্দ হলো 'আরাফতাহু' (عرفتَهُ)। অথবা এটি একটি সম্বন্ধবাচক বিশেষ্য হতে পারে, সেক্ষেত্রে 'আরাফতাহু' (عرفتُهُ) একটি অবস্থা (হাল)।''
নাজিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (লালা লি ২৩)-এর একটি টীকায় উল্লেখ রয়েছে: ''গ্রন্থকারের কাছ থেকে 'মান' (مَنْ)-এর মিম খোলা এবং 'ওয়ারাআ' (وَرَاءَ)-এর উপর নসব (ফাতহা) অবস্থায় শোনা গেছে।''
(2) 'দাল', 'নুন', 'সিন' লিপিতে 'ওয়ারাঈ' (وراءِ) জের (কাসরা) সহকারে রয়েছে। আর যা এখানে স্থির করা হয়েছে তা 'আলিফ', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'ত্বা', 'কাফ', 'লাম', 'মিম' থেকে নেওয়া হয়েছে।
(3) 'আলিফ' এবং 'ওয়াও' লিপিতে 'আরাফতাহু' (عرَّفته) রা (ر) বর্ণের তাশদীদ (ـّـ) সহকারে রয়েছে। আর যা এখানে স্থির করা হয়েছে তা 'জিম', 'দাল', 'যা', 'হা', 'লাম', 'মিম', 'নুন' থেকে নেওয়া হয়েছে।
(4) 'হা' এবং 'আইন' লিপিতে 'আও' (أَو) হামজাতুল ক্বাত' সহকারে রয়েছে, যা দিয়ে পংক্তির ছন্দ ভঙ্গ হয়।
যাকারিয়া আল-আনসারী (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল বাকি (১/৩৮৫) গ্রন্থে বলেন: ''বিরতিহীনভাবে।''
(5) রামাহুরমুযী আল-মুহাদ্দিস আল-ফাসিল (পৃষ্ঠা ৫৯৯) গ্রন্থে শু'বা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন: ''যদি তুমি কোনো মুহাদ্দিস (হাদীস বর্ণনাকারী)-এর কাছ থেকে (হাদীস) শোনো, কিন্তু তার চেহারা না দেখো, তবে তার থেকে বর্ণনা করো না।'' এর অনুরূপ ইবনু

আদী আল-কামিল (১/১১৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং অতিরিক্ত বলেছেন: "হয়তো সে শয়তান, যে তার রূপে এসে বলে: 'তিনি আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং খবর দিয়েছেন'।"

(6) নাজিম (রহিমাহুল্লাহ) ইবনু উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সেই হাদীসটি বোঝাতে চেয়েছেন: "নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: 'নিশ্চয়ই বিলাল রাতে আযান দেয়, সুতরাং তোমরা খাও ও পান করো যতক্ষণ না ইবনু উম্মি মাকতুম আযান দেয়।' এরপর তিনি বললেন: 'আর তিনি ছিলেন একজন অন্ধ ব্যক্তি, তিনি আযান দিতেন না যতক্ষণ না তাকে বলা হতো: 'সকাল হয়েছে, সকাল হয়েছে।''' এটি বুখারী (৬১৭) বর্ণনা করেছেন এবং শব্দচয়ন তাঁরই, এবং মুসলিমও (১০৯২) বর্ণনা করেছেন।

(7) অর্থাৎ: উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এবং অন্যান্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না)-এর হাদীস। দেখুন: শারহুন নাজিম (১/৪১৫)।

---

438. وَلَا يَضُرُّ[1] سَامِعاً أَنْ يَمْنَعَهُ ... الشَّيْخُ أَنْ يَرْوِيَ مَا قَدْ سَمِعَهُ

439. كَذَلِكَ التَّخْصِيصُ أَوْ «رَجَعْتُ» ... مَا لَمْ يَقُلْ: «أَخْطَأْتُ» أَوْ «شَكَكْتُ»[2]

---

(1) في م: «ولا يضرَّ» بالنَّصب، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س، ع، ف.

(2) في حاشية و: «بلغ».

৪৩৮. শ্রোতার কোনো ক্ষতি হয় না যদি শাইখ তাকে তার শোনা বিষয় বর্ণনা করা থেকে বিরত রাখেন।

৪৩৯. অনুরূপভাবে বিশেষীকরণ (تخصيص) অথবা 'আমি ফিরে এসেছি' (বলা, ক্ষতি করে না), যতক্ষণ না তিনি বলেন: 'আমি ভুল করেছি' অথবা 'আমি সন্দেহ করেছি'।

(১) 'মীম' সংস্করণে: (শব্দটি) 'ওয়ালা ইয়াদুর্রা' (ولا يضرَّ) নসব (نصب - শেষ অক্ষরের ফাতহা) সহ, এবং বর্তমান পাঠটি 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা' (দ্বিতীয়), 'কাফ', 'লাম', 'নুন', 'সিন', 'আইন' ও 'ফা' সংস্করণ থেকে গৃহীত।

(২) 'ওয়াও' সংস্করণের টীকায়: 'বালাগ' (بلغ)।

الثَّالِثُ: الْإِجَازَةُ

440. ثُمَّ «الْإِجَازَةُ» تَلِي السَّمَاعَا ... وَنُوِّعَتْ لِتِسْعَةٍ أَنْوَاعَا

441. أَرْفَعُهَا: بِحَيْثُ لَا مُنَاوَلَهْ ... «تَعْيِينُهُ الْمُجَازَ وَالْمُجَازَ لَهْ»

442. وَبَعْضُهُمْ حَكَى اتِّفَاقَهُمْ عَلَى ... جَوَازِ ذَا[1]، وَذَهَبَ الْبَاجِيْ إِلَى

443. نَفْيِ الْخِلَافِ مُطْلَقاً[2]، وَهْوَ غَلَطْ ... قَالَ: وَالِاخْتِلَافُ فِي الْعَمَلِ قَطْ[3]

444. وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنْ لِلشَّافِعِي ... قَوْلَانِ فِيهَا[4]، ثُمَّ بَعْضُ تَابِعِي

---

(1) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 88): «فهذه عند بعضهم التي لم يُختلَفْ في جوازها، ولا خالف فيه أهلُ الظَّاهرِ، وإنَّما الخلافُ منهم في غير هذا الوجه».

(2) إحكام الفصول لأبي الوليد الباجي (1/ 312).

(3) في ح، م: «فقط» بدل: «قَطْ». قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 67): «(قَطْ): بفتح القاف، وسكون المهملة»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 222): «(قَطْ) أي: فقط». ونحوه في فتح الباقي (1/ 389).

قال أبو الوليد الباجي رحمه الله في إحكام الفصول (1/ 284): «يجب العمل بما نُقِل على وجه الإجازة، وبه قال عامَّة العلماء، وقال أهل الظَّاهر: لا يجوز العمل به».

(4) انظر: قَوْلَيِ الشَّافعيّ في مناقب الشَّافعي لابن أبي حاتم (ص 98)، والكفاية (ص 317، 324).

তৃতীয়: ইজাযাহ (অনুমোদন)

440. অতঃপর 'ইজাযাহ' সামা'র (শ্রবণের) পরে আসে… এবং এটি নয় প্রকারে বিভক্ত হয়েছে।

441. এর মধ্যে সর্বোচ্চ হলো: এমন ইজাযাহ যেখানে কোনো মুনাওয়ালা (হস্তান্তর) নেই… [বরং শুধু] 'মুজায (অনুমতিপ্রাপ্ত বিষয়) এবং মুজায লাহু (যাকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে) নির্দিষ্ট করা হয়'।'

442. এবং তাদের কেউ কেউ এর বৈধতার উপর তাদের ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন(1)। আর বাজি (আল-বাজী) গিয়েছেন এই মতে যে,

443. এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে মতবিরোধ অস্বীকার করা হয়েছে(2), যা ভুল। … তিনি বললেন: মতবিরোধ কেবল আমলের (কর্মের) ক্ষেত্রে(3)।

444. আর শায়খ (আল-বাজীর মতকে) খণ্ডন করেছেন এই বলে যে, শাফিঈর এ বিষয়ে দুটি মত রয়েছে(4)। অতঃপর কিছু অনুসারী…

---

(1) কাজী ইয়াদ (রহ.) তাঁর 'আল-ইলমা' গ্রন্থে (পৃ. ৮৮) বলেছেন: "এটি তাদের (কিছু আলেমের) মতে এমন [ইজাযাহ] যার বৈধতা নিয়ে মতবিরোধ হয়নি, এবং আহলে জাহির-ও এর বিরোধিতা করেননি। বরং তাদের (আহলে জাহির-এর) মতবিরোধ এই পদ্ধতি ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে।"

(2) আবু আল-ওয়ালিদ আল-বাজীর 'ইহকামুল ফুসুল' (১/৩১২)।

(3) হা, ম গ্রন্থে 'ক্বত' এর বদলে 'ফাক্বত' (ফাকাত)। বিক্বাঈ (রহ.) তাঁর 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' গ্রন্থে (২/৬৭) বলেছেন: "(ক্বত): কাফকে ফাতহা (যবর) এবং মাহমালা (ব্যঞ্জনবর্ণ) সাকিন (যজম) দিয়ে।" এবং সাখাওয়ী (রহ.) তাঁর 'ফাতহুল মুগীস' গ্রন্থে (২/২২২) বলেছেন: "(ক্বত) অর্থ: কেবল।" 'ফাতহুল বাকী' গ্রন্থেও অনুরূপ আছে (১/৩৮৯)।

আবু আল-ওয়ালিদ আল-বাজী (রহ.) তাঁর 'ইহকামুল ফুসুল' গ্রন্থে (১/২৮৪) বলেছেন: "ইজাযাহ পদ্ধতিতে বর্ণিত বিষয় অনুযায়ী আমল করা ওয়াজিব। সাধারণ আলেমগণও এ কথাই বলেছেন। আর আহলে জাহির বলেছেন: এ অনুযায়ী আমল করা জায়েজ নয়।"

(4) দেখুন: ইবন আবী হাতিমের ‘মানাকিব আশ-শাফিঈ’ গ্রন্থে (পৃ. ৯৮) শাফিঈর দুটি মত, এবং ‘আল-কিফায়াহ’ গ্রন্থে (পৃ. ৩১৭, ৩২৪)।

445. مَذْهَبِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ[1] مَنَعَا[2] ... وَصَاحِبُ «الْحَاوِي»[3] بِهِ قَدْ قَطَعَا

446. قَالَا كَشُعْبَةٍ[4]: وَلَوْ جَازَتْ إِذَنْ ... لَبَطلَتْ رِحْلَةُ[5] طُلَّابِ السُّنَنْ[6]

---

(1) هو: القاضي الحُسَين بن محمد بن أحمد المرُّوذي، شيخ الشَّافعيَّة بخراسان، (ت 462 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 260).

(2) في و: «تبعا»، وفي حاشيتها: «منعا». قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 223): «(مَنَعَا) الرواية بها، يعني: جزما». ونحوه في فتح الباقي (1/ 390).

وانظر حكاية قول القاضي حسين في مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 152).

(3) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، البصري، الماوردي، وكتابه: الحاوي الكبير شرحٌ لمختصر المزني في فقه الإمام الشَّافعي، (ت 450 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 64).

وانظر كلامه في الحاوي الكبير (16/ 90).

(4) في هـ: «كشعبة» بفتح التَّاء وكسرها من غير تنوين، وفي ن: بفتح التَّاء، والكسر المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، ز، ي، ل، م، ع.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 223): «بالصَّرف للضَّرورة»، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (1/ 390): «بالصَّرف وعدمه، والأوَّل أولى».

(5) في ل: «رحلة» بكسر الرَّاء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ط، ي، م، ن، س. قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 247): «(الرِّحلة): بكسر الرَّاء»، وقال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 68): «بالضَّمِّ والكسر»، ونحوه في فتح المغيث (2/ 224)، وفتح الباقي (1/ 390).

(6) انظر: الكفاية (ص 316).

৪৪৫. তাঁর মাযহাব অনুসারে, কাযী হুসাইন[1] (একটি বিষয়) নিষেধ করেছেন[2]... এবং 'আল-হাবী'র[3] রচয়িতা তা চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করেছেন।

৪৪৬. তাঁরা উভয়ই শু'বার[4] মতো করে বলেছেন: আর যদি তখন এটি অনুমোদিত হতো... তাহলে সুন্নাহর[6] অন্বেষণকারীদের[5] সফর বাতিল হয়ে যেত।

---

(1) তিনি হলেন: কাযী হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ আল-মাররূযী, খোরাসানের শাফিয়ী মাযহাবের উস্তাদ (শাইখ), (মৃত্যু ৪৬২ হিজরী)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা' (১৮/ ২৬০)।

(2) 'ওয়াও' (و) বর্ণে (পাণ্ডুলিপিতে): 'তাবেআন' (تبعا) রয়েছে, এবং তার টীকায়: 'মানআ' (منعا) রয়েছে। ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন) 'ফাতহুল মুগীস' (২/২২৩) গ্রন্থে বলেছেন: «(তারা উভয়ই) এর দ্বারা বর্ণনা (রিওয়ায়াত) করা নিষেধ করেছেন, অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে।» এবং 'ফাতহুল বাকী' (১/৩৯০) গ্রন্থেও অনুরূপ (কথা) রয়েছে।

কাযী হুসাইনের উক্তি উল্লেখ দেখতে 'মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ' (পৃ. ১৫২) দেখুন।

(3) তিনি হলেন: আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাবীব, আল-বাসরী, আল-মাওয়ারদী, এবং তাঁর গ্রন্থ: 'আল-হাবী আল-কাবীর' হলো ইমাম শাফিয়ীর ফিকহ বিষয়ে মুযানী'র সংক্ষিপ্তসার ('মুখতাসারুল মুযানী')-এর একটি ব্যাখ্যাগ্রন্থ। (মৃত্যু ৪৫০ হিজরী)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা' (১৮/ ৬৪)।

তাঁর বক্তব্য 'আল-হাবী আল-কাবীর' (১৬/৯০) গ্রন্থে দেখুন।

(4) 'হা' (ه) পাণ্ডুলিপিতে: 'কা-শু'বাত' (তা-এর উপরে ফাতহা এবং কাসরা সহ, তানবীন ছাড়া) রয়েছে, এবং 'নূন' (ن) পাণ্ডুলিপিতে: তা-এর উপরে ফাতহা এবং কাসরা উভয়ই তানবীন সহ,

রয়েছে। এবং যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'জীম' (ج), 'দাল' (د), 'যা' (ز), 'ইয়া' (ي), 'লাম' (ل), 'মীম' (م), 'আইন' (ع) (পাণ্ডুলিপি) থেকে গৃহীত।
ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন) 'ফাতহুল মুগীস' (২/২২৩) গ্রন্থে বলেছেন: «(এই শব্দটি) 'সারফ' (تنوين) সহ উল্লেখ করা হয়েছে কাব্যিক প্রয়োজনে।» এবং যাকারিয়্যা আল-আনসারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন) 'ফাতহুল বাকী' (১/৩৯০) গ্রন্থে বলেছেন: «'সারফ' সহ এবং 'সারফ' ছাড়া উভয়ই (ব্যবহৃত হতে পারে), এবং প্রথমটি (অর্থাৎ 'সারফ' সহ) অধিক উত্তম।»

(5) 'লাম' (ل) পাণ্ডুলিপিতে: 'রিহলাহ' (রা-এর নিচে কাসরা) এবং 'রুহলাহ' (রা-এর উপরে দম্মা) উভয়ই রয়েছে, এবং যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'জীম' (ج), 'দাল' (د), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'তা' (ط), 'ইয়া' (ي), 'মীম' (م), 'নূন' (ن), 'সীন' (س) (পাণ্ডুলিপি) থেকে গৃহীত। ইবনে আম্মার আল-মালিকী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন) 'মিফতাহুস সাঈদিইয়াহ' (পৃ. ২৪৭) গ্রন্থে বলেছেন: «('আর-রিহলাহ'): রা-এর নিচে কাসরা (স্বরে) সহ।» এবং বিকায়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন) 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (২/৬৮) গ্রন্থে বলেছেন: «দম্মা এবং কাসরা উভয় (স্বরে) সহ।» এবং 'ফাতহুল মুগীস' (২/২২৪) ও 'ফাতহুল বাকী' (১/৩৯০) গ্রন্থেও অনুরূপ (কথা) রয়েছে।

(6) দেখুন: 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ৩১৬)।

447. وَعَنْ أَبِي الشَّيْخِ[1] مَعَ الْحَرْبِيّ ... إِبْطَالُهَا[2]، كَذَاكَ لِلسِّجْزِيّ[3]

448. لَكِنْ عَلَى جَوَازِهَا اسْتَقَرَّا ... عَمَلُهُمْ، وَالْأَكْثَرُونَ[4] طُرًّا[5]

449. قَالُوا بِهِ[6]، كَذَا وُجُوبُ الْعَمَلِ ... بِهَا[7]، وَقِيلَ: لَا؛ كَحُكْمِ الْمُرْسَلِ[8]

450. وَالثَّانِ[9]: «أَنْ يُعَيِّنَ الْمُجَازَ لَهُ ... دُونَ الْمُجَازِ»؛ وَهُوَ أَيْضاً قَبِلَهُ

(1) هو: أبو الشَّيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيَّان، الحافظ، الأصبهاني، (ت 369 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 276).

قال أبو نُعَيم رحمه الله كما في الكفاية (ص 313): «ما أدركتُ أحداً من شيوخنا إلا وهو يرى الإجازةَ ويستعملُها؛ سوى أبي شيخٍ فإنه كان لا يعُدُّها شيئاً».

(2) سُئِل إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحربي رحمه الله كما في الكفاية (ص 315): عن المُحدِّث يُجِيزُ للرَّجلِ الحديثَ، يجوز أن يُقَال: (حدَّثنا فلانٌ)؟ قال: «الإجازةُ ليس هي عندنا شيئاً، إذا قال: (حدَّثنا) كذب».

(3) هو: الحافظ أبو نصر عُبَيْد الله بن سَعِيد بن حاتم الوائليُّ، السِّجْزِيُّ، (ت 444 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 654).

وقد حكى عنه القولَ بالمنعِ ابنُ الصَّلاح في مقدِّمته (ص 152).

(4) في د: «والاكثرون» بهمزة الوصل.

(5) طُرّاً: أي: جميعاً. الصحاح (2/ 725).

(6) في نسخة على حاشية و: «بها».

(7) انظر: الكفاية (ص 311)، وإحكام الفصول (1/ 284)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 152).

(8) هو قول الظَّاهرية، وبعض من تابعهم من المتأخرين. الكفاية (ص 311).

(9) في ي، ع: «والثاني» بالياء.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 70): «حذف الياء من (الثَّاني)؛ لضرورة الوزن».

447. আর আবুশ শাইখ[1] ও হারবী'র মতে এর (ইজাযাহ) বাতিলকরণ,[2] তেমনই সিজযীর[3] মতেও

448. তবে এর বৈধতার উপরই স্থির হয়েছে... তাদের আমল, আর অধিকাংশ[4] (আলেম) সকলে[5]

449. তারা এর পক্ষে মত দিয়েছেন,[6] তেমনই এর উপর আমল করা ওয়াজিব...[7] আর বলা হয়েছে: (ওয়াজিব) নয়; যেমন মুরসাল (হাদীসের) বিধান।[8]

450. আর দ্বিতীয়টি[9] হলো: 'যাকে ইজাযাহ দেওয়া হবে তাকে নির্দিষ্ট করা... কিন্তু ইজাযাহকৃত বিষয়বস্তু নয়'; আর এটিও তিনি গ্রহণ করেছেন।

---

(1) তিনি হলেন: আবুশ শাইখ আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে জাফার ইবনে হাইয়ান, আল-হাফিয, আল-ইস্পাহানী, (মৃত্যু ৩৬৯ হি.)। সিয়ারু আলামিন নুবালা (১৬/২৭৬)।

আবু নুআইম (রহ.) আল-কিফায়াহ (পৃ. ৩১৩) গ্রন্থে যেমন বলেছেন: «আমি আমার শাইখদের মধ্যে এমন কাউকে পাইনি যিনি ইজাযাহকে বৈধ মনে করতেন না এবং তা ব্যবহার করতেন না; কেবল আবুশ শাইখ ছাড়া, কেননা তিনি এটিকে কোনো বিষয়ই মনে করতেন না।»

(2) ইবরাহীম ইবনে ইসহাক আল-হারবী (রহ.)-কে আল-কিফায়াহ (পৃ. ৩১৫) গ্রন্থে যেমন আছে, জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: একজন মুহাদ্দিস একজন ব্যক্তিকে হাদীস বর্ণনার ইজাযাহ (অনুমতি) দিলে, তার জন্য কি এটা বলা জায়েয হবে যে, '(অমুক ব্যক্তি) আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন'? তিনি বললেন: «ইজাযাহ আমাদের কাছে কোনো বিষয়ই নয়। যদি সে বলে যে, '(অমুক ব্যক্তি) আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা করেছেন' তবে সে মিথ্যা বলেছে।»

(3) তিনি হলেন: আল-হাফিয আবু নাসর উবাইদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে হাতিম আল-ওয়াইলী, আস-সিজযী, (মৃত্যু ৪৪৪ হি.)। সিয়ারু আলামিন নুবালা (১৭/৬৫৪)।

ইবনুস সালাহ তাঁর মুকাদ্দিমা (পৃ. ১৫২) গ্রন্থে তাঁর থেকে (ইজাযাহর) নিষেধাজ্ঞার মতটি বর্ণনা করেছেন।

(4) 'দ' অনুলিপিতে: «ওয়াল আকছারূন» (والاكثرون) হামযাতুল ওয়াসল সহ।

(5) ত্বররান (طُرّاً): অর্থাৎ: সকলে। আস-সিহাহ (২/৭২৫)।

(6) 'ওয়াও' অনুলিপির পাদটীকায়: «বিহা» (بها)।

(7) দেখুন: আল-কিফায়াহ (পৃ. ৩১১), ইহকামুল ফুসূল (১/২৮৪), এবং মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (পৃ. ১৫২)।

(8) এটি যাহিরিয়্যাহদের (একদল ফকীহ) এবং তাদের অনুসরণকারী কতিপয় পরবর্তী যুগের আলেমদের মত। আল-কিফায়াহ (পৃ. ৩১১)।

(9) 'ইয়া' ও 'আইন' অনুলিপিতে: «ওয়াস সানি» (والثاني) ইয়া সহ।

আল-বিকাই (রহ.) আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (২/৭০) গ্রন্থে বলেছেন: «ওযনের (ছন্দ) প্রয়োজনেই 'আস-সানি' (الثَّاني) থেকে ইয়া (يا) অক্ষরটি حذف (বিলুপ্ত) করা হয়েছে।»

---

451. جُمْهُورُهُمْ رِوَايَةً وَعَمَلَا[1] ... وَالْخُلْفُ أَقْوَى فِيهِ مِمَّا قَدْ خَلَا

452. وَالثَّالِثُ: «التَّعْمِيمُ فِي الْمُجَازِ ... لَهُ»؛ وَقَدْ مَالَ إِلَى الْجَوَازِ

453. مُطْلَقاً: الْخَطِيبُ[2] وَابْنُ مَنْدَهْ[3] ... ثُمَّ أَبُو الْعَلَاءِ[4] أَيْضاً بَعْدَهْ[5]

454. وَجَازَ لِلْمَوْجُودِ عِنْدَ الطَّبَرِي[6] ... وَالشَّيْخُ لِلْإِبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ[7]

---

(1) انظر: الإلماع (ص 92)، ومقدّمة ابن الصَّلاح (ص 154).

(2) انظر: الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 42).

(3) نقل ابن الصَّلاح في مقدّمته (ص 155) عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق ابن مَنْدَه أنَّه قال: «أجزتُ لمن قال: لا إله إلَّا الله».

(4) هو: الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد بن سهل الهَمَذَاني العطَّار، (ت 569 هـ). سير أعلام النُّبلاء (21/ 40).

(5) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدّمته (ص 155): «وأنبأني مَن سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه: أنَّ من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز».

وقد نقل السَّخاويُّ في فتح المغيث (2/ 236) جملة من جواب الحازمي، وذكر أنَّ السَّائلَ هو أبو عبد الله محمد بن سعيد الدَّبيثي.

(6) هو: القاضي الإمام أبو الطَّيب طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطَّبري، (ت 450 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 668).

قال الخطيب رحمه الله في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 43): «سألتُه عن هذه المسألة فقال لي: يصحُّ لي أن يجيز لمن كان موجوداً حين إجازتِه من غيرِ أن يُعَلِّق ذلك بشرطٍ أو جهالةٍ، وسواء كانت الإجازةُ بلفظٍ خاصٍّ أو عامٍّ».

(7) في حاشية أ: «أُلحِق هذا البيت من المُسوَّدة في خامسِ شهرِ رجب سنة سبعين وسبع مئة».

وانظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 155).

451. তাদের অধিকাংশ বর্ণনা ও আমলের দিক থেকে[1] ... এবং এতে (পূর্বের আলোচনার) চেয়ে মতানৈক্য অধিক শক্তিশালী।

452. এবং তৃতীয় মত হলো: «যার জন্য ইজাযত দেওয়া হয়েছে, তাকে ব্যাপক করা...» ; এবং তারা জায়েয হওয়ার দিকে ঝুঁকেছেন।

453. নির্বিচারে (এই মত গ্রহণ করেছেন): আল-খাতীব[2] ও ইবনু মানদাহ[3] ... তারপর তাদের পরে আবু আল-আলাও[4]।[5]

454. এবং তাবারীর[6] মতে বিদ্যমান ব্যক্তির জন্য (ইজাযত) জায়েয... আর শায়খ বাতিল করার দিকে ঝুঁকেছেন, সুতরাং সতর্ক হও।[7]

---

(1) দেখুন: আল-ইলমা' (পৃ. ৯২), এবং ইবনুস সালাহর মুকাদ্দিমাহ (পৃ. ১৫৪)।

(2) দেখুন: আল-ইজাযাহ লিল-মাজহুল ওয়াল-মা'দুম (অজ্ঞাত ও অস্তিত্বহীনদের জন্য ইজাযত) (পৃ. ৪২)।

(3) ইবনুস সালাহ তার মুকাদ্দিমাহ (পৃ. ১৫৫) তে আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসহাক ইবনু মানদাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «আমি তাকে ইজাযত দিলাম যে বলে: লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)»।

(4) তিনি হলেন: হাফিয আবুল আলা আল-হাসান বিন আহমদ বিন আল-হাসান বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন সাহল আল-হামাযানী আল-আত্তার (মৃত্যু ৫৬৯ হিজরি)। সিয়ারু আলামিন-নুবালা (২১/৪০)।

(5) ইবনুস সালাহ (রহ.) তার মুকাদ্দিমাহ (পৃ. ১৫৫) তে বলেছেন: «যিনি আল-হাযিমী আবু বকরকে এই সাধারণ ইজাযত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তিনি আমাকে জানিয়েছেন। তার উত্তর ছিল: যে সকল হাফিযকে তিনি পেয়েছিলেন, যেমন হাফিয আবুল আলা এবং অন্যান্যরা, তারা (এর) জায়েয হওয়ার দিকে ঝুঁকেছিলেন।»

আর সাখাভী ফাতহুল মুগিস (২/২৩৬) এ আল-হাযিমীর উত্তরের একটি অংশ বর্ণনা করেছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে, প্রশ্নকারী ছিলেন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন সাঈদ আদ-দাবিসী।

(6) তিনি হলেন: কাযী ইমাম আবুল তাইয়্যিব তাহির বিন আব্দুল্লাহ বিন তাহির বিন উমার আত-তাবারী (মৃত্যু ৪৫০ হিজরি)। সিয়ারু আলামিন-নুবালা (১৭/৬৬৮)।

আল-খাতীব (রহ.) তার 'আল-ইজাযাহ লিল-মাজহুল ওয়াল-মা'দুম' (অজ্ঞাত ও অস্তিত্বহীনদের জন্য ইজাযত) গ্রন্থের (পৃ. ৪৩) এ বলেছেন: «আমি তাকে এই মাসআলা (বিষয়) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন: ইজাযতের সময় বিদ্যমান থাকা ব্যক্তির জন্য ইজাযত দেওয়া জায়েয, কোনো শর্ত বা অজ্ঞতা ছাড়াই, এবং ইজাযতটি বিশেষ শব্দে হোক বা সাধারণ শব্দে হোক।»

(7) 'আ'-এর টীকায়: «এই পংক্তিটি খসড়া থেকে ৭৭০ হিজরির রজব মাসের পঞ্চম দিনে সংযুক্ত করা হয়েছে।»

এবং দেখুন: ইবনুস সালাহর মুকাদ্দিমাহ (পৃ. ১৫৫)।

455. وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَضَرِ ... كَالْعُلَمَا[1] يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ

456. فَإِنَّهُ إِلَى الْجَوَازِ أَقْرَبُ ... قُلْتُ: عِيَاضٌ قَالَ: «لَسْتُ أَحْسِبُ

457. فِي ذَا اخْتِلَافاً بَيْنَهُمْ مِمَّنْ يَرَى ... إِجَازَةً؛ لِكَوْنِهِ مُنْحَصِرَا»[2]

458. وَالرَّابِعُ: «الْجَهْلُ بِمَنْ أُجِيزَ لَهُ ... أَوْ مَا أُجِيزَ»؛ كَـ «أَجَزْتُ أَزْفَلَهُ[3]

459. بَعْضَ سَمَاعَاتِي»، كَذَا إِنْ سَمَّى ... كِتَاباً اوْ شَخْصاً وَقَدْ تَسَمَّى

460. بِهِ سِوَاهُ، ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ[4] ... مُرَادُهُ مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لَا يَصِحّ

461. أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ ... فَلَا يَضُرُّ[5] الْجَهْلُ بِالْأَعْيَانِ

---

(1) في س: «كالعلماءِ» بهمزة مكسورة، وبه ينكسر الوزن. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 421): «بالقصر».

(2) انظر: الإلماع (ص 101).

(3) في هـ: «أسفله» بالسِّين، وهو تصحيف. والأزفلة: الجماعة من النَّاس. انظر: الصِّحاح للجوهري (4/ 1716).

(4) في ع: «لا يتضح» بدل: «لَمَّا يَتَّضِحْ»، وبه ينكسر الوزن.

(5) في ن: «فلا يضر» بضمِّ الضَّاد وكسرها معاً، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، ف.

৪৫৫. এবং যা সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের সাথে ব্যাপক হয়, ... যেমন: সে সময়ে সীমান্ত অঞ্চলের পণ্ডিতগণ।

৪৫৬. তবে তা অনুমতির (জায়িয হওয়ার) অধিক নিকটবর্তী। ... আমি বললাম: 'ইয়াদ্ব বলেছেন: 'আমি মনে করি না যে,

৪৫৭. এতে তাদের মধ্যে এমন কোনো মতানৈক্য আছে যারা এটিকে অনুমোদন মনে করে; কারণ এটি সুনির্দিষ্ট।'[2]

৪৫৮. এবং চতুর্থটি: 'যাকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে তার অজ্ঞতা ... অথবা কীসের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে'—যেমন: 'আমি একটি নির্দিষ্ট দলকে[3] অনুমোদন দিলাম—

৪৫৯. আমার কিছু শ্রুত বিষয়।' অনুরূপভাবে, যদি সে কোনো বই বা ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে, ... আর সেই একই নামে অন্যরাও পরিচিত থাকে,

৪৬০. অতঃপর যদি তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট না হয়, ... তবে তা সহীহ (বৈধ) হবে না।

৪৬১. কিন্তু যাদের নাম স্পষ্টীকরণের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে, ... তাদের নির্দিষ্ট ব্যক্তি পরিচয় না জানলে কোনো ক্ষতি নেই।

---

(1) 'স' পাণ্ডুলিপিতে 'কাল-ʿউলামা' (العلماء৪) শব্দে কাফ-এর পরে হামযা (ء) আছে এবং এর ফলে ছন্দ ভঙ্গ হয়েছে। আস-সাকাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (২/৪২১) গ্রন্থে বলেছেন: 'কাসর (সংক্ষিপ্ত রূপ) দ্বারা'।

(2) দেখুন: আল-ইলমাʿ (পৃ. ১০১)।

(3) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে 'আসফাল্লাহ' (أسفله) সীন (س) অক্ষর দিয়ে লেখা আছে, যা একটি ভুল। 'আল-আযফাল্লাহ' (الأزفلة) অর্থ: মানুষের একটি দল। দেখুন: আল-জাওহারীর 'আস-সিহাহ' (৪/১৭১৬)।

(4) 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে 'লাম্মা ইয়াত্তাডিহ' (لَمَّا يَتَّضِحْ) এর পরিবর্তে 'লা ইয়াত্তাডিহ' (لا يتضح) লেখা আছে, এবং এর ফলে ছন্দ ভঙ্গ হয়েছে।

(5) 'নুন' পাণ্ডুলিপিতে 'ফা-লা ইয়াদুররু' (فلا يضر) শব্দে দাদের উপর পেশ (ضَمَّة) ও যের (كسرة) উভয়ই আছে, আর মূল পাঠটি এসেছে আলিফ, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, লাম, ফা পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে।

462. وَتَنْبَغِي[1] الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ ... مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ

463. وَالْخَامِسُ: «التَّعْلِيقُ فِي الْإِجَازَهْ»[2] ... بِمَنْ يَشَاؤُهَا الَّذِي أَجَازَهْ

464. أَوْ غَيْرِهِ[3] مُعَيَّناً، وَالْأُولَى ... أَكْثَرُ جَهْلاً، وَأَجَازَ الْكُلَّا

465. مَعاً: أَبُو يَعْلَى الْإِمَامُ الْحَنْبَلِي[4] ... مَعَ ابْنِ عُمْرُوسٍ[5]، وَقَالَا: يَنْجَلِي

(1) في أ، ب، ج، د، ح، ي، ل، م، ن، ف: «وينبغي» بالياء، ولم ينقط في ط، س، ع.

(2) في ف: «بالإجازة» بدل: «فِي الإِجَازَةُ».

(3) في و، ح: «غيرُهُ» بالرَّفع، وفي ج: بالجرِّ والرَّفع، والمثبت من أ، ب، د، هـ، ز، ط، ك، ل، م، ن، س.

(4) هو: الإمام أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفرَّاء الحنبلي، (ت 458 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 89).

(5) في أ، ح، ك، م، ن، س: «عَمروس» بفتح العين، وكذا قال السَّمعانيُّ في الأنساب (9/ 369)، والسَّخاوي في فتح المغيث (2/ 254) رحمهما الله: «بفتح العين»، وفي ب، د، هـ، ل: بفتح العين وضمِّها معاً، والمثبت من ج، و.

قال الفيروز آبادي رحمه الله في القاموس (ص 559): «فَتْحُه من لحن المُحدِّثين»، وزاد الزَّبيديُّ رحمه الله في تاج العروس (8/ 385): «لِعوَزِ بِنَاء فَعلول».

وهو: الإمام أبو الفضل محمد بن عبيد الله بن أحمد ابن عُمروس البغدادي، المالكي، (ت 452 هـ). سير أعلام النُّبلاء (18/ 74).

462. এবং বিশুদ্ধতা কাম্য যদি তাদের সকলকে গণনা ও যাচাই-বাছাই ছাড়া বর্ণনা করা হয়।

463. আর পঞ্চমটি হলো: «সনদে শর্তারোপ করা», এমন ব্যক্তির জন্য যাকে সনদদাতা চান।

464. অথবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য। আর প্রথমটি (অনির্দিষ্ট) অধিক অস্পষ্টতাপ্রবণ। এবং তিনি সকল প্রকারকে জায়েয বলেছেন।

465. উভয়ই: আবু ইয়ালা আল-ইমাম আল-হাম্বলী, ইবনে উমরুসের সাথে। এবং তারা দুজন বলেছেন: তা স্পষ্ট।

(1) আ, বা, জিম, দাল, হা, ইয়া, লাম, মিম, নুন, ফা-তে 'ওয়াইনবাগী' (وينبغي) ইয়া (ي) অক্ষর সহকারে রয়েছে। এবং ত্বা, সিন, আইন-এ তা নুকতা বিহীন ছিল।

(2) ফা-তে ‘বিল-ইজাযাহ’ (بالإجازة) রয়েছে ‘ফিল-ইজাযাহ’ (فِي الإِجَازَةِ)-এর বদলে।

(3) ওয়াও, হা-তে ‘গায়রুহু’ (غيرُهُ) পেশ সহকারে রয়েছে, আর জিম-তে যের এবং পেশ উভয়ই রয়েছে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত (গ্রহণ করা হয়েছে) তা আ, বা, দাল, হা, ঝা, ত্বা, কাফ, লাম, মিম, নুন, সিন থেকে।

(4) তিনি হলেন: ইমাম আবু ইয়ালা মুহাম্মদ ইবনুল হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালাফ ইবনুল ফার্রা আল-হাম্বলী, (মৃত্যু ৪৫৮ হিজরি)। সিয়ারু আ‘লামিন নুবালার (১৮/৮৯) থেকে।

(5) আ, হা, কাফ, মিম, নুন, সিন-তে ‘আমরুস’ (عَمروس) আইন (ع) অক্ষর জবর সহকারে রয়েছে। তদ্রূপ সাম‘আনী ‘আল-আনসাব’ (৯/৩৬৯)-এ এবং সাখাওয়ী ‘ফাতহুল মুগীস’ (২/২৫৪)-এ – আল্লাহ তাঁদের উভয়কে রহম করুন – বলেছেন: ‘আইন অক্ষর জবর সহকারে’। আর বা, দাল, হা, লাম-তে জবর এবং পেশ উভয় সহকারে রয়েছে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত (গ্রহণ করা হয়েছে) তা জিম, ওয়াও থেকে।

ফিরোযাবাদী, আল্লাহ তাঁকে রহম করুন, ‘আল-কামুস’ (পৃষ্ঠা ৫৫৯)-এ বলেছেন: ‘এর জবর (উচ্চারণ) আধুনিক হাদিসবিদদের উচ্চারণগত ত্রুটির (لحن) অন্তর্ভুক্ত।’ এবং জাবীদীর, আল্লাহ তাঁকে রহম করুন, ‘তাজুল আরুস’ (৮/৩৮৫)-এ সংযোজন করেছেন: ‘ফা‘লুল (فعلول) গঠনের স্বল্পতার কারণে।’

আর তিনি হলেন: ইমাম আবুল ফাদল মুহাম্মদ ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে উমরুস আল-বাগদাদী, আল-মালিকী, (মৃত্যু ৪৫২ হিজরি)। সিয়ারু আ‘লামিন নুবালা (১৮/৭৪) থেকে।

(ص: 213)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

---

466. الْجَهْلُ إِذْ[1] يَشَاؤُهَا[2]، وَالظَّاهِرُ ... بُطْلَانُهَا؛ أَفْتَى بِذَاكَ طَاهِرُ[3]

467. قُلْتُ: وَجَدْتُ ابْنَ أَبِي خَيْثَمَةِ ... أَجَازَ كَالثَّانِيَةِ الْمُبْهَمَةِ

468. وَإِنْ يَقُلْ: «مَنْ شَاءَ يَرْوِي» قَرُبَا ... وَنَحْوَهُ الْأَزْدِيُّ[4] مُجِيزاً كَتَبَا[5]

469. أَمَّا «أَجَزْتُ لِفُلَانٍ[6] إِنْ يُرِدْ» ... فَالْأَظْهَرُ الْأَقْوَى: الْجَوَازُ فَاعْتَمِدْ

470. وَالسَّادِسُ: «الْإِذْنُ لِمَعْدُومٍ» تَبَعْ ... كَقَوْلِهِ[7]: «أَجَزْتُ لِفُلَانَ مَعْ

471. أَوْلَادِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهِ ... حَيْثُ أَتَوْا»، أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُومَ بِهِ

---

(1) في حاشية و: «إن» بدل: «إِذْ».

(2) نقل الجوازَ عنهما الخطيب في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 47).

(3) أي: أبو الطَّيب طاهر بن عبد الله الطَّبري، وقد تقدَّم نقل الخطيب البغدادي عنه في (ص 64).

(4) هو: الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله بن بريدة الموصلي الأزدي، (ت 374 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 347).

(5) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 157).

(6) في و: «لفلانَ» بفتح النُّون، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع.

(7) في د: «كقولهم».

466. অজ্ঞতা, যখন[1] সে তা চায়[2], এবং বাহ্যিক ... এর বাতিল হওয়া; এ বিষয়ে তাহির[3] ফতোয়া দিয়েছেন।

467. আমি বললাম: আমি ইবনে আবি খাইসামাকে পেয়েছি ... তিনি দ্বিতীয় অস্পষ্টের মতো জায়েয বলেছেন।

468. আর যদি সে বলে: «যে চায় বর্ণনা করুক», তাহলে তা কাছাকাছি[5] ... এবং এর মতো বিষয়কে আযদি[4] জায়েয বলে লিখেছেন।

469. আর «আমি অমুককে[6] অনুমতি দিলাম যদি সে চায়» —... তাহলে প্রকাশ্য ও শক্তিশালী মত হলো: জায়েয, সুতরাং নির্ভর করুন।

470. এবং ষষ্ঠটি: «অনুপস্থিতের জন্য অনুমতি» (যা) অনুসরণযোগ্য ... যেমন তার উক্তি[7]: «আমি অমুককে অনুমতি দিলাম তার

471. সন্তান-সন্ততি, বংশধর ও উত্তরসূরিদেরকে ... যখনই তারা আসবে», অথবা অনুপস্থিতকে এর দ্বারা নির্দিষ্ট করেছে।

(1) ‘ওয়াও’ (و) চিহ্নিত পাণ্ডুলিপির টীকায়: «ইয» (إذْ)-এর পরিবর্তে «ইন» (إن)।

(2) তাদের উভয়ের থেকে জায়েয হওয়ার বিষয়টি আল-খাতীব তার 'জুযউল ইজাযাহ লিল মাজহুল ওয়াল মা'দুম' গ্রন্থে (পৃ. ৪৭) উল্লেখ করেছেন।

(3) অর্থাৎ: আবুল তায়্যিব তাহির ইবনে আবদুল্লাহ আত-তাবারী। তার থেকে আল-খাতীব আল-বাগদাদীর উদ্ধৃতি পূর্বে (পৃ. ৬৪) এসেছে।

(4) তিনি হলেন: আল-হাফিজ আবুল ফাতহ মুহাম্মাদ ইবনে আল-হুসাইন ইবনে আহমাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুরাইদা আল-মাওসিলী আল-আযদী, (মৃত্যু ৩৭৪ হি.)। 'সিয়ারু আ'লামিন নুবলা' (১৬/৩৪৭)।

(5) দেখুন: 'মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ' (পৃ. ১৫৭)।

(6) ‘ওয়াও’ (و) চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে: «লিফুলানা» (لفلانَ) নূন-এর উপর ফাতহা (ـَ) সহ, এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা এসেছে ‘আলিফ’ (أ), ‘বা’ (ب), ‘জীম’ (ج), ‘দাল’ (د), ‘হা’ (هـ), ‘যা’ (ز), ‘হা’ (ح), ‘ইয়া’ (ي), ‘লাম’ (ل), ‘মীম’ (م), ‘নূন’ (ن), ‘সীন’ (س), ‘আইন’ (ع) চিহ্নিত পাণ্ডুলিপি থেকে।

(7) ‘দাল’ (د) চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে: «কা-কাওলুহুম» (كقولهم)।

472. وَهُوَ أَوْهَى، وَأَجَازَ الْأَوَّلَا ... ابْنُ أَبِي دَاوُدَ[1]، وَهُوَ[2] مُثِّلَا[3]

473. بِالْوَقْفِ، لَكِنَّ أَبَا الطَّيِّبِ رَدّْ ... كِلَيْهِمَا[4]؛ وَهُوَ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدْ

474. كَذَا أَبُو نَصْرٍ[5]، وَجَازَ مُطْلَقَا ... عِنْدَ الْخَطِيبِ[6] وَبِهِ قَدْ سُبِقَا

475. مِنِ[7] ابْنِ عُمْرُوسٍ[8] مَعَ الْفَرَّاءِ[9] ... وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلَى اسْتِوَاءِ

(1) هو: أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السِّجستاني، الحافظ، (ت 316 هـ). سير أعلام النُّبلاء (13/ 221).

وقد أسند الخطيب عنه في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 38) أنَّه قال - وقد سُئِلَ عن الإجازة -: «قد أجزتُ لكَ ولأولادكَ ولحَبَل الحَبَلة».

(2) في هـ زيادة: «أيضاً»، وفي س: «وَهُوَ» بضمِّ الهاء، وبه ينكسر الوزن.

(3) في م: «مَثَّلَا» بفتح الميم والثَّاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل، ن، س، ع، ف.

(4) هو: القاضي أبو الطَّيِّب طاهر بن عبد الله الطَّبريُّ، وقد تقدَّم.

وانظر قوله في: جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 44).

(5) حكاه عن أبي نصر عبد السَّيد بن محمد المعروفِ بابن الصَّبَّاغ ابنُ الصَّلاحِ في مقدِّمته (ص 159).

(6) الكفاية (ص 326)، وجزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 45).

(7) في و: «مَعَ»، وفي حاشيتها: «مِن» وكتب فوقها: معاً، وفي ج: «مِنَ» بفتح النُّون، والضبط المثبت من د، ح.

(8) في أ، ب، ح، م، ن: «عَمروس» بفتح العين، وفي د، هـ، و، ل: بضمِّ العين وفتحها معاً، والمثبت من ج، س.

(9) نقل الجوازَ عنهما الخطيب في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 47).

472. আর এটি দুর্বলতম। আর প্রথমটিকে জায়েজ বলেছেন ইবনু আবি দাউদ[1], আর তিনি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন[3]

473. ওয়াকফ দ্বারা। কিন্তু আবু আত্ব-ত্বাইয়্যিব উভয়টিকে[4] প্রত্যাখ্যান করেছেন; আর এটিই সহীহ ও নির্ভরযোগ্য মত

474. অনুরূপভাবে আবু নাসরও[5]। আর এটি নিঃশর্তভাবে জায়েজ খাতীবের[6] মতে, আর এর দ্বারা তিনি পূর্বে উল্লেখিত হয়েছেন

475. ইবনু উমরুস[8] থেকে, আল-ফাররার[9] সাথে; আর তিনি বিধানকে সমতার উপর দেখেছেন

(1) তিনি হলেন: আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু আবি দাউদ সুলাইমান ইবনুল আশ'আছ আস-সিজিস্তানি, আল-হাফিজ, (মৃত্যু ৩১৬ হি.)। সিয়ার আ'লামিন নুব্বালা (১৩/২২১)।
খাতীব তার থেকে 'জুজউল ইজাযাহ লিল মাজহুল ওয়াল মা'দুম' (পৃ. ৩৮) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে তিনি বলেছেন - যখন তাকে ইজাযাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল -: «আমি তোমাকে, তোমার সন্তানদেরকে এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ইজাযাহ দিলাম»।
(2) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে «আইদ্বান» (এছাড়াও) অতিরিক্ত রয়েছে, এবং 'সীন' পাণ্ডুলিপিতে «ওয়াহুয়া» (আর তিনি) রয়েছে 'হা' অক্ষরকে পেশ সহকারে, যার দ্বারা ছন্দ (ওজন) ভঙ্গ হয়।
(3) 'মীম' পাণ্ডুলিপিতে «মাছছালা» (দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন) রয়েছে মীম এবং ছা অক্ষরকে ফাতহা (জবর) সহকারে, আর যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা 'আলিফ, বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, ত্বা, ইয়া, লাম, নুন, সীন, আইন, ফা' পাণ্ডুলিপি থেকে।
(4) তিনি হলেন: কাযী আবু আত্ব-ত্বাইয়্যিব ত্বাহির ইবনু আবদুল্লাহ আত-ত্বাবারী, আর তার উল্লেখ পূর্বে হয়েছে।
এবং তার উক্তি দেখুন: জুজউল ইজাযাহ লিল মাজহুল ওয়াল মা'দুম (পৃ. ৪৪) এ।
(5) আবু নাসর আবদুস সাইয়্যিদ ইবনু মুহাম্মাদ, যিনি ইবনুস সাব্বাগ নামে পরিচিত, তার থেকে এটি ইবনুস সালাহ তার মুকাদ্দামাহ (ভূমিকা) গ্রন্থে (পৃ. ১৫৯) বর্ণনা করেছেন।
(6) আল-কিফায়াহ (পৃ. ৩২৬), এবং জুজউল ইজাযাহ লিল মাজহুল ওয়াল মা'দুম (পৃ. ৪৫)।
(7) 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে «মা'আ» (সাথে) রয়েছে, এবং তার টীকায় «মিন» (থেকে) রয়েছে এবং তার উপরে লেখা আছে: «মা'আন» (উভয়ই), এবং 'জিম' পাণ্ডুলিপিতে «মিনাল» (থেকে) রয়েছে নুন অক্ষরকে ফাতহা (জবর) সহকারে, আর এখানে গৃহীত বানান 'দাল' ও 'হা' পাণ্ডুলিপি থেকে।
(8) 'আলিফ, বা, হা, মীম, নুন' পাণ্ডুলিপিতে «আম্‌রুস» (আমরুস) রয়েছে আইন অক্ষরকে ফাতহা (জবর) সহকারে, এবং 'দাল, হা, ওয়াও, লাম' পাণ্ডুলিপিতে আইন অক্ষরকে দম্মা (পেশ) ও ফাতহা (জবর) উভয় সহকারে রয়েছে, আর এখানে গৃহীত বানান 'জিম' ও 'সীন' পাণ্ডুলিপি থেকে।
(9) খাতীব তাদের উভয়ের থেকে বৈধতার কথা 'জুজউল ইজাযাহ লিল মাজহুল ওয়াল মা'দুম' (পৃ. ৪৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

476. فِي الْوَقْفِ فِي صِحَّتِهِ مَنْ تَبِعَا ... أَبَا حَنِيفَةَ[1] وَمَالِكاً مَعَا[2]

477. وَالسَّابِعُ: «الْإِذْنُ لِغَيْرِ أَهْلِ» ... لِلْأَخْذِ عَنْهُ؛ كَافِرٍ أَوْ طِفْلِ

478. غَيْرِ مُمَيِّزٍ، وَذَا الْأَخِيرُ ... رَأَى أَبُو الطَّيِّبِ[3] وَالْجُمْهُورُ

479. وَلَمْ أَجِدْ فِي كَافِرٍ نَقْلاً، بَلَى ... بِحَضْرَةِ[4] الْمِزِّيِّ تَتْراً[5] فُعِلَا[6]

480. وَلَمْ أَجِدْ فِي الْحَمْلِ أَيْضاً نَقْلَا ... وَهُوَ مِنَ الْمَعْدُومِ أَوْلَى فِعْلَا

---

(1) في ح: «حنيفةٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ج: بالفتح والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ل، م، ن، س، ف.

(2) قال الخطيب رحمه الله في جزء الإجازة للمجهول والمعدوم (ص 45): « ... مع أنَّ أصحاب أبي حنيفة ومالك قد أجازوا الوقف على المعدوم، وإن لم يكن أصلُه موجوداً حال الإيقاف، مثل أن يقول: وقفتُ هذا على من يولد لفلان، وإن لم يكن وقفه على فلان».

ومن هذا الموضع يوجد خرم في نسخة ط إلى قوله: «السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بِالكِتَابِ» بمقدار (70) بيتاً.

(3) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 325): «سألتُ القاضي أبا الطَّيبِ طاهر بن عبد الله الطَّبري عن الإجازة للطِّفلِ الصَّغيرِ: هل يُعتَبَرُ في صحَّتِها سِنُّه أو تَمييزُه؛ كما يُعتبَرُ ذلك في صِحَّةِ سماعِه؟ فقال: لا يُعتَبر ذلك».

(4) في حاشية ج: «بمحضرٍ».

(5) في م، ن: «تترَا» بفتحة واحدة، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، س، ع، ف. ومعنى: (تَتْراً) من المواترة، وهي المتابعة. تهذيب اللُّغة (8/ 132).

(6) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 429): «ولم أجد عن أحدٍ مِنَ المتقدِّمين والمتأخِّرين الإجازةَ للكافرِ، إلَّا أن شخصاً من الأطباء بدمشق ممن رأيته بدمشق ولم أسمع عليه، يقال له محمد بن عبد السيد بن الديان، سَمِعَ الحديث في حال يهوديته على أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصُّورِي ... وكان السَّماع والإجازة بحضورِ الحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرَّحمن المِزِّي ... ثم هدى الله ابن عبد السِّيد المذكور للإسلام، وحدَّث وسَمِعَ منه أصحابنا».

476. ওয়াকফের বৈধতার ক্ষেত্রে যারা ... আবু হানিফা[1] এবং মালেক উভয়কে অনুসরণ করেছে।[2]

477. এবং সপ্তমটি হলো: «অযোগ্য ব্যক্তির জন্য অনুমতি» ... তার থেকে (জ্ঞান) গ্রহণের জন্য; (যেমন) কাফের অথবা শিশু।

478. যে ভালো-মন্দ পার্থক্য করতে পারে না, আর এই শেষোক্ত (অর্থাৎ শিশুর ক্ষেত্রে ইজাযাহ) ... আবু তাইয়িব[3] এবং জুমহুর (অধিকাংশ আলেম)-এর মত।

479. আমি কাফেরের ক্ষেত্রে কোনো বর্ণনা পাইনি, তবে ... মিযযীর[4] উপস্থিতিতে ধারাবাহিকভাবে[5] তা করা হয়েছিল।[6]

480. আমি গর্ভস্থ (সন্তানের) ক্ষেত্রেও কোনো বর্ণনা পাইনি ... আর এটি (গর্ভস্থ সন্তান) অস্তিত্বহীনদের (মা'দুম) চেয়ে কার্যক্ষেত্রে অধিক যোগ্য।

---

(1) 'হা' নুসখায় 'হানিফাতিন' (حنيفةٍ) জার (অ-কারান্ত) এবং তানউইন (দ্বিত্ব স্বরধ্বনি) সহ আছে। আর 'জিম' নুসখায় ফাতাহ (আ-কারান্ত) এবং জার (অ-কারান্ত) উভয়টি তানউইন সহ। যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা আলিফ, বা, দাল, হা, ওয়াও, যা, লাম, মীম, নুন, সিন, ফা (একাধিক কপি) থেকে গৃহীত।

(2) ইমাম খতীব (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 'আল-ইজাযাহ লিল-মাজহুল ওয়াল-মা'দুম' (অজ্ঞাত ও অস্তিত্বহীনদের জন্য অনুমতি) নামক অংশের (পৃ. ৪৫) মধ্যে বলেছেন: «...যেহেতু আবু হানিফা ও মালেকের অনুসারীরা অস্তিত্বহীনদের (মা'দুম) উপর ওয়াকফ জায়েয বলেছেন, যদিও ওয়াকফের সময় তার মূল অস্তিত্ব নাও থাকে, যেমন যদি কেউ বলে: 'আমি এটা অমুকের

সন্তানদের জন্য ওয়াকফ করলাম', যদিও ওয়াকফটি অমুকের উপর করা না হয়ে থাকে।» এই স্থান থেকে 'তা' নুসখায় 'সপ্তমটি: লিখিত ওসিয়ত' এই পর্যন্ত প্রায় ৭০টি পংক্তির ব্যবধান (খরম) রয়েছে।

(3) ইমাম খতীব (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ৩২৫) গ্রন্থে বলেছেন: «আমি কাজি আবুল তাইয়িব তাহির ইবনে আবদুল্লাহ আত-তাবারিকে ছোট শিশুর জন্য ইজাযাহ (অনুমতি) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম: এর (ইজাযাহর) বৈধতার জন্য কি তার বয়স বা ভালো-মন্দের পার্থক্য করার ক্ষমতা বিবেচ্য হবে; যেমন তার শ্রবণের বৈধতার জন্য তা বিবেচনা করা হয়? তিনি বললেন: 'তা বিবেচনা করা হবে না'।»

(4) 'জিম' নুসখার টীকায় 'বি-মাহদারিন' (بمحضرٍ) রয়েছে।

(5) 'মীম' ও 'নুন' নুসখায় 'তাতরান' (تترا) এক ফাতাহা (আ-কার) সহ রয়েছে। আর যা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, লাম, সিন, আইন, ফা (একাধিক কপি) থেকে গৃহীত। এবং 'তাতরান' (تَتْرًا) এর অর্থ হলো 'আল-মুওয়াতারা' থেকে, যার মানে 'ধারাবাহিকতা'। (তাহযীবুল-লুগাহ, ৮/১৩২)।

(6) নাযিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (১/৪২৯) মধ্যে বলেছেন: «আমি পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোনো আলেমের পক্ষ থেকে কাফেরের জন্য ইজাযাহ (হাদীস বর্ণনার অনুমতি) পাওয়ার কথা খুঁজে পাইনি, তবে দামেস্কের ডাক্তারদের মধ্যে একজন ব্যক্তি, যাকে আমি দামেস্কে দেখেছি কিন্তু তার থেকে (হাদীস) শুনিনি, যার নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল সাইয়িদ ইবনে আদ-দাইয়ান, সে তার ইহুদি অবস্থায় আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল মু'মিন আস-সূরির কাছ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছিল... আর এই শ্রবণ ও ইজাযাহ হাফিয আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ ইবনে আবদুর রহমান আল-মিযযীর উপস্থিতিতে হয়েছিল... এরপর আল্লাহ তায়ালা উক্ত ইবনে আব্দুল সাইয়িদকে ইসলামের দিকে হেদায়েত দান করেন, এবং সে হাদীস বর্ণনা করেছে ও আমাদের সঙ্গীরা তার থেকে (হাদীস) শ্রবণ করেছেন।»

481. وَلِلْخَطِيبِ: «لَمْ أَجِدْ مَنْ فَعَلَهُ»[1] ... قُلْتُ: رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ قَدْ سُئِلَهُ

482. مَعْ أَبَوَيْهِ فَأَجَازَ[2]، وَلَعَلَّ ... مَا اصَّفَّحَ[3] الْأَسْمَاءَ فِيهَا إِذْ فَعَلْ

483. وَيَنْبَغِي الْبِنَا عَلَى مَا ذَكَرُوا ... هَلْ يُعْلَمُ الْحَمْلُ؟ وَهَذَا أَظْهَرُ

484. وَالثَّامِنُ: «الْإِذْنُ بِمَا سَيَحْمِلُهُ ... الشَّيْخُ»، وَالصَّحِيحُ أَنَّا[4] نُبْطِلُهُ

485. وَبَعْضُ عَصْرِيِّي[5] عِيَاضٍ بَذَلَهُ[6] ... وَابْنُ مُغِيثٍ[7] لَمْ يُجِبْ[8] مَنْ سَأَلَهُ[9]

---

(1) الكفاية (ص 326).

(2) هو: الحافظ أبو سعيد العلائي. شرح النَّاظم (1/ 429).

(3) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 82): «وأصلها: تصفَّح، قُلِبت تاءُ تفعَّل صاداً للتَّقارب في المخرج، ثم أُدغِمت في فاء الفعل بعد إسكانها؛ فاجتلبت همزة الوصل للتَّوصُّل إلى النُّطق بها».

(4) في د: «إنَّا» بكسر الهمزة، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، ل، س.

(5) في ن: «عصريَّيْ» بفتح الياء الأولى، وهو وهم.

(6) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 105): «الإجازةُ لِمَا لمْ يروِهِ المُجيز بعد: فهذا لم أرَ منْ تكلَّم عليه من المشايخ، ورأيتُ بعض المتأخِّرين والعصرِيِّين يصنعونه».

(7) هو: القاضي أبو الوليد يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث القرطبي، (ت 429 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 569).

(8) في ب: «يُجِزْ» بالزَّاي، وفي نسخة على حاشيتها: «يُجِب».

(9) قال أبو مروان عبد الملك بن زِيادة الله الطُّبْني: «كنتُ عند القاضي بقُرطُبةَ أبي الوليد يونسَ بن مغيثٍ، فجاءه إنسانٌ فسأله الإجازة له بجميع ما رواه إلى تاريخها وما

يرويه بعد، فلم يُجِبه إلى ذلك، فغضب السَّائلُ، فنظر إليَّ يونسُ فقلتُ له: يا هذا! يعطيكَ ما لم يأخذْهُ؟ هذا محالٌ! فقال يونس: هذا جوابي «. الإلماع (ص 106).

481. এবং খতীব (আল-খাতীব)-এর মতে: "আমি এমন কাউকে পাইনি যে এটি করেছে।"[1] ... আমি বলি: আমি তাদের কিছু লোককে এটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে দেখেছি।

482. তার দুই পিতাকে সাথে নিয়ে তিনি (অনুমতি) দিয়েছেন[2], এবং সম্ভবত ... যখন তিনি তা করেছিলেন তখন তাতে নামগুলো উল্লেখ করেননি।[3]

483. এবং তাদের উল্লিখিত বিষয়ের উপর ভিত্তি করা উচিত ... (যা) বহন করা হবে তা কি জানা আছে? এবং এটিই অধিক স্পষ্ট।

484. এবং অষ্টম (প্রকার): "শাইখ ভবিষ্যতে যা বহন করবেন (বর্ণনা করবেন) তার অনুমতি (ইজাজাহ)।" ... এবং বিশুদ্ধ মত হলো যে আমরা তা বাতিল করি।[4]

485. এবং ইয়াদ-এর কতিপয় সমসাময়িক ব্যক্তি তা প্রদান করেছেন।[5][6] ... এবং ইবনু মুগিস[7] তাকে যে অনুমতি চেয়েছিল তাকে অনুমতি দেননি।[8][9]

---

(1) আল-কিফায়াহ (পৃষ্ঠা ৩২৬)।

(2) তিনি হলেন: হাফিয আবু সাঈদ আল-আলাঈ। শরহুন নাযিম (১/৪২৯)।

(3) আল-বিক্বায়ী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তার আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (২/৮২) গ্রন্থে বলেছেন: "এর মূল হলো: 'তাসাফফাহা' (تصفَّح)। 'তাফাউল' (تفعَّل) ক্রিয়ার 'তা' (ت) অক্ষরটি তার মাখরাজ (উচ্চারণ স্থান)-এর নৈকট্যের কারণে 'সাদ' (ص)-এ রূপান্তরিত হয়েছে। অতঃপর তা সাকিন (স্থির) করার পর ক্রিয়ার 'ফা' (ف)-এর সাথে ইদগাম (মিলিয়ে) করা হয়েছে; ফলে এটি উচ্চারণের সুবিধার জন্য হামজাতুল ওয়াসল (সংযোগের হামজা) আনা হয়েছে।"

(4) 'দাল' (د) প্রতিলিপিতে হামযা কাসরা (كسرة) সহকারে «إنَّا» (ইন্না) আছে, আর 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'হা' (ح), 'লাম' (ل), 'সিন' (س) প্রতিলিপিগুলো থেকে যা গৃহীত হয়েছে, তা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

(5) 'নুন' (ن) প্রতিলিপিতে প্রথম 'ইয়া' (ي)-এর উপর ফাতহা (فتحة) সহকারে «عصريَّيْ» (আসরিয়্যাই) রয়েছে, যা একটি ভ্রম।

(6) ক্বাযী ইয়াদ (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তার আল-ইলমা' (পৃষ্ঠা ১০৫) গ্রন্থে বলেছেন: "এমন বিষয়ের জন্য ইজাজাহ (সনদ) প্রদান করা, যা সনদদাতা (মুজায) এখনো বর্ণনা করেননি: এই বিষয়ে শাইখদের মধ্যে কাউকে কথা বলতে দেখিনি, তবে আমি কিছু মুতাআখখিরীন (পরবর্তী আলেম) এবং সমসাময়িকদেরকে এটি করতে দেখেছি।"

(7) তিনি হলেন: ক্বাযী আবুল ওয়ালীদ ইউনুস ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু মুগিস আল-কুরতুবী, (মৃত্যু ৪২৯ হিজরী)। সিয়ার আ'লামুন নুবালা (১৭/৫৬৯)।

(8) 'বা' (ب) প্রতিলিপিতে 'যা' (ز) বর্ণ সহকারে «يُجِزْ» (ইউজিয) রয়েছে, এবং এর টীকায় একটি প্রতিলিপিতে «يُجِب» (ইউজিব) রয়েছে।

(9) আবু মারওয়ান আব্দুল মালিক ইবনু যিয়াদাতুল্লাহ আত-তুবনী বলেছেন: "আমি কুরতুবায় ক্বাযী আবুল ওয়ালীদ ইউনুস ইবনু মুগিস-এর কাছে ছিলাম। অতঃপর একজন লোক তার কাছে এসে সেই তারিখ পর্যন্ত এবং এরপর তিনি যা বর্ণনা করবেন তার সবকিছুর জন্য ইজাজাহ (সনদ) চাইল, কিন্তু তিনি তাকে সেই অনুমতি দেননি। তখন প্রশ্নকারী (বা আবেদনকারী) রাগান্বিত হলো। তখন ইউনুস আমার দিকে তাকালেন। আমি তাকে বললাম: হে ভাই! তিনি কি তোমাকে এমন কিছু দেবেন যা তিনি নিজে গ্রহণ করেননি? এটা অসম্ভব! তখন ইউনুস বললেন: এটিই আমার জবাব।" আল-ইলমা' (পৃষ্ঠা ১০৬)।

486. وَإِنْ يَقُلْ[1]: «أَجَزْتُهُ مَا صَحَّ لَهُ» ... أَوْ «سَيَصِحُّ» فَصَحِيحٌ، عَمِلَهُ

487. الدَّارَقُطْنِيُ وَسِوَاهُ[2]، أَوْ حَذَفْ ... «يَصِحُّ» جَازَ الْكُلُّ حَيْثُمَا عَرَفْ

488. وَالتَّاسِعُ: «الْإِذْنُ بِمَا أُجِيزَا ... لِشَيْخِهِ»[3]، فَقِيلَ: لَنْ يَجُوزَا[4]

489. وَرُدَّ، وَالصَّحِيحُ: الِاعْتِمَادُ ... عَلَيْهِ، قَدْ جَوَّزَهُ النُّقَّادُ

490. أَبُو نُعَيْمٍ وَكَذَا ابْنُ عُقْدَهْ[5] ... وَالدَّارَقُطْنِيُّ[6]، وَنَصْرٌ[7] بَعْدَهْ

(1) في س: «تَقُلْ» بالتاء، ولم ينقط في ف، وفي ي: «يُقَلْ» بضمِّ الياء، وفتح القاف، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، ن. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 270): «(إِنْ يَقُل) الشَّيخُ»، ونحوه في فتح الباقي (1/ 407).

(2) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 162).

(3) في نسخة على حاشية ب: «من شيخه».

(4) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 433): «منع جواز ذلك الحافظ أبو البركات عبد الوهاب بن المبارك بن الأنماطي - أحد شيوخ ابن الجوزي -، وصنَّف جزءاً في منع ذلك».

(5) هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد الكوفيُّ، المعروف بابن عُقْدة، (ت 332 هـ). سير أعلام النُّبلاء (15/ 340).

(6) انظر: الكفاية (ص 350)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 162).

(7) هو: أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، الشَّافعيُّ، صاحب كتاب الحُجَّة على تارك المحجة، (ت 490 هـ). سير أعلام النُّبلاء (19/ 136).

৪৮৬. এবং যদি সে (শিক্ষক) বলে<sup(১)>: "আমি তাকে তার জন্য যা সহীহ (বা প্রমাণিত) তা ইজাযত (অনুমোদন) দিলাম" অথবা "যা সহীহ হবে (বা প্রমাণিত হবে)", তাহলে তা সহীহ (বৈধ), এটি কার্যকর হবে।

৪৮৭. দারাকুতনী ও অন্যান্যরা<sup(২)> (এ বিষয়ে একমত), অথবা যদি 'সঠিক হবে/প্রমাণিত হবে' (يَصِحُّ) শব্দটি বাদ দেওয়া হয়, তাহলে সবকিছুই বৈধ, যেখানেই তা পরিচিত।

৪৮৮. এবং নবমটি (ধারা) হলো: "নিজের শাইখের (শিক্ষকের) ইজাযতপ্রাপ্ত বিষয় দ্বারা (অন্যকে) ইজাযত দেওয়া"<sup(৩)>, অতঃপর বলা হয়েছে: এটি কখনও বৈধ নয়<sup(৪)>।

৪৮৯. এবং এটি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, আর সঠিক মত হলো: এর উপর নির্ভর করা (বা একে গ্রহণ করা), নিশ্চয় সমালোচকগণ (মুহাদ্দিসগণ) এটিকে বৈধ বলেছেন।

৪৯০. আবু নুআইম এবং ইবনে উকদাহও<sup(৫)>, এবং দারাকুতনীও<sup(৬)>, এবং তাদের পর নাসরও<sup(৭)> (তা বৈধ বলেছেন)।

---

(১) 'স' নুসখায় (হস্তলিপিতে) 'তা' সহ «তাকুল» (تَقُلْ) রয়েছে, এবং 'ফা' নুসখায় নুকতা দেওয়া হয়নি। আর 'ইয়া' নুসখায় 'ইয়া'-এর উপর পেশ ও 'ক্বাফ'-এর উপর ফাতহা সহ «ইউক্বাল» (يُقَلْ) রয়েছে। এখানে যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'আলিফ, বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, লাম, নুন' নুসখাগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (২/২৭০) গ্রন্থে বলেছেন: "(যদি শিক্ষক) বলে", এবং অনুরূপ 'ফাতহুল বাকি' (১/৪০৭) গ্রন্থেও রয়েছে।
(২) দেখুন: ইবনুল সালাহ-এর 'মুকাদ্দিমাহ' (পৃষ্ঠা ১৬২)।
(৩) 'বা' নুসখার টীকায় রয়েছে: "তার শাইখ থেকে"।
(৪) নাযিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১/৪৩৩) বলেছেন: "হাফিয আবুল বারাকাত আব্দুল ওয়াহহাব ইবনুল মুবারক ইবনুল আনমাতি – ইবনুল জাওযীর অন্যতম শাইখ – এ বিষয়টি বৈধ হওয়াকে নিষেধ করেছেন এবং এ বিষয়ে (এর বৈধতা নিষেধের উপর) একটি স্বতন্ত্র অংশ রচনা করেছেন।"
(৫) তিনি হলেন: আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-কূফী, যিনি ইবনে উকদাহ নামে পরিচিত, (মৃত্যু ৩৩২ হি.)। 'সিয়ারু আলামিন নুব্বালা' (১৫/৩৪০)।
(৬) দেখুন: 'আল-কিফায়া' (পৃষ্ঠা ৩৫০), এবং ইবনুল সালাহ-এর 'মুকাদ্দিমাহ' (পৃষ্ঠা ১৬২)।
(৭) তিনি হলেন: আবুল ফাতহ নাসর ইবনে ইবরাহীম আল-মাকদিসী, আশ-শাফিয়ী, 'আল-হুজজাহ আলা তারিকিল মাহাজ্জাহ' গ্রন্থের রচয়িতা, (মৃত্যু ৪৯০ হি.)। 'সিয়ারু আলামিন নুব্বালা' (১৯/১৩৬)।

---

491. وَالَى ثَلَاثاً بِإِجَازَةٍ[1]، وَقَدْ ... رَأَيْتُ مَنْ وَالَى بِخَمْسٍ يُعْتَمَدْ[2]
492. وَيَنْبَغِي تَأَمُّلُ الْإِجَازَهْ ... فَحَيْثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَازَهْ

493. بِلَفْظِ «مَا صَحَّ لَدَيْهِ» لَمْ يُخَطْ[3] ... مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ

---

(1) قال محمد بن طاهر المَقدسيُّ رحمه الله: «سمعته - أي: نصر بن إبراهيم - ببيت المقدس يروي بالإجازة عن الإجازة، وربَّما تابع بين ثلاثٍ منها». شرح النَّاظم (1/ 434).

(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 434): «وقد روى الحافظ أبو محمَّد عبدُ الكريم الحلبيُّ في تاريخ مصر: عن عبدِ الغنيّ بن سعيدٍ الأزْدِيّ بخمس أجائزَ متواليةٍ في عِدَّة مواضع».

(3) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 83): «مضارع خطَاهُ تخطيةً، مُعَدًّى خطَا خطواً، إذا مشى، من الخطوة، وهي ما بين القدمين، أو أنه بمعنى تخطَّى، كما أن قَدُمَ بمعنى تقدَّم، أي: لم يَتَعدَّ».

491. তিনি তিনটি ইজাযাহ (শিক্ষাদানের অনুমোদন) দ্বারা (বর্ণনার) পরম্পরা অব্যাহত রেখেছেন, আর আমি এমনও দেখেছি যে, কেউ কেউ পাঁচটি (ইজাযাহর) মাধ্যমে পরম্পরা স্থাপন করেছেন, যা নির্ভরযোগ্য।

492. আর ইজাযাহ (অনুমোদন) নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা আবশ্যক, কারণ যখন তার শিক্ষকের শিক্ষক তাকে অনুমোদন দেন,

493. 'যা তার কাছে (অর্থাৎ অনুমোদনদাতার কাছে) সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে'—এই শব্দে, তবে তা কেবল তার শিক্ষকের নিকট যা সহীহ সাব্যস্ত হয়েছে, তার অতিরিক্ত হবে না।

---

(1) মুহাম্মাদ ইবনে তাহির আল-মাক্বদিসী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: 'আমি তাকে—অর্থাৎ নাসর ইবনে ইবরাহীমকে—বাইতুল মাক্বদিসে (জেরুজালেমে) ইজাযাহর মাধ্যমে ইজাযাহ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি, এবং কখনো কখনো তিনি এগুলোর মধ্যে তিনটি পরম্পরা বজায় রাখতেন।' শারহুন নাযিম (১/৪৩৪)।

(2) নাযিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/৪৩৪) এ বলেছেন: ‘হাফিয আবু মুহাম্মাদ আব্দুল কারীম আল-হালাবী তার 'তারীখে মিসর' গ্রন্থে আব্দুল গনী ইবনে সাঈদ আল-আযদী থেকে বিভিন্ন স্থানে পরপর পাঁচটি ইজাযাহর মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন।’

(3) বিক্বাঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (২/৮৩) এ বলেছেন: ‘خَطَاهُ (খাত্বাহু)-এর মুদারি' (অনিশ্চিত বর্তমান/ভবিষ্যৎ কাল) হলো تَخْطِيَةً (তাখতিয়াতান)। এটি خَطَا (খাত্বা)-এর একটি সকর্মক রূপ, যার অর্থ 'সে হেঁটেছিল' (خَطْواً)। এটি الخُطْوَة (আল-খুতওয়াহ) শব্দ থেকে এসেছে, যা দুই পায়ের মধ্যবর্তী স্থান। অথবা এর অর্থ تَخَطَّى (তাখাত্তা) বা 'অতিক্রম করা', যেমন قَدُمَ (ক্বাদুম) শব্দের অর্থ تَقَدَّمَ (তাক্বাদ্দাম) বা 'এগিয়ে যাওয়া'। অর্থাৎ, 'সে সীমা অতিক্রম করেনি' (لم يَتَعَدَّ)।’

لَفْظُ الْإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

494. «أَجَزْتُهُ»: ابْنُ فَارِسٍ[1] قَدْ نَقَلَهْ[2] ... وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ: «قَدْ أَجَزْتُ لَهْ»

495. وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ[3] الْإِجَازَهْ ... مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجَازَهْ

496. طَالِبُ عِلْمٍ، وَالْوَلِيدُ[4] ذَا ذَكَرْ ... عَنْ مَالِكٍ شَرْطاً[5]، وَعَنْ أَبِي عُمَرْ

497. أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ ... إِلَّا لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ[6]

---

(1) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريَّا القزويني، اللُّغويُّ، له مؤلَّفات؛ منها: «المجمل في اللُّغة»، و «مقاييس اللُّغة»، (ت 395 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 103).

(2) قال ابن فارس رحمه الله في مأخذ العلم (ص 39): «ومعنى الإجازة في كلام العرب: مأخوذ من جَوَازِ الماء الذي يُسقاهُ المالُ مِنَ الماشية والحرث، يُقال منه: استجزتُ فلاناً فأجازني، إذا أسقاك ماءً لأرضك وماشيتك ... كذلك طالب العلم يسألُ العالم أن يجيزَه علمَه، فيجيزه إيَّاه».

(3) في أ، ف: «يستحسن» بالياء، وفي ي: بالتَّاء والياء معاً، ولم ينقط في ع.

(4) هو: أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد بن أبي دُبَار الغَمْري، الحافظ، المالكي، اللُّغوي، (ت 392 هـ). الأنساب للسَّمعاني (10/ 73)، وسير أعلام النُّبلاء (17/ 65).

(5) ذكره الوليد بن بكر في جزء له سمَّاه: «الوجازة في صحة القول بالإجازة». فتح المغيث (2/ 284).

(6) قال ابن عبد البَرِّ رحمه الله في جامع بيان العلم (2/ 1159): «وتلخيصُ هذا الباب: أنَّ الإجازةَ لا تجوز إلَّا للماهر بالصِّناعة حاذقٍ بها، يعرف كيف يتناولُها، وتكونُ في شيءٍ مُعَيَّنٍ معروف لا يُشكِلُ إسنادُه».

ইজাযাহের শব্দাবলী ও তার শর্তাবলী

494. «আমি তাকে অনুমতি দিয়েছি»: ইবন ফারিস[1] এটি বর্ণনা করেছেন[2] … তবে যা প্রসিদ্ধ, তা হলো: «আমি তার জন্য অনুমতি দিয়েছি»

495. আর ইজাযাহ (সনদ প্রদান)[3] কেবল তখনই উত্তম বিবেচিত হয় … যখন তা এ বিষয়ে জ্ঞানী কোনো আলেম থেকে আসে, এবং যিনি ইজাযাহ দেন।

496. জ্ঞান অন্বেষণকারী, এবং আল-ওয়ালিদ[4] এটি উল্লেখ করেছেন … মালিক থেকে একটি শর্ত[5], এবং আবু উমার থেকে।

497. যে সঠিক মত হলো যে ইজাযাহ গৃহীত হয় না … শুধুমাত্র কোনো পারদর্শী ব্যক্তির জন্য এবং যা অস্পষ্ট নয়[6]।

---

(1) তিনি হলেন: আবুল হুসাইন আহমদ ইবন ফারিস ইবন যাকারিয়্যা আল-ক্বাযবিনী, একজন ভাষাবিদ। তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে: «আল-মুজমাল ফিল-লুগাহ» এবং «মাকায়িসুল লুগাহ»। তিনি ৩৯৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। সিয়ার আ'লামুন নুবালা (১৭/১০৩)।

(2) ইবন ফারিস (রহিমাহুল্লাহ) «মাআখাযুল ইলম» (পৃ. ৩৯) গ্রন্থে বলেছেন: «আর আরবী ভাষায় 'ইজাযাহ' শব্দের অর্থ গৃহীত হয়েছে সেই 'পানি অতিক্রম করানো' (জাওয়াজুল মা') থেকে, যা পশুপাল ও শস্যকে পান করানো হয়। এ থেকে বলা হয়: 'আমি অমুকের কাছে পানি অতিক্রম

করানোর অনুরোধ করলাম এবং সে আমাকে তা অতিক্রম করালো', যখন সে তোমাকে তোমার জমি ও পশুপালের জন্য পানি পান করায়। ... অনুরূপভাবে, জ্ঞান অন্বেষণকারী আলেমকে তার জ্ঞান প্রদানের অনুমতি দিতে অনুরোধ করে, তখন আলেম তাকে সেই জ্ঞান প্রদানের অনুমতি দেন।»

(3) আলিফ ও ফা নুসখায় (আ, ফ) 'ইয়া' (ي) দ্বারা «ইয়াসতাহসিনু» (يستحسن) আছে। ইয়া নুসখায় (য়) 'তা' (ت) ও 'ইয়া' (ي) উভয়টি সহকারে আছে। আর আইন নুসখায় (আ) কোনো নুকতা (স্বরচিহ্ন) ছিল না।

(4) তিনি হলেন: আবুল আব্বাস আল-ওয়ালিদ ইবন বাকর ইবন মুখাল্লাদ ইবন আবি দুবার আল-গামরী, হাফিয, মালিকী মাযহাবের অনুসারী, ভাষাবিদ। তিনি ৩৯২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। আল-আনসাব লিস-সাম'আনী (১০/৭৩) এবং সিয়ার আ'লামুন নুবালা (১৭/৬৫)।

(5) আল-ওয়ালিদ ইবন বাকর তার একটি পুস্তিকায় এটি উল্লেখ করেছেন, যার নাম তিনি দিয়েছিলেন: «আল-উজাযাহ ফী সিহহাতিল কাওলি বিল-ইজাযাহ» (ইজাযাহের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা)। ফাতহুল মুগীছ (২/২৮৪)।

(6) ইবন আবদিল বার্র (রহিমাহুল্লাহ) «জামি' বায়ানিল ইলম» (২/১১৫৯) গ্রন্থে বলেছেন: «এই অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ হলো: ইজাযাহ শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির জন্য জায়েয (বৈধ) যিনি উক্ত বিদ্যায় পারদর্শী ও অভিজ্ঞ, যিনি জানেন কিভাবে তা গ্রহণ করতে হয়, এবং তা এমন কোনো নির্দিষ্ট ও সুপরিচিত বিষয়ে হতে হবে যার সনদ (সূত্রের ধারাবাহিকতা) অস্পষ্ট নয়।»

---

498. وَاللَّفْظُ إِنْ تُجِزْ بِكَتْبٍ أَحْسَنُ ... أَوْ دُونَ لَفْظٍ فَانْوِ، وَهْوَ أَدْوَنُ[1]

---

(1) لم يذكر النَّاظم رحمه الله مسألة خُلُوِّ الكتابة عن النِّيَّة، فاستدركها البرهان الحلبي رحمه الله نظماً كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (2/ 91)، بقوله:

وَحَيْثُ لَا نِيَّةَ قَدْ جَوَّزَهَا ... ابْنُ الصَّلَاحِ بَاحِثاً أَبْرَزَهَا

498. আর যদি তুমি লিখনীর মাধ্যমে (মৌখিক) উক্তিকে অনুমতি দাও, তবে তা উত্তম ... অথবা মৌখিক উক্তি ব্যতীত (শুধু) নিয়ত করো, তবে তা নিম্নতর।[1]

---

(1) রচয়িতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) নিয়তমুক্ত লিখনীর মাসআলাটি উল্লেখ করেননি। তাই আল-বুরহান আল-হালাবী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) কবিতাকারে এটি সংযোজন করেছেন, যেমনটি 'হাশিয়া 'য" এবং 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (২/৯১) গ্রন্থে তাঁর উক্তি দ্বারা প্রমাণিত:
যেখানে নিয়ত থাকে না, ইবনুস সালাহ গবেষণার মাধ্যমে সেটিকে বৈধ ঘোষণা করেছেন, যা তিনি স্পষ্ট করেছেন।

الرَّابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

499. ثُمَّ «الْمُنَاوَلَاتُ» إِمَّا تَقْتَرِنُ ... بِالْإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيهَا أُذِنْ

500. أَعْلَى الْإِجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا[1] إِذَا ... أَعْطَاهُ مِلْكاً، فَإِعَارَةً، كَذَا

501. أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهُ ... عَرْضاً، وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوَلَهْ

502. وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهُ ... ثُمَّ يُنَاوِلَ[2] الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ

503. يَقُولُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ ... وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ

504. بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا[3] ... وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا

---

(1) قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 9): «ولم يُصرِّح ابن الصَّلاح بكون هذه الصُّورة أعلى، لكنَّه قدَّمها - كالقاضي عياض - في الذِّكر، وهو منه مُشعِرٌ بذلك».

(2) في أ، مر: «تناول» بالتَّاء، وفي ج، ح: «يناولُ» بالرَّفع، وفي ب: بالنَّصب والرَّفع معاً، والضَّبط المثبت من د، هـ، و، ز، ل، ن، س.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 10): «ونُصِبَ (يَنْظرَ) و (يُنَاوِلَ) بالعطفِ عَلَى (يَحْضُرَ)».

(3) عَزَاهُ الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 340) لمالكٍ، وقال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 167): «وفي كلامه - أي: الحاكم - بعض التَّخليط، من حيث كونه خَلَطَ بعضَ ما ورد في عَرْضِ القراءة بما ورد في عَرْضِ المناولة».

চতুর্থ: মুনাওয়ালা

499. অতঃপর «মুনাওয়ালা» হয় অনুমতির সাথে যুক্ত হয় অথবা হয় না। যে মুনাওয়ালায় অনুমতি থাকে …

500. তা ইজাজাতসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ। আর এর মধ্যে সর্বোচ্চ[1] হলো যখন … (শিক্ষক) তাকে মালিকানা হিসেবে দেন, অতঃপর ধার হিসেবে, একইভাবে

501. শিক্ষার্থী তার জন্য কিতাবসহ উপস্থাপনার জন্য উপস্থিত হবে … আর এই উপস্থাপনা মুনাওয়ালার জন্য।

502. আর শায়খ জ্ঞানের অধিকারী হয়ে তা দেখবেন … অতঃপর উপস্থিতকারীকে কিতাবটি অর্পণ করবেন[2]।

503. তিনি বলবেন: "এটি আমার হাদীস থেকে, সুতরাং তুমি এটি বর্ণনা করো।" … এবং তারা মালিক ও তার মতো (ইমামদের) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

504. এটি সামা' (শ্রবণ)-এর সমতুল্য[3]। … তবে মুফতীগণ এই (মত) অস্বীকার করেছেন।

---

(1) যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.) ফাতহুল বাকী (২/৯) গ্রন্থে বলেছেন: "ইবনুস সালাহ স্পষ্ট করে বলেননি যে, এই পদ্ধতিটি সর্বোচ্চ, তবে তিনি - কাযী ইয়াদ-এর মতো - এটিকে আলোচনায় প্রথমে এনেছেন, আর এটিই ইঙ্গিত দেয় যে এটি সর্বোচ্চ।"

(2) আলিফ ও মীম সংস্করণে 'তানাওয়াল' (তা বর্ণসহ), জীম ও হা সংস্করণে 'ইউনাবিলু' (রাফ' সহ), এবং বা সংস্করণে নসব ও রাফ' উভয়ই রয়েছে। এখানে উল্লেখিত রূপটি দাল, হা, ওয়াও, ঝা, লাম, নুন, সিন সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।
যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.) ফাতহুল বাকী (২/১০) গ্রন্থে বলেছেন: "(ইয়ানজুরা) ও (ইউনাবিলা) শব্দ দুটি (ইয়াহদুরা)-এর উপর আতফ (সংযুক্ত) হওয়ার কারণে নসব (فتحه) হয়েছে।"
(3) আল-হাকিম (রহ.) মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস (পৃ. ৩৪০) গ্রন্থে এটি ইমাম মালিক (রহ.)-এর দিকে সম্বন্ধিত করেছেন। আর ইবনুস সালাহ (রহ.) তার মুকাদ্দিমা (পৃ. ১৬৭) গ্রন্থে বলেছেন: "এবং তার (অর্থাৎ হাকিমের) বক্তব্যে কিছু মিশ্রণ আছে, এই কারণে যে, তিনি কিরাআত (পাঠের) উপস্থাপনা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে মুনাওয়ালা (হস্তান্তরের) উপস্থাপনা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে, তা মিশ্রিত করেছেন।"

505. إِسْحَاقُ وَالثَّوْرِيُ مَعَ النُّعْمَانِ ... وَالشَّافِعِيِ وَأَحْمَدَ الشَّيْبَانِي
506. وَابْنِ[1] الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِمْ[2] رَأَوْا ... بِأَنَّهَا أَنْقَصُ[3]، قُلْتُ: قَدْ حَكَوْا
507. إِجْمَاعَهُمْ بِأَنَّهَا صَحِيحَهْ ... مُعْتَمَداً[4] وَإِنْ تَكُنْ مَرْجُوحَهْ
508. أَمَّا إِذَا نَاوَلَ وَاسْتَرَدَّا ... فِي الْوَقْتِ صَحَّ، وَالْمُجَازُ أَدَّى
509. مِنْ نُسْخَةٍ قَدْ وَافَقَتْ مَرْوِيَّهْ[5] ... وَهَذِهِ لَيْسَتْ لَهَا مَزِيَّهْ

(1) في أ، ح، ع: «وابنُ» بالرَّفع، وفي هـ: بالجرِّ والرَّفع معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ل، م، ن.
(2) في د: «وغيره»، وفي نسخة على حاشيتها: «وغيرهم»، وفي أ، ب، ج، ح: «وغيرُهُم» بالرَّفع، وفي هـ: «وغيرهم» بالجرِّ والرَّفع، والمثبت من و، ز، ل، م، ن، س.

قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 267): «هو بالجرِّ عطفاً على المجرور بـ (مَعَ)».

(3) انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص 343).

(4) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 440): «هو بفتح الميم، وهو تمييز، أي: صحيحة اعتماداً».

(5) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 441): «أي: والمجازُ له، وهو مبتدأ، خبره: أدَّى، أي: ومَن تناول على هذه الصُّورة فلَه أن يُؤَدِّيَ من الأصلِ الذي ناولَه له الشَّيخُ واستردَّه، إذا ظَفَرَ به، مع غلبةِ ظنِّه بسلامتِه من التَّغيير، أو مِن فرعٍ مقابَلٍ بِه كذلك».

505. ইসহাক ও সাওরি নুমানের সাথে… এবং শাফিঈ ও আহমদ শাইবানি

506. এবং ইবনুল মুবারক[1] ও অন্যান্যরা[2] মত পোষণ করেছেন… যে এটি অপূর্ণাঙ্গ[3]। আমি বলি: তারা বর্ণনা করেছেন

507. তাদের ঐকমত্য যে এটি সহীহ (নির্ভুল)… নির্ভরেযাগ্যভাবে[4], যদিও এটি অপ্রাধান্যপ্রাপ্ত (দুর্বল)।

508. কিন্তু যদি তিনি (গ্রন্থ) প্রদান করেন এবং (তা) তৎক্ষণাৎ ফেরত নেন,… তাহলে তা সহীহ (বৈধ) হবে, এবং অনুমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি (তা) সম্পাদন করেছে

509. একটি অনুলিপি থেকে যা বর্ণিত বিষয়ের সাথে মিলে গেছে[5]… আর এটার কোনো বিশেষত্ব নেই।

---

(1) আলিফ (أ), হা (ح), আইন (ع) প্রতিলিপিগুলোতে: ‘ওয়াবনু’ (وابنُ) রফ (رفع)-সহ (অর্থাৎ ‘নুন’ এর উপর পেশ)। হা (ه) প্রতিলিপিতে: জার (جر) ও রফ (رفع) উভয় প্রকারেই। প্রমাণিত পাঠটি বা (ب), জিম (ج), দাল (د), ওয়াও (و), জা (ز), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن) প্রতিলিপিগুলো থেকে গৃহীত।

(2) দাল (د) প্রতিলিপিতে: 'ওয়া গাইরুহু' (وغيره)। এবং একটি টীকা প্রতিলিপিতে: 'ওয়া গাইরুহুম' (وغيرهم)। আলিফ (أ), বা (ب), জিম (ج), হা (ح) প্রতিলিপিগুলোতে: 'ওয়া গাইরুহুম' (وغيرُهُم) রফ (رفع)-সহ। হা (ه) প্রতিলিপিতে: জার (جر) ও রফ (رفع) উভয় প্রকারেই। প্রমাণিত পাঠটি ওয়াও (و), জা (ز), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س) প্রতিলিপিগুলো থেকে গৃহীত। ইবনু আম্মার আল-মালিকী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'মিফতাহুস সাঈদিয়্যাহ' (পৃ. ২৬৭) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি জার (جر) অবস্থায় আছে, কেননা তা 'মাআ' (مَعَ)-এর কারণে মাজরুর (مجرور) পদের উপর আতাফ (عطف) করা হয়েছে।"

(3) দেখুন: হাকিমের 'মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস' (পৃ. ৩৪৩)।

(4) নাযিম (ناظم) (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১/৪৪০) বলেছেন: "এটি মিম (م)-এর উপর ফাতাহ (فتحة)-সহ, এবং এটি তাময়ীয (تمييز)। অর্থাৎ, নির্ভরেযাগ্যভাবে সহীহ।"

(5) নাযিম (ناظم) (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (১/৪৪১) বলেছেন: "অর্থাৎ: 'আল-মুজাজ' (المجاز - অনুমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) হলো মুবতাদা (مبتدأ), আর এর খবর (خبر) হলো 'আদ্দা' (أدَّى - সম্পাদন করেছে)। অর্থাৎ: যে ব্যক্তি এই পদ্ধতিতে (কিছু) গ্রহণ করে, তার জন্য জায়েজ যে, সে সেই মূল (গ্রন্থ) থেকে (বর্ণনা) করবে, যা শায়খ তাকে দিয়েছিলেন এবং ফেরত নিয়েছিলেন – যদি সে তা খুঁজে পায়, আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, তাতে কোনো পরিবর্তন হয়নি। অথবা অনুরূপভাবে যাচাইকৃত কোনো অনুলিপি (ফার') থেকে (বর্ণনা করবে)।"

510. عَلَى الَّذِي[1] عُيِّنَ[2] فِي الْإِجَازَهْ ... عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ، لَكِنْ مَازَهْ

511. أَهْلُ الْحَدِيثِ آخِراً وَقِدَمَا ... أَمَّا إِذَا مَا الشَّيْخُ لَمْ يَنْظُرْ مَا

512. أَحْضَرَهُ الطَّالِبُ لَكِنِ اعْتَمَدْ ... مَنْ أَحْضَرَ الْكِتَابَ وَهْوَ مُعْتَمَدْ

513. صَحَّ، وَإِلَّا بَطَلَ اسْتِيقَانَا ... وَإِنْ يَقُلْ: «أَجَزْتُهُ إِنْ كَانَا

514. ذَا مِنْ حَدِيثِي»، فَهْوَ فِعْلٌ حَسَنْ ... يُفِيدُ حَيْثُ وَقَعَ التَّبَيُّنْ

515. وَإِنْ خَلَتْ مِنْ إِذْنِ الْمُنَاوَلَهْ ... قِيلَ: تَصِحُّ[3]، وَالْأَصَحُّ: بَاطِلَهْ[4]

(1) في ن: «التي».

(2) في هـ، س: «عَيَّن» بفتح العين والياء، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ي، ل، م، ن.

(3) في ي: بالتَّاء والياء معاً.

قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 346): «فهذا يكون صحيحاً عند طائفة من أهل العلم لو فُعِلَ، غيرَ أنَّا لم نرَ أحداً فعلَه».

(4) كتب برهان الدِّين سبط ابن العجمي في حاشية ز بخطِّه: «عَرَضَ عليَّ الإمام الفاضل، سَلِيلُ العلماء، محبُّ الدِّين محمَّد بن العلَّامة محبِّ الدِّين محمد بنِ مفتي المسلمين كمال الدِّين محمَّد بن الشِّحنة الحنفي - نفع الله تعالى به ووصل الخيرات بسببِه -، من أول هذا الكتاب، وهو ألفية شيخنا حافظ الوقت زين الدِّين أبي الفضل عبد الرَّحيم بن الحسين ابن العراقي، إلى هنا؛ حفظاً حسناً في غايةٍ من الجودة، وقد أخبرته أني قرأتها مع الشَّرح لها على شيخنا النَّاظم، وسَمِعتُها مع الشَّرح أيضاً بقراءة العلامة عز الدين ابن الحاصريّ بالقاهرة، وصحَّ ذلك في مجلس يوم الثلاثاء، حادي عشر من ذي الحجة الحرام، سنة (834) بالشَّرفيَّة بحلب. وأجزتُ له ما يَجُوزُ لي روايته.

كتبه: إبراهيم بن محمد بن خليل، الشَّهير بالمحدِّث، عفا الله عنهم أجمعين، آمين، اللهم صلِّ على محمد وآله وصحبه وسلم».

৫১০। যার[১] উপর ইজাজাহে (বর্ণনার অনুমতিপত্রে)[২] নির্দিষ্ট করা হয়েছে ... গবেষকগণের (মুহাক্কিকীনের) নিকট, তবে তা স্বতন্ত্র (বিশেষত্বপূর্ণ)।

৫১১। আহলে হাদীস (হাদীসবিদগণ) বর্তমান ও অতীতকালে ... কিন্তু যদি শায়খ (শিক্ষক) না দেখেন যা

৫১২। ছাত্র উপস্থাপন করেছে, কিন্তু নির্ভর করেছেন ... যে বইটি এনেছে এবং সে নির্ভরযোগ্য।
৫১৩। তা সহীহ (সঠিক), অন্যথায় তা নিশ্চিতভাবে বাতিল হবে ... আর যদি তিনি বলেন: "আমি তাকে অনুমতি দিলাম, যদি তা হয়
৫১৪। আমার হাদীস থেকে", তবে এটি একটি উত্তম কাজ ... যা ফলপ্রসূ হয় যখন স্পষ্টতা থাকে।
৫১৫। আর যদি মুনাওয়ালা (বই হস্তান্তর) অনুমতিবিহীন হয় ... বলা হয়: তা সহীহ (সঠিক)[৩], আর বিশুদ্ধতর মত হলো: তা বাতিল[৪]

---

(১) নুন (ن) পাণ্ডুলিপিতে: "আল্লাতী (الّتي)"।
(২) হা (গোল হা) (ه) ও সিন (স) (س) পাণ্ডুলিপিতে: "আইয়ান (عَيَّن)" ('আইন' ও 'ইয়া' হরফে ফাতহা (জবর) সহ), এবং যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা আলিফ (আ) (أ), বা (ব) (ب), জিম (জ) (ج), দাল (দ) (د), ওয়াও (ও) (و), যা (য) (ز), হা (লম্বা হা) (ح), ইয়া (ই) (ي), লাম (ল) (ل), মিম (ম) (م), নুন (ন) (ن) পাণ্ডুলিপি থেকে।
(৩) ইয়া (ই) (ي) পাণ্ডুলিপিতে: 'তা' (ت) ও 'ইয়া' (ي) উভয়টির সাথে।
খতীব (রাহিমাহুল্লাহ) আল-কিফায়া (পৃষ্ঠা ৩৪৬) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি একদল জ্ঞানীর নিকট সহীহ (সঠিক) হবে, যদি তা করা হয়, তবে আমরা কাউকে তা করতে দেখিনি।"
(৪) বুরহান উদ্দীন সিবত ইবনুল আজমী 'যা' (য) (ز) পাণ্ডুলিপির টীকায় নিজ হাতে লিখেছেন: "আমার কাছে উপস্থাপন করেছেন শ্রদ্ধেয় ইমাম, আলেমগণের বংশধর, মুহিব্বুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনুল আল্লামা মুহিব্বুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনু মুফতী আল-মুসলিমীন কামালুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনুশ শাহনা আল-হানাফী – আল্লাহ তায়ালা তাকে উপকৃত করুন এবং তাঁর মাধ্যমে কল্যাণ পৌঁছান – এই কিতাবের শুরু থেকে এই পর্যন্ত অংশ; অত্যন্ত সুন্দর ও সর্বোচ্চ মানের মুখস্থ সহকারে। আমি তাকে জানিয়েছি যে, আমি এটি এর ব্যাখ্যা সহ আমাদের শায়খ নাজিমের (গ্রন্থকারের) নিকট পাঠ করেছি, এবং আল্লামা ইজ্জুদ্দীন ইবনুল হাসিরীর পাঠের মাধ্যমে কায়রোতে এর ব্যাখ্যা সহকারেও শুনেছি। এটি ৮৩৪ হিজরী সনের যিলহজ্ব মাসের একাদশ তারিখ মঙ্গলবার হালাবের আশ-শারফিয়্যাহ্ মজলিসে প্রমাণিত হয়েছে। আর আমি তাকে সে বিষয়ে অনুমতি প্রদান করেছি, যা বর্ণনা করার অনুমতি আমার আছে।"

লিখেছেন: ইবরাহীম ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু খলীল, যিনি 'আল-মুহাদ্দিস' নামে প্রসিদ্ধ, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি ক্ষমা করুন, আমিন। হে আল্লাহ, মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার ও সঙ্গীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।"

كَيْفَ يَقُولُ مَنْ رَوَى بِالْمُنَاوَلَةِ وَالْإِجَازَةِ؟

516. وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ رَوَى مَا نُوِّلَا[1] ... فَمَالِكٌ وَابْنُ شِهَابٍ جَعَلَا

517. إِطْلَاقَهُ «حَدَّثَنَا» وَ «أَخْبَرَا» ... يَسُوغُ[2]، وَهُوَ لَائِقٌ بِمَنْ يَرَى

518. الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ، بَلْ أَجَازَهُ ... بَعْضُهُمُ فِي مُطْلَقِ الْإِجَازَهْ[3]

---

(1) في ج: «نوّولاء» بتشديد الواو الأولى وآخره همزة، وفي ي: «نُوِّوِّلا» بإسكان الواو الأولى وتشديد الواو الثَّانية وكسرها، وفي ف: «نوِّلَا» بواو واحدة مشددة ومكسورة، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ل، م، ن.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 98): «(نُوِّلَا): من النَّوْل بمعنى العطاء».

(2) انظر: المحدِّث الفاصل (ص 436)، والكفاية (ص 329، 332).

(3) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 128): «وحُكِيَ ذلك عن ابن جريج وجماعة مِنَ المتقدِّمين ... وحَكَى الغَمْري في كتاب الوِجازة أنَّه مذهب مالك وأهل المدينة».

যারা মুনাওয়ালা (مُناوَلة) ও ইজাযা (إجازة) পদ্ধতিতে বর্ণনা করেছেন, তারা কীভাবে বর্ণনা করবেন?

---

৫১৬. আলেমগণ ভিন্নমত পোষণ করেছেন যে ব্যক্তি মুনাওয়ালা (হস্তান্তর) পদ্ধতিতে (হাদিস বা গ্রন্থ) গ্রহণ করে বর্ণনা করেছে তার সম্পর্কে[১]...। সুতরাং ইমাম মালিক ও ইবন শিহাব (এই অভিমত) দিয়েছেন,

৫১৭. ...'তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন' (حَدَّثَنَا) এবং 'তিনি আমাদের জানিয়েছেন' (أَخْبَرَا) এই উক্তিগুলোর প্রয়োগ বৈধ[২]। আর এটি তাদের জন্য উপযুক্ত যারা মনে করেন,

৫১৮. ...'আরদ' (الْعَرْض) অর্থাৎ শায়খের নিকট পাঠ করাকে 'সামা' (السَّمَاع) অর্থাৎ শায়খের নিকট থেকে শোনার মতোই (গ্রহণযোগ্য)। বরং তাদের কেউ কেউ সাধারণ ইজাযা (إِجَازَة - অনুমতির) ক্ষেত্রেও এটিকে বৈধ বলেছেন[৩]।

---

(১) জিম (পাণ্ডুলিপি)-তে: «نوّولاء» (নুওয়াওলাআ'), যার প্রথম 'ওয়াও'-এর উপর তাশদিদ এবং শেষে হামযা রয়েছে; এবং ইয়া (পাণ্ডুলিপি)-তে: «نُوُوّلا» (নূওভভিলা) প্রথম 'ওয়াও' সাকিন সহ এবং দ্বিতীয় 'ওয়াও'-এর উপর তাশদিদ ও কাসরা সহ; এবং ফা (পাণ্ডুলিপি)-তে: «نوِّلَا» (নুভভিলা) একটি 'ওয়াও' সহ যা তাশদিদযুক্ত ও কাসরাযুক্ত। আর মূল পাঠে যা গৃহীত হয়েছে তা আলিফ, বা, দাল, হা, ওয়াও, যা, লাম, মিম, নুন (পাণ্ডুলিপিগুলো) থেকে।
আল-বিকাঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তার 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যা' (২/৯৮) গ্রন্থে বলেছেন: «نُوِلَا» (নূওভিলা) শব্দটি 'আন-নাওল' থেকে এসেছে, যার অর্থ 'প্রদান'।

(২) দেখুন: আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল (পৃষ্ঠা ৪৩৬), এবং আল-কিফায়া (পৃষ্ঠা ৩২৯, ৩৩২)।

(৩) কাযী আইয়ায (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তার 'আল-ইলমা' (পৃষ্ঠা ১২৮) গ্রন্থে বলেছেন: "এই বিষয়টি ইবন জুরাইজ এবং পূর্ববর্তী আলেমগণের একটি দল থেকে বর্ণিত হয়েছে... এবং আল-গামরী তার 'কিতাবুল বিজাজা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, এটি মালিক ও মদীনাবাসীদের মত।"

---

519. وَالْمَرْزُبَانِيْ[1] وَأَبُو نُعَيْمٍ[2] ... «أَخْبَرَ». وَالصَّحِيحُ عِنْدَ الْقَوْمِ

520. تَقْيِيدُهُ بِمَا يُبِينُ الْوَاقِعَا ... «إِجَازَةً» «تَنَاوُلاً» هُمَا مَعَا

521. «أَذِنَ لِي»، «أَطْلَقَ لِي»، «أَجَازَنِي»[3] ... «سَوَّغَ لِي»، «أَبَاحَ لِي»، «نَاوَلَنِي»

522. وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ ... إِطْلَاقَهُ؛ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ

523. وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفْظٍ مُوهِمُ[4] ... «شَافَهَنِي»، «كَتَبَ لِي»، فَمَا سَلِمْ

---

(1) في د، ن: «والمرزَباني» بفتح الزَّاي، وفي س: «والمرزباني» بضمِّ الزَّاي وفتحها، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ع، ف. وهو الموافق لما في الأنساب للسَّمعاني (12/ 188)، وتاج العروس (36/ 167).

وهو: أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى بن عبيد المرزُباني، الكاتب، الأخباري، (ت 384 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 447).

قال الخطيب رحمه الله في تاريخ بغداد (4/ 227): «أكثرُ كُتُبِه لم تكن سماعاً له، وكان يرويها إجازة، ويقول في الإجازة: (أخبرنا)، ولا يبينها».

(2) قال ابن طاهر المَقدسيُّ رحمه الله في كتابه المنثور من الحكايات (ص 36): «قال الخطيب: وقد رأيتُ لأبي نعيم أشياء يتساهل فيها؛ منها: أنَّه يقول في الإجازة: (أخبرنا) من غير أن يُبَيِّن».

(3) في ل: «أجازَ لي» بدل: «أَجَازَنِي».

(4) في ح: «موهِم» بكسر الميم، وفي م: بسكون الميم وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، ن، س، ع.

519. এবং মারযুবানী[1] ও আবু নু'আইম[2] ... "আখবারা" (তিনি সংবাদ দিলেন), তবে পণ্ডিতদের মতে সহীহ হলো

520. সেটিকে এমনভাবে সীমিত করা যা বাস্তবতা স্পষ্ট করে ... "ইজাযাতান" (অনুমতিসূত্রে) এবং "তানাওউলান" (প্রদানের মাধ্যমে) উভয়টি একত্রে।

521. "আযিনা লী" (তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন), "আতলাকা লী" (তিনি আমাকে অবাধ অনুমতি দিলেন), "আজাযানী"[3] (তিনি আমাকে সনদ দিলেন) ... "সাওওয়াঘা লী" (তিনি আমার জন্য বৈধ করলেন), "আবাহা লী" (তিনি আমার জন্য জায়েজ করলেন), "নাওয়ালালী" (তিনি আমাকে প্রদান করলেন)।

522. আর যদি শায়খ অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে তার (সাধারণভাবে) বর্ণনা করার অনুমতি দেন ... তবে তা جواز ের (বৈধতার) জন্য যথেষ্ট হবে না।

523. এবং তাদের কেউ কেউ বিভ্রান্তিকর শব্দ ব্যবহার করেছেন[4] ... যেমন "শাফাহানী" (তিনি আমাকে মৌখিকভাবে শোনালেন), "কাতাবা লী" (তিনি আমার জন্য লিখলেন), তবে তা নিরাপদ নয়।

---

(1) 'দাল' ও 'নুন' বর্ণমালায় এটি "ওয়াল-মারযাবানী" (المرزباني) যায়ের উপর ফাথাহ্ সহকারে লিখিত। 'সিন' বর্ণমালায় "ওয়াল-মারযুবানী" (والمرزباني) যায়ের উপর যম্মাহ্ ও ফাথাহ্ উভয়টি সহকারে লিখিত। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত তা 'বা', 'জীম', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'আইন', 'ফা' থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি আস-সাম'আনী-এর আল-আনসাব (১২/১৮৮) এবং তাজ আল-আরুস (৩৬/১৬৭)-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

তিনি হলেন: আবু উবায়েদ আল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইমরান ইবনে মুসা ইবনে উবায়েদ আল-মারযুবানী, লেখক, ইতিহাসবেত্তা, (মৃত্যু ৩৮৪ হিজরী)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৬/৪৪৭)। আল-খাতীব (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) তার তারিখ বাগদাদ (৪/২২৭)-এ বলেছেন: "তার অধিকাংশ গ্রন্থ শ্রুত ছিল না, এবং তিনি ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) সূত্রে বর্ণনা করতেন, আর ইজাযাহ-এর ক্ষেত্রে তিনি বলতেন: (আখবারানা), কিন্তু তা স্পষ্ট করতেন না।"

(2) ইবনে তাহির আল-মাকদিসী (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) তার কিতাব আল-মান্তুর মিন আল-হিকায়াত (পৃষ্ঠা ৩৬)-এ বলেছেন: "আল-খাতীব বলেছেন: আমি আবু নু'আইম-এর এমন কিছু বিষয় দেখেছি যেখানে তিনি শিথিলতা করতেন; তার মধ্যে একটি হলো: তিনি ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি)-এর ক্ষেত্রে "(আখবারানা)" বলতেন কিন্তু তা স্পষ্ট করতেন না।"

(3) 'লাম' বর্ণমালায় "আজাযা লী" (أجاز لي) এর পরিবর্তে "আজাযানী" (أَجَازَنِي) লেখা আছে।

(4) 'হা' বর্ণমালায় "মুহিমী" (موهمِ) মীমের নীচে কাসরাহ সহকারে। 'মীম' বর্ণমালায় মীমের উপর সুকুন ও কাসরাহ উভয়টি সহকারে। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত তা 'আলিফ', 'বা', 'জীম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'লাম', 'নুন', 'সিন', 'আইন' থেকে নেওয়া হয়েছে।

524. وَقَدْ أَتَى بِـ «خَبَّرَ» الْأَوْزَاعِي ... فِيهَا[1]، وَلَمْ يَخُلْ مِنَ النِّزَاعِ[2]

525. وَلَفْظُ «أَنَّ»: اخْتَارَهُ الْخَطَّابِي[3] ... وَهُوَ مَعَ الْإِسْنَادِ ذُو اقْتِرَابِ[4]

526. وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الْإِجَازَهْ ... «أَنْبَأَنَا»؛ كَصَاحِبِ «الْوِجَازَهْ»[5]

527. وَاخْتَارَهُ الْحَاكِمُ فِيمَا شَافَهَهْ ... بِالْإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ[6]

528. وَاسْتَحْسَنُوا لِلْبَيْهَقِيْ مُصْطَلَحَا ... «أَنْبَأَنَا إِجَازَةً» فَصَرَّحَا[7]

---

(1) أخرج الرَّامهرمزي في المحدِّث الفاصل (ص 436)، والخطيب البغداديُّ في الكفاية (ص 302) عن الوليد بن مزيد قال: «قال لي الأوزاعي: ما أجزتُه لك وحدَكَ فقُل فيه: (خَبَّرَنِي)، وما أجزتُه لجماعة أنت فيهم فقُل فيه: (أخبرنا)».

(2) وجه المنازعة أنَّ معنَى (خَبَّرَ) و (أَخْبَرَ) واحدٌ من حيث اللُّغة، ومِن حيث الاصطلاح المتعارف بين أهل الحديث. انظر: شرح النَّاظم (1/ 447).

(3) انظر: الإلماع (ص 129).

(4) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 172): «وهذا اصطلاح بعيدٌ عن الإشعار بالإجازة، وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فحسب وأجاز له ما رواه قريب، فإنَّ كلمة (أنَّ) في قوله: (أخبرني فلانٌ أنَّ فلاناً أخبره) فيها إشعارٌ بوجودِ أصلِ الإخبارِ، وإن أجمَلَ المُخبَرَ به ولم يَذكُرهُ تفصِيلاً».

(5) هو: أبو العبَّاس الوليد بن بكر الغَمري في كتابه الوِجازة في صحَّة الإجازة. نقل اختياره ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 171).

(6) انظر: معرفة علوم الحديث (ص 344).

(7) انظر مثلاً: السُّنن الكبرى (457)، (495)، (6610).

৫২৪. আওযায়ী (رحمه الله) এর ক্ষেত্রে ‘খাব্বারা’ (خبر) শব্দ ব্যবহার করেছেন[1], তবে এটি মতানৈক্যমুক্ত ছিল না[2]।

৫২৫. আর ‘আন্না’ (أنّ) শব্দ— আল-খাত্তাবী এটি বেছে নিয়েছেন[3] —এবং এটি সনদ (ইসনাদ)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত[4]।

৫২৬. আর তাদের কেউ কেউ ‘ইজাযাহ’ (বর্ণনার অনুমতি) প্রদানের ক্ষেত্রে ‘আনবা'আনা’ (أنبأنا) শব্দ বেছে নেন— যেমন ‘আল-উজাজাহ’ গ্রন্থের লেখক[5]।

৫২৭. আর আল-হাকিম এটি বেছে নিয়েছেন সেই মৌখিক বর্ণনার ক্ষেত্রে, যা মৌখিকভাবে পেশ করার পর অনুমতির সাথে ছিল[6]।

৫২৮. আর তারা আল-বায়হাকীর ‘আনবা'আনা ইজাযাতান’ (أنبأنا إجازة) পরিভাষাটিকে উত্তম মনে করেছেন, তাই তিনি স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন[7]।

---

(১) আর-রামেহুরমুযী ‘আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল’ (পৃষ্ঠা ৪৩৬) গ্রন্থে এবং আল-খাতীবুল বাগদাদী ‘আল-কিফায়াহ’ (পৃষ্ঠা ৩০২) গ্রন্থে ওয়ালীদ ইবনে মাযীদ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: “আওযায়ী (رحمه الله) আমাকে বলেছেন: ‘যে (বর্ণনার) অনুমতি আমি শুধু তোমাকে দিয়েছি, তাতে তুমি বলবে: ‘খাব্বারানী’ (خبرني)। আর যে (বর্ণনার) অনুমতি আমি এমন কোনো জামাতকে দিয়েছি, যার মধ্যে তুমিও ছিলে, তাতে তুমি বলবে: ‘আখবারানা’ (أخبرنا)।”

(২) মতবিরোধের কারণ হলো, ভাষাগত দিক থেকে ‘খাব্বারা’ (خبر) এবং ‘আখবারা’ (أخبر) এর অর্থ একই, এবং হাদীস বিশারদদের মধ্যে প্রচলিত পরিভাষা অনুসারেও। দেখুন: শরহুন নাযিম (১/৪৪৭)।

(৩) দেখুন: আল-ইলমা‘ (পৃষ্ঠা ১২৯)।

(৪) ইবনুল সালাহ (رحمه الله) তাঁর 'মুকাদ্দিমাহ' (পৃষ্ঠা ১৭২) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি 'ইজাযাহ' (বর্ণনার অনুমতি)-এর ইঙ্গিত থেকে একটি দূরবর্তী পরিভাষা। এটি এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যখন কেউ শুধু সনদ (ইসনাদ) শুনেছে এবং বর্ণনাকারী তাকে যা বর্ণনা করেছে তার অনুমতি দিয়েছে। কারণ তার কথা 'আখবারানী ফুলানুন আন্না ফুলানান আখবারাহু' (أخبرني فلانٌ أنَّ فلاناً أخبره)-তে 'আন্না' (أنّ) শব্দটি মূল বর্ণনার অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে, যদিও বর্ণিত বিষয়টিকে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয় এবং বিস্তারিত বর্ণনা করা হয় না।"

(৫) তিনি হলেন আবু আল-আব্বাস ওয়ালীদ ইবনে বাকর আল-গামরী তাঁর 'আল-উজাজাহ ফি সিহহাতিল ইজাযাহ' (الْوِجَازَة في صحَّة الإجازة) নামক গ্রন্থে। ইবনুল সালাহ তাঁর 'মুকাদ্দিমাহ' (পৃষ্ঠা ১৭১) গ্রন্থে তাঁর (আল-গামরীর) এই নির্বাচনটি উল্লেখ করেছেন।

(৬) দেখুন: মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস (পৃষ্ঠা ৩৪৪)।

(৭) উদাহরণস্বরূপ দেখুন: আস-সুনানুল কুবরা (৪৫৭), (৪৯৫), (৬৬১০)।

(ص: 227)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

529. وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ «عَنْ» ... إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيبَةٌ لِمَنْ

530. سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيهِ يُشَكّْ ... وَحَرْفُ «عَنْ» بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ[1]

531. وَفِي الْبُخَارِيْ: «قَالَ لِي» فَجَعَلَهْ ... حِيرِيُّهُمْ[2] لِلْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَهْ[3]

(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 448): «(فمشترك): دخلت الفاء في الخبر على رأي الكسائي»، والصَّواب: أنَّ ذلك على رأي الأخفش. انظر: شرح المفصل لابن يعيش (1/ 250)، فتح الباقي (2/ 18).

(2) هو: أبو جعفر أحمد بن حَمدان بن علي النَّيسابوريُّ الحِيرِيُّ، الحافظ، الزَّاهد، له مستخرج على صحيح مسلم، (ت 311 هـ). تاريخ بغداد (5/ 185)، وسير أعلام النُّبلاء (14/ 299).

(3) حكاه الذَّهبي في سير أعلام النُّبلاء (14/ 300) عن الحاكم قال: «سمعت أبا عمرو، سمعتُ أبي - أي: أحمد بن حمدان الحِيرِيَّ - يقول: كلُّ ما قال البخاريُّ: (قال لي فلان)؛ فهو مناولةٌ وعَرْضٌ».

وردَّه ابن حجر في تغليق التَّعليق (2/ 10) فقال: «والظَّاهِرُ: أنَّ كُلَّ ذلكَ تَحَكُّمٌ، وإنَّما للبخاري مَقصَدٌ في هذه الصِّيغة وغيرِها؛ فإنَّه لا يأتي بهذه الصِّيغةِ إلَّا في المتابعات والشَّواهد أو في الأحاديث الموقوفة، فقد رأيتُه في كثيرٍ من المواضِع التي يقول فيها في الصَّحيح: (قال لنا) قد ساقَها في تصانيفِه بلفظِ (حدَّثنا)، وكذا بالعكسِ».

৫২৯। এবং যারা পরবর্তীকালে এসেছেন, তাদের কেউ কেউ 'আন' (عن) শব্দটি ব্যবহার করেছেন ... 'ইজাযাহ' (اجازة) হিসেবে, আর এটি তার জন্য কাছাকাছি যার

৫৩০। তার শায়খের কাছ থেকে শোনাতে সন্দেহ থাকে ... এবং 'আন' (عن) অক্ষরটি উভয়ের মাঝে সাধারণ (উভয়ের জন্য প্রযোজ্য)।[1]

৫৩১। আর বুখারীতে (ইমাম বুখারী যখন বলেন): "তিনি আমাকে বলেছেন" (قال لي), তখন তাদের আল-হিরি[2] এটিকে 'আরদ' (عرض) এবং 'মুনাওয়ালাহ' (مناولة) এর জন্য নির্ধারণ করেছেন।[3]

---

(1) লেখক (নাজিম) — আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন — তাঁর ব্যাখ্যায় (১/৪৪৮) বলেছেন: "'(ফামুশতারাকুন) (فمشترك)' শব্দে 'ফা' (ف) অক্ষরটি খবরের মধ্যে আল-কিসায়ী (الكسائي)-এর মতে প্রবেশ করেছে।" কিন্তু সঠিক হলো যে, এটি আল-আখফাশ (الأخفش)-এর মতে। দেখুন: ইবনু ইয়াঈশের শরহুল মুফাস্সাল (১/২৫০), ফাতহুল বাকী (২/১৮)।

(2) তিনি হলেন: আবু জাফর আহমদ ইবনু হামদান ইবনু আলী আন-নায়সাবুরী আল-হিরি। তিনি হাফিয (স্মৃতিশক্তিধর), যাহেদ (সংসারবিরাগী)। সহীহ মুসলিমের উপর তাঁর একটি মুস্তাজরাজ (مُستَخرَج) রয়েছে। (মৃত্যু ৩১১ হিজরি)। দেখুন: তারিখু বাগদাদ (৫/১৮৫), সিয়ারু আ'লামিন নুব্বালা (১৪/২৯৯)।

(3) হাফিয যাহাবী সিয়ারু আ'লামিন নুব্বালা (১৪/৩০০) গ্রন্থে আল-হাকিম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি আবু আমরকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতা — অর্থাৎ আহমদ

ইবনু হামদান আল-হিরিকে — বলতে শুনেছি: বুখারী যা কিছু ‘অমুক আমাকে বলেছেন’ (قال لي فلان) বলে উল্লেখ করেছেন; তা সবই 'মুনাওয়ালাহ' (مناولة) এবং 'আরদ' (عرض)।”
ইবনু হাজার তাগলীকুত তা'লীক (২/১০) গ্রন্থে এটি প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং বলেছেন: “এবং সুস্পষ্ট যে, এর সবটাই মনগড়া দাবি (تحكم)। বরং ইমাম বুখারীর এই শব্দশৈলী এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। কারণ তিনি এই শব্দশৈলী কেবল 'মুতা'বাত' (সহায়ক বর্ণনা) এবং 'শাওয়াহিদ' (সমর্থক বর্ণনা) অথবা 'মাওকূফ' (সাহাবীর উক্তি/কর্ম) হাদীসের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। আমি তাকে অনেক স্থানে দেখেছি যেখানে তিনি সহীহ গ্রন্থে ‘তিনি আমাদের বলেছেন’ (قال لنا) ব্যবহার করেছেন, সেখানে তিনি তাঁর অন্যান্য রচনায় ‘তিনি আমাদের হাদীস বর্ণনা করেছেন’ (حدَّثنا) শব্দ ব্যবহার করেছেন, এবং এর বিপরীতও।”

الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ [1]

532. ثُمَّ «الْكِتَابَةُ» بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ ... بِإِذْنِهِ عَنْهُ[2] لِغَائِبٍ، وَلَوْ

533. لِحَاضِرٍ، فَإِنْ أَجَازَ مَعَهَا ... أَشْبَهَ مَا نَاوَلَ، أَوْ جَرَّدَهَا

534. صَحَّ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْمَشْهُورِ ... قَالَ بِهِ أَيُّوبُ مَعْ مَنْصُورِ[3]

535. وَاللَّيْثِ[4]، وَالسَّمْعَانِ[5] قَدْ أَجَازَهُ ... وَعَدَّهُ أَقْوَى مِنَ الْإِجَازَهْ

536. وَبَعْضُهُمْ صِحَّةَ ذَاكَ مَنَعَا ... وَصَاحِبُ «الْحَاوِي» بِهِ قَدْ قَطَعَا[6]

---

(1) في ي: «القسم الخامس: المكاتبة».

(2) في ف: «عنه بإذنه» بتقديم وتأخير.

(3) أي: أيُّوب بن أبي تميمة السَّختياني، ومنصور بن المعتَمر.

وقد أسند الخبر عنهما الخطيبُ في الكفاية (ص 337)، والقاضي عياض في الإلماع (ص 85).

(4) في س، ف: «واللَّيثُ» بالرَّفع، وفي ع: «واللَّيث» بالجرِّ والرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن؛ ووجهه: العطف على الاسم المجرور.

وقد أسند الخطيب خبر اللَّيث في الكفاية (ص 331).

(5) في ب، ل: «والسّمعان» بكسر السِّين وفتحها معاً، والمثبت من أ، د، هـ، و، ز، ح، ي، ف. وقد تقدَّم الخلاف في هذه النِّسبة، انظر: (ص 64).

والمراد به: أبو المظفَّر السَّمعاني، وقد ذكر ذلك في كتابه قواطع الأدلَّة (1/ 352).

(6) أي: أبو الحسن الماوردي. انظر: الحاوي الكبير (16/ 90).

পঞ্চম: মুকাতাবা (লিখিত অনুমোদন) [1]

532. অতঃপর, শাইখের নিজ হাতে অথবা

533. তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষ থেকে একজন অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য (লিখিত পদ্ধতি) এবং এমনকি একজন উপস্থিত ব্যক্তির জন্যও। যদি তিনি এর সাথে (সনদ) অনুমোদন দেন, তাহলে তা মুনাওয়ালা (হাদীস প্রদানের) পদ্ধতির অনুরূপ হয়; অথবা যদি তিনি কেবল লিপিবদ্ধ করেন,

534. তবে সহীহ ও প্রসিদ্ধ মতানুসারে তা বৈধ। আইয়ুব এবং মানসূর এই মত দিয়েছেন।[3]

535. এবং লাইস,[4] ও সাম'আনি[5] একে বৈধ বলেছেন এবং ইজাযাহ (মৌখিক অনুমতির) চেয়ে এটিকে শক্তিশালী বলে গণ্য করেছেন।

536. তবে তাদের কেউ কেউ এর বৈধতা অস্বীকার করেছেন, এবং 'আল-হাওয়ী' গ্রন্থের রচয়িতা তা চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[6]

---

(1) ই (নাকশা ই-তে) আছে: "পঞ্চম অধ্যায়: মুকাতাবা"।

(2) ফা (নাকশা ফা-তে) আছে: "আনহু বিইযনিহি" (তাঁর অনুমতিক্রমে তাঁর পক্ষ থেকে) - শব্দগুলো আগে-পরে হয়েছে।

(3) অর্থাৎ: আইয়ুব ইবনে আবি তামিমা আস-সাখতিয়ানি, এবং মানসূর ইবনুল মু'তামির। আল-খাতিব তাঁদের সূত্রে 'আল-কিফায়াহ' গ্রন্থে (পৃ. ৩৩৭) এবং কাযী ইয়ায 'আল-ইলমা' গ্রন্থে (পৃ. ৮৫) এই খবর বর্ণনা করেছেন।

(4) সিন, ফা (নাকশা সিন ও ফা-তে) আছে: "ওয়ালাইসু" (লাইস) রফ' (পেশ) সহকারে, এবং আইন (নাকশা আইন-এ) আছে: "ওয়ালাইস" (লাইস) জার (যের) ও রফ' (পেশ) উভয় সহকারে। যা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আলিফ, বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, ইয়া, লাম, মিম, নুন (নাকশা আলিফ, বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, ইয়া, লাম, মিম, নুন) থেকে নেওয়া হয়েছে; এবং এর কারণ হলো: মাজরূর (যেরযুক্ত) ইসিমের উপর আতফ (অন্বয়)।
আল-খাতিব 'আল-কিফায়াহ' গ্রন্থে (পৃ. ৩৩১) লাইসের খবর বর্ণনা করেছেন।
(5) বা, লাম (নাকশা বা ও লাম-এ) আছে: "ওয়াস-সাম'আন" (আস-সাম'আনি) সিন-এর নিচে যের এবং উপরে ফাতহা (যবর) উভয় সহকারে। যা এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা আলিফ, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, ফা (নাকশা আলিফ, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, ফা) থেকে নেওয়া হয়েছে। এই নিসবাত (সম্পর্কিত শব্দ) নিয়ে মতভেদ পূর্বে আলোচিত হয়েছে, দেখুন: (পৃ. ৬৪)।
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো: আবুল মুযাফফার আস-সাম'আনি। তিনি তাঁর 'কাওয়াতি'উল আদিল্লাহ' গ্রন্থে (১/৩৫২) এটি উল্লেখ করেছেন।
(6) অর্থাৎ: আবুল হাসান আল-মাওয়ার্দি। দেখুন: আল-হাওয়ী আল-কাবীর (১৬/৯০)।

537. وَيُكْتَفَى أَنْ يَعْرِفَ الْمَكْتُوبُ لَهُ ... خَطَّ الَّذِي كَاتَبَهُ، وَأَبْطَلَهُ
538. قَوْمٌ لِلِاشْتِبَاهِ، لَكِنْ رُدَّا ... لِنُذْرَةٍ[1] اللَّبْسِ، وَحَيْثُ أَدَّى
539. فَاللَّيْثُ مَعْ مَنْصُورٍ اسْتَجَازَا ... «أَخْبَرَنَا» «حَدَّثَنَا»[2] جَوَازَا
540. وَصَحَّحُوا التَّقْيِيدَ بِالْكِتَابَةِ[3] ... وَهُوَ[4] الَّذِي يَلِيقُ بِالنَّزَاهَةِ[5]

(1) في ج: «لِنَذْرَةٍ» بفتح النُّون وذالٍ معجمة، وفي د: «لِنُذْرَةٍ» بضمّ النُّون وذالٍ معجمة، وفي و، ز، ح، ل: «لِنَدْرَةٍ» بفتح النُّون والدَّال المهملة، وفي هـ، ك، ع، ف: بالدَّال المهملة ولم تشكل النُّون، والمثبت من أ، ب، ي، م، ن، س.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 21): «بضمِّ النُّونِ وفتحِها».

(2) في هـ: «حدثنا أخبرنا» بتقديم وتأخير.

(3) في م، ن: «الكتابةُ» بالسُّكون، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، س، ع، ف.

(4) في ي: «وهي» بدل: «وَهُوَ».

(5) في م، ن: «النزاهةُ» بالسُّكون، وفي ح: بالسُّكون والجرِّ معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ي، ل، س، ع، ف.

৫৩৭. যার জন্য লেখা হয়েছে, তার জন্য এটুকু জানা যথেষ্ট যে, তাকে যে লিখেছে এটা তার হাতের লেখা; এবং একদল লোক তা বাতিল করেছে

৫৩৮. সন্দেহের কারণে, কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে ভ্রান্তির দুর্লভতার কারণে, এবং যেখানে তা (নিশ্চিত জ্ঞানে) নিয়ে যায় (সেখানে তা গ্রহণযোগ্য)।

৫৩৯. সুতরাং, লাইস এবং মানসূর উভয়ই 'আখবারানা' (أَخْبَرَنَا) এবং 'হাদ্দাসানা' (حَدَّثَنَا) শব্দদ্বয়ের ব্যবহারকে জায়েয মনে করেছেন।

৫৪০. এবং তারা কিতাবতের (লেখার) মাধ্যমে (বর্ণনাকে) নির্দিষ্ট করার বিষয়টিকে শুদ্ধ সাব্যস্ত করেছেন; আর এটিই সেই পদ্ধতি যা পবিত্রতার সাথে মানানসই।

---

(১) 'জিম' প্রতিলিপিতে: «লিনা-যরাতি» (لِنَذْرَةٍ) - নূন-এ ফাতহা ও যাল (ذ) সহ; এবং 'দাল' প্রতিলিপিতে: «লিনু-যরাতি» (لِنُذْرَةٍ) - নূন-এ দম্মা ও যাল (ذ) সহ; এবং 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'লাম' প্রতিলিপিতে: «লানাদরাতি» (لِنَدْرَةٍ) - নূন-এ ফাতহা ও দাল (د) সহ; এবং 'হা', 'কাফ', 'আইন', 'ফা' প্রতিলিপিতে: দাল (د) সহ এবং নূন-কে হরকতবিহীন রাখা হয়েছে; আর মূল পাঠে যা গৃহীত, তা 'আলিফ', 'বা', 'ইয়া', 'মীম', 'নূন', 'সীন' প্রতিলিপি থেকে (নেওয়া হয়েছে)।
ইমাম যাকারিয়া আনসারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'ফাতহুল বাকী' (২/২১) গ্রন্থে বলেছেন: "নূন-এ দম্মা ও ফাতহা উভয়ই দ্বারা (পাঠ করা যায়)।"

(২) 'হা' প্রতিলিপিতে: «হাদ্দাসানা আখবারানা» (حدثنا أخبرنا) - (শব্দদ্বয়ের) আগে-পরে করা হয়েছে।

(৩) 'মীম' ও 'নূন' প্রতিলিপিতে: «আল-কিতাবাহ» (الكتابة) - সাকিন সহ; আর মূল পাঠে যা গৃহীত, তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'সীন', 'আইন', 'ফা' প্রতিলিপি থেকে।

(৪) 'ইয়া' প্রতিলিপিতে: «ওয়াহিয়া» (وهي) - «ওয়াহুয়া» (وَهُوَ) এর পরিবর্তে।

(৫) 'মীম' ও 'নূন' প্রতিলিপিতে: «আন-নazahাহ» (النزاهة) - সাকিন সহ; এবং 'হা' প্রতিলিপিতে: সাকিন ও জার (kasrah) উভয় সহ; আর মূল পাঠে যা গৃহীত, তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'ইয়া', 'লাম', 'সীন', 'আইন', 'ফা' প্রতিলিপি থেকে।

السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

541. وَهَلْ لِمَنْ أَعْلَمَهُ الشَّيْخُ بِمَا ... يَرْوِيهِ أَنْ يَرْوِيَهُ؟ فَجَزَمَا

542. بِمَنْعِهِ الطُّوسِيُّ[1]، وَذَا الْمُخْتَارُ ... وَعِدَّةٌ كَابْنِ جُرَيجٍ صَارُوا

543. إِلَى الْجَوَازِ[2]، وَابْنُ بَكْرٍ نَصَرَهُ[3] ... وَصَاحِبُ «الشَّامِلِ» جَزْماً ذَكَرَهُ[4]

544. بَلْ زَادَ بَعْضُهُمْ بِأَنْ لَوْ مَنَعَهُ ... لَمْ يَمْتَنِعْ، كَمَا إِذَا قَدْ سَمِعَهُ[5]

---

(1) هو: أبو حامد محمد بن محمد الطُّوسي الغزَّالي، فقد قال في المستصفى (1/ 310): «إذا اقتصر على قوله: (هذا مسموعي مِن فلان) فلا تجوز الرِّواية عنه؛ لأنَّه لم يأذن في الرواية».

(2) روى ابن سعد في الطَّبقات (8/ 54) عن الواقدي، عن عبد الرَّحمن بن أبي الزِّناد قال: «شَهِدتُ ابنَ جريج جاء إلى هشام بن عروة فقال: يا أبا المنذر! الصَّحيفة التي أعطيتها فلاناً هي حديثك؟ فقال: نعم». قال محمد بن عمر رحمه الله: «فسمعتُ ابنَ جريج بعد ذلك يقول: حدَّثنا هشام بن عروة - ما لا أحصي -».

(3) أي: الوليد بن بكر الغَمري في كتابه الوجازة. انظر: الإلماع (ص 108).

(4) أي: أبو نصر عبد السَّيد بن محمد عبد الواحد البغداديُّ، المعروف بابن الصَّبَّاغ. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 175).

(5) في ن: «سمَّعه» بفتح الميم وتشديدها، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، س، ف.

وقد ذكر الرَّامَهُرمزيُّ هذا القولَ في المحدِّث الفاصل (ص 450) عن بعض أهل الظَّاهر.

ষষ্ঠ: শাইখের অবহিতকরণ

541. শাইখ যাকে কোনো বিষয়ে অবহিত করেছেন, সে কি তা বর্ণনা করতে পারবে? অতঃপর দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে...

542. তুসি (রহিমাহুল্লাহ) তা নিষেধ করেছেন, আর এটিই নির্বাচিত মত। আর ইবনে জুরাইজ (রহিমাহুল্লাহ)-এর মতো অনেকেই গেছেন...

543. অনুমতির দিকে। আর ইবনে বকর (রহিমাহুল্লাহ) এর সমর্থন করেছেন। আর 'আল-শামিল' গ্রন্থের রচয়িতা (রহিমাহুল্লাহ) তা নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

544. বরং তাদের কেউ কেউ অতিরিক্ত বলেছেন যে, শাইখ যদি তা (বর্ণনা করতে) নিষেধও করেন, তবুও তা নিষিদ্ধ হবে না; যেমনটি যখন সে (শিক্ষার্থী) তা সরাসরি শুনেছে।

---

(1) তিনি হলেন আবু হামিদ মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আল-তুসি আল-গাজ্জালি। তিনি আল-মুস্তাসফা (১/৩১০) গ্রন্থে বলেছেন: "যদি সে কেবল এই কথা বলে যে, (এটি অমুকের কাছ থেকে আমার শ্রুত), তাহলে তার থেকে বর্ণনা করা জায়েজ হবে না; কারণ তিনি বর্ণনার অনুমতি দেননি।"

(2) ইবনে সা'দ আল-তাবাকাত (৮/৫৪) গ্রন্থে ওয়াকিদি থেকে, তিনি আবদুর রহমান ইবনে আবিয যিনাদ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: "আমি ইবনে জুরাইজকে দেখেছি হিশাম ইবনে উরওয়ার কাছে এসেছিলেন এবং বললেন: হে আবুল মুনযির! আপনি অমুককে যে সহীফা (লিখিত পাঠ) দিয়েছেন, সেটি কি আপনার হাদীস? তিনি বললেন: হ্যাঁ।" মুহাম্মাদ ইবনে উমার

(রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "অতঃপর আমি ইবনে জুর্য়াইজকে এরপরে বলতে শুনেছি: হিশাম ইবনে উরওয়া আমাদেরকে অসংখ্য হাদীস বর্ণনা করেছেন – যার হিসাব করা যায় না।"

(3) অর্থাৎ আল-ওয়ালিদ ইবনে বকর আল-গামরি তার কিতাব আল-ওয়াজাযাহ-তে। দেখুন: আল-ইলমা (পৃ. ১০৮)।

(4) অর্থাৎ আবু নাসর আবদুস সাইয়িদ ইবনে মুহাম্মাদ আবদিল ওয়াহিদ আল-বাগদাদি, যিনি ইবনুস সাব্বাগ নামে পরিচিত। দেখুন: মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (পৃ. ১৭৫)।

(5) ন (নুন) কপির ক্ষেত্রে মিম-এর উপর ফাতহা ও তাশদীদ সহকারে (سمَّعه) শব্দে রয়েছে। আর আলিফ, বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, লাম, মিম, সিন, ফা কপি থেকে প্রমাণিত পাঠ। আর রামাহুরমুজি এই উক্তিটি আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল (পৃ. ৪৫০) গ্রন্থে কিছু আহলুয যাহির-এর মতাবলম্বীদের থেকে উল্লেখ করেছেন।

545. وَرُدَّ؛ كَاسْتِرْعَاءِ مَنْ يُحَمِّلُ[1] ... لَكِنْ إِذَا صَحَّ: عَلَيْهِ الْعَمَلُ[2]

(1) في ح: «تحمَّل» بالتَّاء وفتح الميم المشدَّدة، وفي ف: «يُحْمَلُ» بسكون الحاء وفتح الميم المخففة، وفي د: «يُحمّل» بكسر الميم المشدَّدة وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ي، ل، م، س.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 24): «بفتحِ الميم، ويجوز كسرُها».

وقال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 455): «(وَرُدَّ) أي: القولُ بالجوازِ؛ كمسألة استرعاءِ الشَّاهد لمن يُحَمِّلُه شهادَته فلا يكفي إعلامُه، بل لا بُدَّ له أن يأذن له أن يَشهد على شهادتِه، إلَّا إذا سَمِعَه يُؤَدِّي عند الحاكم».

(2) في ي: «العملُ» بسكون اللَّام، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س، ع، ف. وهنا انتهى الخرم في نسخة ط.

৫৪৫। এবং তা প্রত্যাখ্যাত হবে; যেমন, যে ব্যক্তি অন্যকে তার সাক্ষ্য বহনের দায়িত্ব দেয়, তার কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হলে[১] ... কিন্তু যদি তা সঠিক হয়: তবে সে অনুযায়ী আমল করা হবে।[২]

---

(১) 'হা' (ح) পাণ্ডুলিপিতে: 'তাহাম্মাল' (تحمَّل), 'তা' (ت) এবং 'মিম'-এর ওপর তাশদিদ ও ফাতহা (জবর) সহকারে। আর 'ফা' (ف) পাণ্ডুলিপিতে: 'ইউহমালু' (يُحْمَلُ), 'হা' (ح)-এর ওপর সুকুন (জযম) এবং হালকা 'মিম'-এর ওপর ফাতহা সহকারে। আর 'দাল' (د) পাণ্ডুলিপিতে: 'ইউহাম্মিল' (يُحمّل), 'মিম'-এর ওপর তাশদিদ সহ কাসরাহ (জের) এবং ফাতহা (জবর) উভয়ই সহকারে। আর মূল পাঠে যা গৃহীত হয়েছে, তা আলিফ (أ), বা (ب), জিম (ج), হা (هـ), ওয়াও (و), ঝা (ز), ইয়া (ي), লাম (ل), মিম (م), সিন (س) পাণ্ডুলিপি থেকে।
যাকারিয়া আল-আনসারি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহ আল-বাকি (২/২৪) গ্রন্থে বলেন: "'মিম'-এর ওপর ফাতহা (জবর) সহকারে, এবং কাসরাহ (জের)ও জায়েজ আছে।"
নাজিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর শারহ (১/৪৫৫) গ্রন্থে বলেন: "(এবং তা প্রত্যাখ্যাত হবে) অর্থাৎ: জায়েজ হওয়ার অভিমত। যেমন, যে ব্যক্তি অন্যকে তার সাক্ষ্য বহনের দায়িত্ব দেয়, তার কাছ থেকে সাক্ষ্য চাওয়া হলে, কেবল তাকে অবহিত করাই যথেষ্ট নয়, বরং তার জন্য এটি আবশ্যক যে, সে তাকে তার সাক্ষ্যের ওপর সাক্ষ্য দেওয়ার অনুমতি দেবে, যদি না সে বিচারকের সামনে তাকে তা আদায় করতে শুনে থাকে।"
(২) 'ইয়া' (ي) পাণ্ডুলিপিতে: 'আল-আমাল' (العملُ), 'লাম'-এর ওপর সুকুন (জযম) সহকারে। আর মূল পাঠে যা গৃহীত হয়েছে, তা জিম (ج), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), ঝা (ز), হা (ح), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س), আইন (ع), ফা (ف) পাণ্ডুলিপি থেকে। আর এখানে 'তা' (ط) পাণ্ডুলিপিতে অসম্পূর্ণ অংশ শেষ হয়েছে।

السَّابِعُ: الْوَصِيَّةُ بِالْكِتَابِ

546. وَبَعْضُهُمْ[1] أَجَازَ لِلْمُوصَى لَهُ ... بِالْجُزْءِ مِنْ رَاوٍ قَضَى أَجَلَهُ

547. يَرْوِيهِ، أَوْ لِسَفَرٍ أَرَادَهْ ... وَرُدَّ مَا لَمْ يُرِدِ الْوِجَادَهْ

الثَّامِنُ: الْوِجَادَةُ[2]

(1) كأبي قلابة. انظر: المحدّث الفاصل (ص 459).

(2) في ج: «الوجادهْ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، هـ، و، ل، ن، س.

সপ্তম: গ্রন্থের ওসিয়ত

546. এবং তাদের কেউ কেউ[1] ওই ব্যক্তিকে অনুমতি দিয়েছেন, যাকে একজন প্রয়াত বর্ণনাকারীর (হাদিসের) অংশবিশেষ (জুয) বর্ণনা করার ওসিয়ত করা হয়েছে।

547. তিনি তা বর্ণনা করবেন, অথবা (গ্রন্থকার/বর্ণনাকারী) ভ্রমণের উদ্দেশ্যে (ওসিয়ত) করতে চেয়েছিলেন; আর ওয়াজাদা (শুধু লিখিত গ্রন্থপ্রাপ্তি) হিসেবে যা (বর্ণনার পদ্ধতি হিসেবে) গ্রহণীয় নয় তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

অষ্টম: আল-ওয়াজাদা (الْوِجَادَةُ)

(1) যেমন আবু কিলাবা। দেখুন: আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল (পৃষ্ঠা ৪৫৯)।

(2) 'জ্বিম' (ج) পাণ্ডুলিপিতে 'আল-ওয়াজাদাহ' (الوجادهْ) হা-কে সাকিন অবস্থায় লেখা হয়েছে। তবে গৃহীত পাঠ 'আলিফ' (أ), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'লাম' (ل), 'নুন' (ن), 'সিন' (س) পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে।

548. ثُمَّ «الْوِجَادَةُ»؛ وَتِلْكَ مَصْدَرُ ... وَجَدْتُهُ[1] مُوَلَّداً لِيَظْهَرُ

549. تَغَايُرُ الْمَعْنَى[2]، وَذَاكَ أَنْ تَجِدْ ... بِخَطِّ مَنْ عَاصَرْتَ أَوْ قَبْلُ عُهِدْ

550. مَا لَمْ يُحَدِّثْكَ بِهِ وَلَمْ يُجِزْ ... فَقُلْ: «بِخَطِّهِ وَجَدْتُ»، وَاحْتَرِزْ

551. إِنْ لَمْ تَثِقْ بِالْخَطِّ قُلْ: «وَجَدْتُ ... عَنْهُ» أَوِ اذْكُرْ «قِيلَ» أَوْ «ظَنَنْتُ»

552. وَكُلُّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالْأَوَّلُ ... قَدْ شِيبَ وَصْلاً مَا، وَقَدْ تَسَهَّلُوا

---

(1) في و: «وجدتَه» بفتح التَّاء، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ل، م، ن، س، ع.

(2) قال المعافى بن زكريَّا رحمه الله في كتابه الجليس الصَّالح الكافي (ص 324): «ومِن فائدة الاختلاف في أبنية المصادر: يحصل الفرق بين المعاني المختلفة، كقولهم: وُجدَانٌ في المال، ووُجُودٌ في الإدراك، ومَوجِدَةٌ في الغضب، ووَجْدٌ في الغنى، وجِدَةٌ في المال، ووَجْدٌ في الحبِّ والغضب، والفِعلُ فيه كلُّه وَجَدَ يَجِدُ، وفرَّع المولَّدون مِن هذا قولهم: (وِجَادَة) ما كان مِنَ العلم أُخِذَ مِن صحيفة؛ مِن غير سماع ولا إجازة ولا مناولة».

548. অতঃপর 'আল-বিজাদাহ' (وجادة); এটি একটি মাসদার (مصدر)। আমি এটিকে একটি উদ্ভাবিত (শব্দ) পেয়েছি যাতে প্রকাশ পায়

549. অর্থের ভিন্নতা। আর তা হলো যে, তুমি এমন ব্যক্তির হস্তাক্ষরে (কিছু) পাবে যিনি তোমার সমসাময়িক ছিলেন অথবা পূর্বে পরিচিত ছিলেন,

550. যা তিনি তোমাকে শোনাননি এবং (ইজাযাহ) দেননি। তখন বলো: "আমি তার হস্তাক্ষরে পেয়েছি", এবং সাবধান থেকো,

551. যদি তুমি হস্তাক্ষরের বিষয়ে আস্থা না রাখো, বলো: "আমি তার থেকে পেয়েছি", অথবা উল্লেখ করো "বলা হয়েছে" কিংবা "আমি ধারণা করেছি",

552. এবং এর সবই 'মুনকাতি" (منقطع)। আর প্রথমটি মাঝে মাঝে কিছু সংযুক্তির সাথে মিশ্রিত হয়েছে, এবং (কেউ কেউ) এ ব্যাপারে শিথিলতা দেখিয়েছেন।

---

(1) 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপিতে 'وجدتَه' (ওয়াজাদতাহু) শব্দটি 'তা' অক্ষরের উপর ফাতহা সহকারে রয়েছে। আর (মূল পাঠে) যা গৃহীত হয়েছে তা 'জিম', 'দাল', 'হা', 'যা', 'হা', 'ত্বা', 'ইয়া', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সিন', 'আইন' পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ 'وجدتُهُ' ওয়াজাদতুহু)।

(2) আল-মু'আফা ইবনে যাকারিয়্যা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'আল-জালিসুস সালিহ আল-কাফি' নামক কিতাবে (পৃ. ৩২৪) বলেছেন: "আর মাসদারগুলোর গঠনের ভিন্নতার একটি

উপকারিতা হলো: এর মাধ্যমে বিভিন্ন অর্থের পার্থক্য স্পষ্ট হয়। যেমন তাদের উক্তি: সম্পদ অর্থে 'উইজদান' (وُجدَانٌ), উপলব্ধি অর্থে 'উজুদ' (وُجُودٌ), রাগ অর্থে 'মাওজিদাহ' (مَوجِدَةٌ), প্রাচুর্য অর্থে 'ওয়াজাদ' (وَجَدٌ), সম্পদ অর্থে 'জিদাহ' (جِدَةٌ), এবং ভালোবাসা ও রাগ অর্থে 'ওয়াজদ' (وَجْدٌ)। আর এসবের ক্রিয়া (ফেল) হলো 'ওয়াজাদা ইয়াজিদু' (وَجَدَ يَجِدُ)। এবং আধুনিক (শব্দ উদ্ভাবনকারী) পণ্ডিতগণ এর থেকে তাদের উক্তি 'বিজাদাহ' (وِجَادَة) উদ্ভাবন করেছেন, যা জ্ঞান বা বিদ্যা যা কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে, শোনা (সামা'), ইজাযাহ (অনুমোদন), বা মুনাওয়ালাহ (হস্তান্তর) ছাড়া।"

553. فِيهِ بِـ «عَنْ»، قَالَ: وَهَذَا دُلْسَهُ ... يَقْبُحُ[1] إِنْ[2] أَوْهَمَ أَنَّ نَفْسَهُ

554. حَدَّثَهُ بِهِ[3]، وَبَعْضٌ أَدَّى ... «حَدَّثَنَا» «أَخْبَرَنَا»، وَرُدَّا

555. وَقِيلَ فِي الْعَمَلِ: إِنَّ الْمُعْظَمَا ... لَمْ يَرَهُ[4]، وَبِالْوُجُوبِ جَزَمَا

556. بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ؛ وَهُوَ الْأَصْوَبُ ... وَلِابْنِ إِدْرِيسَ الْجَوَازَ نَسَبُوا[5]

557. وَإِنْ يَكُنْ[6] بِغَيْرِ خَطِّهِ فَقُلْ[7]: ... «قَالَ» وَنَحْوَهَا[8]، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ[9]

---

(1) في أ، ح، م، ع: «تقبح» بالتَّاء، وفي ي: بالياء والتَّاء معاً، ولم ينقط في ط، والضَّبط المثبت من ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، ن، س، ف.

(2) في ح: «أَن» بفتح الهمزة، وفي هـ: بكسر الهمزة وفتحها معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ك، ل، م، ن، ف.

(3) أي: أنَّ نفس من وَجَد ذلكَ بخطِّه حدثه به.

(4) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 120): «معظم المحدِّثين والفقهاء من المالكيَّة لا يرون العمل به».

(5) انظر: الإلماع (ص 120).

(6) في ع: «تكن» بالتَّاء.

(7) في د، ح، ع: «فقلِ» بكسر اللَّام، وفي أ: بسكون اللَّام وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.

(8) في ز: «ونحوُها» بالرَّفع، وفي و: بالنَّصب والجرِّ معاً، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ح، ط، ي، ل، م، ن، س، ف.

(9) في د، ح: «يحصلِ» بكسر اللَّام، وفي أ: بسكون اللَّام وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ف. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 30): «إن قُرِئَ بإسكان اللَّام دخلَه القَطعُ، أو بكسرها سلم منه، لكن يجب كسر لام (فقل)، وإسكان هاء (خطه) إجراء للوصل مجرى الوقف».

553. তাতে "আন্" (عَنْ) শব্দ ব্যবহার করে, সে বলল: এবং এটা হলো তাদলিস (মিশ্রণ/ধোঁকা) ... তা কদর্য হয়ে যায়[1] যদি[2] সে এই ধারণা দেয় যে, তার নিজেকে

554. সে তাকে তা বর্ণনা করেছে[3], এবং কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন ... "হাদ্দাসানা" (حَدَّثَنَا), "আখবারানা" (أَخْبَرَنَا) শব্দে, এবং তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

555. আর আমল (কাজ) সম্পর্কে বলা হয়েছে: অধিকাংশ ... তা দেখেনি (বৈধ মনে করেনি)[4], তবে আবশ্যকতার উপর নিশ্চিত করেছেন

556. কিছু মুহাক্বিক্ব (গবেষক); এবং এটাই অধিক সঠিক। ... আর ইবনে ইদ্রিসের দিকে জায়েজ (বৈধতা) হওয়ার বিষয়টি সম্বন্ধিত করা হয়েছে[5]।

557. আর যদি তা তার নিজের হাতের লেখায় না হয়, তাহলে বলো[6]: ... "ক্বালা" (قَالَ) বা এর অনুরূপ (শব্দ)[7], যদিও তা অর্জিত না হয়[8]।

---

(1) আ, হা, মি, আ-তে: তা-বর্ণ (ت) সহ "তাক্বুহু" (تَقْبُحُ) এসেছে; এবং ইয়া-তে: ইয়া-বর্ণ (ي) ও তা-বর্ণ (ت) উভয় সহ; আর ত্ব-তে কোনো নুকতা (স্বরচিহ্ন) ছিল না। স্থিতিশীল সংযোজনটি এসেছে জি, দা, হা, ওয়াও, ঝা, হা, কাফ, লাম, নুন, সিন, ফা থেকে।

(2) হা-তে: হামজা (أ) এর উপর ফাতহা (আ-কার) সহ "আন্না" (أَن) এসেছে; এবং হা-তে: হামজা (أ) এর নিচে কাসরা (ই-কার) ও উপরে ফাতহা (আ-কার) উভয় সহ। স্থিতিশীল সংযোজনটি এসেছে বা, জি, দা, ওয়াও, ঝা, কাফ, লাম, মি, নুন, ফা থেকে।

(3) অর্থাৎ: যে ব্যক্তি তা তার নিজের হাতের লেখায় পেয়েছে, সে নিজে তাকে তা বর্ণনা করেছে।

(4) কাযী আয়ায (রহিমাহুল্লাহ) «আল-ইলমা'» (পৃ. ১২০) গ্রন্থে বলেছেন: "অধিকাংশ মুহাদ্দিস (হাদীসশাস্ত্রবিদ) এবং মালেকী ফকীহগণ (ইসলামী আইনজ্ঞ) এর উপর আমল করা বৈধ মনে করেন না।"

(5) দেখুন: «আল-ইলমা'» (পৃ. ১২০)।

(6) আ-তে: তা-বর্ণ (ت) সহ "তাকুনু" (تكن) এসেছে।

(7) দা, হা, আ-তে: লাম-বর্ণ (ل) এর নিচে কাসরা (ই-কার) সহ "ফাক্বুলি" (فَقُلِ) এসেছে; এবং আ-তে: লাম-বর্ণ (ل) এর উপর সুকুন (জযম) ও নিচে কাসরা (ই-কার) উভয় সহ। স্থিতিশীল সংযোজনটি এসেছে বা, জি, হা, ওয়াও, ত্ব, ইয়া, কাফ, লাম, মি, নুন, সিন, ফা থেকে।

(8) ঝা-তে: রফ' (পেশ) সহ "ওয়া নাহবুহা" (وَنَحْوُهَا) এসেছে; এবং ওয়াও-তে: নাসব (জবর) ও জার (জের) উভয় সহ। স্থিতিশীল সংযোজনটি এসেছে বা, জি, দা, হা, হা, ত্ব, ইয়া, লাম, মি, নুন, সিন, ফা থেকে। যাকারিয়া আল-আনসারী (রহিমাহুল্লাহ) «ফাতহুল বাকী» (২/৩০) গ্রন্থে বলেছেন: "যদি লাম-বর্ণে সুকুন (জযম) সহ পড়া হয়, তাহলে তাতে বিচ্ছিন্নতা (قطع) এসে যায়; অথবা কাসরা (ই-কার) সহ পড়লে তা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তবে (فقل) এর লাম-এ কাসরা (ই-কার) এবং (خطه) এর হা-তে সুকুন (জযম) করা আবশ্যক, ওয়াসলকে (সংযোগ) ওয়াকফ (বিরতি) এর মতো গণ্য করে।"

558. بِالنُّسْخَةِ الْوُثُوقُ قُلْ: «بَلَغَنِي» ... وَالْجَزْمُ يُرْجَى حِلُّهُ لِلْفَطِنِ

558. পাণ্ডুলিপির নির্ভরযোগ্যতা থাকলে বলুন: «আমার নিকট পৌঁছেছে» ... এবং বিচক্ষণ ব্যক্তির জন্য দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করার বৈধতা প্রত্যাশিত।

كِتَابَةُ الْحَدِيثِ وَضَبْطُهُ

559. وَاخْتَلَفَ الصِّحَابُ[1] وَالْأَتْبَاعُ ... فِي كِتْبَةِ الْحَدِيثِ[2]، وَالْإِجْمَاعُ

560. عَلَى الْجَوَازِ بَعْدَهُمْ بِالْجَزْمِ ... لِقَوْلِهِ: «اكْتُبُوا»[3]، وَكَتْبِ السَّهْمِي[4]

561. وَيَنْبَغِي إِعْجَامُ مَا يُسْتَعْجَمُ ... وَشَكْلُ مَا يُشْكِلُ لَا مَا يُفْهَمُ[5]

---

(1) في ع: «الأصحاب»، وفي و: «الصَّحاب» بفتح الصَّاد، وفي ج: «الصحاب» بكسر الصَّاد وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، د، هـ، ز، ح، ط، ك، ل، م، ن، س.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 30): «بكسر الصَّادِ أفصحُ، وأشهرُ من فتحِها».

(2) انظر: تفصيل الخلاف في «تقييد العلم» للخطيب البغداديّ (ص 29 - 113).

(3) يشير إلى ما أخرجه البخاري (2434) ومسلم (1355) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ: قَامَ فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ... » فذكر الحديث، وفيه: «فَقَامَ أَبُو شَاه - رَجُلٌ مِن أَهْلِ اليَمَنِ - فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اكْتُبُوا لِأَبِي شَاه».

(4) أخرج أبو داود (3646)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (26428)، وأحمد (6510)، والدَّارمي (501)، والحاكم (359) عن عبد الله بن عَمرو السَّهمي رضي الله عنهما قال: «كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُه مِن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُرِيدُ حِفْظَهُ ... » فذكر الحديث، وفيه: «فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: اكْتُبْ فَوَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌّ».

وأخرج البخاري (113) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «مَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحَدٌ أَكْثَرَ حَدِيثاً عَنْهُ مِنِّي، إِلَّا مَا كَانَ مِن عَبْدِ اللَّه بْنِ عَمْرٍو؛ فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ».

(5) في أ، هـ: «يُفْهِمُ» بكسر الهاء، والمثبت من د، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف.

হাদীস লিখন ও তার সুবিন্যস্তকরণ

559. আর সাহাবীগণ ও তাবিঈগণ হাদীস লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে মতভেদ করেছেন, কিন্তু ইজমা (ঐকমত্য)...

560. তাঁদের (সাহাবী ও তাবিঈগণ) পরে নিশ্চিতভাবে (হাদীস) লিখন জায়েয হওয়ার ওপর (প্রতিষ্ঠিত হয়েছে) তাঁর (রাসূলুল্লাহর) "তোমরা লেখো" বাণী এবং সাহমী (আব্দুল্লাহ ইবনে আমর)-এর লেখার কারণে...

561. এবং যা (অক্ষরের দিক থেকে) অস্পষ্ট, তাতে নুকতা (স্বরচিহ্ন) দেওয়া উচিত এবং যা (শব্দের দিক থেকে) সন্দেহজনক, তাতে হরকত (স্বরচিহ্ন) দেওয়া উচিত, যা সুস্পষ্ট, তাতে নয়।

---

(1) 'আইন' (ع) প্রতিলিপিতে: 'আল-আসহাব', এবং 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপিতে: সাদ অক্ষরের উপর ফাতহা (যবর) সহ 'আস-সাহাব', এবং 'জিম' (ج) প্রতিলিপিতে: সাদ অক্ষরের নিচে কাসরা (যের) ও উপর ফাতহা (যবর) উভয়টি সহ 'আস-সাহাব'। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা আলিফ (أ), বা (ب), দাল (د), হা (هـ), ঝা (ز), হা (ح), ত্বা (ط), কাফ (ك), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س) প্রতিলিপিগুলো থেকে গৃহীত।

যাকারিয়্যা আল-আনসারী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তাঁর 'ফাতহুল বাকী' (২/৩০) গ্রন্থে বলেছেন: "সাদ অক্ষরের নিচে কাসরা (যের) দেওয়া, ফাতহা (যবর) দেওয়ার চেয়ে অধিক বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ।"

(2) দেখুন: আল-খাতীব আল-বাগদাদী রচিত 'তাকয়িদ আল-ইলম' (পৃ. ২৯-১১৩) গ্রন্থে মতবিরোধের বিস্তারিত বিবরণ।

(3) এটি বুখারী (২৪৩৪) ও মুসলিম (১৩৫৫) কর্তৃক বর্ণিত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করে। তিনি বলেছেন: "যখন আল্লাহ তাঁর রাসূল (সাঃ)-কে মক্কা বিজয়ের সুযোগ দিলেন, তখন তিনি মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং তাঁর স্তুতি করলেন..." অতঃপর হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাতে রয়েছে: "তখন ইয়েমেনের অধিবাসী এক ব্যক্তি আবু শাহ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন: 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য (এসব কথা) লিখে দিন।' রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন: 'আবু শাহ-এর জন্য লিখে দাও।'"

(4) আবু দাউদ (৩৬৪৬), ইবনে আবী শাইবা তাঁর 'মুসান্নাফ' (২৬৪২৮) গ্রন্থে, আহমাদ (৬৫১০), দারিমী (৫০১), এবং হাকেম (৩৫৯) আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আস-সাহমী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছ থেকে যা কিছু শুনতাম, তা সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে লিখে রাখতাম..." অতঃপর হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাতে রয়েছে: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে বিষয়টি উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন: 'লিখতে থাকো, যে সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর কসম! আমার মুখ থেকে সত্য ব্যতীত আর কিছু বের হয় না।'" আর বুখারী (১১৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "নবী (সাঃ)-এর সাহাবীগণের মধ্যে আমার চেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনাকারী আর কেউ ছিল না, কেবল আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ব্যতীত; কারণ তিনি লিখতেন, আর আমি লিখতাম না।"

(5) 'আলিফ' (أ) ও 'হা' (هـ) প্রতিলিপিতে: হা অক্ষরের নিচে কাসরা (যের) সহ 'ইউফহিমু' উল্লেখ আছে। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা 'দাল' (د), 'ওয়াও' (و), 'ঝা' (ز), 'হা' (ح), 'ত্বা' (ط), 'ইয়া' (ي), 'কাফ' (ك), 'লাম' (ل), 'মিম' (م), 'নুন' (ن), 'সিন' (س), 'আইন' (ع), 'ফা' (ف) প্রতিলিপিগুলো থেকে গৃহীত।

562. وَقِيلَ: كُلِّهِ لِذِي ابْتِدَاءِ[1] ... وَأَكَّدُوا مُلْتَبِسَ الْأَسْمَاءِ

563. وَلْيَكُ فِي الْأَصْلِ وَفِي الْهَامِشِ، مَعْ ... تَقْطِيعِهِ الْحُرُوفَ فَهْوَ أَنْفَعْ

564. وَيُكْرَهُ الْخَطُّ الرَّقِيقُ[2] إِلَّا ... لِضِيقِ[3] رَقٍّ[4] أَوْ لِرَحَّالٍ فَلَا

565. وَشَرُّهُ التَّعْلِيقُ[5] وَالْمَشْقُ[6]، كَمَا ... شَرُّ الْقِرَاءَةِ إِذَا مَا هَذْرَمَا[7]

---

(1) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 150): «وهذا هو الصَّوابُ، لا سيما للمبتدئ وغيرِ المتبحِّر في العلم».

(2) في ب، ح، ك، ل، س، ف، ونسخة على حواشي و، ز، ط: «الدَّقيقُ»، وفي هـ: «الرَّقيقِ» بالجرّ، وهو وهم.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 35): «بالدَّالِ، وفي نسخة بالرَّاء».

(3) في ل: «لضيق» بكسر الضَّاد وفتحها معاً، والمثبت من أ، ج، د، و، ز، ح، م، ن، س.

(4) «الرَّقُّ»: ما يُكتَب فيه، وهو جلد رقيق. انظر: الصِّحاح (4/ 1483).

(5) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 138): «الذي يظهر في تفسيره أنَّه خَلْطُ الحروف التي ينبغي تفرقتها، وذهابُ أسنانِ ما ينبغي إقامَة أسنانِه، وطَمسُ ما يَنبغِي إظهارُ بياضِه، ونحو ذلك».

(6) هو: سرعة الكتابة مع بعثرة الحروف. انظر: الصِّحاح للجوهري (4/ 1555)، وشرح النَّاظم (1/ 468).

(7) في أ، د: «هدرما» بالدَّال المهملة. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 469): «وقولي: (هذرم) هو بالذَّال المُعجَمة».

و «الهَذْرَمَةُ»: سُرعة القراءة. الصِّحاح للجوهري (5/ 2057).

أسند الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 262) إلى ابن قتيبة قال: «قال عمر بن الخطَّاب: شَرُّ الكتابةِ: المَشْقُ، وشَرُّ القِرَاءةِ: الهَذْرَمَةُ، وَأَجْوَدُ الخَطِّ: أَبيَنُه».

562. এবং বলা হয়েছে: এটি সম্পূর্ণরূপে প্রারম্ভকারীর জন্য[1] ... এবং তারা অস্পষ্ট নামসমূহকে সুস্পষ্ট করেছেন।

563. এবং এটি মূল ও টীকায় (হাশিয়ায়) থাকুক, … অক্ষরগুলো পৃথক করার সাথে, কারণ এটিই অধিক উপকারী।

564. এবং চিকন হস্তাক্ষর[2] মাকরুহ (অপছন্দনীয়), তবে … যদি লেখার উপাদানের (চর্মপত্রের)[3] স্বল্পতা[4] থাকে অথবা ভ্রমণকারীর জন্য হয়, তাহলে নয়।

565. এবং এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হলো তালীক (হস্তাক্ষরের ত্রুটি)[5] ও মাশক (দ্রুত ও অস্পষ্ট লেখা)[6], যেমন … দ্রুত ও অস্পষ্টভাবে পাঠ করা হলে পঠনেরও মন্দ অবস্থা[7]।

---

(1) কাজি আয়াদ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আল-ইলমা‘ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৫০) বলেছেন: "আর এটিই সঠিক, বিশেষ করে শিক্ষানবিশ এবং যারা জ্ঞানে গভীরতা অর্জন করেননি তাদের জন্য।"

(2) বা, হা, কা, লাম, সিন, ফা-তে এবং ওয়াও, যা, ত্ব-এর টীকাসমূহের একটি নুসখা (অনুলিপি)-তে "আদ-দাকীক" (অর্থাৎ সূক্ষ্ম) শব্দটি আছে। আর হা-তে জার (কাসরা) সহ "আর-রাকীক" (অর্থাৎ পাতলা) আছে, যা একটি ভুল। যাকারিয়া আল-আনসারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল বাকী গ্রন্থে (২/৩৫) বলেছেন: "দা (د) অক্ষর দ্বারা, এবং একটি নুসখা (অনুলিপি)-তে রা (ر) অক্ষর দ্বারা।"

(3) লাম-এ "লি-দায়ক্ব" (لِضِيقِ) শব্দে দ্বাদ (ض) অক্ষরের নিচে কাসরা এবং ফাতহা উভয়ই আছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত (গ্রহণযোগ্য) তা হলো আলিফ, জিম, দাল, ওয়াও, যা, হা, মিম, নুন, সিন থেকে (গৃহীত)।

(4) "আর-রাক্ব" (الرَّقُّ): যা কিছুর উপর লেখা হয়, আর তা হলো পাতলা চামড়া। দেখুন: আস-সিহাহ (৪/১৪৮৩)।

(5) বিক্বাঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আন-নুকাত আল-ওয়াফিয়্যাহ গ্রন্থে (২/১৩৮) বলেছেন: "এর ব্যাখ্যায় যা প্রতীয়মান হয় তা হলো, অক্ষরসমূহের মিশ্রণ ঘটানো, যা পৃথক করা উচিত; এবং যেসব অক্ষরের দাঁত (যেমন س, ش, ص, ض) স্পষ্ট রাখা উচিত সেগুলোর দাঁত বিলুপ্ত করা; এবং যেসব অক্ষরের সাদা অংশ স্পষ্ট রাখা উচিত সেগুলোকে অস্পষ্ট করা; এবং অনুরূপ বিষয়সমূহ।"

(6) এটি হলো অক্ষরসমূহ এলোমেলো করে দ্রুত লেখা। দেখুন: আল-জাওহারীর আস-সিহাহ (৪/১৫৫৫) এবং আন-নাজিমের শারহ (১/৪৬৮)।

(7) আলিফ ও দাল-এ "হাদারামা" (هدرما) রয়েছে, যা ডাল (د) অক্ষর দ্বারা (অর্থাৎ نقطাহীন)। নাজিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর শারহ (ব্যাখ্যা) গ্রন্থে (১/৪৬৯) বলেছেন: "আমার উক্তি: (হাযরাম) হলো যাল (ذ) অক্ষর দ্বারা (অর্থাৎ নুকতাযুক্ত)।" এবং "আল-হাযরামাহ" (الهَذْرَمَةُ) অর্থ হলো দ্রুত পাঠ করা। আল-জাওহারীর আস-সিহাহ (৫/২০৫৭)। খতীব বাগদাদী আল-জামি' লি-আখলাক্বির রাবি গ্রন্থে (১/২৬২) ইবনে কুতায়বাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) বলেছেন: 'লেখার সবচেয়ে মন্দ দিক হলো মাশক (দ্রুত ও অস্পষ্ট লেখা), এবং পাঠের সবচেয়ে মন্দ দিক হলো হাযরামাহ (দ্রুত ও অস্পষ্ট পঠন), আর সর্বোত্তম হস্তাক্ষর হলো যা সবচেয়ে সুস্পষ্ট।'"

566. وَيُنْقَطُ الْمُهْمَلُ[1] - لَا الْحَا - أَسْفَلَا[2] ... أَوْ كَتْبُ[3] ذَاكَ الْحَرْفِ تَحْتُ مَثَلَا[4]

567. أَوْ فَوْقَهُ قُلَامَةً[5]، أَقْوَالُ ... وَالْبَعْضُ نَقْطُ[6] السِّينِ صَفّاً قَالُوا[7]

568. وَبَعْضُهُمْ يَخُطُّ فَوْقَ الْمُهْمَلْ ... وَبَعْضُهُمْ كَالْهَمْزِ تَحْتُ يَجْعَلْ[8]

569. وَإِنْ أَتَى بِرَمْزِ رَاوٍ مَيَّزَا ... مُرَادَهُ، وَاخْتِيرَ أَنْ لَا يَرْمُزَا[9]

---

(1) في ل: «يَنقُط المهملَ» بفتح الياء وضمِّ القاف، ونَصب «المهملَ»، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ك، م، ن، س.

(2) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 45

(3) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 470): «خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ تقديرُه: (أو علامتُه كتبُ ذلك الحرف)».

(4) مثال صورته بخط الناظم: صورة 46

(5) في ك، ل: «قلامةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي و: بالنَّصب والرَّفع المنوَّن، وفي ي: بفتح القاف والنَّصب المنوَّن، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز، ط، م، ن، س، ع.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 470): «صورة هلال، كقلامة الظفر، مضطجعة على قفاها».

(6) في ب، و: «نقطَ» بالنَّصب، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

(7) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 47

(8) في ج: «يُجعلُ» بضمِّ الياء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ك، ل، م، ن، س، ف. ومن هنا بداية خرمٍ في نسخة م، بمقدار (155) بيتاً.

(9) في ن: «يُرْمَزَا» بضمِّ الياء وفتح الميم، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، س، ع، ف.

566. এবং মুহমাল (বিন্দুবিহীন) অক্ষরকে—'হা' (ح) অক্ষর ব্যতীত—নিচে বিন্দুযুক্ত করা হয়[1] … অথবা ওই অক্ষরটিকে নিচে লেখা হয়, যেমন[2]

567. অথবা তার উপরে একটি কুলামাহ্ (নখের কাটা অংশের মতো ছোট চিহ্ন) দেওয়া হয়[3], এমন অনেক মত রয়েছে … এবং কেউ কেউ 'সীন' (س) অক্ষরটিকে সারিবদ্ধভাবে বিন্দুযুক্ত করার কথা বলেছেন[4]

568. এবং তাদের কেউ কেউ মুহমাল (বিন্দুবিহীন) অক্ষরের উপরে একটি রেখা টানে … এবং তাদের কেউ কেউ হামযার (ء) মতো করে নিচে রাখে[5]

569. এবং যদি সে কোনো বর্ণনাকারীর প্রতীক ব্যবহার করে, তবে সে তার উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে, আর প্রতীক ব্যবহার না করাটাই পছন্দনীয়[6]

---

(1) 'ল' প্রতিলিপিতে: «يَنقُط المهملَ» (ইয়ানক্বুতুল মুহমালা) - এখানে 'ইয়া' ফাতহা (জবর) এবং 'ক্বাফ' দম্মা (পেশ) সহকারে, এবং 'আল-মুহমালা' নাসব (জবর) সহকারে এসেছে। আর বর্তমান পাঠটি 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'কাফ', 'মিম', 'নুন', 'সীন' প্রতিলিপি থেকে প্রতিষ্ঠিত।

(2) উদাহরণস্বরূপ, নাযিম (পদকর্তা)-এর হস্তাক্ষরে এর চিত্র: চিত্র ৪৫

(3) নাযিম (পদকর্তা) - আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন - তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে (১/ ৪৭০) বলেছেন: "এটি একটি উহ্য উদ্দেশ্য (মুবতাদা)-এর খবর (বিধেয়), যার অনুমান হলো: (অথবা এর চিহ্ন হলো ওই অক্ষরটি লেখা)।"

(4) উদাহরণস্বরূপ, নাযিম (পদকর্তা)-এর হস্তাক্ষরে এর চিত্র: চিত্র ৪৬

(5) 'কাফ' ও 'লাম' প্রতিলিপিতে: «قلامةٌ» (কুলামাতুন) তানবীন সহকারে রফা (পেশ) রূপে এসেছে। 'ওয়াও' প্রতিলিপিতে: নাসব ও রফা উভয় রূপে এসেছে, উভয়ই তানবীন সহকারে। 'ইয়া' প্রতিলিপিতে: 'ক্বাফ' ফাতহা এবং নাসব (জবর) তানবীন সহকারে এসেছে। আর বর্তমান পাঠটি 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'যা', 'তোয়া', 'মিম', 'নুন', 'সীন', 'আইন' প্রতিলিপি থেকে প্রতিষ্ঠিত। নাযিম (পদকর্তা) - আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন - তাঁর ব্যাখ্যা গ্রন্থে (১/ ৪৭০) বলেছেন: "এটি একটি নতুন চাঁদের (হিলাল) আকৃতি, নখের কাটা অংশের (কুলামাতুজ যাফর) মতো, যা তার পিঠের উপর শোয়ানো থাকে।"

(6) 'বা' ও 'ওয়াও' প্রতিলিপিতে: «نقطَ» (নাক্বাতা) নাসব (জবর) সহকারে এসেছে। আর বর্তমান পাঠটি 'জিম', 'দাল', 'হা', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সীন', 'আইন', 'ফা' প্রতিলিপি থেকে প্রতিষ্ঠিত।

570. وَتَنْبَغِي[1] الدَّارَةُ[2] فَضلاً، وَارْتَضَى ... إِغْفَالَهَا الْخَطِيبُ حَتَّى يَعْرِضَا[3]

571. وَكَرِهُوا فَصْلَ مُضَافِ اسْمِ اللَّهْ ... مِنْهُ بِسَطْرٍ إِنْ يُنَافِ مَا تَلَاهْ[4]

572. وَاكْتُبْ ثَنَاءَ اللَّهِ وَالتَّسْلِيمَا ... مَعَ الصَّلَاةِ لِلنَّبِيِّ تَعْظِيمَا

573. وَإِنْ يَكُنْ أُسْقِطَ فِي الْأَصْلِ، وَقَدْ ... خُولِفَ فِي سَقْطِ الصَّلَاةِ أَحْمَدْ

574. وَعَلَّهُ قُيِّدَ[5] بِالرِّوَايَهْ ... مَعْ نُطْقِهِ كَمَا رَوَوْا حِكَايَهْ[6]

(1) في أ، ج، و، ز، ي، ل، س، ف: «وينبغي» بالياء، ولم ينقط في ط، ع.

(2) «الدَّارَةُ»: ما حول القمرِ، وهي الهالة، والمراد بها هنا: حلقة منفرجة أو مُطبقة.

انظر: الصِّحاح للجوهري (2/ 660)، وفتح المغيث (3/ 62).

ومثال صورتها بخط النَّاظم: صورة 48

(3) قال الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 273): «فأستحِبُّ أن تكونَ الدَّارَات غُفلاً، فإذا عورض بكلِّ حديث نَقَطَ في الدَّارَة التي تليه نقطةً، أو خَطَّ في وسطها خطّاً».

(4) انظر: الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 268).

(5) في ح، ك، س: «قَيَّدَ» بفتح القاف والياء، وفي و: بضم القاف وفتحها، وفتح الياء وكسرها، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ي، ل، ن، ف.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 147): «(قُيِّدَ): مبني للمفعول ... ويجوز أن يكون (قَيَّد): مبنيّاً للفاعل».

(6) قال الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 271): «رأيتُ بخطِّ أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في عِدَّة أحاديث اسمَ النَّبيّ، ولم يكتُب الصَّلاة عليه، وبلغني أنَّه كان يصلِّي على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم نُطقاً لا خطّاً، وقد خالفه غيره من الأئمَّة المُتقدِّمين في ذلك».

৫৭০. এবং 'আলিঙ্গন'[১] (দারা) চিহ্ন[২] পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু খতীব সেটিকে উপেক্ষা করাকে পছন্দ করেছেন, যতক্ষণ না তিনি (মূল পাণ্ডুলিপির সাথে) মিলিয়ে নেন।[৩]

৫৭১. এবং তারা এক লাইনে আল্লাহর নামের (মুদাফ) সংযুক্তিকে পৃথক করা অপছন্দ করেছেন, যদি তা এর পরবর্তী অংশের সাথে সাংঘর্ষিক হয়।[৪]

৫৭২. আর আল্লাহর প্রশংসা এবং সালাম লিখো... নবীর প্রতি সালাত সহকারে, তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

৫৭৩. যদিও মূল পাণ্ডুলিপিতে তা বাদ পড়ে থাকে, তবুও সালাত বাদ দেওয়ার ব্যাপারে আহমদ (রহ.) এর বিরোধিতা করা হয়েছে।

৫৭৪. এবং সম্ভবত এটি (শুধু) বর্ণনা দ্বারা সীমাবদ্ধ[৫], যেমন তারা বর্ণনা করেছেন, মুখে উচ্চারণের সাথে।[৬]

---

(১) আ, জি, ওয়াও, ঝা, ইয়া, লাম, সিন, ফা প্রতিলিপিতে: ইয়া (ي) অক্ষর সহকারে «ওয়াইনবাগি» (وينبغي), আর তা, আইন প্রতিলিপিতে এতে নুকতা ছিল না।

(২) «আদ-দারা» (الدَّارَةُ): চাঁদের চারপাশে যা থাকে, অর্থাৎ বলয় (হালকা)। এখানে এর অর্থ: একটি খোলা বা বন্ধ বৃত্তাকার চিহ্ন। দেখুন: জাওহারী রচিত 'আস-সিহাহ' (২/৬৬০) এবং 'ফাতহুল মুগীছ' (৩/৬২)।

আর নাযিমের হস্তাক্ষরে এর একটি দৃষ্টান্ত: চিত্র ৪৮

(৩) ইমাম খতীব (রহ.) 'আল-জামি' লি আখলাকির রাবী' (১/২৭৩) গ্রন্থে বলেছেন: «সুতরাং আমি পছন্দ করি যে, 'আলিঙ্গন' (দারা) চিহ্নগুলি খালি থাকবে। এরপর যখন প্রতিটি হাদীস (মূল কিতাবের সাথে) মিলিয়ে নেওয়া হবে, তখন তার পাশের আলিঙ্গন চিহ্নের মধ্যে একটি নুকতা (বিন্দু) দেবে অথবা তার মাঝখানে একটি রেখা টানবে»।

(৪) দেখুন: 'আল-জামি' লি আখলাকির রাবী' (১/২৬৮)।

(৫) হা, কাফ, সিন প্রতিলিপিতে: কাফ ও ইয়া হরফে ফাতহা সহকারে «কাইয়াদা» (قَيَّدَ)। আর ওয়াও প্রতিলিপিতে: কাফ হরফে যম্মাহ ও ফাতহা সহকারে এবং ইয়া হরফে ফাতহা ও কাসরা সহকারে। আর যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হল: আ, বা, জি, দাল, হা, ঝা, ইয়া, লাম, নুন, ফা প্রতিলিপি থেকে।

ইমাম বিক্বায়ী (রহ.) 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (২/১৪৭) গ্রন্থে বলেছেন: «(কুইয়্যিদা - قُيِّدَ): এটি মাজহুল (কর্মবাচ্য)।... আর (কাইয়াদা - قَيَّدَ) হিসেবে মারুফ (কর্তৃবাচ্য) হওয়াও জায়েয আছে»।

(৬) ইমাম খতীব (রহ.) 'আল-জামি' লি আখলাকির রাবী' (১/২৭১) গ্রন্থে বলেছেন: «আমি আবু আব্দুল্লাহ আহমদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে হাম্বল (রহ.) এর হস্তাক্ষরে অনেক হাদীসে নবীর নাম দেখেছি, কিন্তু তিনি তাঁর উপর দরূদ লেখেননি। এবং আমার কাছে পৌঁছেছে যে, তিনি নবীর উপর মুখে দরূদ পড়তেন, লিখিতভাবে নয়। আর অন্যান্য পূর্ববর্তী ইমামগণ এই বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করেছেন»।

575. وَالْعَنْبَرِيُ[1] وَابْنُ الْمَدِينِيْ بَيَّضَا ... لَهَا لِإِعْجَالٍ، وَعَادَا عَوَّضَا[2]

576. وَاجْتَنِبِ الرَّمْزَ لَهَا وَالْحَذْفَا ... مِنْهَا صَلَاةً أَوْ[3] سَلَاماً تُكْفَى

(1) هو: أبو الفضل عبَّاس بن عبد العظيم العَنبري، البصري، ثقة حافظ، (ت 240 هـ). تقريب التَّهذيب (3176).

(2) قال الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 272): «قال ابن سنان: سمعتُ عبَّاساً العنبري، وعليَّ بن المديني، يقولان: ما تركنا الصَّلاة على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم في كلِّ حديثٍ سَمِعنَاه، وربَّما عَجِلنا فنُبيِّض الكتاب في كلِّ حديثٍ حتَّى نرجعَ إليه».

(3) في د: «او» بهمزة الوصل.

575. আর আনবারী[1] এবং ইবনুল মাদীনী দ্রুততার কারণে এটিকে খালি রেখেছিলেন, অতঃপর ফিরে এসে তা পূরণ করেছিলেন।[2]

576. আর এর জন্য প্রতীক ব্যবহার করা এবং এতে সালাত অথবা সালাম বাদ দেওয়া থেকে বিরত থাকো, এতে তুমি যথেষ্ট প্রতিদান পাবে।[3]

(1) তিনি হলেন: আবুল ফজল আব্বাস ইবনে আব্দুল আযীম আল-আনবারী, আল-বসরি, বিশ্বস্ত হাফিজ (স্মৃতিশক্তিধর), (মৃত্যু ২৪০ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৩১৭৬)।

(2) আল-খতীব (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আল-জামে' লি আখলাক্বির রাবী (১/২৭২) গ্রন্থে বলেছেন: «ইবনে সিনান বলেছেন: আমি আব্বাস আল-আনবারী এবং আলী ইবনুল মাদীনীকে বলতে শুনেছি: আমরা শোনা প্রতিটি হাদীছে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর উপর দরূদ পাঠ করা কখনো বাদ দেইনি, তবে কখনো কখনো তাড়াহুড়ো করে প্রতিটি হাদীছে (দরূদের স্থান) খালি রেখেছিলাম যতক্ষণ না আমরা সেটির কাছে ফিরে আসি (এবং তা লিখি)»।

(3) ‘দাল’ (গ্রন্থের অনুলিপি ‘দ’) এ: «او» (আও) হামযাতুল ওয়াসল (সংযোগকারী হামযা) সহকারে।

الْمُقَابَلَةُ

577. ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَرْضُ بِالْأَصْلِ - وَلَوْ ... إِجَازَةً - أَوْ أَصْلِ[1] أَصْلِ الشَّيْخِ أَوْ

578. فَرْعِ مُقَابَلٍ، وَخَيْرُ الْعَرْضِ مَعْ ... أُسْتَاذِهِ بِنَفْسِهِ إِذْ يَسْمَعُ[2]

579. وَقِيلَ: بَلْ مَعْ نَفْسِهِ[3]، وَاشْتَرَطَا ... بَعْضُهُمُ هَذَا[4]، وَفِيهِ غُلِّطَا

580. وَلْيَنْظُرِ السَّامِعُ حِينَ يَطْلُبُ ... فِي نُسْخَةٍ، وَقَالَ يَحْيَى[5]: يَجِبُ

581. وَجَوَّزَ الْأُسْتَاذُ أَنْ يَرْوِيَ مِنْ ... غَيْرِ مُقَابَلٍ[6]، وَلِلْخَطِيبِ: إِنْ

(1) في و: «أَوَ اصْلِ» بنقل فتحة الهمزة.

(2) في حاشية أ: «بلغ مقابلة على نسخة الأصل المنقول منها حسب الجهد والطاقة».

(3) عزاه ابن الصَّلاح في مقدّمته (ص 191) إلى الحافظ أبي الفضل الجارودي الهروي.

(4) عزاه القاضي عياض في الإلماع (ص 159) لبعض أهل التَّحقيق.

(5) أي: يحيى بن مَعِين. روى الخطيب في الكفاية (ص 238) عن عليّ بن الحسين بن حبَّان قال: «وجدتُ في كتاب أبي بخَطِّ يده: قيل لأبي زكريَّا: أرأيتَ إن اجتمع قومٌ عند مُحدِّثٍ فقرأ عليهم فنَظَرَ بعضُهم في الكتاب وبعضهم لم ينظُر؛ هل يجوز لهؤلاء الذين لم ينظروا أن يُحدِّثوا بها؟ قال: أمَّا عندي فلا يجوز، ولكن عامَّة الشُّيوخ هكذا كان سماعهم».

(6) أي: أبو إسحاق الإسفراييني، حكاه عنه ابن الصَّلاح في مقدّمته (ص 192).

যাচাইকরণ

৫৭৭. অতঃপর তার মূল কিতাবের সাথে উপস্থাপন করা উচিত – যদিও ... বর্ণনার অনুমতি (ইজাযাহ)-এর মাধ্যমে হোক – অথবা শিক্ষকের মূল কিতাবের মূলের সাথে, অথবা

৫৭৮. একটি যাচাইকৃত প্রতিলিপির সাথে। আর সর্বোত্তম উপস্থাপন (যাচাই) হয় ... তার শিক্ষকের সাথে, যখন তিনি নিজে শুনেন।[২]

৫৭৯. এবং বলা হয়েছে: বরং সে নিজের সাথেই (তুলনা করবে)[৩]। আর তাদের কেউ কেউ এই (পদ্ধতির) শর্তারোপ করেছেন ...[৪], তবে এতে তাদের ভুল ধরা হয়েছে।

৫৮০. শ্রোতার উচিত, যখন সে অন্বেষণ করে ... তখন একটি প্রতিলিপিতে দৃষ্টি রাখা। আর ইয়াহইয়া[৫] বলেছেন: এটি আবশ্যক (ওয়াজিব)।

৫৮১. এবং শিক্ষক অনুমতি দিয়েছেন যে, বর্ণনা করা যাবে ... একটি যাচাইবিহীন প্রতিলিপি থেকে।[৬] আর খতিবের অভিমত হলো: যদি

---

(১) 'ওয়াও' (و) প্রতিলিপিতে: «আওয়া আসলু» এভাবে এসেছে, হামযার ফাতহা (যবর) স্থানান্তরিত করে।

(২) 'আলিফ' (ا) প্রতিলিপির টীকায় এসেছে: «যথাশক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী মূল প্রতিলিপির সাথে যাচাইকরণ সম্পন্ন হয়েছে যেখান থেকে এটি অনুলিপি করা হয়েছিল।»

(৩) ইবন আল-সালাহ তার মুকাদ্দিমাহ (ভূমিকা) (পৃ. ১৯১)-তে এটিকে হাফিজ আবু আল-ফাদল আল-জারুদি আল-হারাওয়ির প্রতি সম্বন্ধিত করেছেন।

(৪) কাজী আইয়ায তার আল-ইলমা' (পৃ. ১৫৯)-তে এটিকে যাচাই-বাছাই পন্থী কিছু বিদ্বানের (আহল আত-তাহক্বীক্ব) প্রতি সম্বন্ধিত করেছেন।

(৫) অর্থাৎ: ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন। আল-খতিব তার আল-কিফায়াহ (পৃ. ২৩৮)-তে আলী ইবন আল-হুসাইন ইবন হাব্বান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন: «আমি আমার পিতার কিতাবে তার নিজ হাতে লিখিত পেয়েছি: আবু যাকারিয়্যাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: আপনার কী মত, যদি একদল লোক একজন হাদীস বর্ণনাকারী (মুহাদ্দিস)-এর কাছে সমবেত হয় এবং তিনি তাদের সামনে কিতাব পাঠ করেন, তখন তাদের কেউ কেউ কিতাবের দিকে তাকায় এবং কেউ কেউ তাকায় না; তবে কি যারা তাকায়নি তাদের জন্য সেই হাদীস বর্ণনা করা বৈধ (জায়েজ) হবে? তিনি

বললেন: আমার মতে জায়েজ হবে না, তবে অধিকাংশ শিক্ষকের (শাইখের) শ্রবণের পদ্ধতি এমনই ছিল।»

(৬) অর্থাৎ: আবু ইসহাক আল-ইসফারায়িনী। ইবন আল-সালাহ তার মুকাদ্দিমাহ (ভূমিকা) (পৃ. ১৯২)-তে তার থেকে এটি বর্ণনা করেছেন।

582. بَيَّنَ[1]، وَالنَّسْخُ مِنَ اصْلٍ، وَلْيُزَدْ ... صِحَّةُ[2] نَقْلِ نَاسِخٍ، فَالشَّيْخُ قَدْ

583. شَرَطَهُ[3]، ثُمَّ اعْتَبِرْ مَا ذُكِرَا[4] ... فِي أَصْلِ الَاصْلِ لَا تَكُنْ مُهَوِّرَا[5]

---

(1) في ز، ل: «بُيِّنَ» بضمِّ الباء وكسر الياء، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، ط، ك، ن، س، ع، ف.

أي: إن بَيَّنَ عند الرِّواية أنَّه لم يُعارِض. شرح النَّاظم (1/ 480). وانظر: الكفاية (ص 239).

(2) في أ، د: «صحةَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، هـ، و، ز، ك، ل، ن، س، ع.

(3) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 193).

(4) في أ، ن: «ما ذَكَرَا» بفتح الذَّال المعجمة والكاف، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، س، ع.

(5) اسم فاعل مِن التَّهَوُّر، وهو: الوقوع في الشَّيء بقلَّة مبالاة، ومراده به هنا: أن تقرأ من أيِّ نسخة اتَّفقت. انظر: الصِّحاح للجوهري (2/ 856)، وشرح النَّاظم (1/ 480).

582. তিনি স্পষ্ট করেছেন[1], আর মূল থেকে অনুলিপন (নকল করা), এবং আরও যোগ করা হোক ... অনুলিপকের বর্ণনার বিশুদ্ধতা[2], কারণ শায়খ তো

583. এর শর্তারোপ করেছেন[3]; অতঃপর যা বর্ণিত হয়েছে[4], তা বিবেচনা করুন ... মূলের মূল (আদি উৎস) সম্পর্কে, উদাসীন হবেন না[5]।

---

(1) যা (Z) ও লাম (L)-এ: "বুয়্যিনা" (بُيِّنَ) বা-এর উপর দম্মা এবং ইয়া-এর নিচে কাসরাসহ, আর প্রতিষ্ঠিত পাঠ হলো বা (B), জিম (J), হা (H), ওয়াও (W), হা (H), ত (T), কাফ (K), নুন (N), সিন (S), আইন (ʿAyn) ও ফা (F) থেকে।
অর্থাৎ, যদি বর্ণনার সময় তিনি স্পষ্ট করেন যে, তিনি তা (অন্য কপির সাথে) তুলনা করেননি। শারহুন নাযিম (১/৪৮০)। এবং দেখুন: আল-কিফায়াহ (পৃষ্ঠা ২৩৯)।
(2) আলিফ (ʾA) ও দাল (D)-এ: "সিহহাত্বা" (صحةَ) নাসব (accusative) সহ, আর প্রতিষ্ঠিত পাঠ হলো বা (B), হা (H), ওয়াও (W), যা (Z), কাফ (K), লাম (L), নুন (N), সিন (S) ও আইন (ʿAyn) থেকে।
(3) দেখুন: মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (পৃষ্ঠা ১৯৩)।
(4) আলিফ (ʾA) ও নুন (N)-এ: "মা যাকারা" (ما ذَكَرَا) যাল মু'জামা (ذ) ও কাফ (ك) ফাতহাসহ, আর প্রতিষ্ঠিত পাঠ হলো বা (B), জিম (J), দাল (D), হা (H), ওয়াও (W), যা (Z), হা (H), লাম (L), সিন (S) ও আইন (ʿAyn) থেকে।
(5) এটি 'তাহাওউর' (التَّهَوُّر) থেকে সৃষ্ট ইসমে ফায়েল (কর্তৃবাচক বিশেষ্য), যার অর্থ: কোনো বিষয়ে কম পরোয়া বা উদাসীনতার সাথে জড়িয়ে পড়া। এবং এখানে এর উদ্দেশ্য হলো: আপনি যে কোনো প্রাপ্ত কপি থেকে পাঠ করবেন। দেখুন: জাওহারী প্রণীত আস-সিহাহ (২/৮৫৬), এবং শারহুন নাযিম (১/৪৮০)।

تَخْرِيجُ السَّاقِطِ

584. وَيُكْتَبُ السَّاقِطُ[1] وَهْوَ اللَّحَقُ[2] ... حَاشِيَةً إِلَى الْيَمِينِ يُلْحَقُ[3]

585. مَا لَمْ يَكُنْ آخِرَ سَطْرٍ، وَلْيَكُنْ ... لِفَوْقُ، وَالسُّطُورُ[4] أَعْلَى؛ فَحَسُنْ[5]

586. وَخَرِّجَنْ لِلسَّقْطِ[6] مِنْ حَيْثُ سَقَطْ ... مُنْعَطِفاً لَهُ، وَقِيلَ: صِلْ بِخَطّْ[7]

587. وَبَعْدَهُ اكْتُبْ: «صَحَّ» أَوْ زِدْ: «رَجَعَا» ... أَوْ كَرِّرِ الْكِلْمَةَ لَمْ تَسْقُطْ مَعَا

---

(1) في ن: «ويَكْتُبُ السَّاقطَ» بفتح الياء وضمِّ التَّاء ونصب «السَّاقطَ»، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، س، ع، ف.

(2) هو: ما سقطَ من أصلِ الكتابِ فأُلحِقَ بالحاشيةِ أو بين السُّطور. شرح النَّاظم (1/ 481).

(3) في ج: «تلحق» بالتَّاء المهملة، وفي ح: «تَلْحَقُ» بالتَّاء المفتوحة، وفي ط، ع: بالضمِّ ولم تنقط، وفي ك: «يَلحقُ» بفتح الياء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ي، ل، ن، س، ف.

(4) في ن: «والسطورَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ل، س، ف.

(5) في ك: «فحسن» بضمِّ السِّين وفتحها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل، ن، س، ع، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 484): «هو فعل ماضٍ بضمِّ السِّين».

(6) في ي: «للسِّقَط» بكسر السِّين وفتح القاف، وبه ينكسر الوزن، وفي ف: «للسِّقْط» بكسر السِّين وسكون القاف، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ل، ن، ع.

(7) جوَّده الرَّامهرمزيُّ في المحدِّث الفاصل (ص 606).

অনুল্লিখিত অংশের সংযোজন

584. এবং বাদ পড়া অংশ (যা সংযোজনীয়), তা ডানদিকের প্রান্তে টীকা হিসেবে লেখা হয় এবং সংযোজিত হয়।[1][2] ... [3]

585. যদি তা লাইনের শেষাংশ না হয়, তবে তা উপরে লেখা উচিত, ... এবং লাইনগুলো উপরে থাকলে তা উত্তম হয়।[4][5]

586. এবং বাদ পড়া অংশকে যে স্থান থেকে তা বাদ পড়েছে সেখান থেকে চিহ্নিত করো, … এর দিকে বাঁকানো রেখা দ্বারা; এবং বলা হয়েছে: একটি রেখা দ্বারা সংযুক্ত করো।[6][7]

587. এবং এরপর লেখো: 'সহ্' (صَحَّ) অথবা যোগ করো: 'রাজাআ' (رَجَعَا), … অথবা সেই শব্দটি পুনরাবৃত্তি করো যা এর সাথে বাদ পড়েনি।

---

(1) ন (ن) নুসখায়: (وَيَكْتُبُ السَّاقِطَ) ইয়া-এর উপর ফাতহা, তা-এর উপর দম্মা এবং 'আস-সাকিতা' (السَّاقِطَ) নসব সহকারে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা এসেছে আ (أ), ব (ب), জ (ج), দ (د), হ (هـ), ও (و), য (ز), হ (ح), ল (ل), স (س), আ'ইন (ع), ফ (ف) থেকে।

(2) তা হলো: মূল কিতাব থেকে যা বাদ পড়েছে এবং টীকায় বা লাইনগুলির মধ্যে সংযোজিত হয়েছে। শারহুন নাযিম (১/৪৮১)।

(3) জ (ج) নুসখায়: (تَلْحَقُ) ডটবিহীন তা (ت) সহকারে; এবং হ (ح) নুসখায়: (تَلْحَقُ) উন্মুক্ত তা (ت) সহকারে; এবং ত্ব (ط), আ'ইন (ع) নুসখায়: দম্মা সহকারে এবং ডটবিহীন; এবং কাফ (ك) নুসখায়: (يَلْحَقُ) ইয়া-এর উপর ফাতহা সহকারে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা এসেছে আ (أ), ব (ب), দ (د), হ (هـ), ও (و), য (ز), ই (ي), ল (ل), ন (ن), স (س), ফ (ف) থেকে।

(4) ন (ن) নুসখায়: (وَالسُّطُورَ) নসব সহকারে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা এসেছে আ (أ), ব (ب), জ (ج), দ (د), হ (هـ), ও (و), য (ز), হ (ح), ত্ব (ط), ল (ل), স (س), ফ (ف) থেকে।

(5) কাফ (ك) নুসখায়: (فَحَسُنَ) সিন-এর উপর দম্মা এবং ফাতহা উভয় সহকারে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা এসেছে আ (أ), ব (ب), জ (ج), দ (দ), হ (هـ), ও (و), য (ز), হ (ح), ত্ব (ط), ই (ي), ল (ل), ন (ن), স (স), আ'ইন (ع), ফ (ফ) থেকে।

নাযিম (রহি.) তাঁর শারহে (১/৪৮৪) বলেছেন: 'এটি সিন-এর উপর দম্মা সহকারে একটি অতীতকালীন ক্রিয়াপদ'।

(6) ই (ي) নুসখায়: (لِلسِّقَطِ) সিন-এর উপর কাসরা এবং কাফ-এর উপর ফাতহা সহকারে, যা দ্বারা ছন্দ ভঙ্গ হয়। এবং ফ (ف) নুসখায়: (لِلسِّقْطِ) সিন-এর উপর কাসরা এবং কাফ-এর উপর সুকুন সহকারে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা এসেছে আ (أ), ব (ব), জ (ج), দ (দ), হ (هـ), ও (و), য (ز), ল (ل), ন (ন), আ'ইন (ع) থেকে।

(7) রামাহুরমুযী এটি 'আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল' (পৃ. ৬০৬) গ্রন্থে উত্তম বলেছেন।

588. وَفِيهِ لَبْسٌ[1]، وَلِغَيْرِ الْأَصْلِ ... خَرِّجْ بِوَسْطِ كِلْمَةِ الْمَحَلِّ

589. وَلِعِيَاضٍ: لَا تُخَرِّجْ، ضَبِّبِ ... أَوْ صَحِّحَنْ لِخَوْفِ لَبْسٍ، وَأُبِي[2]

---

(1) قال القاضي عياض رحمه الله في الإلماع (ص 163): «وليس عندي باختيار حَسَنٍ، فرُبَّ كلمة قد تجيء في الكلام مكرَّرَة مرَّتين وثلاثاً لمعنىً صحيح. فإذا كرَّرنا الحرفَ آخِرَ كلِّ لَحَقٍ لم يُؤمَن أن يوافِق ما يتكرَّر حقيقة أو يُشكِل أمرُه؛ فيوجِب ارتياباً وزيادة إشكال».

(2) انظر: الإلماع للقاضي عياض (ص 164)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 196).

588. এবং এতে সংশয়[1] রয়েছে, আর মূল ভিন্ন হলে ... স্থানীয় শব্দের মাঝখানে চিহ্নিত করো

589. আর ইয়ায (ক্বাজী ইয়ায)-এর মতে: চিহ্নিত করো না, অস্পষ্ট করে দাও ... অথবা সংশয়ের আশঙ্কায় শুদ্ধ করো, এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে[2]

---

(1) বিচারপতি ইয়ায (ক্বাজী ইয়ায) (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'আল-ইলমা' (পৃষ্ঠা ১৬৩)-এ বলেছেন: "আমার মতে এটি একটি উত্তম পছন্দ নয়, কেননা প্রায়শই একটি শব্দ সঠিক অর্থে বাক্যে দুই বা তিনবার পুনরাবৃত্তি হতে পারে, সুতরাং যদি আমরা প্রতিটি সংযোজিত অংশের শেষে অক্ষরটি পুনরাবৃত্তি করি, তাহলে এমনটি বাস্তবে পুনরাবৃত্তি হওয়া বা এর বিষয়টি জটিল হয়ে পড়া থেকে নিরাপদ থাকা যায় না; ফলে এটি সন্দেহ এবং অতিরিক্ত জটিলতার সৃষ্টি করবে।"
(2) দেখুন: বিচারপতি ইয়ায (ক্বাজী ইয়ায)-এর 'আল-ইলমা' (পৃষ্ঠা ১৬৪), এবং ইবন আস-সালাহ-এর 'মুকাদ্দিমা' (পৃষ্ঠা ১৯৬)।

التَّصْحِيحُ وَالتَّمْرِيضُ وَهُوَ التَّضْبِيبُ

590. وَكَتَبُوا: «صَحَّ» عَلَى الْمُعَرَّضِ[1] ... لِلشَّكِّ إِنْ نَقْلاً وَمَعْنىً ارْتُضِي

591. وَمَرَّضُوا فَضَبَّبُوا «صَاداً»[2] تُمَدُّ ... فَوْقَ الَّذِي صَحَّ وُرُوداً وَفَسَدْ[3]

592. وَضَبَّبُوا فِي الْقَطْعِ وَالْإِرْسَالِ ... وَبَعْضُهُمْ فِي الْأَعْصُرِ الْخَوَالِي

593. يَكْتُبُ «صَاداً»[4] عِنْدَ عَطْفِ الْأَسْمَا ... تُوهِمُ[5] تَضْبِيباً، كَذَاكَ إِذْ مَا

594. يَخْتَصِرُ التَّصْحِيحَ بَعْضٌ يُوهِمُ ... وَإِنَّمَا يَمِيزُهُ[6] مَنْ يَفْهَمُ

---

(1) في ع: «المُعْرَضِ» بسكون العين وفتح الرَّاء المخفَّفة، وبه ينكسر الوزن.

(2) مثال صورتها بخطِّ النَّاظم: صورة 49

(3) أي: وفسد معنىً أو لفظاً أو خطّاً؛ كأن يكون ملحوناً ونحو ذلك. فتح المغيث (3/ 93)، وفتح الباقي (2/ 52).

(4) في ك: «ضاداً» معجمة وكتب فوقها معاً. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 52): «ويجوز أن تكون معجمة».

(5) في ح، ي، ع: «يوهم» بالياء، وفي ف: بالتَّاء والياء.

(6) في ع: «يميّزه» بتشديد الياء الثَّانية، وبه ينكسر الوزن، وفي ب، د: «يُميزه» بضمِّ الياء، والمثبت من أ، ج، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ن، س، ف. وانظر: تاج العروس (15/ 340).

সংশোধন ও দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ, যা হলো 'তাদবীব' (ত্রুটি বা অস্পষ্টতা চিহ্নিতকরণ)

590. এবং তারা «সহহ» (সঠিক) লিখতেন 'আল-মু'আররাদ' (পর্যবেক্ষণের জন্য উপস্থাপিত) বিষয়ের উপর[1] ... সন্দেহের ক্ষেত্রে, যদি তা বর্ণনাগত ও অর্থগত উভয় দিক থেকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো।

591. আর তারা দুর্বল (ত্রুটিপূর্ণ) চিহ্নিত করতেন এবং একটি প্রসারিত 'স্বাদ্' চিহ্ন ব্যবহার করতেন … যা (বর্ণনায়) সঠিক বলে প্রমাণিত হওয়ার পরও (অর্থ, শব্দ বা লেখায়) ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে, সেটির উপরে।[3]

592. এবং তারা 'তাদবীব' (ত্রুটি চিহ্নিতকরণ) করতেন বর্ণনাসূত্রে বিচ্ছিন্নতা ('ক্বত') এবং 'ইরসাল' (অসম্পূর্ণ সূত্র) এর ক্ষেত্রে … এবং পূর্ববর্তী কিছু যুগের পণ্ডিতগণও (এই পদ্ধতি অবলম্বন করতেন)।

593. তারা (কখনো) একটি 'স্বাদ্' চিহ্ন[4] লিখতেন নামসমূহের সংযোজনে (যখন একাধিক নাম উল্লেখ করা হয়) … যা (তখন) 'তাদবীব' (ত্রুটি চিহ্নিতকরণ) এর ভ্রম সৃষ্টি করতে পারে, তেমনই যখন…[5]

594. কেউ কেউ 'তাছহীহ' (সংশোধন) কে সংক্ষেপ করেন, যা (অন্যদের মধ্যে) বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে … কিন্তু যিনি বোঝেন, তিনিই এর পার্থক্য করতে পারেন।[6]

---

(1) 'আইন' পান্ডুলিপিতে «আল-মু'রাদ» রয়েছে, যা 'আইন'-এর উপর সুকুন এবং হালকা 'রা'-এর উপর ফাতহা সহকারে লেখা। এতে পদ্যের ছন্দোবদ্ধতা ভেঙে যায়।

(2) এর রূপের একটি উদাহরণ গ্রন্থকারের হস্তাক্ষরে: চিত্র ৪৯

(3) অর্থাৎ: অর্থগতভাবে, শব্দগতভাবে বা লিপিগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ হয়েছে; যেমন ব্যাকরণগত ভুল ('মালহুন') বা এ ধরনের কিছু। ফাতহুল মুগিস (৩/৯৩), ফাতহুল বাকি (২/৫২)।

(4) 'কাফ' পান্ডুলিপিতে «দ্বাদ্» (সবিরাম ডটযুক্ত) অক্ষর রয়েছে এবং এর উপরে একত্রে লেখা হয়েছে। যাকারিয়া আল-আনসারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল বাকি (২/৫২) গ্রন্থে বলেছেন: «এবং এটি সবিরাম (ডটযুক্ত) হওয়াও জায়েজ (বৈধ) আছে।»

(5) 'হা', 'ইয়া' এবং 'আইন' পান্ডুলিপিতে «ইউহিমু» 'ইয়া' অক্ষর সহকারে রয়েছে, আর 'ফা' পান্ডুলিপিতে 'তা' এবং 'ইয়া' উভয় অক্ষর সহকারে (অর্থাৎ «তুহিমু» এবং «ইউহিমু» উভয়ই) বিদ্যমান।

(6) 'আইন' পান্ডুলিপিতে «ইউমাইয়িযুহু» দ্বিতীয় 'ইয়া'-তে তাশদীদ সহকারে রয়েছে, এতে পদ্যের ছন্দোবদ্ধতা ভেঙে যায়। আর 'বা' ও 'দাল' পান্ডুলিপিতে «ইউমীযুহু» 'ইয়া'-তে পেশ (ধম্মাহ) সহকারে রয়েছে। আর (মূল টেক্সটে) যা স্থিরকৃত হয়েছে তা 'আলিফ', 'জিম', 'হা', 'ওয়াও',

'যা', 'হা', 'ত্বা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'নুন', 'সিন' এবং 'ফা' পান্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে। আরও দেখুন: তাজুল আরুস (১৫/৩৪০)।

الْكَشْطُ[1] وَالْمَحْوُ وَالضَّرْبُ [2]

595. وَمَا يَزِيدُ فِي الْكِتَابِ يُبْعَدُ ... «كَشْطاً» وَ «مَحْواً»، وَبِـ «ضَرْبٍ» أَجْوَدُ[3]

596. وَصِلْهُ بِالْحُرُوفِ خَطّاً، أَوْ لَا ... مَعْ عَطْفِهِ[4]، أَوْ كَتْبَ[5] «لَا» ثُمَّ «إِلَى»[6]

597. أَوْ نِصْفَ[7] دَارَةٍ[8]، وَإِلَّا صِفْرَا ... فِي كُلِّ جَانِبٍ[9]، وَعَلِّمْ سَطْرَا

---

(1) «الكَشْطُ»: بالكاف والقاف، وهو: سلخُ القرطاس بالسِّكين ونحوها، ويُعَبَّر به عن الحَكِّ. انظر: شرح النَّاظم (1/ 490).

(2) في و: «الكشط والمحو وهو الضرب».

(3) في ج: «يبعدُ» و «أجودُ» بسكون الدَّال، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ح، ط، ك، ل، ن، س، ع، ف.

(4) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 50

(5) في د، ي: «كتبِ» بالجرِّ، والمثبت من هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل، ن، س، ف.

(6) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 51

(7) في د: «أو نصفِ» بالجرِّ، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ط، ل، ن، س، ع، ف.
قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 309): «(نِصْفَ): منصوبٌ عطفاً على محلِّ المضاف إليه».

(8) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 52

(9) مثال صورته بخط النَّاظم: صورة 53

ঘষে মোচন (আল-কাশত), বিলোপন (আল-মাহউ) ও কেটে দেওয়া (আদ-দারব)

৫৯৫. এবং লেখায় যা অতিরিক্ত আসে, তা ঘষে (কাশত) ও মুছে (মাহউ) ফেলা হয়; আর কেটে দেওয়াই (দারব) উত্তম।

৫৯৬. এবং তাকে অক্ষরগুলোর সাথে রেখা দ্বারা যুক্ত করো, অথবা [রেখা ছাড়া] তার বক্রতার সাথে, অথবা 'লা' (لا) লিখে পরে 'ইলা' (إلى) লেখো।

৫৯৭. অথবা অর্ধবৃত্ত (দিয়ে চিহ্নিত করো); আর যদি তা না হয়, তবে প্রতিটি পাশে শূন্য [দিয়ে চিহ্নিত করো], এবং একটি রেখা দাও।

---

(১) «আল-কাশত» (الكَشْطُ): এটি কাফ (ك) ও ক্বাফ (ق) উভয় অক্ষর দ্বারা গঠিত। এর অর্থ হলো ছুরি বা অনুরূপ কিছু দিয়ে কাগজ থেকে কিছু তুলে ফেলা। এর দ্বারা ঘষে তুলে ফেলাও বোঝানো হয়। দেখুন: শারহুন্নাজিম (১/ ৪৯০)।

(২) 'ওয়াও' (و) নুসখাটিতে (পাঠান্তরে) রয়েছে: «الكشط والمحو وهو الضرب» (ঘষে মোচন, বিলোপন এবং তা হলো কেটে দেওয়া)।

(৩) 'জিম' (ج) নুসখাটিতে (পাঠান্তরে) রয়েছে: «يُبْعَدُ» (ইউবাদ) ও «أَجْوَدُ» (আজওয়াদ) - দাল (د) অক্ষরে সুকুন (সাকিন) সহকারে। আর যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা হলো: আলিফ (أ), বা (ب), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), তোয়া (ط), কাফ (ك), লাম (ل), নুন (ن), সিন (س), আইন (ع), ফা (ف) নুসখাগুলো থেকে।

(৪) এটি রচয়িতার হস্তাক্ষরে যেমন দেখা যায়, তার উদাহরণ: ছবি ৫০।

(৫) 'দাল' (د) ও 'ইয়া' (ي) নুসখা দুটিতে (পাঠান্তরে) রয়েছে: «كَتْبِ» (কাতবি) - জার (kasra) সহকারে। আর যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা হলো: হা (ه), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), তোয়া (ط), কাফ (ك), লাম (ل), নুন (ن), সিন (س), ফা (ف) নুসখাগুলো থেকে।

(৬) এটি রচয়িতার হস্তাক্ষরে যেমন দেখা যায়, তার উদাহরণ: ছবি ৫১।

(৭) 'দাল' (د) নুসখাটিতে (পাঠান্তরে) রয়েছে: «أو نصفٍ» (আও নিসফি) - জার (kasra) সহকারে। আর যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা হলো: জিম (ج), হা (ه), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), তোয়া (ط), লাম (ل), নুন (ن), সিন (س), আইন (ع), ফা (ف) নুসখাগুলো থেকে। ইবনে আম্মার আল-মালিকি

(রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ‘মিফতাহুস সাদিইয়াহ’ (পৃ. ৩০৯) গ্রন্থে বলেছেন: «(نِصْفَ) (নিসফা) হলো মনসূব (নাসাব অবস্থা) যা মুদাফ ইলাইহির (genitive construct) স্থানীয়ভাবে আত্বফ (conjunction) হয়েছে।

(৮) এটি রচয়িতার হস্তাক্ষরে যেমন দেখা যায়, তার উদাহরণ: ছবি ৫২।

(৯) এটি রচয়িতার হস্তাক্ষরে যেমন দেখা যায়, তার উদাহরণ: ছবি ৫৩।

598. سَطْراً إِذَا مَا كَثُرَتْ سُطُورُهُ[1] ... أَوْ لَا، وَإِن حَرْفٌ أَتَى تَكْرِيرُهُ[2]

599. فَأَبْقِ مَا أَوَّلُ[3] سَطْرٍ ثُمَّ مَا ... آخِرُ[4] سَطْرٍ ثُمَّ مَا تَقَدَّمَا

600. أَوِ اسْتَجِدْ[5]؛ قَوْلَانِ[6]، مَا لَمْ يُضَفِ ... أَوْ يُوصَفَ[7] اوْ نَحْوَهُمَا فَأَلِّفِ

---

(1) في د، و: «سطورهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، هـ، ي، ل، ن، ع.

(2) في و: «تكريرهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، هـ، ح، ي، ل، ن.

(3) في أ، ج، د، هـ، و، ح، ك، ع: «أَوَّلَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، ز، ط، ل، ن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 101): «(فَأَبْقِ) على وجه الاستحباب (مَا) هو (أَوَّلُ سَطْرٍ)».

(4) في أ، د، هـ، و، س: «آخرَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، ج، ز، ط، ي، ك، ل، ن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 101): «فَأَبْقِ (مَا) هو (آخِرُ سَطْرٍ)».

(5) أي: أَبْقِ أجودَهما صورةً وأدَلَّهُما على قراءَتِه. انظر: فتح المغيث (3/ 102).

(6) ذكر القولَيْن القاضي عياض في الإلماع (ص 172).

(7) في ف: «تُضَفِ أَو تُوصَف» بالتَّاء في الكلمتين.

598. একটি লাইন, যখন তার একাধিক লাইন (অনুলিপিতে) পাওয়া যায়[1] … অথবা না (যদি একাধিক না হয়), এবং যদি কোনো অক্ষরের পুনরাবৃত্তি ঘটে[2]

599. তাহলে রেখে দাও যা লাইনের প্রথম[3] (অংশ), তারপর যা লাইনের শেষ[4] (অংশ), অতঃপর যা পূর্বে এসেছে

600. অথবা নতুন করে গ্রহণ করো[5]; দুটি অভিমত বিদ্যমান[6]। যতক্ষণ না তা সংযোজিত হয় … অথবা বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়[7], কিংবা তাদের অনুরূপ কিছু হয়, তাহলে তা সংকলন করো।

---

(1) দ, ওয়া-তে: «সুতূরুহ» (سطورهُ) হা-এর সাকিন (শান্ত ধ্বনি) সহকারে রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা বা, জিম, হা, ইয়া, লাম, নুন, আইন থেকে।

(2) ওয়া-তে: «তাকরিরুহ» (تكريرهُ) হা-এর সাকিন সহকারে রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা বা, হা, ইয়া, লাম, নুন থেকে।

(3) আলিফ, জিম, দ, হা, ওয়া, হা, কাফ, আইন-এ: «আওয়াল» (أَوَّلَ) নাসব (ফেতহা) সহকারে রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা বা, যা, ত্বা, লাম, নুন থেকে।

সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) ‘ফাতহুল মুগীস’ (৩/১০১) গ্রন্থে বলেছেন: "(ফাবকি) (فَأَبْقِ) পছন্দনীয়তার ভিত্তিতে (যা) 'লাইনের শুরু (অংশ) (أَوَّلُ سَطْرٍ)' (তা) বাকি রাখো।"

(4) আলিফ, দ, হা, ওয়া, সিন-এ: «আখির» (آخرَ) নাসব সহকারে রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা বা, জিম, যা, ত্বা, ইয়া, কাফ, লাম, নুন থেকে।

সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) ‘ফাতহুল মুগীস’ (৩/১০১) গ্রন্থে বলেছেন: "বাকি রাখো (যা) 'লাইনের শেষ (অংশ) (آخِرُ سَطْرٍ)'।"

(5) অর্থাৎ: উভয়ের মধ্যে যেটি সবচেয়ে উত্তম প্রতীয়মান এবং পাঠের জন্য সবচেয়ে নির্দেশক, সেটি বাকি রাখো। দেখুন: ফাতহুল মুগীস (৩/১০২)।

(6) দুটি অভিমত কাজী আইয়াদ ‘আল-ইলমা’ (الإلماع) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৭২) উল্লেখ করেছেন।

(7) ফা-তে: «তুদ’আফ আও তুওসাফ» (تُضَفِ أَو تُوصَف) উভয় শব্দে তা- (تاء) সহকারে রয়েছে।

الْعَمَلُ فِي اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ

601. وَلْيَبْنِ أَوَّلاً عَلَى رِوَايَهْ ... كِتَابَهُ، وَيُحْسِنِ[1] الْعِنَايَهْ

602. بِغَيْرِهَا بِكَتْبِ رَاوٍ سُمِّيَا ... أَوْ رَمْزاً، اوْ يَكْتُبُهَا مُعْتَنِيَا

603. بِحُمْرَةٍ، وَحَيْثُ زَادَ الْأَصْلُ ... حَوَّقَهُ[2] بِحُمْرَةٍ وَيَجْلُو[3]

---

(1) في ب، ج، و، ن، س: «ويُحسنُ» بالرَّفع، وفي هـ: بالرَّفع وكسر النُّون معاً، والمثبت من د، ي، ك، ل.

قال محمد بن قاسم الغزّي رحمه الله في حاشيته على شرح النَّاظم (122/ ب): «هو بالجزم وكسرٍ للسَّاكِنَين، أو بالرَّفع على الاستئناف».

(2) في أ، س: «حَوِّقْهُ» بكسر الواو وسكون القاف، وبه ينكسر الوزن.

و «حَوَّقَهُ»: فعلٌ ماضٍ بمعنى حلَّق؛ أي: جعل حلقةً، وأصله من قولهم: «حاق به الشَّيء»؛ أي: أحاط به. انظر: الصحاح للجوهري (4/ 1466)، والنُّكت الوفيَّة (2/ 178).

(3) أي: ويوضح مُرادَه بالرَّمزِ أو بالحُمرَة في أوَّل الكتاب أو آخره. شرح النَّاظم (1/ 494).

বর্ণনার ভিন্নতা বিষয়ে কর্মপদ্ধতি

৬০১. সে যেন প্রথমে একটি বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তার গ্রন্থ রচনা করে, এবং ভালোভাবে যত্ন নেয়।

৬০০. অন্যগুলির (বর্ণনার) ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর নাম লিখে, অথবা প্রতীক ব্যবহার করে, অথবা সেগুলিকে যত্ন সহকারে লিখে।

৬০৩. লাল কালি দিয়ে। এবং যেখানে মূল অংশে অতিরিক্ত কিছু থাকে, সে যেন লাল কালি দিয়ে সেটিকে বৃত্তবদ্ধ করে এবং স্পষ্ট করে।

(১) ব, জ, ওয়াও, নুন, সিন পাণ্ডুলিপিতে: ‘উহসিনু’ (ويُحسنُ) (ক্রিয়া) (رفع) (রফ') সহকারে; এবং হা' পাণ্ডুলিপিতে: রফ' এবং নুন-এর সাথে কাসরা (স্বরভঙ্গ) উভয়ই সহকারে; যা নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে তা দাল, ইয়া, কাফ, লাম পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।
মুহাম্মদ ইবনে কাসিম আল-গাযযী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর নাযিম-এর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (১২২/খ) টীকায় বলেছেন: “এটি জাজম (جزم) সহকারে এবং দুটি সাকিন (সুকুন) এর জন্য কাসরা সহকারে (পঠিত হতে পারে), অথবা একটি নতুন বাক্যের শুরুতে রফ' (رفع) সহকারে (পঠিত হতে পারে)।”
(২) আ, সিন পাণ্ডুলিপিতে: ‘হাওয়্যিকহু’ (حَوِّقْهُ) ওয়াও-এর সাথে কাসরা (كسرة) এবং কাফ-এর উপর সুকুন (سكون) সহকারে, এবং এর ফলে ছন্দ ভঙ্গ হয়।
আর ‘হাওয়্যাত্বক্বাহু’ (حَوَّقَهُ): একটি অতীতকালীন ক্রিয়া যার অর্থ হলো 'ঘেরা' বা 'বৃত্তাকার করা'; অর্থাৎ, একটি বৃত্ত তৈরি করা। এর মূল উৎস হলো তাদের উক্তি: 'বস্তুটি তাকে ঘিরে রেখেছে।' দেখুন: জাওহারী প্রণীত ‘আস-সিহাহ’ (৪/১৪৬৬), এবং ‘আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যা’ (২/১৭৮)।
(৩) অর্থাৎ: সে তার উদ্দেশ্য প্রতীক বা লাল কালি ব্যবহার করে গ্রন্থের শুরুতে বা শেষে স্পষ্ট করবে। শারহুন নাযিম (১/৪৯৪)।

الْإِشَارَةُ بِالرَّمْزِ

604. وَاخْتَصَرُوا فِي كَتْبِهِمْ[1]: «حَدَّثَنَا» ... عَلَى «ثَنَا» أَوْ «نَا»، وَقِيلَ: «دَثَنَا»[2]

605. وَاخْتَصَرُوا[3]: «أَخْبَرَنَا» عَلَى «أَنَا» ... أَوْ «أَرَنَا»، وَالْبَيْهَقِيُّ: «أَبَنَا»[4]

606. قُلْتُ: وَرَمْزُ «قَالَ» إِسْنَاداً يَرِدْ ... قَافاً، وَقَالَ الشَّيْخُ: حَذْفُهَا عُهِدْ

607. خَطّاً، وَلَابُدَّ مِنَ النُّطْقِ، كَذَا ... «قِيلَ لَهُ»، وَيَنْبَغِي النُّطْقُ بِذَا

608. وَكَتَبُوا عِنْدَ انْتِقَالٍ مِنْ سَنَدْ ... لِغَيْرِهِ «حَ»، وَانطِقَنْ بِهَا، وَقَدْ

(1) في ن، س: «كُتُبِهِمْ» بضمّ الكاف، والمثبت من أ، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل.

قال السُّيوطيُّ رحمه الله في شرحه (ص 215): «بفتح الكاف».

(2) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 203): «وممَّن رأيتُ في خطِّه الدَّالَ في علامةِ (حدَّثنا): الحافظُ أبو عبد الله الحاكم، وأبو عبد الرَّحمن السُّلَمي، والحافظ أحمد البيهقي».

(3) في ك زيادة: «في كتبهم»، وهو وهم.

(4) حكاه عنه ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 203) وقال: «ليس بحسن».

সাংকেতিক নির্দেশ

604. আর তারা তাদের কিতাবসমূহে[1] 'আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন' (হাদদাসানা) শব্দটিকে 'সানা' অথবা 'না' তে সংক্ষিপ্ত করেছে। এবং বলা হয়েছে 'দাসানা'ও[2]।

605. আর তারা[3] 'আমাদেরকে অবহিত করেছেন' (আখবারানা) শব্দটিকে 'আনা' অথবা 'আ'রানা' তে সংক্ষিপ্ত করেছে। আর বায়হাক্বী (সংক্ষিপ্ত করেছেন) 'আবানা' তে[4]।

606. আমি বলি: এবং সনদ সূত্রে 'তিনি বলেছেন' (ক্বালা) এর সংকেত 'ক্বাফ' দ্বারা আসে। আর শাইখ বলেছেন: এটি বাদ দেয়ার প্রচলনও আছে।

607. লিখিতভাবে, তবে মুখে উচ্চারণ করা জরুরি। অনুরূপভাবে 'তাকে বলা হয়েছে' (ক্বীলা লাহু) এর ক্ষেত্রেও, এবং এটিও উচ্চারণ করা উচিত।

608. আর তারা এক সনদ থেকে অন্য সনদে স্থানান্তরের সময় 'হা' লেখে, এবং এটিও মুখে উচ্চারণ করবে। আর নিশ্চয়...

---

(1) ন, স পাণ্ডুলিপিতে 'কুতুবিহিম' শব্দটি (কাফ অক্ষরে যম্মা বা পেশ সহকারে) রয়েছে। পক্ষান্তরে, অ, হ, ও, য, হ, ত্ব, ই, ল পাণ্ডুলিপিগুলোতে প্রমাণিত পাঠ হচ্ছে (কাফ অক্ষরে ফাতহা বা যবর সহকারে)। সুয়ূতী (রহ.) তার শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) (পৃষ্ঠা ২১৫)-এ বলেছেন: 'কাফ অক্ষরে ফাতহা সহকারে'।

(2) ইবন আস-সালাহ (রহ.) তার মুক্বাদ্দিমা (ভূমিকা) (পৃষ্ঠা ২০৩)-এ বলেছেন: 'যাদের হস্তাক্ষরে আমি 'হাদদাসানা' (তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন)-এর চিহ্নে 'দাল' অক্ষর দেখেছি, তাদের

মধ্যে রয়েছেন: হাফিজ আবু আবদুল্লাহ আল-হাকিম, আবু আবদুর রহমান আস-সুলামী, এবং হাফিজ আহমদ আল-বায়হাক্বী'।

(3) কাফ (ক) পাণ্ডুলিপিতে 'তাদের কিতাবসমূহে' বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে, এবং এটি একটি ভুল।

(4) ইবন আস-সালাহ (রহ.) তার মুক্বাদ্দিমা (ভূমিকা) (পৃষ্ঠা ২০৩)-এ তার থেকে (এটি) বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন: 'এটি ভালো নয়'।

609. رَأَى الرُّهَاوِيُّ[1] بِأَنْ لَا تُقْرَآ[2] ... وَأَنَّهَا مِنْ «حَائِلٍ»[3]، وَقَدْ رَأَى

610. بَعْضُ أُولِي الْغَرْبِ بِأَنْ يَقُولَا ... مَكَانَهَا: «الْحَدِيثَ» قَطُ[4]، وَقِيلَا

611. بَلْ حَاءُ[5] تَحْوِيلٍ[6]، وَقَالَ: قَدْ كُتِبْ ... مَكَانَهَا: «صَحَّ» فَـ «حَا» مِنْهَا انْتُخِبْ[7]

---

(1) هو: الحافظُ أبو محمد عبد القادر بن عبد الله بن عبد الرَّحمن الرُّهاوِيُّ الحنبليُّ السَّفَّار، (ت 612 هـ). سير أعلام النُّبلاء (22/ 71).

(2) في أ، س، ع، ف: «يُقرأ» بالياء، وفي ن: «تُقْرأُ» بسكون الهمزة، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 62): «أن (لَا تُقرَأَ) أي يُنطَق بها».

(3) مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 204).

(4) المصدر السَّابق (ص 204).

(5) في ج: «حاءَ» بالنَّصب، والمثبت من د، هـ، و، ز، ل، س، ع.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 112): «(بَلْ): هي (حَاءُ تَحْوِيلٍ)».

(6) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 204): «وحكى لي بعضُ من جمعتني وإيَّاهُ الرِّحلةُ بخراسان عمَّن وَصَفَه بالفضلِ مِنَ الأصبهانِيِّين أنَّها حاءٌ مهملة مِنَ التَّحويل؛ أي: مِن إسنادٍ إلى إسنادٍ آخَرَ».

(7) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 203): «وجدتُ بخَطِّ الأستاذ الحافظ أبي عثمان الصَّابوني، والحافظِ أبي مسلم عُمَرَ بن علي اللَّيثِي البُخاري، والفقيه المُحدِّث أبي سعيد الخليليّ رحمهم الله في مكانها بدلاً عنها (صَحَّ) صريحةً، وهذا يُشعِرُ بكونها رمزاً إلى (صَحَّ)».

609. রুহাউয়ী[1] এই মত পোষণ করেছেন যে, এটি[2] উচ্চারণ করা হবে না ... এবং এটি 'হাইল' (حائل)-এর অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরও মত দিয়েছেন...

610. কিছু পশ্চিমা আলেম বলেছেন যে, এর স্থানে ... কেবল "আল-হাদীস"[4] বলা হবে। এবং এও বলা হয়েছে...

611. বরং এটি 'তাহবিল' (تحويل)[6]-এর 'হা' (ح)[5] অক্ষর। এবং তিনি বলেছেন: এর স্থানে "সাহ্" (صَحَّ - সঠিক) লেখা হয়েছে, তাই তার থেকে 'হা' (حا) অক্ষরটি নির্বাচিত হয়েছে[7]

---

(1) তিনি হলেন: হাফিয আবু মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান আর-রুহাউয়ী আল-হাম্বালী আস-সাফফার, (মৃত্যু ৬১২ হিজরী)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (২২/ ৭১)।

(2) 'আ', 'স', 'আইন', 'ফা' পাণ্ডুলিপিতে 'ইউক্বরা' (يُقرأ) ইয়া সহকারে, এবং 'নুন' পাণ্ডুলিপিতে 'তুক্বরা' (تُقْرأ) হামযাহ সাকিন সহকারে, আর যা এখানে রাখা হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ত্বা', 'ইয়া', 'লাম' পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

যাকারিয়্যা আল-আনসারী (রহ.) ফাতহুল বাক্বী (২/ ৬২) গ্রন্থে বলেছেন: "(লা তুক্বরা) অর্থ হলো এটি উচ্চারণ করা হবে না।"

(3) মুকাদ্দিমা ইবন আস-সালাহ (পৃ. ২০৪)।

(4) পূর্বোক্ত সূত্র (পৃ. ২০৪)।

(5) 'জিম' পাণ্ডুলিপিতে 'হা-আ' (حاءَ) নাসব সহকারে, আর যা এখানে রাখা হয়েছে তা 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'লাম', 'সীন', 'আইন' পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

আস-সাখাভি (রহ.) ফাতহুল মুগীছ (৩/ ১১২) গ্রন্থে বলেছেন: "(বরং): এটি 'তাহবিল' (تحويل)-এর 'হা' (ح) অক্ষর।"

(6) ইবন আস-সালাহ (রহ.) তাঁর মুকাদ্দিমা (পৃ. ২০৪) গ্রন্থে বলেছেন: "খোরাসানে আমার সাথে সফরে মিলিত হওয়া কয়েকজন আসবাহানী পণ্ডিতের সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, এটি (ح) হল 'তাহবিল' (تحويل) বা সনদ পরিবর্তনের জন্য ব্যবহৃত একটি (নুকতা বর্জিত) 'হা' অক্ষর; অর্থাৎ, এক সনদ থেকে অন্য সনদে স্থানান্তরের জন্য।"

(7) ইবন আস-সালাহ (রহ.) তাঁর মুকাদ্দিমা (পৃ. ২০৩) গ্রন্থে বলেছেন: "আমি উস্তাদ হাফিয আবু উছমান আস-সাবুনী, হাফিয আবু মুসলিম উমার ইবন আলী আল-লায়ছী আল-বুখারী এবং ফকীহ মুহাদ্দিস আবু সাঈদ আল-খালীলী (আল্লাহ তাদের প্রতি রহম করুন)-এর হস্তলিপিতে এই অক্ষরের পরিবর্তে স্পষ্টভাবে 'সাহ্' (صَحَّ - সহীহ বা সঠিক) লেখা পেয়েছি, যা ইঙ্গিত করে যে এটি 'সাহ্'-এর একটি প্রতীক।"

كِتَابَةُ التَّسْمِيعِ [1]

612. وَيَكْتُبُ[2] اسْمَ[3] الشَّيْخِ بَعْدَ الْبَسْمَلَهْ ... وَالسَّامِعِينَ قَبْلَهَا مُكَمَّلَهْ[4]

613. مُؤَرَّخاً أَوْ جَنْبَهَا بِالطُّرَّهْ[5] ... أَوْ آخِرَ الْجُزْءِ، وَإِلَّا ظَهَرَهْ

614. بِخَطِّ مَوْثُوقٍ بِخَطٍّ عُرِفَا ... وَلَوْ بِخَطِّهِ لِنَفْسِهِ كَفَى

615. إِنْ حَضَرَ الْكُلَّ، وَإِلَّا اسْتَمْلَى[6] ... مِنْ ثِقَةٍ؛ صَحَّحَ شَيْخٌ أَمْ لَا[7]

(1) «التَّسْمِيع»: لغةً: من سَمَّعَه تسميعاً؛ إذا نسبهُ إلى السَّماع، ومعناه: أنَّ الضَّابطَ يكتُبُ أسماءَ السَّامِعين مُثبِتاً لهم السَّماعَ وناسِباً له إليهم. انظر: النُّكت الوفيَّة (2/ 186).

(2) في ج، د: «ويُكْتَبُ» بضمِّ الياء وفتح التَّاء، وفي و: بفتح الياء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، ب، هـ، ز، ح، ط، ل، ن، س.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 114): «(وَيَكْتُبُ) الطَّالبُ (اسْمَ الشَّيْخِ)».

(3) في د: «اسمُ» بالرَّفع، وفي و: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من ب، هـ، ز، ح، ط، ي، ل، ن، س، ع.

(4) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 499): «وقولي: (مُكَمِّلَهْ) أي: ويَكتُب أسماءَ السَّامعين قبل البسملةِ مُكَمِّلَةَ الأنساب والعدد».

(5) «الطُّرَّةُ»: بضمِّ الطَّاء المُهمَلة، ثمَّ راءٌ مُهمَلةٌ مُشدَّدةٌ، وهي: حاشية الكتاب. النكت الوفية (2/ 186).

(6) في هـ: «استمل» بفتح اللَّام وكسرها معاً، والمثبت من أ، ب، ج، د، ح، ك، ل، ن، س، ع، ف.

(7) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 500): «أي: لا يُشتَرَطُ كتابةُ الشَّيخِ المُسَمِّعِ التَّصحيحَ على التَّسميعِ، بعد أن يكون كاتبُ السَّماع ثقةً».

শ্রুতিলেখনের নিয়মাবলী [1]

612. আর লিখবে[2] শাইখের[3] নাম ‘বিসমিল্লাহ’ লেখার পর... এবং তার (বিসমিল্লাহ'র) আগে শ্রোতাদের নাম সম্পূর্ণভাবে লিখবে।[4]

613. তারিখ উল্লেখ করে অথবা এর পাশে প্রান্তীয় টীকায়[5] ... অথবা অংশের শেষে, অন্যথায় এর পেছনে (পৃষ্ঠায়)।

614. নির্ভরযোগ্য ও সুপরিচিত হস্তাক্ষরে লিখবে... এমনকি সে নিজের জন্য নিজের হস্তাক্ষরে লিখলেও তা যথেষ্ট।

615. যদি সে সম্পূর্ণ (পাঠদানে) উপস্থিত থাকে, অন্যথায় সে কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি থেকে শ্রুতিলেখন করবে;[6] শাইখ তা সংশোধন করুন বা না করুন।[7]

---

(1) «তাসমী‘» (التَّسْمِيع): আভিধানিকভাবে, ‘সাম্মা‘আহু তাসমী‘আন’ (سَمَّعَه تسميعاً) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ যখন কোনো কিছুকে শ্রবণের সাথে সম্পর্কিত করা হয়। এর পারিভাষিক অর্থ হলো: লিপিবদ্ধকারী ব্যক্তি শ্রোতাদের নাম উল্লেখ করে তাদের শ্রবণকে নিশ্চিত করেন এবং সেটিকে তাদের সাথে সম্পর্কিত করেন। দেখুন: আন-নুকাতুল ওয়াফিয়াহ (২/১৮৬)।

(2) জিম ও দাল পাণ্ডুলিপিতে: ‘ইউকতাবু’ (يُكْتَبُ) ইয়াতে পেশ ও তা-তে ফাতহা সহকারে রয়েছে, আর ওয়াও পাণ্ডুলিপিতে: ইয়াতে ফাতহা ও তা-তে পেশ উভয়ভাবে রয়েছে। বর্তমান রূপটি আলিফ, বা, হা, যা, হা, তা, লাম, নুন, সিন পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত হয়েছে। সাখাভী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) ‘ফাতহুল মুগীছ’ (৩/১১৪)-এ বলেছেন: ‘শিক্ষার্থী শাইখের নাম লেখে’।

(3) দাল পাণ্ডুলিপিতে: ‘ইসমু’ (اسمُ) রফা সহকারে রয়েছে, আর ওয়াও পাণ্ডুলিপিতে: নসব ও রফা উভয়ভাবে রয়েছে। বর্তমান রূপটি বা, হা, যা, হা, তা, ইয়া, লাম, নুন, সিন, আইন পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত হয়েছে।

(4) নাকিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/৪৯৯)-এ বলেছেন: ‘এবং আমার কথা: (মুকাম্মালাহ) এর অর্থ হলো: সে বিসমিল্লাহর আগে শ্রোতাদের নাম তাদের সম্পূর্ণ বংশপরিচয় ও সংখ্যা সহকারে লিখবে।’

(5) «আত-তুররাহ» (الطُّرَّةُ): অবিন্দুযুক্ত 'ত্বা'-কে পেশ দিয়ে, এরপর অবিন্দুযুক্ত 'রা'-কে তাশদীদ সহকারে। এর অর্থ হলো: বইয়ের প্রান্তীয় টীকা (হাশিয়াহ)। আন-নুকাতুল ওয়াফিয়াহ (২/১৮৬)।

(6) হা পাণ্ডুলিপিতে: ‘ইস্তামাল’ (استمل) লাম-কে ফাতহা ও কাসরা উভয়ভাবে রয়েছে। আর আলিফ, বা, জিম, দাল, হা, কাফ, লাম, নুন, সিন, আইন, ফা পাণ্ডুলিপি থেকে বর্তমান রূপটি গৃহীত হয়েছে।

(7) নাকিম (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (১/৫০০)-এ বলেছেন: ‘অর্থাৎ: শ্রুতিদানকারী শাইখ কর্তৃক শ্রুতিলেখনের (তাসমী‘) উপর সংশোধন লিখে দেওয়া শর্ত নয়, যদি শ্রুতিলেখনকারী নির্ভরযোগ্য হয়।’

616. وَلْيُعِرِ الْمُسَمَى[1] بِهِ إِنْ يَسْتَعِرْ[2] ... وَإِنْ يَكُنْ بِخَطِّ مَالِكٍ سُطِرْ

617. فَقَدْ رَأَى حَفْصٌ[3] وَإِسْمَاعِيلُ[4] ... كَذَا الزُّبَيْرِيُ[5] فَرْضَهَا إِذْ سِيلُوا[6]

618. إِذْ خَطُّهُ عَلَى الرِّضَا بِهِ دَلّْ ... كَمَا عَلَى الشَّاهِدِ مَا تَحَمَّلْ

619. وَلْيَحْذَرِ الْمُعَارُ تَطْوِيلاً، وَأَنْ ... يُثْبِتَ[7] قَبْلَ عَرْضِهِ مَا لَمْ يُبَنْ[8]

---

(1) في أ، د: «المُسَمَّى» بفتح السِّين والميم المشدَّدة، وبه ينكسر الوزن. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 65): «بإسكان السين، أي: الذي اسمُه في الكتاب».

(2) في هـ: «يستعر» بالياء والتَّاء معاً، ولم ينقط في ج، ز، ط، ع.

(3) هو: حفص بن غِياث بن طَلْق النَّخَعِي، أبو عمر الكوفي، القاضي، الثِّقة، الفقيه، (ت 194 هـ) أو (195 هـ). تقريب التَّهذيب (1430).

وقد روى الرَّامهرمزيُّ في المحدِّث الفاصل (ص 589) عن إسحاق بن موسى الأنصاري، قال: «ادَّعَى رجلٌ على رجلٍ بالكوفة سماعاً منعه إيَّاه، فتحاكما إلى حفصِ بن غياث - وكان على قضاء الكوفة -؛ فقال حفص لصاحب الكتاب: أَخرِج إلينا كُتُبَك، فما كان مِن سَماع هذا الرَّجلِ بخَطِّ يدك ألزمناك، وما كان بخطِّه أعفَيناك منه».

(4) هو: أبو إسحاق، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حمَّاد بن زيد، الأزدي مولاهم، البصري، المالكي، قاضي بغداد، (ت 282 هـ). سير أعلام النُّبلاء (13/ 339).

وقد جاء عنه الحكمُ بنحوِ ما تَقَدَّم عن حفص. انظر: الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 241).

(5) أي: أبو عبد الله الزُّبَير بن أحمد الزُبيري الشَّافعي، وقد حكى رأيه الرَّامهرمزي في المحدِّث الفاصل (ص 589).

(6) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 189): «(سِيلُوا): بكسرِ السِّينِ، وسكون الياء، أصله: (سُئِلُوا) ... وزن قتلوا».

(7) في ز: «يُثْبَتَ» بفتح الباء، وفي أ: «يَثْبُت» بفتح الياء وضمِّ الباء، والمثبت من ب، د، هـ، و، ط، ك، ل، ن، س، ف.

(8) أي: ما لم يُبَيَّن في كلٍّ من الإثباتِ والنَّقل أنَّ النسخةَ غير مقابَلَة. شرح النَّاظم (1/ 502).

৬১৬. এবং কিতাবে নামাঙ্কিত বস্তুটি যেন ধার দেওয়া হয় যদি কেউ ধার চায়, ... এবং যদি তা মালিকের হস্তাক্ষরে লিখিত হয়।

৬১৭. হাফস ও ইসমাঈল এই মত পোষণ করতেন, ... তেমনিভাবে যুবাইরীও এর আবশ্যকতা দেখেছেন যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

৬১৮. কারণ, তার হস্তাক্ষর কিতাবটি দ্বারা তার সন্তুষ্টির প্রমাণ বহন করে, ... যেমন সাক্ষীর উপর থাকে তার বহনকৃত (দায়িত্ব)।

৬১৯. ধার গ্রহীতা যেন দীর্ঘায়িত করা থেকে সতর্ক থাকে, এবং এটি পেশ করার আগে এমন কিছু নিশ্চিত না করে যা স্পষ্ট করা হয়নি।

---

(১) 'আলিফ' ও 'দাল' গ্রন্থে 'আল-মুসাম্মা' (المُسَمَّى) সিন এবং তাশদীদযুক্ত মিম ফাতহা সহকারে লেখা আছে, এবং এর দ্বারা (ছন্দের) ওজন ভেঙে যায়। যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.) 'ফাতহুল বাকি' (২/৬৫) গ্রন্থে বলেছেন: "সিন সাকিন সহকারে (অর্থাৎ المُسْمَى), যার অর্থ: যার নাম কিতাবে আছে।"

(২) 'হা' গ্রন্থে 'ইয়াস্তাইর' (يستعر) ইয়া এবং তা উভয় অক্ষর সহকারে (পাওয়া যায়)। আর 'জিম', 'যা', 'ত্বা', 'আইন' গ্রন্থে অক্ষরগুলো ফোঁটাযুক্ত ছিল না।

(৩) তিনি হলেন হাফস ইবনে গিয়াস ইবনে তালক আন-নাখায়ী, আবু উমার আল-কুফী, বিচারক, নির্ভরযোগ্য, ফকিহ (ইসলামী আইনজ্ঞ)। (মৃত্যু ১৯৪ হি.) অথবা (১৯৫ হি.)। তাকরীবুত তাহযীব (১৪৩০)।

রামাহুরমুযী 'আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল' (পৃ. ৫৮৯) গ্রন্থে ইসহাক ইবনে মুসা আল-আনসারী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: "কুফায় এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে (কোনো কিছু) শোনা দাবি করে, যা সে তাকে (শুনতে) বাধা দিয়েছিল। অতঃপর তারা হাফস ইবনে গিয়াসের কাছে বিচারপ্রার্থী হলো—তিনি কুফার বিচারক ছিলেন। তখন হাফস গ্রন্থাকারকে বললেন: তোমার কিতাবগুলো আমাদের কাছে বের করে আনো। এই ব্যক্তির শ্রুত যা কিছু তোমার হস্তাক্ষরে লেখা আছে, তার জন্য তোমাকে দায়ী করা হবে। আর যা তার (নিজের) হস্তাক্ষরে লেখা, তা থেকে তোমাকে অব্যাহতি দেওয়া হবে।"

(৪) তিনি হলেন আবু ইসহাক, ইসমাঈল ইবনে ইসহাক ইবনে ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে যায়দ আল-আযদী, তাদের মাওলা, আল-বাসরী, আল-মালিকী, বাগদাদের বিচারক। (মৃত্যু ২৮২ হি.)। সিয়ারু আ'লামিন নুব্বালা' (১৩/৩৩৯)।

তার থেকে হাফসের পূর্বোক্ত ফতোয়ার অনুরূপ রায় এসেছে। দেখুন: আল-জামি' লি-আখলাকির রাবী' (১/২৪১)।

(৫) অর্থাৎ: আবু আবদুল্লাহ আয-যুবাইর ইবনে আহমদ আয-যুবাইরী আশ-শাফিঈ। আর তার মত রামাহুরমুযী 'আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল' (পৃ. ৫৮৯) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

(৬) বিক্বায়ী (রহ.) 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (২/১৮৯) গ্রন্থে বলেছেন: "'সিলু' (سِيلُو।) সিন-এর নিচে কাসরা (জের) এবং ইয়া সাকিন (জযম) সহকারে। এর মূল রূপ হলো 'সুইলু' (سُئِلُو।), 'কুতিলু'-এর ওজনে।"

(৭) 'যা' গ্রন্থে 'ইয়ুসবা-তা' (يُثْبَتَ) বা-এর উপর ফাতহা (জবর) সহকারে, আর 'আলিফ' গ্রন্থে 'ইয়াছবুত' (يَثْبُت) ইয়া-এর উপর ফাতহা (জবর) এবং বা-এর উপর দম্মা (পেশ) সহকারে (পাওয়া যায়)। আর গৃহীত পাঠটি হলো বা, দাল, হা, ওয়াও, ত্বা, কাফ, লাম, নুন, সিন, ফা গ্রন্থসমূহ থেকে।

(৮) অর্থাৎ: প্রমাণীকরণ এবং বর্ণনার উভয় ক্ষেত্রেই যা স্পষ্ট করা হয়নি যে, অনুলিপিটি তুলনামূলকভাবে (অন্য কপির সাথে) যাচাই করা হয়নি। শারহুন নাযিম (১/৫০২)।

صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَأَدَائِهِ [1]

620. وَلْيَرْوِ مِنْ كِتَابِهِ، وَإِنْ عَرِي ... مِنْ حِفْظِهِ فَجَائِزٌ لِلْأَكْثَرِ [2]

621. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَنْعُ، كَذَا ... عَنْ مَالِكٍ وَالصَّيْدَلَانِيْ[3]، وَإِذَا

622. رَأَى سَمَاعَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَنْ ... نُعْمَانٍ الْمَنْعُ[4]، وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنْ

623. مَعَ أَبِي يُوسُفَ ثُمَّ الشَّافِعِي ... وَالْأَكْثَرِينَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ[5]

624. وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلَامَتُهُ ... جَازَتْ لَدَى جُمْهُورِهِمْ رِوَايَتُهُ

---

(1) «وَأَدَائِهِ» سقطت من ل، وفي ف: «وآدابه».

(2) وقد صوَّب ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 141) ما عليه الجمهور، ولم يَنظمه النَّاظم رحمه الله هنا، فاستدركه البرهان الحلبي رحمه الله كما في حاشية ز، وفي النُّكت الوفيَّة (2/ 198) بقوله:

وَصَوَّبَ الشَّيْخُ لِقَوْلِ الأَكْثَرِ ... وَهُوَ الصَّوَابُ لَيْسَ فِيهِ نَمْتَرِي

(3) هو: أبو بكر، محمد بن داود بن محمد المروزي، الصيدلاني، الشَّافعي، (ت 427 هـ). طبقات الشَّافعيَّة (4/ 148). وانظر: الكفاية (ص 227، 231)، والإلماع (ص 136).

(4) أي: أبو حنيفة. انظر: الكفاية (ص 231).

(5) عزاه القاضي عياض في الإلماع (ص 139): إلى محمد بن الحسن وأبي يوسف، وأكثر الشَّافعية - نقلاً عن أبي عبد الله المحاملي -.

হাদিস বর্ণনা ও পরিবেশনের পদ্ধতি [1]

620. সে যেন তার কিতাব থেকে বর্ণনা করে, এবং মুখস্থ (স্মরণ) থেকে খালি হলেও অধিকাংশের মতে তা জায়েজ।[2]

621. আবু হানিফার মতে নিষেধ, অনুরূপ মালিক এবং সাইদালানি (الصيدلاني)-এর মতেও।[3] এবং যদি

622. সে তার শ্রুতি (হাদিস) দেখে কিন্তু স্মরণ করতে না পারে, তাহলে নু'মান (আবু হানিফা)-এর মতে নিষেধ,[4] এবং ইবনুল হাসান বলেছেন

623. আবু ইউসুফ, অতঃপর শাফিয়ী এবং অধিকাংশের মতে ব্যাপক অনুমতির সাথে (জায়েজ)।[5]

624. এবং যদি সে অনুপস্থিত থাকে এবং তার বিশ্বস্ততা প্রবল হয়, তাহলে তাদের অধিকাংশের মতে তার বর্ণনা জায়েজ।

---

(1) «ওয়া আদা-ইহি» (وَأَدَائِهِ) শব্দটি 'ল' (ل) পান্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে, এবং 'ফা' (ف) পান্ডুলিপিতে «ওয়া আদা-বিহি» (وآدابه) রয়েছে।

(2) ইবনুস সালাহ তাঁর মুকাদ্দিমা (পৃ. ১৪১) গ্রন্থে অধিকাংশের মতকে সঠিক বলেছেন। লেখক (রহিমাহুল্লাহ) এটি এখানে পদ্যাকারে রচনা করেননি, তাই বুরহানুল হালবী (রহিমাহুল্লাহ) তা সংযোজন করেছেন, যেমন 'যা' (ز) টীকায় এবং আন-নুকাত আল-ওয়াফিয়্যাহ (২/১৯৮) গ্রন্থে তাঁর এ কথায় উল্লেখ আছে:

শাইখ অধিকাংশের মতকে সঠিক বলেছেন, আর এটিই সঠিক, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

(3) তিনি হলেন: আবু বকর, মুহাম্মাদ বিন দাউদ বিন মুহাম্মাদ আল-মারুযী, আস-সাইদালানি, আশ-শাফিয়ী (মৃত্যু ৪২৭ হিজরী)। তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ (৪/১৪৮)। আরও দেখুন: আল-কিফায়া (পৃ. ২২৭, ২৩১), এবং আল-ইলমা' (পৃ. ১৩৬)।

(4) অর্থাৎ: আবু হানিফা। দেখুন: আল-কিফায়া (পৃ. ২৩১)।

(5) কাযী ইয়াদ আল-ইলমা' (পৃ. ১৩৯) গ্রন্থে এটিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান এবং আবু ইউসুফ, এবং অধিকাংশ শাফিয়ী মাযহাবের অনুসারীদের (আবু আবদুল্লাহ আল-মুহাম্মিলীর উদ্ধৃতি অনুসারে) প্রতি আরোপ করেছেন।

625. كَذَلِكَ الضَّرِيرُ وَالْأُمِّيُّ ... لَا يَحْفَظَانِ يَضْبِطُ الْمَرْضِيُّ

626. مَا سَمِعَا، وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيرِ ... أَقْوَى وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيرِ[1]

---

(1) انظر: مقدّمة ابن الصَّلاح (ص 210).

৬২৫. একইভাবে অন্ধ ও নিরক্ষর ব্যক্তি... তারা (উভয়ে) মুখস্থ রাখতে পারে না, তবে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি (তা) নির্ভুলভাবে ধারণ করে।

৬২৬. যা তারা (উভয়ে) শুনেছে। আর অন্ধ ব্যক্তির (বর্ণনার) ক্ষেত্রে মতপার্থক্য... দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির (বর্ণনার) ক্ষেত্রে এর (মতপার্থক্যের) চেয়ে বেশি শক্তিশালী ও অধিক যুক্তিযুক্ত।[১]

---

(১) দেখুন: মুকাদ্দিমাত ইবন আস-সালাহ (পৃ. ২১০)।

الرِّوَايَةُ مِنَ الْأَصْلِ

627. وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ ... بِهِ، وَلَا يَجُوزُ بِالتَّسَاهُلِ

628. مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا ... عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُورِ[1]، وَأَجَازَ ذَا

629. أَيُّوبُ[2]، وَالْبُرْسَانِ قَدْ أَجَازَهُ[3] ... وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الْإِجَازَهْ

630. وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهُ[4] ... وَلَيْسَ مِنْهُ: فَرَأَوْا صَوَابَهُ[5]

---

(1) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 257): «عامَّة أصحاب الحديث يمنعون من ذلك».

(2) أي: أيُّوب السَّختياني، وقد أسند الخبر إليه الخطيب في الكفاية (ص 257).

(3) هو: أبو عثمان، محمد بن بكر بن عثمان البُرسَاني، البصري، صدوق قد يُخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستَّة. (ت 204 هـ). تقريب التَّهذيب (5760).

وقد أسند الخبر عنه الخطيب في الكفاية (ص 257).

(4) في ج، هـ، ك، س: «كتابهُ» بضمِّ الهاء، وفي د، ز: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، و، ي، ل، ن، ع.

(5) في ج، هـ، ح، ك، س: «صوابهُ» بضمِّ الهاء، وفي د، ز: بسكون الهاء وضمِّها معاً، والمثبت من أ، و، ل، ن، ع.

وقد ورد في حاشية نسخة من شرح النَّاظم (لاله لي 23): «كذا سُمِع من المؤلِّف»، أي: بالوجهين.

মূল থেকে বর্ণনা

৬২৭. মূল গ্রন্থ থেকে অথবা তার সাথে তুলনাকৃত গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করা উচিত। আর শিথিলতার সাথে (বর্ণনা করা) অনুমোদিত নয়।

৬২৮. এমন কিছু থেকে (বর্ণনা করা), যেখানে তার শিক্ষকের নাম নেই অথবা যা তার কাছ থেকে (সরাসরি) নেওয়া হয়নি, অধিকাংশের মতে তা অনুমোদিত নয়[১]। আর এটিকে জায়েয বলেছেন...

৬২৯. আইয়ুব[২], এবং বুরসানি[৩] এটিকে জায়েয বলেছেন। আর শায়খ অনুমতি (ইজাজাহ) সহ এর ছাড় দিয়েছেন।

৬৩০. যদি তার মুখস্থ (বর্ণনা) তার কিতাবের (লেখার) পরিপন্থী হয়, আর (ঐ বিপরীত মুখস্থ বর্ণনা) তার (নিজের) কিতাবের অংশ না হয়: তাহলে তারা কিতাবকেই সঠিক বলে মনে করেছেন[৫]।

---

(১) আল-খাতিব (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) আল-কিফায়াহ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৫৭) বলেছেন: «অধিকাংশ হাদিস বিশেষজ্ঞই তা থেকে নিষেধ করেন»।

(২) অর্থাৎ: আইয়ুব আস-সাখতিয়ানি। আল-খাতিব আল-কিফায়াহ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৫৭) এই খবরটি তাঁর কাছে বর্ণনা করেছেন।

(৩) তিনি হলেন: আবু উসমান, মুহাম্মাদ ইবনে বকর ইবনে উসমান আল-বুরসানি, বসরি। সত্যবাদী, তবে ভুল করতেন। সিহাহ সিত্তার সংকলকগণ তার থেকে (হাদিস) বর্ণনা করেছেন, (মৃত্যু ২০৪ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (৫৭৬০)।
আল-খাতিব আল-কিফায়াহ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৫৭) তাঁর থেকে এই খবরটি বর্ণনা করেছেন।
(৪) জিম, হা, কাফ, সিন-এ 'কিতাবুহু' (كتابهُ) হা (هاء)-এর উপর পেশ (ضمّ মাহ) সহকারে। আর দাল, ঝা-এ হা (هاء)-এর উপর যজম (سكون) ও পেশ (ضمّ মাহ) উভয় সহকারে। এবং যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা আলিফ, ওয়াও, ইয়া, লাম, নুন, আইন থেকে।
(৫) জিম, হা, হায়, কাফ, সিন-এ 'সাওয়াবুহু' (صوابهُ) হা (هاء)-এর উপর পেশ (ضمّ মাহ) সহকারে। আর দাল, ঝা-এ হা (هاء)-এর উপর যজম (سكون) ও পেশ (ضمّ মাহ) উভয় সহকারে। এবং যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা আলিফ, ওয়াও, লাম, নুন, আইন থেকে।
এবং নাযিমের শরাহ (ভাষ্য)-এর একটি পাণ্ডুলিপির (লাল লী ২৩) টীকায় এসেছে: «গ্রন্থকারের কাছ থেকে এভাবেই শোনা গেছে», অর্থাৎ: উভয় রূপেই।

631. الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ، وَالْأَحْسَنُ ... الْجَمْعُ؛ كَالْخِلَافِ مِمَّنْ يُتْقِنُ[1]

(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 506): «وقولي: (كَالخِلَافِ مِمَّن يُتْقِنُ)؛ أي: كمسألة ما إذا حَفِظَ شيئاً وخالفَه فيه بعضُ الحفَّاظ المُتقنِينَ؛ فإنَّه يَحسُن فيه أيضاً بيان الأمرَينِ، فيقول: حفظي كذا وكذا، وقال فيه فلان: كذا وكذا، ونحو ذلك».

631. নিশ্চিত জ্ঞানের সাথে মুখস্থ করা, এবং উত্তম হলো ... (বিভিন্ন মতের) সমন্বয়; যেমন, যখন কোনো পারদর্শী (পণ্ডিতের) থেকে ভিন্নমত আসে[1]

(1) নাযিম (গ্রন্থকার) (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (১/৫০৬) পৃষ্ঠায় বলেছেন: "আমার উক্তি: 'যেমন কোনো পারদর্শী ব্যক্তি থেকে ভিন্নমত আসে'; অর্থাৎ, এমন একটি বিষয় যখন কেউ

কোনো কিছু মুখস্থ করেছে এবং কিছু পারদর্শী স্মৃতিবিদ তাতে তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেছেন; এক্ষেত্রেও উভয় দিক বর্ণনা করা উত্তম। সুতরাং সে বলবে: 'আমার মুখস্থ (করা তথ্য) এমন এবং এমন, এবং অমুক ব্যক্তি এ বিষয়ে এমন এবং এমন বলেছেন,' ইত্যাদি।"

الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى

632. وَلْيَرْوِ بِالْأَلْفَاظِ مَنْ لَا يَعْلَمُ ... مَدْلُولَهَا، وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ

633. أَجَازَ بِالْمَعْنَى، وَقِيلَ: لَا الْخَبَرْ[1] ... وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيفِ مُطْلَقاً[2] حَظَرْ[3]

634. وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: «بِمَعْنَىً» أَوْ «كَمَا ... قَالَ» وَ «نَحْوَهُ»؛ كَشَكِّ أَبْهَمَا[4]

---

(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 507): «وقولي: (وَقِيلَ: لَا الخَبَرْ)؛ أي: وقيل: لا تجوز الرِّواية بالمعنى في الخبر، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز في غيره».

قال الإمام مالك رحمه الله: «كلُّ حديثٍ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يُؤَدَّى على لفظه وعلى ما رُوِي، وما كان عن غيره فلا بأس إذا أصاب المعنى». الكفاية (ص 188)، وانظر: جامع بيان العلم (1/ 350).

(2) في أ، ب، ج، هـ، و، ك، وحاشية ن: «قطعا قد حظر» بدل: «مُطْلَقاً حَظَرْ».

والمثبت من د، ز، ح، ط، ي، ل، ن، س، ع، ف، ونسخة على حاشيتي هـ، و، وهو الموافق لشرح ابن العَيْنِي (ص 349)، وشرح السُّيوطي (ص 228).

وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 74): «(في التَّصْنِيفِ قَطْعاً قد حَظَرْ)، وفي نسخةٍ: (مُطْلَقاً حَظَرْ)».

(3) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 214).

(4) في ج، ح: «أُبْهِمَا» بضمِّ الهمزة وكسر الهاء، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ل، ن، س، ع، ف.

অর্থভিত্তিক বর্ণনা

৬৩২. যে শব্দের অর্থ জানে না, সে যেন শব্দশৈলীতেই বর্ণনা করে। … আর অন্যেরা, সংখ্যাগরিষ্ঠরা [অর্থভিত্তিক বর্ণনার] অনুমতি দিয়েছেন।

৬৩৩. তারা অর্থের মাধ্যমে [বর্ণনার] অনুমতি দিয়েছেন, আর বলা হয়েছে: 'খবর'-এর (হাদিসের) ক্ষেত্রে নয়[1] … এবং শায়খ তাঁর সংকলনে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন[2] [3]

৬৩৪. আর বর্ণনাকারী যেন বলে: "অর্থের দিক থেকে" অথবা "যেমনটি তিনি বলেছেন" এবং "তার মতো"; … যেমন অস্পষ্টতা সৃষ্টি করে সন্দেহ।[4]

---

(1) নাযিম (লেখক), আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন, তাঁর শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) (১/৫০৭) এ বলেছেন: "আমার উক্তি: (এবং বলা হয়েছে: 'খবর'-এর ক্ষেত্রে নয়); অর্থাৎ, বলা হয়েছে: 'খবর'-এর ক্ষেত্রে অর্থের মাধ্যমে বর্ণনা জায়েজ নয়, আর 'খবর' হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস, তবে অন্য ক্ষেত্রে তা জায়েজ।"

ইমাম মালিক, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন, বলেছেন: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি হাদিস তার শব্দশৈলী এবং যেভাবে বর্ণিত হয়েছে সে অনুযায়ী পেশ করা হবে। আর যা তাঁর ছাড়া অন্যের থেকে, তাতে কোনো সমস্যা নেই যদি অর্থ সঠিক হয়।" আল-কিফায়াহ (পৃ. ১৮৮), এবং দেখুন: জামি' বায়ান আল-ইলম (১/৩৫০)।

(2) আ, বা, জিম, হা, ওয়াও, কাফ, এবং নুন-এর মার্জিন নোট-এ (مُطْلَقاً حَظَرَ) এর পরিবর্তে (قَطْعاً حَظَرَ) রয়েছে। এর অর্থ: 'সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন' এর পরিবর্তে 'নিশ্চিতভাবে নিষেধ করেছেন'।

আর যা প্রতিষ্ঠিত তা দাল, যা, হা, ত্বা, ইয়া, লাম, নুন, সিন, আইন, ফা থেকে, এবং হা ও ওয়াও-এর মার্জিন নোটে একটি অনুলিপি রয়েছে, আর এটি ইবনুল আইনির শারহ (পৃ. ৩৪৯) এবং সুয়ূতির শারহ (পৃ. ২২৮) এর সাথে মিলে যায়।

আর যাকারিয়া আল-আনসারী, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন, ফাতহুল বাকী (২/৭৪) এ বলেছেন: "(সংকলনে তিনি নিশ্চিতভাবে নিষেধ করেছেন), এবং এক নুসখায় (পাঠে) রয়েছে: (তিনি সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করেছেন)।"

(3) দেখুন: মুকাদ্দিমাতু ইবনিস সালাহ (পৃ. ২১৪)।

(4) জিম, হা-তে (أُبِهِمَا) (উভিমাহ - অস্পষ্ট করে) হামযাতে পেশ ও হা-তে জেরসহ [পঠিত হয়েছে], আর যা প্রতিষ্ঠিত তা আ, বা, দাল, হা, ওয়াও, যা, লাম, নুন, সিন, আইন, ফা থেকে।

الِاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيثِ

635. وَحَذْفَ[1] بَعْضِ الْمَتْنِ: فَامْنَعْ، أَوْ أَجِزْ ... أَوْ إِنْ أُتِمَّ، أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ

636. ذَا بِالصَّحِيحِ إِنْ[2] يَكُنْ مَا اخْتُصِرَهْ ... مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ

637. وَمَا لِذِي تُهَمَةٍ[3] أَنْ[4] يَفْعَلَهْ ... فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لَا يُكْمِلَهْ

638. أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الْأَبْوَابِ ... فَهْوَ إِلَى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ

(1) في د، ح: «وحذفُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ج، هـ، و، ز، ي، ل، ن، س، ع، ف.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 150): «بالنَّصب مفعولٌ مُقدَّم».

(2) في د زيادة: «لم»، وهو وهم.

(3) في ن، س: «تهْمة» بسكون الهاء، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ط، ي، ل.

(4) في ن: «ان» بهمزة الوصل، وبه ينكسر الوزن.

হাদিসের অংশবিশেষ বর্ণনা করা

৬৩৫. এবং কিছু মূল পাঠ (متن) বাদ দেওয়া প্রসঙ্গে: (কেউ কেউ) নিষেধ করেছেন, অথবা (কেউ কেউ) অনুমতি দিয়েছেন... অথবা (যদি মূল পাঠ) সম্পূর্ণ করা হয়, অথবা কোনো জ্ঞানীর জন্য (অনুমতি দেওয়া হয়) এবং (পরিস্থিতি) পৃথক করা হয়।

৬৩৬. এটা বিশুদ্ধ যদি সংক্ষেপিত অংশটি পূর্বে বর্ণিত অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়।

৬৩৭. আর অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য তা (হাদিস সংক্ষেপ করা) করা সঙ্গত নয়; তবে যদি (বিশ্বস্ত বর্ণনাকারী) সম্পূর্ণ করতে অস্বীকার করে, তবে তার জন্য তা অসম্পূর্ণ রাখাও জায়েজ।

৬৩৮. কিন্তু যদি তা বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়, তবে তা অনুমোদনের অধিকতর কাছাকাছি।

---

(১) দ, হা পাণ্ডুলিপিতে 'وحذفُ' (ওয়াহাযফু) রফ' (رفع)-এর সাথে রয়েছে, আর মূল পাঠে যা স্থির করা হয়েছে তা আ, জিম, হা, ওয়াও, যা, ইয়া, লাম, নুন, সিন, আইন, ফা পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া। ইমাম সাখাবী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (৩/১৫০) গ্রন্থে বলেছেন: 'নসব (نصب)-এর সাথে এটি একটি অগ্রবর্তী কর্মপদ (مفعول مقدم)'।

(২) দ পাণ্ডুলিপিতে 'لم' (লাম) শব্দটির অতিরিক্ত সংযোজন রয়েছে, যা একটি ভুল।

(৩) নুন ও সিন পাণ্ডুলিপিতে 'تهمة' (তুহ্মাহ) হা-তে সাকিন (سكون)-এর সাথে রয়েছে, আর মূল পাঠে যা স্থির করা হয়েছে তা জিম, দাল, ওয়াও, যা, হা, ত্বা, ইয়া, লাম পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া।

(৪) নুন পাণ্ডুলিপিতে 'ان' (আন) হামযাতুল ওয়াসল (همزة الوصل)-এর সাথে রয়েছে, আর এর দ্বারা ছন্দ (ওজন) ভঙ্গ হয়।

التَّسْمِيعُ بِقِرَاءَةِ اللَّحَّانِ وَالْمُصَحِّفِ

639. وَلْيَحْذَرِ اللَّحَّانَ وَالْمُصَحِّفَا ... عَلَى حَدِيثِهِ بِأَنْ يُحَرِّفَا

640. فَيَدْخُلَا فِي قَوْلِهِ: «مَنْ كَذَبَا»[1] ... فَحَقُّ النَّحْوُ عَلَى مَنْ طَلَبَا

641. وَالْأَخْذُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ لَا الْكُتُبِ ... أَدْفَعُ لِلتَّصْحِيفِ، فَاسْمَعْ وَادْأَبِ[2]

---

(1) سيأتي تخريجه (ص 64).

(2) أي: جِدَّ واجتهِدْ. الصحاح (1/ 123).

৬৩৯. ভুল উচ্চারণকারী (লাহহান) এবং পাঠ বিকৃতকারী (মুসাহহিফ) থেকে সাবধান থাকবে, যেন তারা তার হাদিসে বিকৃতি না ঘটায়।

৬৪০. তাহলে তারা তাঁর (নবীজীর) সেই বাণীর অন্তর্ভুক্ত হবে: "যে (আমার উপর) মিথ্যাচার করল..."[1] অতএব, (নাহু) ব্যাকরণ শিক্ষা জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য অপরিহার্য।

৬৪১. এবং তাদের মুখ থেকে (সরাসরি) জ্ঞান গ্রহণ করা, বই থেকে নয়, পাঠ বিকৃতি (তাসহিফ) প্রতিরোধের জন্য অধিক কার্যকরী। সুতরাং মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং অধ্যবসায় করো।[2]

---

(1) এর তাখরিজ (সূত্র নির্দেশ) পরে (পৃষ্ঠা ৬৪-এ) আসবে।

(2) অর্থাৎ: সচেষ্ট ও পরিশ্রমী হও। আস-সিহাহ (১/১২৩)।

إِصْلَاحُ اللَّحْنِ وَالْخَطَأِ [1]

642. وَإِنْ أَتَى فِي الْأَصْلِ لَحْنٌ أَوْ[2] خَطَا ... فَقِيلَ: يُرْوَى[3] كَيْفَ جَاءَ غَلَطَا[4]

643. وَمَذْهَبُ الْمُحَصِّلِينَ: يُصْلَحُ ... وَيُقْرَأُ الصَّوَابُ، وَهُوَ الْأَرْجَحُ

644. فِي اللَّحْنِ لَا يَخْتَلِفُ الْمَعْنَى بِهِ ... وَصَوَّبُوا الْإِبْقَاءَ مَعْ تَضْبِيبِهِ

645. وَيُذْكَرُ الصَّوَابُ جَانِباً؛ كَذَا ... عَنْ أَكْثَرِ الشُّيُوخِ نَقْلاً أُخِذَا

646. وَالْبَدْءُ بِالصَّوَابِ أَوْلَى وَأَسَدّ ... وَأَصْلَحُ الْإِصْلَاحِ مِنْ مَتْنٍ وَرَدْ[5]

647. وَلْيَأْتِ فِي الْأَصْلِ بِمَا لَا يَكْثُرُ ... كَـ «ابْنٍ»، وَحَرْفٍ حَيْثُ لَا يُغَيِّرُ[6]

---

(1) في حاشية أ: «بلغ».

(2) في أ: «او» بهمزة الوصل.

(3) في ف: «يروِي» بكسر الواو، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط، ل، ن، س، ع.

(4) هو قول ابن سيرين، وأبي معمر عبد الله بن سخبرة. الكفاية (ص 186).

(5) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 220): «وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح: أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر».

(6) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 515): «إذا كان السَّاقط من الأصل شَيئاً يسيراً يعلم أنَّه سقط في الكتابة، وهو معروفٌ؛ كلفظ: (ابن) في النَّسب، وكحرفٍ لا يختلف المعنى به، فلا بأس بإلحاقه في الأصل من غير تنبيهٍ على سقوطه».

ব্যাকরণগত ত্রুটি ও ভুল সংশোধন [1]

৬৪২. যদি মূল পাঠে ব্যাকরণগত ত্রুটি অথবা কোনো ভুল আসে, তাহলে কেউ কেউ বলেছেন: ভুল থাকা সত্ত্বেও তা যেভাবে এসেছে সেভাবেই বর্ণনা করা হবে।[4]

৬৪৩. তবে অভিজ্ঞ গবেষক পণ্ডিতদের (মুহাচ্ছিলীন) মত হলো: তা সংশোধন করা হবে এবং সঠিক পাঠ করা হবে, আর এটিই অধিকতর শক্তিশালী মত।

৬৪৪. যে ব্যাকরণগত ত্রুটির কারণে অর্থের ভিন্নতা হয় না, সেক্ষেত্রে তাঁরা [মূল রূপে] রেখে দেওয়া এবং তার উপর একটি চিহ্ন (তাদ্বীব) প্রদান করাকে সঠিক বলেছেন।

৬৪৫. আর সঠিক অংশটি পাশে উল্লেখ করা হবে; অধিকাংশ শায়খের কাছ থেকে এভাবে বর্ণনা গৃহীত হয়েছে।

৬৪৬. আর সঠিক অংশ দিয়ে শুরু করা অধিকতর উত্তম ও সুদৃঢ়; এবং সংশোধনের সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো এমন মূল পাঠ থেকে সংশোধন করা যা অন্য সূত্রে এসেছে।[5]

৬৪৭. আর মূল পাঠে এমন কিছু যোগ করা যাবে যা পরিমাণে খুব বেশি নয়, যেমন: 'ইবনে' (পুত্র) শব্দ এবং এমন কোনো অক্ষর যা [অর্থের] পরিবর্তন ঘটায় না।[6]

---

(1) 'আ' পাণ্ডুলিপির টীকায়: "বালগ" (শেষ হয়েছে)।

(2) 'আ' পাণ্ডুলিপিতে: হামযাতুল ওয়াসল (وصل) সহ 'আও' (او)।

(3) 'ফা' পাণ্ডুলিপিতে: ওয়াও-এর নিচে কাসরা (ؤ كسرة) সহ 'ইয়ার্বি' (يروي); তবে মূল পাঠটি 'আ, বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, হা, ত্বা, লাম, নুন, সিন, আইন' পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে গৃহীত।

(4) এটি ইবনে সীরীন এবং আবু মা'মার আব্দুল্লাহ ইবনে সাখবারাহ-এর উক্তি। আল-কিফায়াহ (পৃ. ১৮৬)।

(5) ইবন আস-সালাহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর মুকাদ্দিমাহ (পৃ. ২২০)-তে বলেছেন: "এবং সংশোধনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বিষয় হলো: যে অংশ দিয়ে বিকৃত অংশ সংশোধন করা হবে, তা যেন অন্য হাদীসেও (আহাদীস) বর্ণিত হয়ে থাকে।"

(6) নাযিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর শারহ (১/৫১৫)-এ বলেছেন: "যদি মূল পাঠ থেকে বাদ পড়া অংশটি এমন সামান্য কিছু হয় যা লেখার সময় বাদ পড়েছে বলে জানা যায় এবং তা সুপরিচিত; যেমন বংশ পরিচয়ে 'ইবনে' (ابن) শব্দ অথবা এমন কোনো অক্ষর যা [মূল] অর্থ পরিবর্তন করে না, তাহলে বাদ পড়ার বিষয়ে কোনো সতর্কতা ছাড়াই তা মূল পাঠে যুক্ত করায় কোনো অসুবিধা নেই।"

---

648. وَالسَّقْطُ يُدْرَى أَنَّ مَنْ فَوْقُ أَتَى ... بِهِ، يُزَادُ بَعْدَ «يَعْنِي» مُثْبَتَا

649. وَصَحَّحُوا اسْتِدْرَاكَ مَا دَرَسَ فِي ... كِتَابِهِ مِنْ غَيْرِهِ إِنْ يَعْرِفِ

650. صِحَّتَهُ مِنْ بَعْضِ مَتْنٍ أَوْ[1] سَنَدْ ... كَمَا إِذَا ثَبَّتَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ

651. وَحَسَّنُوا الْبَيَانَ كَالْمُسْتَشْكِلِ ... كَلِمَةً فِي أَصْلِهِ فَلْيَسْأَلِ[2]

---

(1) في أ، ج: «او» بهمزة الوصل.

(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 517): «وقولي: (كَالمُسْتَشْكِلِ)؛ أي: كما الحكم كذلك في مسألةٍ ما إذا وجد في أصله كلمةً من غريب العربيَّة، أو غيرها غير مُقيَّدة، وأشكلت عليه؛ فجائزٌ أن يسأل عنها أهل العلم بها، ويرويها على ما يخبرونه به».

৬৪৮. এবং বাদ পড়া অংশটি বোঝা যায় যে, ঊর্ধ্বতন (ব্যক্তি) তা নিয়ে এসেছেন ... এর দ্বারা; তা "অর্থাৎ" (ইয়ানি) শব্দের পর সংযোজিত হয়, যা প্রমাণিত হয়।

৬৪৯. এবং তারা (পণ্ডিতগণ) তাদের কিতাব থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া বিষয় অন্যের কিতাব থেকে সংশোধন করাকে বৈধ বলেছেন, যদি সে অবগত থাকে ...

৬৫০. এর (বিলুপ্ত অংশের) বিশুদ্ধতা কোনো মতনের (মূল পাঠের) কিছু অংশ থেকে অথবা[১] সনদ থেকে, ... যেমন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি তা নিশ্চিত করেছেন।

৬৫১. এবং তারা ব্যাখ্যা করাকে উত্তম বলেছেন, যেমন কোনো ব্যক্তি যার কাছে তার মূল পাণ্ডুলিপিতে ... একটি শব্দ অস্পষ্ট মনে হয়; তাই সে যেন জিজ্ঞাসা করে।[২]

---

(১) আলিফ ও জিম কিতাবে: "আও" (او) সংযোগকারী হামযাহ (হামযাতুল ওয়াসল) সহকারে।

(২) নাযিম (কবিতা রচয়িতা) আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন, তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে (১/৫১৭) বলেছেন: "আমার উক্তি: (যেমন কোনো ব্যক্তি যার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়); অর্থাৎ, এই বিধান তদ্রূপ প্রযোজ্য হবে, যখন কেউ তার মূল পাণ্ডুলিপিতে আরবি ভাষার কোনো অপরিচিত শব্দ অথবা অন্য কোনো অনুল্লিখিত শব্দ পায় এবং তা তার কাছে অস্পষ্ট মনে হয়; সুতরাং, যারা এ বিষয়ে জ্ঞান রাখেন তাদের কাছে তা জিজ্ঞাসা করা বৈধ, এবং তারা যা জানাবেন সে অনুযায়ী তা বর্ণনা করা (জায়েয)।"

اخْتِلَافُ أَلْفَاظِ الشُّيُوخِ

652. وَحَيْثُ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْخٍ سَمِعْ ... مَتْناً بِمَعْنًى لَا بِلَفْظٍ فَقَنِعْ

653. بِلَفْظِ وَاحِدٍ وَسَمَّى الْكُلَّ: صَحَّ[1] ... عِنْدَ مُجِيزِي النَّقْلِ مَعْنًى، وَرَجَحْ

654. بَيَانُهُ مَعْ «قَالَ» أَوْ مَعْ «قَالَا» ... وَمَا بِبَعْضِ ذَا وَذَا وَقَالَا[2]

655. «اقْتَرَبَا فِي اللَّفْظِ» أَوْ لَمْ يَقُلِ[3] ... صَحَّ لَهُمْ[4]، وَالْكُتْبُ[5] إِنْ تُقَابَلِ

656. بِأَصْلِ شَيْخٍ مِنْ شُيُوخِهِ فَهَلْ ... يُسْمِي الْجَمِيعَ مَعْ بَيَانِهِ؟ احْتَمَلْ

---

(1) في هـ: «صحَّ» بفتح الحاء، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ح، ي، ل، ن، س.

(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 6): «الألفُ في آخرِ حرف الرَّوِي للإطلاق».

(3) في ز، ل: «يُقَلِ» بضمِّ الياء وفتح القاف، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ط، ن، س، ع.

(4) أي: لمجيزي النَّقل بالمعنى. شرح النَّاظم (2/ 6).

(5) في ز: «والكتبَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط، ل، ن، س، ع.

শাইখদের (শিক্ষকদের) শব্দশৈলীর ভিন্নতা

৬৫২. আর যেখানে কোনো ব্যক্তি একাধিক শাইখ (শিক্ষক) থেকে এমন একটি মতন (মূলপাঠ) শুনেছে যা অর্থের দিক থেকে এক, কিন্তু শব্দশৈলীর (লফয) দিক থেকে ভিন্ন, তখন সে (যেকোনো একটি শব্দশৈলী নিয়ে) সন্তুষ্ট হয়েছে।

৬৫৩. একটি শব্দশৈলী ব্যবহার করে এবং সবগুলোকে 'সহীহ' (সঠিক) বলে অভিহিত করেছে[১] — এটি অর্থানুযায়ী বর্ণনা (naql bil ma'na) অনুমোদনকারীদের নিকট (বৈধ) এবং প্রাধান্যপ্রাপ্ত।

৬৫৪. এর বিবরণ হলো 'সে বলল' (قَالَ) অথবা 'তারা দুজন বলল' (قَالَا) সহ (বর্ণনা করা যাবে)। আর যা এর কিছু এবং তার কিছুতে ছিল, এবং তারা বলল[২]...

৬৫৫. (যে শাইখদের বর্ণনা) «শব্দশৈলীতে কাছাকাছি ছিল» অথবা যদি (বর্ণনাকারী) তা উল্লেখ নাও করে[৩], তবে তাদের (অর্থানুযায়ী বর্ণনা অনুমোদনকারীদের) জন্য তা বৈধ (সহীহ)[৪]। আর কিতাবগুলো যদি তুলনা করা হয়[৫]...

৬৫৬. তার কোনো শাইখের মূল গ্রন্থের সাথে, তবে কি সে সবগুলোকে তার বিবরণ সহ নামকরণ করবে? এটি সম্ভাব্য (অর্থাৎ, এমনটি করা যেতে পারে)।

---

(১) 'হা' (هـ) সংস্করণে 'صحَّ' (সহহা) শব্দে 'হা' (ح)-এর উপর ফাতহা (যবর) রয়েছে। আর (উপস্থাপিত) পাঠটি 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'ইয়া' (ي), 'লাম' (ل), 'নুন' (ن), 'সিন' (س) সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

(২) সংকলক (নাযিম) আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন, তাঁর শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ)-এ (২/৬) বলেছেন: «কাফিয়া (কবিতার অন্তমিল) অক্ষরের শেষে থাকা আলিফটি (ছন্দ) ইতলাক (মুক্ত করা/ছন্দ মেলানো)-এর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।»

(৩) 'যা' (ز) ও 'লাম' (ل) সংস্করণে «يُقَلِ» (য়ুক্বালি) শব্দটি ইয়া (ي)-এর উপর দম্মা (পেশ) এবং ক্বাফ (ق)-এর উপর ফাতহা (যবর) সহকারে এসেছে। আর (উপস্থাপিত) পাঠটি 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'হা' (ح), 'ত্বা' (ط), 'নুন' (ن), 'সিন' (س), 'আইন' (ع) সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ: অর্থানুযায়ী বর্ণনা (naql bil ma'na) অনুমোদনকারীদের জন্য। নাযিমের শারহ (২/৬)।

(৫) 'যা' (ز) সংস্করণে «والكتبَ» (ওয়াল কুতুবা) শব্দটি নাসব (যবর) সহকারে এসেছে। আর (উপস্থাপিত) পাঠটি 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'হা' (ح), 'ত্বা' (ط), 'লাম' (ل), 'নুন' (ن), 'সিন' (س), 'আইন' (ع) সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

الزِّيَادَةُ فِي نَسَبِ الشَّيْخِ

657. وَالشَّيْخُ إِنْ يَأْتِ بِبَعْضِ نَسَبِ ... مَنْ فَوْقَهُ فَلَا تَزِدْ، وَاجْتَنِبِ

658. إِلَّا بِفَصْلٍ نَحْوُ[1]: «هُو» أَوْ «يَعْنِي» ... أَوْ جِئْ بِـ «أَنَّ» وَانْسُبَنَّ الْمَعْنِي

659. أَمَّا إِذَا الشَّيْخُ أَتَمَّ النَّسَبَا ... فِي أَوَّلِ الْجُزْءِ فَقَطْ: فَذَهَبَا

660. الْأَكْثَرُونَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمَّ ... مَا بَعْدَهُ، وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمّ

(1) في ب، ج، هـ، و، ل، ن، ع: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د.

শাইখের বংশে সংযোজন

657. শাইখ যদি তার পূর্বপুরুষদের বংশের কিছু অংশ উল্লেখ করেন, তবে (তুমি তাতে) বৃদ্ধি করো না এবং বিরত থাকো।

658. তবে বিচ্ছেদ (প্রকাশকারী বাক্য) সহ (বৃদ্ধি করা যাবে), যেমন: ‘তিনি’ (هُو) অথবা ‘অর্থাৎ’ (يَعْنِي)। অথবা ‘নিশ্চয়ই’ (أَنَّ) ব্যবহার করো এবং উদ্দেশ্যকৃত ব্যক্তির (বংশ) উল্লেখ করো।

659. কিন্তু যদি শাইখ কেবল অংশের শুরুতেই বংশধারা পূর্ণ করেন, তাহলে অধিকাংশের মত হলো:

660. এর পরের অংশ পূর্ণ করা জায়েজ। তবে বিচ্ছেদ (প্রকাশকারী বাক্য) ব্যবহার করা অধিক উত্তম ও পূর্ণাঙ্গ।

---

(1) বা, জিম, হা, ওয়াও, লাম, নুন, আইন-এর অনুলিপিতে 'নাহওয়া' (نحوَ) নসব (আকৃতি)-তে রয়েছে, আর প্রতিষ্ঠিত অংশটি দাল-এর অনুলিপি থেকে।

الرِّوَايَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إِسْنَادُهَا وَاحِدٌ

661. وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطْ ... تَجْرِيدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ

662. وَالْأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ، وَيُذْكَرُ[1] ... مَا بَعْدَهُ مَعْ «وَبِهِ»، وَالْأَكْثَرُ

663. جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً بِالسَّنَدْ ... لِآخِذٍ كَذَا[2]، وَالِافْصَاحُ أَسَدّْ

664. وَمَنْ يُعِيدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ ... آخِرِهِ احْتَاطَ، وَخُلْفاً مَا رَفَعْ

---

(1) في ل: «ويَذْكُرُ» بفتح الياء وضمِّ الكاف، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ن، س، ع.

(2) قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 190): «(والأَكْثَرُ): ومنهم وكيعٌ، وابنُ مَعِينٍ، والإسماعيليُّ، (جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضاً) من أحاديثها، من أيِّ مكانٍ شاء (بِالسَّنَدِ) المعطوف عليه (لِآخِذٍ كَذَا)؛ أي: جَوَّز ذلك لمن سمعها كذلك».

একক সনদবিশিষ্ট পাণ্ডুলিপি থেকে বর্ণনা

661. আর যে সমস্ত পাণ্ডুলিপির সনদ (বর্ণনাসূত্র) একক... প্রত্যেক মাতনে (মূল বক্তব্যে) তার পুনরুল্লেখ অধিক সতর্কতামূলক।

662. আর অধিক প্রচলিত হলো তা (সনদ) দিয়ে শুরু করা, এবং এরপর 'ওয়াবিহি' (এবং এর মাধ্যমে)-এর সাথে যা আসে, তা উল্লেখ করা হয়[1], আর অধিকাংশের মতে...।

663. (তারা) কিছু বিষয়কে একক সনদের মাধ্যমে গ্রহণ করা বৈধ বলেছেন... এমন গ্রহণকারীর জন্য[2]। তবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা অধিক শক্তিশালী।

664. আর যে ব্যক্তি কিতাবের সনদ তার শেষ পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করে, সে সতর্কতামূলক কাজ করলো, এবং এতে কোনো মতবিরোধ উত্থাপন করা হলো না।

---

(1) 'ল' পাণ্ডুলিপিতে 'ওয়া-ইয়াযকুরু' (يَذْكُرُ) ইয়া-তে ফাতহা এবং কাফে দম্মা-সহ রয়েছে। আর যা মূল পাঠে গ্রহণ করা হয়েছে (يُذْكَرُ), তা 'আ', 'বা', 'দা', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা (ح)', 'ত্বা (ط)', 'ইয়া', 'নুন', 'সিন', 'আইন' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(2) আল-সখাওয়ী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (৩/১৯০)-এ বলেছেন: "(আর অধিকাংশ) - যাদের মধ্যে ওয়াকী, ইবনু মাঈন এবং ইসমাঈলী রয়েছেন - (বৈধ বলেছেন যে, কিছু) হাদীসকে, যে স্থান থেকে ইচ্ছা (একক সনদের সাথে) উল্লেখ করা, যা তার উপর সংযুক্ত। (এমন গ্রহণকারীর জন্য); অর্থাৎ, তিনি এটি তাদের জন্য বৈধ করেছেন যারা তা এভাবেই শুনেছেন।"

تَقْدِيمُ الْمَتْنِ عَلَى السَّنَدِ

665. وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ ... لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ، وَلَا أَنْ يَبْتَدِي

666. رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ ... وَقَالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنىً يَتَّجِهْ

667. فِي ذَا، كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى ... بَعْضٍ؛ فَفِيهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا[1]

---

(1) انظر: مقدّمة ابن الصَّلاح (ص 229).

সনদের (বর্ণনা সূত্রের) উপর মতনের (মূল পাঠের) অগ্রাধিকার

৬৬৫. এবং মতনের (মূল পাঠের) অগ্রবর্তিতা, যদিও তা সনদের (বর্ণনা সূত্রের) কিয়দংশের সাথেই হোক না কেন, … সংযুক্তি (ওয়াসল) রোধ করে না, এবং (এভাবে) শুরু করতেও বাধা দেয় না।

৬৬৬. একজন বর্ণনাকারী যখন এভাবে সনদের সাথে (বর্ণনা) করে, তখন তা গ্রহণযোগ্য … এবং বলা হয়েছে: বর্ণনার পরম্পরার ব্যতিক্রম অর্থগতভাবে গ্রহণযোগ্য।

৬৬৭. এক্ষেত্রে, যেমন তুমি মতনের এক অংশকে … অন্য অংশের উপর অগ্রবর্তী করেছ; তখন এতেও এই মতভেদ বর্ণিত হয়েছে।[১]

---

(১) দেখুন: মুকাদ্দিমাত ইবনুল সালাহ (مقدّمة ابن الصّلاح) (পৃ. ২২৯)।

إِذَا قَالَ الشَّيْخُ: «مِثْلَهُ» أَوْ «نَحْوَهُ»

668. وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ: «مِثْلَهُ» … أَوْ «نَحْوَهُ» يُرِيدُ مَتْناً قَبْلَهُ[1]

669. فَالْأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنَ انْ يُكْمِلَهُ[2] … بِسَنَدِ الثَّانِي، وَقِيلَ: بَلْ لَهُ[3]

670. إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ … وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيزِ لِلتَّلَفُّظِ[4]

671. وَالْمَنْعُ فِي «نَحْوٍ»[5] فَقَطْ قَدْ حُكِيَا[6] … وَذَا عَلَى النَّقْلِ بِمَعْنًى بُنِيَا

672. وَاخْتِيرَ أَنْ يَقُولَ: «مِثْلَ[7] مَتْنٍ … قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا» وَيَبْنِي

---

(1) في ب، ج: «قبلهُ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، د، هـ، و، ح، ل، ن.

(2) في أ، د: «يُكْمِلَهْ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ط، ي، ل، ن، س.

(3) في أ، د، ح: «لهْ» بالسُّكون، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ل، ن، س.

(4) انظر: الكفاية (ص 213).

(5) في أ، د، هـ، ح، ل، ن، س: «نحوِ» بكسرة واحدة، والمثبت من و، ف.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 261): «وقد استعملها مُنَوَّنَةً غير مضافةٍ، وهو قليلٌ»، ونحوه في فتح المغيث (3/ 200)، وفتح الباقي (2/ 92).

(6) قال يحيى بن مَعِين رحمه الله كما في تاريخه برواية الدُّوري (3/ 460): «إذا كان حديثُ رجلٍ، وحديثٌ آخرُ عن رجلٍ مثله؛ فلا بأس أن يرويه إذا قال: (مثله)، إلَّا أن يقول: (نحوه)».

(7) في ج: «مثلُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ن، س.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 201): «فذكر (مِثلَ) أو نحوَ أو معنى (مَتنٍ)».

যখন শাইখ বলেন: «এর মতো» অথবা «এর কাছাকাছি»

668. এবং তাঁর এই উক্তি, মতন (হাদিসের মূল পাঠ) বাদ দিয়ে: «এর মতো» … অথবা «এর কাছাকাছি», দ্বারা তিনি এর পূর্বের একটি মতন বোঝাতে চান।[1]

669. তবে অধিক স্পষ্ট মত হলো, দ্বিতীয়টির সনদ সহকারে তা (মতন) সম্পূর্ণ করা নিষিদ্ধ।[2] … এবং বলা হয়েছে: বরং তা (সম্পূর্ণ করা) জায়েয।[3]

670. যদি বর্ণনাকারী পরিচিত হন স্মৃতিশক্তি, … নির্ভুলতা এবং শব্দচয়নে পার্থক্যের জ্ঞান দ্বারা।[4]

671. আর শুধু «নাহ্নু» (نحو)-এর ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে …[5] এবং এটি শাব্দিক নয়, বরং অর্থগত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে গঠিত।[6]

672. আর এই মতটি মনোনীত হয়েছে যে, সে বলবে: «পূর্বের মতনের মতো»[7] … «এবং তার মতন এই রকম,» এবং সে তা প্রতিষ্ঠা করবে।

---

(1) ব, জ-তে: «ক্বাবলাহ» (قبلهْ) হায়ে সাকিন সহকারে (উচ্চারিত)। আর যা প্রতিষ্ঠিত (অর্থাৎ মূল টেক্সটে ব্যবহৃত), তা হলো আ, দ, হা, ওয়াও, হা (ح), লাম, নুন থেকে।

(2) আ, দ-তে: «ইউকমিল্লাহ» (يُكْمِلَهُ) হায়ে সাকিন সহকারে। আর যা প্রতিষ্ঠিত, তা হলো ব, জ, হা, ওয়াও, ত্বা, ইয়া, লাম, নুন, সিন থেকে।

(3) আ, দ, হা (ح)-তে: «লাহ» (لهْ) সুকুন সহকারে। আর যা প্রতিষ্ঠিত, তা হলো ব, জ, হা, ওয়াও, লাম, নুন, সিন থেকে।

(4) দেখুন: আল-কিফায়া (পৃ. ২১৩)।

(5) আ, দ, হা, হা (ح), লাম, নুন, সিন-এ: «নাহ্বি» (نحوِ) এক কাসরা সহকারে। আর যা প্রতিষ্ঠিত, তা হলো ওয়াও, ফা থেকে। আল-বিকাঈ (রহ.) তার আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (২/২৬১) গ্রন্থে বলেছেন: «তিনি এটি তানবিন সহকারে এবং মুদাফ (সম্বন্ধ) ছাড়া ব্যবহার করেছেন, যা বিরল।» এর অনুরূপ ফাতহুল মুগীছ (৩/২০০) এবং ফাতহুল বাকী (২/৯২)-তে রয়েছে।

(6) ইয়াহিয়া ইবনে মাঈন (রহ.) তার তারিখ গ্রন্থে আদ-দাওরী'র বর্ণনায় (৩/৪৬০) বলেছেন: «যখন একজন লোকের হাদিস এবং অন্য একজন লোকের পক্ষ থেকে অনুরূপ একটি হাদিস থাকবে; তবে যদি সে বলে: (এর মতো), তাহলে তা বর্ণনা করা জায়েয, তবে যদি সে বলে: (এর কাছাকাছি) (তাহলে নয়)।»

(7) জ-তে: «মিছলু» (مثلُ) রফ' সহকারে। আর যা প্রতিষ্ঠিত, তা হলো আ, ব, দ, হা, ওয়াও, যা, হা (ح), নুন, সিন থেকে। আস-সাখাওয়ী (রহ.) ফাতহুল মুগীছ (৩/২০১) গ্রন্থে বলেছেন: «তিনি (মতন) এর মতো বা অনুরূপ বা অর্থ উল্লেখ করেছেন।»

---

673. وَقَوْلُهُ إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لَمْ يُسَقْ: ... «وَذَكَرَ الْحَدِيثَ» فَالْمَنْعُ أَحَقّ

674. وَقِيلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ ... يُرْجَى الْجَوَازُ، وَالْبَيَانُ: الْمُعْتَبَرْ[1]

675. وَقَالَ: إِنْ نُجِزْ[2] فَبِالْإِجَازَهْ ... لِمَا طَوَى، وَاغْتَفَرُوا إِفْرَازَهْ[3]

---

(1) قال أبو بكر البَرقانيُّ رحمه الله: «سألتُ أبا بكرٍ الإسماعيليَّ عمَّن قرأ إسناد الحديث على الشَّيخ ثمَّ قال: (وذكر الحديث)، هل يجوز أن يُحدِّثَ بجميع الحديث؟ فقال لي:

البيان أولى، ولكن إذا عَرَف المحدِّث والقارئ ذلك الحديثَ بطوله فأرجو أن يجوزَ ذلك، والبيان أولى؛ أن يقول كما كان». الكفاية (ص 311).

(2) في ن: «يُجَزْ» بالياء وفتح الجيم، وفي هـ: «نُجِزْ، يُجِزْ» بالنُّون والياء معاً، وفي أ: «يَجُزْ» بفتح الياء وضم الجيم، ولم ينقط في ح، ط، ك، ع، ف، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ل، س.

(3) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 233): «إذا جوَّزنا ذلك؛ فالتَّحقيق فيه: أنَّه بطريق الإجازة فيما لم يذكره الشَّيخ، لكنها إجازةٌ أكيدةٌ قَوِيَّةٌ من جهاتٍ عديدة، فجاز لهذا - مع كون أوَّله سماعاً - إدراجُ الباقي عليه من غير إفرادٍ له بلفظ الإجازة».

৬৭৩. এবং তাঁর উক্তি যখন কিছু মূল পাঠ (মতন) উল্লেখ করা হয়নি: ... "এবং হাদিসটি উল্লেখ করা হলো", তখন নিষেধ করাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

৬৭৪. এবং বলা হয়েছে: যদি তারা উভয়ই সংবাদটি (হাদিসটি) জানে ... তবে বৈধতার আশা করা যায়, এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা (বা পূর্ণ বর্ণনা) হলো নির্ভরযোগ্য।[1]

৬৭৫. এবং তিনি বলেছেন: যদি এটি অনুমোদন করা হয়[2] তবে তা ইজাযতের (অনুমোদনের) মাধ্যমে ... যা তিনি সংক্ষেপ করেছেন, এবং তারা এর পৃথকীকরণকে ক্ষমা করেছেন (বা অনুমোদন করেছেন)[3]।

---

(1) আবু বকর আল-বারকানি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: "আমি আবু বকর আল-ইসমাইলিকে জিজ্ঞাসা করলাম সেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে শায়খের কাছে হাদিসের সনদ পাঠ করেছে তারপর বলেছে: (এবং হাদিসটি উল্লেখ করা হলো), সে কি পুরো হাদিসটি বর্ণনা করতে পারবে? তখন তিনি আমাকে বললেন: সুস্পষ্ট বর্ণনা অধিকতর উত্তম, কিন্তু যদি মুহাদ্দিস এবং পাঠক উভয়েই পুরো হাদিসটি বিস্তারিতভাবে জানে, তবে আমি আশা করি যে এটি জায়েয (বৈধ) হবে, এবং সুস্পষ্ট বর্ণনা অধিকতর উত্তম; অর্থাৎ যেমন ছিল তেমনই বলা।" আল-কিফায়াহ (পৃষ্ঠা ৩১১)।

(2) পাণ্ডুলিপি 'ন'-তে রয়েছে: «ইউজাজ» (يُجَزْ) ইয়া দিয়ে এবং জিমের উপর ফাতহা সহ; আর 'হ'-তে রয়েছে: «নুজিজ, ইউজাজ» (نُجِزْ ، يُجِزْ) নুন এবং ইয়া উভয় দিয়ে; এবং 'আ'-তে রয়েছে: «ইয়াজুজ» (يَجُزْ) ইয়ার উপর ফাতহা এবং জিমের উপর দাম্মা সহ। হা, ত্বা, কাফ, আইন, ফা পাণ্ডুলিপিগুলোতে কোনো নুকতা ছিল না। এবং (এখানে) যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা বা, জিম, দাল, ওয়াও, জা, লাম, সিন পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে।

(3) ইবনুস সালাহ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'মুকাদ্দিমাহ' (ভূমিকা) গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৩৩) বলেছেন: "যদি আমরা তা অনুমোদন করি; তবে এর মধ্যে যাচাইকৃত বিষয় হলো: তা ইজাযতের (অনুমোদনের) মাধ্যমে হবে, যা শায়খ উল্লেখ করেননি। কিন্তু এটি বিভিন্ন দিক থেকে একটি নিশ্চিত ও শক্তিশালী ইজাযত (অনুমোদন), সুতরাং এর জন্য – যদিও এর প্রথম অংশ শ্রবণলব্ধ (সামা') – বাকি অংশকে এর সাথে যুক্ত করা জায়েয (বৈধ) ইজাযত (অনুমোদন) শব্দটি পৃথকভাবে উল্লেখ না করেই।"

إِبْدَالُ الرَّسُولِ بِالنَّبِيِّ وَعَكْسُهُ

676. وَإِنْ رَسُولٌ بِنَبِيٍّ أُبْدِلَا ... فَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ كَعَكْسٍ فُعِلَا

677. وَقَدْ رَجَا جَوَازَهُ ابْنُ حَنْبَلِ[1] ... وَالنَّوَوِي صَوَّبَهُ[2]، وَهُوَ[3] جَلِي[4]

---

(1) قال صالح بن أحمد بن حنبل رحمه الله: «قلتُ لأبي: يكون في الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجعل الإنسان (قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؟ قال: أرجو ألَّا يكونَ به بأسٌ». الكفاية (ص 244).

(2) انظر: التقريب والتيسير (ص 78).

(3) في د: «وَهُيَ».

(4) في حاشية أ: «ألحق هذا البيت من المُسوَّدة في حادي عشر شهر رمضان سنة سبعين وسبع مئة».

রাসূলের (সা.) স্থলে নবী (সা.) ব্যবহার এবং এর বিপরীত

৬৭৬. যদি রাসূলের (সা.) স্থলে নবী (সা.) ব্যবহার করা হয়... তবে প্রকাশ্য মত হলো তা নিষেধ, যেমন এর বিপরীত করাও।

৬৭৭. ইবনু হাম্বল[1] এর বৈধতার আশা করেছেন... আর নববী[2] এটিকে সঠিক বলেছেন, এবং এটি[3] সুস্পষ্ট[4]।

---

(1) সালেহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বল (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: "আমি আমার পিতাকে (আহমাদ ইবনু হাম্বলকে) বললাম: যদি হাদীসে থাকে 'রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন', তাহলে কি ব্যক্তি 'নবী (সা.) বলেছেন' বলতে পারবে? তিনি বললেন: আমি আশা করি এতে কোনো অসুবিধা হবে না।" আল-কিফায়াহ (পৃ. ২৪৪)।

(2) দেখুন: আত-তাক্বরীব ওয়াত-তাইসীর (পৃ. ৭৮)।

(3) 'দ' প্রতিলিপিতে: «وَهُيَ»।

(4) 'আ' প্রতিলিপির টীকায়: "এই পঙক্তিটি খসড়া থেকে রমজান মাসের একাদশ দিনে, ৭৭০ হিজরিতে যুক্ত করা হয়েছে।"

السَّمَاعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الْوَهْنِ أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ [1]

678. ثُمَّ عَلَى السَّامِعِ بِالْمُذَاكَرَهْ ... بَيَانُهُ كَنَوْعِ وَهْنٍ خَامَرَهْ[2]

679. وَالْمَتْنُ عَنْ شَخْصَيْنِ وَاحِدٌ جُرِحْ ... لَا يَحْسُنُ الْحَذْفُ لَهُ؛ لَكِنْ يَصِحّْ

680. وَمُسْلِمٌ عَنْهُ كَنَى، فَلَمْ يُوَفّْ[3] ... وَالْحَذْفُ حَيْثُ وُثِّقَا فَهُوَ أَخَفّْ

681. وَإِنْ يَكُنْ عَنْ كُلِّ رَاوٍ قِطْعَهْ ... أَجِزْ بِلَا مَيْزٍ بِخَلْطٍ جَمْعَهْ

682. مَعَ الْبَيَانِ؛ كَحَدِيثِ الْإِفْكِ[4] ... وَجَرْحُ[5] بَعْضٍ مُقْتَضٍ لِلتَّرْكِ

---

(1) في ف: «الرجلين».

(2) أي: خالطه. انظر: الصِّحاح (2/ 650)، وفتح المغيث (3/ 206).

(3) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 378): «وكان مسلم بن الحجَّاج في مثل هذا ربَّما يُسقِط المجروحَ من الإسناد ويذكر الثِّقة، ثم يقول: وآخرُ، كِنايةً عن المجروح».

(4) يشير النَّاظم رحمه الله إلى حديث عائشةَ رضي الله عنها في حادثة الإفك، وقد أخرجه البخاريُّ (2661)، ومسلم (2770) من رواية الزُّهريّ قال: «أخبرني سعيد بن المُسيَّب، وعروة بن الزُّبَيْر، وعلقمة بن وقَّاص، وعُبَيد الله بن عبد الله بن عُتْبة بن مسعود، عن حديث عائشةَ - زوجِ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرَّأَها الله ممَّا قالوا، وكلُّهم حدَّثني طائفةً من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعضٍ، وأثبت اقتصاصاً، وقد وَعَيتُ عن كلِّ واحدٍ منهم الحديثَ الذي حدَّثني، وبعض حديثهم يُصدِّق بعضاً ... » فذكره مطوَّلاً.

(5) في ب: «وجُرْحُ» بضمِّ الجيم، وفي ن: «وجرحِ» بالجرِّ، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ي، ل، س، ع.

দুর্বলতার কোনো প্রকারযুক্ত শ্রুতি অথবা দুই ব্যক্তি থেকে প্রাপ্ত (বর্ণনা) [1]

678. অতপর শ্রোতার উপর আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে ... এর বিবরণ (প্রকাশ করা), যা যেন এক প্রকার দুর্বলতা এর সাথে মিশেছে।[2]

679. আর মূল বক্তব্য (মতন) যদি দুই ব্যক্তির সূত্রে আসে, যাদের একজন সমালোচিত (জারহপ্রাপ্ত)... তাকে বাদ দেওয়া (হাযফ) উত্তম নয়; কিন্তু তা সহীহ (বৈধ)।

680. এবং মুসলিম (ইমাম মুসলিম) তার (দুর্বল রাবীর) ব্যাপারে ইশারা করেছেন (নাম উল্লেখ করেননি), তবে তিনি (তাতে) পূর্ণতা দেননি... আর যেখানে উভয় (রাবী) নির্ভরযোগ্য (وثيقة) গণ্য হলে সেখানে বাদ দেওয়া (হাযফ) হালকা (কম সমস্যাযুক্ত)।[3]

681. আর যদি প্রত্যেক রাবীর নিকট থেকে একটি করে অংশ (প্রাপ্ত) হয়... তবে পার্থক্য না করে মিশ্রিত করে তাদের একত্রীকরণ জায়েজ (বৈধ) করুন।

682. বর্ণনার (বিশ্লেষণের) সাথে; ইফকের হাদীসের (ঘটনার) মতো... আর কারো কারো সমালোচনা (জারহ) পরিত্যাগের দাবি রাখে।[4][5]

---

(1) 'ফা' পাণ্ডুলিপিতে: "দুই ব্যক্তি"।

(2) অর্থাৎ: এর সাথে মিশেছে। দেখুন: আস-সিহাহ (২/৬৫০), এবং ফাতহুল মুগীছ (৩/২০৬)।

(3) আল-খতিব (রহ.) আল-কিফায়াহ গ্রন্থে (পৃ. ৩৭৮) বলেছেন: "এবং মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ (রহ.) এ ধরনের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে দুর্বল (আক্রান্ত) রাবীকে সনদ (বর্ণনা সূত্র) থেকে বাদ দিতেন এবং নির্ভরযোগ্য (ثقة) রাবীকে উল্লেখ করতেন, অতঃপর বলতেন: 'এবং অন্য একজন', যা দ্বারা দুর্বল রাবীর প্রতি ইঙ্গিত করা হতো।"

(4) নাযিম (রহ.) আয়েশা (রা.) এর ইফকের (মিথ্যা অপবাদের) ঘটনার হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এটি বুখারী (২৬৬১) ও মুসলিম (২৭৭০) যুহরী (রহ.) এর বর্ণনা সূত্রে উল্লেখ করেছেন, যিনি বলেছেন: "আমাকে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, আলকামাহ ইবনু ওয়াক্কাস, এবং উবাইদুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু উতবাহ ইবনু মাসউদ আয়েশা (রা.) – নবী (সা.) এর স্ত্রী – এর হাদীস সম্পর্কে অবহিত করেছেন, যখন ইফকের (অপবাদের) লোকেরা তাঁর সম্পর্কে যা বলার তা বলেছিল, অতঃপর আল্লাহ তাকে তাদের অপবাদ থেকে মুক্ত করেছিলেন। এবং তাদের প্রত্যেকেই আমাকে তার হাদীসের একটি অংশ বর্ণনা করেছেন, এবং তাদের কেউ কেউ অন্যদের চেয়ে তার হাদীস বেশি স্মরণ রাখতেন এবং বর্ণনায় অধিক সুনির্দিষ্ট ছিলেন। আর আমি তাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে সেই হাদীস স্মরণ রেখেছি যা তারা আমাকে বর্ণনা করেছেন, এবং তাদের কারো কারো হাদীস অন্যদের হাদীসকে সমর্থন করে..." অতঃপর তিনি তা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন।

(5) 'বা' পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াজরুহু" (জিমের উপর পেশসহ), এবং 'নুন' পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াজারহি" (জ্বরাহ - কাসরাসহ), আর যা প্রমাণিত তা 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'ইয়া', 'লাম', 'সীন', 'আইন' পাণ্ডুলিপি থেকে।

683. وَحَذْفَ[1] وَاحِدٍ مِنَ الْإِسْنَادِ ... فِي الصُّورَتَيْنِ امْنَعْ لِلِازْدِيَادِ

(1) في ز: «وحذفُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط، ي، ك، ل، س، ع، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 16): «وقولي: (وحَذْفَ)، هو مفعولٌ مُقدَّم».

৬৮৩. এবং সনদ থেকে একজনের বাদ দেওয়াকে[১] ... উভয় পরিস্থিতিতে নিষেধ করো, (কারণ এতে সমস্যা) বৃদ্ধি পায়।

(১) 'য' পাণ্ডুলিপিতে «وحذفُ» পদটি কর্তৃকারকে রয়েছে, আর বর্তমান পাঠ 'আ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'ত্বা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'সিন', 'আইন' ও 'ফা' পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।
রচয়িতা, আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/১৬) এ বলেছেন: «এবং আমার উক্তি: (وحَذْفَ), এটি একটি অগ্রবর্তী কর্মপদ»।

آدَابُ الْمُحَدِّثِ

684. وَصَحِّحِ النِّيَّةَ فِي التَّحْدِيثِ ... وَاحْرِصْ عَلَى نَشْرِكَ لِلْحَدِيثِ

685. ثُمَّ تَوَضَّأْ، وَاغْتَسِلْ، وَاسْتَعْمِلِ ... طِيباً، وَتَسْرِيحاً، وَزَبْرَ[1] الْمُعْتَلِي

686. صَوْتاً عَلَى الْحَدِيثِ، وَاجْلِسْ بِأَدَبْ ... وَهَيْبَةٍ[2] بِصَدْرِ مَجْلِسٍ، وَهَبْ

687. لَمْ يُخْلِصِ النِّيَّةَ طَالِبٌ فَعُمَّ[3] ... وَلَا تُحَدِّثْ عَجِلاً[4] أَوْ إِنْ تَقُمْ

688. أَوْ فِي الطَّرِيقِ، ثُمَّ حَيْثُ احْتِيجَ لَكْ ... فِي شَيْءٍ ارْوِهْ، وَابْنُ خَلَّادٍ[5] سَلَكْ

---

(1) «الزَّبْرُ»: هو الزَّجر والمنع. الصحاح (2/ 667).

(2) في هـ: «بهيبةٍ» بدل: «وَهَيْبَةٍ».

(3) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 18): «وهَبْ أنَّ الطَّالبَ لم يُخلِص نيَّتَه فلا تمتنع من تحديثه، بل عُمَّ كلَّ طالب علم».

(4) في ج: «عَجلاً» بفتح الجيم وكسرها، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ح، ل، ن، س. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 226): «بكسر الجيم».

(5) هو: القاضي أبو محمَّد، الحسن بن عبد الرَّحمن بن خلَّاد الفارسيُّ، الرَّامَهُرْمزيُّ، (ت 360 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 73).

হাদিস বর্ণনাকারীর আদব

684. হাদিস বর্ণনায় নিয়তকে বিশুদ্ধ করো ... এবং হাদিস প্রচারে আগ্রহী হও।

685. অতঃপর ওযু করো, গোসল করো, এবং সুগন্ধি, চুল আঁচড়ানো ও উচ্চস্বরে বারণ[1] ব্যবহার করো।

686. হাদিসের ব্যাপারে কণ্ঠস্বরকে (নিয়ন্ত্রণ করো), আদবের সাথে বসো ... সভার প্রধান স্থানে গাম্ভীর্যের[2] সাথে, এবং ধরো (যে)...

687. যদি কোনো শিক্ষার্থী নিয়তকে বিশুদ্ধ না করে, তবে (জ্ঞান বিতরণে) তাকে সাধারণ অন্তর্ভুক্ত করো[3] ... এবং দ্রুততার সাথে হাদিস বর্ণনা করো না[4] অথবা যখন তুমি দাঁড়াও (তখনও নয়)।

688. অথবা রাস্তায় (হাদিস বর্ণনা করো না), অতঃপর যখন কোনো বিষয়ে তোমার প্রয়োজন হয় ... তখন তা বর্ণনা করো, এবং ইবনু খাল্লাদ[5] (এই পথ) অবলম্বন করেছেন।

(1) «আয-যাবরু» এর অর্থ হলো বারণ করা ও নিষেধ করা। আস-সিহাহ (২/৬৬৭)।

(2) 'হা' (هـ) প্রতিলিপিতে «ওয়া হাইবাতিন» (وَهَيْبَةٍ) এর পরিবর্তে «বিহাইবাতিন» (بهيبةٍ) এসেছে।

(3) শাইখ আন-নাজিম (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/১৮) এ বলেছেন: "যদি শিক্ষার্থী তার নিয়তকে বিশুদ্ধ না করে, তবে তাকে হাদিস বর্ণনা করা থেকে বিরত থেকো না, বরং প্রত্যেক জ্ঞান অন্বেষণকারীকে (তোমার জ্ঞান বিতরণে) অন্তর্ভুক্ত করো।"

(4) 'জিম' (ج) প্রতিলিপিতে «আ'জালান» (عَجلاً) শব্দটি জিমের উপর ফাতহা (ً) এবং কাসরা (ٍ) উভয় রূপেই পাওয়া যায়, এবং (প্রচলিত পাঠটি) আলিফ (أ), বা (ب), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), হা (ح), লাম (ل), নুন (ن), সিন (س) থেকে গৃহীত। ইমাম সাখাভী (আল্লাহ তাকে রহম করুন) তাঁর ফাতহুল মুগীস (৩/২২৬) গ্রন্থে বলেছেন: "জিমের নিচে কাসরা সহ।"

(5) তিনি হলেন: কাজি আবু মুহাম্মাদ, আল-হাসান ইবনে আবদুর রহমান ইবনে খাল্লাদ আল-ফারিসি, আর-রামাহুরমুজি, (মৃত্যু ৩৬০ হিজরী)। সিয়ার আ'লামুন নুবালা (১৬/৭৩)।

689. بِأَنَّهُ يَحْسُنُ لِلْخَمْسِينَا ... عَاماً، وَلَا بَأْسَ لِأَرْبَعِينَا[1]

690. وَرُدَّ، وَالشَّيْخُ بِغَيْرِ الْبَارِعِ ... خَصَّصَ[2]، لَا كَمَالِكٍ وَالشَّافِعِي

691. وَيَنْبَغِي الْإِمْسَاكُ إِذْ يَخْشَى[3] الْهَرَمْ ... وَبِالثَّمَانِينَ ابْنُ خَلَّادٍ جَزَمْ[4]

692. فَإِنْ يَكُنْ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ يُبَلْ[5] ... كَأَنَسٍ وَمَالِكٍ وَمَنْ فَعَلْ

693. وَالْبَغَوِيُّ[6] وَالْهُجَيْمِيُّ[7] وَفِئَهْ ... كَالطَّبَرِيِّ حَدَّثُوا بَعْدَ الْمِئَهْ[8]

(1) قال الرَّامَهُرمزيُّ رحمه الله في المحدِّث الفاصل (ص 354): «الذي يصحُّ عندي من طريق الأثر والنَّظر في الحدِّ الذي إذا بلغه النَّاقل حسُن به أن يحدِّث: هو أن يستوفي

الخمسين؛ لأنها انتهاء الكهولة، وفيها مجتمع الأَشُدّ وليس بمُستنكَرٍ أن يحدِّث عند استيفاء الأربعين».

(2) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 238).

(3) في ن: «يُخشى» بضمِّ الياء، والمثبت من ب، د، هـ، و، ح، ل.

(4) قال الرَّامَهُرمزيُّ رحمه الله في المحدِّث الفاصل (ص 352): «فإذا تَنَاهى العمر بالمُحدِّث، فأعجبُ إليَّ أن يمسك في الثَّمانين؛ فإنه حدُّ الهَرَم». وقال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 314): «لم يجزم ابن خلَّاد بشيء وإنَّما قال: أعجب إليَّ أن يُمسِك».

(5) في ك: «تَكُ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ تُبَل» بالتَّاء.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 233): «(لَمْ يُبَلْ): أي: لم يبال بذلك».

(6) هو: الحافظ أبو القاسم، عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز البَغَوي، صاحب كتاب «معجم الصحابة»، (ت 317 هـ)، وقد استكمل مئة وثلاث سنين. سير أعلام النُّبلاء (14/ 440).

(7) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن عبد الله الهُجَيْمي، البصري، (ت 351 هـ) بعد أن جاوز المئة. سير أعلام النُّبلاء (15/ 525).

(8) قال السَّمعانيُّ رحمه الله: «لا يُعرَف في الإسلام محدِّث حدَّث بعد استيفاء مئةٍ إلَّا أبو القاسم البغوي، وأبو إسحاق الهُجَيْمي، وأبو الطَّيِّب الطَّبري». النُّكت على مقدِّمة ابن الصَّلاح للزَّركشي (3/ 639).

689. যখন পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়, তখন (হাদিস বর্ণনা করা) উত্তম ... আর চল্লিশ বছর বয়সেও আপত্তি নেই।[1]

690. আর তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে, এবং শায়খ (শিক্ষক) অ-পারদর্শী হলে (হাদিস বর্ণনায়) সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছেন[2], মালিক ও শাফেয়ীর মতো (প্রাজ্ঞদের ক্ষেত্রে) নয়।

691. বার্ধক্যের আশঙ্কা হলে (হাদিস বর্ণনা থেকে) বিরত থাকা উচিত ... আর ইবন খাল্লাদ আশি বছর বয়সে তা দৃঢ়তার সাথে মত দিয়েছেন[4]।

692. যদি তার বুদ্ধি স্থির থাকে, তবে সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করা হয় না[5] ... যেমন আনাস, মালিক এবং যারা অনুরূপ কাজ করেছেন, তাঁদের মতো।

693. বাগাবী[6], হুজায়মী[7] এবং তাদের মতো একদল লোক ... যেমন তাবারী, একশো বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও হাদিস বর্ণনা করেছেন[8]।

---

(1) ইমাম রামহুরমুযী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল (পৃষ্ঠা ৩৫৪) গ্রন্থে বলেছেন: "আছার (বর্ণনা পরম্পরা) এবং তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে আমার কাছে যা সঠিক মনে হয়, সেই সীমা যেখানে পৌঁছলে বর্ণনাকারীর জন্য হাদিস বর্ণনা করা উত্তম, তা হলো পঞ্চাশ বছর পূর্ণ করা; কারণ এটি মধ্যবয়সের শেষ সীমা, এবং এতে তার পূর্ণ শক্তি ও সামর্থ্যের সম্মিলন ঘটে। আর চল্লিশ বছর পূর্ণ হলে হাদিস বর্ণনা করাটা অপছন্দনীয় নয়।"

(2) দেখুন: মুকাদ্দিমা ইবন আস-সালাহ (পৃষ্ঠা ২৩৮)।

(3) 'ন' (নুন) পাণ্ডুলিপিতে 'يُخشى' (ইউখশা) শব্দটি ইয়া-এর উপর পেশ (ضمّة মাহ) সহকারে লেখা হয়েছে, আর 'ব', 'দ', 'হ', 'ও', 'হ', 'ল' (বা, দাল, হা, ওয়াও, হা, লাম) পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে যা প্রতিষ্ঠিত, তা গ্রহণ করা হয়েছে।

(4) ইমাম রামহুরমুযী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আল-মুহাদ্দিছুল ফাসিল (পৃষ্ঠা ৩৫২) গ্রন্থে বলেছেন: "যদি কোনো মুহাদ্দিসের বয়স শেষ পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তবে আশি বছর বয়সে তার (হাদিস বর্ণনা থেকে) বিরত থাকা আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়; কারণ এটি বার্ধক্যের চূড়ান্ত সীমা।" আর আল-বিকাঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ (২/৩১৪) গ্রন্থে বলেছেন: "ইবন খাল্লাদ কোনো কিছু চূড়ান্তভাবে নিশ্চিত করেননি, বরং কেবল বলেছেন: আমার কাছে (হাদিস বর্ণনা থেকে) বিরত থাকা অধিক পছন্দনীয়।"

(5) 'ক' (কাফ) পাণ্ডুলিপিতে 'তাকু ছাবিতা আকলিন লাম তু বাল' (تَكُ ثَابِتَ عَقْلٍ لَمْ تُبَل) 'তা' (তা) বর্ণ সহকারে রয়েছে।

ইমাম সাখাভী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল মুগীছ (৩/২৩৩) গ্রন্থে বলেছেন: "«(লাম ইয়ুবাল): অর্থাৎ: সে এতে পরোয়া করবে না।"

(6) তিনি হলেন: হাফিয আবুল কাসিম, আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল আযীয আল-বাগাবী, 'মুজামুস সাহাবাহ' গ্রন্থের রচয়িতা, (মৃত্যু ৩১৭ হিজরি)। তিনি একশো তিন বছর পূর্ণ করেছিলেন। সিয়ারু আ'লামিন নুবালার (১৪/৪৪০)।

(7) তিনি হলেন: আবু ইসহাক ইবরাহীম ইবন আলী ইবন আবদুল্লাহ আল-হুজায়মী, আল-বাসরী, (মৃত্যু ৩৫১ হিজরি) একশো বছর অতিক্রম করার পর। সিয়ারু আ'লামিন নুবালার (১৫/৫২৫)।

(8) ইমাম সামআনী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেছেন: "ইসলামে এমন কোনো মুহাদ্দিস জানা নেই যিনি একশো বছর পূর্ণ করার পরও হাদিস বর্ণনা করেছেন, তবে আবুল কাসিম আল-বাগাবী, আবু ইসহাক আল-হুজায়মী, এবং আবুল তাইয়্যিব আল-তাবারী ব্যতীত।" আন-নুকাত আলা মুকাদ্দিমা ইবন আস-সালাহ লিয-যারকাশী (৩/৬৩৯)।

694. وَيَنْبَغِي إِمْسَاكُ الاَعْمَى إِنْ يَخَفْ ... وَأَنَّ مَنْ سِيلَ بِجُزْءٍ قَدْ عَرَفْ

695. رُجْحَانَ رَاوٍ فِيهِ دَلَّ فَهْوَ حَقُّ ... وَتَرْكُ تَحْدِيثٍ بِحَضْرَةِ الْأَحَقُّ

696. وَبَعْضُهُمْ كَرِهَ الاَخْذَ[1] عَنْهُ ... بِبَلَدٍ وَفِيهِ أَوْلَى مِنْهُ[2]

697. وَلَا تَقُمْ لِأَحَدٍ، وَأَقْبِلِ ... عَلَيْهِمِ، وَلِلْحَدِيثِ رَتِّلِ

698. وَاحْمَدْ وَصَلِّ مَعْ سَلَامٍ وَدُعَا ... فِي بَدْءِ مَجْلِسٍ وَخَتْمِهِ مَعَا

699. وَاعْقِدْ لِإِمْلَا مَجْلِساً فَذَاكَ مِنْ ... أَرْفَعِ الِاسْمَاعِ[3] وَالاَخْذِ، ثُمَّ إِنْ

700. تَكْثُرْ جُمُوعٌ فَاتَّخِذْ مُسْتَمْلِيَا ... مُحَصِّلاً ذَا يَقْظَةٍ مُسْتَوِيَا

---

(1) في و، ح، ن، ع: «الأخذ» بتحقيق الهمزة، وبه ينكسر الوزن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 238): «بالنَّقل».

(2) قال يحيى بن مَعِين رحمه الله: «إنَّ الذي يحدِّث بالبلدة وبها من هو أولى بالتَّحديث منه؛ أحمق». الجامع لأخلاق الراوي (1/ 319).

(3) في ب، ز: «الإسماع» بتحقيق الهمزة، وبه ينكسر الوزن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 248): «بالنَّقل».

৬৯৪. অন্ধ ব্যক্তিকে পথপ্রদর্শন করা উচিত যদি তার (পথ হারানোর) ভয় থাকে ... এবং যাকে (কোনো হাদিসের) অংশবিশেষ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, সে অবশ্যই অবগত।

৬৯৫. এতে (সে জানে যে) একজন বর্ণনাকারীর প্রাধান্য রয়েছে, সুতরাং তা সত্য ... এবং অধিক যোগ্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে (হাদিস) বর্ণনা করা পরিহার করা।

৬৯৬. এবং তাদের কেউ কেউ তার থেকে (হাদিস) গ্রহণ করাকে অপছন্দ করেছেন[১] ... এমন একটি শহরে যেখানে তার চেয়ে অধিক যোগ্য ব্যক্তি উপস্থিত আছে।[২]

৬৯৭. এবং কারো জন্য দাঁড়াবে না, বরং তাদের (শ্রোতাদের) দিকে মুখ করবে ... এবং হাদিস ধীরে ধীরে ও স্পষ্ট করে পাঠ করবে।

৬৯৮. এবং প্রশংসা কর, সালাত ও সালাম পাঠ কর এবং দোয়া কর ... মজলিসের শুরুতে ও শেষে উভয় সময়ে।

৬৯৯. এবং শ্রুতিলিখনের (ইমলা) জন্য মজলিস আয়োজন কর, কেননা তা ... শ্রবণ ও গ্রহণের (হাদিস) সর্বোচ্চ পদ্ধতিগুলির অন্যতম, তারপর যদি[৩]

৭০০. উপস্থিত জনসমাগম বেশি হয়, তাহলে একজন 'মুস্তামলি' (যা কিছু বলা হয় তা উচ্চস্বরে পুনরাবৃত্তকারী) নিযুক্ত কর ... যে মনোযোগী, সতর্ক ও সঠিক জ্ঞানসম্পন্ন।

---

(১) ওয়া, হা, নুন, আইন প্রতিলিপিতে: «الأخذ» (আল-আখয) হামযার স্পষ্ট উচ্চারণে (তাহক্বীক্বুল হামযাহ) আছে, যা দ্বারা ছন্দ (কবিতার) ভঙ্গ হয়।

সাখাওয়ী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীস' (৩/২৩৮) গ্রন্থে বলেছেন: 'হামযাকে পূর্ববর্তী অক্ষরের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে (অর্থাৎ হামযার স্পষ্ট উচ্চারণ পরিহার করে)।'

(২) ইয়াহইয়া ইবন মাঈন (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি এমন শহরে হাদিস বর্ণনা করে যেখানে তার চেয়ে হাদিস বর্ণনায় অধিক যোগ্য ব্যক্তি আছে, সে নির্বোধ।' আল-জামি' লি-আখলাক্ব আর-রাবী (১/৩১৯)।

(৩) বা, যা প্রতিলিপিতে: «الإسماع» (আল-ইসমাস) হামযার স্পষ্ট উচ্চারণে (তাহক্বীক্বুল হামযাহ) আছে, যা দ্বারা ছন্দ (কবিতার) ভঙ্গ হয়।

সাখাওয়ী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীস' (৩/২৪৮) গ্রন্থে বলেছেন: 'হামযাকে পূর্ববর্তী অক্ষরের সাথে সংযুক্ত করার মাধ্যমে (অর্থাৎ হামযার স্পষ্ট উচ্চারণ পরিহার করে)।'

701. بِعَالٍ اوْ فَقَائِماً يَتْبَعُ مَا ... يَسْمَعُهُ مُبَلِّغاً أَوْ مُفْهِمَا

702. وَاسْتَحْسَنُوا الْبَدْءَ بِقَارِئٍ تَلَا ... وَبَعْدَهُ اسْتَنْصَتَ[1]، ثُمَّ بَسْمَلَا[2]

703. فَالْحَمْدُ فَالصَّلَاةُ[3]، ثُمَّ أَقْبَلْ ... يَقُولُ[4]: «مَنْ أَوْ مَا ذَكَرْتَ؟»، وَابْتَهَلْ

704. لَهُ[5]، وَصَلَّى وَتَرَضَّى رَافِعَا ... وَالشَّيْخُ تَرْجَمَ الشُّيُوخَ وَدَعَا

705. وَذِكْرُ مَعْرُوفٍ بِشَيْءٍ مِنْ لَقَبْ ... كَـ «غُنْدَرٍ»، أَوْ وَصْفِ نَقْصٍ، أَوْ نَسَبْ

---

(1) في ي: «استنصِت» بكسر الصَّاد، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، ن، س، ع. قال ابن العينيّ رحمه الله في شرحه (ص 274): «(اسْتَنْصَتَ) المستملي أهلَ المجلس»، ونحوه في فتح المغيث (3/ 255)، وشرح السيوطي (ص 252)، وفتح الباقي (2/ 110).

(2) في ي: «بسمِلا» بكسر الميم، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ح، ل، ن، س. قال ابن العينيّ رحمه الله في شرحه (ص 274): «(ثُمَّ بَسْمَلَا) أي: المستملي»، ونحوه في فتح المغيث (3/ 255)، وشرح السُّيوطيّ (ص 252)، وفتح الباقي (2/ 111).

(3) في ف: «والحمد والصلاة» بالواو، وفي و: «فالحمدَ فالصلاةَ» بالنَّصب فيهما، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ل، ن، س، ع. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 255): «(فَ) يليه (الحَمْدُ) للَّه ربِّ العالمين، (فَ) يليه (الصَّلَاةُ) مع السَّلامِ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم».

(4) في و: «بِقَولِ»، ولم ينقط الحرف الأول في ز، ك. قال ابن العينيّ رحمه الله في شرحه (ص 274): «(ثُمَّ أَقْبَلَ) أي: على الشيخ المُحدِّث (يَقُولُ) له: (مَنْ) ذكرتَ؟ أي: مِن الشُّيوخ»، ونحوه في فتح المغيث (3/ 255).

(5) أي: دعا له مع ذلك بقوله: رحمك الله، أو أصلحك الله. انظر شرح الناظم (2/ 28).

701. উচ্চস্বরে অথবা দাঁড়িয়ে, সে যা শোনে একজন প্রচারক বা ব্যাখ্যাকারী হিসেবে তার অনুসরণ করবে।

702. আর তারা পছন্দ করেছেন যে, যে পাঠক তিলাওয়াত করেছে তাকে দিয়ে শুরু করা হবে; তারপর সে চুপ করিয়ে শুনবে[1] এবং বিসমিল্লাহ বলবে[2]।

703. অতঃপর প্রশংসা, অতঃপর দরুদ[3]। অতঃপর সে অগ্রসর হবে[4] এবং বলবে: "আপনি কাকে বা কী উল্লেখ করেছেন?" এবং মিনতি করবে।

704. তার জন্য[5], এবং দরুদ পাঠ করবে ও সন্তুষ্টি কামনা করবে উচ্চস্বরে। আর শাইখ শাইখদের পরিচয় দেবেন এবং দোয়া করবেন।

705. আর পরিচিত কোনো ব্যক্তিকে তার উপনামের দ্বারা উল্লেখ করা, যেমন «ঘুন্দার», অথবা কোনো ত্রুটির বর্ণনা দ্বারা, অথবা বংশ পরিচয়ে।

---

(1) 'ইয়া' (ي) সংস্করণে 'ইস্তানসিত' (استنصِت) সিনের নিচে কাসরা (كسرة) সহকারে রয়েছে, তবে 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'লাম', 'নুন', 'সিন', 'আইন' (ب, ج, د, هـ, و, ز, ح, ل, ن, س, ع) সংস্করণগুলোতে যা আছে তা এখানে প্রতিষ্ঠিত। ইবনুল আইনি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (পৃষ্ঠা ২৭৪) বলেন: "(ইস্তানসাতা) শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণকারী মজলিসের লোকদেরকে চুপ করিয়েছিল।" অনুরূপ বক্তব্য ফাতহুল মুগীস (৩/২৫৫), শারহুস সুয়ুতী (পৃষ্ঠা ২৫২) এবং ফাতহুল বাকি (২/১১০)-তেও রয়েছে।

(2) 'ইয়া' (ي) সংস্করণে 'বিসমিল্লাহ' (بسمِلا) মিমের নিচে কাসরা (كسرة) সহকারে রয়েছে, তবে 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'লাম', 'নুন', 'সিন' (ب, ج, د, هـ, و, ح, ل, ن, س) সংস্করণগুলোতে যা আছে তা এখানে প্রতিষ্ঠিত। ইবনুল আইনি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (পৃষ্ঠা ২৭৪) বলেন: "অতঃপর সে 'বিসমিল্লাহ' বলল, অর্থাৎ শ্রোতাদের মনোযোগ আকর্ষণকারী।"

অনুরূপ বক্তব্য ফাতহুল মুগীস (৩/২৫৫), শারহুস সুয়ুতী (পৃষ্ঠা ২৫২) এবং ফাতহুল বাকি (২/১১১)-তেও রয়েছে।

(3) 'ফা' (ف) সংস্করণে 'আল-হামদু ওয়াস-সালাতু' (والحمد والصلاة) ওয়াও (و) সহকারে রয়েছে, আর 'ওয়াও' (و) সংস্করণে 'ফাল-হামদা ফাস-সালাতা' (فالحمدَ فالصلاةَ) উভয় পদই নাসব (نصب) অবস্থায় রয়েছে, তবে 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'যা', 'হা', 'তা', 'লাম', 'নুন', 'সিন', 'আইন' (أ، ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ل، ن، س، ع) সংস্করণগুলোতে যা আছে তা এখানে প্রতিষ্ঠিত। সাখাবী (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল মুগীস (৩/২৫৫) এ বলেন: "অতঃপর এর পরে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক। অতঃপর এর পরে আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম।"

(4) 'ওয়াও' (و) সংস্করণে 'বিক্বাওলি' (بِقَولِ) রয়েছে, আর 'যা' (ز) ও 'কাফ' (ك) সংস্করণগুলোতে প্রথম অক্ষরটিতে নুকতা ছিল না। ইবনুল আইনি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (পৃষ্ঠা ২৭৪) বলেন: "(অতঃপর সে অগ্রসর হবে) অর্থাৎ মুহাদ্দিস শাইখের দিকে। সে তাকে বলবে: 'আপনি কাকে উল্লেখ করেছেন?' অর্থাৎ শাইখদের মধ্যে থেকে।" অনুরূপ বক্তব্য ফাতহুল মুগীস (৩/২৫৫)-তেও রয়েছে।

(5) অর্থাৎ, সে তার জন্য এই বলে দোয়া করবে: "আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন," অথবা "আল্লাহ তোমাকে সংশোধিত করুন।" দেখুন, নাযিমের শারাহ (২/২৮)।

706. لِأُمِّهِ؛ فَجَائِزٌ مَا لَمْ يَكُنْ ... يَكْرَهُهُ؛ كَابْنِ عُلَيَّةٍ[1] فَصُنْ

707. وَارْوِ فِي الإِمْلَا عَنْ شُيُوخٍ قَدِّمِ ... أَوْلَاهُمُ[2]، وَانْتَقِهِ[3] وَأَفْهِمِ

708. مَا فِيهِ مِنْ فَائِدَةٍ، وَلَا تَزِدْ[4] ... عَنْ كُلِّ شَيْخٍ فَوْقَ مَتْنٍ، وَاعْتَمِدْ

709. عَالِيَ إِسْنَادٍ قَصِيرَ مَتْنِ ... وَاجْتَنِبِ الْمُشْكِلَ خَوْفَ الْفَتْنِ

(1) في هـ: «عليّة»، وفي ي: بالفتح والجرِّ المُنوَّن معاً، والمثبت من ب، ج، د، و، ح، ل، ن، س، ع.

و «ابْنُ عُلَيَّة»: هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم، الأسدي مولاهم، أبو بِشر، البصري، ثقةٌ حافظٌ، (ت 193 هـ). تقريب التهذيب (416).

روى الخطيب في الجامع لأخلاق الرَّاوي وآداب السَّامع (2/ 79) عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: «سمعت أبي يقول ليحيى بن مَعين: يا أبا زكريَّا! بلغني أنَّك تقول: حدثنا إسماعيل ابن عُليَّة! فقال يحيى: نعم، أقولُ هكذا، قال أحمد: فلا تقله، قُل: إسماعيل بن إبراهيم؛ فإنَّه بلغني أنَّه كان يكرهُ أن يُنسَبَ إلى أمِّه، قال يحيى لأبي: قد قبلنا منك يا مُعلِّم الخير».

(2) في ط، ي، ف، وحاشية و، وضُرِب عليها: «أعلاهمُ»، وفي نسخة على حواشيهم: «أولاهمُ»، وقد صحَّح عليها النَّاظم في الحاشية، وهذا الوجه أولى في المعنى، فقد قال ابن العَينيّ رحمه الله في شرحه (ص 275): «(قَدِّمِ أَوْلَاهُمُ) في عُلوِّ الإسناد أو مِن وجهٍ آخر»، ونحوه في فتح المغيث (3/ 264)، وفتح الباقي (2/ 114).

(3) في هـ: «وانتقهُ» بسكون الهاء، والمثبت من ب، ج، د، و، ح، ط، ي، ل، ن.

(4) في د: «تزد» بالتَّاء والياء معاً.

قال ابن العينيّ رحمه الله في شرحه (ص 275): «(وَلَا تَزِدْ) في إملائك (عَنْ كلِّ شَيْخٍ فوقَ مَتْنٍ)»، ونحوه في فتح المغيث (3/ 266)، وفتح الباقي (2/ 115).

৭০৬. তার মায়ের দিকে (সম্পর্কিত করা হলে), তবে তা জায়েজ, যদি না তিনি তা অপছন্দ করেন; যেমন ইবনু উলাইয়্যা। সুতরাং রক্ষা করুন।

৭০৭. এবং শ্রুতিলেখন (ইমলা)-এর ক্ষেত্রে শায়খদের থেকে বর্ণনা করুন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠকে (বা অগ্রগণ্যকে) অগ্রাধিকার দিন, এবং তা নির্বাচন করুন ও বুঝিয়ে দিন।

৭০৮. তাতে যে উপকারিতা আছে, এবং প্রত্যেক শায়খের পক্ষ থেকে একটি মূলপাঠ (মতন)-এর অতিরিক্ত বৃদ্ধি করবেন না, এবং নির্ভর করুন।

৭০৯. উচ্চ সনদ (ইসনাদ) এবং সংক্ষিপ্ত মূলপাঠ (মতন)-এর উপর। এবং ফিতনার ভয়ে জটিল বিষয় পরিহার করুন।

---

(১) 'হা' (مخطوطة هـ) লিপিতে: 'উলাইয়্যাতা' (ফাতহা সহকারে) রয়েছে, এবং 'ইয়া' (مخطوطة ي) লিপিতে ফাতহা ও জার উভয়টি তানবীন সহকারে রয়েছে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'দাল', 'ওয়াও', 'হা', 'লাম', 'নুন', 'সিন', 'আইন' লিপিগুলো থেকে।

এবং 'ইবনু উলাইয়্যা' হলেন: ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম ইবনু মিকসাম, আসাদী, তাদের মুক্ত দাস, আবূ বিশর, বাসারী। তিনি বিশ্বস্ত হাফিয ছিলেন (মৃত্যু ১৯৩ হি.)। তাকরীবুত তাহযীব (৪১৬)।

আল-খাতীব 'আল-জামি' লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'' (২/৭৯) গ্রন্থে আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ ইবনু হাম্বাল থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন: ''আমি আমার পিতাকে ইয়াহইয়া ইবনু মা'ইনকে বলতে শুনেছি: 'হে আবূ যাকারিয়্যা! আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে আপনি বলেন: 'আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবনু উলাইয়্যা!' তখন ইয়াহইয়া বললেন: 'হ্যাঁ, আমি এভাবেই বলি।' আহমাদ বললেন: 'তবে এমনটি বলবেন না, বলুন: 'ইসমাঈল ইবনু ইবরাহীম'; কারণ আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে, তিনি তার মায়ের দিকে সম্পর্কিত হওয়া অপছন্দ করতেন।' ইয়াহইয়া আমার পিতাকে বললেন: 'হে কল্যাণের শিক্ষক, আমরা আপনার কথা মেনে নিলাম'।''

(২) 'ত্বা', 'ইয়া', 'ফা' (মুললিপি), এবং 'ওয়াও'-এর টীকায়, যা কেটে দেওয়া হয়েছে, তাতে আছে: 'আ'লাহুম' (তাদের উচ্চতর)। এবং তাদের টীকায় অন্য একটি লিপিতে আছে: 'আওলাহুম' (তাদের শ্রেষ্ঠ/অগ্রগণ্য)। আর গ্রন্থকার নিজেই টীকায় এটি (আওলাহুম) সংশোধন করেছেন। অর্থের দিক থেকে এই দিকটিই অধিকতর সঠিক। কেননা, ইবনুল আইনী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (পৃ. ২৭৫) এ বলেছেন: ''('তাদের শ্রেষ্ঠকে অগ্রাধিকার দাও' - অর্থাৎ) সনদের উচ্চতার দিক থেকে অথবা অন্য কোনো দিক থেকে।'' 'ফাতহুল মুগীস' (৩/২৬৪) এবং 'ফাতহুল বাকী' (২/১১৪)-তেও এর অনুরূপ উল্লেখ আছে।

(৩) ‘হা’ (মুললিপি) তে আছে: ‘ওয়াস্তাকিহ’ (হাতে সাকিন সহ)। এবং যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা ‘বা’, ‘জিম’, ‘দাল’, ‘ওয়াও’, ‘হা’, ‘ত্বা’, ‘ইয়া’, ‘লাম’, ‘নুন’ লিপিগুলো থেকে।
(৪) ‘দাল’ (মুললিপি) তে ‘তাজিদ’ (তা সহ) এবং ‘ইয়াজিদ’ (ইয়া সহ) উভয়ই রয়েছে।
ইবনুল আইনী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (পৃ. ২৭৫) এ বলেছেন: “(‘এবং বৃদ্ধি করো না’ - অর্থাৎ) আপনার শ্রুতিলেখন (ইমলা)-এর সময়, ‘প্রত্যেক শায়খের পক্ষ থেকে একটি মূলপাঠ (মতন)-এর অতিরিক্ত’।” ‘ফাতহুল মুগীস’ (৩/২৬৬) এবং ‘ফাতহুল বাকী’ (২/১১৫)-তেও এর অনুরূপ উল্লেখ আছে।

710. وَاسْتُحْسِنَ الْإِنْشَادُ فِي الْأَوَاخِرِ ... بَعْدَ الْحِكَايَاتِ مَعَ النَّوَادِرِ
711. وَإِنْ يُخَرِّجْ[1] لِلرُّوَاةِ مُتْقِنُ ... مَجَالِسَ الْإِمْلَاءِ فَهْوَ حَسَنُ
712. وَلَيْسَ بِالْإِمْلَاءِ حِينَ يَكْمُلُ ... غِنىً عَنِ الْعَرْضِ لِزَيْغٍ يَحْصُلُ[2]

(1) للتَّخريج عدة معاني، وهو في هذا الموطن بمعنى الانتقاء والانتخاب. شرح النَّاظم (2/ 37).

(2) كتب محمد بن عمَّار المالكي بخطِّه في حاشية و: «بلغ عرضاً وسماعاً من صدره صاحبه الفطن بحفظها، الشيخ جمال الدين عبد الله النابتي الشافعي عليَّ، بارك الله فيه.
وكتب: محمد بن عمار المالكي بمنزله المبارك بالمدرسة الناصرية بين القصرين من القاهرة المعزيّة، بتاريخ: يوم الأربعاء المبارك، الرابع عشر من جمادى الأخرى، عام تسع وثمان مئة - أتَمَّه الله بخير وسلام -».

710. এবং শেষে আবৃত্তি করাকে উত্তম মনে করা হয় ... বর্ণনাসমূহ ও দুর্লভ ঘটনাবলীর পর।

711. এবং যদি কোনো পারদর্শী ব্যক্তি বর্ণনাকারীদের জন্য[1] শ্রুতিলিখনের মজলিসসমূহ প্রস্তুত করে, তবে তা উত্তম।

712. এবং শ্রুতিলিখন পূর্ণ হলেও উপস্থাপনা (আরদ) থেকে তা অমুখাপেক্ষী হয় না, কারণ এতে বিচ্যুতি ঘটতে পারে।[2]

---

(1) তাখরিজ (التخريج)-এর একাধিক অর্থ রয়েছে, এবং এই স্থানে এর অর্থ হলো নির্বাচন ও বাছাই করা। বিন্যাসকারীর ব্যাখ্যা (২/৩৭)।

(2) মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার আল-মালিকী তাঁর হস্তাক্ষরে একটি টীকায় লিখেছেন: «এটি উপস্থাপনা (আরদ) ও শ্রবণ (সামা) হিসেবে এর বুদ্ধিমান সঙ্গী, এর সংরক্ষণকারী, শেখ জামালুদ্দীন আব্দুল্লাহ আন-নাবিতী আশ-শাফিঈ কর্তৃক আমার কাছে তার স্মৃতির উপর ভিত্তি করে পৌঁছেছে। আল্লাহ তাকে বরকত দিন।

এবং লিখেছেন: মুহাম্মাদ ইবনু আম্মার আল-মালিকী তাঁর বরকতময় বাসস্থানে, কায়রো আল-মু'ইযযিয়ার কাসরাইনের মধ্যবর্তী আন-নাসেরিয়া মাদ্রাসায়। তারিখে: বরকতময় বুধবার, জুমাদা আল-উখরা-এর চৌদ্দতম দিন, আটশো নয় হিজরী সাল। - আল্লাহ তা ভালোভাবে ও নিরাপদে সম্পন্ন করুন -»।

أَدَبُ[1] طَالِبِ الْحَدِيثِ

713. وَأَخْلِصِ النِّيَّةَ فِي طَلَبِكَا ... وَجِدَّ[2]، وَابْدَأْ بِعَوَالِي[3] مِصْرِكَا

714. وَمَا يُهِمُّ، ثُمَّ شُدَّ الرَّحْلَا ... لِغَيْرِهِ، وَلَا تَسَاهَلْ[4] حَمْلَا

715. وَاعْمَلْ بِمَا تَسْمَعُ فِي الْفَضَائِلِ ... وَالشَّيْخَ[5] بَجِّلْهُ، وَلَا تَثَاقَلِ[6]

---

(1) في ح، ع: «آدابُ». قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 117):
«(أَدَبُ)، وفي نسخةٍ: آدَابُ».

(2) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 347): «يجوز فيه كسر الجيم، من فعَل يفعِل بفتح العين في الماضي، وكسرها في المستقبل، وضمُّ الجيم، من فعَل يفعُل بضمِّها في المستقبل»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 274): «بكسر أوَّله».

(3) «عَوَالِي الإِسْنَاد»: هي الأسانيد التي تقلُّ فيها الوسائط بينَ الرَّاوي والنَّبيّ صلى الله عليه وسلم. شرح النَّاظم (2/ 39).

(4) في أ، ن: «ولا تُساهِل» بضمِّ التَّاء وكسر الهاء، والمثبت من د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ل، س.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 349): «هو فعلٌ مضارعٌ خُفِّف بإسقاط إحدى التَّاءَيْن؛ لأجل الوزن»، وقال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 120): «بفتح التَّاء».

(5) في ح: «والشيخُ» بالرَّفع، وفي ب، ز: بالنَّصب والرَّفع معاً، والمثبت من ج، د، هـ، و، ل، ن، س، ع. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 286): «بالنَّصْبِ؛ من باب الاشتِغال».

(6) في س: «ولا تثاقِلِ» بكسر القاف، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ي، ل، ن، ع.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 360): «أصله: تتثاقَل، فحذف تاء الثَّانية، أو حرَّكَها للوزن، فإن حُذِفت كان الجزء مخبوناً وهو أنسب لقافيةٍ قسيمةٍ، وإن سُكِّنت وأُدغِمت في الثَّاء لقُرْب المَخرج كان سالماً».

হাদিস শিক্ষার্থীর আদব[1]

৭১৩. তোমার অনুসন্ধানে নিয়ত বিশুদ্ধ করো... এবং কঠোর পরিশ্রম করো[2], আর তোমার শহরের উচ্চ সনদযুক্তদের[3] থেকে শুরু করো।

৭১৪. এবং যা গুরুত্বপূর্ণ, তারপর অন্যদের জন্য যাত্রা করো... আর (হাদিস) আহরণকে সহজ মনে করো না[4]।

৭১৫. এবং ফাযিলত সম্পর্কে যা শোনো, তদনুযায়ী আমল করো... আর শায়খকে[5] সম্মান করো, এবং অলসতা করো না[6]।

---

(1) 'হা' ও 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে: «آدابْ» (আদাবসমূহ - বহুবচন)। যাকারিয়া আল-আনসারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল বাকী (২/১১৭) গ্রন্থে বলেছেন: «(أَدَبْ)» (আদাব - একবচন), এবং একটি পাণ্ডুলিপিতে: «آدَابْ» (আদাবসমূহ - বহুবচন)।

(2) আল-বিকাঈ (রহ.) আন-নুকাত আল-ওয়াফিয়্যাহ (২/৩৪৬) গ্রন্থে বলেছেন: "এর জিম (ج)-এ কাসরা (যের) দেওয়া জায়েয, যা 'ফাআলা ইয়াফইলু' (فعَل يفعِل) - অতীতকালে 'আইন' অক্ষরে ফাতহা এবং বর্তমানে কাসরা (যের) - ক্রিয়ার ওযন (وزن) থেকে এসেছে; এবং জিম (ج)-এ দম্মা (পেশ) দেওয়াও জায়েয, যা 'ফাআলা ইয়াফউলু' (فعَل يفعُل) - বর্তমানে দম্মা (পেশ) - ক্রিয়ার ওযন (وزن) থেকে এসেছে।" আস-সাখাওয়ী (রহ.) ফাতহুল মুগিস (৩/২৭৪) গ্রন্থে বলেছেন: "এর প্রথম অক্ষরকে কাসরা (যের) দিয়ে।"

(3) «عَوَالِي الإِسْنَاد» (আওয়ালী আল-ইসনাদ - উচ্চ সনদ): এগুলি এমন সনদ যেখানে বর্ণনাকারী এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাঝে মধ্যস্থতাকারীর সংখ্যা কম। শারহুন্ নাযিম (২/৩৯)।

(4) 'আলিফ' ও 'নুন' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «ولا تُساهِل» (ওয়ালা তুসাহিল) - 'তা' (ت)-তে দম্মা (পেশ) এবং 'হা' (ه)-তে কাসরা (জের) দিয়ে; এবং যা গৃহীত হয়েছে তা 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ত্বা', 'ইয়া', 'লাম', 'সিন' পাণ্ডুলিপি থেকে। আল-বিকাঈ (রহ.) আন-নুকাত আল-ওয়াফিয়্যাহ (২/৩৪৯) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি একটি মুযারি' (مضارع - বর্তমান/ভবিষ্যৎ) ক্রিয়া যা ছন্দের (ওযন - وزن) প্রয়োজনে দুটি 'তা' (ت)-এর একটি বাদ দিয়ে হালকা করা হয়েছে।" যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.) ফাতহুল বাকী (২/১২০) গ্রন্থে বলেছেন: "'তা' (ت)-তে ফাতহা (যবর) দিয়ে।"

(5) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «والشيخُ» (ওয়াশ-শায়খু) রফ' (رفع - পেশ) দিয়ে; এবং 'বা', 'যা' পাণ্ডুলিপিতে নাসব (نصب - যবর) ও রফ' (رفع - পেশ) উভয়টি সহ; আর যা গৃহীত হয়েছে তা 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'লাম', 'নুন', 'সিন', 'আইন' পাণ্ডুলিপি থেকে। আস-সাখাওয়ী (রহ.)

ফাতহুল মুগিস (৩/২৮৬) গ্রন্থে বলেছেন: "নাসব (نصب - যবর) দিয়ে; 'ইশতিগাল' (الاشتغال) নামক ব্যাকরণগত অধ্যায় অনুযায়ী।"

(6) 'সিন' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «ولا تثاقِل» (ওয়ালা তাছাক্বিলি) - 'ক্বাফ' (ق)-এ কাসরা (জের) দিয়ে; আর যা গৃহীত হয়েছে তা 'জিম', 'দাল', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'নুন', 'আইন' পাণ্ডুলিপি থেকে। আল-বিকাঈ (রহ.) আন-নুকাত আল-ওয়াফিয়্যাহ (২/৩৬০) গ্রন্থে বলেছেন: "এর মূল রূপ হলো 'তাতাসাক্বালু' (تتثاقَلُ)। ছন্দের (ওযন - وزن) জন্য দ্বিতীয় 'তা' (ت) অক্ষরটি حذف (হাযফ - বাদ দেওয়া) করা হয়েছে অথবা এটিকে হরকত (স্বরচিহ্ন) দেওয়া হয়েছে। যদি এটি حذف করা হয়, তাহলে ছন্দটি 'মাখবুন' (مخبون) হবে, যা একটি সমতালিক ছন্দের জন্য অধিক উপযুক্ত; আর যদি এটিকে সাকিন (جزم - জযম) দিয়ে 'ছা' (ث) অক্ষরের সাথে কাছাকাছি উচ্চারণের কারণে ইদগাম (إدغام - ضم - মিলিত) করা হয়, তাহলে এটি 'সালিম' (سالم - ত্রুটিমুক্ত) হবে।"

716. عَلَيْهِ تَطْوِيلاً بِحَيْثُ يَضْجَرُ[1] ... وَلَا تَكُنْ[2] يَمْنَعُكَ[3] التَّكَبُّرُ

717. أَوِ الْحَيَا عَنْ طَلَبٍ، وَاجْتَنِبِ ... كَتْمَ السَّمَاعِ فَهْوَ لُؤْمٌ، وَاكْتُبِ

718. مَا تَسْتَفِيدُ[4] عَالِياً وَنَازِلَا ... لَا كَثْرَةَ[5] الشُّيُوخِ صِيتاً عَاطِلَا

719. وَمَنْ يَقُلْ: «إِذَا كَتَبْتَ قَمِّشِ ... ثُمَّ إِذَا رَوَيْتَهُ فَفَتِّشِ»[6]

720. فَلَيْسَ مِنْ ذَا، وَالْكِتَابَ[7] تَمِّمِ ... سَمَاعَهُ لَا تَنْتَخِبْهُ تَنْدَمِ

---

(1) في ج: «يضجُرُ» بضمّ الجيم، والمثبت من ب، د، هـ، و، ح، ل، ن، س.
و «يَضْجَرُ»: من باب (فعِل، يفعَل)، قال الرَّازيُّ رحمه الله في مختار الصحاح (ص 182): «وبابه: طَرِب»، وقال الزَّبيديُّ رحمه الله في تاج العروس (12/ 382): «ضَجِر منه، وبه: كفَرِح».

(2) في ن، س: «ولا يكن» بالياء، ولم ينقط في ز، ك، ع.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 290): «(وَلَا تَكُن) أيُّها الطَّالب (يَمْنَعُكَ التَّكَبُّرُ أَوِ الحَيَا)»، ونحوه في فتح الباقي (2/ 121).

(3) في ي: «يمنعَك» بالنَّصب، وفي د: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح، ط، ل، ن، س.

(4) في أ، ف: «يستفيد» بالياء، ولم ينقط الحرف الأول في ع.

(5) في و: «كثرةِ» بالجرِّ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز، ح، ي، ل، ن، س.

(6) قال ابن مَعِين رحمه الله كما في تهذيب الكمال (31/ 549): «إذا كتبتَ فقمِّش، وإذا حدَّثتَ ففتِّش»، وروى الخطيب في الجامع لأخلاق الرَّاوي (2/ 220) مثله عن أبي حاتم الرَّازي.

و «قَمَّشَ»: بمعنى: جمع الشَّيء من هاهنا وهاهنا. الصِّحاح (3/ 1016).

(7) في و: «والكتابُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز، ح، ي، ل، ن، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 300): «بالنَّصب».

716. তার (পাঠ) এত দীর্ঘ করো না যে সে বিরক্ত হয়ে যায়[1] ... আর এমন হয়ো না যে অহংকার[2] তোমাকে বাধা দেয়[3]

717. অথবা জ্ঞান অন্বেষণ থেকে লজ্জা (তোমাকে বাধা দেয়)। আর শোনা (বিদ্যা) গোপন করা পরিহার করো ... কারণ তা নীচতা। আর লেখো

718. যা তুমি উচ্চ ও নিম্ন (উভয় প্রকারের সূত্র থেকে) অর্জন করো[4] ... শুধু নিষ্ফল খ্যাতির জন্য বহু শায়েখের সান্নিধ্য নয়[5]

719. আর যে বলে: "যখন তুমি লেখো, তখন সবকিছু সংগ্রহ করো (কম্মিশ) ... তারপর যখন তুমি বর্ণনা করো, তখন পরীক্ষা করে নাও (ফাত্তিশ)"[6]

720. অতএব, (তোমার কাজ) এমনটা নয়, আর কিতাবের[7] শোনা পূর্ণ করো ... তা নির্বাচন করো না (অংশবিশেষ গ্রহণ করো না), (তাহলে) তুমি অনুতপ্ত হবে

(1) "জিম" (ج) সংস্করণে "ইয়াদজুরু" (يضجُرُ) লেখা হয়েছে "জিম"-কে দম্মা দিয়ে। আর "বা", "দাল", "হা", "ওয়াও", "হা", "লাম", "নুন", "সিন" (ب، د، هـ، و، ح، ل، ن، س) সংস্করণগুলোতে যা আছে তা-ই প্রতিষ্ঠিত (প্রচলিত)।

আর "ইয়াদজারু" (يَضْجَرُ) ক্রিয়াটি (فعِل, يفعَل) শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইমাম রাযী (রহ.) মুখতার আস-সিহাহ (পৃ. ১৮২)-এ বলেছেন: "এর বাপ (ক্রিয়াশ্রেণী) হলো: ত্বরিব (طَرِب)"। আর ইমাম জুবায়দী (রহ.) তাজুল আরুস (১২/ ৩৮২)-এ বলেছেন: "ضَجِرَ منه, وبه: কাফারাহা (كفَرِح)" - অর্থাৎ, 'ফারাহা' (فرِح) ক্রিয়ার মতো এর অর্থ 'বিরক্ত হওয়া'।

(2) "নুন" ও "সিন" (ن, س) সংস্করণগুলোতে "ইয়া" (ي) সহকারে "ওয়া লা ইয়াকুন" (ولا يكن) রয়েছে। আর "জা", "কাফ", "আইন" (ز, ك, ع) সংস্করণগুলোতে বর্ণটি অননুকৃত (অর্থাৎ, নুকতা ছাড়া) আছে।

ইমাম সাখাওয়ী (রহ.) ফাতহুল মুগীস (৩/ ২৯০)-এ বলেছেন: "(ওহে শিক্ষার্থী, অহংকার অথবা লজ্জা যেন তোমাকে বাধা না দেয়)।" ফাতহুল বাকী (২/ ১২১)-তেও এর অনুরূপ রয়েছে।

(3) "ইয়া" (ي) সংস্করণে "ইয়ামনা'আকা" (يمنعَك) নাসব (ফাতহা) সহকারে রয়েছে। আর "দাল" (د) সংস্করণে রাফা (দম্মা) ও নাসব (ফাতহা) উভয় সহকারে রয়েছে। আর "আলিফ", "বা", "জিম", "হা", "ওয়াও", "জা", "হা", "তা", "লাম", "নুন", "সিন" (أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح، ط، ل، ن، س) সংস্করণগুলোতে যা আছে তা-ই প্রতিষ্ঠিত (প্রচলিত)।

(4) "আলিফ" ও "ফা" (أ, ف) সংস্করণগুলোতে "ইয়া" (ي) সহকারে "ইয়াস্তাফীদ" (يستفيد) রয়েছে। আর "আইন" (ع) সংস্করণে প্রথম অক্ষরটি অননুকৃত (অর্থাৎ, নুকতা ছাড়া) আছে।

(5) "ওয়াও" (و) সংস্করণে "কাসরাতি" (كثرةٍ) জার (কাসরা) সহকারে রয়েছে। আর "বা", "জিম", "দাল", "হা", "জা", "হা", "ইয়া", "লাম", "নুন", "সিন" (ب، ج، د، هـ، ز، ح، ي، ل، ن، س) সংস্করণগুলোতে যা আছে তা-ই প্রতিষ্ঠিত (প্রচলিত)।

(6) ইমাম ইবন মা'ঈন (রহ.) তাহযীবুল কামাল (৩১/ ৫৪৯)-এ বলেছেন: "যখন তুমি লেখো, তখন সবকিছু সংগ্রহ করো (فتِّش), আর যখন তুমি বর্ণনা করো, তখন পরীক্ষা করে নাও (فتِّش)।" খতিব বাগদাদী জামিউল আখলাকির রাবী (২/ ২২০)-তে আবু হাতিম রাযী থেকেও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

আর "ক্বাম্মাশা" (قَمَّشَ)-এর অর্থ হলো: এখান থেকে এবং ওখান থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ করা। আস-সিহাহ (৩/ ১০১৬)।

(7) "ওয়াও" (و) সংস্করণে "ওয়াল কিতাবু" (والكتابُ) রাফা (দম্মা) সহকারে রয়েছে। আর "বা", "জিম", "দাল", "হা", "জা", "হা", "ইয়া", "লাম", "নুন", "সিন", "ফা" (ب، ج، د، هـ، ز، ح، ي، ل، ن، س, ف) সংস্করণগুলোতে যা আছে তা-ই প্রতিষ্ঠিত (প্রচলিত)।

ইমাম সাখাওয়ী (রহ.) ফাতহুল মুগীস (৩/ ৩০০)-এ বলেছেন: "নাসব (ফাতহা) সহকারে।"

721. وَإِنْ يَضِقْ[1] حَالٌ عَنِ اسْتِيعَابِهِ ... لِعَارِفٍ أَجَادَ فِي انْتِخَابِهِ

722. أَوْ قَصُرَ: اسْتَعَانَ ذَا حِفْظٍ، فَقَدْ ... كَانَ مِنَ الْحُفَّاظِ مَنْ لَهُ يُعَدّْ

723. وَعَلَّمُوا فِي الْأَصْلِ: إِمَّا خَطَّا ... أَوْ هَمْزَتَيْنِ أَوْ بِصَادٍ أَوْ طَا[2]

724. وَلَا تَكُنْ مُقْتَصِراً أَنْ تَسْمَعَا ... وَكَتْبَهُ[3] مِنْ دُونِ فَهْمٍ نَفَعَا

725. وَاقْرَأْ كِتَاباً فِي عُلُومِ الْأَثَرِ ... كَـ «ابْنِ الصَّلَاحِ» أَوْ كَـ «ذَا الْمُخْتَصَرِ»[4]

726. وَبِـ «الصَّحِيحَيْنِ» ابْدَأَنْ ثُمَّ «السُّنَنْ» ... وَ «الْبَيْهَقِيْ»[5] ضَبْطاً وَفَهْماً، ثُمَّ ثَنّْ

727. بِمَا اقْتَضَتْهُ حَاجَةٌ مِنْ «مُسْنَدِ ... أَحْمَدَ» وَ «الْمُوَطَّإِ» الْمُمَهَّدِ

---

(1) في ن: «تضق» بالتَّاء، ولم ينقط في ز، ط، ك، ع.

(2) في ف: «ظا» بالإعجام، وهو وهم.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 303): «مُهْمَلة، مَمْدُودة».

وهنا انتهى الخرم في نسخة م.

(3) في ج، م: «كتبُهُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ن، س، ع، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 51): «منصوبٌ عطفاً على محلِّ (أَنْ) المَصْدريَّةِ».

(4) يريد هذا النَّظم. شرح النَّاظم (2/ 51).

(5) يريد كتاب السنن الكبرى للبيهقي. شرح النَّاظم (2/ 52).

৭২১. যদি তা আত্মস্থ করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি সংকীর্ণ হয় ... তবে এমন জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য যিনি তা নির্বাচনে পারদর্শী হয়েছেন।

৭২২. অথবা যদি ঘাটতি হয়, তবে স্মরণশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্য নেবে, ... কারণ এমন বহু হাফিয (স্মৃতিতে ধারণকারী) ছিলেন যাদেরকে এ কাজের জন্য প্রস্তুত করা হতো।

৭২৩. এবং তারা মূল পাণ্ডুলিপিতে চিহ্নিত করতেন হয় রেখা দ্বারা, ... অথবা দুটি হামযা দ্বারা, অথবা সীন (ص) অথবা ত্বা (ط) দ্বারা।[২]

৭২৪. এবং তুমি শুধু শোনাতে সীমাবদ্ধ থেকো না, ... আর বোঝা ব্যতীত লেখা[৩] (কোনো) উপকার করবে না।

৭২৫. এবং তুমি হাদীসশাস্ত্রের (উলুমুল আছার) কোনো কিতাব পড়ো, ... যেমন 'ইবনুস সালাহ' অথবা 'এই সংক্ষিপ্ত কিতাব' (এর মতো কিছু)।[৪]

৭২৬. এবং 'সহীহাইন' (বুখারী ও মুসলিম) দ্বারা শুরু করো, তারপর 'সুনান' গ্রন্থসমূহ, ... এবং বায়হাক্বী (রহঃ)-কে শুদ্ধতা ও বুঝের সাথে (পড়ো), তারপর (যা প্রয়োজন তা) অনুসরণ করো।[৫]

৭২৭. যা প্রয়োজনের দাবি করে, 'মুসনাদে আহমাদ' ... এবং 'আল-মুওয়াত্ত্বা আল-মুমাহহাদ' (গ্রন্থ) থেকে।

---

(১) 'নুন' (ن) পাণ্ডুলিপিতে 'তা' (ت) অক্ষরের সাথে 'তাদিক্ব' (تضق) রয়েছে। আর 'যা' (ز), 'ত্বা' (ط), 'কাফ' (ك), 'আইন' (ع) পাণ্ডুলিপিগুলোতে এটি অক্ষরবিহীন ছিল।

(২) 'ফা' (ف) পাণ্ডুলিপিতে এটি 'যা' (ظ) ই'জাম (বিন্দুসহ) লেখা হয়েছে, যা একটি ভুল। সাখাভী (রহঃ) 'ফাতহুল মুগীস' (৩/৩০৩) গ্রন্থে বলেছেন: 'বিন্দুহীন, দীর্ঘায়িত'। আর এখানে 'মীম' (م) পাণ্ডুলিপিতে ছেদ সমাপ্ত হয়েছে।

(৩) 'জীম' (ج) এবং 'মীম' (م) পাণ্ডুলিপিতে 'কাতাবুহু' (كَتَبُهُ) রফা (উত্তোলন) অবস্থায় রয়েছে। আর 'বা' (ب), 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'ত্বা' (ط), 'ইয়া' (ي), 'কাফ' (ك),

'লাম' (ل), 'নুন' (ن), 'সীন' (س), 'আইন' (ع), 'ফা' (ف) পাণ্ডুলিপি থেকে বর্তমান পাঠ প্রতিষ্ঠিত। নাজিম (রহঃ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (২/৫১) বলেছেন: 'এটি ক্রিয়াবিশেষ্য 'আন' (أَنْ) এর স্থানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে নাসব অবস্থায় রয়েছে'।

(৪) এর দ্বারা এই نظم (কবিতা) বোঝানো হয়েছে। নাজিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/৫১)।

(৫) এর দ্বারা বায়হাক্বী (রহঃ)-এর 'আস-সুনানুল কুবরা' কিতাবকে বোঝানো হয়েছে। নাজিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/৫২)।

728. وَعِلَلٍ؛ وَخَيْرُهَا لِـ «أَحْمَدَا»[1] ... وَ «الدَّارَقُطْنِيْ»، وَالتَّوَارِيخِ[2] غَدَا

729. مِنْ خَيْرِهَا «الْكَبِيرُ» لِلْجُعْفِيّ[3] ... وَ «الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» لِلرَّازِيّ

730. وَكُتُبِ[4] الْمُؤْتَلِفِ الْمَشْهُورِ ... وَالْأَكْمَلُ «الْإِكْمَالُ» لِلْأَمِيرِ[5]

731. وَاحْفَظْهُ[6] بِالتَّدْرِيجِ، ثُمَّ ذَاكِرِ ... بِهِ، وَالِاتْقَانَ اصْحَبَنْ، وَبَادِرِ[7]

---

(1) يريد كتاب «العلل ومعرفة الرِّجال» للإمام أحمد، وله عدَّة روايات؛ أشهرها: رواية ابنه عبد الله، وهو مطبوع.

(2) في ج: «والتواريخُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، و، ط، ل، م، ن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 312): «(وَ) كذا اعتنِ بما اقتضتْهُ حاجةٌ من كتبِ (التَّوَارِيخِ)»، ونحوه في فتح الباقي (2/ 129)، وقال محمد بن قاسم الغزّي رحمه الله في حاشيته على شرح النَّاظم (137/ أ): «قوله: (وعِلَلٍ): هو على حذف مضافٍ، أي: كتب علل، وكذا (التَّواريخِ)».

(3) يريد «التَّاريخ الكبير» للبخاري، وهو مطبوع.

(4) في ج، د، م، س: «وكتبُ» بالرَّفع، وفي أ: «وكَتْب» بفتح الكاف وسكون التَّاء، وبه ينكسر الوزن، والمثبت من هـ، و، ز، ط، ي، ل، ن، ع.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 314): «(وَ) كذا اعتنِ بما تقتضيه الحاجةُ مِن (كُتُبِ المُؤْتَلِفِ)»، ونحوه في فتح الباقي (2/ 130).

(5) يريد كتاب «الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» لابن ماكولا، وهو مطبوع.

و «ابْن مَاكُولا»: هو: أبو نصر علي بن هبة الله بن علي بن جعفر، المعروف بابن ماكولا، الأمير، الحافظ، (ت 475 هـ). ذيل تاريخ بغداد لابن النَّجَّار (19/ 169)، وسير أعلام النُّبلاء (18/ 569).

(6) في ي: «واحفظ»، وبه ينكسر الوزن.

(7) في ي: «وبادرْ» بسكون الرَّاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ز، ح، ط، ل، م، ن، س.

---

১২৮. এবং ইলল (ত্রুটি সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী); আর সেগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো আহমাদের (গ্রন্থ)[1] ... এবং দারাকুতনির (গ্রন্থ), আর ইতিহাস গ্রন্থাবলীও[2] (গুরুত্বপূর্ণ) হয়েছে।

১২৯. সেগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো জা'ফি (বুখারী)-এর 'আল-কাবির'[3] ... এবং রাযীর 'আল-জারহু ওয়াত তা'দিল'।

১৩০. এবং প্রসিদ্ধ 'মু'তাল্লিফ' গ্রন্থাবলী[4] ... আর সর্বশ্রেষ্ঠ হলো আমিরের 'আল-ইকমাল'[5]।

১৩১. আর এটিকে[6] ধীরে ধীরে মুখস্থ করো, অতঃপর তা নিয়ে আলোচনা করো ... এবং সুনিপুণতা অবলম্বন করো, আর দ্রুত এগিয়ে যাও[7]।

---

(1) এখানে ইমাম আহমাদ-এর 'আল-ইলল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল' (العلل ومعرفة الرِّجال) গ্রন্থটি বোঝানো হয়েছে। এর বেশ কয়েকটি বর্ণনা রয়েছে; তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হলো তাঁর পুত্র আবদুল্লাহ-এর বর্ণনা, আর এটি মুদ্রিত।

(2) 'জীম' (ج) কপিতে 'ওয়াত তাওয়ারিখু' (التواريخُ) রফ' (উচ্চস্বর) সহকারে এসেছে, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'বা' (ب), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'ত্বা' (ط), 'লাম' (ل), 'মিম' (م), 'নুন' (ن) কপি থেকে।

ইমাম সাখাবী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (فتح المغيث) (৩/৩১২) গ্রন্থে বলেছেন: 'এবং একইভাবে ইতিহাস গ্রন্থাবলীর (التَّوَارِيخِ) যেগুলোর প্রয়োজন হয়, সেগুলোর প্রতি যত্নবান হও।' 'ফাতহুল বাকী' (فتح الباقي) (২/১২৯) গ্রন্থেও অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে। মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-গাজ্জী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহুন নাযিম' (شرح النَّاظم)-এর টীকায় (১৩৭/আ) বলেছেন: 'তাঁর উক্তি (وعِلَلٍ) হলো মুযাফ বিলোপ করে (অর্থাৎ, অতিরিক্ত শব্দ বাদ দিয়ে), মানে 'ইলল সংক্রান্ত গ্রন্থাবলী', এবং একইভাবে (التَّوَارِيخِ)-ও।'

(3) এখানে বুখারী-এর 'আত-তারীখুল কাবীর' (التَّاريخ الكبير) গ্রন্থটি বোঝানো হয়েছে, আর এটি মুদ্রিত।

(4) 'জীম' (ج), 'দাল' (د), 'মিম' (م), 'সীন' (س) কপিতে 'ওয়া কুতুবু' (وكتبُ) রফ' (উচ্চস্বর) সহকারে এসেছে। আর 'আলিফ' (أ) কপিতে 'ওয়া কাত্ব' (وكَتْبِ) কাফ-এর ফাতাহ (যবর) এবং তা-এর সুকুন (যযম) সহকারে এসেছে, যার দ্বারা কবিতার ছন্দ ভঙ্গ হয়। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'ত্বা' (ط), 'ইয়া' (ي), 'লাম' (ل), 'নুন' (ن), 'আইন' (ع) কপি থেকে।

(5) এখানে ইবন মাকুলা-এর 'আল-ইকমাল ফি রাফ'ইল ইর্তিয়াব আনিল মু'তাল্লিফ ওয়াল মুখতালিফ ফিল আসমা ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব' (الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب) গ্রন্থটি বোঝানো হয়েছে, আর এটি মুদ্রিত।

আর 'ইবন মাকুলা' (ابْن مَاكُولا) হলেন: আবু নাসর আলী ইবন হিবাতুল্লাহ ইবন আলী ইবন জা'ফর, যিনি ইবন মাকুলা নামে পরিচিত, আল-আমীর, আল-হাফিজ। (মৃত্যু ৪৭৫ হিজরি)। তথ্যসূত্র: ইবনুন নাজ্জার-এর 'যাইলু তারীখ বাগদাদ' (ذيل تاريخ بغداد) (১৯/১৬৯), এবং 'সিয়ারু আ'লামিন নুব্বালা' (سير أعلام النُّبلاء) (১৮/৫৬৯)।

(6) 'ইয়া' (ي) কপিতে 'ওয়াহফায' (واحفظ) এসেছে, যার দ্বারা কবিতার ছন্দ ভঙ্গ হয়।

(7) 'ইয়া' (ي) কপিতে 'ওয়া বাদির' (وبادر) রা'-এর সুকুন (যযম) সহকারে এসেছে। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'জীম' (ج), 'দাল' (د), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'ত্বা' (ط), 'লাম' (ل), 'মিম' (م), 'নুন' (ن), 'সীন' (س) কপি থেকে।

732. إِذَا تَأَهَّلْتَ إِلَى التَّأْلِيفِ ... تَمْهَرْ وَتُذْكَرْ، وَهُوَ فِي التَّصْنِيفِ

733. طَرِيقَتَانِ: جَمْعُهُ أَبْوَابَا ... أَوْ مُسْنَداً تُفْرِدُهُ[1] صِحَابَا

734. وَجَمْعُهُ مُعَلَّلاً كَمَا فَعَلْ ... يَعْقُوبُ[2] أَعْلَى رُتْبَةً، وَمَا كَمَلْ

735. وَجَمَعُوا أَبْوَاباً اوْ شُيُوخاً اوْ ... تَرَاجِماً[3] أَوْ[4] طُرُقاً، وَقَدْ رَأَوْا

736. كَرَاهَةَ الْجَمْعِ لِذِي تَقْصِيرِ ... كَذَاكَ الإِخْرَاجُ بِلَا تَحْرِيرِ

---

(1) قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 388): «و (تُفْرِدَه): منصوبٌ عطفاً على (جمعُهُ)؛ نحو: للُبْس عباءَةٍ وتقرَّ عيني»، وقال محمد بن قاسم الغزِّي رحمه الله في حاشيته على شرح النَّاظم (137/ ب): «قوله: (تُفرِده): هو بالرَّفع، وقيل: بالنَّصب».

(2) هو: الحافظ يعقوب بن شيبة، صنَّف مسنداً كبيراً مُعلَّلاً، ولم يُكمِله، ولم يُوجَد منه إلَّا القليل. شرح النَّاظم (2/ 56).

(3) في ج: «تراجُماً» بضمِّ الجيم، والمثبت من ب، د، هـ، و، ح، ي، ل، م، ن.

(4) في ح، ع: «او» بهمزة الوصل، وبه ينكسر الوزن.

৭৩২. যখন তুমি রচনার (তা'লীফ) জন্য উপযুক্ত হও ... তখন তুমি পারদর্শী হবে ও স্মরণীয় হবে, আর তা (অর্থাৎ রচনা বা গ্রন্থনা) শ্রেণিবিন্যাসের (তাসনীফ) ক্ষেত্রে।

৭৩৩. দুটি পদ্ধতি (রয়েছে): সেগুলোকে অধ্যায়গুলিতে সংকলন করা ... অথবা মুসনাদ (হাদীস সংকলনের একটি পদ্ধতি) হিসেবে, যেখানে তুমি সাহাবীদের (বর্ণনা) আলাদা করবে।[১]

৭৩৪. আর সেগুলোকে 'মুআল্লাল' (দোষযুক্ত হাদীস চিহ্নিত করে) হিসেবে সংকলন করা, যেমনটি ইয়াকুব (ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ) করেছিলেন, তা সর্বোচ্চ মর্যাদার, কিন্তু তা সম্পূর্ণ হয়নি।[২]

৭৩৫. এবং তারা সংকলন করেছেন অধ্যায়গুলিতে, অথবা শায়খদের (বর্ণনা) অনুসারে, অথবা জীবনী (তারাজিম) অনুসারে[৩] অথবা[৪] সনদ (তরীক) অনুসারে। আর তারা দেখেছেন,

৭৩৬. ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির জন্য (হাদীস) সংকলন করা অপছন্দনীয় (মাকরুহ), ... তেমনই, যাচাই-বাছাই (তাহরীর) ছাড়া প্রকাশ করাও (অপছন্দনীয়)।

---

(১) আল-বিকাঈ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (২/৩৮৮) গ্রন্থে বলেছেন: "এবং (تُفْرِدَهُ) শব্দটি (جمعُهُ)-এর উপর আতফ (ক্রিয়াকে ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করা) হয়ে মানসুব (ফাতহাযুক্ত) হয়েছে; যেমন: 'লিলুবসি আবাআতিন ওয়া তাকর্রা আইনিন' (চাদর পরিধানের জন্য এবং আমার চোখ জুড়ানোর জন্য)।" এবং মুহাম্মাদ বিন কাসিম আল-গাজ্জী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'শারহুন নাযিম' (১৩৭/ব) এর উপর তার হাশিয়াত (টীকা) গ্রন্থে বলেছেন: "তাঁর উক্তি: (تُفرِدَهُ): এটি রফ' (পেশযুক্ত) হবে, এবং বলা হয়েছে: নাসব (ফাতহাযুক্ত) হবে।"

(২) তিনি হলেন: হাফিয ইয়াকুব ইবনে শাইবাহ। তিনি একটি বিশাল 'মুসনাদ' (হাদীস সংকলন) রচনা করেছিলেন যা 'মুআল্লাল' (ত্রুটিযুক্ত হাদীস চিহ্নিত করে) ছিল, কিন্তু তিনি তা সম্পন্ন করতে পারেননি, এবং তার থেকে খুব সামান্যই পাওয়া যায়। শারহুন নাযিম (২/৫৬)।

(৩) পাণ্ডুলিপি 'জিম' (ج)-এ 'জিম' (ج)-এর পেশ (দম্মা) সহ 'তরাজুম' (تراجُماً) পাঠটি রয়েছে, আর এখানে যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা 'বা' (ب), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'হা' (ح), 'ইয়া' (ي), 'লাম' (ل), 'মীম' (م), 'নুন' (ن) পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে গৃহীত।

(৪) পাণ্ডুলিপি 'হা' (ح) এবং 'আইন' (ع)-এ 'হামজাতুল ওয়াসল' (সংযোগসূচক হামযাহ) সহ 'আও' (او) পাঠ রয়েছে, আর এর দ্বারা ছন্দ (ওজন) নষ্ট হয়।

737. وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ[1]، وَقَدْ ... فَضَّلَ بَعْضٌ النُّزُولَ[2]، وَهْوَ رَدُّ

738. وَقَسَّمُوهُ خَمْسَةً: فَالْأَوَّلُ ... قُرْبٌ مِنَ الرَّسُولِ؛ وَهْوَ الْأَفْضَلُ

739. إِنْ صَحَّ الإِسْنَادُ، وَقِسْمُ[3] الْقُرْبِ ... إِلَى إِمَامٍ، وَعُلُوٌّ[4] نِسْبِي[5]

740. بِنِسْبَةٍ لِلْكُتُبِ السِّتَّةِ؛ إِذْ ... يَنْزِلُ مَتْنٌ مِنْ طَرِيقِهَا أُخِذْ

741. فَإِنْ يَكُنْ فِي شَيْخِهِ قَدْ وَافَقَهْ ... مَعَ عُلُوٍّ فَهْوَ: «الْمُوَافَقَهْ»

---

(1) قال الإمام أحمد رحمه الله كما في الجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 123): «طلب الإسناد العالي سنَّةٌ عمَّن سلف».

(2) انظر: المُحدِّث الفاصل (ص 216)، والجامع لأخلاق الرَّاوي (1/ 115).

(3) في و: «وقسمِ» بالجرِّ، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ح، ل، م، ن، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 342): «(وَ) الثَّاني من الأقسام: علوٌّ نسبيٌّ، وهو (قِسْمُ القُرْبِ)»، ونحوه في شرح السُّيوطيّ (ص 265)، وفتح الباقي (2/ 139).

(4) في هـ: «وعلوّ» بالجرِّ والإضافة، وفي ح: «وعلوٍّ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من أ، ب، د، و، ز، ط، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

(5) في هـ، و: «النسبي» بالتَّعريف، وفي ج: «نسبي» بكسر النُّون وفتحها، والضَّبط المثبت من د، ز، ح، ط، ل، م، ن، س، ف.

قال الرَّازيُّ رحمه الله في مختار الصحاح (ص 309): «و (النسبة) بكسر النُّون وضمِّها».

উচ্চ ও নিম্ন সনদ

৭৩৭. উচ্চ সনদ অন্বেষণ করা সুন্নাহ[1], অথচ কেউ কেউ নিম্ন সনদকে প্রাধান্য দিয়েছে, আর তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

৭৩৮. এবং তারা একে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেছেন: প্রথমটি হলো রাসূলের নিকটবর্তীতা; আর এটিই সর্বোত্তম।

৭৩৯. যদি সনদ সহীহ হয়, (দ্বিতীয়টি হলো) ইমামের নিকটবর্তীতার প্রকার, যা একটি আপেক্ষিক উচ্চতা[3]।

৭৪০. ছয়টি হাদীস গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে; কেননা তার (গ্রন্থের) সূত্র থেকে গৃহীত মূল পাঠ (অন্যের তুলনায়) নিম্নগামী হয়।

৭৪১. যদি কোনো বর্ণনাকারী তার শায়খের (শিক্ষকের) ক্ষেত্রে (গ্রন্থের লেখকের সাথে) উচ্চতার সাথে মিলে যান, তবে তা হলো: «মুওয়াফাকাহ»।

---

(1) ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) যেমনটি আল-জামেʿ লি-আখলাক্বির রাবী (১/১২৩)-তে বলেছেন: "উচ্চ ইসনাদ (সনদ) অন্বেষণ পূর্ববর্তী আলেমদের একটি সুন্নাহ।"

(2) দেখুন: আল-মুহাদ্দিসুল ফাসিল (পৃ. ২১৬), এবং আল-জামেʿ লি-আখলাক্বির রাবী (১/১১৫)।

(3) 'ওয়াও' (و) লিপিতে "ওয়াক্বিসমি" (وقسمِ) জার (কর্মকারক)-এর সাথে রয়েছে। তবে নিশ্চিত করা হয়েছে 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'হা', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সিন', 'ফা' থেকে।

ইমাম সাখাওয়ী (রহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল মুগিস (৩/৩৪২)-এ বলেছেন: "(এবং) প্রকারভেদগুলোর মধ্যে দ্বিতীয়টি হল: আপেক্ষিক উচ্চতা, আর এটি হলো (নিকটবর্তীতার প্রকার)।" এবং অনুরূপ বর্ণনা শারহুস সুয়ুতী (পৃ. ২৬৫) এবং ফাতহুল বাকী (২/১৩৯)-তেও আছে।

(4) 'হা' (ه) লিপিতে "ওয়া 'উলুউই" (وعلوِّ) জার (কর্মকারক) ও ইযাফাত (সম্বন্ধ) সহকারে রয়েছে। এবং 'হা' (ح) লিপিতে "ওয়া 'উলুউইন" (وعلوٍّ) তানবীনযুক্ত জার (কর্মকারক) সহকারে রয়েছে। তবে নিশ্চিত করা হয়েছে 'আলিফ', 'বা', 'দাল', 'ওয়াও', 'যা', 'ত্বা', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সিন', 'আইন', 'ফা' থেকে।

(5) 'হা' (ه) ও 'ওয়াও' (و) লিপিতে "আন-নিসবি" (النسبي) নির্দিষ্টবাচক (التعريف) সহকারে রয়েছে। এবং 'জিম' (ج) লিপিতে "নিসবি" (نسبي) নুনের নিচে কাসরা (كسرة) ও ফাতহা (فتحة) উভয় সহকারে রয়েছে। তবে সঠিক উচ্চারণ যা নিশ্চিত করা হয়েছে তা হল 'দাল', 'যা', 'হা', 'ত্বা', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সিন', 'ফা' থেকে।

ইমাম রাযী (রহিমাহুল্লাহ) মুখতারুস সিহাহ (পৃ. ৩০৯)-এ বলেছেন: "এবং (আন-নিসবাহ) নুনের নিচে কাসরা ও দম্মা (ضمّة) উভয় সহকারে (উচ্চারিত হতে পারে)।"

742. أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَاكَ فَـ «الْبَدَلْ» ... وَإِنْ يَكُنْ سَاوَاهُ عَدّاً قَدْ حَصَلْ

743. فَهُوَ: «الْمُسَاوَاةُ»، وَحَيْثُ رَاجَحَهْ ... الْأَصْلُ بِالْوَاحِدِ فَـ «الْمُصَافَحَهْ»

744. ثُمَّ عُلُوٌّ قِدَمِ الْوَفَاةِ ... أَمَّا الْعُلُوُّ لَا مَعَ الْتِفَاتِ

745. لِآخَرٍ[1] فَقِيلَ: لِلْخَمْسِينَا ... أَوِ الثَّلَاثِينَ مَضَتْ سِنِينَا

746. ثُمَّ عُلُوٌّ قِدَمِ السَّمَاعِ ... وَضِدُّهُ النُّزُولُ كَالْأَنْوَاعِ

747. وَحَيْثُ ذُمَّ فَهُوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ ... وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ[2]

---

(1) في ج: «لآخِرٍ» بكسر الخاء، وفي و: «لآخِرَ» بكسر الخاء وفتح الرَّاء، والمثبت من ب، د، هـ، ح، ط، ي، ل، م، ن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (3/ 355): «بالصرف للضرورة».

(2) في ع: «النظير»، وهو تصحيف.

وفي حاشية أ: «بلغ».

742. অথবা তার শাইখের শাইখের (বর্ণনা) অনুরূপ (পেলে, তাকে) «বাদাল» (البَدَل - বিকল্প) বলে। আর যদি (সনদের রাবীর) সংখ্যায় (মূল সনদের) সমান হয়।

743. তবে তা «মুসাওয়াত» (المُسَاوَاة - সমতা) নামে পরিচিত। আর যখন মূল (সনদ) একটি (রাবী কম হওয়ার কারণে) এর (বদলি সনদের) চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে, তখন তা «মুসাফাহা» (المُصَافَحَة - করমর্দন) নামে পরিচিত।

744. অতঃপর (বর্ণনাকারীর) প্রাচীন মৃত্যু (তারিখের কারণে) উচ্চতা (عُلُوّ)। পক্ষান্তরে সেই উচ্চতা (عُلُوّ), যা অন্য কোনো বিষয় বিবেচনা ছাড়াই (পাওয়া যায়)।

745. অন্য কিছুর প্রতি লক্ষ্য না রেখে।[1] তখন বলা হয়েছে: (এটি সেই সনদ যা) পঞ্চাশ বছর অথবা ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার (পরও বর্ণিত হয়)।

746. অতঃপর (বর্ণনাকারীর) প্রাচীন শ্রবণের (তারিখের কারণে) উচ্চতা (عُلُوّ)। আর এর বিপরীত হলো নিম্নতা (نُزُول), যেমন (উচ্চতার) বিভিন্ন প্রকার রয়েছে।

747. আর যেখানে তা নিন্দনীয়, সেখানে তা যা (ত্রুটি) সংশোধন করা হয়নি। আর সঠিক (মত) হলো, (এই) উচ্চতা (عُلُوّ) পর্যবেক্ষণে (গুরুত্বপূর্ণ)।[2]

---

(1) 'জিম' (ج) সংস্করণে: 'লাআখিরিন' (لآخِرٍ) 'খা' (خ) হরফে কাসরা (জের) সহকারে। আর 'ওয়াও' (و) সংস্করণে: 'লাআখিরা' (لآخِرَ) 'খা' (خ) হরফে কাসরা (জের) এবং 'রা' (ر) হরফে ফাতহা (জবর) সহকারে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা হল 'বা' (ب), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'হা' (ح), 'ত্বা' (ط), 'ইয়া' (ي), 'লাম' (ل), 'মিম' (م), 'নুন' (ن) সংস্করণ থেকে। ইমাম সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগিস' (৩/৩৫৫) গ্রন্থে বলেছেন: "ব্যাকরণিক প্রয়োজনে (তানকিন সহকারে পঠিত)।"

(2) 'আইন' (ع) সংস্করণে: 'আন-নাযীর' (النظير) আছে, যা একটি ভুল পাঠ (তাসহীফ)। আর 'আলিফ' (أ) এর টীকায় রয়েছে: 'বালাগ' (بلغ)।

الْغَرِيبُ وَالْعَزِيزُ وَالْمَشْهُورُ

748. وَمَا بِهِ مُطْلَقاً الرَّاوِي انْفَرَدْ ... فَهُوَ «الْغَرِيبُ»، وَابْنُ مَنْدَةٍ[1] فَحَدّْ

749. بِالِانْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ[2] ... حَدِيثُهُ، فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ[3]

750. مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَـ «الْعَزِيزُ»، أَوْ ... فَوْقُ[4] فَـ «مَشْهُورٌ»[5]، وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا

---

(1) في ب، هـ، ف: «مندة» بفتح التَّاء، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ل، م، س، ع.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 5): «بالصَّرف للضَّرورة».

(2) في س: «يجمع» بفتح الياء وضمِّها، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، ن، ف.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 439): «ممَّن هو في جلالته في إمامته وكثرة حديثه بحيثُ يُجمَعُ حديثه، وإن لم يُجمَع بالفعل».

(3) في ز: «يَتْبَعُ» بفتح الياء، وفي ي: «يُتْبِعُ» بضمِّ الياء وكسر الباء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط، ل، م، ن، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 7): «(يُتْبَعُ) راويه (مِنْ وَاحِدٍ) فقط (وَكذا من (اثْنَيْنِ)»، ونحوه في شرح السُّيوطيِّ (ص 267)، وفتح الباقي (2/ 155).

(4) في أ، ل: «فوقَ» بفتح القاف، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، م، ن، س، ع، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 9): «بالبناء على الضَّمِّ».

(5) قال ابن مَنْدَه رحمه الله: «فأمَّا الغريب من الحديث كحديث الزُّهريِّ وقتادةَ وأشباههما من الأئمَّة - ممَّن يُجمَع حديثهم - إذا انفرد الرَّجل عنهم بالحديث؛ يُسمَّى (غريباً)، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة اشتركوا في حديث يُسمَّى (عزيزاً)، فإذا روى الجماعة عنه حديثاً سُمِّي (مشهوراً)». شروط الأئمة الستة لابن طاهر المقدسي (ص 23).

গরীব, আযীয ও মাশহূর

৭৪৮. এবং যা বর্ণনাকারী এককভাবে বর্ণনা করেছেন, সেটিই ‘গরীব’; আর ইবনু মানদাহ্(১) সংজ্ঞা দিয়েছেন...

৭৪৯. এমন ইমাম থেকে এককভাবে বর্ণনা করা হলে যার হাদীস সংগৃহীত হয়(২), যদি তাঁর অনুসরণ করা হয়(৩)।

৭৫০. যখন এক (বর্ণনাকারীর পর) দু’জন (বর্ণনাকারী থাকে), তখন সেটি ‘আযীয’; অথবা তার চেয়ে বেশি হলে(৪) সেটি ‘মাশহূর’(৫)। এবং সকলেই তা দেখেছেন।

(১) বা (ب), হা (ه) এবং ফা (ف) লিপিতে ‘মানদাহ্’ (مندة) শব্দটির তা (ت)-এর উপর ফাত্হা (َ) রয়েছে, কিন্তু জিম (ج), দাল (د), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), লাম (ل), মিম (م), সিন (س), আইন (ع) লিপিতে যা প্রতিষ্ঠিত আছে তা গৃহীত হয়েছে।

আল-সাখাওয়ী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ফাতহুল মুগীছ (৪/৫) গ্রন্থে বলেছেন: "কাব্যিক প্রয়োজনে এটি সরফ (تنوينযুক্ত) করা হয়েছে।"

(২) সিন (س) লিপিতে ‘ইউজমা‘উ’ (يجمع) শব্দটি ইয়া (ي)-এর উপর ফাত্হা (َ) ও দম্মা (ُ) সহকারে রয়েছে, আর যা গৃহীত হয়েছে তা হলো বা (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), ইয়া (ي), লাম (ل), নুন (ن), ফা (ف) লিপিতে যা আছে।

আল-বিকাঈ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যা (২/৪৩৯) গ্রন্থে বলেছেন: "এমন ব্যক্তি যার শ্রেষ্ঠত্ব ও ইমামত এবং হাদীসের প্রাচুর্য এমন যে তার হাদীস সংগৃহীত হয়, যদিও বাস্তবে সংগৃহীত নাও হয়ে থাকে।"

(৩) যা (ز) লিপিতে ‘ইয়াতবা‘উ’ (يَتْبَعُ) শব্দটি ইয়া (ي)-এর উপর ফাত্হা (َ) সহকারে রয়েছে, আর ইয়া (ي) লিপিতে ‘ইউতবি‘উ’ (يُتْبِعُ) শব্দটি ইয়া (ي)-এর উপর দম্মা (ُ) ও বা (ب)-এর নিচে কাসরা (ِ) সহকারে রয়েছে, কিন্তু যা গৃহীত হয়েছে তা হলো আলিফ (أ), বা (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), হা (ح), ত্বা (ط), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س), ফা (ف) লিপিতে যা আছে।

আল-সাখাওয়ী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ফাতহুল মুগীছ (৪/৭) গ্রন্থে বলেছেন: "তার বর্ণনাকারীকে (يُتْبَعُ) কেবল এক (বর্ণনাকারী) থেকে অনুসরণ করা হয় এবং একইভাবে দুই (বর্ণনাকারী) থেকেও।" এবং এর অনুরূপ সুয়ূতী (পৃষ্ঠা ২৬৭) এর শারহ এবং ফাতহুল বাকী (২/১৫৫) তেও রয়েছে।

(৪) আলিফ (أ) ও লাম (ل) লিপিতে ‘ফাওকা’ (فوق) শব্দটি কাফ (ق)-এর উপর ফাত্হা (َ) সহকারে রয়েছে, কিন্তু যা গৃহীত হয়েছে তা হলো বা (ب), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), মিম (م), নুন (ن), সিন (স), আইন (ع), ফা (ফ) লিপিতে যা আছে।

আল-সাখাওয়ী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ফাতহুল মুগীছ (৪/৯) গ্রন্থে বলেছেন: "দম্মা (ُ) এর উপর ভিত্তি করে এটি গঠিত হয়েছে।"

(৫) ইবনু মানদাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "হাদীসের যে অংশকে ‘গরীব’ বলা হয়, তা হলো যুহরী (الزُّهري), ক্বাতাদাহ (وقتادة) এবং তাদের মতো ইমামদের হাদীস—যাদের হাদীস সংগৃহীত হয়—যখন কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে এককভাবে হাদীস বর্ণনা করেন, তখন তাকে ‘গরীব’ (غريباً) বলা হয়। আর যখন দু’জন বা তিনজন তাদের থেকে কোনো হাদীস বর্ণনায় অংশ নেন, তখন তাকে ‘আযীয’ (عزيزاً) বলা হয়। অতঃপর যখন একটি দল তাদের থেকে কোনো হাদীস বর্ণনা করে, তখন তাকে ‘মাশহূর’ (مشهوراً) বলা হয়।" (শুরুতুল আইম্মাহ আস-সিত্তাহ লি-ইবনি তাহির আল-মাকদিসী, পৃষ্ঠা ২৩)।

(ص: 285)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

751. مِنْهُ الصَّحِيحَ وَالضَّعِيفَ، ثُمَّ قَدْ ... يَغْرُبُ[1] مُطْلَقاً، أَوِ[2] اسْنَاداً فَقَدْ[3]

752. كَذَلِكَ الْمَشْهُورُ[4] أَيْضاً قَسَّمُوا ... لِشُهْرَةٍ مُطْلَقَةٍ كَـ «الْمُسْلِمُ

753. مَنْ سَلِمَ» الْحَدِيثَ[5]، وَالْمَقْصُورِ ... عَلَى الْمُحَدِّثِينَ مِنْ مَشْهُورِ

754. «قُنُوتِهِ[6] بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرَا»[7] ... وَمِنْهُ ذُو تَوَاتُرٍ مُسْتَقْرَا

---

(1) في مر: «يغرب» بفتح الرَّاء وضمِّها، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ل، ن، س، ف.

قال البِقاعيُّ رحمه الله في النُّكت الوفيَّة (2/ 437): «بضمِّ الرَّاء؛ سواءً كان ماضيه بالضَّمِّ أو الفتح».

(2) في ب: «او» بهمزة الوصل، وبه ينكسر الوزن.

(3) أي: فقط. شرح النَّاظم (2/ 78).

(4) في ز، ل، مر: «المشهورَ» بالنَّصب، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، س، ع.

(5) يريد حديث: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»، وقد أخرجه البخاريُّ (10) واللَّفظ له، ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرٍو، وأخرجاه أيضاً - البخاري (11)، ومسلم (42) - من حديث أبي موسى، وأخرجه مسلم (41) من حديث جابر، رضي الله عنهم.

(6) في و، ح: «قنوتُهُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز، ي، ل، م، ن، س، ف.

(7) يريد حديث أنس رضي الله عنه: «قَنَتَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم شَهْراً يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَان». أخرجه البخاريُّ (1003)، ومسلم (677).

৭৫১. এর মধ্যে সহীহ ও যঈফ (প্রকার) বিদ্যমান। তারপর হয়তো এটি সম্পূর্ণরূপে একক (গরীব)[1] রূপ ধারণ করে, অথবা[2] কেবল সনদগতভাবে[3]।

৭৫২. তেমনিভাবে প্রসিদ্ধ (মাশহুর)[4] (হাদীস) কেও তাঁরা ভাগ করেছেন... সাধারণ প্রসিদ্ধির ভিত্তিতে, যেমন "প্রকৃত মুসলিম...

৭৫৩. ...সেই ব্যক্তি যার থেকে (অন্য) মুসলিমরা নিরাপদ থাকে" এই হাদীসটি[5]। আর (মাশহুরের আরেকটি প্রকার) যা মুহাদ্দিসদের (হাদীস বিশারদদের) মধ্যে প্রসিদ্ধ হিসেবে সীমাবদ্ধ।

৭৫৪. "রুকুর পর তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) এক মাস ধরে কুনূত পাঠ"[7]। এবং এর মধ্যে কিছু মুতাওয়াতির (বর্ণনা) রয়েছে যা সুপ্রতিষ্ঠিত।

---

(1) 'মীম' পাণ্ডুলিপিতে "ইয়াগরুবু" ('يغرب') শব্দটি 'রা' অক্ষরের উপরে ফাতহা (জবর) এবং দাম্মা (পেশ) উভয় সহকারে রয়েছে। আর যা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'নুন', 'সিন', 'ফা' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।
ইমাম বিক্বায়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যাহ' (২/৪৩৭) গ্রন্থে বলেছেন: "(শব্দটি) 'রা' অক্ষরের উপর পেশ (দাম্মা) সহকারে (পড়তে হবে); এর অতীতকাল পেশ বা জবর সহকারে হোক না কেন।"

(2) 'বা' পাণ্ডুলিপিতে "আও" ('و') সংযোগসূচক হামযা (হামযাতুল ওয়াসল) সহকারে লেখা হয়েছে, যা দ্বারা ছন্দ (বা কাব্যিক ওজন) ভেঙে যায়।

(3) অর্থাৎ: 'ফাক্বাত' (শুধু)। নাযিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/৭৮)।

(4) 'যা', 'লাম', 'মীম' পাণ্ডুলিপিতে "আল-মাশহুরা" ('المشهورَ') শব্দটি নাসব (যবর) সহকারে রয়েছে, আর যা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'সিন', 'আইন' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(5) এর দ্বারা এই হাদীসটি বোঝানো হয়েছে: "প্রকৃত মুসলিম সেই, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।" এটি ইমাম বুখারী (হাদীস নং ১০) তাঁর নিজের শব্দচয়নে বর্ণনা করেছেন, এবং ইমাম মুসলিম (হাদীস নং ৪০) আব্দুল্লাহ ইবন আমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা উভয়েই – ইমাম বুখারী (হাদীস নং ১১) ও ইমাম মুসলিম (হাদীস নং ৪২) – আবু মূসা (রা.) থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম মুসলিম (হাদীস নং ৪১) জাবির (রা.) থেকেও এটি বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

(6) 'ওয়াও' ও 'হা' পাণ্ডুলিপিতে "কুনুতুহু" ('قنوتُهُ') শব্দটি রাফা (পেশ) সহকারে রয়েছে, আর যা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'যা', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সিন', 'ফা' পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(7) আনাস (রা.)-এর এই হাদীসটি বোঝানো হয়েছে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক মাস ধরে কুনূত পাঠ করেছেন, 'রি'ল' ও 'যাকওয়ান' গোত্রের বিরুদ্ধে দোয়া করতে গিয়ে।" এটি ইমাম বুখারী (হাদীস নং ১০০৩) এবং ইমাম মুসলিম (হাদীস নং ৬৭৭) বর্ণনা করেছেন।

755. فِي طَبَقَاتِهِ كَمَتْنِ: «مَنْ كَذَبْ»[1] ... فَفَوْقَ[2] سِتِّينَ رَوَوْهُ[3]، وَالْعَجَبْ

756. بِأَنَّ مِنْ رُوَاتِهِ لَلْعَشَرَهْ[4] ... وَخُصَّ بِالْأَمْرَيْنِ فِيمَا ذَكَرَهْ

(1) يريد حديث «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً؛ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، أخرجه البخاري (106)، ومسلم في المقدمة (1) من حديث علي، وأخرجاه أيضاً من حديث أنس برقم (108)، و (2)، ومن حديث أبي هريرة برقم (110) و (3)، ومن حديث المغيرة بن

شعبة برقم (1291)، و (4)، وأخرجه البخاري وحده من حديث الزبير بن العوَّام (107)، ومن حديث سلمة بن الأكوع برقم (109)، ومن حديث عبد الله بن عمرو برقم (3461)، وأخرجه مسلم وحده من حديث أبي سعيد الخدري (3004)، رضي الله عنهم.

(2) في م، ن، ف: «ففوقُ» بضمِّ القاف، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، س.

(3) للحافظ الطبراني في طرق هذا الحديث جزء مطبوع، روى فيه هذا الحديث عن أكثر من ستِّين من الصحابة، وقال ابن الجوزيّ رحمه الله في الموضوعات (1/ 56): «وهذا الحديث - أعني قوله: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً» - قد رواه من الصَّحابةِ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وستُّون نَفْساً».

(4) أي: العشرة المبشَّرون بالجنَّة، وقد أخرج الطبرانيُّ أحاديثهم في جزئه ما عدا حديث عبد الرحمن بن عوف، قال ابن الجوزيّ رحمه الله في الموضوعات (1/ 65): «ما وقعت لي رواية عبد الرَّحمن بن عوفٍ إلى الآن».

৭৫৫. এর (বিভিন্ন) স্তরবিন্যাসে "যে মিথ্যা বলেছে" (মান কাযাব)[1] এর ন্যায় মূল পাঠ রয়েছে... ষাট জনেরও বেশি[3] এটি বর্ণনা করেছেন, আর আশ্চর্যের বিষয় হলো:

৭৫৬. এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে সেই দশজনও[4] রয়েছেন... এবং উল্লিখিত দুটি বিষয়েই এটিকে বিশেষায়িত করা হয়েছে।

---

(1) এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই হাদিস: "যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করলো, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়।" এটি বুখারী (১০৬) বর্ণনা করেছেন, এবং মুসলিম তাঁর মুকাদ্দিমা (ভূমিকা) (১) তে আলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিম উভয়েই আনাস (রাঃ)-এর হাদিস থেকে বর্ণনা করেছেন, যথাক্রমে (১০৮) ও (২) নম্বরে; আবূ হুরাইরা (রাঃ)-এর হাদিস থেকে, যথাক্রমে (১১০) ও (৩) নম্বরে; এবং মুগিরা ইবনে শু'বা (রাঃ)-এর হাদিস থেকে, যথাক্রমে (১২৯১) ও (৪) নম্বরে। বুখারী এককভাবে যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ)-এর হাদিস থেকে (১০৭) নম্বরে; সালামা ইবনুল আকওয়া (রাঃ)-এর হাদিস থেকে (১০৯)

নম্বরে; এবং আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর হাদিস থেকে (৩৪৬১) নম্বরে বর্ণনা করেছেন। আর মুসলিম এককভাবে আবূ সাঈদ আল-খুদরি (রাঃ)-এর হাদিস থেকে (৩০০৪) নম্বরে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন।

(2) ম, ন, ফ (সংস্করণ)-এ 'কাফ' অক্ষরের উপর পেশ (দম্মা) সহ "ফফাওকু" (ففوقُ) রয়েছে, আর প্রমাণিত পাঠটি ব, জ, দ, হ, ওয়াও, য, হা, ইয়া, লাম, সিন (সংস্করণ) থেকে গৃহীত।

(3) হাফিয তাবারানী (রহঃ)-এর এই হাদিসের বিভিন্ন বর্ণনাধারা নিয়ে একটি মুদ্রিত গ্রন্থ রয়েছে, যেখানে তিনি ষাট জনেরও বেশি সাহাবী থেকে এই হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। আর ইবনুল জাওযী (রহঃ) তাঁর "আল-মাওদূ'আত" (১/৫৬) গ্রন্থে বলেছেন: "এই হাদিসটি – অর্থাৎ তাঁর (নবী সঃ-এর) বাণী: 'যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করলো' – রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে একষট্টি জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন।"

(4) অর্থাৎ: জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন (সাহাবী)। তাবারানী (রহঃ) তাঁর অংশে তাদের (দশজনের) হাদিসগুলো বর্ণনা করেছেন, শুধুমাত্র আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-এর হাদিসটি ছাড়া। ইবনুল জাওযী (রহঃ) তাঁর "আল-মাওদূ'আত" (১/৬৫) গ্রন্থে বলেছেন: "এখন পর্যন্ত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-এর বর্ণনা আমি পাইনি।"

757. الشَّيْخُ عَنْ بَعْضِهِمِ[1]، قُلْتُ: بَلَى ... «مَسْحُ الْخِفَافِ»[2]، وَابْنُ مَنْدَةٍ[3] إِلَى

758. عَشْرَتِهِمْ «رَفْعَ الْيَدَيْنِ»[4] نَسَبَا[5] ... وَنَيَّفُوا عَنْ مِئَةٍ «مَنْ كَذَبَا»[6]

(1) في د: «بعضهمُ» بسكون الميم، والمثبت من هـ، و، ز، ل، م، ن، س، ف.

والمراد: أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب الإسفراييني، حيث قال - كما في الموضوعات (1/ 64) -: «ليس في الدُّنيا حديثٌ اجتمع عليه العشرة من أصحاب النَّبيِّ

صلى الله عليه وسلم ممَّن شهِد لهم النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم غيرَ حديث: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً)».

(2) يريد النَّاظم رحمه الله أحاديث المسح على الخُفَّيْن، وهي متواترة معنويّاً، انظر: الأزهار المتناثرة (38)، ونظم المتناثر (ص 19)، وقد أخرج البخاري ومسلم المسح على الخفَّيْن عن عدد من الصحابة، فأخرجاه عن المُغِيرة بن شُعْبة برقم (182) و (274)، وعن جرير بن عبد الله البَجَلي برقم (387) و (272)، وأخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص برقم (202)، ومن حديث عمرو بن أُمَيَّة الضَّمري برقم (204)، وأخرجه مسلم من حديث حُذَيفة برقم (273)، ومن حديث بلال برقم (275)، ومن حديث عليّ بن أبي طالب برقم (276) رضي الله عنهم.

(3) في هـ، ك، س: «مندةَ» بفتح التَّاء، وفي أ، ب: بفتح التَّاء، والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من د، و، ح، ل، م.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 19): «بالصَّرف «.

(4) يريد النَّاظم رحمه الله أحاديث رفع اليدين في الصَّلاة والدُّعاء، وهي من الأحاديث المتواترة بالمعنى، انظر: الأزهار المتناثرة (ص 47)، ونظم المتناثر (ص 85)، وقد أخرجها البخاري ومسلم عن عدد من الصَّحابة، فأخرجاه من حديث عبد الله بن عمر برقم (735) و (390)، ومن حديث مالك بن الحُوَيرِث برقم (737) و (391)، وأخرجه البخاري من حديث أبي حُمَيْد السَّاعدي برقم (828)، وأخرجه مسلم من حديث وائل بن حُجْر برقم (401) رضي الله عنهم.

وللإمام البخاري جزء في «رفع اليدين في الصَّلاة»، وهو مطبوع.

(5) في ن: «نُسِبَا» بضمِّ النُّون وكسر السِّين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ل، م، س.

وقد عزا النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 82) كلام ابن مَنْدَه إلى كتابه: «المُستخرَج من كتب النَّاس للتَّذكرة والمُستطرَف» ولم يوقف عليه في الموجود منه.

(6) جمع الحافظ العلائيُّ طرقَه في جزأيْن، فبلغ بهم مئة واثنين، وقد أوصله بعض الحفَّاظ إلى مئتين. انظر: شرح النَّاظم (2/ 84)، ونظم المتناثر (ص 30).

757. শায়খ তাদের কারো কারো থেকে[1] বর্ণনা করেছেন। আমি বললাম: হ্যাঁ ... «মোজার উপর মাসাহ করা»[2], এবং ইবনু মান্দাহ[3]

758. তাদের দশজনের প্রতি «হাত উত্তোলন»[4] সম্পর্কিত করেছেন[5] ... আর তারা একশ ছাড়িয়ে গেছে «যে মিথ্যা বলেছে»[6] হাদিসে।

---

(1) 'দাল' (D) লিপিতে আছে: «بعضهم» (কিছু লোক) মীম সাকিন সহকারে। আর যা প্রতিষ্ঠিত আছে তা হ (H), ওয়াও (W), যা (Z), লাম (L), মীম (M), নুন (N), সীন (S), ফা (F) লিপি থেকে।

উদ্দেশ্য হলো: আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবদুল ওয়াহাব আল-ইসফারাঈনী, যেখানে তিনি বলেছেন – যেমনটি আল-মাওদু'আত (১/৬৪) গ্রন্থে আছে –: "দুনিয়াতে এমন কোনো হাদিস নেই যার উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দশজন সাহাবী একমত হয়েছেন, যাদের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষ্য দিয়েছেন, এই হাদিসটি ছাড়া: (যে ব্যক্তি আমার উপর ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা আরোপ করে)।"

(2) নাযিম (কবিতাকার), আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, মোজার উপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদিসগুলো বোঝাতে চেয়েছেন। আর এগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির। দেখুন: আল-আযহার আল-মুতানাসিরাহ (৩৮), এবং নাজমুল মুতানাসির (পৃ. ১৯)। বুখারী ও মুসলিম অনেক সাহাবী থেকে মোজার উপর মাসাহ সংক্রান্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। যেমন, তারা উভয়ই মুগিরা ইবনে শু'বা থেকে (হাদিস নং ১৮২ ও ২৭৪) বর্ণনা করেছেন; আর জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল-বাজালী থেকে (হাদিস নং ৩৮৭ ও ২৭২)। এবং বুখারী সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস-এর হাদিস থেকে (হাদিস নং ২০২) বর্ণনা করেছেন; আর আমর ইবনে উমাইয়াহ আল-দামারী-এর হাদিস থেকে (হাদিস নং ২০৪)। এবং মুসলিম হুযায়ফা-এর হাদিস থেকে (হাদিস নং ২৭৩) বর্ণনা করেছেন;

আর বিলাল-এর হাদিস থেকে (হাদিস নং ২৭৫); আর আলী ইবনে আবি তালিব-এর হাদিস থেকে (হাদিস নং ২৭৬), আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

(3) 'হা' (H), 'কাফ' (K), 'সীন' (S) লিপিতে আছে: «مندتة» (মানদাহ) 'তা' অক্ষরের উপর ফাতহা সহকারে। আর 'আলিফ' (A), 'বা' (B) লিপিতে আছে: 'তা' অক্ষরের উপর ফাতহা এবং তানউইনযুক্ত জার উভয় সহকারে। আর যা প্রতিষ্ঠিত আছে তা 'দাল' (D), 'ওয়াও' (W), 'হা' (H), 'লাম' (L), 'মীম' (M) লিপি থেকে।

ইমাম সাখাভী (রহ.), আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, ফাতহুল মুগীছ (৪/১৯) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি তানউইন গ্রহণকারী।"

(4) নাযিম (রহ.), সালাত ও দোয়ায় হাত উত্তোলন সংক্রান্ত হাদিসগুলো বোঝাতে চেয়েছেন। আর এগুলো অর্থগতভাবে মুতাওয়াতির হাদিসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। দেখুন: আল-আযহার আল-মুতানাসিরাহ (পৃ. ৪৭), এবং নাজমুল মুতানাসির (পৃ. ৮৫)। বুখারী ও মুসলিম অনেক সাহাবী থেকে এগুলো বর্ণনা করেছেন। যেমন, তারা উভয়ই আবদুল্লাহ ইবনে উমর-এর হাদিস থেকে (হাদিস নং ৭৩৫ ও ৩৯০) বর্ণনা করেছেন; আর মালিক ইবনুল হুয়াইরিস-এর হাদিস থেকে (হাদিস নং ৭৩৭ ও ৩৯১)। এবং বুখারী আবু হুমাইদ আস-সাইদী-এর হাদিস থেকে (হাদিস নং ৮২৮) বর্ণনা করেছেন; আর মুসলিম ওয়াইল ইবনে হুজর-এর হাদিস থেকে (হাদিস নং ৪০১) বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইমাম বুখারীর 'সালাতে হাত উত্তোলন' বিষয়ে একটি স্বতন্ত্র অংশ (গ্রন্থ) রয়েছে, যা মুদ্রিত।

(5) 'নুন' (N) লিপিতে আছে: «نُسِبَا» (নুসিবা) 'নুন' অক্ষরের উপর পেশ এবং 'সীন' অক্ষরের উপর যের সহকারে। আর যা প্রতিষ্ঠিত আছে তা 'আলিফ' (A), 'বা' (B), 'জীম' (J), 'দাল' (D), 'হা' (H), 'ওয়াও' (W), 'হা' (H), 'লাম' (L), 'মীম' (M), 'সীন' (S) লিপি থেকে।

নাযিম (রহ.), তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/৮২) তে ইবনু মান্দাহ-এর বক্তব্যকে তাঁর কিতাব: «আল-মুস্তাখরাজ মিন কুতুবিন্নাস লিত-তাযকিরাহ ওয়াল-মুস্তাতারফ»-এর দিকে সম্পর্কিত করেছেন। কিন্তু এর বিদ্যমান অংশে তা পাওয়া যায়নি।

(6) হাফেয আল-আলাইয়ী তাঁর সনদসমূহ দুটি খণ্ডে সংগ্রহ করেছেন, যার সংখ্যা একশ দুটিতে পৌঁছেছে। আর কিছু হাফেয সেগুলোকে দুশতে পৌঁছে দিয়েছেন। দেখুন: নাযিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/৮৪), এবং নাজমুল মুতানাসির (পৃ. ৩০)।

غَرِيبُ أَلْفَاظِ الْحَدِيثِ

759. وَالنَّضْرُ[1] أَوْ مَعْمَرُ[2] - خُلْفٌ - أَوَّلُ ... مَنْ صَنَّفَ الْغَرِيبَ فِيمَا نَقَلُوا

760. ثُمَّ تَلَا أَبُو عُبَيْدٍ[3]، وَاقْتَفَى ... الْقُتَبِيُّ[4]، ثُمَّ حَمْدٌ[5] صَنَّفَا

761. فَاعْنَ بِهِ وَلَا تَخُضْ بِالظَّنِّ ... وَلَا تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ

762. وَخَيْرُ[6] مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ ... كَـ «الدُّخِّ» بِالدُّخَانِ لِابْنِ صَائِدِ[7]

---

(1) هو: النَّضر بن شُمَيل المازنيُّ، أبو الحسن، النحويُّ، البصريُّ، ثقةٌ ثبتٌ، (ت 204 هـ). تقريب التهذيب (7135).

(2) هو: مَعمَر بن المُثنَّى التَّيْميُّ مولاهم، أبو عُبَيدة، البصريُّ، النَّحويُّ، اللُّغويُّ، صدوقٌ، أخباريٌّ، وقد رُمِي برأي الخوارج، (ت 208 هـ). تقريب التَّهذيب (6812).

(3) هو: القاسم بن سلَّام البغداديُّ، أبو عُبَيْد، الإمام المشهور، ثقةٌ، فاضلٌ، مصنِّفٌ، (ت 224 هـ). تقريب التَّهذيب (5462). واسم كتابه: «غريب الحديث»، وهو مطبوع.

(4) في د، ح: «القُتْبِيُّ» بسكون التَّاء، وبها ينكسر الوزن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 27): «بضمِّ القاف وفتح المُثَنَّاة؛ نسبةً لجدِّه».

والمراد: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، صاحب التصانيف، (ت 276 هـ). سير أعلام النُّبلاء (13/ 296). واسم كتابه: «غريب الحديث»، وهو مطبوع.

(5) هو: الإمام الخطَّابي، واسم كتابه: «غريب الحديث»، وهو مطبوع.

(6) في أ، س: «وخيرَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ح، ل، ع، ف.

(7) جاء ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولفظه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِابْنِ صَائِدٍ: إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئاً، فَمَا هُوَ؟ قَالَ: هُوَ الدُّخُّ، قَالَ: اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ». أخرجه البخاري (3055)، ومسلم (2930).

হাদীসের অপ্রচলিত শব্দাবলি

৭৫৯. আন-নাদর[1] অথবা মা'মার[2] - এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে - তাঁরা প্রথম ব্যক্তি ... যারা তাঁদের বর্ণনা অনুযায়ী 'আল-গরীব' (অপ্রচলিত শব্দাবলি) বিষয়ক গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

৭৬০. অতঃপর আবু উবাইদ[3] (তাঁকে) অনুসরণ করেন, এবং আল-কুতাবি[4] (তাঁকে) অনুসরণ করেন, ... তারপর হামদ[5] (উভয়েই গ্রন্থ) সংকলন করেন।

৭৬১. সুতরাং তুমি এর প্রতি মনোযোগ দাও এবং অনুমান দ্বারা (এতে) প্রবেশ করো না ... এবং এই বিদ্যার বিশেষজ্ঞগণ ব্যতীত অন্য কারো অন্ধ অনুসরণ করো না।

৭৬২. আর তুমি যা ব্যাখ্যা করেছ, বর্ণিত (হাদীস) দ্বারা ব্যাখ্যা করাই সর্বশ্রেষ্ঠ[6] ... যেমন ইবনে সাইদ-এর হাদীসে 'আদ-দুঃখ' (الدُّخِّ) শব্দের ব্যাখ্যা 'ধোঁয়া' (الدُّخَانِ) দ্বারা করা হয়েছে[7]।

---

(1) তিনি: আন-নাদর ইবনে শুমাইল আল-মাযিনি, আবুল হাসান, নাহবী (ব্যাকরণবিদ), বসরী, নির্ভরযোগ্য ও সুপ্রতিষ্ঠিত (রাবী), (মৃত্যু ২০৪ হিজরি)। তাকরিবুত তাহযীব (৭১৩৫)।

(2) তিনি: মা'মার ইবনুল মুসান্না আত-তাইমি তাদের মাওলা, আবু উবাইদা, বসরী, নাহবী (ব্যাকরণবিদ), লুগাবি (ভাষাবিদ), সত্যবাদী (রাবী), আখারী (ঐতিহাসিক), এবং তাকে খাওয়ারিজের মতাদর্শের অভিযোগ করা হয়েছিল, (মৃত্যু ২০৮ হিজরি)। তাকরিবুত তাহযীব (৬৮১২)।

(3) তিনি: আল-কাসিম ইবনে সালাম আল-বাগদাদি, আবু উবাইদ, প্রসিদ্ধ ইমাম, নির্ভরযোগ্য, গুণী, এবং গ্রন্থ রচয়িতা, (মৃত্যু ২২৪ হিজরি)। তাকরিবুত তাহযীব (৫৪৬২)। তার কিতাবের নাম: 'গরীবুল হাদীস', এবং এটি মুদ্রিত।

(4) 'দাল' ও 'হা' নুসখায়: 'আল-কুতবী' (الْقُتُبِيُّ) 'তা' বর্ণে সাকিন (ْجম) সহকারে, এবং এর কারণে (ছন্দের) ওজন ভেঙে যায়।

সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) ‘ফাতহুল মুগীস’ (৪/২৭) গ্রন্থে বলেছেন: ‘কাফ’ বর্ণে পেশ এবং ‘মুসান্নাত’ (অর্থাৎ ‘তা’) বর্ণে ফাতাহা (যবর) সহকারে (উচ্চারণ করতে হবে); এটি তার দাদার সাথে সম্পর্কিত।

এবং উদ্দেশ্য হল: আবু মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতাইবা আদ-দিনাওয়ারী, বিভিন্ন গ্রন্থের রচয়িতা, (মৃত্যু ২৭৬ হিজরি)। সিয়ারু আ’লামিন নুবালা (১৩/২৯৬)। তার কিতাবের নাম: ‘গরীবুল হাদীস’, এবং এটি মুদ্রিত।

(5) তিনি: ইমাম খাত্তাবী, এবং তার কিতাবের নাম: ‘গরীবুল হাদীস’, এবং এটি মুদ্রিত।

(6) ‘আলিফ’ ও ‘সীন’ নুসখায়: ‘ওয়া খায়রা’ (وخيرَ) নসব (যবর) সহকারে এসেছে, এবং (যে পাঠ) প্রমাণিত, তা ‘বা’, ‘জিম’, ‘দাল’, ‘হা’, ‘ওয়াও’, ‘হা’, ‘লাম’, ‘আইন’, ‘ফা’ নুসখা থেকে।

(7) এটি ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীসে এসেছে, এবং এর শব্দাবলি হলো: ‘রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইবনে সাইদকে বললেন: আমি তোমার জন্য একটি গোপন বিষয় লুকিয়ে রেখেছি, সেটি কী? সে বলল: সেটি হল ‘আদ-দুঃখ’ (الدُّخّ)। তিনি (রাসূলুল্লাহ) বললেন: ধিক্কার তোমার প্রতি! তুমি তোমার সীমা অতিক্রম করতে পারবে না।’ বুখারী (৩০৫৫) এবং মুসলিম (২৯৩০) এটি বর্ণনা করেছেন।

763. كَذَاكَ عِنْدَ التِّرْمِذِيْ[1]، وَالْحَاكِمُ ... فَسَّرَهُ: الْجِمَاعَ، وَهْوَ وَاهِمُ[2]

(1) جامع التِّرمذي (2249)، وكذا عند أبي داود (4329).

(2) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 302) بتحقيق: أحمد بن فارس السلوم، وقد سقط من الطبعات الأخرى.

763. একইভাবে তিরমিযী-এর নিকট[1] এবং হাকিম ... এর ব্যাখ্যা করেছেন: যৌনসঙ্গম, এবং তিনি ভুল করেছেন।[2]

(1) জামি‘ তিরমিযী (২২৪৯), এবং অনুরূপভাবে আবূ দাঊদ-এর নিকটও (৪৩২৯)।

(2) হাকিম-এর মা‘রিফাতু ‘উলূমিল হাদীস (পৃ. ৩০২), সম্পাদনা: আহমাদ ইবনু ফারিস আস-সাল্লূম। এটি অন্যান্য সংস্করণ থেকে বাদ পড়েছে।

الْمُسَلْسَلُ

764. «مُسَلْسَلُ الْحَدِيثِ»: مَا تَوَارَدَا ... فِيهِ الرُّوَاةُ وَاحِداً فَوَاحِدَا

765. حَالاً لَهُمْ أَوْ وَصْفاً اوْ[1] وَصْفَ سَنَدْ[2] ... كَقَوْلِ كُلِّهِمْ: «سَمِعْتُ» فَاتَّحَدْ

766. وَقَسْمُهُ إِلَى ثَمَانٍ مُثُلُ[3] ... وَقَلَّمَا يَسْلَمُ ضَعْفاً يَحْصُلُ

767. وَمِنْهُ ذُو نَقْصٍ بِقَطْعِ السِّلْسِلَهْ ... كَـ «أَوَّلِيَّةٍ»، وَبَعْضٌ وَصَلَهْ[4]

---

(1) في ج: «أو» بهمزة القطع، وبه ينكسر الوزن. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 167): «بالدَّرج».

(2) في و: «أَوْ وَصْفِ مَتْنٍ أَوْ سَنَدْ»، وفي حاشيتها: «أَوْ وَصْفاً اوْ وَصْفَ سَنَدْ».

(3) جمع مثال. الصحاح (5/ 1816).

(4) الحديث المُسَلْسَل بالأوليَّة هو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا مَنْ فِي الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ». أخرجه أحمد (6494)، وأبو داود (4941)، والتِّرمذي (1924).

وانظر: جياد المُسَلسَلات للسُّيوطي (ص 73)، والمناهل السَّلسَلة في الأحاديث المُسَلسَلة للأيُّوبي (1/ 6).

قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح (ص 18): «سلسلته تقف على الرَّاوي عن سفيان بن عُيَيْنة، وهو عبد الرَّحمن بن بشر على الصَّحيح، ورفعها أبو نصرٍ الوزيريُّ إلى منتهاه».

আল-মুসালসাল

৭৬৪. «মুসালসালুল হাদিস (Musalsal al-Hadith)»: যে হাদিসে বর্ণনাকারীগণ একের পর এক বর্ণনা করেছেন।

৭৬৫. তাদের (বর্ণনাকারীদের) কোনো অবস্থা অথবা গুণ, অথবা সনদের (বর্ণনা সূত্রের) কোনো গুণ... যেমন তাদের সকলের 'আমি শুনেছি' বলা, যার ফলে (বর্ণনার ধারাবাহিকতায়) ঐক্য দেখা যায়।

৭৬৬. আর এর প্রকারভেদ আটটি উদাহরণ পর্যন্ত হয়... এবং এতে যে দুর্বলতা দেখা দেয়, তা থেকে এটি কমই মুক্ত থাকে।

৭৬৭. এবং এর মধ্যে এমন কিছুও আছে যা সনদের (বর্ণনা সূত্রের) ধারাবাহিকতা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে ত্রুটিপূর্ণ হয়... যেমন 'আওয়ালিয়্যাহ' (প্রথম হাদিস) ক্ষেত্রে, যদিও কেউ কেউ এটিকে সংযুক্ত করেছেন।

---

(১) 'জিম' (ج) সংস্করণে 'আও' (أو) শব্দটিকে হামযাতুল ক্বাত্ব (قطع همزة) সহ লেখা হয়েছে, যার কারণে ছন্দের ছন্দপতন হয়। যাকারিয়া আল-আনসারী (রহ.) 'ফাতহুল বাকী' (২/১৬৭) গ্রন্থে বলেছেন: 'বিল-দারাজ' (অর্থাৎ বিরতিহীনভাবে পড়তে হবে)।

(২) 'ওয়াও' (و) সংস্করণে রয়েছে: 'অথবা মতন (মূল বক্তব্য) বা সনদের গুণ', এবং এর টীকায় রয়েছে: 'অথবা কোনো গুণ, অথবা সনদের গুণ'।

(৩) 'উদাহরণ' (মিছাল)-এর বহুবচন। আস-সিহাহ (৫/১৮১৬)।

(৪) 'মুসালসাল বিল-আওয়ালিয়্যাহ' (Musalsal bil-Awaliyyah) হলো আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত সেই হাদিস যা নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত হয়েছে: "যারা দয়া করে, দয়াময় আল্লাহ তাদের প্রতি দয়া করেন। তোমরা পৃথিবীতে

যারা আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" এটি আহমদ (৬৪৯৪), আবু দাউদ (৪৯৪১), এবং তিরমিযী (১৯২৪) বর্ণনা করেছেন। আরও দেখুন: সুয়ূতী রচিত 'জিয়াদুল মুসালসালাত' (পৃ. ৭৩) এবং আইয়ুবী রচিত 'আল-মানাহিলুস সালসালাহ ফিল আহাদীসিল মুসালসালাহ' (১/৬)।
ইবনে দাকীকুল ঈদ (রহ.) 'আল-ইকতিরাহ' (পৃ. ১৮) গ্রন্থে বলেছেন: "এর সনদ সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণনাকারীর কাছে এসে থেমে যায়, আর সহীহ (প্রামাণ্য) মতানুযায়ী তিনি হলেন আব্দুর রহমান ইবনে বিশর। আর আবু নাসর আল-ওয়াজিরী এটিকে এর শেষ পর্যন্ত (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত) উন্নীত করেছেন।"

النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ

768. وَ «النَّسْخُ»: رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابِقَ مِنْ ... أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ، وَهُوَ قَمِنْ

769. أَنْ يُعْتَنَى بِهِ، وَكَانَ الشَّافِعِي ... ذَا عِلْمِهِ[1]، ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ

770. أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيخُ أَوْ ... أُجْمِعَ تَرْكاً؛ بَانَ نَسْخٌ، وَرَأَوْا[2]

771. دَلَالَةَ[3] الْإِجْمَاعِ لَا النَّسْخَ بِهِ ... كَـ «الْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ[4] بِشُرْبِهِ»[5]

---

(1) قال الإمام أحمد رحمه الله: «ما علمنا المُجمَل من المُفصَّل، ولا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه؛ حتى جالسنا الشَّافعيَّ». حلية الأولياء لأبي نُعَيم الأصبهاني (9/ 97).

(2) في م: «أَوْ رَأَوْا» بدل: «وَرَأَوْا».

(3) في ب، د، ح: «دِلالة» بكسر الدَّال، والمثبت من ج، و، ط، ل، ن.

قال الرَّازيُّ رحمه الله في مختار الصحاح (ص 106): «بفتح الدَّال وكسرِها «، وقال الصَّاغانيُّ رحمه الله كما في تاج العروس (28/ 497): «والفتح أعلى».

(4) في ح: «أربعةٍ».

(5) في حاشية أ: «بلغ مقابلة على نسخة الأصل المنقول منها على حسب الجهد والطاقة».

والنَّاظم يشير إلى حديث: «إِذَا شَرِبُوا الخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِنْ شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ». أخرجه أبو داود (4482)، والتِّرمذي (1444)، وابن ماجه (2573) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وقد روي عن غيره من الصَّحابة رضي الله عنهم كأبي هريرة - عند أبي داود (4484)، والنَّسائي (5708)، وابن ماجه (2572) -، وابن عمر - عند أبي داود (4483)، والنسائي (5707) -، وقَبيصة بن ذؤيب - عند أبي داود (4485) -.

قال التِّرمذيُّ رحمه الله: «وإنَّما كان هذا في أوَّل الأمر ثم نُسِخَ بعدُ».

রহিতকারী ও রহিতকৃত বিধান

৭৬৮. এবং "রহিতকরণ" (নাসখ) হলো শরীয়তপ্রণেতা কর্তৃক তাঁর পূর্বের কোনো বিধানকে পরবর্তী বিধান দ্বারা রহিত করা, এবং এটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

৭৬৯. যার প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। ইমাম শাফিঈ এই বিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন[১]। অতঃপর শরীয়তপ্রণেতার সুস্পষ্ট উক্তি দ্বারা,

৭৭০. অথবা কোনো সাহাবীর উক্তি দ্বারা, অথবা ঐতিহাসিক ক্রম জানা গেলে, অথবা বর্জন করার উপর ঐকমত্য (ইজমা) হলে; রহিতকরণ স্পষ্ট হয়ে যায়। আর তারা মত দিয়েছেন[২]

৭৭১. যে ঐকমত্য (ইজমা) দ্বারা রহিতকরণ হয় না, বরং তা (রহিতকরণের) নির্দেশক মাত্র[৩]। যেমন চতুর্থবার মদ্যপানের জন্য মৃত্যুদণ্ড বিধান[৪] [৫]।

(১) ইমাম আহমদ (রহ.) বলেছেন: “আমরা সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তারিত, অথবা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের রহিতকারী থেকে রহিতকৃত বিধান জানতে পারিনি, যতক্ষণ না আমরা শাফিঈর সাথে বসি।” হিলিয়াতুল আউলিয়া, আবু নুআইম আল-আসফাহানী (৯/৯৭)।
(২) একটি পাণ্ডুলিপিতে (ম) "ওয়া রাআউ" এর পরিবর্তে "আও রাআউ" রয়েছে।
(৩) কিছু পাণ্ডুলিপিতে (বা, দাল, হা) "দিলালাহ" (দালের নিচে জের সহ) এবং গৃহীত পাঠ "দালালাহ" (দালের উপর জবর সহ) এসেছে। রাজি (রহ.) তাঁর মুখতার আস-সিহাহ (পৃ. ১০৬) গ্রন্থে বলেছেন: "দালের উপর জবর ও জের উভয়ই হতে পারে।" সাগানী (রহ.) তাঁর তাজুল আরুস (২৮/৪৯৭) গ্রন্থে বলেছেন: "দালের উপর জবর (ফাতাহ) অধিক উত্তম।"
(৪) একটি পাণ্ডুলিপিতে (হা) "আরবাআতিন" (চার) রয়েছে।
(৫) একটি পাণ্ডুলিপির (আ) টীকায়: "মূল অনুলিপি থেকে অনূদিত পাণ্ডুলিপির সাথে সাধ্য ও শক্তি অনুযায়ী তুলনা করা সম্পন্ন হয়েছে।"
এবং সংকলক এই হাদিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন: "যখন তারা মদ পান করে, তখন তাদের বেত্রাঘাত করো; অতঃপর যদি তারা আবার পান করে, তবে তাদের বেত্রাঘাত করো; অতঃপর যদি তারা আবার পান করে, তবে তাদের বেত্রাঘাত করো; অতঃপর যদি তারা আবার পান করে, তবে তাদের হত্যা করো।" এটি আবু দাউদ (৪৪৮২), তিরমিযী (১৪৪৪), ও ইবনে মাজাহ (২৫৭৩) মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। এটি অন্যান্য সাহাবী (রাঃ) থেকেও বর্ণিত হয়েছে, যেমন আবু হুরায়রা (আবু দাউদ - ৪৪৮৪, নাসাঈ - ৫৭০৮, ইবনে মাজাহ - ২৫৭২), ইবনে উমর (আবু দাউদ - ৪৪৮৩, নাসাঈ - ৫৭০৭) এবং কাবীসা ইবনে যুআইব (আবু দাউদ - ৪৪৮৫) থেকে।
ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেছেন: "এটি মূলত প্রথম দিকে ছিল, অতঃপর পরে রহিত করা হয়েছে।"

التَّصْحِيفُ

772. وَالْعَسْكَرِيُّ[1] وَالدَّارَقُطْنِيُّ[2] صَنَّفَا ... فِيمَا لَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ صَحَّفَا

773. فِي الْمَتْنِ؛ كَالصُّولِيِّ[3] «سِتّاً»[4] غَيَّرَ ... «شَيْئاً»، أَوِ الْإِسْنَادِ كَـ «ابْنِ النُّذَرِ»[5]

---

(1) هو: أبو أحمد، الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري، (ت 382 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 413). وله كتابان: «أخبار المصحِّفين»، و «تصحيفات المحدِّثين»، وكلاهما مطبوع.

(2) له كتاب: «تصحيف المحدثين».

(3) في ك: «كالصوريّ».

وهو: أبو بكر، محمد بن يحيى الصُّولي، البَغْداديُّ، صاحب التَّصانيف، (ت 335 هـ). سير أعلام النُّبلاء (15/ 302).

(4) يريد النَّاظم رحمه الله حديث أبي أيُّوبَ الأنصاريّ رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالَ؛ كَانَ كَصِيامِ الدَّهْرِ». أخرجه مسلم (1164).

قال الدَّارقطنيُّ رحمه الله: «أملى أبو بكر الصُّولي في الجامع حديث عمر بن ثابت عن أبي أيُّوبَ، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ سِتّاً مِنْ شَوَّالَ؛ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ)، فقال الصُّولي: (وَأَتْبَعَهُ شَيْئاً مِنْ شَوَّالَ) بالشِّين والياء». الجامع لأخلاق الراوي (1/ 296).

(5) هو: عُتْبة بن النُّدَّر السُّلَميُّ، صحابيٌّ شهد فتح مِصرَ، وسَكَن دِمَشق، (ت 84 هـ). تقريب التَّهذيب (4443)، والإصابة في تمييز الصَّحابة (4/ 366).

পাঠবিকৃতি

৭৭২. আসকারি[1] ও দারাকুতনি[2] উভয়েই গ্রন্থ রচনা করেছেন ... এমন বিষয়ে যাতে কিছু বর্ণনাকারী পাঠবিকৃতি ঘটিয়েছেন।

৭৭৩. পাঠ (মাতন)-এ; যেমন আস-সূলী[3] ‘সিত্তান’ (ছয়)[4] কে পরিবর্তন করে ‘শাইআন’ (কিছু) করে দিয়েছিলেন, অথবা ইসনাদ (সনদ)-এ; যেমন ইবনুন নাদ্দার[5]-এর ক্ষেত্রে।

---

(1) তিনি হলেন: আবু আহমাদ, হাসান ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু সাঈদ আল-আসকারি, (মৃত্যু ৩৮২ হি.)। সিয়ারু আ‘লামিন নুব্বালা’ (১৬/৪১৩)। তাঁর দুটি গ্রন্থ রয়েছে: ‘আখবারুল মুসাহহিফীন’ এবং ‘তাসহিফাতুল মুহাদ্দিসীন’, উভয়টিই মুদ্রিত।

(2) তাঁর একটি গ্রন্থ রয়েছে: ‘তাসহিফুল মুহাদ্দিসীন’।

(3) ‘কাফ’ লিপিতে রয়েছে: ‘কাস-সুরি’।

আর তিনি হলেন: আবু বকর, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়া আস-সূলী, আল-বাগদাদী, বহু গ্রন্থের রচয়িতা, (মৃত্যু ৩৩৫ হি.)। সিয়ারু আ‘লামিন নুব্বালা’ (১৫/৩০২)।

(4) গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হাদীসকে উদ্দেশ্য করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করে, অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম দ্বারা তা অনুসরণ করে, তাহলে তা সারা বছর সিয়াম পালনের ন্যায় হবে।” মুসলিম (১১৬৪) এটি বর্ণনা করেছেন। দারাকুতনি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: “আবু বকর আস-সূলী ‘আল-জামি’ গ্রন্থে উমার ইবনু সাবিত থেকে, তিনি আবু আইয়ুব থেকে, তিনি নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বলেছেন: ‘যে ব্যক্তি রমযানের সিয়াম পালন করে এবং এর সাথে শাওয়ালের ছয়টি সিয়াম যুক্ত করে, সে যেন সারা বছর সিয়াম পালন করল।’ কিন্তু আস-সূলী বলেছেন: ‘এবং এর সাথে শাওয়ালের কিছু (শাইআন) যুক্ত করে’ ‘শীন’ ও ‘ইয়া’ দ্বারা (অর্থাৎ سِتًّا কে شَيْئًا পড়েছেন)।” আল-জামি‘ লি আখলাকির রাবী (১/২৯৬)।

(5) তিনি হলেন: উতবাহ ইবনুন্ নাদ্দার আস-সুলামী, একজন সাহাবী যিনি মিশর বিজয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং দামেস্কে বসবাস করতেন, (মৃত্যু ৮৪ হি.)। তাকরীবুত তাহযীব (৪৪৪৩), আল-ইসাবাহ ফি তামযীযিস সাহাবাহ (৪/৩৬৬)।

774. صَحَّفَ فِيهِ الطَّبَرِيُّ[1] قَالَا: ... «بُذَّرُ» بِالْبَاءِ وَنَقْطٍ ذَالَا[2]

775. وَأَطْلَقُوا «التَّصْحِيفَ» فِيمَا ظَهَرَا ... كَقَوْلِهِ: «احْتَجَمُ» مَكَانَ «احْتَجَرَا»[3]

776. وَوَاصِلٌ[4] بِعَاصِمٍ[5] وَالْأَحْدَبُ ... بِأَحْوَلٍ «تَصْحِيفَ سَمْعٍ» لَقَّبُوا[6]

777. وَصَحَّفَ الْمَعْنَى إِمَامُ عَنَزَهْ[7] ... ظَنَّ الْقَبِيلَ[8] بِحَدِيثِ «الْعَنَزَهْ»[9]

---

(1) أي: الإمام المفسر ابن جرير الطبري.

(2) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 280).

(3) يشير إلى حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: «احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً، أَوْ حَصِيراً، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِيهَا ... » الحديث. أخرجه البخاري (6113) واللَّفظ له، ومسلم (781).

ومعنى «احْتَجَرَ»: أي: اتَّخذ حُجْرَةً. الصحاح (2/ 623).

وصحَّفه ابن لهيعة فرَوَاه بلفظ: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ فِي المَسْجِدِ». أخرجه أحمد (21608)، ومسلم في التمييز (ص 187). وانظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 280).

(4) في ج: «وواصل» بالرَّفع والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ط، ل، م، ن، س، ع، ف.

وهو: واصل بن حيَّان الأحدب، الأسديُّ، الكوفيُّ، ثقةٌ ثبتٌ، (ت 120 هـ). تقريب التَّهذيب (7382).

(5) هو: عاصم بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريُّ، ثقةٌ لم يتكلم فيه إلا القطَّان؛ فكأنَّه بسبب دخوله في الولاية، مات بعد سنة أربعين ومئة. تقريب التهذيب (3060).

(6) انظر: سنن النسائي (6/ 494) عقب الحديث رقم (4050)، ومقدمة ابن الصَّلاح (ص 283).

(7) هو: محمد بن المثنى بن عُبَيد العنَزِيُّ، أبو موسى البصريُّ، المعروف بالزَّمِن، ثقةٌ ثبتٌ، (ت 252 هـ). تقريب التَّهذيب (6264).

(8) «القَبِيل»: القبيلة والقوم. الصحاح (5/ 1797).

(9) «العَنَزَةُ»: أطولُ من العَصَا وأقصرُ من الرُّمح، وفيه زُجٌّ كزجِّ الرُّمح. الصحاح (3/ 887).

ويريد النَّاظم رحمه الله حديث: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى إِلَى عَنَزَةٍ». أخرجه البخاري (187)، ومسلم (503) من حديث أبي جُحَيفة رضي الله عنه.

وقد غَلط في معناه محمد بن موسى العَنَزي فقال كما في الجامع للخطيب (1/ 295): «نحن قومٌ لنا شرفٌ، نحن من عَنَزَة، قد صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا».

774. এতে তাবারি[1] পাঠবিকৃতি করেছেন, তাঁরা বলেছেন: … "বুযযার" (বা অক্ষর দ্বারা এবং যাল অক্ষরের উপর নুকতা সহকারে)[2]

775. আর তারা 'তাসহিফ' (পাঠবিকৃতি) শব্দটি প্রয়োগ করেছেন যা স্পষ্ট … যেমন তাঁর উক্তি: "তিনি রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন" এর স্থলে "তিনি বেষ্টনী তৈরি করেছেন"[3]

776. আর ওয়াসিলকে[4] আসিম দ্বারা এবং আল-আহদাবকে … আল-আহওয়াল দ্বারা (বিকৃত করাকে) তাঁরা "তাসহিফ সাম" (শ্রবণজনিত পাঠবিকৃতি) নাম দিয়েছেন[6]

777. আর আনাজাহর[7] ইমাম অর্থের বিকৃতি ঘটিয়েছেন … তিনি গোত্রকে[8] "আল-আনazah"[9] সম্পর্কিত হাদিসের সাথে সম্পৃক্ত ভেবেছেন

---

(1) অর্থাৎ, তাফসিরবিদ ইমাম ইবনে জারির আল-তাবারি।

(2) দেখুন: ইবনুস সালাহর মুকাদ্দিমাহ (পৃ. ২৮০)।

(3) এটি যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসের দিকে ইঙ্গিত করে, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সা.) একটি ছোট খেজুর ডাল বা চাটাই দ্বারা একটি বেষ্টনী তৈরি করলেন, অতঃপর

রাসূলুল্লাহ (সা.) তাতে সালাত আদায় করার জন্য বের হলেন ... " হাদিসটি। এটি বুখারি (৬১১৩) বর্ণনা করেছেন এবং শব্দচয়ন তাঁরই, আর মুসলিমও (৭৮১) বর্ণনা করেছেন।

আর "ইহতা জারা" (احْتَجَرَ) এর অর্থ: একটি কক্ষ বা স্থান তৈরি করা। আস-সিহাহ (২/৬২৩)।

ইবনু লাহিয়াহ এটি বিকৃত করে বর্ণনা করেছেন এই শব্দে: "রাসূলুল্লাহ (সা.) মসজিদে রক্তমোক্ষণ (হিজামা) করিয়েছেন।" এটি আহমদ (২১৬০৮) এবং মুসলিম 'আত-তামযীয' গ্রন্থে (পৃ. ১৮৭) বর্ণনা করেছেন। দেখুন: ইবনুস সালাহর মুকাদ্দিমাহ (পৃ. ২৮০)।

(4) 'জিম' (জ) বর্ণযুক্ত পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়াসিল" উভয় রাফা (কর্তৃকারক) ও জার (সম্বন্ধকারক) অবস্থায় তানবীন (নুন) সহকারে রয়েছে, আর যা প্রমাণিত তা 'বা' (ব), 'দাল' (দ), 'হা' (হ), 'ওয়াও' (ও), 'যা' (য), 'ত্বা' (ত), 'লাম' (ল), 'মিম' (ম), 'নুন' (ন), 'সিন' (স), 'আইন' (আ) এবং 'ফা' (ফ) বর্ণযুক্ত পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

তিনি হলেন: ওয়াসিল ইবনু হাইয়ান আল-আহদাব, আল-আসাদি, আল-কুফী, বিশ্বস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত (মৃত্যু ১২০ হি.)। তাকরীবুত তাহযীব (৭৩৮২)।

(5) তিনি: আসিম ইবনু সুলাইমান আল-আহওয়াল, আবু আব্দুর রহমান আল-বাসরি, বিশ্বস্ত; আল-কাত্তান ব্যতীত কেউ তাঁর সম্পর্কে কথা বলেননি; যেন তা তাঁর প্রশাসনে যোগদানের কারণে ছিল, তিনি একশো চল্লিশ হিজরীর পরে মারা যান। তাকরীবুত তাহযীব (৩০৬০)।

(6) দেখুন: সুনান আন-নাসায়ী (৬/৪৯৪) হাদিস নং (৪০৫০) এর পর, এবং ইবনুস সালাহর মুকাদ্দিমাহ (পৃ. ২৮৩)।

(7) তিনি: মুহাম্মাদ ইবনু আল-মুসান্না ইবনু উবাইদ আল-আনাজী, আবু মূসা আল-বাসরি, যিনি "আয-যামিন" নামে পরিচিত, বিশ্বস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত (মৃত্যু ২৫২ হি.)। তাকরীবুত তাহযীব (৬২৬৪)।

(8) "আল-ক্বাবিল" (القَبِيل): গোত্র ও জনগণ। আস-সিহাহ (৫/১৭৯৭)।

(9) "আল-আনazah" (العَنَزَةُ): লাঠির চেয়ে দীর্ঘ এবং বর্শার চেয়ে খাটো, এবং এতে বর্শার ফলার মতো একটি ফলা থাকে। আস-সিহাহ (৩/৮৮৭)।

(কবিতার) রচয়িতা (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) এই হাদিসটি বোঝাতে চেয়েছেন: "নবী (সা.) একটি আনাজার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন।" এটি বুখারি (১৮৭) এবং মুসলিম (৫০৩) আবু জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিস হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

আর মুহাম্মাদ ইবনু মূসা আল-আনাজী এর অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে ভুল করেছেন, যেমনটি আল-খাতীবের আল-জামি' গ্রন্থে (১/২৯৫) বলা হয়েছে: "আমরা এক সম্মানিত জাতি, আমরা আনazah গোত্রের লোক, নবী (সা.) আমাদের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করেছেন।"

778. وَبَعْضُهُمْ ظَنَّ سُكُونَ نُونِهِ ... فَقَالَ: «شَاةٍ»![1] خَابَ فِي ظُنُونِهِ

(1) في م، ع: «شاةٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي س: بالجرِّ والرَّفع المنوَّنين، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ل، ن.

قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 148): «سمعتُ أبا منصور بن أبي محمَّد الفقيه يقول: كنت بعدنِ اليمن يوماً، وأعرابيٌّ يذاكرنا، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى نصب بين يديه شاةً، فأنكرتُ ذلك عليه، فجاء بجزءٍ فيه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى نصب بين يديه عَنزة)، فقال: أبصِرْ! كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى نصب بين يديه عَنْزة! فقلت: أخطأتَ، إنَّما هو عَنَزة، أي: عصاً».

৭৭৮. এবং তাদের কেউ কেউ তার নুনের সুকুন (যাবত) ধারণা করেছিল ... তাই সে বলল: «শাতিন» (شَاةٍ)![১] সে তার ধারণায় ব্যর্থ হলো।

(১) ম (m) ও আ (ʿayn)-এ: «শাতুন» (شَاةٌ) তানবীনসহ রফ' (উচ্চারণ)-এর সাথে। এবং সা (s)-এ: তানবীনসহ জার (নিম্নারণ) ও রফ' (উচ্চারণ) উভয় অবস্থায়। আর যা স্থাপিত (মূল পাঠে) হয়েছে তা বা (b), জিম (j), দাল (d), হা (h), ওয়াও (w), যা (z), হা (ḥ), ত্বা (ṭ), লাম (l), নুন (n) থেকে গৃহীত।

আল-হাকিম (رحمه الله) তার মা'রিফাতু উলুমিল হাদিস (পৃ. ১৪৮) গ্রন্থে বলেছেন: «আমি আবু মানসুর ইবনে আবু মুহাম্মাদ আল-ফাক্বিহকে বলতে শুনেছি: আমি একদিন ইয়েমেনের আদনে ছিলাম, এবং একজন বেদুঈন (আ'রাবী) আমাদের সাথে আলোচনা করছিলেন। তিনি বললেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর সামনে একটি 'শাতান' (شاةً, ছাগল/ভেড়া) স্থাপন করতেন। আমি এর প্রতিবাদ করলাম। তখন তিনি একটি কিতাবের অংশ নিয়ে এলেন যেখানে লেখা ছিল: (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর সামনে একটি 'আনাজা' (عَنَزَة, ছোট বর্শা/লাঠি) স্থাপন করতেন)। তখন তিনি বললেন: দেখুন! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন নামায পড়তেন, তখন তাঁর সামনে একটি 'আনযা' (عَنْزة, ছাগল) স্থাপন করতেন! আমি বললাম: আপনি ভুল করেছেন, এটি আসলে 'আনাজা' (عَنَزَة), অর্থাৎ: একটি লাঠি।»

مُخْتَلِفُ الْحَدِيثِ

779. وَالْمَتْنُ إِنْ نَافَاهُ مَتْنٌ آخَرُ ... وَأَمْكَنَ الْجَمْعُ فَلَا تَنَافُرُ

780. كَمَتْنِ «لَا يُورِدُ»[1] مَعْ «لَا عَدْوَى»[2] ... فَالنَّفْيُ لِلطَّبْعِ، وَ «فِرَّ عَدْوَا»[3]

781. أَوْ لَا، فَإِنْ نَسْخٌ بَدَا فَاعْمَلْ بِهِ ... أَوْ لَا فَرَجِّحْ، وَاعْمَلَنْ بِالْأَشْبَهِ[4]

---

(1) في ح، م، ن: «لا يورَدُ» بفتح الرَّاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ط، ي، ك، ل، س، ف. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 68): «بكسر الرَّاء».
ومراده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ». أخرجه البخاري (5771) واللَّفظ له، ومسلم (2221).
و «يُورِدُ» بمعنى: يحضر ويأتي. الصحاح (2/ 549).

(2) يريد النَّاظم رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا عَدْوَى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةَ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا بَالُ الإِبِلِ تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيُخَالِطُهَا البَعِيرُ الأَجْرَبُ فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَمَنْ أَعْدَى الأَوَّلَ؟!». أخرجه البخاري (5770) واللَّفظ له، ومسلم (2220).

و «العَدْوَى»: من قولهم تَعادى القومُ، إذا أصاب هذا مثلُ داءِ هذا. الصِّحاح (6/ 2421).

(3) يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ». أخرجه أحمد (9722)، والبخاري معلَّقاً (5707).

و «عَدْواً»: مصدر عدا يعدُو؛ وهو: الإسراع في المشي. الصحاح (6/ 2422).

(4) في هـ: تقديم وتأخير في هذا البيت والذي قبله.

পরস্পর বিরোধী হাদীস

৭৭৯. আর যদি একটি হাদীসের মূল পাঠের সাথে অন্য মূল পাঠের আপাত বৈপরীত্য দেখা যায় ... এবং সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়, তাহলে সেখানে কোনো প্রকৃত বৈপরীত্য থাকে না।

৭৮০. যেমন «لا يورد»[১] (রোগী উট সুস্থ উটের কাছে যেন না যায়) মূল পাঠটি «لا عدوى»[২] (কোনো রোগ সংক্রমণ নেই) মূল পাঠের সাথে [সমন্বয় করা যায়]। তখন (দ্বিতীয় হাদীসে) অস্বীকারটি রোগ সংক্রমণের প্রাকৃতিক ক্ষমতাকে [অস্বীকার করে], ... আর [তৃতীয় হাদীস] «فر من المجذوم كما تفر من الأسد»[৩] (রোগাক্রান্ত থেকে দ্রুত পালাও - নির্দেশ) [তাকে সমর্থন করে]।

৭৮১. অথবা (সমন্বয় সাধন) যদি সম্ভব না হয়, তাহলে যদি রহিতকরণ (নাসখ) স্পষ্ট হয়ে যায়, তবে তদনুযায়ী আমল করো ... অথবা যদি (নাসখ স্পষ্ট) না হয়, তবে প্রাধান্য দাও এবং অধিকতর নির্ভরযোগ্যটির উপর আমল করো।[৪]

---

(১) হা, ম, ন প্রতিলিপিতে «لا يورَدُ» (লা ইউওরাদু) র অক্ষরটিতে ফাতহা সহকারে রয়েছে। আর ব, জ, দ, হ, ও, য, ত, ইয়া, কাফ, লাম, সিন, ফা প্রতিলিপিগুলোতে যা প্রমাণিত, তা হলো

[পঙক্তিতে উল্লিখিত পাঠ, অর্থাৎ 'র' অক্ষরে কাসরা সহকারে لَا يُورِدُ (লা ইউরিদু)]। সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'ফাতহুল মুগীস' (৪/৬৮) গ্রন্থে বলেছেন: "র অক্ষরটিতে কাসরা সহকারে।"
এর দ্বারা উদ্দেশ্য আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত সেই হাদীস, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «কোনো রোগাক্রান্ত উট যেন সুস্থ উটের সাথে না মেশে»। এটি বুখারী (৫৭৭১) এবং মুসলিম (২২২১) বর্ণনা করেছেন, এবং শব্দচয়ন বুখারীর।
আর «يُورِدُ» (ইউরিদু) এর অর্থ: উপস্থিত করা ও নিয়ে আসা। আস-সিহাহ (২/৫৪৯)।
(২) গ্রন্থাকার (রহিমাহুল্লাহ) আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত সেই হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «কোনো রোগ সংক্রমণ নেই, কোনো সফার নেই এবং কোনো হামাহ নেই»। তখন এক বেদুঈন বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! উটের কী অবস্থা হয়, যখন তা মরুভূমিতে হরিণের মতো চরে বেড়ায়, অতঃপর একটি খুজলিযুক্ত উট তাদের সাথে মিশে তাদেরও খুজলিতে আক্রান্ত করে?" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: «তবে প্রথমটিকে কে সংক্রমিত করেছে?» এটি বুখারী (৫৭৭০) এবং মুসলিম (২২২০) বর্ণনা করেছেন, এবং শব্দচয়ন বুখারীর।
আর «العَدْوَى» (আল-আদওয়া) দ্বারা বোঝানো হয়, যখন কোনো এক ব্যক্তির রোগ অনুরূপভাবে অন্য ব্যক্তির মধ্যেও সংক্রমিত হয়। আস-সিহাহ (৬/২৪২১)।
(৩) এটি আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত সেই হাদীসের প্রতি ইঙ্গিত করে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: «কুষ্ঠ রোগী থেকে এমনভাবে পালাও, যেমন তুমি সিংহ থেকে পালাও»। এটি আহমদ (৯৭২২) এবং বুখারী (মু'আল্লাক হিসাবে, ৫৭৭৭) বর্ণনা করেছেন।
আর «عَدْوًا» (আদওয়ান) হলো 'আদা ইয়া'দু (দৌড়ানো) ক্রিয়ার মাসদার (ক্রিয়াবিশেষ্য); এর অর্থ: দ্রুত চলা। আস-সিহাহ (৬/২৪২২)।
(৪) হা প্রতিলিপিতে এই পঙক্তি এবং এর পূর্ববর্তী পঙক্তিটির শব্দবিন্যাসে অগ্র-পশ্চাৎ রয়েছে।

خَفِيُّ الْإِرْسَالِ وَالْمَزِيدُ فِي مُتَّصِلِ[1] الْإِسْنَادِ [2]

782. وَعَدَمُ السَّمَاعِ وَاللِّقَاءِ ... يَبْدُو بِهِ «الْإِرْسَالُ ذُو الْخَفَاءِ»

783. كَذَا زِيَادَةُ اسْمِ رَاوٍ فِي السَّنَدْ ... إِنْ كَانَ حَذْفُهُ بِـ «عَنْ» فِيهِ وَرَدْ

784. وَإِنْ بِتَحْدِيثٍ أَتَى فَالْحُكْمُ لَهُ ... مَعَ احْتِمَالِ كَوْنِهِ قَدْ حَمَلَهُ

785. عَنْ كُلِّ الَّا حَيْثُ مَا زِيدَ وَقَعْ ... وَهْماً، وَفِي ذَيْنِ الْخَطِيبُ قَدْ جَمَعْ[3]

---

(1) «مُتَّصِلِ» ليست في أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ن، ع، وهي في نسخة على حاشية ي.

(2) في ف: «الأسانيد».

(3) ألف الخطيب في نوع المرسل الخفي: «التفصيل لمبهم المراسيل»، وفي نوع المزيد ألَّف: «تمييز المزيد في متصل الأسانيد». انظر: شرح النَّاظم (2/ 116).

মাকফি ইরসাল (গুপ্ত সনদবিচ্ছিন্নতা) এবং মুত্তাসিল (সংযুক্ত) ইসনাদে (সনদে) মাযীদ (অতিরিক্ত বর্ণনাকারী)

৭৮২. আর শোনা ও সাক্ষাতের অনুপস্থিতি... এর দ্বারা 'খাফী ইরসাল' (গুপ্ত সনদবিচ্ছিন্নতা) প্রকাশ পায়।

৭৮৩. তেমনি, সনদে কোনো বর্ণনাকারীর নামের সংযুক্তি... যদি তাতে (সেই সনদে) তার (অর্থাৎ, সেই বর্ণনাকারীর) বিলোপ 'আন' (عَنْ) শব্দ দ্বারা উল্লিখিত হয়ে থাকে।

৭৮৪. আর যদি (সনদ) 'তাহদীস' (প্রত্যক্ষ বর্ণনা) দ্বারা আসে, তবে তার (সংযুক্ত হওয়ার) বিধান বহাল থাকে... সাথে এই সম্ভাবনাও থাকে যে, সে (বর্ণনাকারী) তা সকল (উৎস) থেকে ধারণ করেছে,

৭৮৫. তবে যেখানে অতিরিক্ত সংযোজন ভ্রমবশত ঘটেছে, সেই ক্ষেত্র ব্যতীত। আর এই দুই বিষয়ে আল-খতিব (আল-বাগদাদী) গ্রন্থ সংকলন করেছেন।

---

(1) 'মুত্তাসিল' (مُتَّصِلِ) বর্ণটি আলিফ, বা, জীম, দাল, হা, ওয়াও, হা, ইয়া, নুন, আইন—এই সকল পাণ্ডুলিপিতে নেই। তবে তা 'ইয়া' পাণ্ডুলিপির টীকায় বিদ্যমান।

(2) 'ফা' (ফ) পাণ্ডুলিপিতে আছে: 'আল-আসানীদ' (الأسانيد)।

(3) আল-খতিব (আল-বাগদাদী) ‘মুরসাল খাফী’ (مرسل خفي) প্রকার সম্পর্কে ‘আত-তাফসীল লি-মুবহামিল মারাসীল’ (التفصيل لمبهم المراسيل) গ্রন্থ সংকলন করেছেন। আর ‘মাযীদ’ (مزيد) প্রকার সম্পর্কে সংকলন করেছেন ‘তামযিইযুল মাযীদ ফি মুত্তাসিলিল আসানীদ’ (تمييز المزيد في متصل الأسانيد)। দ্রষ্টব্য: শারহুন নাযিম (২/১১৬)।

مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ [1]

786. رَائِي النَّبِيِّ مُسْلِماً: ذُو صُحْبَةِ ... وَقِيلَ: إِنْ طَالَتْ[2] وَلَمْ يُثَبَّتِ

787. وَقِيلَ: مَنْ أَقَامَ عَاماً[3] وَغَزَا[4] ... مَعَهُ[5]، وَذَا لِابْنِ الْمُسَيَّبِ[6] عَزَا[7]

788. وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ بِاشْتِهَارٍ او ... تَوَاتُرٍ أَوْ قَوْلِ صَاحِبٍ، وَلَوْ

789. قَدِ ادَّعَاهَا وَهْوَ عَدْلٌ قُبِلَا ... وَهُمْ عُدُولٌ، قِيلَ: لَا مَنْ دَخَلَا[8]

---

(1) في م زيادة: «رضي الله عنهم»، وفي ع: «رضوان الله عليهم».

(2) هو قول لبعض الأصوليين؛ كأبي بكر الباقلّاني كما في الكفاية (ص 51)، وابن الصباغ؛ حكاه عنه النَّاظم في شرحه (2/ 123)، وانظر: قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 392).

(3) في ط، ن: «حولاً»، وفي حاشيتيهما: «عاماً».

(4) في ب، ج، و، ح، م، ع: «أَوْ غَزَا» بهمزة القطع، وفي أ: «او غزا» بهمزة الوصل. والعطف بالواو هو الذي ورد به الأثر كما سيأتي.

(5) في هـ: «مَعَهُ» بفتح العين، والمثبت من ب، ج، د، و، ز، ح، ط، ل، م، ن، س، ع.

(6) في ح: «مسيَّبٍ» من غير (ال) وبالجرِّ المنوَّن، وفي ز: «المسيّبِ» بكسر الياء وفتحها، والمثبت من أ، ب، هـ، و، م، ن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 87): «بكسر الياء وفتحها، وهو الأشهر».

(7) روى الخطيب في الكفاية (ص 50) عن ابن المُسيَّب - بسندٍ فيه الواقدي - أنَّه قال: «الصَّحابةُ لا نعدُّهم إلَّا من أقام مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم سنةً أو سنَتَيْن، وغزا معه غزوةً أو غَزْوَتَيْن».

(8) في حاشية أ: «ألحق هؤلاء الثلاثة الأسطر من المُسوَّدة في مُستهَلِّ شهر ربيع الآخر سنة أحدٍ وسبعين وسبع مئة».

সাহাবী পরিচিতি [1]

786. যিনি নবীকে মুসলিম অবস্থায় দেখেছেন, তিনিই সাহাবী। আর বলা হয়েছে: যদি (সঙ্গের সময়) দীর্ঘ হয় (তবেই সাহাবী); কিন্তু (এই শর্ত) প্রমাণিত নয়[2]।

787. এবং বলা হয়েছে: যে তাঁর (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সাথে এক বছর[3] অবস্থান করেছে এবং তাঁর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে[4]। এই মত ইবনুল মুসায়্যবকে[6] আরোপিত করা হয়েছে[7]।

788. এবং সাহাবিয়াত পরিচিত হয় খ্যাতি দ্বারা, অথবা তাওয়াতুর (ব্যাপক ও ধারাবাহিক বর্ণনা) দ্বারা, অথবা কোনো সাহাবীর উক্তি দ্বারা, এমনকি যদি—

789. সে তা (সাহাবিয়াত) দাবি করে এবং সে নির্ভরযোগ্য হয়, তবে তা গৃহীত হয়। আর তারা (সাহাবীগণ) সকলেই নির্ভরযোগ্য। বলা হয়েছে: যারা (বিলম্বিত সময়ে ইসলামে) প্রবেশ করেছে, তারা নয়[8]।

---

(1) 'ম' পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত রয়েছে: «আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন», এবং 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «আল্লাহর সন্তুষ্টি তাদের উপর বর্ষিত হোক»।

(2) এটি কিছু উসুলবিদদের (ইসলামী ফিকহের মূলনীতি বিষয়ক পণ্ডিত) অভিমত; যেমন আবু বকর আল-বাক্বিল্লানীর, যেমনটি আল-কিফায়াহ (পৃ. ৫১) গ্রন্থে রয়েছে, এবং ইবনুস সাব্বাঘের; আল-নাজিম (ছন্দোবদ্ধকার) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (২/১২৩) এটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। আরও দেখুন: আস-সামআ'নীর কাওয়াতি'উল আদিল্লাহ (১/৩৯২)।

(3) 'তা' ও 'নুন' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «এক বছর», এবং সেগুলোর পাদটীকায় রয়েছে: «এক বছর»।

(4) 'বা', 'জিম', 'ওয়াও', 'হা', 'মিম', 'আইন' পাণ্ডুলিপিতে «أَوْ غَزَا» (অথবা যুদ্ধ করেছে) হামযাতুল ক্বাতি' (বিচ্ছিন্নকারী হামযা) সহ রয়েছে, এবং 'আলিফ' পাণ্ডুলিপিতে «او غزا» (অথবা যুদ্ধ করেছে) হামযাতুল ওয়াসল (মিলনকারী হামযা) সহ রয়েছে। আর 'ওয়াও' (এবং) দ্বারা সংযুক্ত করাই হল সেই রূপ যা বর্ণনায় এসেছে, যেমনটি পরে আসবে।

(5) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: «মা'আহু» 'আইন'-এর উপর ফাতহা (যবর) সহ রয়েছে। আর (বর্তমান পাঠে) যা গৃহীত হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'দাল', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ত্বা', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সিন', 'আইন' পাণ্ডুলিপি থেকে।

(6) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «মুসায়্যিবিন» 'আল' (নির্দিষ্টতাসূচক উপসর্গ) ছাড়া এবং জার (অধিকরণ কারক) ও তানবিন (দ্বিত্ব স্বরধ্বনি) সহ। আর 'যা' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: «আল-মুসায়্যিবি» 'ইয়া'-এর কাসরা (জের) এবং ফাতহা (যবর) উভয় সহ। এবং যা (বর্তমান পাঠে) গৃহীত হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'হা', 'ওয়াও', 'মিম', 'নুন' পাণ্ডুলিপি থেকে।

সাখাবী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগিস' গ্রন্থে (৪/৮৭) বলেছেন: «ইয়া'-এর নিচে কাসরা (জের) এবং উপরে ফাতহা (যবর) সহ, এবং এটিই অধিক প্রসিদ্ধ।»

(7) খতীব আল-কিফায়াহ গ্রন্থে (পৃ. ৫০) ইবনুল মুসায়্যব থেকে – এমন একটি সনদ (বর্ণনার সূত্র) সহ যেখানে আল-ওয়াকিদী রয়েছেন – বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: «আমরা সাহাবীগণকে গণ্য করি না, তবে তাকেই, যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এক বা দুই বছর অবস্থান করেছে, এবং তাঁর সাথে এক বা দুটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।»

(8) 'আলিফ' পাণ্ডুলিপির পাদটীকায় রয়েছে: «এই তিনটি পংক্তি পাণ্ডুলিপির খসড়া থেকে রবিউল আখির মাসের শুরুতে, সাতশ' একাত্তর হিজরীর বছরে যুক্ত করা হয়েছে।»

790. فِي فِتْنَةٍ[1]، وَالْمُكْثِرُونَ سِتَّةٌ: ... أَنَسٌ[2]، ابْنُ عُمَرَ[3]، الصِّدِّيقَةُ[4]

791. الْبَحْرُ[5]، جَابِرٌ[6]، أَبُو هُرَيْرَةِ ... أَكْثَرُهُمْ[7]، وَالْبَحْرُ فِي الْحَقِيقَةِ

792. أَكْثَرُ فَتْوَى، وَهُوَ وَابْنُ عُمَرَا ... وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عَمْرٍو قَدْ جَرَى

793. عَلَيْهِمِ بِالشُّهْرَةِ: «الْعَبَادِلَهْ» ... لَيْسَ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَلَا مَنْ شَاكَلَهْ

794. وَهُوَ وَزَيْدٌ[8] وَابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ ... فِي الْفِقْهِ أَتْبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُمْ

---

(1) انظر: الإحكام للآمدي (2/ 90).

(2) أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه، روى (2286) حديثاً. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال للخزرجي (ص 40).

(3) هو: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، روى (1630) حديثاً. خلاصة التذهيب (ص 207).

(4) هي: أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها، روت (2210) أحاديث. خلاصة التذهيب (ص 493).

(5) هو: عبد الله بن عبَّاس الهاشمي رضي الله عنهما، روى (1660) حديثاً. خلاصة التذهيب (ص 202).

(6) هو: جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما، روى (1540) حديثاً. خلاصة التذهيب (ص 59).

(7) هو: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدَّوسي رضي الله عنه، روى (5374) حديثاً. خلاصة التذهيب (ص 462).

ومِن الصَّحابة المُكْثِرين - أيضاً -: أبو سعيد الخُدريُّ، وهو سابعهم، لم يذكره ابن الصَّلاح، وذكره النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 132)، وقد استدركه البرهان الحلبي رحمه الله نظماً كما في حاشية نسخة من شرح النَّاظم (تيمور 139)، وفي فتح المغيث (4/ 103)، فقال:

أَبُو سَعِيدٍ نِسْبَةٌ لِخُدْرَةٍ ... سَابِعُهُمْ؛ أُهْمِلَ فِي الحَقِيقَةِ

(8) هو: زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه.

৭৯০। ফিতনার সময়ে[১], এবং অধিক হাদীস বর্ণনাকারী (মুকসিরুন) ছয় জন: ... আনাস[২], ইবন উমার[৩], সিদ্দিকা[৪]

৭৯১। আল-বাহর[৫], জাবির[৬], আবু হুরায়রা ... তাদের মধ্যে অধিক বর্ণনাকারী[৭], এবং বাস্তবে আল-বাহর।

৭৯২। অধিক ফতোয়াদানকারী, এবং তিনি ও ইবন উমার ... এবং ইবন আয-যুবাইর ও ইবন আমর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন

৭৯৩। তাদের উপর 'আল-আবাদিলাহ' (العبادلة) নামে প্রসিদ্ধি ছিল ... ইবন মাসউদ নন, এবং তার মতো অন্যরাও নন।

৭৯৪। এবং তিনি ও যায়দ[৮] এবং ইবন আব্বাস, তাদের জন্য ... ফিকহে (ইসলামী আইনশাস্ত্রে) অনুসারীরা তাদের মত (রায়) গ্রহণ করে থাকে।

---

(১) দেখুন: আল-ইহকাম লিল-আমিদী (২/৯০)।

(২) আনাস ইবন মালিক আল-আনসারী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি (২২৮৬)টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। আল-খাজরাজীর 'খুলাসাতু তাযহিব তাহযিবিল কামাল' (পৃ. ৪০)।

(৩) তিনি হলেন: আবদুল্লাহ ইবন উমার, আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি (১৬৩০)টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। খুলাসাতুত তাযহিব (পৃ. ২০৭)।

(৪) তিনি হলেন: উম্মুল মুমিনীন আয়েশা, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি (২২১০)টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। খুলাসাতুত তাযহিব (পৃ. ৪৯৩)।

(৫) তিনি হলেন: আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস আল-হাশিমী, আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি (১৬৬০)টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। খুলাসাতুত তাযহিব (পৃ. ২০২)।

(৬) তিনি হলেন: জাবির ইবন আবদুল্লাহ আল-আনসারী, আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি (১৫৪০)টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। খুলাসাতুত তাযহিব (পৃ. ৫৯)।

(৭) তিনি হলেন: আবু হুরায়রা আবদুর রহমান ইবন সাখর আদ-দাওসী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। তিনি (৫৩৭৪)টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। খুলাসাতুত তাযহিব (পৃ. ৪৬২)।

এবং অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের মধ্যে – আরও – আবু সাঈদ আল-খুদরী রয়েছেন, যিনি তাদের সপ্তম। ইবন আস-সালাহ তাকে উল্লেখ করেননি, তবে গ্রন্থকার (আন-নাজিম), আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন, তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (২/১৩২) তাকে উল্লেখ করেছেন। আর আল-বুরহান আল-হালাবী, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত করুন, তাকে কবিতায় উল্লেখ করে সংশোধন করেছেন, যেমনটি গ্রন্থকারের ব্যাখ্যাগ্রন্থের একটি অনুলিপির পাদটীকায় (তাইয়মুর ১৩৯) এবং ফাতহুল মুগীস (৪/১০৩) গ্রন্থে আছে। তিনি বলেছেন:

আবু সাঈদ, খুদাহর সাথে সম্পর্কিত ... তাদের সপ্তম; প্রকৃতপক্ষে তাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। (৮) তিনি হলেন: যায়দ ইবন সাবিত আল-আনসারী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

(ص: 299)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

795. وَقَالَ مَسْرُوقُ[1]: انْتَهَى الْعِلْمُ إِلَى ... سِتَّةِ أَصْحَابٍ كِبَارٍ نُبَلَا

796. زَيْدٍ، أَبِي الدَّرْدَاءِ، مَعْ أُبَيّ ... عُمَرَ، عَبْدِ اللَّهِ، مَعْ عَلِيّ

797. ثُمَّ انْتَهَى لِذَيْنِ[2]، وَالْبَعْضُ جَعَلْ ... الْأَشْعَرِيَّ[3] عَنْ أَبِي الدَّرْدَا بَدَلْ[4]

798. وَالْعَدُّ لَا يَحْصُرُهُمْ، فَقَدْ ظَهَرْ ... سَبْعُونَ أَلْفاً بِتَبُوكَ، وَحَضَرْ

799. الْحَجَّ أَرْبَعُونَ أَلْفاً[5]، وَقُبِضْ ... عَنْ ذَيْنِ مَعْ[6] أَرْبَعٍ[7] آلَافٍ تَنِضّْ[8]

---

(1) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك الهَمْدانيُّ، الوادِعيُّ، أبو عائشةَ الكوفيُّ، ثقةٌ، فقيهٌ، عابدٌ، مخضرمٌ، (ت 62 هـ). تقريب التَّهذيب (6601).

(2) قال مسروق بن الأجدع رحمه الله: «شامتُ أصحاب محمَّد صلى الله عليه وسلم فوجدتُ علمهم انتهى إلى ستّة نفرٍ مِنهم؛ عمرُ، وعليٌّ، وعبدُ الله - أي: ابن مسعودٍ -، وأبو الدَّرداء، وأُبَيّ بن كعبٍ، وزيد بن ثابتٍ، ثمَّ شامتُ هؤلاء الستَّةَ فوجدتُ علمهم انتهى إلى رجلين منهم؛ إلى عليٍّ وعبد الله». العلل لابن المديني (ص 42).

(3) أي: أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه.

(4) هذه رواية أخرى عن مسروق. انظر: العلل لابن المديني (ص 41).

(5) قال أبو زرعة رحمه الله: «شَهِدَ مع النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَجَّةَ الوداعِ أربعون ألفاً، وشَهِدَ معه تبوك سبعون ألفاً». الجامع للخطيب (2/ 293).

(6) في هـ: «مَعَ» بفتح العين، وبه ينكسر الوزن.

(7) في ع: «أربعة».

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 136): «وأسقطتُ الهاء مِن أربع آلافٍ؛ لضرورةِ الشِّعر، وإنْ كان الألْفُ مذكراً».

(8) «تَنِضُّ»: بكسر النُّون وتشديد الضَّاد، أي: تتيسَّر. شرح النَّاظم (2/ 136).

795. মাসরূক (রহ.)[1] বলেন: জ্ঞান ছয়জন মহান ও সম্ভ্রান্ত সাহাবীর কাছে পৌঁছেছে:

796. যায়দ, আবুদ-দারদা, উবাই; উমার, আব্দুল্লাহ এবং আলী (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)।

797. তারপর জ্ঞান ওই দু'জনের কাছে শেষ হয়েছে[2], আর কেউ কেউ আবুদ-দারদা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর বদলে আল-আশ'আরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)[3]-কে বলেছেন[4]।

798. আর সংখ্যা তাদের সীমাবদ্ধ করে না, কারণ তাবুকে সত্তর হাজার (সাহাবী) উপস্থিত হয়েছিলেন

799. এবং বিদায় হাজ্জে চল্লিশ হাজার[5]। আর (জ্ঞান) আহরিত হয়েছে ওই দু'জন থেকে, সাথে[6] ছিলেন চার হাজার[7] (জ্ঞানী) যাদের জ্ঞান সহজলভ্য ছিল[8]।

---

(1) তিনি হলেন: মাসরূক ইবনুল আজদা' ইবন মালিক আল-হামদানী, আল-ওয়াদিঈ, আবু আয়েশা আল-কূফী। তিনি বিশ্বস্ত, ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ), আবেদ (উপাসক), মাখদারাম (ইসলামের উভয় যুগ দেখেছেন এমন ব্যক্তি)। (মৃত্যু ৬২ হিজরি)। তাকরীবুত তাহযীব (৬৬০১)।

(2) মাসরূক ইবনুল আজদা' (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন: "আমি মুহাম্মাদ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)-এর সাহাবীগণকে পরীক্ষা করে দেখলাম যে, তাঁদের জ্ঞান তাঁদের মধ্যে ছয়জনের কাছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে; উমার, আলী, আব্দুল্লাহ – অর্থাৎ ইবনু মাসউদ –

আবুদ-দারদা, উবাই ইবন কা'ব এবং যায়দ ইবন সাবিত। অতঃপর আমি এই ছয়জনকে পরীক্ষা করে দেখলাম যে, তাঁদের জ্ঞান তাঁদের মধ্যে দু'জনের কাছে শেষ হয়েছে; আলী এবং আব্দুল্লাহ।" আল-ইলাল লি ইবনিল মাদীনী (পৃ. ৪২)।

(3) অর্থাৎ: আবূ মূসা আব্দুল্লাহ ইবন কায়স আল-আশ'আরী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)।

(4) এটি মাসরূক (রহ.) থেকে বর্ণিত আরেকটি বর্ণনা। দেখুন: আল-ইলাল লি ইবনিল মাদীনী (পৃ. ৪১)।

(5) আবূ যুর'আ (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) বলেন: "নাবী (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক)-এর সাথে বিদায় হাজ্জে চল্লিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন এবং তাবুকে সত্তর হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন।" আল-জামি' লিল খতীব (২/২৯৩)।

(6) 'হা' (হ) পাণ্ডুলিপিতে: 'মায়া' (مَ) আইনের উপর ফাতহা সহকারে রয়েছে, যার দ্বারা কবিতার ছন্দ ভেঙে যায়।

(7) 'আইন' (ই) পাণ্ডুলিপিতে: 'আরবা'আ' (أربعة)।

গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/১৩৬)-তে বলেছেন: "আমি কবিতার প্রয়োজনে 'চার হাজার' (أربع آلاف) থেকে 'হা' (هاء) বর্ণটি বাদ দিয়েছি, যদিও 'হাজার' (ألف) শব্দটি পুংলিঙ্গ।"

(8) 'তানিদ্দু' (تَنِضُّ): নুন (ن)-এর নিচে কাসরা এবং দ্বাদ (ض)-এর উপর তাশদীদ সহকারে, অর্থাৎ: সহজলভ্য হওয়া/প্রস্তুত থাকা। (গ্রন্থকারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ২/১৩৬)।

---

800. وَهُمْ طِبَاقٌ إِنْ يُرَدْ تَعْدِيدُ ... قِيلَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ[1]، أَوْ تَزِيدُ[2]

801. وَالْأَفْضَلُ الصِّدِّيقُ، ثُمَّ عُمَرُ ... وَبَعْدَهُ عُثْمَانُ، وَهُوَ الْأَكْثَرُ[3]

802. أَوْ فَعَلِيٌّ قَبْلَهُ؛ خُلْفٌ حُكِي ... قُلْتُ: وَقَوْلُ الْوَقْفِ جَا عَنْ مَالِكِ[4]

803. فَالسِّتَّةُ[5] الْبَاقُونَ[6]، فَالْبَدْرِيَّهْ ... فَأُحُدٌ، فَالْبَيْعَةُ الْمَرْضِيَّهْ[7]

804. قَالَ: وَفَضْلُ السَّابِقِينَ قَدْ وَرَدْ[8] ... فَقِيلَ: هُمْ[9]، وَقِيلَ: بَدْرِيٌّ[10]، وَقَدْ

(1) هو قول الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 22 - 24).

(2) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 298).

(3) في حاشية أ: «بلغ مقابلة».

(4) انظر: المدونة (4/ 670).

وقد رُوِي أيضاً رجوع مالك إلى تفضيل عثمان رضي الله عنه. انظر: المفهم للقرطبي (6/ 238).

(5) في ز: «والستَّة».

(6) وهم: طلحة بن عُبَيْد الله، والزُّبَيْر بن العوَّام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم. فتح المغيث (4/ 120).

(7) أي: أصحاب بيعة الرِّضوان بالحُدَيبية. انظر: مفتاح السَّعيديَّة (ص 340)، وشرح ابن العيني (ص 311)، وفتح المغيث (4/ 121).

(8) يريد قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الفَوْزُ العَظِيمُ}. انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 299)، وشرح النَّاظم (2/ 141).

(9) قال الشَّعبيُّ رحمه الله: «من أدرك بيعة الرضوان». تفسير الطبري (11/ 637).

(10) روى ابن عبد البرِّ في الاستيعاب (1/ 14) عن موسى بن عُبَيْدة، عن محمَّد بن كعبٍ القُرَظي وعطاء بن يسار في قوله: {وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ}، قالا: «أهل بدر».

৮০০. এবং তারা (সাহাবীগণ) বিভিন্ন স্তরবিন্যাসে বিভক্ত, যদি তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়, বলা হয়েছে: বারো জন[১], অথবা এর চেয়েও বেশি[২]

৮০১. আর শ্রেষ্ঠ হলেন আস-সিদ্দীক (আবু বকর), অতঃপর উমার; আর তাঁর পরে উসমান, এবং এটিই অধিক প্রচলিত মত[৩]

৮০২. অথবা তাঁর পূর্বে আলী (শ্রেষ্ঠ); এ বিষয়ে মতানৈক্য বর্ণিত হয়েছে। আমি বলি: ইমাম মালিক থেকে (শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে) বিরত থাকার মত এসেছে[৪]

৮০৩. অতঃপর অবশিষ্ট ছয় জন[৫][৬], এরপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, এরপর উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণ, এরপর সন্তোষজনক বাই'আত (আল-বাই'আতুল মারদিয়্যাহ) গ্রহণকারীগণ[৭]

৮০৪. তিনি বলেছেন: আর অগ্রবর্তীদের (আস-সাবিকূন আল-আউয়ালূন) শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হয়েছে[৮]। অতঃপর বলা হয়েছে: তারাই[৯] (অগ্রবর্তী), আবার বলা হয়েছে: বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীগণই[১০] (অগ্রবর্তী), এবং নিশ্চিতভাবেই...

---

(১) এটি হাকিমের 'মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস' গ্রন্থে (পৃ. ২২-২৪) বর্ণিত মত।

(২) দেখুন: ইবনুস সালাহর 'মুকাদ্দিমাহ' (পৃ. ২৯৮)।

(৩) 'আ' পাণ্ডুলিপির টীকায়: "মুকাবালা সম্পন্ন হয়েছে"।

(৪) দেখুন: 'আল-মুদাওওয়ানাহ' (৪/৬৭০)।
আরও বর্ণিত আছে যে, মালিক (রহ.) উসমান (রা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের দিকে ফিরে এসেছিলেন। দেখুন: কুরতুবীর 'আল-মুফহিম' (৬/২৩৮)।

(৫) 'যা' পাণ্ডুলিপিতে: "এবং ছয় জন"।

(৬) তাঁরা হলেন: তালহা ইবনু উবাইদুল্লাহ, যুবাইর ইবনুল আওয়াম, সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, সা'ঈদ ইবনু যায়িদ, আব্দুর রাহমান ইবনু আওফ, এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। 'ফাতহুল মুগীস' (৪/১২০)।

(৭) অর্থাৎ: হুদাইবিয়ার বাই'আতুর রিদওয়ান-এর সাথীগণ। দেখুন: 'মিফতাহুস সা'ঈদিয়্যাহ' (পৃ. ৩৪০), ইবনুল আইনী'র 'শারহ' (পৃ. ৩১১), এবং 'ফাতহুল মুগীস' (৪/১২১)।

(৮) তিনি আল্লাহ তা'আলার এই উক্তিটি দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন: {আর অগ্রবর্তী প্রথম মুহাজির ও আনসারগণ এবং যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন

এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তিনি তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন জান্নাতসমূহ, যার তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হয়, যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটিই মহাসাফল্য।}

দেখুন: ইবনুস সালাহর 'মুকাদ্দিমাহ' (পৃ. ২৯৯) এবং নাযিম-এর 'শারহ' (২/১৪১)।

(৯) শা'বী (রহ.) বলেছেন: "যারা বাই'আতুর রিদওয়ান-এ উপস্থিত ছিলেন।" 'তাফসীরুত তাবারি' (১১/৬৩৭)।

(১০) ইবনু আব্দুল বার্র 'আল-ইস্তি'আব' গ্রন্থে (১/১৪) মূসা ইবনু উবাইদা থেকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনু কা'ব আল-কুরযী এবং আতা ইবনু ইয়াসার থেকে আল্লাহর এই বাণী {আর অগ্রবর্তী প্রথম মুহাজির ও আনসারগণ} সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, তাঁরা উভয়েই বলেছেন: "তারা হলো বদরের অধিবাসীগণ (আহলুল বদর)।"

(ص: 301)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

805. قِيلَ: بَلَ اهْلُ الْقِبْلَتَيْنِ[1]، وَاخْتَلَفْ ... أَيُّهُمُ أَسْلَمَ قَبْلُ[2] مَنْ سَلَفْ

806. قِيلَ: أَبُو بَكْرٍ[3]، وَقِيلَ: بَلْ عَلِي[4] ... وَمُدَّعِي إِجْمَاعِهِ[5] لَمْ يُقْبَلِ

807. وَقِيلَ: زَيْدٌ[6]، وَادَّعَى وِفَاقَا ... بَعْضٌ عَلَى خَدِيجَةَ اتِّفَاقَا[7]

808. وَمَاتَ آخِراً بِغَيْرِ مِرْيَةِ[8] ... أَبُو الطُّفَيْلِ؛ مَاتَ عَامَ مِئَةِ[9]

---

(1) قال سعيد بن المسيَّب رحمه الله كما في معرفة الصحابة لأبي نعيم (1/ 7):
«(السَّابقونَ الأوَّلونَ مِنَ المهاجرينَ والأنصارِ): الَّذِينَ صَلَّوا القِبْلَتَيْنِ جميعاً». ورواه أبو نُعَيم أيضاً عن محمد بن سيرين (1/ 8).

(2) في م: «قبلَ» بفتح اللَّام، وهو وهم.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 144): «مبنيٌّ على الضَّم».

(3) أخرج التِّرمذي (3667) عن أبي بكر رضي الله عنه أنَّه قال: «ألستُ أوَّلَ من أسلم؟». وهو قول ابن عبَّاس وحسَّان بن ثابت رضي الله عنهم. انظر: الاستيعاب (3/ 964).

(4) هذا القول رُوِي عن سلمان، وأبي ذرٍّ، والمقداد، وخبَّاب، وجابر، وأبي سعيد الخُدريّ، وزيدِ بن الأرقم. الاستيعاب (3/ 1090).

(5) قال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 22): «ولا أعلم خلافاً بين أصحاب التَّواريخ أنَّ عليَّ بن أبي طالب رضي الله عنه أوَّلهم إسلاماً، وإنما اختلفوا في بلوغه، والصَّحيح عند الجماعة: أنَّ أبا بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه أوَّل من أسلم من الرِّجال البالغين».

(6) رُوِي هذا القول عن الزُّهري. الطَّبقات الكبرى لابن سعد (3/ 44)، والاستيعاب (2/ 546).

(7) هو قول الثعلبي كما في مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 300)، وابن عبد البرِّ في الاستيعاب (3/ 1092).

(8) قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 203): «بكسر الميم أشهر من ضمِّها».

(9) هو: عامر بن واثلة الليثي، (ت 110 هـ على الصحيح). تقريب التَّهذيب (3111)، وانظر: الاستيعاب (4/ 1696)، والإصابة (1/ 84).

৮০৫. বলা হয়েছে: বরং দুই কিবলার অনুসারীরা[1], এবং মতভেদ করা হয়েছে... তাদের মধ্যে কে প্রথমে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, যারা পূর্বে ছিলেন[2]।

৮০৬. বলা হয়েছে: আবু বকর[3], এবং বলা হয়েছে: বরং আলী[4]... এবং যার ঐকমত্যের দাবি করা হয়েছে[5], তা গৃহীত হয়নি।

৮০৭. এবং বলা হয়েছে: যায়েদ[6], এবং সামঞ্জস্য দাবি করা হয়েছে… কেউ কেউ খাদিজার বিষয়ে ঐকমত্য দাবি করেছেন[7]।

৮০৮. এবং পরিশেষে তিনি মারা গেছেন, কোনো সন্দেহ ছাড়াই[8]… আবু তুফাইল; তিনি একশ হিজরীতে মারা গেছেন[9]।

---

(1) আবু নুয়াইমের 'মা'রিফাতুস সাহাবা' (১/৭) গ্রন্থে যেমন উল্লেখ আছে, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "(মুহাজিরিন ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী ছিলেন): তারা হলেন, যারা উভয় কিবলার দিকে সালাত আদায় করেছেন।" এবং আবু নুয়াইম এটি মুহাম্মাদ ইবনে সিরিন থেকেও বর্ণনা করেছেন (১/৮)।

(2) 'মীম' (গ্রন্থের প্রতীক) সংস্করণে 'ক্বাবলা' (قَبْلَ) লামে ফাতাহা (আ-কার) সহ উল্লেখ আছে, যা ভুল। নাযিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (২/১৪৪) বলেছেন: "এটি যম্মা (উ-কার) এর উপর মা'বনি (অপরিবর্তনীয়)।"

(3) তিরমিযী (৩৬৬৭) আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন: "আমি কি ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম নই?" এটি ইবনে আব্বাস ও হাসসান ইবনে সাবিত (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এরও অভিমত। দেখুন: 'আল-ইস্তি'আব' (৩/৯৬৪)।

(4) এই অভিমত সালমান, আবু যর, মিকদাদ, খাব্বাব, জাবির, আবু সাঈদ আল-খুদরি এবং যায়েদ ইবনুল আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 'আল-ইস্তি'আব' (৩/১০৯০)।

(5) হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) 'মা'রিফাতু উলুমিল হাদিস' (পৃষ্ঠা ২২) গ্রন্থে বলেছেন: "আমি ইতিহাসবিদদের মধ্যে কোনো মতভেদ দেখিনি যে, আলী ইবনে আবি তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম ছিলেন। তবে তারা তাঁর সাবালকত্ব নিয়ে মতভেদ করেছেন। এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের নিকট সঠিক মত হলো: সাবালক পুরুষদের মধ্যে আবু বকর আস-সিদ্দিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেছেন।"

(6) এই অভিমত যুহরি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে সা'দের 'আত-তাবাকাতুল কুবরা' (৩/৪৪) এবং 'আল-ইস্তি'আব' (২/৫৪৬)।

(7) এটি সা'লাবী (রহিমাহুল্লাহ) এর অভিমত, যেমন ইবনে সালাহের 'মুকাদ্দিমাহ' (পৃষ্ঠা ৩০০) এবং ইবনে আব্দুল বার এর 'আল-ইস্তি'আব' (৩/১০৯২) গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

(8) যাকারিয়া আল-আনসারী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল বাকি' (২/২০৩) গ্রন্থে বলেছেন: "মীম-এ কাসরা (ই-কার) সহ পড়া যম্মা (উ-কার) সহ পড়ার চেয়ে অধিক প্রসিদ্ধ।"
(9) তিনি হলেন: আমির ইবনে ওয়াসিলা আল-লাইসী, (মৃত্যু ১১০ হিজরী, সঠিক মতানুসারে)। 'তাকরিবুত তাহযীব' (৩১১১), এবং দেখুন: 'আল-ইস্তি'আব' (৪/১৬৯৬) ও 'আল-ইসাবা' (১/৮৪)।

809. وَقَبْلَهُ السَّائِبُ بِالْمَدِينَةِ[1] ... أَوْ سَهْلٌ[2] اوْ جَابِرٌ اوْ بِمَكَّةِ[3]
810. وَقِيلَ: الَاخِرُ بِهَا ابْنُ عُمَرَا[4] ... إِنْ لَا[5] أَبُو الطُّفَيْلِ فِيهَا قُبِرَا[6]
811. وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِالْبَصْرَةِ[7] ... وَابْنُ أَبِي أَوْفَى قَضَى بِالْكُوفَةِ[8]

---

(1) هو: السَّائب بن يزيد الكِنْدي، ويُعرف بابن أخت النمر، حُجَّ به في حجَّة الوداع وهو ابن سبع سنين، (ت 91 هـ)، وقيل: غير ذلك. تقريب التَّهذيب (2202)، والإصابة (3/ 22).

(2) هو: سهل بن سعد بن مالك الأنصاريُّ، الخَزْرجِيُّ، السَّاعديُّ، أبو العبَّاس، له ولأبيه صحبةٌ، (ت 88 هـ). تقريب التَّهذيب (2658)، وانظر: الاستيعاب (2/ 664)، والإصابة (3/ 167).

(3) المراد: جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما. قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 149): «اختُلِف في سنة وفاته، فقيل: سنة اثنتين وسبعين، وقيل: ثلاث، وقيل: أربع، وقيل: سبع، وقيل: ثمان، وهو المشهور، وقيل: سنة تسع وسبعين»، وقد اختلف في مكان وفاته: فقيل: بالمدينة، وقيل: بمكة. شرح النَّاظم (2/ 149)، وانظر: الاستيعاب (1/ 219)، والإصابة (1/ 546).

(4) أي: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، (ت 74 هـ). شرح النَّاظم (2/ 151)، وانظر: الاستيعاب (3/ 950)، والإصابة (4/ 161).

(5) في هـ، ح، ل، ونسخة على حاشية م: «إِلَّا» بدل: «إِنْ لَا».

(6) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 151): «الصَّحيح: أَنَّ أبا الطُّفَيْل مات بمكَّة».

(7) مات سنة (92 هـ)، وقيل: (93 هـ). تقريب التَّهذيب (565)، وانظر: الاستيعاب (1/ 109)، والإصابة (1/ 275).

(8) هو: عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلميُّ، صحابيٌّ شهد الحُدَيبِيَة، وعُمِّر بعد النَّبيّ صلى الله عليه وسلم دهراً، (ت 87 هـ). تقريب التَّهذيب (3219). وانظر: الاستيعاب (3/ 870)، والإصابة (4/ 16).

৮ ০৯. এবং তার আগে সাইব মদিনায়[১] ... অথবা সাহল[২] অথবা জাবির অথবা মক্কায়[৩]

৮ ১০. এবং বলা হয়েছে: সেখানে সর্বশেষ ছিলেন ইবনু উমার[৪] ... যদি না[৫] আবু তুফায়ল সেখানে দাফন হন[৬]

৮ ১১. এবং আনাস ইবনু মালিক বসরায়[৭] ... এবং ইবনু আবি আওফা কুফায় মৃত্যুবরণ করেন[৮]

---

(১) তিনি হলেন: আস-সাইব ইবনু ইয়াযিদ আল-কিন্দী। তিনি 'ইবনু উখত আন-নামির' নামে পরিচিত। বিদায় হজ্জে তাঁকে নিয়ে হজ্জ করা হয়েছিল, যখন তাঁর বয়স ছিল সাত বছর। (মৃত্যু ৯১ হিজরী)। এবং অন্য মতও আছে। তাকরীবুত তাহযীব (২২০২), এবং আল-ই'সাবাহ (৩/ ২২)।

(২) তিনি হলেন: সাহল ইবনু সা'দ ইবনু মালিক আল-আনসারী, আল-খাযরাজী, আস-সা'ইদী, আবুল আব্বাস। তাঁর এবং তাঁর পিতার সাহাবিয়াত (সাহাবীত্ব) ছিল। (মৃত্যু ৮৮ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (২৬৫৮), এবং দেখুন: আল-ইসতিয়াব (২/ ৬৬৪), এবং আল-ই'সাবাহ (৩/ ১৬৭)।

(৩) উদ্দেশ্য: জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু হারাম আল-আনসারী (আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। নাযিম (কবিতা রচয়িতা) আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (২/ ১৪৯) বলেছেন: "তাঁর মৃত্যুর বছর নিয়ে মতভেদ আছে। বলা হয়েছে: বাহাত্তর হিজরীর বছর,

এবং বলা হয়েছে: তিহাত্তর, এবং বলা হয়েছে: চুয়াত্তর, এবং বলা হয়েছে: সাতাত্তর, এবং বলা হয়েছে: আটাত্তর – এটিই প্রসিদ্ধ মত, এবং বলা হয়েছে: ঊনআশি হিজরীর বছর।" এবং তাঁর মৃত্যুর স্থান নিয়ে মতভেদ আছে: বলা হয়েছে: মদিনায়, এবং বলা হয়েছে: মক্কায়। নাযিমের শারহ (ব্যাখ্যা) (২/ ১৪৯), এবং দেখুন: আল-ইসতিয়াব (১/ ২১৯), এবং আল-ই'সাবাহ (১/ ৫৪৬)।

(৪) অর্থাৎ: আব্দুল্লাহ ইবনু উমার ইবনুল খাত্তাব (আল্লাহ তায়ালা তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। (মৃত্যু ৭৪ হিজরী)। নাযিমের শারহ (ব্যাখ্যা) (২/ ১৫১), এবং দেখুন: আল-ইসতিয়াব (৩/ ৯৫০), এবং আল-ই'সাবাহ (৪/ ১৬১)।

(৫) 'হা', 'হা-আ', 'লাম' এবং 'মিম' এর পাদটীকায় প্রাপ্ত একটি অনুলিপিতে "ইন লা" এর পরিবর্তে "ইল্লা" রয়েছে।

(৬) নাযিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (২/ ১৫১) বলেছেন: "বিশুদ্ধ মত হলো: আবু তুফায়ল মক্কায় মৃত্যুবরণ করেছেন।"

(৭) ৯২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন, এবং বলা হয়েছে: ৯৩ হিজরীতে। তাকরীবুত তাহযীব (৫৬৫), এবং দেখুন: আল-ইসতিয়াব (১/ ১০৯), এবং আল-ই'সাবাহ (১/ ২৭৫)।

(৮) তিনি হলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু আবি আওফা আলক্বামাহ ইবনু খালিদ আল-আসলামী। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন এবং হুদায়বিয়ার সন্ধিতে উপস্থিত ছিলেন। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। (মৃত্যু ৮৭ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৩২১৯)। এবং দেখুন: আল-ইসতিয়াব (৩/ ৮৭০), এবং আল-ই'সাবাহ (৪/ ১৬)।

812. وَالشَّأْمِ[1] فَابْنُ بُسْرٍ[2] اوْ ذُو بَاهِلَهْ[3] ... خُلْفٌ، وَقِيلَ: بِدِمَشْقَ[4] وَاثِلَهْ[5]

813. وَإِنَّ[6] فِي حِمْصَ ابْنَ[7] بُسْرٍ قُبِضَا ... وَإِنَّ[8] بِالْجَزِيرَةِ[9] الْعُرْسَ[10] قَضَى[11]

(1) في أ، ب، ج، هـ، ي، ك، ل، م، ن، س، ع، ف: «والشَّام» بألف من غير همز، وفي م، ن، ع: «والشَّامُ» بالرَّفع، والضَّبط المثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، س.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 137): «بفتح الشِّين ثم ألفٌ، إمَّا مع همزةٍ ساكنةٍ أو بدونها على لُغَتَيْن من لغاتها».

(2) هو: عبد الله بن بُسْر المازنيُّ، صحابيٌّ صغيرٌ، ولأبيه صحبةٌ. (ت 88 هـ). تقريب التَّهذيب (3228)، وانظر: الاستيعاب (3/ 874)، والإصابة (4/ 21).

(3) في نسخة على حاشية م: «كاهله»، وهو تصحيف.

وهو: صُدَي بن عَجْلان الباهلي، أبو أُمَامة، صحابيٌّ مشهورٌ، سكن الشَّام. (ت 86 هـ). تقريب التَّهذيب (2923)، وانظر: الاستيعاب (4/ 1602)، والإصابة (3/ 339).

(4) في أ: «ودِمَشقَ» بواو العطف.

(5) هو: واثلة بن الأسقع بن كعب اللَّيثيُّ، صحابيٌّ مشهورٌ، نزل الشَّام. (ت 85 هـ). تقريب التَّهذيب (7379)، وانظر: الاستيعاب (4/ 1563)، والإصابة (6/ 462).

(6) في ف: «وإنْ» وبه ينكسر الوزن، وفي ز، ح، ل: «وأَنَّ» بفتح الهمزة، والمثبت من ب، د، و، ي، م، ن.

قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 348): «هو بكسرِ (إِنَّ) على الحكاية لقوله: (وَقِيلَ) أي: إنَّ».

(7) في ز، م: «ابنُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ي، ك، ل، ن، س.

قال محمد بن قاسم الغزِّي رحمه الله في حاشيته على شرح النَّاظم (168/ ب): «قوله: (وَإِنَّ فِي حِمْصَ ابْنَ بُسْرٍ) فيه فصلٌ بين إنَّ واسمها بمعمول خبرها - الظَّرف -؛ للضَّرورة».

(8) في ز، ل: «وأَنَّ» بفتح الهمزة، والمثبت من ج، هـ، و، ك، م، ن.

(9) هي: ما بين دجلة والفرات. المسالك والممالك للإصطخري (ص 71)، ومعجم البلدان (2/ 134).

(10) في ع: «العرسُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.

(11) هو: العُرْس بن عَمِيرة الكِنديُّ، قال أبو زكريَّا ابن مَنْدَه كما في شرح النَّاظم (2/ 156): «آخر من مات منهم بالجزيرة». وانظر: الاستيعاب (3/ 1061)، والإصابة (1/ 84).

৮১২. এবং শামে[১] ইবনু বুস্র[২] অথবা যূ বাহিলাহ[৩]... এতে মতভেদ রয়েছে। এবং বলা হয়েছে: দামেস্কে[৪] ওয়াসিলাহ[৫] (ইন্তেকাল করেন)।

৮১৩. এবং[৬] হীমসে ইবনু[৭] বুস্র ইন্তেকাল করেন... এবং[৮] জাযীরাতে[৯] আল-উরস[১০] ইন্তেকাল করেন।[১১]

---

(১) অ, ব, জ, হ, য়, ক, ল, ম, ন, স, আ, ফ -এর অনুলিপিগুলোতে: «والشَّام» আলিফ সহ কিন্তু হামযাহ ছাড়া; এবং ম, ন, আ -তে: «والشَّامُ» রফ' (পেশ) সহকারে। এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা অ, ব, জ, দ, হ, ওয়াও, য, হা, ত্ব, য়, ক, ল, স -এর অনুলিপি থেকে।
সাখাবী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীস' (৪/১৩৭) গ্রন্থে বলেছেন: "শীন বর্ণে ফাতহা (যবর) সহ, অতঃপর আলিফ, হয় সাকিন (স্থির) হামযাহ সহ অথবা তা ছাড়া, এর দুটি ভাষারীতি অনুসারে।"

(২) তিনি হলেন: আব্দুল্লাহ ইবনু বুস্র আল-মাযিনী। তিনি একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক সাহাবী ছিলেন এবং তার পিতা একজন সাহাবী ছিলেন। (মৃত্যু ৮৮ হি.)। 'তাক্বরীবুত তাহযীব' (৩২২৮)। আরও দেখুন: 'আল-ইসতিয়াব' (৩/৮৭৪) এবং 'আল-ইছাবাহ' (৪/২১)।

(৩) ম-এর টীকাতে একটি অনুলিপিতে: «কাহিলাহ» রয়েছে, যা একটি ভুল পাঠ।

তিনি হলেন: সুদাই ইবনু আজলান আল-বাহিলী, আবূ উমামাহ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। শামে বসবাস করতেন। (মৃত্যু ৮৬ হি.)। 'তাক্বরীবুত তাহযীব' (২৯২৩)। আরও দেখুন: 'আল-ইসতিয়াব' (৪/১৬০২) এবং 'আল-ইছাবাহ' (৩/৩৩৯)।

(৪) অ -এর অনুলিপিতে: «ওয়াদিমাস্কা» ওয়ায়ু আতফ (যোজক) সহ।

(৫) তিনি হলেন: ওয়াসিলাহ ইবনুল আসকা' ইবনু কা'ব আল-লাইসী। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। শামে বসতি স্থাপন করেছিলেন। (মৃত্যু ৮৫ হি.)। 'তাক্বরীবুত তাহযীব' (৭৩৭৯)। আরও দেখুন: 'আল-ইসতিয়াব' (৪/১৫৬৩) এবং 'আল-ইছাবাহ' (৬/৪৬২)।

(৬) ফ -এর অনুলিপিতে: «ওয়া ইন» রয়েছে এবং এর দ্বারা ছন্দ ভঙ্গ হয়। য, হা, ল -এর অনুলিপিতে: «ওয়া আন্না» হামযাহে ফাতহা (যবর) সহ। এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা ব, দ, ওয়াও, য়, ম, ন -এর অনুলিপি থেকে।

ইবনু আম্মার আল-মালিকী (রহিমাহুল্লাহ) 'মিফতাহুস সা'ইদিয়্যাহ' (পৃ. ৩৪৬) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি (إِنَّ) এর কাসরাহ (জের) সহকারে বর্ণনামূলকভাবে এসেছে, যেমন তাঁর উক্তি: (وَقِيلَ) অর্থাৎ: إِنَّ।"

(৭) য, ম -এর অনুলিপিতে: «ইবনু» রফ' (পেশ) সহ। এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা ব, জ, দ, হ, ওয়াও, য়, ক, ল, ন, স -এর অনুলিপি থেকে।

মুহাম্মদ ইবনু কাসিম আল-গাযযী (রহিমাহুল্লাহ) 'শারহুন নাযিম' (১৬৮/ব) এর টীকাতে বলেছেন: "তাঁর উক্তি: (এবং হীমসে ইবনু বুস্র) - এখানে 'ইন্না' এবং তার ইসিম (বিশেষ্য)-এর মাঝখানে তার খবরের মা'মূল (যার উপর আমল হয়েছে) - যরফ (ক্রিয়া বিশেষণ) দ্বারা বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে; এটি প্রয়োজনের কারণে।"

(৮) য, ল -এর অনুলিপিতে: «ওয়া আন্না» হামযাহে ফাতহা (যবর) সহ। এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা জ, হ, ওয়াও, ক, ম, ন -এর অনুলিপি থেকে।

(৯) এটি: দাজলা ও ফুরাত নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। 'আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক' ইসতাখরীর (পৃ. ৭১) এবং 'মু'জামুল বুলদান' (২/১৩৪)।

(১০) আ -এর অনুলিপিতে: «আল-উরসু» রফ' (পেশ) সহ। এখানে যা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা অ, ব, জ, দ, হ, ওয়াও, য, হা, য়, ক, ল, ম, ন, স, ফ -এর অনুলিপি থেকে।

(১১) তিনি হলেন: আল-উরস ইবনু উমাইরাহ আল-কিন্দি। আবূ যাকারিয়্যা ইবনু মানদাহ, যেমন 'শারহুন নাযিম' (২/১৫৬) এ উল্লেখ করেছেন: "তাঁদের মধ্যে জাযীরাতে সর্বশেষ ইন্তেকালকারী।" আরও দেখুন: 'আল-ইসতিয়াব' (৩/১০৬১) এবং 'আল-ইছাবাহ' (১/৮৪)।

814. وَبِفِلَسْطِينَ[1] أَبُو أُبَيٍّ[2] ... وَمِصْرَ فَابْنُ الْحَارِثِ[3] بْنِ[4] جَزْيِ[5]

(1) في ب، ج، س: «وَبِفَلَسْطِينَ» بفتح الفاء، والمثبت من د، هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل، م، ف.

قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 348): «بكسر الفاء، وفتح اللام، وإسكان السِّين المُهمَلة، وبعده طاءٌ مُهمَلة، فمثنَّاةٌ تحت ساكنة، فنون»، ونحوه في فتح المغيث (4/ 139)، وفتح الباقي (2/ 207).

وقال محمد بن قاسم الغزِّي رحمه الله في حاشيته على شرح النَّاظم (168/ ب): «بكسر الفاء وفتحها».

(2) هو: أبو أُبَيّ ابن أمِّ حَرَام، اسمه عبد اللَّه بن عمرو، وقيل: ابن كعبٍ، الأنصاريُّ، صحابيٌّ نزل بيت المقدس، وهو آخر من مات من الصَّحابة بها. تقريب التَّهذيب (7924)، وانظر: الاستيعاب (3/ 891)، والإصابة (7/ 4).

(3) في و، م: «فالحارثُ»، وفي نسخة على حاشيتيهما: «فابنُ الحارثِ».

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 156): «وآخرُ من مات منهم بمصر: عبد اللَّه بن الحارثِ بن جَزْء الزُّبَيدي»، ونحوه في مفتاح السَّعيديَّة (ص 348)، وشرح ابن العَيْنيّ

(ص 315)، وفتح المغيث (4/ 140)، وشرح السُّيوطي (ص 297)، وفتح الباقي (2/ 207).

(4) في ب، د: «ابنُ» بالرَّفع، وفي و: بالجرِّ والرَّفع، والمثبت من هـ، ز، ل، م، ن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 140): «(وَ) أمَّا الآخر منهم موتاً بمِصرَ (فَابْنُ الحَارِثِ بْنِ جَزْيِ) «، ونحوه في فتح الباقي (2/ 207).

(5) في و: «جَزِيِّي» بكسر الزَّاي، ثمَّ ياء مشدَّدة مكسورة، ثمَّ ياء ساكنة، والمثبت من ج، ز، ل، م، س، ف.

قال النَّاظم في شرحه (2/ 157): «وقولي: (جَزْيِ)، هو بإبدال الهمزةِ ياء؛ لموافقة القافية».

وعبد الله بن الحارث بن جَزْء الزُّبَيدي، أبو الحارث، صحابيٌّ سكن مصر، وهو آخر من مات بها من الصَّحابة، (ت 86 هـ). تقريب التَّهذيب (3262)، وانظر: الاستيعاب (3/ 883)، والإصابة (4/ 41).

৮১৪. এবং ফিলিস্তিনে[১] আবু উবাই[২] ... এবং মিশরে হারিসের পুত্র[৩] ইবনে[৪] জাযি[৫]

---

(১) বা (ب), জিম (ج), সিন (س) সংকলনে: "(ওয়া বি-ফালাস্তিন - وَبِفَلَسْطِينَ)" ফা অক্ষরটিতে ফাতহা (যবর) সহকারে লিখিত হয়েছে। দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), ত্বা (ط), কাফ (ك), লাম (ل), মিম (م), ফা (ف) সংকলন থেকে গৃহীত পাঠটি প্রমাণিত (বিশুদ্ধ)।
ইবনে আম্মার আল-মালিকী (রহিমাহুল্লাহ) তার 'মিফতাহুস সাঈদিয়্যাহ' (পৃ. ৩৪৮) গ্রন্থে বলেছেন: "ফা অক্ষরটি কাসরা (যের) সহকারে, লাম অক্ষরটি ফাতহা (যবর) সহকারে, নুকতা বিহীন সিন (س) অক্ষরটি সুকুন (যযম) সহকারে, এর পরে নুকতা বিহীন ত্বা (ط) অক্ষরটি, তারপর সাকিন (যযম) সহকারে থা (ث) অক্ষর, তারপর নুন (ن) অক্ষর।" এবং এর অনুরূপ 'ফাতহুল মুগিস' (৪/১৩৯) এবং 'ফাতহুল বাকি' (২/২০৭) গ্রন্থেও রয়েছে।

এবং মুহাম্মাদ ইবনে কাসিম আল-গাজ্জি (রহিমাহুল্লাহ) তার 'শারহুন নাজিম'-এর (১৬৮/বা) হাসিয়াতে বলেছেন: "ফা অক্ষরটি কাসরা (যের) ও ফাতহা (যবর) উভয় সহকারে (অর্থাৎ উভয়ভাবে পড়া যায়)।"

(২) তিনি হলেন: আবু উবাই ইবনে উম্মে হারাম। তাঁর নাম আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, এবং বলা হয়েছে: ইবনে কাব। তিনি আনসারী (সাহাবী), বাইতুল মুকাদ্দাসে বসতি স্থাপন করেছিলেন, এবং তিনিই বাইতুল মুকাদ্দাসে মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী। 'তাক্বরিবুত তাহযিব' (৭৯২৪), এবং দেখুন: 'আল-ইসতিআব' (৩/৮৯১), 'আল-ইছাবাহ' (৭/৪)।

(৩) ওয়াও (و) এবং মিম (م)-এ: "ফাল-হারিস" (فالحارثُ), এবং তাদের উভয় মার্জিনে একটি লিপিতে: "ফাবনুল হারিস" (فابنُ الحارثِ)।

নাজিম (রহিমাহুল্লাহ) তার 'শারহ' গ্রন্থে (২/১৫৬) বলেছেন: "এবং তাদের মধ্যে মিশরে সর্বশেষ যিনি মারা গেছেন তিনি হলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জায আল-জুবাইদি।" এর অনুরূপ 'মিফতাহুস সাঈদিয়্যাহ' (পৃ. ৩৪৮), 'শারহু ইবনিল আইনি' (পৃ. ৩১৫), 'ফাতহুল মুগিস' (৪/১৪০), 'শারহুস সুয়ুতি' (পৃ. ২৯৭) এবং 'ফাতহুল বাকি' (২/২০৭) গ্রন্থেও রয়েছে।

(৪) বা (ب) এবং দাল (د)-এ: "ইবনুন" (ابنُ) রফাহ্ (পেশ) সহকারে, এবং ওয়াও (و)-এ: জার (যের) ও রফাহ্ (পেশ) উভয় সহকারে। এবং হা (ه), যা (ز), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن) থেকে গৃহীত পাঠটি প্রমাণিত (বিশুদ্ধ)।

সাখাভি (রহিমাহুল্লাহ) তার 'ফাতহুল মুগিস' (৪/১৪০) গ্রন্থে বলেছেন: "এবং মিশরে তাদের মধ্যে সর্বশেষ যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি হলেন: হারিস ইবনে জাযি-এর পুত্র।" এবং এর অনুরূপ 'ফাতহুল বাকি' (২/২০৭) গ্রন্থেও রয়েছে।

(৫) ওয়াও (و)-এ: "জাযিয়্যি" (جَزِيِّي) যা অক্ষরটি কাসরা (যের) সহকারে, তারপর একটি তাশদিদ সহকারে কাসরাযুক্ত ইয়া, তারপর একটি সাকিন (যযম) যুক্ত ইয়া। এবং জিম (ج), যা (ز), লাম (ل), মিম (م), সিন (س), ফা (ف) থেকে গৃহীত পাঠটি প্রমাণিত (বিশুদ্ধ)।

নাজিম তার 'শারহ' গ্রন্থে (২/১৫৭) বলেছেন: "এবং আমার কথা: (জাযি - جَزْيِ), এটি হামযাকে ইয়া দ্বারা পরিবর্তন করে করা হয়েছে; কাব্যের শেষাক্ষরের মিল রাখার জন্য।"

আর আব্দুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জায আল-জুবাইদি, আবুল হারিস, একজন সাহাবী যিনি মিশরে বসতি স্থাপন করেছিলেন, এবং তিনিই সেখানে মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী। (মৃত্যু ৮৬

হিজরি)। 'তাক্বরিবুত তাহযিব' (৩২৬২), এবং দেখুন: 'আল-ইসতিআব' (৩/৮৮৩), 'আল-ইছাবাহ' (৪/৪১)।

815. وَقُبِضَ الْهِرْمَاسُ بِالْيَمَامَةِ[1] ... وَقَبْلَهُ رُوَيْفِعٌ بِبَرْقَةِ[2]

816. وَقِيلَ: إِفْرِيقِيَةٍ[3]، وَسَلَمَهْ ... بَادِياً[4]، اوْ بِطَيْبَةَ الْمُكَرَّمَهْ

---

(1) هو: الهِرْمَاس بن زياد بن مالك الباهليُّ، أبو حُدَيْر البصريُّ، صحابيٌّ سكن اليمامة، وهو آخر من مات بها من الصَّحابة، (ت 102 هـ). تقريب التَّهذيب (7274)، وانظر: الاستيعاب (4/ 1548)، وشرح النَّاظم (2/ 157)، والإصابة (6/ 417).

(2) هو: رُوَيْفِع بن ثابت بن السَّكَن الأنصاريُّ، المدنيُّ، صحابيٌّ سكن مصر، ووَلِي إمرةَ بَرْقَة، (ت 56 هـ). تقريب التَّهذيب (1971)، وانظر: الاستيعاب (2/ 504)، والإصابة (2/ 416).

(3) في ف: «إفريقيَّةٍ» بتشديد الياء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 157): «قال أبو زكريَّا ابن مَنْده: إنه تُوفِّي بإفريقِيةَ، وإنَّه آخر من مات بها من الصَّحابة».

(4) هو: سلمة بن عمرو بن الأكوع الأَسلميُّ، أبو مسلم، وأبو إِياس، شهد بيعة الرِّضوان، (ت 74 هـ). تقريب التهذيب (2503)، وانظر: الاستيعاب (2/ 639)، والإصابة (3/ 120).

وقوله: «بادِياً» أي: بالبادية. شرح النَّاظم (2/ 157).

৮১৫. এবং হিরমাস ইয়ামামাহতে[১] ইন্তেকাল করেন ... এবং তার পূর্বে রুওয়াইফি' বারক্বাহতে[২]।

৮১৬. এবং বলা হয়েছে: ইফরীক্বিয়্যাহতে[৩], এবং সালামাহ ... বাদিয়াতে[৪], অথবা তাইবাহ আল-মুকাররামাতে।

---

(১) তিনি হলেন: হিরমাস ইবনে যিয়াদ ইবনে মালিক আল-বাহিলী, আবূ হুদাইর আল-বাসরী, একজন সাহাবী যিনি ইয়ামামাতে বসবাস করতেন এবং তিনিই সেখানে মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী। (মৃত্যু ১০২ হিজরী)। তাক্বরীবুত তাহযীব (৭২৭৪), এবং দেখুন: আল-ইসতিয়াব (৪/ ১৫৪৮), শারহুন নাযিম (২/ ১৫৭), ও আল-ইসাবাহ (৬/ ৪১৭)।

(২) তিনি হলেন: রুওয়াইফি' ইবনে সাবিত ইবনে আস-সাক্বান আল-আনসারী, আল-মাদানী, একজন সাহাবী যিনি মিশরে বসবাস করতেন এবং বারক্বার শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন। (মৃত্যু ৫৬ হিজরী)। তাক্বরীবুত তাহযীব (১৯৭১), এবং দেখুন: আল-ইসতিয়াব (২/ ৫০৪), ও আল-ইসাবাহ (২/ ৪১৬)।

(৩) 'ফা' পান্ডুলিপিতে: «ইফরিক্বিয়্যাহ» ইয়া-এর তাশদীদ সহকারে এসেছে, এবং আলিফ, বা, জিম, দাল, হা, ওয়াও, ঝা, হা, ত্বা, ইয়া, কাফ, লাম, মীম, নুন পান্ডুলিপিগুলো থেকে বর্তমান রূপটি (তাশদীদবিহীন) নিশ্চিত করা হয়েছে।

নাযিম (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/ ১৫৭)-এ বলেছেন: «আবূ যাকারিয়া ইবনে মানদাহ বলেছেন: তিনি ইফরীক্বিয়্যাহতে ইন্তেকাল করেন, এবং তিনিই সেখানে মৃত্যুবরণকারী সর্বশেষ সাহাবী»।

(৪) তিনি হলেন: সালামাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আকওয়া' আল-আসলামী, আবূ মুসলিম, এবং আবূ ইয়াস। তিনি বাইয়াতুর রিদওয়ানে উপস্থিত ছিলেন। (মৃত্যু ৭৪ হিজরী)। তাক্বরীবুত তাহযীব (২৫০৩), এবং দেখুন: আল-ইসতিয়াব (২/ ৬৩৯), ও আল-ইসাবাহ (৩/ ১২০)।

এবং তার উক্তি: «বাদিয়া» এর অর্থ হলো: বাদিয়াতে (গ্রামীণ অঞ্চলে)। শারহুন নাযিম (২/ ১৫৭)।

مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

817. وَ «التَّابِعُ»: اللَّاقِي لِمَنْ قَدْ[1] صَحِبَا ... وَلِلْخَطِيبِ حَدُّهُ أَنْ يَصْحَبَا[2]

818. وَهُمْ طِبَاقٌ؛ قِيلَ: خَمْسَ عَشِرَهْ[3] ... أَوَّلُهُمْ: رُوَاةُ كُلِّ الْعَشَرَهْ

819. وَقَيْسٌ[4] الْفَرْدُ بِهَذَا الْوَصْفِ ... وَقِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَوْفِ[5]

---

(1) «قَدْ» سقطت من ف، وبه ينكسر الوزن.

(2) قال الخطيب رحمه الله في الكفاية (ص 22): «والتَّابعيُّ مَن صَحِب الصَّحابيَّ».

(3) في ج، ل، م: «عَشَرَة» بفتح الشِّين، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ط، ي، ن، س.
قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 148): «(خَمْسَ عَشِرَه): بِكَسْرِ الشِّينِ المُعْجَمَةِ كَمَا كَتَبَهُ النَّاظِمُ بِخَطِّه».
وهذا القول للحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 42).

(4) هو: قيس بن أبي حازم البَجَلِيُّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقةٌ مُخضرَمٌ، ويُقال: له رُؤيةٌ، مات بعد التِّسعين أو قبلها. تقريب التَّهذيب (5566).

(5) قال أبو داود رحمه الله: «روى عن تسعةٍ من العشرة، لم يروِ عن عبد الرَّحمن بن عوفٍ». سؤالات الآجري (ص 113).
وقد ذكر ابنُ عبد البَرِّ في الاستيعاب (3/ 1347) أنَّ مالك بن أوس بن الحَدَثَان النَّصريَّ روى عن العشرة، ونظم ذلك البرهان الحلبي رحمه الله كما في حاشية ز فقال:
وَمَالِكُ بْنُ الحَدَثَانِ النَّصْرِي ... أَفْرَدَهُ بِهِ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ

তাবেঈনদের পরিচিতি

৮১৭. এবং 'তাবেঈ' হলেন এমন ব্যক্তি যিনি সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন[১]। ... আর খতিবের মতে, তার সংজ্ঞা হলো যিনি সাহাবীর সঙ্গ লাভ করেছেন[২]।

৮১৮. এবং তারা (বিভিন্ন) স্তরের; বলা হয়েছে: পনেরোটি (স্তর)[৩]। ... তাদের প্রথম (স্তর) হলো: সেই বর্ণনাকারীরা যারা আশারায়ে মুবাশশারাহ (দশজন) সকলের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন।

৮১৯. এবং কায়েস[৪] একাই এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ... এবং বলা হয়েছে: তিনি ইবনু আওফ-এর নিকট থেকে শুনেননি[৫]।

---

(১) 'ক্বাদ' (قد) অক্ষরটি 'ফা' (ف) নুসখা থেকে বাদ পড়েছে, এবং এর ফলে (পদ্যের) ছন্দ নষ্ট হয়।

(২) খতিব (রহিমাহুল্লাহ) 'আল-কিফায়াহ' (পৃ. ২২) গ্রন্থে বলেছেন: "এবং তাবেঈ হলেন এমন ব্যক্তি যিনি সাহাবীর সঙ্গ লাভ করেছেন।"

(৩) জ্বিম (জ), লাম (ল), মিম (ম)-এর নুসখায় 'আশারাহ' (عَشَرَة) শব্দটির 'শিন' (ش)-এ ফাতহা (যবর) সহ আছে, আর এখানে যা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা বা (ব), দাল (দ), হা (হ), ওয়াও (ও), যাইন (জ), ত্বা (ত), ইয়া (ই), নুন (ন), সিন (স) থেকে নেওয়া হয়েছে।
সাখাবী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীস' (৪/১৪৮) গ্রন্থে বলেছেন: " '(খামসা 'আশিরাহ)'-তে 'শিন' (ش) হরফে কাসরা (জের) হবে, যেমনটি নাযিম (কবিতার রচয়িতা) নিজ হাতে লিখেছেন।"
এই উক্তিটি হাকিমের 'মা'রিফাতু উলুমিল হাদিস' (পৃ. ৪২) গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

(৪) তিনি হলেন: কায়েস ইবনু আবি হাযিম আল-বাজালী, আবু আবদুল্লাহ আল-কুফী। তিনি নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) এবং মুখাদরাম (যিনি জাহিলিয়াত ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়েছেন)। বলা হয়ে থাকে: তার (সাহাবীর) সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি নব্বই হিজরীর পরে অথবা তার পূর্বে ইন্তেকাল করেন। তাকরিবুত তাহযীব (৫৫৬৬)।

(৫) আবু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: "তিনি দশজনের (আশারায়ে মুবাশশারাহ) নয়জনের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন, আবদুর রহমান ইবনু আওফ-এর নিকট থেকে বর্ণনা করেননি।"
সু'আলাতু আল-আজুর্রী (পৃ. ১১৩)।
ইবনু আবদিল বার্র 'আল-ইসতিআব' (৩/১৩৪৭) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মালিক ইবনু আওস ইবনু আল-হাদাসান আন-নাসরী দশজনের নিকট থেকে বর্ণনা করেছেন। বুরহান আল-হালাবী (রহিমাহুল্লাহ) তা কবিতায় বিন্যস্ত করেছেন, যেমনটি 'হাশিয়া যা' তে আছে, তিনি বলেছেন:

এবং নাসরী মালিক ইবনু আল-হাদাসান ... ইবনু আবদিল বার্র একাই তাকে এর দ্বারা উল্লেখ করেছেন।

820. وَقَوْلُ مَنْ عَدَّ سَعِيداً فَغَلَطْ[1] ... بَلْ قِيلَ: لَمْ يَسْمَعْ سِوَى سَعْدٍ فَقَطْ[2]

821. لَكِنَّهُ الْأَفْضَلُ عِنْدَ أَحْمَدَا[3] ... وَعَنْهُ: قَيْسٌ، وَسِوَاهُ وَرَدَا[4]

822. وَفَضَّلَ الْحَسَنَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ ... وَالْقَرَنِيُّ أُوَيْساً[5] اهْلُ الْكُوفَةِ

823. وَفِي نِسَاءِ التَّابِعِينَ الْأَبْدَا[6] ... حَفْصَةُ[7]، مَعْ عَمْرَةَ[8]، أُمُّ[9] الدَّرْدَا[10]

---

(1) انظر: معرفة علوم الحديث (ص 25).

(2) حكاه ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 303) عن بعضهم، وهذا القول مُتعقَّب، فقد صحَّت روايته عن عثمانَ وعليّ رضي الله عنهما في الصَّحِيحَيْن. انظر: البخاري (1569)، ومسلم (1223)، والتاريخ الكبير (2/ 511)، وفتح المغيث (4/ 149).

(3) قال الإمام أحمد رحمه الله: «أفضل التَّابعين: سَعِيد بن المُسَيَّب «. طبقات الحنابلة (1/ 222).

(4) قال الإمام أحمد رحمه الله: «أفضل التَّابعين: قيسٌ، وأبو عثمانَ، وعلقمةُ، ومسروقٌ، هؤلاء كانوا فاضلين، ومن عِلْية التَّابعين». مسائل ابن هانئ (2/ 198).

(5) هو: أُوَيسُ بن عامر القَرَني، سيِّد التابعين، روى له مسلم من كلامه، مخضرم، قُتِل بِصِفِّين سنة (37 هـ). تقريب التَّهذيب (116).

(6) أي: أبْداهنَّ، بمعنى: أولهنَّ في الفضل. شرح النَّاظم (2/ 163).

(7) هي: حَفْصة بنت سيرين، أمُّ الهُذَيْل الأنصاريَّة، البَصْريَّة، ثقةٌ، ماتت بعد المئة. تقريب التَّهذيب (8561).

(8) هي: عمرةُ بنتُ عبدِ الرَّحمن بن سعد بن زُرارةَ الأنصاريَّةُ، المدَنيَّةُ، أكثرت عن عائشةَ رضي الله عنها، ثقةٌ، ماتت قبل المئة، ويُقال: بعدها. تقريب التَّهذيب (8643).

(9) في هـ، و: «أُمِّ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ب، ج، د، ز، ح، ط، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

(10) هي: أم الدَّرداء، اسمها هُجَيْمة، وقيل: جُهَيْمة، الأَوْصابيَّة، الدِّمَشقيَّة، وهي الصُّغرى، ثقةٌ فقيهةٌ، (ت 81 هـ). تقريب التَّهذيب (8728).

820. যারা সাঈদকে গণনাকারী হিসেবে উল্লেখ করেছে, তাদের কথা ভুল[1] ... বরং বলা হয়েছে: তিনি সা'দ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে শোনেননি।[2]

821. তবে তিনি আহমদের নিকট শ্রেষ্ঠ।[3] ... আর তাঁর (আহমদের) থেকে বর্ণিত আছে: কায়স এবং অন্যান্যরাও (শ্রেষ্ঠ)।[4]

822. বসরাবাসী হাসানকে (আল-বাসরী) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন ... আর কুফাবাসী উওয়াইস আল-কারানিকে।[5]

823. আর তাবেয়ী নারীদের মধ্যে, যারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন[6] ... হাফসা[7], আমরা[8] এবং উম্মুদ দারদা।[10]

---

(1) দেখুন: মারিফাতু উলুমিল হাদিস (পৃ. ২৫)।

(2) ইবনে সালাহ তাঁর মুকাদ্দিমা (পৃ. ৩০৩)-তে কিছু লোকের বরাত দিয়ে এটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এই উক্তি প্রশ্নবিদ্ধ, কারণ তাঁর (সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের) উসমান ও আলী (আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে বর্ণিত হাদিস সহীহায়নে (বুখারী ও মুসলিমে) প্রমাণিত হয়েছে। দেখুন: বুখারী (১৫৬৯), মুসলিম (১২২৩), আত-তারিখুল কাবীর (২/৫১১), এবং ফাতহুল মুগীছ (৪/১৪৯)।

(3) ইমাম আহমদ (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন: 'তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন: সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব'। তাবাকাতুল হানাবিলা (১/২২২)।

(4) ইমাম আহমদ (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) বলেছেন: 'তাবেয়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন: কায়স, আবু উসমান, আলকামা এবং মাসরুক। এরা ছিলেন সম্মানিত এবং তাবেয়ীদের উচ্চ শ্রেণীয়দের অন্তর্ভুক্ত'। মাসাইল ইবনে হানি (২/১৯৮)।

(5) তিনি হলেন: উওয়াইস ইবনে আমির আল-কারানি, তাবেয়ীদের সরদার। মুসলিম তাঁর কথা বর্ণনা করেছেন, তিনি মুখাদরাম (রাসূলের যুগ দেখেছেন কিন্তু সাক্ষাৎ পাননি)। সিফফিনের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন (৩৭ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযীব (১১৬)।

(6) অর্থাৎ: 'আবদাহুন্না' (أبداهنّ) মানে, মর্যাদায় তাদের মধ্যে অগ্রগামী। শারহুন নাজিম (২/১৬৩)।

(7) তিনি হলেন: হাফসা বিনতে সিরিন, উম্মুল হুযায়ল আল-আনসারিয়্যা, আল-বাসারিয়্যা। তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন, একশ হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন। তাকরিবুত তাহযীব (৮৫৬১)।

(8) তিনি হলেন: আমরা বিনতে আব্দুর রহমান ইবনে সা'দ ইবনে যুরারাহ আল-আনসারিয়্যা, আল-মাদীনিয়্যা। তিনি আয়েশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন) থেকে প্রচুর হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন, একশ হিজরীর আগে ইন্তেকাল করেন এবং বলা হয়: এর পরেও। তাকরিবুত তাহযীব (৮৬৪৩)।

(9) হা (هـ) ও ওয়াও (و) সংস্করণে 'উম্মি' (أُمِّ) জার (كسرة) সহকারে উল্লেখিত। তবে আলিফ (أ), বা (ب), জিম (ج), দাল (د), যা (ز), হা (ح), তা (ط), ইয়া (ي), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س), আইন (ع) এবং ফা (ف) সংস্করণগুলিতে যা প্রতিষ্ঠিত, সেটিই গ্রহণ করা হয়েছে।

(10) তিনি হলেন: উম্মুদ দারদা, তার নাম ছিল হুযাইমাহ, এবং বলা হয়: জুহাইমাহ, আল-আওসাবিইয়্যা, আদ-দিমাশকিয়্যা। তিনি ছিলেন কনিষ্ঠা, বিশ্বস্ত ও ফকীহা (ইসলামী আইনজ্ঞ), (মৃত্যু ৮১ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযীব (৮৭২৮)।

824. وَفِي الْكِبَارِ: الْفُقَهَاءُ السَّبْعَةُ ... خَارِجَةُ[1]، الْقَاسِمُ[2]، ثُمَّ عُرْوَةُ[3]

825. ثُمَّ سُلَيْمَانُ[4]، عُبَيْدُ اللَّهِ[5] ... سَعِيدُ[6]، وَالسَّابِعُ ذُو اشْتِبَاهِ

826. إِمَّا[7] أَبُو سَلَمَةٍ[8]، أَوْ[9] سَالِمُ[10] ... أَوْ فَأَبُو بَكْرٍ[11]؛ خِلَافٌ قَائِمُ

---

(1) هو: خَارِجة بن زيد بن ثابت الأنصاريُّ، أبو زيد المَدنيُّ، ثقةٌ فقيهٌ، (ت 100 هـ). تقريب التهذيب (1609).

(2) هو: القاسم بن مُحمَّد بن أبي بكر الصِّدِّيق التَّيْميُّ، ثقةٌ، فقيه، (ت 106 هـ). تقريب التَّهذيب (5489).

(3) هو: عُرْوة بن الزُّبَيْر بن العوَّام بن خُوَيْلد الأسديُّ، أبو عبدِ الله المدَنيُّ، ثقةٌ، فقيهٌ، مشهورٌ، (ت 94 هـ). تقريب التَّهذيب (4561).

(4) هو: سُلَيْمان بن يَسَار الهِلَاليُّ، المدَنيُّ، مولى مَيْمونة، وقيل: أمِّ سلمة، ثقةٌ فاضلٌ، أحد الفقهاء السبعة، مات بعد المئة، وقيل: قبلها. تقريب التَّهذيب (2619).

(5) هو: عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتْبة بن مَسعود الهُذَليُّ، أبو عبد الله المدنيُّ، ثقةٌ، فقيهٌ، ثبتٌ، (ت 94 هـ). تقريب التَّهذيب (4309).

(6) أي: سعيد بن المسيَّب.

(7) في ج: «أَمَّا» بفتح الهمزة، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ط، ل، م، ن، س.

(8) في ي: «أبو سلمة» بفتح التَّاء والكسر المنوَّن معاً، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 155): «بالصَّرفِ للضَّرورة».

وهو: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهريُّ، المدَنيُّ، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: إسماعيل، ثقةٌ مكثِرٌ، (ت 94 هـ). تقريب التَّهذيب (8142).

(9) في م: «او» بهمزة الوصل.

(10) هو: سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطَّاب القُرَشيُّ، العَدَويُّ، أبو عمر أو أبو عبد الله المدَنيُّ، أحد الفقهاء السَّبعة، وكان ثبتاً عابداً فاضلاً، كان يُشبَّه بأبيه في الهدْيِ والسَّمْت، (ت 106 هـ). تقريب التَّهذيب (2176).

(11) هو: أبو بكر بن عبدِ الرَّحمن بنِ الحارث بن هشام بن المغيرةَ المخزوميُّ، المدَنيُّ، راهب قريش، ثقةٌ، فقيهٌ، عابدٌ، (ت 94 هـ). تقريب التَّهذيب (7976).

৮২৪. এবং বড়দের মধ্যে: সাত ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ) ... খারিজা[1], কাসিম[2], তারপর উরওয়া[3]

৮২৫. তারপর সুলাইমান[4], উবাইদুল্লাহ[5] ... সাঈদ[6], এবং সপ্তমজন সন্দেহপূর্ণ

৮২৬. হয়[7] আবু সালামা[8], অথবা[9] সালিম[10] ... অথবা আবু বকর[11]; এ বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান

---

(১) তিনি হলেন: খারিজা ইবনে যায়েদ ইবনে সাবিত আল-আনসারী, আবু যায়েদ আল-মাদানী, নির্ভরযোগ্য, ফকীহ (ইসলামী আইনজ্ঞ)। (মৃত্যু ১০০ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (১৬০৯)।

(২) তিনি হলেন: আল-কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর আস-সিদ্দিক আত-তাইমি, নির্ভরযোগ্য, ফকীহ। (মৃত্যু ১০৬ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (৫৪৮৯)।

(৩) তিনি হলেন: উরওয়া ইবনে যুবাইর ইবনে আওয়াম ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদী, আবু আবদুল্লাহ আল-মাদানী, নির্ভরযোগ্য, ফকীহ, প্রসিদ্ধ। (মৃত্যু ৯৪ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (৪৫৬১)।

(৪) তিনি হলেন: সুলাইমান ইবনে ইয়াসার আল-হিলালী, আল-মাদানী, মায়মুনার আযাদকৃত গোলাম, কেউ কেউ বলেন: উম্মে সালামার আযাদকৃত গোলাম। নির্ভরযোগ্য, মহৎ ব্যক্তি, সাত ফকীহ-এর একজন। একশত হিজরীর পরে ইন্তেকাল করেন, কেউ কেউ বলেন: তার পূর্বে। তাকরিবুত তাহযীব (২৬১৯)।

(৫) তিনি হলেন: উবাইদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ আল-হুযালী, আবু আবদুল্লাহ আল-মাদানী, নির্ভরযোগ্য, ফকীহ, দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত (হাদীস বর্ণনাকারী)। (মৃত্যু ৯৪ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (৪৩০৯)।

(৬) অর্থাৎ: সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব।

(৭) জীম (এক পাণ্ডুলিপিতে): হামযার ফাতহা (যবর) সহ 'আমা', আর যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা বা, দাল, হা, ওয়াও, ঝা, হা, ত্বা, লাম, মীম, নুন, সিন (পাণ্ডুলিপি) থেকে।

(৮) ইয়া (এক পাণ্ডুলিপিতে): 'আবু সালামা'র 'তা' বর্ণে যবর এবং তানবীনযুক্ত জের উভয় সহ [পঠিত হয়], আর যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা বা, জীম, দাল, হা, ওয়াও, ঝা, হা, লাম, মীম, নুন, সিন (পাণ্ডুলিপি) থেকে। সাখাভী (রহ.) ফাতহুল মুগীস (৪/১৫৫) গ্রন্থে বলেছেন: "কাব্যের প্রয়োজনে সর্ফ (তানবীন) করা হয়েছে।" এবং তিনি হলেন: আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ আয-যুহরী, আল-মাদানী। বলা হয়: তার নাম আবদুল্লাহ, এবং বলা হয়: ইসমাইল। নির্ভরযোগ্য, প্রচুর হাদীস বর্ণনাকারী। (মৃত্যু ৯৪ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (৮১৪২)।

(৯) মীম (এক পাণ্ডুলিপিতে): 'আউ' (অংশটি) ওয়াসল-এর হামযা (حمزة الوصل) সহ [পাওয়া যায়]।

(১০) তিনি হলেন: সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব আল-কুরাশী, আল-আদাবী, আবু উমর অথবা আবু আবদুল্লাহ আল-মাদানী, সাত ফকীহ-এর একজন। তিনি ছিলেন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত (হাদীস বর্ণনাকারী), ইবাদতগুজার এবং মহৎ ব্যক্তি। তার আচার-আচরণ ও চরিত্রে তাকে তার পিতার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করা হতো। (মৃত্যু ১০৬ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (২১৭৬)।

(১১) তিনি হলেন: আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারিস ইবনে হিশাম ইবনুল মুগীরা আল-মাখযুমী, আল-মাদানী, কুরাইশের ইবাদতগুজার (রাহিব)। নির্ভরযোগ্য, ফকীহ, ইবাদতগুজার। (মৃত্যু ৯৪ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (৭৯৭৬)।

827. وَالْمُدْرِكُونَ[1] جَاهِلِيَّةً فَسَمْ ... مُخَضْرَمِينَ[2]؛ كَسُوَيْدٍ[3] فِي أُمَمْ

828. وَقَدْ يُعَدُّ فِي الطِّبَاقِ التَّابِعُ ... فِي تَابِعِيهِمْ؛ إِذْ يَكُونُ الشَّائِعُ

829. الْحَمْلَ عَنْهُمْ كَأَبِي الزِّنَادِ[4] ... وَالْعَكْسُ جَاءَ؛ وَهْوَ ذُو فَسَادِ

830. وَقَدْ يُعَدُّ تَابِعِيّاً صَاحِبُ ... كَابْنَيْ مُقَرِّنٍ[5]، وَمَنْ يُقَارِبُ[6]

---

(1) في ج: «والمدرَكون» بفتح الرَّاء، والمثبت من د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س.

(2) في و: «مخضرِمين» بكسر الرَّاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ل، م، ن، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 165): «بفتح الرَّاء»، وقال أيضاً (2/ 166): «يحتمل أن يكون المخضرم - بكسر الرَّاء - كما حكاه فيه بعضُ أهل اللُّغة؛ لأنَّهم خضرموا آذان الإبل، ويحتمل أن يكون بالفتح وأنَّه اقتُطِع عن الصَّحابة وإن عاصر لعدم الرُّؤية، والله أعلم».

(3) في ك: «كسويدَ» بفتح الدَّال، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س.

وهو: سُوَيد بن غَفَلة، أبو أُمَيَّة الجُعْفيُّ، مُخَضرَمٌ من كبار التَّابعين، قدم المدينة يوم دُفِن النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم وكان مسلِماً في حياته صلى الله عليه وسلم، (ت 80 هـ). تقريب التَّهذيب (8512).

(4) هو: عبد الله بن ذَكْوان القُرَشيُّ، أبو عبد الرحمن المدَنيُّ، المعروف بأَبي الزِّناد، ثقةٌ فقيهٌ، (ت 130 هـ). تقريب التَّهذيب (3302).

(5) وهما: النُّعمان بن مُقرِّن المُزَنيُّ، صحابيٌّ مشهورٌ، استُشهِد بنهاوند سنة (21 هـ). وسويد بن مقرن المُزَني: صحابيٌّ نزل الكوفة، مشهور. تقريب التهذيب (7162) و (2698)، وانظر: الاستيعاب (4/ 1505) و (2/ 680)، والإصابة (6/ 357) و (3/ 190).

وقد عدَّهما الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص 154) في الإخوة من التَّابعين.

(6) أي: أنَّه قد يُعدُّ في طبقة التَّابعين من يقاربهم من الصَّحابة في كون روايته أو غالبها عن الصَّحابة. شرح النَّاظم (2/ 170).

827. যারা জাহেলিয়াত (জাহেলি যুগ) পেয়েছে, তাদেরকে মুখাদরামীন (مخضرمين) বলো; যেমন সুওয়াইদ (সুবাইদ ইবনে গাফলা) বিভিন্ন জাতির মধ্যে।

828. এবং কখনো তাবেয়ীগণকে (التابع) তাদের তাবেয়ী (তাবে-তাবেয়ী) দের তবাকাতে (طباق) গণনা করা হয়; যখন (তাদের থেকে বর্ণনা) প্রচলিত থাকে।

829. তাদের থেকে (হাদীস) গ্রহণ করা, যেমন আবুয যিনাদের (أبو الزناد) ক্ষেত্রে; এর বিপরীতও এসেছে, আর তা ভুল।

830. এবং কখনো সাহাবীকে (صاحب) তাবেয়ী (تابعي) হিসেবে গণ্য করা হয়, যেমন মুকাররিনের দুই পুত্র (ابنا مقرن), এবং যারা তাদের কাছাকাছি।

---

(1) 'জীম' (ج) সংস্করণে: "আল-মুদরাকুন" (والمدرَكون) র-এর (راء) উপর ফাতহা (জবর) সহ (পাওয়া যায়); আর যা (মূল পাঠে) নিশ্চিত করা হয়েছে তা 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'লাম' (ل), 'মীম' (م), 'নুন' (ن), 'সীন' (س) থেকে গৃহীত।

(2) 'ওয়াও' (و) সংস্করণে: "মুখাদরামীন" (مخضرِمين) র-এর (راء) উপর কাসরা (জের) সহ; আর যা (মূল পাঠে) নিশ্চিত করা হয়েছে তা 'বা' (ب), 'জীম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'তা' (ط), 'ইয়া' (ي), 'লাম' (ل), 'মীম' (م), 'নুন' (ن), 'ফা' (ف) থেকে গৃহীত।
নাযিম (গ্রন্থকার), আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (২/১৬৫) বলেছেন: "র-এর উপর ফাতহা (জবর) সহ।" এবং তিনি আরও বলেছেন (২/১৬৬): "সম্ভবত 'মুখাদরাম' (المخضرم) র-এর উপর কাসরা (জের) সহ হবে, যেমন কিছু ভাষাবিদ এ বিষয়ে বর্ণনা করেছেন; কারণ তারা উটের কান কাটতো (خضرموا آذان الإبل)। এবং সম্ভবত তা ফাতহা (জবর) সহ হবে এবং তাকে সাহাবীদের (সাহাবীদের তালিকা থেকে) বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে যদিও তিনি (নবী ﷺ) এর সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু (নবী ﷺ) কে না দেখার কারণে। আর আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।"

(3) 'কাফ' (ك) সংস্করণে: "কাসুওয়াইদা" (كسويدَ) দাল-এর (د) উপর ফাতহা (জবর) সহ; আর যা (মূল পাঠে) নিশ্চিত করা হয়েছে তা 'বা' (ب), 'জীম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'লাম' (ل), 'মীম' (م), 'নুন' (ن), 'সীন' (س) থেকে গৃহীত।

তিনি হলেন: সুওয়াইদ ইবনে গাফালা (سُوَيد بن غَفَلة), আবু উমাইয়া আল-জু'ফি (أبو أُمَيَّة الجُعْفِيُّ)। তিনি মুখাদরাম (مُخَضرَم) এবং জ্যেষ্ঠ তাবেয়ীনদের (كبار التَّابعين) একজন। নবী করীম ﷺ কে দাফন করার দিন তিনি মদিনায় এসেছিলেন। এবং তিনি নবী করীম ﷺ এর জীবদ্দশাতেই মুসলিম ছিলেন। (মৃত্যু ৮০ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (تقريب التَّهذيب) (৮৫১২)।

(4) তিনি হলেন: আব্দুল্লাহ ইবনে যাকওয়ান আল-কুরাশী (عبد الله بن ذَكْوان القُرَشيُّ), আবু আব্দুর রহমান আল-মাদানী (أبو عبد الرحمن المَدَنِيُّ), আবুয যিনাদ (أبي الزِّناد) নামে পরিচিত। তিনি নির্ভরযোগ্য ফকীহ। (মৃত্যু ১৩০ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (تقريب التَّهذيب) (৩৩০০২)।

(5) তাঁরা দুজন হলেন: নু'মান ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী (النُّعمان بن مُقرِّن المُزَنِيُّ), একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী, যিনি ২১ হিজরীতে নাহাওয়ান্দের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

এবং সুওয়াইদ ইবনে মুকাররিন আল-মুযানী (سويد بن مقرن المُزَني): একজন সাহাবী যিনি কুফায় বসবাস করতেন, প্রসিদ্ধ। তাকরীবুত তাহযীব (تقريب التَّهذيب) (৭১৬২) ও (২৬৯৮), এবং দেখুন: আল-ইসতিয়াব (الاستيعاب) (৪/১৫০৫) ও (২/৬৮০), এবং আল-ইসাবাহ (الإصابة) (৬/৩৫৭) ও (৩/১৯০)।

আল-হাকিম 'মারিফাতু উলুমিল হাদীস' (معرفة علوم الحديث) (পৃ. ১৫৪) গ্রন্থে তাঁদের দুজনকে তাবেয়ীনদের ভাইদের (তালিকা) মধ্যে গণ্য করেছেন।

(6) অর্থাৎ: তাবেয়ীনদের তবাকাতে (طبقة التابعين) এমন সাহাবীকেও গণ্য করা হয় যিনি তাদের (তাবেয়ীনদের) কাছাকাছি, এই কারণে যে তার বর্ণনা বা তার অধিকাংশ বর্ণনা সাহাবীদের (الصحابة) থেকে। নাযিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/১৭০)।

الْأَكَابِرُ عَنِ الْأَصَاغِرِ

831. وَقَدْ رَوَى الْكَبِيرُ عَنْ ذِي الصُّغْرِ ... طَبَقَةً وَسِنّاً[1] اوْ فِي الْقَدْرِ

832. أَوْ فِيهِمَا. وَمِنْهُ أَخْذُ الصَّحْبِ ... عَنْ تَابِعٍ؛ كَعِدَّةٍ عَنْ كَعْبِ[2]

(1) في هـ: «أو سنّاً».

(2) هو: كعب بن ماتع الحِمْيَرِيُّ، أبو إسحاق، المعروف بكعبِ الأحبار، ثقةٌ مُخضرَمٌ، كان من أهل اليمن فسكن الشَّام، مات في آخر خلافة عثمان. تقريب التَّهذيب (5648).

বয়োজ্যেষ্ঠদের কর্তৃক বয়োকনিষ্ঠদের থেকে বর্ণনা

৮৩১. আর বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেছেন—স্তর ও বয়সের দিক থেকে[১] অথবা মর্যাদার দিক থেকে।

৮৩২. অথবা উভয়ের ক্ষেত্রেই, আর এর (উদাহরণ) হলো সাহাবীদের কর্তৃক তাবিয়ী থেকে (জ্ঞান) গ্রহণ; যেমন, বেশ কয়েকজন (সাহাবী) কা'ব থেকে (বর্ণনা করেছেন)[২]

(১) হা-তে (পাথিতে): «অথবা বয়সের দিক থেকে»।

(২) তিনি হলেন কা'ব ইবনে মাতি' আল-হিমইয়ারী, আবু ইসহাক, যিনি কা'বুল আহবার নামে পরিচিত। তিনি একজন বিশ্বস্ত মুকহাদরাম (ইসলামপূর্ব ও ইসলাম উভয় যুগপ্রাপ্ত কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করেননি)। তিনি ইয়ামানের অধিবাসী ছিলেন, পরে শামে বসতি স্থাপন করেন। উসমান (রা.)-এর খিলাফতের শেষ দিকে ইন্তেকাল করেন। তাকরিবুত তাহযিব (৫৬৪৮)।

رِوَايَةُ الْأَقْرَانِ

833. وَ «الْقُرَنَا»: مَنِ اسْتَوَوْا فِي السَّنَدِ ... وَالسِّنِّ غَالِباً، وَقِسْمَيْنِ اعْدُدِ

834. «مُدَبَّجاً»؛ وَهُوَ إِذَا كُلٌّ أَخَذْ ... عَنْ آخَرٍ، وَغَيْرَهُ: انْفِرَادُ فَذِّ

আকরানের বর্ণনা

833. আর 'আল-কুরানা' (সমকক্ষ বর্ণনাকারীগণ) হলো তারা, যারা সনদ (বর্ণনাসূত্র) এবং সাধারণত বয়সেও সমান। আর একে দু'ভাগে বিভক্ত করো।

834. 'মুদাব্বাজ' (Mudabbaj) হলো যখন (দু'জন সমকক্ষের) প্রত্যেকে অপরের থেকে বর্ণনা গ্রহণ করে। আর এর অন্যটি হলো (যখন) একজন (বর্ণনাকারী) এককভাবে অপরজন থেকে (বর্ণনা) গ্রহণ করে।

الْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ

835. وَأَفْرَدُوا الْإِخْوَةَ بِالتَّصْنِيفِ ... فَذُو ثَلَاثَةٍ: بَنُو حُنَيْفِ[1]

836. أَرْبَعَةٍ[2]: أَبُوهُمُ السَّمَّانُ[3] ... وَخَمْسَةٍ[4]: أَجَلُّهُمْ سُفْيَانُ[5]

837. وَسِتَّةٍ نَحْوُ[6]: بَنِي سِيرِينَا ... وَاجْتَمَعُوا ثَلَاثَةً يَرْوُونَا

---

(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 176): «فمثال الإخوةِ الثَّلاثة: سهلٌ، وعبَّادٌ، وعثمانُ، بنو حُنَيف - مُصغَّراً -».

(2) في ج: «أربعةٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ط، ل، م، ن، س. قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 362): «هو بجرِّ (أَرْبَعَةٍ) عطفاً على ثلاثةٍ».

(3) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 176): «ومثال الأربعة: أولاد أبي صالح السَّمَّان، وهم: سُهَيلٌ، ومحمَّدٌ، وصالحٌ، وعبد الله - الذي يُقال له: عبَّاد -».

(4) في ج: «وخمسةٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ط، ل، م، ن، س، ف.

قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 363): «أيضاً هو بجرِّ (خَمْسَةٍ) على ما ذُكِر».

(5) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 177): «ومثال الخمسة: سفيان بن عُيَيْنَةَ وإخوته: آدمُ، وعمرانُ، ومحمَّدُ، وإبراهيم ... واقتصر ابن الصَّلاح على كونهم خمسة؛ لكونهم هم الذين رَوَوا، وإلا فقد ذكر غير واحدٍ أن أولاد عُيَيْنة عشرةٌ».

(6) في ب، ج، د، و، ي، ل، م، ن، س: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من هـ، ز.

ভাই ও বোনেরা

835. আর ভাইদেরকে স্বতন্ত্রভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে (গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে) ... সুতরাং তিনজন (ভাইয়ের) অধিকারী: বনু হুনাইফ[1]

836. চারজন (ভাই)[2]: তাদের পিতা আস-সাম্মান[3] ... আর পাঁচজন (ভাই)[4]: তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট হলেন সুফিয়ান[5]

837. আর ছয়জন (ভাই) যেমন[6]: বনু সিরীন ... আর তারা তিনজন একত্রিত হয়ে বর্ণনা করতেন।

---

(1) গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/১৭৬) এ বলেছেন: "তিন ভাইয়ের উদাহরণ হলো: সহল, আব্বাদ ও উসমান, বনু হুনাইফ – (নামটির) ক্ষুদ্র রূপ –।"

(2) 'জিম' পাণ্ডুলিপিতে 'আর্‌বা'আতুন' শব্দটি পেশ ও তানউইন সহকারে রয়েছে, আর যা প্রমাণিত তা হলো 'আলিফ', 'বা', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'তা', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সিন' পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে।

ইবন আম্মার আল-মালিকী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর 'মিফতাহুস সাঈদিয়্যাহ' (পৃ. ৩৬২) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি (আর্‌বা'আতিন শব্দটি) 'সালাসাতিন' এর উপর আত্বফ (সংযুক্তি) হিসেবে জার (ষষ্ঠী বিভক্তি) অবস্থায় রয়েছে।"

(3) গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/১৭৬) এ বলেছেন: "চারজনের উদাহরণ হলো: আবু সালিহ আস-সাম্মানের সন্তানগণ। তাঁরা হলেন: সুহাইল, মুহাম্মাদ, সালিহ এবং আব্দুল্লাহ – যাকে আব্বাদও বলা হয় –।"

(4) ‘জিম’ পাণ্ডুলিপিতে ‘ওয়া খামসাতুন’ শব্দটি পেশ ও তানউইন সহকারে রয়েছে, আর যা প্রমাণিত তা হলো ‘বা’, ‘দাল’, ‘হা’, ‘ওয়াও’, ‘যা’, ‘তা’, ‘লাম’, ‘মিম’, ‘নুন’, ‘সিন’, ‘ফা’ পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে।

ইবন আম্মার আল-মালিকী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ‘মিফতাহুস সাঈদিয়্যাহ’ (পৃ. ৩৬৩) গ্রন্থে বলেছেন: “এটিও (খামসাতিন শব্দটি) উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী জার (ষষ্ঠী বিভক্তি) অবস্থায় রয়েছে।”

(5) গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/১৭৭) এ বলেছেন: “পাঁচজনের উদাহরণ হলো: সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ ও তাঁর ভাইয়েরা: আদম, ইমরান, মুহাম্মাদ ও ইব্রাহিম... ইবন আস-সালাহ তাঁদেরকে পাঁচজনে সীমাবদ্ধ করেছেন; কারণ তাঁরাই ছিলেন বর্ণনাকারী, অন্যথায়, একাধিক ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন যে, উয়াইনাহর সন্তানগণ ছিলেন দশজন।”

(6) ‘বা’, ‘জিম’, ‘দাল’, ‘ওয়াও’, ‘ইয়া’, ‘লাম’, ‘মিম’, ‘নুন’, ‘সিন’ পাণ্ডুলিপিগুলোতে ‘নাহ্ওয়া’ শব্দটি নসব (কর্ম কারক) সহকারে রয়েছে, আর যা প্রমাণিত তা হলো ‘হা’, ‘যা’ পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে।

(ص: 313)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

838. وَسَبْعَةٍ: بَنُو مُقَرِّنٍ، وَهُمُ ... مُهَاجِرُونَ لَيْسَ فِيهِمُ عَدُّهُمُ [1]

839. وَالْأَخَوَانِ جُمْلَةٌ[2]: كَعُتْبَةِ ... أَخِي ابْنِ مَسْعُودٍ هُمَا ذُو صُحْبَةِ

(1) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 312): «ومثال السَّبعة: بنو مُقرِّن المُزَني، وهم: النُّعمانُ، ومَعقِلٌ، وعَقِيل، وسُوَيد، وسنانٌ، وعبد الرَّحمن، وسابعٌ لم يُسَمَّ لنا».

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 178): «قد سمَّاه ابن فتحون في ذيل الاستيعاب: عبد الله بن مُقرِّن».

(2) في ز، ل: «جملةً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ط، ي، م، ن، س.

৮৩৮. এবং সাতজন: বনু মুকাররিন, আর তারা ... মুহাজিরগণ, তাদের মধ্যে তাদের গণনা নেই[১]

৮৩৯. এবং দুই ভাই, মোটকথা[২]: যেমন উতবাহ ... ইবনে মাসউদের ভাই, তারা দু'জনই সাহাবী ছিলেন।

---

(১) ইবনুস সালাহ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর মুকাদ্দিমাহ (পৃ. ৩১২) গ্রন্থে বলেছেন: "সাতজনের উদাহরণ হলো: বনু মুকাররিন আল-মুজানি, এবং তারা হলেন: নু'মান, মা'কিল, আকীল, সুওয়াইদ, সিনান, আব্দুর রহমান, এবং একজন সপ্তম ব্যক্তি যার নাম আমাদের কাছে উল্লেখ করা হয়নি।"
নাযিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর শারহ (২/১৭৮) গ্রন্থে বলেছেন: "ইবনু ফাতহুন 'যাইলুল ইসতি'আব' গ্রন্থে তাকে আব্দুল্লাহ ইবনু মুকাররিন নামে অভিহিত করেছেন।"
(২) ঝা (ز) ও লা (ل) পাণ্ডুলিপিতে 'জুমলাতান' (جملةً) তানবীনযুক্ত নসব (আকারান্ত দ্বিবচন) হিসেবে রয়েছে, এবং যা (মূল পাঠে) প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা বা (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), ত্বা (ط), ইয়া (ي), মীম (م), নুন (ن), সিন (س) পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

رِوَايَةُ الْآبَاءِ عَنِ الْأَبْنَاءِ وَعَكْسُهُ [1]

840. وَصَنَّفُوا فِيمَا عَنِ ابْنٍ أَخَذَا ... أَبٌ؛ كَعَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ[2]، كَذَا

841. وَائِلُ عَنْ بَكْرِ ابْنِهِ[3]، وَالتَّيْمِي[4] ... عَنِ ابْنِهِ مُعْتَمِرٍ[5]، فِي قَوْمِ

842. أَمَّا أَبُو بَكْرٍ عَنِ الْحَمْرَاءِ ... عَائِشَةٍ[6] فِي «الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ»[7]

---

(1) في ك: «وعكسِهِ» بالجرّ، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ل، ن، س.
(2) هو: الفضل بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما، استشهد بأجنادين سنة (13 هـ). الاستيعاب (3/ 1269)، والإصابة (5/ 287).

(3) أي: بَكرُ بن وائل التَّيميُّ الكوفيُّ.

(4) هو: سُلَيمان بن طرخان التَّيميُّ، أبو المعتمِر البصريُّ، ثقةٌ عابدٌ، (ت 143 هـ). تقريب التَّهذيب (2575).

(5) هو: معتمر بن سليمان التَّيميُّ، أبو محمَّد البصريُّ، ثقةٌ، (ت 187 هـ). تقريب التَّهذيب (6785).

(6) في ي، ع: «عائشة» بفتح التَّاء، والكسر المنوَّن معاً، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ل، م، ن، س، ف.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 184): «بالصَّرْف للضَّرورة».

(7) يريد النَّاظم رحمه الله حديث عائشةَ رضي الله عنها، أنَّها سمعت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: «إِنَّ هَذِهِ الحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ، إِلَّا مِنَ السَّامِ».

أخرجه البخاريُّ (5687) من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل بن يونس، عن منصور بن المعتمر، عن خالد بن سعد، عن أبي بكرِ ابن أبي عتيقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها.

পিতার বর্ণনা পুত্রের কাছ থেকে এবং এর বিপরীত[1]

840. পণ্ডিতগণ এমন বিষয়েও সংকলন করেছেন যেখানে পিতা তার পুত্র থেকে (বর্ণনা) গ্রহণ করেছেন; যেমন আব্বাস (রা.) ফাদল (রা.) থেকে (বর্ণনা করেছেন), তেমনি

841. ওয়াইল তাঁর পুত্র বাকর থেকে, এবং তাইমি তাঁর পুত্র মু'তামির থেকে (বর্ণনা করেছেন), এরূপ লোকজনের ক্ষেত্রে।

842. আর আবু বকর (রা.) আল-হামরা তথা আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন 'কালিজিরা' সংক্রান্ত (হাদীসে)।

(1) 'কাফ' (ك) পাণ্ডুলিপিতে 'ওয়াআকসিহি' (وعكسِهِ) শব্দটি জের (kasra) সহকারে এসেছে। তবে 'আলিফ' (أ), 'বা' (ب), 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'লাম' (ل), 'নুন' (ن), 'সিন' (س) পাণ্ডুলিপিগুলোতে যা রয়েছে, তা-ই এখানে গৃহীত হয়েছে।

(2) তিনি হলেন: ফাদল ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হন)। তিনি ১৩ হিজরীতে আজনাদাইনে শহীদ হন। আল-ইস্তিয়াব (৩/১২৬৯), আল-ইসাবাহ (৫/২৮৭)।

(3) অর্থাৎ: বাকর ইবনে ওয়াইল আত-তাইমি আল-কুফি।

(4) তিনি হলেন: সুলাইমান ইবনে তারখান আত-তাইমি, আবু আল-মু'তামির আল-বাসরী। তিনি নির্ভরযোগ্য ও ইবাদতকারী ছিলেন। (মৃত্যু ১৪৩ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযিব (২৫৭৫)।

(5) তিনি হলেন: মু'তামির ইবনে সুলাইমান আত-তাইমি, আবু মুহাম্মাদ আল-বাসরী। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। (মৃত্যু ১৮৭ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযিব (৬৭৮৫)।

(6) 'ইয়া' (ي) ও 'আইন' (ع) পাণ্ডুলিপিতে 'আয়েশাতা' (عائشة) শব্দটি 'তা' (ت) অক্ষরের ওপর ফাতহা (fatha) সহকারে এবং তানবিনযুক্ত জের (kasratayn) সহকারে উভয়ভাবে এসেছে। তবে 'বা' (ب), 'জিম' (ج), 'দাল' (د), 'হা' (ه), 'ওয়াও' (و), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'ত্বা' (ط), 'লাম' (ل), 'মিম' (م), 'নুন' (ن), 'সিন' (س), 'ফা' (ف) পাণ্ডুলিপিগুলোতে যা রয়েছে, তা-ই গৃহীত হয়েছে।

ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন) ফাতহুল মুগীছ (৪/১৮৪) গ্রন্থে বলেছেন: "প্রয়োজনের তাগিদে সরফ (অর্থাৎ তানবিনযুক্ত) করা হয়েছে।"

(7) নিয়মকর্তা (নাসিম), আল্লাহ তাঁর উপর রহমত বর্ষণ করুন, আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত সেই হাদীসটি উদ্দেশ্য করেছেন যে, তিনি নবী (আল্লাহর রহমত ও শান্তি তাঁর উপর বর্ষিত হোক)-কে বলতে শুনেছেন: "নিশ্চয়ই এই কালিজিরা মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের নিরাময়।"

বুখারী (৫৬৮৭) এটি উবাইদুল্লাহ ইবনে মূসা থেকে, তিনি ইসরাঈল ইবনে ইউনুস থেকে, তিনি মানসুর ইবনে আল-মু'তামির থেকে, তিনি খালিদ ইবনে সা'দ থেকে, তিনি আবু বাকর ইবনে আবি আতিক থেকে, তিনি আয়েশা (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হন) থেকে বর্ণনা করেছেন।

843. فَإِنَّهُ لَابْنُ أَبِي عَتِيقِ[1] ... وَغُلِّطَ الْوَاصِفُ بِالصِّدِّيقِ[2]

844. وَعَكْسُهُ: صَنَّفَ فِيهِ الْوَائِلِي[3] ... وَهُوَ مَعَالٍ[4] لِلْحَفِيدِ النَّاقِلِ

845. وَمِنْ أَهَمِّهِ: إِذَا مَا أُبْهِمَا ... الْأَبُ أَوْ جَدٌّ، وَذَاكَ قُسِّمَا

846. قِسْمَيْنِ: عَنْ أَبٍ فَقَطْ؛ نَحْوُ[5] أَبِي ... الْعُشَرَا عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِي

847. وَاسْمُهُمَا عَلَى الشَّهِيرِ فَاعْلَمِ ... أُسَامَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قِهْطِمِ[6]

---

(1) هو: عبد الله بن محمَّدِ بن عبد الرَّحمن بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق، أبو بكر، المعروف بابن أبي عتيقٍ، صدوقٌ فيه مزاحٌ، من الثالثة. تقريب التَّهذيب (3588).

(2) انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي (ص 520).

(3) هو: الحافظ أبو نصر السِّجْزيُّ، وقد تقدمت ترجمته.

(4) أي: مفاخر. فتح المغيث (4/ 186).

(5) في هـ، و، ز، ك، ل، ف: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، د، م، ن.

(6) في ح: «قَهْطَمِ» بفتح القاف والطَّاء، وفي م، س: «قِهْطَمِ» بكسر القاف وفتح الطَّاء، وفي ك: «قَهْطِمِ» بفتح القاف وكسر الطَّاء، وفي ط: «قهطِم» بإهمال القاف وكسر الطَّاء، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ي، ل، ن، ع، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 186): «وهو بكسر القاف، فيما نقله ابن الصَّلاح من خطِّ البَيْهقيّ وغيره»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 187): «حُكِي فيه أربع لغاتٍ: كسر القاف والطَّاء، وفتحُهما، وفتح الأوَّل وكسر الثَّاني، وعكسُه؛ كاللُّغاتِ في قرطم».

وأبو العُشَراء: أسامة بن مالك الدَّارميُّ، قال فيه الحافظ: أعرابيٌّ مجهولٌ، من الرَّابعة. تقريب التَّهذيب (8251).

وأبوه مالك بن قهطم. انظر ترجمته في: الاستيعاب (3/ 1357)، والإصابة (1/ 367).

৮৪৩। কারণ তিনি ইবনে আবি আতিকের (পুত্র)।[১] ... আর যিনি তাঁকে সিদ্দীক উপাধি দিয়েছিলেন, তিনি ভুল করেছেন।[২]

৮৪৪। এর বিপরীত হলো: ওয়াইলি এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন।[৩] ... আর এটি বর্ণনাকারী নাতির জন্য একটি সম্মাননা।[৪]

৮৪৫। আর এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো: যখন বাবা বা দাদা অস্পষ্ট থাকেন, ... এবং তা বিভক্ত হয়

৮৪৬। দুই ভাগে: শুধু বাবা থেকে; যেমন[৫] আবুল উশারাহ তার বাবা থেকে, তিনি নবী (সা.) থেকে (বর্ণনা করেছেন)।

৮৪৭। এবং জেনে রাখো যে, তাদের দু'জনের প্রসিদ্ধ নাম হলো: ... উসামা ইবনে মালিক ইবনে ক্বিহতাম।[৬]

---

(১) তিনি হলেন: আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবি বকর আস-সিদ্দীক, আবু বকর, যিনি ইবনে আবি আতিক নামে পরিচিত। তিনি সত্যবাদী ছিলেন তবে তার মধ্যে কৌতুকপ্রিয়তা ছিল। তৃতীয় স্তরের (বর্ণনাকারীদের) একজন। তাক্বরীবুত তাহযীব (৩৫৮৮)।

(২) দেখুন: ইবনুল জাওযীর 'তালক্বীহ ফুহুম আহলিল আসার' (পৃ. ৫২০)।

(৩) তিনি হলেন: হাফিয আবু নাসর আস-সিজযী। তার জীবনী পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে।

(৪) অর্থাৎ: গর্বের বিষয় (বা সম্মাননা)। ফাতহুল মুগীছ (৪/১৮৬)।

(৫) হ, ওয়াও, যা, কাফ, লাম, ফা পাণ্ডুলিপিতে 'নাহওয়া' (যবর সহ) রয়েছে, আর বা, দাল, মীম, নুন পাণ্ডুলিপি থেকে এটি 'নাহবু' (পেশ সহ) হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

(৬) হা পাণ্ডুলিপিতে 'ক্বাহতামি' (ক্বাফ ও তা উভয়টি যবর সহ), এবং মীম, সীন পাণ্ডুলিপিতে 'ক্বিহতামি' (ক্বাফ জের সহ এবং তা যবর সহ), এবং কাফ পাণ্ডুলিপিতে 'ক্বাহতমি' (ক্বাফ যবর সহ এবং তা জের সহ), এবং ত্বা পাণ্ডুলিপিতে 'ক্বাহতমি' (ক্বাফের নুকতা ছাড়া এবং তা জের সহ) রয়েছে, আর জীম, দাল, হা, ওয়াও, যা, ইয়া, লাম, নুন, আইন, ফা পাণ্ডুলিপি থেকে যা গৃহীত হয়েছে (সেটিই প্রতিষ্ঠিত)।

নাযিম (কবিতার রচয়িতা), আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন, তার ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থে (২/১৮৬) বলেছেন: "এটি ক্বাফের জের সহ, যেমনটি ইবনুল সালাহ বায়হাক্বী ও অন্যদের হস্তলিখিত থেকে বর্ণনা করেছেন।" এবং সাখাওয়ী, আল্লাহ্ তার উপর রহম করুন, 'ফাতহুল মুগীছ' গ্রন্থে (৪/১৮৭) বলেছেন: "এতে চারটি ভাষা (উচ্চারণ) বর্ণিত হয়েছে: ক্বাফ ও তা উভয়টির জের, উভয়টির যবর, প্রথমটির যবর ও দ্বিতীয়টির জের, এবং এর বিপরীত; যেমন 'ক্বুরতুম' শব্দের বিভিন্ন ভাষা (উচ্চারণ) রয়েছে।"

আর আবুল উশারাহ হলেন: উসামা ইবনে মালিক আদ-দারিমী। হাফিয তার সম্পর্কে বলেছেন: তিনি একজন অজ্ঞাত বেদুইন, চতুর্থ স্তরের (বর্ণনাকারীদের) একজন। তাক্বরীবুত তাহযীব (৮২৫১)।

এবং তার বাবা হলেন মালিক ইবনে ক্বিহতাম। তার জীবনী দেখুন: আল-ইসতিয়াব (৩/১৩৫৭) এবং আল-ইসাবাহ (১/৩৬৭)।

848. وَالثَّانِ[1]: أَنْ يَزِيدَ فِيهِ بَعْدَهُ[2] ... - كَبَهْزٍ[3] اوْ عَمْرٍو[4] - أَباً أَوْ[5] جَدَّهُ

849. وَالْأَكْثَرُ احْتَجُّوا بِعَمْرٍو حَمْلَا ... لَهُ عَلَى الْجَدِّ الْكَبِيرِ الْأَعْلَى

850. وَسَلْسَلَ الْآبَا التَّمِيمِيُّ فَعَدَّ ... عَنْ تِسْعَةٍ[6]، قُلْتُ: وَفَوْقَ[7] ذَا وَرَدْ

---

(1) في د، ي، ع: «والثاني» بالياء.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 187): «بحذف الياء»، ونحوه في فتح الباقي (2/ 229).

(2) في د: «بعدهُ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، ن، س، ف.

(3) هو: بَهْزُ بن حَكِيمِ بن معاوية القُشَيريُّ، أبو عبدِ الملك، صدوقٌ من السَّادسة، مات قبل (160 هـ). تقريب التَّهذيب (772).

(4) هو: عمرو بن شُعَيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاصي، صدوقٌ، (ت 118 هـ). تقريب التَّهذيب (5050).

(5) في و: «او» بهمزة الوصل، وبه ينكسر الوزن.

(6) أخرج الخطيب في تاريخ بغداد (12/ 293) قال: حدَّثنا عبد الوهَّاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن اللَّيث بن سُلَيمان بن الأسود بن سفيان بن يزيد بن أُكَينة بن عبد الله التَّميميُّ، من لفظه، قال: سمعتُ أبي، يقول: سمعتُ أبي، يقول: سمعتُ أبي، يقول: سمعتُ أبي، يقول: سمعتُ أبي، يقول: سمعتُ أبي، يقول: سمعتُ أبي، يقول: سمعتُ أبي، يقول: سمعتُ عليَّ بن أبي طالب، وقد سئل عن الحنَّان المنَّان، فقال: «الحنَّان الذي يُقبِل على من أعرض عنه، والمنَّان الذي يبدأ بالنَّوال قبل السُّؤال».

و «التَّمِيمِيُّ»: هو: عبد الوهَّاب بن عبد العزيز التميمي، الفقيه، الحنبلي، (ت 425 هـ). تاريخ بغداد (12/ 293)، وتاريخ الإسلام (9/ 411).

(7) في و: «وفوقُ» بضمِّ القاف، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ز، ي، ل، م، ن، س.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 191): «(وَ) لكنْ (فَوقَ ذَا وَرَدْ)»، ونحوه في فتح الباقي (2/ 231).

848. এবং দ্বিতীয়টি[1]: সে তার পরে তাতে বৃদ্ধি করবে[2] ... - যেমন বাহয[3] অথবা আমর[4] - পিতা অথবা[5] দাদা।

849. এবং অধিকাংশ ব্যক্তি আমর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন, তাকে গণ্য করে ... তার জন্য বড় ও উচ্চ দাদা হিসেবে।

850. এবং আত-তামীমী পিতৃপুরুষদের ধারাবাহিকতা বর্ণনা করেছেন, তাই গণনা করেছেন ... নয় জনের[6]। আমি বলি: এবং এর ঊর্ধ্বেও[7] বর্ণিত হয়েছে।

---

(1) 'দ', 'ইয়া', 'আইন'-এ রয়েছে: "ওয়াছ-ছানি" (وَالثَّانِي) ইয়া সহকারে।
ইমাম আস-সাখাওয়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল মুগিস (৪/১৮৭) গ্রন্থে বলেছেন: "ইয়া বিলুপ্তির সাথে", এবং ফাতহুল বাকি (২/২২৯) গ্রন্থেও অনুরূপ রয়েছে।
(2) 'দ'-তে রয়েছে: "বা'দাহ" (بَعْدَهُ) হা এর উপর সাকিন সহকারে, আর যা স্থিরীকৃত রয়েছে তা হলো 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা (ح)', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'নুন', 'সিন', 'ফা' থেকে।
(3) তিনি হলেন: বাহয ইবনে হাকিম ইবনে মু'আবিয়া আল-কুশাইরি, আবু আব্দুল মালিক। তিনি সাদাতুস (ষষ্ঠ) স্তরের একজন সত্যবাদী বর্ণনাকারী। ১৬০ হিজরীর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তাকরীবুত তাহযীব (৭৭২)।
(4) তিনি হলেন: আমর ইবনে শু'আইব ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আসি। তিনি সত্যবাদী বর্ণনাকারী। ১১৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। তাকরীবুত তাহযীব (৫০৫০)।
(5) 'ওয়াও'-তে রয়েছে: "আও" (أَوْ) হামযা তুল ওয়াসল সহকারে, এবং এর দ্বারা ছন্দ ভঙ্গ হয়।
(6) আল-খতিব তার তারিখ বাগদাদ (১২/২৯৩) গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে আল-হারিছ ইবনে আসাদ ইবনে আল-লাইছ ইবনে সুলাইমান ইবনে আল-আসওয়াদ ইবনে সুফিয়ান ইবনে ইয়াযীদ ইবনে উকাইনা ইবনে আব্দুল্লাহ আত-তামীমী। তার নিজের ভাষা থেকে তিনি বলেন: আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আলী ইবনে আবি তালিব (রা.)-কে যখন 'আল-হান্নান আল-মান্নান' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন: "আল-হান্নান তিনিই

যিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন যে তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, আর আল-মান্নান তিনিই যিনি চাওয়ার পূর্বে দান করেন।"
এবং 'আত-তামীমী' হলেন: আব্দুল ওয়াহহাব ইবনে আব্দুল আযীয আত-তামীমী, ফকীহ, হাম্বালী। ৪২৫ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। তারিখ বাগদাদ (১২/২৯৩), এবং তারিখুল ইসলাম (৯/৪১১)।
(7) 'ওয়াও'-তে রয়েছে: "ওয়া ফাওকু" (وفوقُ) কাফ এর উপর যম্মা সহকারে, আর যা স্থিরীকৃত রয়েছে তা হলো 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'যা', 'ইয়া', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'সিন' থেকে।
ইমাম আস-সাখাওয়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল মুগিস (৪/১৯১) গ্রন্থে বলেছেন: "(এবং) কিন্তু (এর ঊর্ধ্বেও বর্ণিত হয়েছে)।" এবং ফাতহুল বাকি (২/২৩১) গ্রন্থেও অনুরূপ রয়েছে।

السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ

851. وَصَنَّفُوا فِي «سَابِقٍ وَلَاحِقِ» ... وَهُوَ: اشْتِرَاكُ رَاوِيَيْنِ؛ سَابِقِ

852. مَوْتاً؛ كَزُهْرِيٍّ، وَذِي تَدَارُكِ ... كَابْنِ دُوَيْدٍ[1]، رَوَيَا عَنْ مَالِكِ

853. سَبْعٌ ثَلَاثُونَ وَقَرْنٌ[2] وَافِي ... أُخِّرَ؛ كَالْجُعْفِيِّ[3] وَالْخَفَّافِ[4]

---

(1) هو: زكريَّا بن دُويد الكنديُّ، أبو أحمد، قال الذهبي في الميزان (2/ 72): «كذَّابٌ، ادَّعى السَّماعَ من مالكٍ، والثَّوريِّ، والكبار، وزعم أنَّه ابن مئة وثلاثين سنة، وذلك بعد الستِّين ومئتين».

(2) في م: «وقرنٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، س، ف.

(3) يريد: الإمام البخاري رحمه الله.

(4) هو: أبو الحسين أحمد بن محمَّد الخفَّاف النَّيسابوري، (ت 395 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 481).

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 194): «أي: كما تقدَّمت وفاةُ محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري على وفاةِ أبي الحسين أحمد بن محمد الخفَّاف النيسابوري بهذا المقدار، وهو مئة وسبع وثلاثون سنة. وقد اشتركا في الرِّواية عن أبي العبَّاس محمد بن إسحاق السَّراج».

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী

৮৫১। আর তারা 'পূর্ববর্তী ও পরবর্তী' সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেছেন ... আর এটি হলো: দুজন বর্ণনাকারীর অংশগ্রহণ, যাদের একজন (মৃত্যুতে) পূর্ববর্তী।

৮৫২। মৃত্যুতে; যেমন যুহরী, এবং অন্যজন যিনি পরে এসে যোগ দিয়েছেন ... যেমন ইবনু দুওয়াইদ(১), তারা উভয়েই মালেক থেকে বর্ণনা করেছেন।

৮৫৩। একশো সাঁইত্রিশ(২) বছর পূর্ণ, ... (যাঁর মৃত্যু) বিলম্বিত হয়েছিল; যেমন জা'ফী(৩) এবং খাফফাফ(৪) এর ক্ষেত্রে।

---

(১) তিনি হলেন: যাকারিয়্যা ইবনু দুওয়াইদ আল-কিন্দী, আবু আহমাদ। যাহাবী 'আল-মিজান' (২/৭২) গ্রন্থে বলেছেন: "সে ছিল একজন মিথ্যাবাদী। সে মালেক, সাওরী ও বড় বড় আলেমদের কাছ থেকে শ্রবণের দাবি করেছিল এবং দাবি করেছিল যে তার বয়স একশো ত্রিশ বছর, আর এটি ছিল ২৬০ হিজরীর পরে।"

(২) 'মীম' পাণ্ডুলিপিতে রয়েছে: "ওয়াকারনিন" (وقرنٍ) তানবিনযুক্ত যের সহকারে। আর 'বা', 'দা', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'সীন', 'ফা' পাণ্ডুলিপিগুলোতে যা প্রমাণিত, তা গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) এখানে বোঝানো হয়েছে: ইমাম বুখারী, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন।

(৪) তিনি হলেন: আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাফফাফ আন-নাইসাপুরী, (মৃত্যু ৩৯৫ হিজরী)। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৬/৪৮১)।

নাযিম, আল্লাহ তাঁর উপর রহমত করুন, তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/১৯৪) এ বলেছেন: "অর্থাৎ: যেমন মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল আল-জা'ফী আল-বুখারীর ইন্তেকাল, আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-খাফফাফ আন-নাইসাপুরীর ইন্তেকালের চেয়ে এই পরিমাণ পূর্বে হয়েছিল – যা একশো সাঁইত্রিশ বছর। আর তারা উভয়েই আবুল আব্বাস মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক আস-সাররাজ থেকে বর্ণনা করেছেন।"

مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا رَاوٍ[1] وَاحِدٌ

854. وَمُسْلِمٌ صَنَّفَ فِي «الْوُحْدَانِ[2]» ... مَنْ عَنْهُ رَاوٍ وَاحِدٌ لَا ثَانِي

855. كَعَامِرِ بْنِ شَهْرٍ اوْ كَوَهْبِ ... هُوَ ابْنُ خَنْبَشٍ[3]، وَعَنْهُ الشَّعْبِي

856. وَغُلِّطَ الْحَاكِمُ حَيْثُ زَعَمَا ... بِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ لَيْسَ فِيهِمَا[4]

857. فَفِي الصَّحِيحِ أَخْرَجَا الْمُسَيَّبَا[5] ... وَأَخْرَجَ الْجُعْفِيُّ لِابْنِ تَغْلِبَا[6]

---

(1) «رَاوٍ» ليست في ج، ك، ف.

(2) واسم كتابه: «المنفردات والوحدان»، وهو مطبوع.

(3) هو: وهب بن خَنْبَش الطائي رضي الله عنه، صحابيٌّ روى عنه الشَّعبي. الاستيعاب (4/ 1560)، والإصابة (6/ 488).

(4) أي: في الصَّحِيحَيْن. شرح النَّاظم (2/ 196).

وممَّن غلطه ابن القيسراني، والحازمي، وابن الجوزي وغيرهم. انظر: فتح المغيث (4/ 199)، والمدخل إلى كتاب الإكليل (ص 33).

(5) هو: المسيَّب بن حزن المخزومي رضي الله عنهما، روى عنه ابنه سعيدٌ. الاستيعاب (3/ 1400)، والإصابة (6/ 96).

أخرج له البخاري (1360) ومسلم (24)، حديثه في قِصَّة وفاة أبي طالب.

(6) هو: عَمرو بن تَغلِب العبدي أو النَّمَري رضي الله عنه، روى عنه الحسن البصري.

الاستيعاب (3/ 1166)، والإصابة (4/ 500).

أخرج له البخاريُّ حديثاً رقمه (923).

যে ব্যক্তি থেকে কেবল একজন বর্ণনাকারীই বর্ণনা করেছেন[1]

৮৫৪. আর মুসলিম সংকলন করেছেন «আল-উহদান»[2] গ্রন্থে... সেই সকল বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে যাদের থেকে কেবল একজনই বর্ণনা করেছেন, দ্বিতীয় কেউ নয়।

৮৫৫. যেমন আমের ইবনে শাহর অথবা ওয়াহব... তিনি ইবনে খানবাশ[3], এবং তার থেকে শা'বী বর্ণনা করেছেন।

৮৫৬. আর হাকিম ভুল করেছেন যখন তিনি দাবি করেছেন... যে এই প্রকার [বর্ণনা] উভয়ের (সহীহায়নের) মধ্যে নেই[4]।

৮৫৭. কেননা সহীহ গ্রন্থে উভয়ে (বুখারী ও মুসলিম) মুসাইয়াব[5] থেকে বর্ণনা করেছেন... এবং জু'ফী (বুখারী) ইবনে তাগলিব[6] থেকে বর্ণনা করেছেন।

---

(1) «রাবী» (বর্ণনাকারী) শব্দগুলো জীম, কাফ ও ফা (নকল) লিপিতে নেই।

(2) আর তাঁর কিতাবের নাম: «আল-মুনফারিদাত ওয়াল-উহদান», এবং এটি প্রকাশিত।

(3) তিনি হলেন: ওয়াহব ইবনে খানবাশ আত-তাঈ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, একজন সাহাবী যার থেকে শা'বী বর্ণনা করেছেন। আল-ইসতি'আব (৪/১৫৬০) এবং আল-ইসাবাহ (৬/৪৮৮)।

(4) অর্থাৎ: সহীহায়নে (বুখারী ও মুসলিম)। শারহুন-নাযিম (২/১৯৬)।

এবং যারা তাঁর ভুল নির্দেশ করেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনুল কায়সারানী, আল-হাযিমী, ইবনুল জাওযী প্রমুখ। দেখুন: ফাতহুল মুগীছ (৪/১৯৯) এবং আল-মাদখাল ইলা কিতাবিল ইকলিল (পৃষ্ঠা ৩৩)।

(5) তিনি হলেন: আল-মুসাইয়াব ইবনে হাযন আল-মাখযুমী, আল্লাহ তাঁদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাঁর পুত্র সাঈদ তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। আল-ইসতি'আব (৩/১৪০০) এবং আল-ইসাবাহ (৬/৯৬)।

বুখারী (১৩৬০) ও মুসলিম (২৪) তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, তাঁর হাদীসটি আবু তালিবের মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে।

(6) তিনি হলেন: আমর ইবনে তাগলিব আল-আবদী অথবা আন-নামারী, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন, তাঁর থেকে হাসান আল-বাসরী বর্ণনা করেছেন। আল-ইসতি'আব (৩/১১৬৬) এবং আল-ইসাবাহ (৪/৫০০)।

বুখারী তাঁর থেকে ৯২৩ নম্বর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

مَنْ ذُكِرَ بِنُعُوتٍ مُتَعَدِّدَةٍ

858. وَاعْنَ بِأَنْ تَعْرِفَ مَا يَلْتَبِسُ ... مِنْ خَلَّةٍ[1] يُعْنَى بِهَا الْمُدَلِّسُ

859. مِنْ نَعْتِ رَاوٍ بِنُعُوتٍ؛ نَحْوُ[2] مَا ... فُعِلَ فِي الْكَلْبِيِّ حَتَّى أَبْهَمَا[3]

860. مُحَمَّدِ[4] بْنِ السَّائِبِ[5] الْعَلَّامَهْ ... سَمَّاهُ «حَمَّاداً» أَبُو أُسَامَهْ[6]

---

(1) في ع: «خُلَّةٍ» بضمِّ الخاء، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 202): «والخلَّة - بفتح الخاء المُعجَمَة -: الخصلة».

(2) في ج، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، ن: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من م.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 202): «ففي الضُّعفاء (نَحْوُ مَا فُعِلَ) مِن غير واحدٍ (فِي الكَلْبِي)».

(3) في ب، ج، ح، ك، م، ف: «أُبْهِمَا» بضمِّ الهمزة وكسر الهاء، والمثبت من أ، د، هـ، و، ز، ط، ي، ل، ن، س.

(4) في ن: «محمدُ» بالرَّفع، وفي س، ع: «محمدَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ي، ك، ل، م، ف.

(5) هو: محمَّد بن السَّائب بن بِشْر الكَلْبي، أبو النَّضر الكوفيُّ، النَّسَّابةُ المفسِّر، مُتَّهمٌ بالكذب، ورُمِي بالرَّفض، (ت 146 هـ). تقريب التهذيب (5901).

(6) هو: حمَّاد بن أُسامةَ القُرَشيُّ مولاهم، الكوفيُّ، أبو أسامة، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ ثبتٌ ربَّما دلَّس، وكان بأَخَرةٍ يحدِّث من كتب غيره، (ت 201 هـ). تقريب التَّهذيب (1487).

যাদেরকে একাধিক গুণবাচক নাম দ্বারা উল্লেখ করা হয়েছে

৮৫৮. এবং সেইসব অস্পষ্টতা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে যত্নবান হও,

যা দ্বারা মুদাল্লিস (দোষ গোপনকারী) এর কোনো বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয়।[১]

৮৫৯. যেমন একজন বর্ণনাকারীকে বিভিন্ন গুণবাচক নামে বর্ণনা করা হয়;[২]

যেমন আল-কালবীকে নিয়ে করা হয়েছিল, যতক্ষণ না তাকে অস্পষ্ট করে তোলা হয়।[৩]

৮৬০. সেই মহাজ্ঞানী মুহাম্মাদ[৪] ইবনুস সা-ইবকে,[৫]

আবূ উসামা ‘হাম্মাদ’ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬]

---

(১) ‘আইন’ কপিতে আছে: ‘খুল্লতিন’ (خُلَّةٍ), ‘খা’ হরফে পেশ (ধম্মা) সহকারে। আর যা সুপ্রতিষ্ঠিত তা ‘বা’, ‘জিম’, ‘দাল’, ‘হা’, ‘ওয়াও’, ‘যা’, ‘হা’, ‘ত্বা’, ‘ইয়া’, ‘কাফ’, ‘লাম’, ‘মিম’, ‘নুন’, ‘সিন’, ‘ফা’ কপি থেকে নেওয়া।

গ্রন্থকার (নাজিম), তাঁর উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক, তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (২/২০২) বলেছেন: “আল-খাল্লাহ (الخلَّة) – ‘খা’ হরফে জবর (ফাতহা) সহকারে – অর্থ: বৈশিষ্ট্য (খাসলাহ – الخصلة)।”

(২) ‘জিম’, ‘দাল’, ‘হা’, ‘ওয়াও’, ‘যা’, ‘ইয়া’, ‘কাফ’, ‘লাম’, ‘নুন’ কপিতে ‘নাহওয়া’ (نحوَ) নসব (ফাতহা) সহকারে রয়েছে। আর যা সুপ্রতিষ্ঠিত তা ‘মিম’ কপি থেকে নেওয়া।

(৩) ‘বা’, ‘জিম’, ‘হা’, ‘কাফ’, ‘মিম’, ‘ফা’ কপিতে আছে: ‘উভিমাহ’ (أُبْهِمَا), ‘হামযা’ হরফে পেশ (ধম্মা) এবং ‘হা’ হরফে যের (কাসরা) সহকারে। আর যা সুপ্রতিষ্ঠিত তা ‘আলিফ’, ‘দাল’, ‘হা’, ‘ওয়াও’, ‘যা’, ‘ত্বা’, ‘ইয়া’, ‘লাম’, ‘নুন’, ‘সিন’ কপি থেকে নেওয়া।

(৪) ‘নুন’ কপিতে ‘মুহাম্মাদু’ (محمدُ) রফ’ (পেশ) সহকারে রয়েছে। আর ‘সিন’ ও ‘আইন’ কপিতে ‘মুহাম্মাদা’ (محمدَ) নসব (জবর) সহকারে রয়েছে। আর যা সুপ্রতিষ্ঠিত তা ‘বা’, ‘দাল’, ‘হা’, ‘ওয়াও’, ‘যা’, ‘ইয়া’, ‘কাফ’, ‘লাম’, ‘মিম’, ‘ফা’ কপি থেকে নেওয়া।

(৫) তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনুস সা-ইব ইবন বিশর আল-কালবী, আবুল নাদর আল-কুফী। বংশতত্ত্ববিদ ও তাফসীরকারক। মিথ্যার অভিযোগে অভিযুক্ত এবং শিয়া মতবাদের (রাফদ – الرَّفض) অনুসারী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। (মৃত্যু ১৪৬ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৫৯০১)।

(৬) তিনি হলেন: হাম্মাদ ইবনু উসামা আল-কুরাশী (তাদের মাওলা), আল-কুফী, আবূ উসামা। তিনি তাঁর কুনিয়াত (উপনাম) দ্বারা প্রসিদ্ধ ছিলেন। নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ় তবে মাঝে মাঝে তাদলিস (দোষ গোপন) করতেন। তাঁর জীবনের শেষভাগে তিনি অন্যের কিতাব থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। (মৃত্যু ২০১ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (১৪৮৭)।

(ص: 320)ألفية العراقي التبصرة والتذكرة - ت القاسم

861. وَبِـ «أَبِي النَّضْرِ» ابْنُ إِسْحَاقَ[1] ذَكَرْ ... وَبِـ «أَبِي سَعِيدٍ» الْعَوْفِيُّ[2] شَهَرْ

(1) أي: محمد بن إسحاق المُطَّلبي صاحب المغازي.

(2) هو: عَطِيَّة بن سعد بن جُنَادَةَ العَوْفِيُّ، الجَدَلِيُّ، الكوفيُّ، أبو الحسن، صدوقٌ يخطئ كثيراً، وكان شيعيّاً مُدَلِّساً، (ت 111 هـ). تقريب التَّهذيب (4616).

৮৬১. এবং আবুন-নদরের সূত্রে ইবন ইসহাক[1] উল্লেখ করেছেন ... এবং আবু সাঈদ আল-আওফী[2] প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

(1) অর্থাৎ: মুহাম্মদ ইবন ইসহাক আল-মুত্তালিবী, আল-মাগাযীর রচয়িতা।

(2) তিনি হলেন: আতিয়্যাহ ইবন সা'দ ইবন জুনাদা আল-আওফী, আল-জাদালী, আল-কুফী, আবুল হাসান। তিনি সত্যবাদী, কিন্তু অনেক ভুল করতেন, এবং তিনি শিয়া ও মুদাল্লিস ছিলেন। (মৃত্যু ১১১ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৪৬১৬)।

أَفْرَادُ الْعَلَمِ

862. وَاعْنَ بِـ «الْأَفْرَادِ» سُماً[1] أَوْ لَقَبَا ... أَوْ كُنْيَةً؛ نَحْوُ[2] لُبَيّ ابْنِ[3] لَبَا[4]

863. أَوْ مِنْدَلٍ[5] عَمْرٌو[6]، وَكَسْراً نَصُّوا ... فِي الْمِيمِ، أَوْ أَبِي[7] مُعَيْدٍ حَفْصُ[8]

---

(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 204): «فقولي: (سُماً) - بضمِّ السِّين - لغة في الاسم، وهو منصوبٌ على التَّمييز»، وانظر: تاج العروس (28/ 304).

(2) في أ، هـ، ز، ل: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من و.

(3) في م: «ابن» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من د، هـ، و، ح، ط، ل، ن، ف.

(4) هو: لُبَيّ بن لَبَا، صحابيٌّ، سكن واسط. انظر: الاستيعاب (3/ 1340)، والإصابة (5/ 500).

(5) في ج، ع: «مندلٍ» بفتح الميم وكسرها، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 203): «وهو بكسر الميم، كما نصَّ عليه الخطيب وغيره، قال ابن الصَّلاح: (ويقولونه كثيراً بفتحها). انتهى. ورأيتُ بخطِّ الحافظ أبي الحجَّاج يوسف بن خليل الدِّمَشقيّ نقلاً عن خطِّ الحافظ محمَّد بن ناصر: أن الصَّواب فيه: فتح الميم».

(6) هو: مِندَل ابن علي العَنَزي، أبو عبد الله الكوفي، يقال: اسمُه عمرو، ومِنْدَل لَقَبٌ، ضعيف، (ت 167 هـ) أو (168 هـ). تقريب التَّهذيب (6883).

(7) في هـ: «أبو».

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 204): «وقولي: (أَوْ مِنْدَلٍ): هو مجرورٌ عطفاً على (لُبَي)، وكذلك قولي: (أَبِي مُعَيْدٍ)».

(8) هو: أبو مُعَيد حفص بن غيلان، شَامِيٌّ، صدوقٌ فقيهٌ، رُمِي بالقدر، من الثامنة. تقريب التهذيب (1432).

বিশিষ্ট নামসমূহ

862. আর 'আফরাদ' বলতে বুঝবে একটি নাম, অথবা উপাধি, অথবা কুনিয়াত; যেমন: লুবাই ইবন লাবা।

863. অথবা মিনদাল আমর, আর (তার নামের) মীম-এ কাসরা উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা আবু মুঈদ হাফস।

---

(1) গ্রন্থকার (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২০৪)-এ বলেছেন: "আমার উক্তি: (সুমা) - সীন-এ পেশ সহ - (ইসিম) শব্দের একটি ভাষাগত রূপ, এবং এটি (তাময়ীয) হিসেবে (মানসূব) হয়েছে।" দেখুন: তাজ আল-আরুস (২৮/৩০৪)।

(2) আ, হা, ঝা, লা (হস্তলিপিতে): "(নাহওয়া)" নসব সহকারে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা ওয়া (হস্তলিপি) থেকে।

(3) মী (হস্তলিপিতে): "(ইবন)" রফা ও জার সহকারে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা দা, হা, ওয়া, হা, ত্বা, লা, না, ফা (হস্তলিপি) থেকে।

(4) তিনি হলেন: লুবাই ইবন লাবা, একজন সাহাবী। তিনি ওয়াসিত-এ বসবাস করতেন। দেখুন: আল-ইস্তিআব (৩/১৩৪০) এবং আল-ইছাবাহ (৫/৫০০)।

(5) জীম, আইন (হস্তলিপিতে): "(মিনদাল)" মীম-এ ফাতহা ও কাসরা সহকারে। এবং যা প্রতিষ্ঠিত, তা বা, দা, হা, ওয়া, যা, হা', ত্বা, ইয়া, কা, লা, মী, না, সা, ফা (হস্তলিপি) থেকে। গ্রন্থকার (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২০৩)-এ বলেছেন: "আর এটি মীম-এ কাসরা সহকারে, যেমনটি খতীব ও অন্যরা উল্লেখ করেছেন। ইবন আস-সালাহ বলেছেন: '(আর তারা এটিকে প্রায়শই ফাতহা সহকারে বলে থাকে)।' সমাপ্ত। আর আমি হাফিজ আবু আল-হাজ্জাজ

ইউসুফ ইবন খলিল আদ-দিমাশকির হস্তলিপিতে দেখেছি, যা হাফিজ মুহাম্মাদ ইবন নাসিরের হস্তলিপি থেকে উদ্ধৃত, যে এর সঠিক উচ্চারণ হলো: মীম-এ ফাতহা।"

(6) তিনি হলেন: মিনদাল ইবন আলী আল-আনযী, আবু আবদুল্লাহ আল-কুফী। বলা হয়: তার নাম আমর, এবং মিনদাল একটি উপাধি। দুর্বল (বর্ণনাকারী), (মৃত্যু ১৬৭ হি.) অথবা (১৬৮ হি.)। তাকরীবুত তাহযীব (৬৮৮৩)।

(7) হা (হস্তলিপিতে): "(আবু)"। গ্রন্থকার (আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২০৪)-এ বলেছেন: "আমার উক্তি: '(অথবা মিনদাল)' - এটি (লুবাই)-এর উপর (আতফ) হিসেবে (মাজরুর) হয়েছে। আর একইভাবে আমার উক্তি: '(আবু মুঈদ)'।"

(8) তিনি হলেন: আবু মুঈদ হাফস ইবন ঘাইলান, একজন শামী। বিশ্বস্ত, একজন ফকীহ। তাকে কদরিয়া মতবাদের অনুসারী হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। অষ্টম স্তরের (বর্ণনাকারীদের) একজন। তাকরীবুত তাহযীব (১৪৩২)।

الْأَسْمَاءُ وَالْكُنَى

864. وَاعْنَ بِـ «الاَسْمَا وَالْكُنَى»، وَقَدْ قَسَمْ ... الشَّيْخُ ذَا لِتِسْعٍ اوْ عَشْرٍ[1] قِسَمْ

865. مَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ انْفِرَادَا ... نَحْوُ[2] أَبِي بِلَالٍ[3]، اوْ قَدْ زَادَا

866. نَحْوُ[4] أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ قَدْ كُنِي ... أَبَا مُحَمَّدٍ[5] بِخُلْفٍ فَافْطُنِ[6]

867. وَالثَّانِ: مَنْ يُكْنَى وَلَا اسْماً نَدْرِي[7] ... نَحْوُ[8] أَبِي شَيْبَةَ وَهُوَ الْخُدْرِي[9]

---

(1) ج، ي، ك، ل: «عشرٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من د، هـ، و، ز، م، ن، س، ف.

(2) في د، هـ: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من و، ك، ل، م، ن.

(3) هو: أبو بلال الأشعري، روى عن الإمام مالك، وعن شريك، وتوفي قبل الثلاثين والمئتين. سير أعلام النُّبلاء (10/ 582).

(4) في ج، د، هـ، ع: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من و، ز، ل، م، ن.

(5) هو: أبو بكر بن محمَّدِ بن عَمْرِو بن حزمٍ الأنصاريُّ، النَّجَّاريُّ، المدَنِيُّ، القاضي، اسمه وكنيته واحدٌ، وقيل: إنَّه يُكْنَى أبا محمَّد، ثقةٌ عابدٌ، (ت 120 هـ). تقريب التَّهذيب (7988).

(6) أي: فافطن لهذا الخلاف. فتح المغيث (4/ 215).

(7) في ي: «تَدْرِي» بالتَّاء، وفي ح: «يُدْرَى».

(8) في أ، ج، هـ، ل، ع، ف: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من و، ز، ك، م، ن.

(9) هو: أبو شيبة الخُدْرِيُّ، أخو أبي سعيد رضي الله عنهما، توفِّي في حصار القسطنطينيَّة. الاستيعاب (4/ 1690)، والإصابة (7/ 177).

নাম ও উপনাম (বা কুনিয়া)

৮৬৪. আপনি নাম ও কুনিয়া (উপনাম) বিষয়ে মনোযোগ দিন। শাইখ এটিকে নয় অথবা দশটি[১] ভাগে বিভক্ত করেছেন।

৮৬৫. যে ব্যক্তির নামই তার উপনাম (কুনিয়া) অনন্যভাবে;[২] যেমন আবু বিলাল।[৩] অথবা উপনাম একাধিক।

৮৬৬. যেমন আবু বকর ইবনে হাযমকে[৪] আবু মুহাম্মাদও[৫] কুনিয়া বলা হয়েছে, এক্ষেত্রে মতপার্থক্য রয়েছে, অতএব আপনি মনোযোগ দিন।[৬]

৮৬৭. দ্বিতীয়ত: যিনি উপনাম দ্বারা পরিচিত কিন্তু আমরা তার নাম জানি না;[৭] যেমন আবু শায়বা আর তিনি হলেন আল-খুদরি।[৯]

---

(১) জিম (ج), ইয়া (ي), কাফ (ك), লাম (ل) (গ্রন্থসমূহে) 'আশরিন' (عشرٍ) তানবীনযুক্ত জার (কারক) সহ এসেছে, কিন্তু দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), যা (ز), মিম (م), নুন (ن), সিন (س), ফা (ف) (গ্রন্থসমূহ) থেকে গৃহীত পাঠ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(২) দাল (د), হা (ه) (গ্রন্থসমূহে) 'নাহওয়া' (نحوَ) নসব (কারক)-এর স্বরচিহ্ন সহ এসেছে, কিন্তু ওয়াও (و), কাফ (ك), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن) (গ্রন্থসমূহ) থেকে গৃহীত পাঠ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(৩) তিনি হলেন আবু বিলাল আল-আশ'আরি। তিনি ইমাম মালিক ও শারিক থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ২৩০ হিজরির পূর্বে ইন্তেকাল করেন। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১০/৫৮২)।

(৪) জিম (ج), দাল (د), হা (ه), আইন (ع) (গ্রন্থসমূহে) 'নাহওয়া' (نحوَ) নসব (কারক)-এর স্বরচিহ্ন সহ এসেছে, কিন্তু ওয়াও (و), যা (ز), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن) (গ্রন্থসমূহ) থেকে গৃহীত পাঠ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(৫) তিনি হলেন আবু বকর ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম আল-আনসারী, আন-নাজ্জারী, আল-মাদানী, বিচারপতি। তাঁর নাম ও কুনিয়া (উপনাম) এক ছিল। বলা হয়েছে যে, তাকে আবু মুহাম্মাদ কুনিয়াতেও ডাকা হত। তিনি বিশ্বস্ত ও ইবাদতকারী ছিলেন। (মৃত্যু ১২০ হি.)। তাকরীবুত তাহযীব (৭৯৮৮)।

(৬) অর্থাৎ, এই মতপার্থক্যের প্রতি মনোযোগ দিন। ফাতহুল মুগীছ (৪/২১৫)।

(৭) ইয়া (ي) (গ্রন্থসমূহে) 'তাদরি' (تَدْرِي) 'তা' বর্ণ দ্বারা এসেছে এবং হা (ح) (গ্রন্থসমূহে) 'ইউদরা' (يُدْرَى) এসেছে।

(৮) আলিফ (أ), জিম (ج), হা (ه), লাম (ل), আইন (ع), ফা (ف) (গ্রন্থসমূহে) 'নাহওয়া' (نحوَ) নসব (কারক)-এর স্বরচিহ্ন সহ এসেছে, কিন্তু ওয়াও (و), যা (ز), কাফ (ك), মিম (م), নুন (ن) (গ্রন্থসমূহ) থেকে গৃহীত পাঠ এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(৯) তিনি হলেন আবু শায়বা আল-খুদরি, আবু সাঈদ (আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর ভাই। তিনি কুসতুনতুনিয়ার (কনস্টান্টিনোপল) অবরোধকালে ইন্তেকাল করেন। আল-ইসতি'আব (৪/১৬৯০), আল-ইসাবাহ (৭/১৭৭)।

868. ثُمَّ كُنَى الْأَلْقَابِ وَالتَّعَدُّدِ ... نَحْوُ[1] أَبِي الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدِ

869. وَابْنِ[2] جُرَيْجٍ بِأَبِي الْوَلِيدِ ... وَخَالِدٍ كُنِيَ[3] لِلتَّعْدِيدِ[4]

870. ثُمَّ ذَوُو الْخُلْفِ كُنِيَ وَعُلِمَا ... أَسْمَاؤُهُمْ، وَعَكْسُهُ[5]، وَفِيهِمَا[6]

871. وَعَكْسُهُ[7]، وَذُو اشْتِهَارٍ بِسُمِ[8] ... وَعَكْسُهُ أَبُو[9] الضُّحَى لِمُسْلِمِ[10]

---

(1) في أ، هـ، ل، م، ن: «نحوَ» بالنصب، والمثبت من د، و، ز، ي، ك، س.

(2) في أ، و، ي، ن: «وابْنُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، هـ، ل، م، س، ف.

(3) في ج، ي، ك، م: «كُنِّيَ» بتشديد النون، ونص عليه في فتح المغيث (4/ 217)، وفتح الباقي (2/ 243).

والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ح، ط، ل، ن، س، ف.

(4) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج الأُمَويُّ مَوْلاهم، المكِّيُّ، ثقةٌ، فقيهٌ، فاضلٌ، وكان يُدلِّس ويُرسِل، (ت 150 هـ). تقريب التَّهذيب (4193).

(5) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 211): «من اختُلِف في اسمه وعُرِفت كنيته».

(6) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 212): «من اختُلِف في كنيته واسمه معاً».

(7) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 212): «أي: لم يُختَلف في واحدٍ منهما».

(8) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 212): «لغة في الاسم، وهي غير لغة القصر فيه».

(9) في أ، ب، ز، ط، ك، ن: «والعكسُ كأبي»، وفي نسخة على حاشيتي ز، ط: «وعكسه أبو»، وقد صحَّح النَّاظم رحمه الله على ما في الحاشية.

(10) هو: مسلم بن صُبَيْح الهمْدانيُّ، أبو الضُّحى الكوفيُّ، العطَّار، مشهورٌ بكنيته، ثقةٌ فاضلٌ، (ت 100 هـ). تقريب التَّهذيب (6632).

868. এরপর উপাধিসমূহের কুনিয়া এবং একাধিক হওয়া ... যেমন[1] আবু আশ-শাইখ আবু মুহাম্মাদ।

869. এবং ইবনু জুরাইজ (কে) আবিল ওয়ালীদ (বলা হয়েছে) ... আর খালিদকে কুনিয়াত দেওয়া হয়েছে একাধিকতার জন্য[4]।

870. এরপর যারা কুনিয়াত নিয়ে মতানৈক্যের অধিকারী এবং যাদের নাম জানা গেছে ... আর এর বিপরীত[5], এবং উভয়টিতে (মতানৈক্য আছে)[6]।

871. এবং এর বিপরীত[7], আর যিনি নামে প্রসিদ্ধ[8] ... এবং এর বিপরীত হলো মুসলিমের[10] আবু আদ-দুহা[9]।

---

(1) আলিফ, হা, লাম, মীম, নূন-এর অনুলিপিতে: 'নাহওয়া' (نحو) নসব (কর্মকারক) অবস্থায়; এবং দাল, ওয়াও, যা, ইয়া, কাফ, সিন-এর অনুলিপি থেকে বর্তমান রূপটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

(2) আলিফ, ওয়াও, ইয়া, নূন-এর অনুলিপিতে: 'ওয়াবনূ' (وابْنُ) রফ (কর্তৃকারক) সহকারে; এবং বা, হা, লাম, মীম, সিন, ফা-এর অনুলিপি থেকে বর্তমান রূপটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

(3) জিম, ইয়া, কাফ, মীম-এর অনুলিপিতে: 'কুননিয়া' (كُنِّيَ) নূনে তাশদীদ (দ্বিত্ব) সহকারে; এবং ফাতহুল মুগীছ (৪/২১৭) ও ফাতহুল বাকী (২/২৪৩)-তে এটি উল্লেখ করা হয়েছে। আর আলিফ, বা, দাল, হা, ওয়াও, যা, হা, ত্বা, লাম, নূন, সিন, ফা-এর অনুলিপি থেকে বর্তমান রূপটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।

(4) তিনি হলেন আব্দুল মালিক ইবন আব্দুল আযীয ইবন জুরাইজ আল-উমাবী, তাদের মাওলা, মাক্কী। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য (ছিকাহ), ফকীহ, এবং উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন (ফাযিল)। তিনি তাদলিস (হাদীস বর্ণনায় ত্রুটি গোপন করা) করতেন এবং ইরসাল (সনদের বিচ্ছিন্নতা) করতেন। (মৃত্যু ১৫০ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৪১৯৩)।

(5) সংকলক (নাযিম) রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) (২/২১১)-এ বলেছেন: "যার নাম নিয়ে মতানৈক্য হয়েছে কিন্তু তার কুনিয়া পরিচিত।"

(6) সংকলক (নাযিম) রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) (২/২১২)-এ বলেছেন: "যার কুনিয়া ও নাম উভয়টি নিয়েই মতানৈক্য হয়েছে।"

(7) সংকলক (নাযিম) রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) (২/২১২)-এ বলেছেন: "অর্থাৎ, তাদের কোনো একটি নিয়েই মতানৈক্য হয়নি।"

(8) সংকলক (নাযিম) রাহিমাহুল্লাহ তাঁর শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) (২/২১২)-এ বলেছেন: "এটি নামের একটি ভাষাগত রূপ, এবং এটি সেটির কসর (হ্রস্বতা) রূপ থেকে ভিন্ন।"

(9) আলিফ, বা, যা, ত্বা, কাফ, নূন-এর অনুলিপিতে: 'ওয়াল আকসু কা-আবি' (والعكسُ كأبي); এবং যা ও ত্বা-এর টীকায় একটি অনুলিপিতে: 'ওয়া আকসুহু আবু' (وعكسه أبو)। আর সংকলক (নাযিম) রাহিমাহুল্লাহ টীকা অনুযায়ী এটিকে সঠিক করেছেন।

(10) তিনি হলেন মুসলিম ইবন সুবাইহ আল-হামদানী, আবু আদ-দুহা আল-কুফী, আল-আত্তার। তিনি তাঁর কুনিয়া দ্বারাই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি ছিলেন নির্ভরযোগ্য (ছিকাহ) ও উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন (ফাযিল)। (মৃত্যু ১০০ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৬৬৩২)।

الْأَلْقَابُ

872. وَاعْنَ بِـ «الَالْقَابِ» فَرُبَّمَا جَعَلْ ... الْوَاحِدَ اثْنَيْنِ الَّذِي مِنْهَا عَطَلْ[1]

873. نَحْوُ[2] الضَّعِيفِ أَيْ: بِجِسْمِهِ[3]، وَمَنْ ... ضَلَّ الطَّرِيقَ بِاسْمِ فَاعِلٍ[4]، وَلَنْ

874. يَجُوزَ مَا يَكْرَهُهُ الْمُلَقَّبُ ... وَرُبَّمَا كَانَ لِبَعْضٍ سَبَبُ

875. كَغُنْدَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ[5] ... وَصَالِحٍ جَزَرَةَ[6] الْمُشْتَهِرِ

---

(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 213): «وربَّما وهِم العاطل من معرفة الألقاب، فجعل الرَّجل الواحد اثنين».

(2) في ب، هـ، ل: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من د، و، ز، م، ن.

(3) «الضَّعِيف»: هو: لقب عبد الله بن محمَّد بن يحيى الطَّرسوسيّ، أبي محمَّد، المعروف بالضَّعيف؛ لأنَّه كان كثير العبادة، وقيل: نحيفاً، وقيل: لشدَّة إتقانه، ثقةٌ من العاشرة. تقريب التَّهذيب (3598).

(4) هو: معاوية بن عبد الكريم الثَّقفيُّ، أبو عبد الرَّحمن البصريُّ، المعروف بالضَّالِّ، صدوقٌ، (ت 180 هـ). تقريب التَّهذيب (6765).

(5) انظر سبب هذا اللَّقب في تهذيب الكمال (25/ 8).

(6) «صَالِح جَزَرَة»: هو: الحافظ أبو علي، صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي، (ت 293 هـ). سير أعلام النُّبلاء (14/ 23).

قال كما في تاريخ بغداد (10/ 440): «قدم علينا بعض الشُّيوخ من الشَّام، وكان عنده عن حَرِيز بن عثمان، فقرأتُ أنا عليه: حدَّثكم حَريز بن عثمان، قال: كان لأبي أمامة خَرُزة يرقي بها المريض، فصحَّفتُ الخرزة، فقلتُ: كان لأبي أمامةَ جزرة، وإنما هو خرزة».

উপাধি

৮৭২. আর উপাধিগুলির প্রতি মনোযোগ দাও, কারণ এর থেকে যে অনবহিত থাকে, সে হয়তো একজন ব্যক্তিকে দুজন বানিয়ে ফেলে।[১]

৮৭৩. যেমন[২] 'আয-যঈফ' (দুর্বল), অর্থাৎ তার শরীরের দুর্বলতার কারণে[৩], এবং যে পথভ্রষ্ট হয়েছে (তার উপাধি) 'ইসমে ফায়েল' (اسم فاعل) হিসেবে[৪], আর কখনো নয়...

৮৭৪. যাকে উপাধি দেওয়া হয়েছে সে যা অপছন্দ করে তা (দেওয়া) জায়িয (বৈধ) নয়। আর কখনো হয়তো কারো কারো (উপাধির) কারণ থাকত।

৮৭৫. যেমন গুন্দার মুহাম্মদ ইবনে জাফরের[৫] এবং প্রসিদ্ধ সালেহ জাযারাহ্‌র[৬] (উপাধি)।

---

(১) নাযিম (কবিতা রচয়িতা) (রহ.) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২১৩)-এ বলেছেন: "আর হয়তো উপাধি সম্পর্কে অনবহিত ব্যক্তি ভুল করে, ফলে একজন ব্যক্তিকে দুজন বানিয়ে ফেলে।"

(২) বা, হা, লাম পাণ্ডুলিপিতে 'নাহওয়া' (نحوَ) নসব (কর্ম কারক) সহকারে রয়েছে, আর যা প্রতিষ্ঠিত তা দাল, ওয়াও, যা, মীম, নুন পাণ্ডুলিপি থেকে (গৃহীত)।

(৩) 'আয-যঈফ' (الضَّعِيف): ইনি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আত-তারসুসী, আবু মুহাম্মদ, যিনি 'আয-যঈফ' নামে পরিচিত; কারণ তিনি প্রচুর ইবাদতকারী ছিলেন। আবার বলা হয়েছে: তিনি কৃশকায় ছিলেন। আবার বলা হয়েছে: তার অসাধারণ দক্ষতা বা সূক্ষ্মতার

কারণে (এই উপাধি হয়েছিল)। তিনি দশম স্তরের একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। [তাকরীবুত তাহযীব (৩৫৯৮)]

(৪) ইনি হলেন মুয়াবিয়া ইবনে আব্দুল কারীম আছ-ছাকাফী, আবু আব্দুর রহমান আল-বাসরী, যিনি 'আয-যাল্ল' (الضَّالّ) নামে পরিচিত। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, (মৃত্যু ১৮০ হি.)। [তাকরীবুত তাহযীব (৬৭৬৫)]

(৫) এই উপাধির কারণ দেখতে তাহযীবুল কামাল (২৫/৮) দেখুন।

(৬) 'সালেহ জাযারাহ': ইনি হলেন হাফিয আবু আলী, সালেহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আমর ইবনে হাবীব আল-আসাদী, (মৃত্যু ২৯৩ হি.)। [সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৪/২৩)]

তিনি (সালেহ জাযারাহ) 'তারীখু বাগদাদ' (১০/৪৪০)-এ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বলেছেন: "শাম থেকে কিছু শাইখ আমাদের কাছে এসেছিলেন। তাদের কাছে হারীয ইবনে উছমান থেকে হাদীছ ছিল। আমি তাকে পাঠ করে শোনালাম: 'হারীয ইবনে উছমান তোমাদেরকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবু উমামার একটি খোরযা (خرزة - মন্ত্রপূত পাথর বা তাবিজ) ছিল, যা দিয়ে তিনি অসুস্থ ব্যক্তির উপর রুকিয়া (মন্ত্রপাঠ) করতেন।' আমি 'খোরযা' (خرزة) শব্দটিকে ভুল করে 'জাযারা' (جزرة - গাজর) পাঠ করে ফেলেছিলাম। আসলে এটি ছিল 'খোরযা' (خرزة)।"

الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ

876. وَاعْنَ بِمَا صُورَتُهُ «مُؤْتَلِفُ» ... خَطّاً، وَلَكِنْ لَفْظُهُ «مُخْتَلِفُ»

877. نَحْوُ[1] «سَلَامٍ» كُلَّهُ فَثَقِّلِ ... لَا ابْنَ سَلَامٍ[2] الْحِبْرَ[3]، وَالْمُعْتَزِلِي

878. أَبَا عَلِيٍّ[4] فَهْوَ خِفُّ[5] الْجَدِّ ... وَهُوَ الْأَصَحُّ فِي أَبِي الْبِيكَنْدِي[6]

---

(1) في د: «نحوَ» بالنَّصب، وفي هـ: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من و، ز، ل، م، ن.

(2) في ب، ج: «سَلامَ» بفتح الميم، وفي ح: «سُلامِ» بضمِّ السِّين، وهو وهم، والمثبت من د، هـ، و، ز، ل، م، ن.

(3) في ح، ل، م، س: «الحَبُر» بفتح الحاء، وفي أ، ب، و، ي، ن: بفتح الحاء وكسرها معاً، والمثبت من د، هـ.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 231): «بفتح المُهمَلة وكسرها، وهو أفصح»، ونحوه في فتح الباقي (2/ 250).

و «عبد الله بن سلَام الإسرائيليُّ»: أبو يوسف، صحابيٌّ مشهورٌ، (ت 43 هـ) بالمدينة. الاستيعاب (3/ 921)، والإصابة (4/ 102).

(4) هو: أبو عليّ محمَّد بن عبد الوهَّاب بن سلَام، الجُبَّائيُّ، البَصريُّ، (ت 303 هـ). سير أعلام النُّبلاء (14/ 183).

(5) في م: «خفٌّ» بفتح الخاء وكسرها، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، ن، س.

قال الزَّبيديُّ رحمه الله في تاج العروس (23/ 234): «(الخِفُّ) - بالكسر -: الخفيف».

(6) في م: «البيكندي» بفتح الباء وكسرها، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، س.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 219): «بكسر الباء الموحدة».

وهو: محمد بن سلَام بن الفرَج السُّلَمي مولاهم، البِيكَنْديُّ، أبو جعفر، ثقةٌ ثبتٌ، (ت 227 هـ). تقريب التَّهذيب (5945).

মু'তালিফ ও মুখতালিফ

৮৭৬. এবং মনোযোগ দাও সেই দিকে, যার রূপ (লিখিত আকৃতি) 'মু'তালিফ' (সদৃশ) ... লেখায়, কিন্তু তার উচ্চারণ 'মুখতালিফ' (ভিন্ন)।

৮৭৭. যেমন[১] 'সালাম' (Salām) এর সবটুকুতে তাশদিদ দিয়ে উচ্চারণ করো ... তবে (আব্দুল্লাহ) ইবনে সালাম[২] আল-হিবর (মহাজ্ঞানী)[৩] এবং মু'তাযিলি নয়।

৮৭৮. আবু আলী[৪], কেননা তিনি হালকা (অর্থাৎ তাশদিদবিহীন)[৫] جد (শব্দে) ... আর এটাই আবু আল-বাইকান্দী[৬] এর ক্ষেত্রে অধিকতর সঠিক।

(১) দাল (د) বর্ণে: 'নাহ্ওয়া' (نحوَ) নসব সহকারে। এবং হা (ه) বর্ণে: রফ এবং নসব উভয় সহকারে। যা এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে তা ওয়াও (و), যাল (ز), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن) থেকে নেওয়া হয়েছে।

(২) বা (ب) এবং জিম (ج) বর্ণে: 'সালামা' (سَلامَ) মিম-এ ফাতহা সহকারে। এবং হা (ح) বর্ণে: 'সুলামি' (سُلامِ) সিন-এ যম্মা সহকারে, যা ভুল। যা এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে তা দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), যাল (ز), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن) থেকে নেওয়া হয়েছে।

(৩) হা (ح), লাম (ل), মিম (م), সিন (س) বর্ণে: 'আল-হাবার' (الحَبْر) হা-এ ফাতহা সহকারে। এবং আলিফ (أ), বা (ب), ওয়াও (و), ইয়া (ي), নুন (ن) বর্ণে: হা-এ ফাতহা এবং কাসরা উভয় সহকারে। যা এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে তা দাল (د), হা (ه) থেকে নেওয়া হয়েছে।

আল-সাখাভী (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল মুগিস (৪/২৩১) গ্রন্থে বলেছেন: "মুহমালা (অর্থাৎ হা) ফাতহা ও কাসরা উভয় সহকারে, এবং এটাই অধিকতর স্পষ্ট (ফাসিহ)।" অনুরূপভাবে ফাতহুল বাকী (২/২৫০) গ্রন্থেও রয়েছে।

এবং "আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম আল-ইসরাঈলী": আবু ইউসুফ, একজন বিখ্যাত সাহাবী, (মৃত্যু ৪৩ হিজরী) মদিনায়। আল-ইসতিয়াব (৩/৯২১), এবং আল-ইসাবাহ (৪/১০২)।

(৪) তিনি হলেন: আবু আলী মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব ইবনে সালাম, আল-জুব্বায়ী, আল-বাসরি, (মৃত্যু ৩০৩ হিজরী)। সিয়ার আ'লাম আল-নুবালা (১৪/১৮৩)।

(৫) মিম (م) বর্ণে: 'খাফফ' (خفُّ) খা-এ ফাতহা এবং কাসরা উভয় সহকারে। যা এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে তা আলিফ (أ), বা (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), যাল (ز), হা (ح), ত' (ط), ইয়া (ي), কাফ (ك), লাম (ل), নুন (ن), সিন (س) থেকে নেওয়া হয়েছে।

আল-জাবিদী (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাজ আল-আরুস (২৩/২৩৪) গ্রন্থে বলেছেন: "(আল-খাফফ) – কাসরা সহকারে – অর্থ: হালকা (الخفيف)।"

(৬) মিম (م) বর্ণে: 'আল-বাইকান্দী' (البيكندي) বা-এ ফাতহা এবং কাসরা উভয় সহকারে। যা এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে তা বা (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), যাল (ز), হা (ح), ত' (ط), ইয়া (ي), কাফ (ك), লাম (ل), সিন (س) থেকে নেওয়া হয়েছে।

আল-নাযিম (আল্লাহ্ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যা (২/২১৯) গ্রন্থে বলেছেন: "একক বা (বা) কাসরা সহকারে।"

তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনে সালাম ইবনে আল-ফারাজ আল-সুলামি (তাঁদের মুক্তদাস), আল-বাইকান্দী, আবু জাফর, একজন বিশ্বস্ত ও সুপ্রতিষ্ঠিত বর্ণনাকারী, (মৃত্যু ২২৭ হিজরী)। তাকরীব আল-তাহযীব (৫৯৪৫)।

879. وَابْنَ[1] أَبِي الْحُقَيْقِ[2]، وَابْنَ[3] مِشْكَمِ[4] ... وَالْأَشْهَرُ التَّشْدِيدُ فِيهِ فَاعْلَمِ[5]

880. وَابْنَ[6] مُحَمَّدِ بْنِ نَاهِضٍ فَخِفَّ ... أَوْ زِدْهُ هَاءً، فَكَذَا[7] فِيهِ اخْتُلِفْ[8]

(1) في ب، ج، ع: «وابْن» بالنَّصب والجرِّ معاً، والمثبت من أ، د، هـ، و، ز، ط، ي، ل، م، ن، س.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 232): «(وَ) إلا (ابْنَ أَبِي الحُقَيْقِ)».

(2) هو: أبو رافع سلام بن أبي الحُقَيْق اليهودي، من يهود بني النَّضير، قتله عبد الله بن عَتيك بأمر النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. انظر: سيرة ابن هشام (2/ 274)، وصحيح البخاري (3022).

قال المبرِّد رحمه الله: «ليس في العرب سلَام مخفف اللام، إلَّا والد عبد الله بن سلَام، وسلَام بن أبي الحقيق». شرح النَّاظم (2/ 218).

وقال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري (7/ 342): «قال ابن إسحاق: هو سلَّام؛ أي: بتشديد اللام»، وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 223): «ولكن الذي في النُّسخة المعتمدة من سيرة ابن هشام في هذا: التَّشديد «.

(3) في ب، هـ: «وابْن» بالنَّصب والجرِّ، والمثبت من أ، ج، د، و، ز، ي، ل، م، ن، س، ف.

(4) هو: سلام بن مشكم اليهودي، من سادات بني النضير، أعان أبا سفيان بن حرب في غزوة السويق على النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. انظر: سيرة ابن هشام (2/ 44).

(5) قال ابن حجر رحمه الله في تبصير المنتبه بتحرير المشتبه (2/ 704): «وفيه نظرٌ؛ لأنَّه ورد في الشِّعر الذي هو ديوان العرب مخفَّفاً».

(6) في ج: «وابنِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ط، ي، ل، م، ن، س.

(7) في م: «وكذا».

(8) هو: أبو بكر سلام بن محمد بن ناهض المقدسي، من شيوخ الطَّبراني، اختُلِف في اسمه؛ فقيل: سلام، وقيل: سلامة. تاريخ الإسلام (6/ 754).

৮৭৯. এবং ইবনে[১] আবিল হুক্বাইক্ব[২], এবং ইবনে[৩] মিশকাম[৪] ... আর তাতে তাশদীদই (تشديد) অধিক পরিচিত, সুতরাং জেনে রাখুন[৫]

৮৮০. এবং ইবনে[৬] মুহাম্মদ ইবনে নাহিদকে হালকা করুন ... অথবা তাতে একটি 'হা' (ه) যোগ করুন, তাহলে সেভাবেই[৭] তাতে মতভেদ করা হয়েছে[৮]

(১) বা (ب), জি (ج), আ (ع)-তে: ‘ওয়াবনা’ (وابْن) নাসব (نصب) ও জার (جر) উভয় অবস্থায় রয়েছে। আর আলিফ (أ), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), যা (ز), ত্বা (ط), ইয়া (ي), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س) থেকে যা প্রমাণিত, তা হচ্ছে।

সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (৪/২৩২) গ্রন্থে বলেছেন: ‘(এবং) তবে (ইবনে আবিল হুক্বাইক্ব)’।

(২) তিনি হলেন: আবু রাফি সাল্লাম ইবনে আবিল হুক্বাইক্ব আল-ইয়াহুদী, বনী নাদ্বীর গোত্রের ইহুদিদের একজন। তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে আবদুল্লাহ ইবনে আতীক হত্যা করেন। দেখুন: সীরাত ইবনে হিশাম (২/২৭৪), এবং সহীহ বুখারী (৩০২২)।

মুবাররাদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন: ‘আরবদের মধ্যে লাম (ل) হালকা করে উচ্চারিত ‘সালাম’ (سلام) নেই, আবদুল্লাহ ইবনে সালামের পিতা এবং সালাম ইবনে আবিল হুক্বাইক্ব ব্যতীত’। শারহুন নাযিম (২/২১৮)।

ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল বারী' (৭/৩৪২) গ্রন্থে বলেছেন: ‘ইবনে ইসহাক বলেছেন: তিনি হলেন সাল্লাম (سلّام); অর্থাৎ: লামে তাশদীদ (تشديد) সহ’। এবং সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (৪/২২৩) গ্রন্থে বলেছেন: ‘তবে সীরাত ইবনে হিশামের নির্ভরযোগ্য অনুলিপিতে এই প্রসঙ্গে: তাশদীদই (تشديد) আছে’।

(৩) বা (ব), হা (هـ)-তে: ‘ওয়াবনা’ (وابْن) নাসব (نصب) ও জার (جر) অবস্থায় রয়েছে। আর আলিফ (أ), জি (ج), দাল (د), ওয়াও (و), যা (ز), ইয়া (ي), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س), ফা (ف) থেকে যা প্রমাণিত, তা হচ্ছে।

(৪) তিনি হলেন: সালাম ইবনে মিশকাম আল-ইয়াহুদী, বনী নাদ্বীর গোত্রের নেতৃবৃন্দের একজন। তিনি গাযওয়াতুস সুওয়াইক্ব (غزوة السويق)-এ আবু সুফিয়ান ইবনে হার্বকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। দেখুন: সীরাত ইবনে হিশাম (২/৪৪)।

(৫) ইবনে হাজার (রহিমাহুল্লাহ) 'তাবসীরুল মুনতাবীহ বিতাহরীরিল মুশতাবীহ' (২/৭০৪) গ্রন্থে বলেছেন: ‘আর এ বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে; কারণ এটি কবিতায়, যা আরবদের কাব্য-সংকলন (দিওয়ান), হালকাভাবে (مخففاً) এসেছে’।

(৬) জি (ج)-তে: 'ওয়াবনি' (وابنِ) জার (جر) অবস্থায় রয়েছে। আর আলিফ (أ), বা (ب), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), ত্বা (ط), ইয়া (ي), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), সিন (س) থেকে যা প্রমাণিত, তা হচ্ছে।

(৭) মিম (م)-তে: 'ওয়াকাযা' (وكذا)।

(৮) তিনি হলেন: আবু বকর সালাম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নাহিদ আল-মাক্বদিসী, তাবরানীর শায়খদের (শিক্ষকদের) একজন। তার নাম নিয়ে মতভেদ করা হয়েছে; কেউ বলেছেন: সালাম (سلام), এবং কেউ বলেছেন: সালামাহ (سلامة)। তারীখুল ইসলাম (৬/৭৫৪)।

881. قُلْتُ: وَلِلْحِبْرِ[1] ابْنُ[2] أُخْتٍ[3] خَفِّفِ ... كَذَاكَ جَدُّ السَّيِّدِيْ[4] وَالنَّسَفِي[5]

882. عَيْنَ أُبَيّ ابْنِ «عِمَارَةَ»[6] اكْسِرِ ... وَفِي خُزَاعَةَ «كَرِيزٌ» كَبِّرِ[7]

883. وَفِي قُرَيْشٍ أَبَداً «حِزَامُ» ... وَافْتَحْ فِي الأَنْصَارِ بِرَا «حَرَامُ»

884. فِي الشَّامِ[8] «عَنْسِيٌّ» بِنُونٍ، وَبِبَا ... فِي كُوفَةٍ، وَالشِّينُ وَالْيَا غَلَبَا[9]

885. فِي بَصْرَةٍ، وَمَا لَهُمْ مَنِ اكْتَنَى ... أَبَا «عَبِيدَةَ» بِفَتْحٍ، وَالْكُنَى

---

(1) في و، س: «وللحَبر» بفتح الحاء، وفي أ، ن: بفتح الحاء وكسرها معاً، والمثبت من د، س.

(2) في ك، ل: «ابنَ» بالنَّصب، وفي م، ن: «ابنِ» بالجرّ، والمثبت من ب، د، هـ، و، ي، س.

(3) هو: سلَام، ابن أخت عبد الله بن سلَام رضي الله عنهما، ممَّن آمَنَ من اليهود مع خاله. الإصابة (3/ 124).

(4) هو: أبو الخير سَعد بن جعفر بن سلَام السَّيِّديُّ البغداديُّ، (ت 614 هـ). تاريخ الإسلام (13/ 407).

(5) هو: أبو نصر محمَّد بن يعقوب بن إسحاق بن موسى بن سلَام النَّسَفيُّ، المحدِّث الثقة. تاريخ الإسلام (9/ 602).

(6) انظر: الاستيعاب (1/ 70)، والإصابة (1/ 179).

(7) في حاشية أ: «أُلحِق في سابع عشرَ المُحرَّم سنة اثنينِ وسبعينَ وسبع مئة».

(8) في ب، د، ح: «الشَّأم».

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 237): «بالهمزة السَّاكنة، وتركها من لغاته».

(9) في حاشية و: «بلغ».

881. আমি বলি: আল-হিবর[1] (বিদ্বান)-এর বোনের ছেলে[2] (এর নাম) হালকা[3] (উচ্চারণ) করো... তেমনই আস-সাইয়্যিদী[4] এবং আন-নাসাফীর[5] দাদা।

882. উবাই ইবনে 'উমারাহ-এর[6] 'আইন' (ع) অক্ষরে কাসরা দাও... এবং খুযা'আহ গোত্রে "কারীযুন" (নামে) জোরালো করো[7]।

883. এবং কুরাইশ গোত্রে সর্বদা "হিযাম"... আর আনসারদের মধ্যে 'রা' (ر) অক্ষর সহ "হারাম" (উচ্চারণ করো, প্রথম অক্ষরে) ফাতহা দাও।

884. শামে[8] "আনসিয়্যুন" নুন (ن) অক্ষর সহ, এবং কূফায় বা (ب) অক্ষর সহ... আর শীন (ش) ও ইয়া (ي) অক্ষর প্রাধান্য পেয়েছে[9]

885. বসরায়, এবং তাদের মধ্যে কেউই "আবা 'আবীদাহ" (যেখানে 'আইন' অক্ষরে ফাতহা রয়েছে) কুনিয়্যাত ধারণ করেনি... এবং (অন্যান্য) কুনিয়্যাতসমূহ।

---

(1) 'ওয়াও' ও 'সীন' পাণ্ডুলিপিতে: "ওয়া লিল-হাবর" ('হা' অক্ষরে ফাতহা সহ)। এবং 'আলিফ' ও 'নুন' পাণ্ডুলিপিতে: 'হা' অক্ষরে ফাতহা ও কাসরা উভয় সহ। আর যা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তা 'দাল' ও 'সীন' পাণ্ডুলিপি থেকে।

(2) 'কাফ' ও 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে: "ইবনা" (নাসব সহ)। এবং 'মীম' ও 'নুন' পাণ্ডুলিপিতে: "ইবনি" (জার্র সহ)। আর যা এখানে গ্রহণ করা হয়েছে তা 'বা', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'ইয়া' ও 'সীন' পাণ্ডুলিপি থেকে।

(3) তিনি হলেন সালাম, আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (আল্লাহ তাদের উভয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হোন)-এর বোনের ছেলে, যিনি তার মামার সাথে ইহুদিদের মধ্য থেকে ঈমান এনেছিলেন। [তথ্যসূত্র:] আল-ইসাবাহ (৩/১২৪)।

(4) তিনি হলেন আবুল খায়র সা'দ ইবনে জা'ফর ইবনে সালাম আস-সাইয়্যিদী আল-বাগদাদী (মৃত্যু ৬১৪ হি.)। [তথ্যসূত্র:] তারিখুল ইসলাম (১৩/৪০৭)।

(5) তিনি হলেন আবু নাসর মুহাম্মাদ ইবনে ইয়া'কুব ইবনে ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে সালাম আন-নাসাফী, একজন নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস। [তথ্যসূত্র:] তারিখুল ইসলাম (৯/৬০২)।

(6) দেখুন: আল-ইস্তি'আব (১/৭০) এবং আল-ইসাবাহ (১/১৭৯)।

(7) 'আলিফ' পাণ্ডুলিপির টীকায়: "সাতশ' বাহাত্তর হিজরির সতেরোই মুহাররম তারিখে (এটি) সংযুক্ত করা হয়েছে।"

(8) 'বা', 'দাল', 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: "আশ-শা'ম"। ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) 'ফাতহুল মুগিস' গ্রন্থে (৪/২৩৭) বলেছেন: "সাকিন হামযা সহকারে (উচ্চারণ), এবং হামযা বাদ দেওয়াও তার (ভাষার) একটি রূপ।"

(9) 'ওয়াও' পাণ্ডুলিপির টীকায়: "পূর্ণ হয়েছে।"

---

886. فِي «السَّفْرِ» بِالْفَتْحِ، وَمَا لَهُمْ «عَسَلْ» ... إِلَّا ابْنُ[1] ذَكْوَانَ[2]، وَ «عِسْلٌ» فَجُمَلْ

887. وَالْعَامِرِيُّ بْنُ عَلِيْ[3] «عَثَّامُ»[4] ... وَغَيْرُهُ فَالنُّونُ وَالْإِعْجَامُ[5]

888. وَزَوْجُ مَسْرُوقٍ «قَمِيرٌ»[6]، صَغَّرُوا ... سِوَاهُ ضَمّاً، وَلَهُمْ «مُسَوَّرُ»

889. ابْنُ يَزِيدَ[7] وَابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ[8] ... وَمَا سِوَى ذَيْنِ فَـ «مِسْوَرٌ» حُكِي

(1) في ج، د، ز، ل، م، ن: «ابنَ» بالنَّصب، وفي ب: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من هـ، و، ي. قال ابن عقيل في شرح الألفيَّة (2/ 212): «جاز نصبُه على الاستثناء وجاز إتباعه لما قبله في الإعراب؛ وهو المختار».

(2) هو: عَسَل بن ذكوان النحوي العسكري، من طبقة المبرِّد. إنباه الرواة على أنباه النحاة (2/ 383).

(3) في د: «عليّ» بالجرِّ المنوَّن، وبه ينكسر الوزن. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 241): «بالسُّكون».

(4) هو: عثَّام بن علي بن هُجَير العامريُّ، الكِلابيُّ، أبو عليّ الكوفيُّ، صدوقٌ، (ت 194 هـ). تقريب التَّهذيب (4448).

(5) أي: غَنَّام.

(6) هي: قَمِير بنت عَمرٍو الكوفيَّة، زوج مسروق، ثقة. تقريب التَّهذيب (8665).

(7) هو: المُسَوَّر بن يزيد المالكيُّ الأسديُّ، له صُحبةٌ ورواية، نزل الكوفة. الاستيعاب (3/ 1400)، والإصابة (6/ 95).

(8) هو: المسوَّر بن عبد الملك بن سعيد بن يربوع المدنيُّ، مقبولٌ، من السَّابعة. تقريب التَّهذيب (6671).

৮৮৬। "আস-সাফর" (السَّفْرِ) (শব্দটি) ফাতহা (ـَ) সহকারে, আর তাদের জন্য "আসাল" (عَسَلُ) নেই ... ইবনু[1] যাকওয়ান[2] ব্যতীত, আর "ইসল" (عِسْلٌ) হলো জুমাল (ব্যাকরণগত সমষ্টি)।

৮৮৭। আর আল-আমিরী ইবনু আলী[3] হলেন "আছছাম" (عَثَّامُ)[4] ... আর তিনি ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে নুন (ن) এবং ই'জাম (বিন্দুবৎ চিহ্ন) (সহকারে উচ্চারণ)।[5]

৮৮৮। আর মাসরূকের স্ত্রী হলেন "কামির" (قَمِيرٌ)[6], তারা (নামটিকে) তাখফীফ (ক্ষুদ্রাকৃতি) করেছে ... তাকে (বা সেটিকে) ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে দম্মাহ (ـُ) সহকারে, আর তাদের জন্য "মুসাওয়ার" (مُسَوَّرُ) (নামটিও প্রচলিত)।

৮৮৯। ইবনু ইয়াযিদ[7] এবং ইবনু আব্দুল মালিক[8] ... আর এই দু'জন ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে "মিসওয়ার" (مِسْوَرٌ) বর্ণিত হয়েছে।

---

(1) জ, দ, য, ল, ম, ন পান্ডুলিপিতে: "ইবনা" (ابنَ) নসব (আকুজ্যাটিভ) অবস্থায় রয়েছে; আর ব পান্ডুলিপিতে: রফ' (নমিনেটিভ) এবং নসব উভয় অবস্থায়ই রয়েছে; আর হ, ওয়াও, ইয়া পান্ডুলিপিতে যা প্রমাণিত আছে তা গ্রহণ করা হয়েছে। ইবনু আকীল তাঁর শারহুল আলফিয়্যা (২/২১২)-তে বলেছেন: "ব্যতিক্রম হিসেবে এটিকে নসব অবস্থায় পড়া জায়েজ এবং এর পূর্ববর্তী শব্দের ই'রাব (ব্যাকরণগত বিভক্তি)-এর অনুবর্তী করাও জায়েজ; আর এটিই নির্বাচিত মত।"
(2) তিনি হলেন: আসাল ইবনু যাকওয়ান, নাহ্বী (ব্যাকরণবিদ) আল-আসকারী। তিনি আল-মুবাররিদের স্তরের অন্তর্ভুক্ত। ইনবাহ আর-রুওয়াত আলা আম্বাহ আন-নুহাত (২/৩৮৩)।
(3) দ পান্ডুলিপিতে: "আলিয়্যিন" (علِيّ) তানওয়িন (ন) সহ জার (জেনটিভ) অবস্থায় রয়েছে, এবং এর দ্বারা কাব্যিক ওজন (ছন্দ) ভেঙে যায়। আস-সাখাওয়ী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ফাতহুল মুগীছ (৪/২৪১)-এ বলেছেন: "সুকুন (সাইলেন্ট) সহকারে"।
(4) তিনি হলেন: আছছাম ইবনু আলী ইবনু হুজাইর আল-আমিরী, আল-কিলাবী, আবূ আলী আল-কূফী। তিনি নির্ভরযোগ্য (صدوق) ছিলেন। (মৃত্যু: ১৯৪ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৪৪৪৮)।
(5) অর্থাৎ: গান্নাম (غَنَّام)।
(6) তিনি হলেন: কামির বিনত আমর আল-কূফিয়্যা, মাসরূকের স্ত্রী। তিনি বিশ্বস্ত (ثقة) ছিলেন। তাকরীবুত তাহযীব (৮৬৬৫)।
(7) তিনি হলেন: আল-মুসাওয়ার ইবনু ইয়াযিদ আল-মালিকী আল-আসাদী। তাঁর সাহাবীত্ব (সাহাবায়ে কিরামের সঙ্গ) ও (হাদিস) বর্ণনা ছিল। তিনি কূফায় বসতি স্থাপন করেছিলেন। আল-ইসতিয়াব (৩/১৪০০), আল-ইসাবাহ (৬/৯৫)।
(8) তিনি হলেন: আল-মুসাওয়ার ইবনু আব্দুল মালিক ইবনু সাঈদ ইবনু ইয়ারবূ' আল-মাদানী। তিনি গ্রহণযোগ্য (مقبول) ছিলেন এবং সপ্তম স্তরের (বর্ণনাকারীদের) অন্তর্ভুক্ত। তাকরীবুত তাহযীব (৬৬৭১)।

890. وَوَصَفُوا «الْحَمَّالَ» فِي الرُّوَاةِ ... هَارُونَ[1]، وَالْغَيْرُ بِجِيمٍ يَاتِي

891. وَوَصَفُوا «حَنَّاطاً» اوْ «خَبَّاطَا» ... عِيسَى[2]، وَمُسْلِماً[3] كَذَا «خَيَّاطَا»

892. وَ «السَّلَمِيَّ» افْتَحْ فِي الاَنْصَارِ، وَمَنْ ... يَكْسِرُ لَامَهُ كَأَصْلِهِ لَحَنْ[4]

893. وَمِنْ هُنَا لِمَالِكٍ وَلَهُمَا[5] ... بَشَّاراً افْرِدْ أَبَ بُنْدَارِهِمَا[6]

894. وَلَهُمَا «سَيَّارٌ» ايْ: أَبُو الْحَكَمْ[7] ... وَابْنُ سَلَامَةٍ[8]، وَبِالْيَا قَبْلُ جَمَّ[9]

---

(1) هو: هارون بن عبد الله بن مروان البغداديُّ، أبو موسى الحمَّال، البزَّاز، ثقةٌ، (ت 243 هـ). تقريب التَّهذيب (7235).

(2) هو: عيسى بن أبي عيسى الحنَّاط، الغِفَاريُّ، أبو موسى المدنيُّ، واسم أبيه مَيْسرة، ويُقال فيه: الخيَّاط، والخبَّاط، كان قد عالج الصَّنائع الثَّلاث، وهو متروك، (ت 151 هـ). تقريب التَّهذيب (5317).

(3) هو: مسلم بن أبي مسلم الخيَّاط، المدنيُّ، روى عن ابن عمر، وهو قليل الحديث. الطَّبقات الكبرى لابن سعد (7/ 504).

(4) في حاشية و: «بلغ».

(5) أي: بدأ ببيان المُؤتلف والمُختلِف المخصوص بما في الموطَّأ والصَّحيحَيْن للبخاري ومسلم. شرح الناظم (2/ 227).

(6) هو: محمد بن بشَّار العبديُّ، البصريُّ، أبو بكر، بُندار، ثقة، (ت 252 هـ). تقريب التَّهذيب (5754).

(7) هو: سيَّار، أبو الحكم العَنَزي، الواسطيُّ، ثقة، (ت 122 هـ). تقريب التَّهذيب (2718).

(8) هو: سيَّار بن سلامة الرِّياحيُّ، أبو المنهال البَصريُّ، ثقة. (ت 129 هـ). تقريب التَّهذيب (2715).

(9) أي: يسار. شرح الناظم (2/ 22).

৮৯০. এবং তারা বর্ণনাকারীদের মধ্যে «আল-হাম্মাল» (الحمال)-এর বর্ণনা দিয়েছেন ... হারুনকে[1], আর 'জিম' (ج) দ্বারা ভিন্ন নাম (পরে) আসবে।

৮৯১. এবং তারা «হান্নাত» (حنّاط) অথবা «খাব্বাত» (خبّاط)-এর বর্ণনা দিয়েছেন ... ঈসাকে[2], আর মুসলিমকে[3], তেমনই «খাইয়্যাত» (خيّاط)-কে।

৮৯২. আর আনসারদের ক্ষেত্রে «আস-সালামী» (السَّلَمِيَّ)-এর 'লাম' (ل) অক্ষরে ফাতহা (َ) দেবে ... এবং যে তার 'লাম' অক্ষরে কাসরা (ِ) দেয়, তা তার মূলের মতো হলেও ভুল[4]।

৮৯৩. এবং এখান থেকে মালিক ও তাদের উভয়ের জন্য[5] ... তাদের উভয়ের বুন্দার-এর পিতা বাশশারকে একক করো[6]।

৮৯৪. আর তাদের উভয়ের জন্য «সায়্যার» (سيّار), অর্থাৎ: আবুল হাকাম[7] ... এবং ইবনু সালামা[8]। আর 'ইয়া' (ي) দ্বারা (পাওয়া যায়) অনেক (ইয়াসার)[9]।

---

(1) তিনি হলেন: হারুন ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মারওয়ান আল-বাগদাদী, আবু মূসা আল-হাম্মাল, আল-বাজ্জাজ, বিশ্বস্ত, (মৃত্যু ২৪৩ হি.)। তাকরিবুত তাহযিব (৭২৩৫)।

(2) তিনি হলেন: ঈসা ইবনু আবি ঈসা আল-হান্নাত, আল-গিফারী, আবু মূসা আল-মাদানী। তার পিতার নাম ছিল মায়সারা। তাকে আল-খাইয়্যাত এবং আল-খাব্বাতও বলা হতো। তিনি তিনটি পেশায় কাজ করেছিলেন। তিনি পরিত্যক্ত (বর্ণনাকারী), (মৃত্যু ১৫১ হি.)। তাকরিবুত তাহযিব (৫৩১৭)।

(3) তিনি হলেন: মুসলিম ইবনু আবি মুসলিম আল-খাইয়্যাত, আল-মাদানী। তিনি ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বল্প হাদীস বর্ণনাকারী। আত-তাবাকাতুল কুবরা লি-ইবনি সা'দ (৭/৫০৪)।

(4) 'ওয়াও' (و) এর মার্জিনে: «বালগ»।

(5) অর্থাৎ: তিনি এমন মু'তালিফ ও মুখতালিফ (متفق و مختلف) বর্ণনা করা শুরু করেছেন, যা মুয়াত্তা ও বুখারী ও মুসলিমের সহীহাইন-এ বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। শারহুন নাযিম (২/২২৭)।

(6) তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনু বাশশার আল-আবদী, আল-বাসরী, আবু বকর, বুন্দার। বিশ্বস্ত, (মৃত্যু ২৫২ হি.)। তাকরিবুত তাহযিব (৫৭৫৪)।

(7) তিনি হলেন: সায়্যার, আবুল হাকাম আল-আনযী, আল-ওয়াসিতী। বিশ্বস্ত, (মৃত্যু ১২২ হি.)। তাকরিবুত তাহযিব (২৭১৮)।

(8) তিনি হলেন: সায়্যার ইবনু সালামা আর-রিয়াহী, আবুল মিনহাল আল-বাসরী। বিশ্বস্ত, (মৃত্যু ১২৯ হি.)। তাকরিবুত তাহযিব (২৭১৫)।

(9) অর্থাৎ: ইয়াসার। শারহুন নাযিম (২/২২)।

895. وَابْنُ سَعِيدٍ «بُسْرُ[1]» مِثْلُ الْمَازِنِي[2] ... وَابْنِ[3] عُبَيْدِ اللَّهِ[4]، وَابْنِ[5] مِحْجَنِ[6]

896. وَفِيهِ خُلْفٌ، وَ «بُشَيْراً» أَعْجِمِ[7] ... فِي ابْنِ يَسَارٍ[8] وَابْنِ كَعْبٍ[9]، وَاضْمُمِ

897. «يُسَيْرٌ»[10] ابْنُ عَمْرٍو اوْ «أُسَيْرُ» ... وَالنُّونُ فِي أَبِي قَطَنْ «نُسَيْرُ»[11]

---

(1) هو: بُسْر بن سعيد المدنيُّ، العابد، مولى ابن الحضرمي، ثقةٌ جليلٌ، (ت 100 هـ). تقريب التَّهذيب (666).

(2) هو: بُسْر بن أبي بسر المَازنيُّ، لم يرو عنه غير ابنه عبد الله، وله ذِكر في صحيح مسلم. الاستيعاب (1/ 166)، والإصابة (1/ 542)، وتقريب التَّهذيب (664).

(3) في ج: «وابنُ» بالرَّفع، وفي هـ، و، ي: بالجرِّ والرَّفع معاً، والمثبت من ب، د، ز، ط، ل، م، ن.

(4) هو: بُسْر بن عبيد الله الحضرميُّ، الشَّاميُّ، ثقةٌ حافظٌ، من الرَّابعة. تقريب التَّهذيب (667).

(5) في ج، س: «وابنُ» بالرَّفع، وفي هـ، و، ي: بالجرِّ والرَّفع، والمثبت من ب، د، ز، ل، م.

(6) هو: بُسْر بن مِحْجَن الدِّيلي، وقيل: بكسر أوله والمعجمة، صدوقٌ من الرَّابعة. تقريب التَّهذيب (668).

(7) في ج: «اعجَمِ» بهمزة الوصل وفتح الجيم، وفي هـ: «اعجِمِ» بهمزة الوصل وكسر الجيم، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 247): «بالنَّقل»، والضَّبط المثبت من د، و، ح، ط، ي، ل، م، ن، س، ف.

(8) هو: بُشَيْر بن يسار الحارثيُّ، مولى الأنصار، مدنيٌّ، ثقةٌ فقيهٌ، من الثَّالثة. تقريب التَّهذيب (730).

(9) هو: بُشَيْر بن كعب بن أُبَيّ الحِمْيَريُّ، العَدَويُّ، أبو أيوبَ البصريُّ، ثقةٌ مخضرمٌ. تقريب التَّهذيب (729).

(10) في ن: «بُشَيْرٌ»، وهو تصحيف.

وهو: يُسَير بن عمرو أو ابن جابر، الكوفيُّ، وقيل: أصله أُسَير، فسُهِّلت الهمزة، واختُلِف في نسبته، فقيل: كِنديٌّ، وقيل غير ذلك، وله رؤية، (ت 85 هـ). تقريب التَّهذيب (7808).

(11) هو: قطن بن نُسَير، أبو عباد البصري، الغُبَريُّ، الذَّارع، صدوقٌ يخطئ، من العاشرة. تقريب التَّهذيب (5556).

895. এবং ইবনু সাঈদ (এর ক্ষেত্রে), «বুসর»[1] আল-মাযিনী[2]-এর মতো ... এবং ইবনু[3] উবাইদুল্লাহ[4], এবং ইবনু[5] মিহজান[6] (এর মতো)।

896. এবং এতে রয়েছে মতভেদ, আর «বুশাইর»-কে অজমী (স্বরচিহ্নিত) করো[7] ... ইবনু ইয়াসার[8] এবং ইবনু কা'ব[9]-এর ক্ষেত্রে, এবং পেশ (যম্মা) দাও।

897. «ইউসাইর»[10] ইবনু আমর অথবা «উসাইর» ... এবং আবু কাতানের ক্ষেত্রে নুন হলো «নুসাইর»[11]

---

(1) তিনি হলেন: বুসর ইবনু সাঈদ আল-মাদানী, আবিদ (পরহেজগার), ইবনু আল-হাদরামীর আযাদকৃত গোলাম, একজন বিশ্বস্ত ও মহান ব্যক্তি, (মৃত্যু ১০০ হি.)। তাকরিবুত তাহযিব (৬৬৬)।

(2) তিনি হলেন: বুসর ইবনু আবি বুসর আল-মাযিনী, তার পুত্র আব্দুল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ তার থেকে বর্ণনা করেননি, এবং সহীহ মুসলিমে তার উল্লেখ রয়েছে। আল-ইসতিয়াব (১/১৬৬), আল-ইসাবা (১/৫৪২), এবং তাকরিবুত তাহযিব (৬৬৪)।

(3) জ-তে: «ওয়াবনু» (وابنُ) রফ' (رفع)-সহকারে, এবং হা, ওয়াও, ইয়া-তে: জার (جر) এবং রফ' উভয়-সহকারে, আর প্রমাণিত রূপটি বা, দাল, যা, ত্বা, লাম, মিম, নুন থেকে নেওয়া হয়েছে।

(4) তিনি হলেন: বুসর ইবনু উবাইদুল্লাহ আল-হাদরামী, আশ-শামী, একজন বিশ্বস্ত হাফিয (স্মৃতিশক্তিধর), চতুর্থ স্তরের (বর্ণনাকারী)। তাকরিবুত তাহযিব (৬৬৭)।

(5) জ, সিন-এ: «ওয়াবনু» (وابنُ) রফ' (رفع)-সহকারে, এবং হা, ওয়াও, ইয়া-তে: জার (جر) এবং রফ' উভয়-সহকারে, আর প্রমাণিত রূপটি বা, দাল, যা, লাম, মিম থেকে নেওয়া হয়েছে।

(6) তিনি হলেন: বুসর ইবনু মিহজান আদ-দিয়ালী, এবং বলা হয়েছে: তার প্রথম অক্ষর কাসরা (কাফ) সহকারে এবং স্বরচিহ্নিত (ডটযুক্ত) অক্ষর সহকারে, একজন সত্যবাদী, চতুর্থ স্তরের (বর্ণনাকারী)। তাকরিবুত তাহযিব (৬৬৮)।

(7) জ-তে: «ই'জামি» (اعجمِ) হামযাতুল ওয়াসল (وصل) এবং জিম-এর ফাতহা (ফাতহা)-সহকারে, এবং হা-তে: «ই'জিমি» (اعجمِ) হামযাতুল ওয়াসল এবং জিম-এর কাসরা (কাসরা)-সহকারে, ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল মুগিস (৪/২৪৭)-এ বলেছেন: «স্থানান্তর (নকল)»-সহকারে, এবং গৃহীত উচ্চারণ দাল, ওয়াও, হা, ত্বা, ইয়া, লাম, মিম, নুন, সিন, ফা থেকে নেওয়া হয়েছে।

(8) তিনি হলেন: বুশাইর ইবনু ইয়াসার আল-হারিসী, আনসারদের আযাদকৃত গোলাম, মাদানী, একজন বিশ্বস্ত ফকীহ (আইনজ্ঞ), তৃতীয় স্তরের (বর্ণনাকারী)। তাকরিবুত তাহযিব (৭৩০)।

(9) তিনি হলেন: বুশাইর ইবনু কা'ব ইবনু উবাই আল-হিমইয়ারী, আল-আদাবী, আবু আইয়ুব আল-বসরী, একজন বিশ্বস্ত মাখরাম (যিনি জাহিলিয়াত ও ইসলাম উভয় যুগ পেয়েছেন)। তাকরিবুত তাহযিব (৭২৯)।

(10) নুন-এ: «বুশাইর», এবং এটি একটি বিকৃত রূপ (তাসহীফ)।

এবং তিনি হলেন: ইউসাইর ইবনু আমর অথবা ইবনু জাবির, আল-কুফী, এবং বলা হয়েছে: তার মূল নাম «উসাইর» ছিল, অতঃপর হামযাকে সহজ করা হয়েছে (উচ্চারণে), এবং তার বংশ পরিচয়ে মতভেদ রয়েছে, কেউ কেউ বলেছেন: কিনদী, এবং কেউ কেউ অন্য কিছু বলেছেন, এবং তাঁর সাক্ষাৎ (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে) রয়েছে, (মৃত্যু ৮৫ হি.)। তাকরিবুত তাহযিব (৭৮০৮)।

(11) তিনি হলেন: কাতান ইবনু নুসাইর, আবু উবাদ আল-বসরী, আল-গুবরী, আয-যারী', একজন সত্যবাদী যিনি ভুল করেন, দশম স্তরের (বর্ণনাকারী)। তাকরিবুত তাহযিব (৫৫৫৬)।

898. جَدُّ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ[1] «بَرِيدُ» ... وَابْنُ حَفِيدِ الْأَشْعَرِي «بُرَيْدُ»[2]

899. وَلَهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَهْ ... ابْنِ[3] «الْبِرِنْدِ[4]»؛ فَالْأَمِيرُ كَسَرَهْ[5]

900. ذُو كُنْيَةٍ بِمَعْشَرٍ[6] وَالْعَالِيَهْ[7] ... «بَرَّاءٌ»[8] اشْدُدْ، وَبِجِيمٍ «جَارِيَهْ»

(1) هو: علي بن هاشم بن البَرِيد الكوفيُّ، صدوقٌ، يتشيَّع، (ت 180 هـ). تقريب التَّهذيب (4810).

(2) هو: بُرَيْد بن عبد الله بن أبي بُرْدةَ بن أبي موسى الأشعريُّ، أبو بُرْدةَ الكوفيُّ، ثقةٌ يخطئ قليلاً، من السَّادسة. تقريب التَّهذيب (658).

(3) في د، ل: «ابنُ» بالرَّفع، وفي م: بالرَّفع والجرِّ معاً، والضَّبط المثبت من ب، ج، و، ط، ي.

(4) في م: «البزَنْدِ» بفتح الباء وكسرها، وفتح الزَّاي، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، س، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 231): «بكسر الباء المُوحَّدة والرَّاء، بعدها نونٌ ساكنة ... وفي كتاب عمدة المُحدِّثين: أنه بفتح الباء والرَّاء. وحكى أبو علي الجَيَّاني، عن ابن الفَرَضيّ أنَّه يقال: بالفتح والكسر، قال: والأشهر الكسر».

وهو: محمَّد بن عَرْعَرة بن البِرِنْد - بكسر الموحدة والراء وسكون النون -، السَّاميُّ - بالمهملة -، البصريُّ، ثقةٌ، (ت 213 هـ). تقريب التَّهذيب (6137).

(5) في حاشية ب: «بلغ».

ويريد النَّاظمُ: الأميرَ ابن ماكولا، انظر: إكمال الإكمال (1/ 252).

(6) هو: يوسف بن يزيد البصريُّ، أبو مَعشَر، البرَّاء، العطَّار، صدوقٌ ربَّما أخطأ، من السَّادسة. تقريب التَّهذيب (7894).

(7) هو: أبو العالية البرَّاء البصريُّ، اسمه: زياد، وقيل: كلثوم، وقيل: أُذَيْنة، وقيل: ابن أُذَيْنة، ثقةٌ، (ت 90 هـ). تقريب التَّهذيب (8197).

(8) في ج، د، ح، ع: «برَّاءً» بالنَّصب المنوَّن، والمثبت من و، ز، ي، ك، ل، م، ن، س.

898. আলী ইবনে হাশিমের[1] দাদা হলেন «বারিদ» (بَرِيد) ... এবং আশআরীর পৌত্রের পুত্র হলেন «বুরাইদ» (بُرَيْد)[2]

899. এবং তাদের দুজনেরই মুহাম্মদ ইবনে আর'আরাহ্ ... ইবনে[3] «আল-বিরিন্দ» (البِرِنْد)[4]; ফলে আমীর এটিকে কাসরাহ (স্বরচিহ্ন) দিয়ে উচ্চারণ করেছেন[5]

900. যিনি মা'শার (معشر) কুনিয়াধারী[6] এবং আল-আলিয়াহ্[7] ... «বার্রা'» (بَرَّاءٌ)[8], তা তাশদীদ (شدد) দাও, এবং জীম (ج) সহকারে «জারিয়াহ্» (جَارِيَةُ)

(1) তিনি: আলী ইবনে হাশিম ইবনুল বারীদ আল-কুফী, সত্যবাদী, শিয়া মতাবলম্বী ছিলেন, (মৃত্যু ১৮০ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৪৮১০)।

(2) তিনি: বুরাইদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী বুরদাহ ইবনে আবী মূসা আল-আশআরী, আবু বুরদাহ আল-কুফী, নির্ভরযোগ্য, কিছুটা ভুল করতেন, ষষ্ঠ শ্রেণীর রাবী। তাকরীবুত তাহযীব (৬৫৪)।

(3) দাল (د) ও লাম (ل)-এ: «ইবনু» (ابن) রাফ' (رفع)-এর সাথে, এবং মীম (م)-এ: রাফ' ও জার (جر) উভয়ই, আর যে উচ্চারণ স্থির করা হয়েছে তা বা' (ب), জীম (ج), ওয়াও (و), ত্বা' (ط) ও ইয়া' (ي) থেকে।

(4) মীম (م)-এ: «আল-বাযান্দ» (البَزَنْدِ) বা (আল-বিযান্দ) বা-এর ফাতাহ ও কাসরাহ (স্বরচিহ্ন) সহ এবং যা-এর ফাতাহ (স্বরচিহ্ন) সহ, আর যে উচ্চারণ স্থির করা হয়েছে তা বা' (ب), জীম (ج), দাল (د), হা' (هـ), ওয়াও (و), যা' (ز), হা' (ح), ত্বা' (ط), ইয়া' (ي), কাফ (ك), লাম (ل), সীন (س) ও ফা' (ف) থেকে।

রচয়িতা (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২৩১)-এ বলেছেন: «একবচনসূচক বা (بِ)-এর কাসরাহ (স্বরচিহ্ন) এবং রা (رِ)-এর কাসরাহ (স্বরচিহ্ন) সহ, এরপর একটি সুকুন (সাকিন) নুন (ন) আছে ... উমদাতুল মুহাদ্দিসীন গ্রন্থে আছে: এটি বা (بِ) ও রা (র)-এর ফাতাহ (স্বরচিহ্ন) সহ। আবু আলী আল-জাইয়ানী ইবনুল ফারাদী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, এটি ফাতাহ ও কাসরাহ উভয়টি সহ বলা হয়। তিনি বলেছেন: এবং কাসরাহ সহ উচ্চারণটিই অধিক পরিচিত।»

তিনি: মুহাম্মদ ইবনে আর'আরাহ ইবনুল বিরিন্দ - একবচনসূচক বা (بِ) ও রা (র)-এর কাসরাহ (স্বরচিহ্ন) এবং নুন (ন)-এর সুকুন (সাকিন) সহ - আস-সামি - ডটবিহীন বর্ণসহ -, আল-বাসরী, নির্ভরযোগ্য, (মৃত্যু ২১৩ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৬১৩৭)।

(5) বা' (ب)-এর টীকায়: «বালগ» (بلغ)।

এবং রচয়িতা বোঝাতে চেয়েছেন: আমীর ইবনে মাকুলা-কে। দেখুন: ইকমালুল ইকমাল (১/২৫২)।

(6) তিনি: ইউসুফ ইবনে ইয়াযীদ আল-বাসরী, আবু মা'শার, আল-বার্রা', আল-আত্তার, সত্যবাদী, মাঝে মাঝে ভুল করতেন, ষষ্ঠ শ্রেণীর রাবী। তাকরীবুত তাহযীব (৭৮৯৪)।

(7) তিনি: আবুল আলিয়াহ আল-বার্রা' আল-বাসরী, তাঁর নাম: যিয়াদ, এবং বলা হয়েছে: কুলসুম, এবং বলা হয়েছে: উযায়নাহ, এবং বলা হয়েছে: ইবনে উযায়নাহ, নির্ভরযোগ্য, (মৃত্যু ৯০ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৮১৯৭)।

(8) জীম (ج), দাল (د), হা' (ح), আইন (ع)-এ: «বার্রা'আন» (برَّاءً) তানবীনযুক্ত নাসব (نصب) সহ, আর যা স্থির করা হয়েছে তা ওয়াও (و), যা' (ز), ইয়া' (ي), কাফ (ك), লাম (ل), মীম (م), নুন (ن), সীন (س) থেকে।

901. ابْنُ قُدَامَةَ[1] كَذَاكَ وَالِدُ ... يَزِيدَ[2]، قُلْتُ: وَكَذَاكَ الْأَسْوَدُ

902. ابْنُ الْعَلَا[3]، وَابْنُ أَبِي سُفْيَانِ ... عَمْرٌو[4]، فَجَدُّ ذَا وَذَا سِيَّانِ[5]

903. مُحَمَّدَ[6] بْنَ[7] «خَازِمٍ» لَا تُهْمِلِ ... وَالِدُ[8] رِبْعِيِّ «حِرَاشٌ»[9] أَهْمِلِ[10]

---

(1) في ب، ج، ح، ك، س: «قدامةٍ» بالكسر المنوّن، والمثبت من د، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 249): «بالصَّرف للضَّرورة»، ونحوه في فتح الباقي (2/ 263).

ولا ينكسر الوزن بترك الصَّرف، والأصل في (قُدَامَة) عدم الصرف للعَلَميَّة مع التأنيث.

وهو: جارية بن قدامة التَّميميُّ، السَّعديُّ رضي الله عنه، روى عنه أهل المدينة، وأهل البصرة. الاستيعاب (1/ 22)، والإصابة (1/ 555).

(2) هو: يزيد بن جارية الأنصاري رضي الله عنه، ممَّن شهد خطبة الوداع. الاستيعاب (4/ 1573)، والإصابة (6/ 510).

(3) هو: الأسود بن العلاء بن جارية الثَّقَفيُّ، ويُقال له: سويد، ثقةٌ من السَّادسة. تقريب التَّهذيب (505).

(4) هو: عَمرو بن أبي سفيان بن أَسِيد بن جارية الثَّقَفيُّ، المدنيُّ، ثقةٌ من الثَّالثة. تقريب التَّهذيب (5039).

(5) في حاشية أ: «أُلحِق في سنة أحَدٍ وسبعينَ وسبع مئة».

(6) في هـ، ل، م، ن: «محمَّدُ» بالرَّفع، والمثبت من ج، د، و، ح، ي.

(7) في هـ، ل، م: «ابنُ» بالرَّفع، وفي ب: بالجرِّ، والمثبت من ج، د، و.

(8) في ج، ح، ف: «والدَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ط، ي، ل، م، ن، س.

(9) هو: رِبعيُّ بن حِراش، أبو مريم العبسيُّ، الكوفيُّ، ثقةٌ، عابدٌ، مخضرمٌ، (ت 100 هـ). تقريب التَّهذيب (1879).

(10) في ج: «اهملِ» بهمزة الوصل وكسر اللَّام، وفي هـ: «أَهمَلِ» بهمزة القطع وفتح الميم وكسر اللَّام، ولم تشكل في ح، ك، ف، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 250): «بالنّقل»، والمثبت من ب، د، و، ز، ط، ي، ل، م، ن. والقطع لا ينكسر به الوزن، وهو الأصل.

901. ইবন কুদামা[1], অনুরূপভাবে ইয়াজিদের[2] পিতা, আমি বললাম: এবং একইভাবে আসওয়াদ

902. ইবনুল আলা[3], এবং আবি সুফিয়ানের পুত্র আমর[4], সুতরাং এর ও ওর দাদা একই[5]

903. মুহাম্মদ[6] ইবন[7] ‘খাযিম’কে উপেক্ষা করো না... এবং রিবয়ি’র পিতা ‘হিরাশ’কে[9] উপেক্ষা করো[10]

---

(1) ব, জ, হ, ক, স গ্রন্থে: ‘কুদামাতিন’ তানউইনযুক্ত কাসরা সহকারে, এবং দ, হ, ওয়াও, যা, ইয়া, লাম, মীম, নূন গ্রন্থে যা স্থির করা হয়েছে।

আল-সাখাভী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ফাতহুল মুগীস (৪/২৪৯) গ্রন্থে বলেছেন: “প্রয়োজনবশত সারফ (রূপান্তরযোগ্য)।” এবং ফাতহুল বাকি (২/২৬৩) গ্রন্থেও অনুরূপ কথা আছে।

সারফ (রূপান্তরযোগ্যতা) ত্যাগ করলেও ছন্দ ভঙ্গ হয় না। আর ‘কুদামা’ (قُدَامَة) শব্দের মূল হলো নাম হওয়া এবং স্ত্রীলিঙ্গ হওয়ার (আলমিয়্যাত মা'আ আল-তা'নীস) কারণে রূপান্তর অযোগ্যতা (গাইরু মুনসারিফ)।

তিনি হলেন: জারিয়া ইবন কুদামা আল-তামিমী, আল-সাদী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন)। তাঁর থেকে মদিনার অধিবাসীগণ এবং বসরার অধিবাসীগণ বর্ণনা করেছেন। আল-ইস্তিয়াব (১/২২), এবং আল-ইছাবাহ (১/৫৫৫)।

(2) তিনি হলেন: ইয়াজিদ ইবন জারিয়া আল-আনসারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন), যিনি বিদায় হজের খুতবায় উপস্থিত ছিলেন। আল-ইস্তিয়াব (৪/১৫৭৩), এবং আল-ইছাবাহ (৬/৫১০)।

(3) তিনি হলেন: আল-আসওয়াদ ইবনুল আলা ইবন জারিয়া আল-সাকাফী। তাকে সুওয়াইদও বলা হয়। তিনি ষষ্ঠ স্তরের একজন নির্ভরযোগ্য (ثقة) বর্ণনাকারী। তাকরিবুত তাহযিব (৫০৫)।

(4) তিনি হলেন: আমর ইবন আবি সুফিয়ান ইবন উসায়িদ ইবন জারিয়া আল-সাকাফী, আল-মাদানী। তিনি তৃতীয় স্তরের একজন নির্ভরযোগ্য (ثقة) বর্ণনাকারী। তাকরিবুত তাহযিব (৫০৩৯)।

(5) ‘আলিফ’ গ্রন্থের টীকায়: “সাত শত একাত্তর হিজরিতে সংযোজিত হয়েছে।”

(6) হ, লাম, মীম, নূন গ্রন্থে: ‘মুহাম্মদু’ রফা (উচ্চারণ) সহকারে। এবং জ, দ, ওয়াও, হ, ইয়া গ্রন্থে যা স্থির করা হয়েছে।

(7) হ, লাম, মীম গ্রন্থে: ‘ইবনু’ রফা (উচ্চারণ) সহকারে। এবং ব গ্রন্থে: জার (কাসরা) সহকারে। এবং জ, দ, ওয়াও গ্রন্থে যা স্থির করা হয়েছে।

(8) জ, হ, ফা গ্রন্থে: ‘ওয়ালিদা’ নসব (ফাতহা) সহকারে। এবং ব, দ, হ, ওয়াও, যা, ত, ইয়া, লাম, মীম, নূন, সীন গ্রন্থে যা স্থির করা হয়েছে।

(9) তিনি হলেন: রিবয়ি’ ইবন হিরাশ, আবু মারিয়াম আল-আবসি, আল-কুফী। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য (ثقة), ইবাদতকারী (عابد), মুখাদরাম (প্রাচীন ও ইসলামী উভয় যুগ দেখেছেন এমন) বর্ণনাকারী। (১০০ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন)। তাকরিবুত তাহযিব (১৮৭৯)।

(10) জ গ্রন্থে: ‘ইহমালি’ ওয়াসল (وصل) এর হামজা এবং লাম-এ কাসরা সহকারে। আর হ গ্রন্থে: ‘আহমালি’ কাত (قطع) এর হামজা, মীম-এ ফাতহা এবং লাম-এ কাসরা সহকারে। আর হ, ক, ফা গ্রন্থে তা হরকতযুক্ত করা হয়নি। আল-সাখাভী (আল্লাহ তাঁর উপর রহম করুন) ফাতহুল মুগীস

(৪/২৫০) গ্রন্থে বলেছেন: "নকল (نل) সহকারে।" আর ব, দ, ওয়াও, যা, ত, ইয়া, লাম, মীম, নূন গ্রন্থে যা স্থির করা হয়েছে। এবং কাত (قط) দ্বারা ছন্দ ভঙ্গ হয় না, আর এটিই মূল।

904. كَذَا «حَرِيزُ» الرَّحَبِي[1]، وَكُنْيَةُ ... قَدْ عُلِّقَتْ[2]، وَابْنُ «حُدَيْرٍ» عِدَّةُ[3]

905. «حُضَيْنٌ»[4] اعْجِمْهُ أَبُو سَاسَانَا[5] ... وَافْتَحْ أَبَا «حَصِينٍ»؛ ايْ: عُثْمَانَا[6]

---

(1) هو: حَرِيز بن عثمان الرَّحَبِيُّ، الحِمْصيُّ، ثقةٌ ثبتٌ، رُمِي بالنَّصب، (ت 163 هـ). تقريب التَّهذيب (1184).

(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 234): «وكذلكَ أبو حَرِيزٍ عبدُ الله بنُ الحسين الأزديُّ، قاضي سِجِسْتَانَ، علَّق له البخاريُّ، وهو المرادُ بقولي: (وَكُنْيَةٌ قَدْ عُلِّقَتْ) ».

(3) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 235): «حُدَير - بضم الحاء المهملة وفتح الدال وآخره راء - منهم: عمران بن حُدير، روى له مسلم، ومنهم: زيد وزياد ابنا حُدير، لهما ذكرٌ في المغازي من صحيح البخاري من غير رواية، وهو بعيد الاشتباه فلهذا لم أسمهم».

(4) في هـ: «حضيناً» بالنَّصب المنوَّن، وفي ن: «حضينَ» بفتحة واحدة، وفي م: «حضينُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ح، ل، س.

(5) هو: حُضَينُ بن المُنذِر بن الحارث الرَّقَاشيُّ، أبو ساسان، وهو لقبٌ، وكنيته أبو مُحمَّد، كان من أمراء عليّ رضي الله عنه بصِفِّين، وهو ثقةٌ، (ت 100 هـ). تقريب التَّهذيب (1397).

(6) هو: عثمان بن عاصم بن حُصَين الأسديُّ، الكوفيُّ، أبو حَصِين، ثقةٌ، ثبتٌ، سُنِّيٌّ، وربَّما دلَّس، (ت 127 هـ). تقريب التَّهذيب (4484).

৯০০৪. অনুরূপভাবে, রাহাবী (Rahabi) হারীয (Hariz)[1], এবং একটি কুনিয়াহ (উপনাম) (...) 'মুআল্লাক' (সুনুক্ত) রয়েছে[2], আর ইবন হুদাইর (Hudair) বেশ কয়েকজন।[3]

৯০০৫. হুযাইন (Huḍayn)[4]-কে নুকতা দিয়ে স্পষ্ট করুন, তিনি আবু সাসাানা (Abū Sāsānā)[5] (...)। আর আবু হাসীন (Abū Haṣīn)-কে 'ফাতহা' (fatha) দিয়ে পড়ুন; অর্থাৎ উসমান (Uthmān)[6]।

---

(1) তিনি হলেন হারীয ইবন উসমান আর-রাহাবী, আল-হিমসী। তিনি নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় (বর্ণনাকারী), তবে তার বিরুদ্ধে নাসব (Nasb) এর অভিযোগ ছিল। (মৃত্যু: ১৬৩ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযীব (১১৮৪)।

(2) গ্রন্থকার (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২৩৪)-এ বলেন: "অনুরূপভাবে, আবু হারীয আব্দুল্লাহ ইবন আল-হুসাইন আল-আযদী, সিজিস্তান-এর কাযী (বিচারক) ছিলেন, যার থেকে বুখারী (হাদীস) মুআল্লাক (মু'আল্লাক) সূত্রে বর্ণনা করেছেন। আর এটাই আমার কথা (وَكُنْيَةٌ قَدْ عُلِّقَتْ - একটি কুনিয়াহ (উপনাম) সংযুক্ত রয়েছে) এর উদ্দেশ্য।"

(3) গ্রন্থকার (আল্লাহ তার উপর রহম করুন) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২৩৫)-এ বলেন: "হুদাইর (Hudair) - 'হা' (ح)-এর উপর যম্মা, 'দাল' (د)-এর উপর ফাতহা এবং শেষে 'রা' (ر)। তাদের মধ্যে রয়েছেন: ইমরান ইবন হুদাইর, যার থেকে মুসলিম (হাদীস) বর্ণনা করেছেন। এবং তাদের মধ্যে রয়েছেন: যায়দ ও যিয়াদ, হুদাইরের দুই পুত্র, যাদের আলোচনা সহীহ বুখারীর 'কিতাবুল মাগাযী' (সামরিক অভিযান বিষয়ক কিতাব)-তে রয়েছে, তবে তারা (বর্ণনাকারী হিসেবে) নয়। আর এই নামটি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম, তাই আমি তাদের নাম উল্লেখ করিনি।"

(4) 'হা' (হ)-তে এটি 'হুযাইনান' ('حضينًا') হিসেবে তানবিনযুক্ত নসব (tanwin-সহ নাসব) অবস্থায় রয়েছে, 'নুন' (ন)-তে এটি এক ফাতহা-সহ 'হুযাইনা' ('حضينَ'), এবং 'মিম' (ম)-তে এটি রফা' (নমিনবাচক) অবস্থায় 'হুযাইনু' ('حضينُ')। আর 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'ওয়াও', 'হা', 'লাম', 'সিন' (অ, ব, জ, দ, ও, হ, ল, স) থেকে এটি প্রতিষ্ঠিত।

(5) তিনি হলেন হুযাইন ইবনুল মুনযির ইবনুল হারিস আর-রাকাশী। আবু সাসান তার একটি উপাধি। তার কুনিয়াহ (উপনাম) ছিল আবু মুহাম্মাদ। তিনি সিফফীন-এর যুদ্ধে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কমান্ডারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি নির্ভরযোগ্য। (মৃত্যু: ১০০ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযীব (১৩৯৭)।

(6) তিনি হলেন উসমান ইবন আসিম ইবন হুসাইন আল-আসাদী, আল-কুফী। আবু হাসীন। তিনি নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ় ও সুন্নী ছিলেন, এবং কখনো কখনো তাদলিস (Tadlis) করতেন। (মৃত্যু: ১২৭ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযীব (৪৪৮৪)।

906. كَذَاكَ «حَبَّانُ»[1] بْنُ[2] مُنْقِذٍ[3]، وَمَنْ ... وَلَدَهُ[4]، وَابْنُ[5] هِلَالٍ[6]، وَاكْسِرَنْ

907. ابْنَ عَطِيَّةَ[7]، مَعَ ابْنِ مُوسَى[8] ... وَمَنْ رَمَى سَعْداً فَنَالَ بُوسَا[9]

---

(1) في ب، ج، ز، ل: «حبَّانَ» بالنَّصب، والمثبت من د، هـ، و، ي، م، ن.

(2) في ب، ج، ز، ل: «ابنَ» بالنَّصب، والمثبت من د، هـ، و، ح، ي، م، ن، س.

(3) في أ، هـ، ز، ح، ك، ن، ع، ف: «منقدٍ» بالدَّال المهملة. وقال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 252): «(حَبَّان بنَ مُنقِد): بضمِّ الميم، ثمَّ نونٌ ساكنةٌ، بعدها قافٌ مكسورةٌ، ثمَّ دالٌ مُهمَلةٌ».

والمثبت موافق لما قال ابن ماكولا رحمه الله في إكمال الإكمال (7/ 299): «بضمِّ الميم، وسكون النُّون، وبالقاف والذَّال المعجمة»، ونحوه في تهذيب الأسماء واللُّغات (2/ 115).

وهو: حَبَّان بن منقذ بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، له صُحبةٌ، توفِّي في خلافة عثمان رضي الله عنه. الإصابة (2/ 10).

(4) هو: حَبَّان بن واسع بن حَبَّان بن مُنقذ بن عمرو الأنصاريُّ، ثمَّ المازنيُّ، المدنيُّ، صدوقٌ من الخامسة. تقريب التَّهذيب (1070).

(5) في أ، ب، ج، ز: «وابنَ» بالنَّصب، والمثبت من د، هـ، و، ي، ك، م، س.

(6) هو: حَبَّان بن هلال، أبو حبيبٍ البَصريُّ، ثقة ثبت، (ت 216 هـ). تقريب التَّهذيب (1069).

(7) في م، س: «عطيةٍ» بالكسر المنوَّن، وفي ن: بالفتح، والكسر المنوَّن، قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 252): «بالتنوين»، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل.

وهو: حِبَّان بن عَطِيَّة السُّلَمي، له ذكر في البخاري، وهو من الطَّبقة الثَّانية. تقريب التَّهذيب (1075).

(8) هو: حِبَّان بن موسى بن سَوَّار السُّلميُّ، أبو محمَّد المروزيُّ، ثقةٌ، (ت 233 هـ). تقريب التَّهذيب (1077).

(9) في ل: «بؤسا» بالهمز.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 237): «وبالكسرِ أيضاً: حِبَّان بن العَرِقَة، لهُ ذِكْرٌ في الصَّحيحَيْن؛ في حديث عائشةَ: أنَّ سعدَ بن معاذٍ رماه رجلٌ من قُرَيشٍ يُقَال له: حِبَّان بن العَرِقة».

৯০৬. তেমনিভাবে হাব্বান (Habbān)[১] ইবনে[২] মুনকিদ[৩], এবং যারা তার[৪] বংশধর, এবং ইবনে[৫] হিলাল[৬]। আর (পরবর্তী নামগুলিতে) কাসরা (ই-কার) ব্যবহার করো।

৯০৭. ইবনে আতিয়্যাকে[৭] ইবনে মুসার[৮] সাথে... এবং যে সা'দকে তীর মেরেছিল এবং সফল হয়েছিল (বুসা)।[৯]

---

(১) ব, জ, য, ল-এ: "হাব্বান (حبَّان)" ফাতহা (আ-কার) সহ (নাসব বা কর্মকারকে), তবে গৃহীত (পাঠ) হলো দ, হ, ওয়াও, ইয়া, মিম, নুন থেকে।

(২) ব, জ, য, ল-এ: "ইবনে (ابنَ)" ফাতহা (আ-কার) সহ (নাসব বা কর্মকারকে), তবে গৃহীত (পাঠ) হলো দ, হ, ওয়াও, হা, ইয়া, মিম, নুন, সিন থেকে।

(৩) আলিফ, হা, য, হা, কাফ, নুন, আইন, ফা-এ: "মুনকিদ (منقذ)" হরকতবিহীন দাল (د) অক্ষর দ্বারা। এবং ইমাম সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীস' (৪/২৫২)-এ বলেছেন: "'হাব্বান ইবনে মুনকিদ (Habbān ibn Munqidh)' মিমের উপর পেশ (উ-কার), এরপর সাকিন (নিশ্চল) নুন, এরপর কাসরা (ই-কার) যুক্ত কাফ, এরপর হরকতবিহীন দাল (দ) অক্ষর দ্বারা।"

তবে গৃহীত (পাঠ) হলো ইবনে মাকুলা (রহিমাহুল্লাহ)-এর 'ইকমালুল ইকমাল' (৭/২৯৯)-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ: "মিমের উপর পেশ (উ-কার), নুনের উপর সুকুন (সাকিন), এবং কাফ ও নুকতাযুক্ত যাল (ذ) অক্ষর দ্বারা।" এবং এ-রকমই 'তাহযীবুল আসমা ওয়াল-লুগাত' (২/১১৫)-এ উল্লেখ আছে।

তিনি হলেন: হাব্বান ইবনে মুনকিদ ইবনে আমর আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু), তিনি সাহাবী ছিলেন, উসমানের (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতের সময় ইন্তেকাল করেন। (আল-ইসাবাহ ২/১০)।

(৪) তিনি হলেন: হাব্বান ইবনে ওয়াসি' ইবনে হাব্বান ইবনে মুনকিদ ইবনে আমর আল-আনসারী, এরপর আল-মাযিনী, আল-মাদানী। তিনি সাদুক (সত্যবাদী), পঞ্চম স্তরের (রাবী)। (তাক্বরীবুত তাহযীব ১০৭০)।

(৫) আলিফ, ব, জ, য-এ: "ওয়া-ইবনে (وابنَ)" ফাতহা (আ-কার) সহ (নাসব বা কর্মকারকে), তবে গৃহীত (পাঠ) হলো দ, হা, ওয়াও, ইয়া, কাফ, মিম, সিন থেকে।

(৬) তিনি হলেন: হাব্বান ইবনে হিলাল, আবু হাবীব আল-বাসরী। নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় (সিকাহ সাবিত) বর্ণনাকারী। (মৃত্যু ২১৬ হিজরি)। (তাক্বরীবুত তাহযীব ১০৬৯)।

(৭) মিম, সিন-এ: "আতিয়্যা (عطيةٍ)" তানবীন (দু'টি কাসরা) সহ, এবং নুন-এ: ফাতহা (আ-কার) ও তানবীন (দু'টি কাসরা) সহ। ইমাম সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীস' (৪/২৫২)-এ বলেছেন: "তানবীন সহ।" তবে গৃহীত (পাঠ) হলো ব, জ, দ, হ, ওয়াও, য, হা, ইয়া, ল থেকে।

তিনি হলেন: হিব্বান ইবনে আতিয়্যা আস-সুলামী। বুখারীতে তার উল্লেখ আছে, এবং তিনি দ্বিতীয় স্তরের (রাবী) ছিলেন। (তাক্বরীবুত তাহযীব ১০৭৫)।

(৮) তিনি হলেন: হিব্বান ইবনে মুসা ইবনে সাওয়ার আস-সুলামী, আবু মুহাম্মাদ আল-মারওয়াযী। নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী। (মৃত্যু ২৩৩ হিজরি)। (তাক্বরীবুত তাহযীব ১০৭৭)।

(৯) ল-এ: "বু'সা (بؤسا)" হামযা (أ/ء) সহ।

নাযিম (রচয়িতা) (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) (২/২৩৭)-এ বলেছেন: "এবং কাসরা (ই-কার) সহ আরও একজন: হিব্বান ইবনে আল-আরিকাহ (العَرِقَة)। তাঁর উল্লেখ দুই সহীহ (বুখারী ও মুসলিম)-এ রয়েছে; আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীসে: যে, সা'দ ইবনে মু'আযকে কুরাইশের এক ব্যক্তি তীর মেরেছিলেন, যার নাম হিব্বান ইবনে আল-আরিকাহ।"

908. «خُبَيْباً» اعْجِمْ فِي ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنْ[1] ... وَابْنِ[2] عَدِيّ[3]، وَهْوَ كُنْيَةً كَانْ

909. لِابْنِ الزُّبَيْرِ، وَ «رِيَاحَ»[4] اكْسِرْ بِيَا ... أَبَا زِيَادٍ[5] بِخِلَافٍ حُكِيَا

910. وَاضْمُمْ «حُكَيْماً» فِي ابْنِ عَبْدِ اللهِ[6] قَدْ ... كَذَا رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ[7]، وَانْفَرَدْ

---

(1) هو: خبيب بن عبد الرحمن، اختلف في اسم أبيه؛ فقيل: خبيب بن عبد الرحمن، وقيل: ابن إساف، صحابيٌّ بدريٌّ. الاستيعاب (2/ 443)، والإصابة (2/ 224).

(2) في ج: «وابنَ» بالنَّصب، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن.

(3) هو: خُبَيب بن عَدي رضي الله عنه، صحابي بدريٌّ، أُسِر يوم الرَّجيع فصلبه المشركون وقتلوه. الاستيعاب (2/ 440)، والإصابة (2/ 225).

(4) في ج: «ورياحِ» بالجرّ، وفي م: «ورياحُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ك، ل، ن، س.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 254): «بالنَّصب؛ مفعولٌ مقدَّم».

(5) هو: زِياد بن رِياح، أبو قيس البصريُّ، أو المدَنيُّ، ثقةٌ من الثَّالثة. تقريب التَّهذيب (2074).

(6) حُكَيْم بن عبد الله بن قيس بن مَخْرمة بن المُطَّلب المُطَّلبي، نزيل مصر، صدوقٌ، (ت 118 هـ). تقريب التَّهذيب (1484).

(7) هو: رُزَيْق بن حُكَيْم، أبو حَكِيم الأيليُّ، ثقةٌ من السَّادسة. تقريب التَّهذيب (1935).

908. আব্দুর রহমানের পুত্র খুবাইব-কে (খুবাইব - خُبَيْبًا) নুকতাযুক্ত 'খ' (خ) বর্ণ সহকারে উচ্চারণ করুন।[1] ... এবং আদী-এর পুত্র[2] (খুবাইব)-এর ক্ষেত্রেও[3]; আর এটি ছিল ইবন যুবাইরের একটি কুনিয়াত (উপনাম)।

909. ইবন যুবাইরের জন্য (এটি কুনিয়াত ছিল)। আর 'রিয়াহ' (রিয়াহ - رِيَاحَ)[4] শব্দটিকে 'ইয়া' (ي) বর্ণটির নিচে কাসরা (জের) সহকারে উচ্চারণ করুন ... আবূ যিয়াদ-এর ক্ষেত্রে[5], যা ভিন্নমত সহকারে বর্ণিত হয়েছে।

910. এবং আব্দুল্লাহর পুত্র 'হুকাইম' (হুকাইম - حُكَيْمًا)[6] শব্দটিকে যাম্মাহ (পেশ) সহকারে উচ্চারণ করুন। ... অনুরূপ রুযাইক ইবন হুকাইম-এর ক্ষেত্রেও[7], এবং এটি এককভাবে বর্ণিত হয়েছে।

---

(1) তিনি হলেন: খুবাইব ইবন আব্দুর রহমান (خبيب بن عبد الرحمن)। তাঁর পিতার নাম নিয়ে মতভেদ রয়েছে; বলা হয়েছে: খুবাইব ইবন আব্দুর রহমান, আবার বলা হয়েছে: ইবন ইসাফ। তিনি বদরী সাহাবী। আল-ইস্তি'আব (الاستيعاب) (২/৪৪৩), এবং আল-ইসাবাহ (الإصابة) (২/২২৪)।

(2) জ (J) পাণ্ডুলিপিতে: 'ওয়াবনা' (وابنَ) নাসব (نَصْب) সহকারে। আর যা প্রমাণিত, তা ব, দ, হ, ও, য, ই, ল, ম, ন (B, D, H, W, Z, Y, L, M, N) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(3) তিনি হলেন: খুবাইব ইবন আদী (خُبَيب بن عَدي) (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। বদরী সাহাবী। রজী' দিবসে তাঁকে বন্দী করা হয়েছিল, তারপর মুশরিকরা তাঁকে শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছিল। আল-ইস্তি'আব (الاستيعاب) (২/৪৪০), এবং আল-ইসাবাহ (الإصابة) (২/২২৫)।

(4) জ (J) পাণ্ডুলিপিতে: 'ওয়ারিয়াহি' (ورياحِ) জার (جَرّ) সহকারে, এবং ম (M) পাণ্ডুলিপিতে: 'ওয়ারিয়াহু' (ورياحُ) রফ' (رَفْع) সহকারে। আর যা প্রমাণিত, তা ব, দ, হ, ও, য, ক, ল, ন, স (B, D, H, W, Z, K, L, N, S) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

সখাবী (রাহিমাহুল্লাহ) ফাতহুল মুগীছ (فتح المغيث) (৪/২৫৪) গ্রন্থে বলেছেন: "নাসব (نَصْب) সহকারে; এটি একটি মুকাদ্দাম মাফ'উল (مَفْعُولٌ مُقَدَّم - অগ্রবর্তী কর্মপদ)।"

(5) তিনি হলেন: যিয়াদ ইবন রিয়াহ (زِياد بن رِياح), আবূ কায়স আল-বসরি, অথবা আল-মাদানী। তৃতীয় স্তরের একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাকরীবুত তাহযীব (تقريب التَّهذيب) (২০৭৪)।

(6) হুকাইম ইবন আব্দুল্লাহ ইবন কায়স ইবন মাখরামাহ ইবনুল মুত্তালিব আল-মুত্তালিবী (حُكَيْم بن عبد الله بن قيس بن مَخْرمة بن المُطَّلب المُطَّلبي), মিসরের বাসিন্দা। সত্যবাদী বর্ণনাকারী। (মৃত্যু ১১৮ হি.)। তাকরীবুত তাহযীব (تقريب التَّهذيب) (১৪৮৪)।

(7) তিনি হলেন: রুযাইক ইবন হুকাইম (رُزَيْق بن حُكَيْم), আবূ হাকীম আল-আইলি। ষষ্ঠ স্তরের একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী। তাকরীবুত তাহযীব (تقريب التَّهذيب) (১৯৩৫)।

911. «زُيَيْدٌ»[1] بْنُ الصَّلْتِ[2] وَاضْمُمْ وَاكْسِرِ ... وَفِي ابْنِ حَيَّانَ «سَلِيمٌ»[3] كَبِّرِ[4]

912. وَابْنُ أَبِي «سُرَيْجٍ» احْمَدُ[5] ائْتَسَا ... بِوَلَدِ النُّعْمَانِ[6]، وَابْنِ يُونُسَا[7]

913. عَمْرٌو[8] مَعَ الْقَبِيلَةِ[9] ابْنُ سَلِمَهْ ... وَاخْتَرْ بِعَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ سَلَمَهْ[10]

(1) في أ، ب، د، هـ، و، ز، ط، ل، م: «زييد» بضمِّ الزَّاي وكسرها معاً، وفي ح: «زُيُيْدٌ» بضمِّ الزَّاي والياء الأولى وهو وهم، والمثبت من ج، ن، س، ف.

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 242): «فالأَوَّلُ: بضمِّ الزَّاي وكسرِهَا أيضاً، وفتحِ الياءِ المثنَّاةِ من تحتُ، بعدَهَا ياءٌ مثنَّاةٌ من تحتُ أيضاً ساكنةٌ، وآخرهُ دالٌ مهملةٌ».

(2) هو: زُيَيْد بن الصَّلت بن مَعدِيكَرب الكِنْديُّ، وُلِد في حياة النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. الإصابة (2/ 519).

(3) في ب، ن: «سليمٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ج، م: بالرَّفع والجرِّ المنوَّن، والمثبت من د، هـ، و، ز، ل.

وهو: سَلِيم بن حَيَّان الهُذَليُّ، البصريُّ، ثقةٌ من السَّابعة. تقريب التَّهذيب (2531).

(4) في ي: «كبِّرْ» بسكون الرَّاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ط، ل، م، ن، س.

(5) هو: أحمد بن الصباح النَّهْشَليُّ، أبو جعفر بن أبي سُرَيْج الرَّازيُّ، المقرئ، ثقةٌ حافظٌ، له غرائب، مات بعد سنة (240 هـ). تقريب التَّهذيب (50).

(6) هو: سُرَيْج بن النُّعْمان بن مروان الجَوْهريُّ، أبو الحسن، ويقال: أبو الحسين، البغداديُّ، ثقةٌ يهم قليلاً، (ت 217 هـ). تقريب التَّهذيب (2218).

(7) هو: سُرَيْج بن يونس بن إبراهيم البغداديُّ، أبو الحارث، ثقةٌ عابدٌ، (ت 235 هـ). تقريب التَّهذيب (2219).

(8) هو: عمرو بن سَلِمة الجَرْمِيُّ، أمَّ قومه وهو صَبِيٌّ في زمن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم. الاستيعاب (3/ 1179)، والإصابة (4/ 531).

(9) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 244): «وكذلك القبيلة بنو سَلِمةَ من الأنصار».

(10) في ج، د، هـ: «سلمةُ» بفتح اللَّام وكسرها معاً، والمثبت من ب، و، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، س، ف.

وهو: عبد الخالق بن سلمة - بكسر اللَّام، ويقال: بفتحها -، الشَّيباني، أبو روح البصريُّ، ثقةٌ مُقِلٌّ، من السَّادسة. تقريب التَّهذيب (3778).

৯১১. «যুয়াইদ»[১] ইবনে আস-সালত[২], দম্মা (ضم) ও কাসরাহ (كسر) উভয়ই ব্যবহার করো... আর ইবনে হায়য়ানের ক্ষেত্রে «সালিম»[৩], কাব্বির (كبّر)[৪] বলো।

৯১২. আর ইবনে আবি «সুরাইজ»-এর ক্ষেত্রে আহমাদ[৫] অনুসরণ করেছেন... নু'মানের সন্তানকে[৬], এবং ইউনুসের সন্তানকে[৭]।

৯১৩. আমর (عمرو)[৮] গোত্রের সাথে ইবনে সালামাহ[৯]... আর আব্দুল খালিক ইবনে সালামাহকে[১০] বেছে নাও।

---

(১) আ, বা, দা, হা, ওয়াও, ঝা, ত, লাম, মিম-এ: «যুয়াইদ» (زييد) ঝা (زا) এর উপর দম্মা (ضم) ও কাসরাহ (كسر) উভয় উচ্চারণ সহকারে। আর হা-তে: «যুয়ুয়াইদ» (زُيُيْدٌ) ঝা (زا) ও প্রথম ইয়া (ياء) এর উপর দম্মা (ضم) সহকারে, যা একটি ভ্রম। জিম, নুন, সিন, ফা থেকে যা গৃহীত হয়েছে, তা এখানে প্রতিষ্ঠিত।

সংকলক (নাযিম) আল্লাহ্ তাকে রহম করুন, তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২৪২) এ বলেছেন: «প্রথমটি: ঝা (زا) এর উপর দম্মা (ضم) ও কাসরাহ (كسر) উভয় উচ্চারণ সহকারে, এবং নিচের দুটি ইয়া (ياء) এর প্রথমটি ফাতহা (فتح) সহকারে, এর পর আরেকটি ইয়া (ياء) সাকিন (ساكن) সহকারে, এবং এর শেষে একটি দাল (دال) রয়েছে।»

(২) তিনি হলেন: যুয়াইদ ইবনে আস-সালত ইবনে মা'দিকারিব আল-কিন্দী। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। আল-ইসাবাহ (২/৫১৯)।

(৩) বা, নুন-এ: «সালিম» (سليم) তানউইন (تنوين) সহ জার (جر) অবস্থায়। আর জিম, মিম-এ: তানউইন (تنوين) সহ রাফ' (رفع) ও জার (جر) উভয় অবস্থায়। দা, হা, ওয়াও, ঝা, লাম থেকে যা গৃহীত হয়েছে, তা এখানে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি হলেন: সালিম ইবনে হায়য়ান আল-হুযালী, আল-বাসরি। সপ্তম স্তরের একজন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী। তাকরিবুত তাহযিব (২৫৩১)।

(৪) ইয়া-তে: «কাব্বির» (كَبِّرْ) রা (ر) এর উপর সাকিন (سكون) সহকারে। আ, বা, জিম, দা, হা, ওয়াও, হা, ত, লাম, মিম, নুন, সিন থেকে যা গৃহীত হয়েছে, তা এখানে প্রতিষ্ঠিত।

(৫) তিনি হলেন: আহমদ ইবনে আস-সাব্বাহ আন-নাহশালি, আবু জা'ফার ইবনে আবি সুরাইজ আর-রাযী, আল-মুকরি (ক্বিরাত পাঠক)। নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) হাফেয, তাঁর কাছে কিছু বিরল বর্ণনা ছিল। তিনি ২৪০ হিজরীর পর ইন্তেকাল করেন। তাকরিবুত তাহযিব (৫০)।

(৬) তিনি হলেন: সুরাইজ ইবনে আন-নু'মান ইবনে মারওয়ান আল-জাওহারী, আবুল হাসান, এবং বলা হয় আবুল হুসাইন, আল-বাগদাদী। নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী, তবে সামান্য ভুল করতেন। (মৃত্যু ২১৮ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযিব (২২১৮)।

(৭) তিনি হলেন: সুরাইজ ইবনে ইউনুস ইবনে ইব্রাহিম আল-বাগদাদী, আবুল হারিস। নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) ও ইবাদতকারী। (মৃত্যু ২৩৫ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযিব (২২১৯)।

(৮) তিনি হলেন: আমর ইবনে সালামাহ আল-জারমী। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে বালক থাকাবস্থায় তাঁর সম্প্রদায়ের ইমামতি করেছিলেন। আল-ইসতিয়াব (৩/১১৭৯), এবং আল-ইসাবাহ (৪/৫৩১)।

(৯) সংকলক (নাযিম) আল্লাহ্ তাকে রহম করুন, তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২৪৪) এ বলেছেন: «তেমনিভাবে আনসারদের মধ্যে বনু সালামাহ গোত্রও (রয়েছে)»।

(১০) জিম, দা, হা-তে: «সালামাহ» (سلمه) লাম (ل) এর উপর ফাতহা (فتح) ও কাসরাহ (كسر) উভয় উচ্চারণ সহকারে। বা, ওয়াও, ঝা, হা, ত, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন, সিন, ফা থেকে যা গৃহীত হয়েছে, তা এখানে প্রতিষ্ঠিত।

তিনি হলেন: আব্দুল খালিক ইবনে সালামাহ - লাম (ل) এর উপর কাসরাহ (كسر) সহকারে, এবং বলা হয় ফাতহা (فتح) সহকারে - আশ-শায়বানী, আবু রুহ আল-বাসরি। নির্ভরযোগ্য (সিকাহ), কম হাদিস বর্ণনাকারী (মুকিল), ষষ্ঠ স্তরের। তাকরিবুত তাহযিব (৩৭৭৮)।

914. وَالِدُ عَامِرٍ[1]، كَذَا السَّلْمَانِي[2] ... وَابْنُ حُمَيْدٍ[3]، وَوَلَدُ سُفْيَانِ[4]

915. كُلُّهُمُ «عَبِيدَةٌ» مُكَبَّرُ ... لَكِنْ «عُبَيْدٌ» عِنْدَهُمْ مُصَغَّرُ

916. وَافْتَحْ «عَبَادَةَ» أَبَا مُحَمَّدِ[5] ... وَاضْمُمْ أَبَا قَيْسٍ «عُبَاداً»[6] أَفْرِدِ[7]

917. وَعَامِرٌ[8] بَجَالَةُ بْنُ «عَبَدَهْ»[9] ... كُلٌّ[10]، وَبَعْضٌ بِالسُّكُونِ قَيَّدَهْ[11]

(1) هو: عامر بن عَبِيدة الباهليُّ، البصريُّ، القاضي، ثقةٌ من الرَّابعة. تقريب التَّهذيب (3105).

(2) هو: عَبِيدة بن عمرو السَّلْمانيُّ، المُرَاديُّ، أبو عمرو الكوفيُّ، تابعيٌّ كبيرٌ مُخَضرَمٌ، فقيهٌ ثبتٌ، مات قبل (70 هـ). تقريب التَّهذيب (4412).

(3) هو: عَبِيدة بن حُمَيد الكوفيُّ، أبو عبد الرَّحمن، المعروف بالحذَّاء، التَّيمي، أو اللَّيثي، أو الضَّبي، صدوقٌ نحْويٌّ، ربَّما أخطأ، (ت 190 هـ). تقريب التَّهذيب (4408).

(4) هو عَبيدة بن سفيان الحضرمي، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب (4411)

(5) هو: محمَّد بن عَبَادة الواسطيُّ، صدوقٌ فاضلٌ من الحاديةَ عشرة. تقريب التَّهذيب (5997).

(6) هو: قيس بن عُبَاد الضُّبَعيُّ، أبو عبد الله البصريُّ، ثقةٌ مُخضرَمٌ مات بعد (80 هـ). تقريب التَّهذيب (5582).

(7) في أ، ج: «افرد» بهمزة الوصل.

(8) هو: عامر بن عَبَدة البَجَليُّ، أبو إياس الكوفيُّ، وثَّقه ابن معين، من الثَّالثة. تقريب التَّهذيب (3104).

(9) هو: بَجَالة بن عَبَدة التَّميميُّ، العنبريُّ، البصريُّ، ثقةٌ من الثَّانية. تقريب التَّهذيب (635).

(10) أي: كلٌّ منهما اسم أبيه (عَبَدة) بفتحتين، وما عداهما فبالسكون.

(11) انظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (3/ 1518)، وإكمال الإكمال (6/ 30)، ومشارق الأنوار (2/ 110).

৯১৪. আমিরের পিতা[১], তেমনি সালমানীও[২] ... এবং হুমাইদের পুত্র[৩], আর সুফিয়ানের সন্তান[৪]

৯১৫. তাদের সকলেই 'আবীদাহ' বৃহৎ রূপে (مُكَبَّر) ... কিন্তু 'উবাইদ' তাদের কাছে ক্ষুদ্র রূপে (مُصَغَّر)

৯১৬. আবু মুহাম্মাদের 'আবাদাহ'-এর (عين অক্ষরের উপর) ফাথা (স্বরচিহ্ন) দাও[৫] ... এবং আবু কায়সের 'উবাদ'-এর (عين অক্ষরের উপর) যম্মা (স্বরচিহ্ন) দাও[৬], একে একবচনে রাখো[৭]

৯১৭. এবং আমির[৮], বাজাল্লাহ ইবনে 'আবদাহ'[৯] ... সকলেই[১০], আর কেউ কেউ সাকিন (স্বরচিহ্নহীন) দ্বারা একে সীমিত করেছেন[১১]

---

(১) তিনি হলেন: আমির ইবনে আবীদাহ আল-বাহিলী (الباهلي), আল-বসরি (البصري), আল-কাদি (বিচারক)। চতুর্থ স্তরের নির্ভরযোগ্য (বর্ণনাকারী)। তাকরিবুত তাহযীব (৩১০৫)।

(২) তিনি হলেন: আবীদাহ ইবনে আমর আস-সালমানী (السَّلْمَاني), আল-মুরাদী (المُرَادي), আবু আমর আল-কুফী (الكوفي)। একজন মহান তাবেয়ী (تابع), মুখাদরাম (জাহিলিয়াত ও ইসলামের উভয় যুগ দেখেছেন), নির্ভরযোগ্য ফকিহ (আইনজ্ঞ)। ৭০ হিজরীর পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন। তাকরিবুত তাহযীব (৪১১২২)।

(৩) তিনি হলেন: আবীদাহ ইবনে হুমাইদ আল-কুফী (الكوفي), আবু আব্দুর রাহমান। আল-হাদ্দা (الحذَّاء) নামে পরিচিত, আত-তাইমী (التَّيمي), অথবা আল-লাইসী (اللَّيثي), অথবা আদ-দাব্বী (الضَّبي)। সত্যবাদী ব্যাকরণবিদ (نحوي), সম্ভবত ভুল করতেন, (মৃত্যু ১৯০ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযীব (৪৪০৮)।

(৪) তিনি হলেন আবীদাহ ইবনে সুফিয়ান আল-হাদরামি (الحضرمي)। নির্ভরযোগ্য, তৃতীয় স্তরের (বর্ণনাকারী)। তাকরিবুত তাহযীব (৪১১১)।

(৫) তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনে আবাদাহ আল-ওয়াসিতী (الواسطي)। সত্যবাদী, জ্ঞানী, একাদশ স্তরের (বর্ণনাকারী)। তাকরিবুত তাহযীব (৫৯৯৭)।

(৬) তিনি হলেন: কায়স ইবনে উবাদ আদ-দাব্বায়ী (الضُّبَعي), আবু আব্দুল্লাহ আল-বসরি (البصري)। নির্ভরযোগ্য, মুখাদরাম (জাহিলিয়াত ও ইসলামের উভয় যুগ দেখেছেন), ৮০ হিজরীর পর ইন্তেকাল করেছেন। তাকরিবুত তাহযীব (৫৫৪২)।

(৭) আলিফ (أ) ও জিম (ج) প্রতিলিপিতে 'ইফরিদ' (افرد) হামযাতুল ওয়াসল (وصلকারী হামযাহ) সহ।

(৮) তিনি হলেন: আমির ইবনে আবদাহ আল-বাজালী (البَجَلي), আবু ইয়াস আল-কুফী (الكوفي)। ইবনে মাঈন তাকে নির্ভরযোগ্য (ثقة) বলেছেন, তৃতীয় স্তরের (বর্ণনাকারী)। তাকরিবুত তাহযীব (৩১০৪)।

(৯) তিনি হলেন: বাজাল্লাহ ইবনে আবদাহ আত-তামিমী (التَّميمي), আল-আনবারী (العنبري), আল-বসরি (البصري)। নির্ভরযোগ্য (ثقة), দ্বিতীয় স্তরের (বর্ণনাকারী)। তাকরিবুত তাহযীব (৬৩৫)।

(১০) অর্থাৎ: তাদের প্রত্যেকের পিতার নাম 'আবদাহ' (عَبَدة) দুটি ফাথা (স্বরচিহ্ন) সহকারে। আর তাদের ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে (শেষ অক্ষরের উপর) সাকিন (স্বরচিহ্নহীন) হবে।

(১১) দেখুন: দারাকুতনী-এর আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুহতালিফ (৩/১৫১৮), ইকমালুল ইকমাল (৬/৩০), এবং মাশারিকুল আনওয়ার (২/১১০)।

918. «عُقَيْلٌ» الْقَبِيلُ[1] وَابْنُ خَالِدٍ[2] ... كَذَا أَبُو يَحْيَى[3]، وَقَافُ «وَاقِدِ»

919. لَهُمُ[4]، كَذَا «الْأَيْلِيُّ» لَا «الْأُبُلِّي»[5] ... قَالَ: سِوَى شَيْبَانَ[6]، وَالرَّا فَاجْعَلِ

920. «بَزَّاراً»[7]، انْسُبِ[8] ابْنَ[9] صَبَّاحٍ حَسَنْ[10] ... وَابْنَ هِشَامٍ خَلَفاً[11]، ثُمَّ انْسُبَنْ

---

(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 248): «من ذلك بنو عُقَيل، القبيلة المعروفة».

(2) هو: عُقَيْل بن خالد بن عَقِيل الأَيْلِيُّ، أبو خالد الأُمَويُّ، مولاهم، ثقةٌ ثبتٌ، (ت 144 هـ). تقريب التَّهذيب (4665).

(3) هو: يحيى بن عُقَيل البصري، نزيل مَرْو، صدوقٌ من الثَّالثة. تقريب التَّهذيب (7610).

(4) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 249): «ومن ذلك: واقد، ووافد، فالأوَّل: بالقاف، وهو جميع ما في الكتب الثَّلاثة».

(5) في م: «الأُبَّلِي» بفتح الباء المشددة، وكسر اللَّام المخفَّفة، وهو وهَم.

قال السَّخاويُّ (4/ 260): «بضمِّ الهمزة والمُوحَّدة، ثمَّ لامٌ مشدَّدةٌ؛ نسبةً إلى الأُبُلَّة»، ونحوه في فتح الباقي (2/ 275).

(6) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 355).

وهو: شيبان بن فَرُّوخ أبي شيبة الحَبَطيُّ، الأُبُلِّيُّ، أبو محمَّد، صدوقٌ يهم، ورُمِي بالقدر، (ت 236 هـ). تقريب التَّهذيب (2834).

(7) قال السَّمعانيُّ رحمه الله في الأنساب (2/ 194): «اسم لمن يخرج الدُّهن - أي: التوابل - من البَزْر، أو يبيعه».

(8) في أ، ج، ز، ن، س: «انسبْ» بسكون الباء، ويصحُّ السُّكون وزناً مع تحقيق همزة (ابن)، والمثبت من ب، د، هـ، و، ط، ي، ل.

(9) في ز، م، ن: «إبن» بهمزة القطع.

(10) هو: الحسن بن الصَّبَّاح البزَّار، أبو عليٍّ الواسطيُّ، نزيل بغداد، صدوقٌ يهم، وكان عابداً فاضلاً، (ت 249 هـ). تقريب التَّهذيب (1251).

(11) هو: خلف بن هشام بن ثعلب البزَّار، المقرئ، البغداديُّ، ثقةٌ له اختيارٌ في القراءات، (ت 229 هـ). تقريب التَّهذيب (1737).

৯১৮. 'উকাইল' গোত্র[1] এবং ইবন খালিদ[2]... অনুরূপ আবু ইয়াহইয়া[3], আর 'ওয়াকিদ'-এর কাফ।

৯১৯. তাদের জন্য[4], অনুরূপ 'আল-আইলী', 'আল-উবুল্লী' নয়[5]... তিনি বলেছেন: শায়বান ব্যতীত[6], আর 'রা' কে বানাও।

৯২০. 'বায্যার'[7], ইবন সাব্বাহ হাসান[10]-এর প্রতি সম্বন্ধ করো[8] [9]... এবং ইবন হিশাম খালাফ[11]-এর, অতঃপর সম্বন্ধ করো।

---

(১) গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (২/২৪৮) মধ্যে বলেছেন: "তাদের মধ্যে বানু উকাইল, যা একটি সুপরিচিত গোত্র।"

(২) তিনি হলেন: উকাইল ইবন খালিদ ইবন আকীল আল-আইলী, আবু খালিদ আল-উমাভী, তাদের মাওলা। নির্ভরযোগ্য, দৃঢ়প্রমাণিত। (মৃত্যু ১৪৪ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (৪৬৬৫)।

(৩) তিনি হলেন: ইয়াহইয়া ইবন উকাইল আল-বাসরী, মার্ভ-এর বাসিন্দা। তৃতীয় স্তরের সাদুক (সত্যবাদী)। তাকরিবুত তাহযীব (৭৬১০)।

(৪) গ্রন্থকার (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (২/২৪৯) মধ্যে বলেছেন: "তাদের মধ্যে রয়েছে: ওয়াকিদ (قاف সহ) এবং ওয়াফিদ (فاء সহ)। প্রথমটি কাফ (قاف) বর্ণ দ্বারা, আর এটিই তিনটি কিতাবে বর্ণিত সকল।"

(৫) ম (মূল পাণ্ডুলিপি)-তে: 'আল-উব্বালী' তাশদীদযুক্ত বা (ـِ)-এর ফাতহা এবং হালকা লাম (ل)-এর কাসরা সহ আছে, যা একটি ভুল।

সাখাবী (৪/২৬০) বলেছেন: "হামজা ও একক (বা)-এর দম্মা সহ, অতঃপর তাশদীদযুক্ত লাম (ل); যা 'আল-উবুল্লাহ'-এর প্রতি সম্বন্ধযুক্ত।" এবং অনুরূপ ফাতহুল বাকী (২/২৭৫) গ্রন্থেও রয়েছে।

(৬) দেখুন: মুকাদ্দিমাতু ইবনিল সালাহ (পৃষ্ঠা ৩৫৫)।

তিনি হলেন: শায়বান ইবন ফাররুখ আবু শায়বাহ আল-হাবাতি, আল-উবুল্লী, আবু মুহাম্মাদ। সত্যবাদী, তবে ভুল করতেন এবং কাদার (ভাগ্য নির্ধারণ) মতবাদ দ্বারা অভিযুক্ত ছিলেন। (মৃত্যু ২৩৬ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (২৮৩৪)।

(৭) সাম'আনী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) আল-আনসাব (২/১৯৪) গ্রন্থে বলেছেন: "এটি এমন ব্যক্তির নাম, যে বীজ থেকে তেল – অর্থাৎ, মশলার নির্যাস – বের করে অথবা বিক্রি করে।"

(৮) আ, জ, য, ন, স (পাণ্ডুলিপি)-তে: 'উনসুব' বা (ـُ)-এর সুকুন (স্থিরতা) সহ আছে, এবং (ইবন) শব্দের হামজার উচ্চারণ নিশ্চিত করে ওজনে সুকুন সঠিক। আর বর্তমান পাঠটি ব, দ, হা, ওয়াও, ত্বা, ইয়া, লাম (পাণ্ডুলিপি) থেকে গৃহীত।

(৯) য, ম, ন (পাণ্ডুলিপি)-তে: 'ইবন' হামযাতুল ক্বাত্ব' (বিচ্ছিন্নকারী হামজা) সহ আছে।

(১০) তিনি হলেন: আল-হাসান ইবন আস-সাব্বাহ আল-বায্যার, আবু আলী আল-ওয়াসিতী, বাগদাদের বাসিন্দা। সত্যবাদী, তবে ভুল করতেন এবং তিনি ছিলেন একজন ইবাদতকারী ও বিদ্বান ব্যক্তি। (মৃত্যু ২৪৯ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (১২৫১)।

(১১) তিনি হলেন: খালাফ ইবন হিশাম ইবন সা'লাব আল-বায্যার, আল-মুকরি, আল-বাগদাদী। নির্ভরযোগ্য, ক্বিরাআতসমূহে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। (মৃত্যু ২২৯ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (১৭৩৭)।

921. بِالنُّونِ سَالِماً[1]، وَعَبْدَ الْوَاحِدْ[2] ... وَمَالِكَ[3] بْنَ[4] الْأَوْسِ[5] «نَصْرِيّاً» يَرِدْ

922. وَ «التَّوَّزِيْ» مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ[6] ... وَفِي «الْجُرَيْرِيْ» ضَمُّ جِيمٍ يَأْتِي

923. فِي اثْنَيْنِ: عَبَّاسٍ[7]، سَعِيدٍ[8] وَبِحَا ... يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ «الْحَرِيرِيْ»[9] فُتِحَا

---

(1) هو: سالم بن عبد الله النَّصري، أبو عبد الله المدنيُّ، صدوقٌ، (ت 110 هـ). تقريب التَّهذيب (2177).

(2) هو: عبد الواحد بن عبد الله بن كعب النَّصريُّ، أبو بُسْر الدِّمَشقيُّ، ويقال: الحِمْصيُّ، ثقةٌ من الخامسة. تقريب التَّهذيب (4244).

(3) في م: «ومالكُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ل، ن، س، ف.

(4) في م: «ابنُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ل، ن، س.

(5) هو: مالك بن أوس بن الحَدَثان النَّصري، يُقَال: له صُحبة. الاستيعاب (3/ 1346)، والإصابة (5/ 525).

(6) هو: محمَّد بن الصَّلت البصريُّ، أبو يعلي التَّوَّزي، صدوقٌ يهم، (ت 228 هـ). تقريب التَّهذيب (5971).

(7) هو: عبَّاس بن فَرُّوخ الجُرَيْريُّ، البصريُّ، أبو محمَّد، ثقةٌ، مات قديماً بعد (120 هـ). تقريب التَّهذيب (3182).

(8) في هـ: «سعيدٌ» بالرَّفع المنوَّن، وفي ح: «سعيدِ» بكسرة واحدة، والمثبت من ج، د، و، ز، ل، م، ن، س.

وهو: سعيد بن إياس الجُرَيريُّ، أبو مسعود البصريُّ، ثقةٌ اختلط قبل موته بثلاث سنين، (ت 144 هـ). تقريب التَّهذيب (2273).

(9) هو: يحيى بن بِشْر بن كثير الحَريريُّ، الكوفيُّ، صدوقٌ، (ت 227 هـ). تقريب التَّهذيب (7513).

921. 'নুন' বর্ণ দ্বারা সালেম[1], এবং আব্দুল ওয়াহিদ[2] ... এবং মালিক[3] ইবনুল[4] আওস[5] 'নাসরী' হিসেবে বর্ণিত হয়।

922. এবং 'তাওয়াযী' হলেন মুহাম্মাদ ইবনুস সালত[6] ... এবং 'জুরাইরী' (উপাধিতে) 'জিম' বর্ণে পেশ (উচ্চারিত) হয়।

923. দুজনের ক্ষেত্রে: আব্বাস[7], সাঈদ[8]; এবং 'হা' অক্ষর দিয়ে ... ইয়াহইয়া ইবনু বিশর 'হারীরী'[9] ফাথা সহকারে (উচ্চারিত) হয়।

---

(1) তিনি হলেন: সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ আন-নাসরী, আবু আব্দুল্লাহ আল-মাদানী, সত্যবাদী (নির্ভরযোগ্য), (মৃত্যু ১১০ হিজরি)। তাকরিবুত তাহযীব (২১৯৯)।

(2) তিনি হলেন: আব্দুল ওয়াহিদ ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু কা'ব আন-নাসরী, আবু বুসর আদ-দিমাশকী, বলা হয়: আল-হিমসী, পঞ্চম স্তরের নির্ভরযোগ্য (রাবী)। তাকরিবুত তাহযীব (৪২৪৪)।

(3) 'ম' পাণ্ডুলিপিতে "ومالكُ" (ওয়ামালিকু) পেশ সহকারে লেখা হয়েছে, আর প্রমাণিত পাঠ ব, জ, দ, হ, ওয়াও, ল, নুন, সিন, ফা পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(4) 'ম' পাণ্ডুলিপিতে "ابنُ" (ইবনু) পেশ সহকারে লেখা হয়েছে, আর প্রমাণিত পাঠ ব, দ, হ, ওয়াও, যা, ল, নুন, সিন পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(5) তিনি হলেন: মালিক ইবনু আওস ইবনুল হাদাসান আন-নাসরী, বলা হয়: তার সাহচর্য ছিল (তিনি সাহাবী ছিলেন)। আল-ইসতিয়াব (৩/১৩৪৬), এবং আল-ইছাবাহ (৫/৫২৫)।

(6) তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনুস সালত আল-বাসরী, আবু ইয়া'লা আত-তাওয়াযী, সত্যবাদী, তবে ভুল করতেন, (মৃত্যু ২২৮ হিজরি)। তাকরিবুত তাহযীব (৫৯৭১)।

(7) তিনি হলেন: আব্বাস ইবনু ফাররুখ আল-জুরাইরী, আল-বাসরী, আবু মুহাম্মাদ, নির্ভরযোগ্য, ১২০ হিজরির পর প্রথমদিকেই ইন্তেকাল করেন। তাকরিবুত তাহযীব (৩১৮২)।

(8) 'হ' পাণ্ডুলিপিতে "سعيدٌ" (সায়ীদুন) তানউইন সহ রফ' (দুই পেশ) সহকারে, এবং 'হা' পাণ্ডুলিপিতে "سعيدِ" (সায়ীদি) এক যের সহকারে লেখা হয়েছে, আর প্রমাণিত পাঠ জ, দ, ওয়াও, যা, ল, ম, নুন, সিন পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

আর তিনি হলেন: সাঈদ ইবনু ইয়াস আল-জুরাইরী, আবু মাসউদ আল-বাসরী, নির্ভরযোগ্য, মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে তার স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছিল, (মৃত্যু ১৪৪ হিজরি)। তাকরিবুত তাহযীব (২২৭৩)।

(9) তিনি হলেন: ইয়াহইয়া ইবনু বিশর ইবনু কাছীর আল-হারীরী, আল-কুফী, সত্যবাদী (নির্ভরযোগ্য), (মৃত্যু ২২৭ হিজরি)। তাকরিবুত তাহযীব (৭৫১৩)।

924. وَانْسُبْ «حِزَامِيّاً» سِوَى مَنْ أُبْهِمَا ... فَاخْتَلَفُوا[1]، وَ «الْحَارِثِيُّ» لَهُمَا[2]

925. وَسَعْدٌ «الْجَارِيْ»[3] فَقَطْ، وَفِي النَّسَبْ ... «هَمْدَانُ»[4]، وَهُوَ مُطْلَقاً قِدْماً غَلَبْ

(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 254): «سوى من وقع في الصَّحيح وأُبهِم اسمه فلم يُسمَّ، بل فيه فلان الحزامي، فإنَّ فيه خلافاً».

(2) أي: هو جميع ما وقع من ذلك في الصَّحِيحَيْن. شرح النَّاظم (2/ 255).

(3) هو: سعد بن نوفل الجاري، كان عامل عمر رضي الله عنه على الجار، وهو مرفأ المدينة. الأنساب (3/ 169)، وانظر: تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة (1/ 578).

(4) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 256): «فالأوَّل: بإسكان الميم وإهمال داله، وهم المنسوبون إلى قبيلة هَمْدان، وهو جميع ما في الموطَّأ والصَّحِيحَيْن».

৯২৪. এবং 'হিযামী' (হিসাবে) সম্বন্ধযুক্ত করো, তবে যাদের নাম অস্পষ্ট রাখা হয়েছে (তাদের ব্যতীত) ... কারণ (তাদের বিষয়ে) মতানৈক্য রয়েছে[১], এবং 'আল-হারিছী' (সম্বন্ধযুক্ত হবে) উভয়টির জন্য[২]

৯২৫. এবং সা'দ 'আল-জারী'[৩] শুধু, এবং (অন্যান্য) নাসাব (গোত্রনাম)-এ ... 'হামদান'[৪], এবং এটিই সাধারণভাবে প্রাচীনকাল থেকে প্রাধান্য পেয়েছে।

---

(১) নাযিম (কবিতা রচয়িতা), আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ)-এ (২/২৫৪) বলেছেন: "তবে যারা সহীহ (গ্রন্থসমূহে) উল্লেখিত হয়েছে এবং যাদের নাম অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, অর্থাৎ নাম উল্লেখ করা হয়নি, বরং তাতে অমুক হিযামী (বলা হয়েছে), তাদের বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে।"

(২) অর্থাৎ: সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম) গ্রন্থে এ বিষয়ে যা কিছু এসেছে, তা সবই (তাঁদের জন্য)। নাযিমের শারহ (২/২৫৫)।

(৩) তিনি হলেন: সা'দ ইবনু নাওফাল আল-জারী। তিনি উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর পক্ষ থেকে জার নামক স্থানের প্রশাসক ছিলেন, এবং জার হলো মদীনার একটি বন্দর। আল-আনসাব (৩/১৬৯), এবং দেখুন: তা'জীলুল মানফা'আহ বি-যাওয়াইদি রিজালিল আইম্মাতিল আরবা'আহ (১/৫৭৮)।

(৪) নাযিম, আল্লাহ্ তাঁর উপর রহম করুন, তাঁর শারহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ)-এ (২/২৫৬) বলেছেন: "প্রথমটি: মীমের উপর সুকুন এবং দালের উপর ই'মাল (কোনো নুকতা ব্যতীত)। এবং তারা হলো হামদান গোত্রের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ব্যক্তিগণ। আর এটিই হলো মুওয়াত্তা এবং সহীহাইন (বুখারী ও মুসলিম)-এর সবকিছুর মধ্যে (প্রচলিত)।"

الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ

926. وَلَهُمُ «الْمُتَّفِقُ الْمُفْتَرِقُ» ... مَا لَفْظُهُ وَخَطُّهُ مُتَّفِقُ

927. لَكِنْ مُسَمَّيَاتُهُ لِعِدَّةِ ... نَحْوُ[1] ابْنِ أَحْمَدَ الْخَلِيلِ سِتَّةِ[2]

928. وَأَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَجَدُّهُ ... حَمْدَانُ هُمْ أَرْبَعَةٌ تَعُدُّهُ[3]

---

(1) في د، هـ، ي: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من و، ل.

(2) وهم:

1 - الخليل بن أحمد، أبو عبد الرَّحمن الأزديُّ، الفراهيديُّ، البصريُّ.

2 - الخليل بن أحمد أبو بِشْرٍ المُزَنِي.

3 - الخليل بن أحمد، وهو بصريٌّ أيضاً، يروي عن عكرمة.

4 - الخليل بن أحمد، أبو سعيد السِّجْزيُّ، الفقيه الحنفيُّ.

5 - الخليل بن أحمد، أبو سعيد البُسْتيُّ، القاضي المُهلَّبيُّ.

6 - الخليل بن أحمد بن عبد الله، أبو سعيد البُسْتيُّ، الفقيه الشافعي.

انظر: شرح النَّاظم (2/ 258 - 261).

(3) وهم:

1 - أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك، أبو بكرٍ البغداديُّ القَطِيعيُّ.

2 - أحمد بن جعفر بن حمدان بن عيسى السَّقَطيُّ البصريُّ، يُكْنَى أبا بكرٍ أيضاً.

3 - أحمد بن جعفر بن حمدان الدَّيْنَوَريُّ.

4 - أحمد بن جعفر بن حمدان، أبو الحسن الطَّرسوسي.

انظر: شرح النَّاظم (2/ 262 - 263).

আল-মুত্তাফিক ওয়াল-মুফতারিক (সাদৃশ্যপূর্ণ ও ভিন্নতাসম্পন্ন)

৯২৬. আর তাদের (বিশেষজ্ঞদের) কাছে রয়েছে «আল-মুত্তাফিক আল-মুফতারিক» (বিষয়), যার উচ্চারণ ও লিখন একই।

৯২৭. কিন্তু এর দ্বারা (নির্দেশিত) ব্যক্তিবর্গ একাধিক; যেমন[1] খলিল ইবনে আহমদ নামীয় ব্যক্তি ছয়জন।[2]

৯২৮. এবং আহমদ ইবনে জাফর যার দাদা হামদান (অর্থাৎ আহমদ ইবনে জাফর ইবনে হামদান) – তুমি তাদের চারজন হিসেবে গণনা করো।[3]

---

(1) দ, হা, ই প্রতিলিপিতে: 'নাহওয়া' (nahwa) শব্দটি নসব (কর্মকারক) অবস্থায় রয়েছে; আর বর্তমান পাঠ 'ওয়া' ও 'লাম' প্রতিলিপি থেকে গৃহীত।

(2) এবং তারা হলেন:

১ - আল-খলিল ইবনে আহমদ, আবু আব্দুর রহমান আল-আজদি, আল-ফারাহিদি, আল-বাসরি।

২ - আল-খলিল ইবনে আহমদ আবু বিশর আল-মুজানি।

৩ - আল-খলিল ইবনে আহমদ, তিনিও একজন বাসরি, যিনি ইকরিমা থেকে বর্ণনা করেন।

৪ - আল-খলিল ইবনে আহমদ, আবু সাঈদ আস-সিজজি, ফিকহবিদ হানাফি।

৫ - আল-খলিল ইবনে আহমদ, আবু সাঈদ আল-বুস্তি, বিচারক আল-মুহাল্লাবি।

৬ - আল-খলিল ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল্লাহ, আবু সাঈদ আল-বুস্তি, ফিকহবিদ শাফিঈ।

দেখুন: শারহুন-নাজিম (২/২৫৮-২৬১)।

(3) এবং তারা হলেন:

১ - আহমদ ইবনে জাফর ইবনে হামদান ইবনে মালিক, আবু বকর আল-বাগদাদি আল-কাতিঈ।

২ - আহমদ ইবনে জাফর ইবনে হামদান ইবনে ঈসা আস-সাকাত্বি আল-বাসরি, তিনিও আবু বকর কুনিয়াত দ্বারা পরিচিত।

৩ - আহমদ ইবনে জাফর ইবনে হামদান আদ-দিনাওয়ারি।

৪ - আহমদ ইবনে জাফর ইবনে হামদান, আবুল হাসান আত-তারসুসি।

দেখুন: শারহুন-নাজিম (২/২৬২-২৬৩)।

929. وَلَهُمُ الْجَوْنِيُّ[1] أَبُو عِمْرَانَا ... اثْنَانِ[2]، وَالْآخِرُ[3] مِنْ بَغْدَانَا

930. كَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ... هُمَا مِنَ الْأَنْصَارِ ذُو اشْتِبَاهِ[4]

931. ثُمَّ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ لَهُمْ ... ثَلَاثَةٌ قَدْ بَيَّنُوا مَحَلَّهُمْ[5]

932. وَصَالِحٌ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمُ ... ابْنُ أَبِي صَالِحٍ، اتْبَاعٌ[6] هُمُ[7]

---

(1) في و: «الجوني» بفتح الجيم وضمّها، والمثبت من ج، د، هـ، ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ن، ف.

قال السَّمعانيُّ رحمه الله في الأنساب (3/ 420): «بفتح الجيم، وسكون الواو، وكسر النُّون، هذه النِّسبة إلى جَوْن، بطن من الأزد».

(2) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 264): «أنْ تتَّفق الكنية والنِّسبة معاً، نحو أبي عمران الجَونيّ، رجلان. فالأوَّل: بصريٌّ، وهو أبو عمران عبد الملك بن حبيب الجونيُّ، التَّابعيُّ المشهور ... ، والثَّاني: متأخِّر الطَّبقة عنه، وهو: أبو عمران موسى بن سهل بن عبد الحميد الجوني».

(3) في ح، ل، ف: «الآخَرُ» بفتح الخاء، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ط، ي، ك، م، ن.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 286): «بكسر الخاء».

(4) هما: القاضي أبو عبد الله محمَّد بن عبد الله بن المُثنَّى الأنصاريُّ، البصريُّ، شيخ البخاري، أبو سلمة محمَّد بن عبد الله بن زياد الأنصاريُّ مولاهم. شرح النَّاظم (2/ 264 - 265).

(5) هم:

1 - أبو بكر بن عيَّاش بن سالم الأسديُّ، الكوفيُّ، المقرئ، راوي قراءة عاصم.

2 - أبو بكر بن عيَّاش الحِمصِيُّ.

3 - أبو بكر بن عيَّاش بن حازم السُّلَمي مولاهم، الباجَدَّائيُّ، اسمه حُسَين.

انظر: شرح النَّاظم (2/ 266).

(6) قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 277): «بالنَّقل»، ونحوه في فتح الباقي (2/ 287).

(7) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 267، 268): «صالح بن أبي صالحٍ، أربعةٌ، كلُّهم من التَّابعين ... فالأوَّل: صالحُ بن أبي صالحٍ، أبو محمَّدٍ المدنيُّ، واسمُ أبي صالحٍ نَبْهان ... ، والثَّاني: صالحُ بن أبي صالحٍ السَّمَّان، واسمُ أبي صالحٍ ذَكْوَانُ ... ، والثَّالث: صالحُ بن أبي صالحٍ السَّدُوسِيُّ ... ، والرَّابع: صالحُ بن أبي صالحٍ المخزوميُّ، الكوفيُّ، مولى عَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ، واسمُ أبي صالحٍ مِهْرَانُ».

929. এবং তাদের মধ্যে আল-জাওনি[1] আবু ইমরান—... দুজন[2], এবং শেষজন[3] বাগদাদের।

930. তেমনিভাবে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ... তারা দুজন আনসারী বংশোদ্ভূত, (যাদের মধ্যে) সাদৃশ্য রয়েছে[4]।

931. অতঃপর তাদের জন্য আবু বকর ইবনে আইয়াশ ... তিনজন, যারা তাদের স্থান স্পষ্ট করেছেন[5]।

932. এবং সালিহ—তারা সবাই চারজন ... ইবনে আবি সালিহ, তারা অনুসারী (তাবেয়ী)[6][7]।

---

(1) 'ওয়াও' (و) লিপিতে: "আল-জাওনি" 'জিম' (ج)-এর ফাতহা ও দম্মা সহকারে লেখা হয়েছে। আর যা গৃহীত হয়েছে, তা 'জিম', 'দাল', 'হা', 'যা', 'হা', 'ত্বা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'মিম', 'নুন', 'ফা' (ف, ن, م, ل, ك, ي, ط, ح, ز, هـ, د, ج) থেকে।

সাম'আনী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর আল-আনসাব গ্রন্থে (৩/৪২০) বলেছেন: "'জিম' (ج)-এর ফাতহা, 'ওয়াও' (و)-এর সুকুন এবং 'নুন' (ن)-এর কাসরা সহকারে। এই নিসবাত (বংশগত সম্পর্ক) 'জাওন'-এর প্রতি, যা আযদ গোত্রের একটি শাখা।"

(2) নাযিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (২/২৬৪) বলেছেন: "যেখানে কুনিয়াত (উপনাম) ও নিসবাত (বংশগত সম্পর্ক) উভয়ই এক হয়ে যায়, যেমন আবু ইমরান আল-জাওনি, দুজন ব্যক্তি। প্রথমজন: বাসরাবাসী, এবং তিনি আবু ইমরান আব্দুল মালিক ইবনে হাবিব আল-জাওনি, প্রসিদ্ধ তাবেয়ী...। এবং দ্বিতীয়জন: তাঁর পরের স্তরের, এবং তিনি: আবু ইমরান মূসা ইবনে সাহল ইবনে আব্দুল হামিদ আল-জাওনি।"

(3) 'হা', 'লাম', 'ফা' (ح, ل, ف) লিপিতে: "আল-আখরু" 'খা' (خ)-এর ফাতহা সহকারে লেখা হয়েছে। আর যা গৃহীত হয়েছে, তা 'বা', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'ত্বা', 'ইয়া', 'কাফ', 'মিম', 'নুন' (ب, د, هـ, و, ز, ط, ي, ك, م, ن) থেকে।

যাকারিয়া আল-আনসারী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ফাতহুল বাকি গ্রন্থে (২/২৮৬) বলেছেন: "'খা' (خ)-এর কাসরা সহকারে।"

(4) তারা দুজন হলেন: কাজী আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আল-মুসান্না আল-আনসারী, আল-বাসরী, ইমাম বুখারীর শাইখ। আবু সালামা মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ আল-আনসারী, তাদের মুক্ত করা দাস। (উদ্ধৃত: নাযিমের শারহ, ২/২৬৪-২৬৫)।

(5) তারা হলেন:

1 - আবু বকর ইবনে আইয়াশ ইবনে সালিম আল-আসাদী, আল-কুফী, আল-মুকারি (ক্বারী), আসিমের ক্বিরাআতের রাবী।

2 - আবু বকর ইবনে আইয়াশ আল-হিমসী।

3 - আবু বকর ইবনে আইয়াশ ইবনে হাযিম আস-সুলামী, তাদের মুক্ত করা দাস, আল-বাজাদ্দায়ী, তাঁর নাম হুসাইন।

দেখুন: নাযিমের শারহ (২/২৬৬)।

(6) সাখাবী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ফাতহুল মুগীস গ্রন্থে (৪/২৭৭) বলেছেন: "নাকল (ধ্বনিগত রূপান্তর) সহকারে।" অনুরূপভাবে ফাতহুল বাকি গ্রন্থেও (২/২৮৭)।

(7) নাযিম (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে (২/২৬৭, ২৬৮) বলেছেন: "সালিহ ইবনে আবি সালিহ, চারজন, তাদের সবাই তাবেয়ী (অনুসারী)...। প্রথমজন: সালিহ ইবনে আবি সালিহ, আবু মুহাম্মাদ আল-মাদানী, এবং আবি সালিহর নাম নাবহান...। দ্বিতীয়জন: সালিহ ইবনে আবি সালিহ আস-সাম্মান, এবং আবি সালিহর নাম যাকওয়ান...। তৃতীয়জন: সালিহ ইবনে আবি সালিহ আস-

সাদূসী...। এবং চতুর্থজন: সালিহ ইবনে আবি সালিহ আল-মাখযুমী, আল-কুফী, আমর ইবনে হুরাইসের মুক্ত করা দাস, এবং আবি সালিহর নাম মিহরান।"

933. وَمِنْهُ مَا فِي اسْمٍ فَقَطْ وَيُشْكِلُ ... كَنَحْوِ حَمَّادٍ إِذَا مَا يُهْمَلُ

934. فَإِنْ يَكُ ابْنُ حَرْبٍ[1]، اوْ عَارِمٌ[2] قَدْ ... أَطْلَقَهُ فَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ[3]، أَوْ[4] وَرَدْ

935. عَنِ التَّبُوذَكِيِّ[5] أَوْ عَفَّانِ[6] ... أَوِ ابْنِ مِنْهَالٍ[7] فَذَاكَ الثَّانِي[8]

---

(1) هو: سليمان بن حرب الأزديُّ، الواشِحيُّ، البصريُّ، قاضي مكَّة، ثقةٌ، إمامٌ، حافظٌ، (ت 224 هـ). تقريب التَّهذيب (2545).

(2) في ج: «عارمٌ» بالرَّفع المنوَّن، وبه ينكسر الوزن. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 288): «بغير تنوين».

وهو: محمد بن الفضل السَّدوسيُّ، أبو النُّعمان البصريُّ، لقبه عارم، ثقةٌ ثبتٌ، تغيَّر في آخر عمره، (ت 223 هـ). تقريب التَّهذيب (6226).

(3) هو: حماد بن زيد بن درهم الأزديُّ، الجَهْضميُّ، أبو إسماعيل البصريُّ، ثقةٌ، ثبتٌ، فقيهٌ، (ت 179 هـ). تقريب التَّهذيب (1498).

(4) في م: «او» بهمزة الوصل.

(5) هو: موسى بن إسماعيل المِنْقَريُّ، أبو سلمةَ التَّبُوذَكيُّ، ثقةٌ ثبتٌ، (ت 223 هـ). تقريب التَّهذيب (6943).

(6) هو: عفَّان بن مسلم بن عبد الله الباهليُّ، أبو عثمان الصَّفَّار، البصريُّ، ثقةٌ ثبتٌ، (ت 219 هـ). تقريب التَّهذيب (4625).

(7) هو: حجَّاج بن المِنْهال الأَنْماطيُّ، أبو محمَّد، السُّلَمي مولاهم، البصريُّ، ثقةٌ فاضلٌ، (ت 216 هـ). تقريب التَّهذيب (1137).

(8) أي: فهو: حمَّاد بن سلمة بن دينار البصريُّ، أبو سلمة، ثقةٌ عابدٌ، أثبت النَّاس في ثابت، وتغيَّر حفظه بأخرة، (ت 167 هـ). تقريب التَّهذيب (1499).

وزاد البرهان الحلبي رحمه الله كما في حاشية ز، وفي فتح المغيث (4/ 279): هُدبةَ بن خالد فيمن اختصَّ بالرِّواية عن حماد بن زيد، ونظمه بقوله:

كَذَا إِذَا أَطْلَقَهُ هَدَّابُ ... هُوَ ابْنُ خَالِدٍ فَلَا نَرْتَابُ

قال: وإن شِئتَ قلتَ:

زَيْدٌ إِذَا أَطْلَقَهُ هَدَّابُ .....

৯৩৩. এবং এর মধ্যে এমনটিও রয়েছে যা কেবল নামে থাকে এবং সমস্যা সৃষ্টি করে ... যেমন হাম্মাদের ক্ষেত্রে, যখন তাকে (উপাধি ছাড়া) উল্লেখ করা হয়।

৯৩৪. যদি ইবন হারব[১], অথবা আরিম[২] তাকে উল্লেখ করেন ... তবে তিনি হলেন ইবন যায়েদ[৩], অথবা[৪] (অন্যভাবে) উল্লেখ আসে।

৯৩৫. তাবূজাকি[৫] থেকে অথবা আফফান[৬] থেকে ... অথবা ইবন মিনহাল[৭] থেকে (যদি বর্ণনা আসে) তবে তিনি হলেন দ্বিতীয়জন[৮]।

---

(১) তিনি হলেন: সুলায়মান ইবন হারব আল-আযদি, আল-ওয়াশিহি, আল-বাসরি, মক্কার কাজি, নির্ভরযোগ্য, ইমাম, হাফিজ, (মৃত্যু ২২২ হিজরি)। তাকরীব আল-তাহযীব (২৫৪৫)।

(২) 'জিম' পাণ্ডুলিপিতে 'আরিমুন' (عارمٌ) তানউইনযুক্ত রফ' (رفع) অবস্থায় রয়েছে, যা ছন্দ ভঙ্গ করে। যাকারিয়্যা আল-আনসারি (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন) 'ফাতহুল বাকি' (২/২৮৮) গ্রন্থে বলেন: "তানউইনবিহীন।"

তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল আস-সাদূসি, আবুন নু'মান আল-বাসরি, তার উপাধি আরিম। নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ়, তবে শেষ জীবনে তার স্মৃতিশক্তির পরিবর্তন হয়েছিল। (মৃত্যু ২২৩ হিজরি)। তাকরীব আল-তাহযীব (৬২২৬)।

(৩) তিনি হলেন: হাম্মাদ ইবন যায়েদ ইবন দিরহাম আল-আযদি, আল-জাহদামি, আবু ইসমাইল আল-বাসরি, নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ়, ফকিহ, (মৃত্যু ১৭৯ হিজরি)। তাকরীব আল-তাহযীব (১৪৯৮)।
(৪) 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে 'আও' (او) হামযাতুল ওয়াসল (وصل) সহ রয়েছে।
(৫) তিনি হলেন: মূসা ইবন ইসমাইল আল-মিনকারি, আবু সালামা আত-তাবূজাকি, নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ়, (মৃত্যু ২২৩ হিজরি)। তাকরীব আল-তাহযীব (৬৯৪৩)।
(৬) তিনি হলেন: আফফান ইবন মুসলিম ইবন আবদুল্লাহ আল-বাহিলি, আবু উসমান আস-সাফফার, আল-বাসরি, নির্ভরযোগ্য, সুদৃঢ়, (মৃত্যু ২১৯ হিজরি)। তাকরীব আল-তাহযীব (৪৬২৫)।
(৭) তিনি হলেন: হাজ্জাজ ইবনুল মিনহাল আল-আনমাতি, আবু মুহাম্মাদ, আস-সুলামি (তাদের মাওলা), আল-বাসরি, নির্ভরযোগ্য, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, (মৃত্যু ২১৬ হিজরি)। তাকরীব আল-তাহযীব (১১৩৭)।
(৮) অর্থাৎ: তিনি হলেন: হাম্মাদ ইবন সালামা ইবন দিনার আল-বাসরি, আবু সালামা, নির্ভরযোগ্য, ইবাদতকারী, সাবিত থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে সর্বাধিক সুদৃঢ় ছিলেন, এবং শেষ জীবনে তার স্মৃতিশক্তির পরিবর্তন হয়েছিল। (মৃত্যু ১৬৭ হিজরি)। তাকরীব আল-তাহযীব (১৪৯৯)।
এবং বুরহান আল-হালাবী (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন) 'হাশিয়া যাল-জিম' এবং 'ফাতহুল মুগীছ' (৪/২৭৯) গ্রন্থে আরও যোগ করেছেন: হুদ্বাহ ইবন খালিদ তাদের মধ্যে, যারা হাম্মাদ ইবন যায়েদ থেকে বর্ণনা করায় বিশেষায়িত ছিলেন, এবং তিনি এটিকে এই বলে পদ্যবদ্ধ করেছেন:
অনুরূপভাবে যখন হাদ্দাব তাকে উল্লেখ করেন ... তিনি ইবন খালিদ, তাতে আমরা সন্দেহ করি না।
তিনি বলেন: "যদি তুমি চাও, তুমি বলতে পারো:
যায়েদ, যখন হাদ্দাব তাকে উল্লেখ করেন..." .....

936. وَمِنْهُ مَا فِي نَسَبٍ كَالْحَنَفِي ... قَبِيلاً، اوْ مَذْهَباً، اوْ بِالْيَا صِفِ

936. এবং এর (প্রকারগুলির) মধ্যে সম্বন্ধবাচক বিশেষণের (নসব) বিষয়টিও আসে, যেমন 'আল-হানাফী' (হানাফী) ... (এটি বোঝায়) কোনো গোত্রকে, অথবা কোনো মাযহাবকে (মাযহাব), অথবা 'ইয়া' (ي) যোগে এর বর্ণনা করা হয়।

تَلْخِيصُ الْمُتَشَابِهِ

937. وَلَهُمْ قِسْمٌ مِنَ النَّوْعَيْنِ ... مُرَكَّبٌ مُتَّفِقُ اللَّفْظَيْنِ

938. فِي الِاسْمِ، لَكِنَّ أَبَاهُ اخْتَلَفَا ... أَوْ عَكْسُهُ[1]، أَوْ نَحْوُهُ[2]، وَصَنَّفَا

939. فِيهِ الْخَطِيبُ[3]، نَحْوُ[4] مُوسَى بْنِ عَلِي[5] ... وَابْنِ عُلَيّ[6]، وَحَنَانَ[7] الْأَسَدِي[8]

(1) في ز، ل: «أو عكسِهِ» بالجرِّ، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، م، ن، س، ف.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 274): «أو على العكس؛ بأن يأتلف الاسمان خطّاً، ويختلفا لفظاً، ويتَّفق أسماء أبويهما لفظاً».

(2) في و، ي، م، ن: «نحوَهُ» بالنَّصب، وفي ز، ل: «نحوِه» بالجرِّ، والمثبت من ب، د، هـ.
قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 274): «أو نحو ذلك؛ بأن يتفق الاسمان والكنيتان لفظاً، وتختلف نسبتهما نطقاً، أو تتَّفق النِّسبة لفظاً، ويختلف الاسمان أو الكنيتان لفظاً، وما أشبه ذلك».

(3) واسم كتابه: «تلخيص المتشابه في الرسم»، وهو مطبوع.

(4) في ب، ج، د، و، ز، ل، م، ن: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من هـ.

(5) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 274): «وهم جماعةٌ متأخِّرون، ليس في الكتب السِّتَّة منهم أحدٌ».

(6) هو: موسى بن عُلَيّ بن رباح اللَّخميُّ، أبو عبد الرَّحمن المصريُّ، صدوقٌ ربَّما أخطأ، من السَّابعة، (ت 163 هـ). تقريب التَّهذيب (6994).

والرَّاجح في اسم أبيه أنَّه: (عَلي)، بالتَّكبير. انظر: شرح النَّاظم (2/ 275).

(7) في ز، ل، م، ن: «وحنانِ» مجرورا بالكسرة، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، س. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 292): «ومُنع صرفه للوزن».

(8) هو: حَنَان الأسديُّ، كوفيٌّ، مقبولٌ من السَّادسة. تقريب التَّهذيب (1574).

قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 278): «ومثال الخامس: حنان الأسدي، وحيان الأسدي».

সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়াবলির সংক্ষিপ্তকরণ

937. এবং তাদের জন্য দুটি প্রকারের মধ্যে একটি শাখা আছে ... যা এমন যৌগিক (নাম) যার উভয় শব্দে উচ্চারণগত ঐক্য রয়েছে।

938. নামে (ঐক্য), কিন্তু তাদের পিতা ভিন্ন, ... অথবা এর বিপরীত[1], অথবা এর সদৃশ[2], এবং তারা (এ বিষয়ে গ্রন্থ) সংকলন করেছেন।

939. এতে আল-খতিব[3] (গ্রন্থ রচনা করেছেন), যেমন[4] মূসা ইবনে আলী[5] ... এবং ইবনে উলাই[6], এবং হান্নান আল-আসাদী[7][8]।

---

(1) 'যা', 'লাম' লিপিতে: 'আও আকসিহি' (এর বিপরীত) জার (কাসরা) সহকারে রয়েছে। এবং যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হলো 'আ', 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'হা', 'ইয়া', 'মিম', 'নুন', 'সিন', 'ফা' থেকে।

গ্রন্থকার (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২৭৪) এ বলেছেন: "অথবা এর বিপরীত; এভাবে যে, দুটি নাম লেখায় অভিন্ন কিন্তু উচ্চারণে ভিন্ন হবে, এবং তাদের পিতাদের নাম উচ্চারণে অভিন্ন হবে।"

(2) ‘ওয়াও’, ‘ইয়া’, ‘মিম’, ‘নুন’ লিপিতে: ‘নাহওয়াহু’ (এর সদৃশ) নাসব (ফাতহা) সহকারে রয়েছে, এবং ‘যা’, ‘লাম’ লিপিতে: ‘নাহওয়িহি’ (এর সদৃশ) জার (কাসরা) সহকারে রয়েছে। এবং যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হলো ‘বা’, ‘দাল’, ‘হা’ থেকে।

গ্রন্থকার (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২৭৪) এ বলেছেন: "অথবা অনুরূপ কিছু; এভাবে যে, দুটি নাম ও কুনিয়াত (ডাকনাম) উচ্চারণে অভিন্ন হবে, কিন্তু তাদের সম্পর্ক (নিসবাত) উচ্চারণে ভিন্ন হবে, অথবা সম্পর্ক উচ্চারণে অভিন্ন হবে, কিন্তু দুটি নাম বা কুনিয়াত উচ্চারণে ভিন্ন হবে, এবং এর অনুরূপ।"

(3) এবং তার গ্রন্থের নাম: "সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়াবলির লেখনীতে সারসংক্ষেপ" (تلخيص المتشابه في الرسم)। এটি মুদ্রিত।

(4) ‘বা’, ‘জিম’, ‘দাল’, ‘ওয়াও’, ‘যা’, ‘লাম’, ‘মিম’, ‘নুন’ লিপিতে: ‘নাহওয়া’ (যেমন) নাসব (ফাতহা) সহকারে রয়েছে। এবং যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হলো ‘হা’ থেকে।

(5) গ্রন্থকার (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২৭৪) এ বলেছেন: "এবং তারা হলো পরবর্তী প্রজন্মের একদল ব্যক্তি, যাদের কেউ ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থে নেই।"

(6) তিনি হলেন: মূসা ইবনে উলাই ইবনে রাবাহ আল-লাখমি, আবু আব্দুর রহমান আল-মিসরি। তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন, তবে কখনো কখনো ভুল করতেন। সপ্তম স্তরের (বর্ণনাকারী) দের একজন। (মৃত্যু ১৬৩ হিজরি)। তাক্বরীবুত তাহযীব (৬৯৯৪)।

এবং তার পিতার নামের বিষয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য মত হলো: এটি ‘আলী’ (عَلِي), ‘লাম’ অক্ষরের উপর তাশদীদ (গুরুত্বারোপ) সহকারে। দেখুন: গ্রন্থকারের ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২৭৫)।

(7) ‘যা’, ‘লাম’, ‘মিম’, ‘নুন’ লিপিতে: ‘ওয়া হানানি’ (এবং হানানের) জার (কাসরা) সহকারে রয়েছে। এবং যা সাব্যস্ত করা হয়েছে তা হলো ‘জিম’, ‘দাল’, ‘হা’, ‘ওয়াও’, ‘হা’, ‘সিন’ থেকে। যাকারিয়া আল-আনসারী (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন) ফাতহুল বাকি (২/২৯২) এ বলেছেন: "এবং এর ‘সরফ’ (পূর্ণ স্বরচিহ্ন গ্রহণ) এর ওযন (প্যাটার্ন) এর কারণে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।"

(8) তিনি হলেন: হান্নান আল-আসাদী, কুফাবাসী, ষষ্ঠ স্তরের (বর্ণনাকারী) দের মধ্যে গ্রহণযোগ্য। তাক্বরীবুত তাহযীব (১৫৭৪)।

গ্রন্থকার (আল্লাহ তার উপর রহমত বর্ষণ করুন) তার ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/২৭৮) এ বলেছেন: "এবং পঞ্চম প্রকারের উদাহরণ হলো: হান্নান আল-আসাদী এবং হাইয়ান আল-আসাদী।"

الْمُشْتَبِهُ الْمَقْلُوبُ [1]

940. وَلَهُمُ[2] «الْمُشْتَبِهُ الْمَقْلُوبُ» ... صَنَّفَ فِيهِ الْحَافِظُ الْخَطِيبُ[3]

941. كَابْنِ يَزِيدَ؛ الْأَسْوَدِ[4] الرَّبَّانِي ... وَكَابْنِ الْاسْوَدِ يَزِيدَ؛ اثْنَانِ[5]

---

(1) في د: «المشتبهُ والمقلوبُ»، وهو وهم.

(2) في ك: «وله» بدل: «وَلَهُمُ»، وبه ينكسر الوزن.

(3) واسم كتابه: «رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب».

(4) هو: الأسود بن يزيد بن قيس النَّخَعيُّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرَّحمن، مُخَضْرمٌ، ثقةٌ، مكثِرٌ، فقيهٌ. (ت 74 هـ). تقريب التَّهذيب (509).

(5) وهما: يزيد بن الأسود العامريُّ، وقيل: الخزاعيُّ رضي الله عنه، ويزيد بن الأسود الجرشيُّ. شرح النَّاظم (2/ 280).

মুশতাবিহুল মাকলুব [1]

৯৪০. এবং তাদের মধ্যেও রয়েছে[2] «মুশতাবিহুল মাকলুব» ... এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন হাফিজুল খতীব।[3]

৯৪১. ইবনে ইয়াযীদ আল-আসওয়াদ[4] আর-রাব্বানী-এর মতো ... এবং ইবনুল আসওয়াদ ইয়াযীদ-এর মতো দুজন।[5]

---

(1) 'দ' অনুলিপিতে: «আল-মুশতাবিহু ওয়াল মাকলুবু» রয়েছে, যা একটি ভ্রম।

(2) 'কাফ' অনুলিপিতে: «ওয়ালাহু» রয়েছে «ওয়ালাহুমু» এর পরিবর্তে, এবং এর দ্বারা ছন্দ ভঙ্গ হয়।

(3) তাঁর গ্রন্থের নাম: «রাফিউল ইরতিয়াব ফিল মাকলুব মিনাল আসমা ওয়াল আনসাব»।

(4) তিনি হলেন: আল-আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ ইবনে কাইস আন-নাখা'য়ী, আবু আমর, অথবা আবু আবদুর রহমান। তিনি মুখাদরাম, নির্ভরযোগ্য, বেশি হাদিস বর্ণনাকারী, ফকীহ। (মৃত্যু ৭৪ হিজরী)। তাকরীবুত তাহযীব (৫০৯)।

(5) এবং তারা দুজন হলেন: ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল-আমিরী, এবং বলা হয়েছে যে, তিনি আল-খুযাঈ, আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন, এবং ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ আল-জুরাশী। শারহুন নাযিম (২/২৮০)।

مَنْ نُسِبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ

942. وَنَسَبُوا إِلَى سِوَى الْآبَاءِ ... إِمَّا لِأُمٍّ كَبَنِي عَفْرَاءِ[1]

943. وَجَدَّةٍ نَحْوُ[2] ابْنِ[3] مُنْيَةٍ[4]، وَجَدّ ... كَابْنِ جُرَيْجٍ، وَجَمَاعَاتٍ، وَقَدْ

944. يُنْسَبُ كَالْمِقْدَادِ[5] بِالتَّبَنِّي ... فَلَيْسَ لِلْأَسْوَدِ أَصْلاً بِابْنِ

---

(1) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 181): «مَن نُسِبَ إلى أُمِّه كبني عفراءَ، وهُمُ: مُعاذٌ، ومُعَوِّذٌ، وعَوْذٌ، وقيل: عَوْفٌ بالفاءِ، وعفراءُ أُمُّهم، وهي: عفراءُ بنتُ عبيدِ بن ثعلبةَ مِن بني النجَّارِ، واسمُ أبيهم: الحارثُ بن رفاعةَ بن الحارثِ مِن بني النجَّارِ أيضاً».

(2) في ب، د، هـ، و، ز، ل، ن: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من م.

(3) في أ، ج: «ابنُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س.

(4) هو: يعلى بن أُميَّة التَّميمي، ويُنسَب إلى (مُنْيَة) وهي أمُّه أو جدَّته، أسلم يوم الفتح. الاستيعاب (4/ 1585)، والإصابة (6/ 538).

(5) هو: المقداد بن عمرو البهراني رضي الله عنه، حليف كِنْدة، تبنَّاه الأسود بن عبد يغوث الزُّهريُّ فنُسِب إليه، صحابيٌّ مشهورٌ من السَّابقين، لم يثبت أنَّه كان ببدرٍ فارسٌ غيره، (ت 33 هـ). الاستيعاب (4/ 1480)، والإصابة (6/ 159).

যারা তাদের পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে সম্পর্কিত হয়েছে

৯৪২. এবং তারা পিতার পরিবর্তে (অন্যের সাথে) সম্পর্কিত করেছে... হয় মায়ের সাথে, যেমন বানু আফরা'র[১] (ক্ষেত্রে)।

৯৪৩. আর দাদীর সাথে, যেমন ইবনু মুনইয়াহ-এর[৪] (ক্ষেত্রে)[২][৩]। আর দাদার সাথে... যেমন ইবনু জুরাইজ এবং আরো অনেক দলের (ক্ষেত্রে)।

৯৪৪. দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে (কেউ কেউ) সম্পর্কিত হয়, যেমন মিকদাদ-এর[৫] (ক্ষেত্রে)... বস্তুত সে আসওয়াদ-এর প্রকৃত পুত্র ছিল না।

---

(১) নাযিম (আল্লাহ্ তার প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/১৮১) এ বলেছেন: "যারা তাদের মায়ের সাথে সম্পর্কিত, যেমন বানু আফরা'। তারা হলেন: মু'আয, মু'আওউইয ও 'আউধ। কেউ কেউ 'আওফ (ফা অক্ষর দিয়ে) বলেছেন। আফরা' হলেন তাদের মা। তিনি হলেন বনু নাজ্জারের উবায়েদ ইবনু সা'লাবার কন্যা আফরা'। তাদের পিতার নামও বনু নাজ্জারের আল-হারিছ ইবনু রিফা'আহ ইবনু আল-হারিছ।"

(২) ব, দ, হ, ওয়াও, য, ল, ন পাণ্ডুলিপিগুলিতে 'নাহু' (نحو) নসব (উচ্চস্বর) সহকারে রয়েছে, এবং মূল পাঠটি ম পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

(৩) আ, জ পাণ্ডুলিপিগুলিতে 'ইবনু' (ابنُ) রফ' (উচ্চস্বর) সহকারে রয়েছে, এবং মূল পাঠটি ব, দ, হ, ওয়াও, য, হ, ল, ম, ন, স পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

(৪) তিনি হলেন ইয়া'লা ইবনু উমায়্যাহ আত-তামিমি। তাকে মুনইয়াহ-এর সাথে সম্পর্কিত করা হয়, যিনি তার মা অথবা দাদী। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আল-ইসতিয়াব (৪/১৫৮৫), আল-ইছাবাহ (৬/৫৩৮)।

(৫) তিনি হলেন মিকদাদ ইবনু আমর আল-বাহরানি (আল্লাহ্ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন), কিন্দাহ গোত্রের মিত্র। আসওয়াদ ইবনু আবদ ইয়াগুছ আয-যুহরি তাকে দত্তক নিয়েছিলেন, তাই তাকে তার প্রতি সম্বন্ধিত করা হয়। তিনি প্রথম দিকের (ইসলাম গ্রহণকারী) সাহাবীদের মধ্যে একজন বিখ্যাত সাহাবী ছিলেন। বদর যুদ্ধে তার ছাড়া অন্য কোনো অশ্বারোহী থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। (মৃত্যু ৩৩ হিজরি)। আল-ইসতিয়াব (৪/১৪৮০), আল-ইছাবাহ (৬/১৫৯)।

الْمَنْسُوبُونَ[1] إِلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ [2]

945. وَنَسَبُوا لِعَارِضٍ كَالْبَدْرِي ... نَزَلَ بَدْراً: عُقْبَةَ بْنِ[3] عَمْرِو[4]

946. كَذَلِكَ التَّيْمِيُ سُلَيْمَانُ نَزَلْ ... تَيْماً[5]، وَخَالِدٌ[6] بِحَذَّاءٍ جَعَلْ

947. جُلُوسَهُ، وَمِقْسَمٌ[7] لَمَّا لَزِمْ ... مَجْلِسَ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَاهُ وُسِمْ

---

(1) في ح، س: «المنسوبُ».

(2) «إِلَى خِلَافِ الظَّاهِرِ» سقطت من ع.

(3) في ز، م، ن، س: «ابنَ» بالنَّصب، وفي د: بالجرِّ والنَّصب، والمثبت من ب، هـ، و، ي، ل.

(4) هو: أبو مسعود عُقْبة بن عَمرو بن ثعلبة الأنصاريُّ، الخزرجيُّ، توفِّي بعد سنة (40 هـ). الاستيعاب (3/ 1074)، والإصابة (4/ 432).

(5) قال البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير (4/ 20): «سُليمان بن طرخان، أبو المُعتَمِر، يُعرَف بالتَّيمِي، كَانَ ينزل بني تَيم، وهو مَولى بني مُرَّة، البَصرِيُّ».

(6) في س: «وخالدٍ» بالجرِّ المنوَّن، والمثبت من ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، ف.

وهو: خالد بن مِهران أبو المَنازل، البصريُّ، الحذَّاء، قيل له ذلك لأنَّه كان يجلس عندهم، وقيل: لأنَّه كان يقول: احذُ على هذا النَّحو، وهو ثقة يرسل، من الخامسة. تقريب التَّهذيب (1680).

(7) هو: مِقسَم بن بُجرة، ويُقال: نَجْدة، أبو القاسم، مولى عبد الله بن الحارث، ويُقال له: مولى ابن عباس للزومه له، صدوقٌ وكان يرسِل، (ت 101 هـ). تقريب التَّهذيب (6873).

বাহ্যিকতার বিপরীত দিকে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গ[1] [2]

৯৪৫. এবং তারা একটি আকস্মিক ঘটনার কারণে সম্পর্কিত করেছে, যেমন বদরী... যে বদরে বসবাস করত: উকবাহ ইবনে আমর।[3][4]

৯৪৬. অনুরূপভাবে তাইমী সুলাইমান, সে তাইম গোত্রে বসবাস করত,[5] এবং খালিদ,[6] সে হায্যায় নিজের বসার ব্যবস্থা করেছিল।

৯৪৭. তার বসার জায়গা, এবং মিকসাম,[7] যখন সে তার মাওলা আবদুল্লাহর মজলিসে নিয়মিত উপস্থিত থাকত, তখন তাকে (সেই নামে) চিহ্নিত করা হয়েছিল।

---

(1) হা (ح) ও সিন (س) পাণ্ডুলিপিতে: «আল-মানসূবু» (একবচন) রয়েছে।

(2) «ইলা খিলাফিয যাহির» (বাহ্যিকতার বিপরীতে) অংশটি আইন (ع) পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(3) যা (ز), মিম (م), নুন (ن), সিন (س) পাণ্ডুলিপিতে: «ইবন» নসব (কর্ম কারক) সহকারে রয়েছে, এবং দাল (د) পাণ্ডুলিপিতে: জার (সম্পর্ক কারক) ও নসব (কর্ম কারক) উভয় সহকারে রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা বা (ب), হা (هـ), ওয়াও (و), ইয়া (ي), লাম (ل) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

(4) তিনি হলেন: আবু মাসউদ উকবাহ ইবনে আমর ইবনে সালাবাহ আনসারী, খাযরাজী। তিনি ৪০ হিজরির পর ইন্তেকাল করেন। আল-ইস্তিআব (৩/১০৭৪), এবং আল-ইছাবাহ (৪/৪৩২)।

(5) ইমাম বুখারী (রহ.) আত-তারীখুল কাবীর (৪/২০) গ্রন্থে বলেছেন: «সুলাইমান ইবনে তারখান, আবুল মু'তামির, তাইমী নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি বনু তাইম গোত্রে বসবাস করতেন, এবং তিনি বনু মুররাহর মাওলা (মুক্ত দাস) ছিলেন, তিনি বসরাবাসী ছিলেন»।

(6) সিন (س) পাণ্ডুলিপিতে: «ওয়া খালিদিন» (وخالدٍ) তানবীন জার (সম্পর্ক কারক ও নুনায়ন) সহকারে রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত তা বা (ب), জিম (ج), দাল (د), হা (هـ), ওয়াও (و), যা (ز), হা (ح), লাম (ل), মিম (م), নুন (ن), ফা (ف) পাণ্ডুলিপি থেকে নেওয়া হয়েছে।

তিনি হলেন: খালিদ ইবনে মিহরান আবুল মানাজিল, বসরাবাসী, আল-হায্যা'। তাকে এই নামে ডাকা হত কারণ তিনি তাদের সাথে বসতেন, এবং বলা হয়েছে: কারণ তিনি বলতেন: «এই পদ্ধতি অনুসরণ করো»। তিনি নির্ভরযোগ্য তবে মুরসাল হাদীস বর্ণনা করতেন, পঞ্চম স্তরের রাবী। তাকরিবুত তাহযীব (১৬৮০)।

(7) তিনি হলেন: মিকসাম ইবনে বুজর‍্যাহ, এবং বলা হয়েছে: নাজদাহ, আবুল কাসিম, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসের মাওলা। এবং তাকে বলা হয়: ইবনে আব্বাসের মাওলা, তার (ইবনে আব্বাসের) সাথে তার (মিকসামের) অবিরাম লেগে থাকার কারণে। তিনি সত্যবাদী তবে মুরসাল হাদীস বর্ণনা করতেন (মৃত্যু ১০১ হিজরি)। তাকরিবুত তাহযীব (৬৮৭৩)।

الْمُبْهَمَاتُ

948. وَ «مُبْهَمُ الرُّوَاةِ»: مَا لَمْ يُسَمَّ ... كَـ «امْرَأَةٍ» فِي الْحَيْضِ وَهْيَ أَسْمَا[1]

949. وَ «مَنْ رَقَى سَيِّدَ ذَاكَ الْحَيِّ» ... رَاقٍ[2] أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

950. وَمِنْهُ نَحْوُ: «ابْنِ[3] فُلَانٍ»، «عَمِّهِ» ... «عَمَّتِهِ»، «زَوْجَتِهِ»، «ابْنِ أُمِّهِ»

(1) أسماء بنت شَكَل الأنصاريَّة، صحابيَّة، ويُقال: إنَّها بنت يزيد بن السَّكن، نُسِبت لجدِّها وصُحِّف اسمه. الإصابة (8/ 12).

(2) قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 301): «واعلم أن أكثرَ نُسَخِ النَّظم: (أَبِي سَعِيدٍ) بالجَرِّ، ويظهر في إعرابِه أنَّ (رَاقٍ) عُطِفَ على (كَامْرَأَةٍ)، و (أَبِي سَعِيدٍ) بيانٌ منه، وقوله: (وَمَنْ رَقَى) خبرٌ لمبتدأ محذوف».

(3) في هـ، و، م: «ابنُ» بالرَّفع، والمثبت من أ، د، ز، ح، ل، س.

অজ্ঞাত ব্যক্তিবর্গ

৯৪৮. আর «অস্পষ্ট বর্ণনাকারী» (مُبْهَمُ الرُّوَاةِ) হলো: যাদের নাম উল্লেখ করা হয়নি ... যেমন, হায়েজ (মাসিক) অধ্যায়ে (বর্ণিত) «একজন নারী» (امْرَأَةٍ), আর তিনি হলেন আসমা[১]

৯৪৯. আর «যে ঐ গোত্রের সর্দারকে রুকইয়াহ করেছিল» ... (এখানে) রুকইয়াহকারী (رَاقٍ) হলেন আবু সাঈদ আল-খুদরি[২]

৯৫০. এবং এর অন্তর্ভুক্ত হলো যেমন: «অমুকের পুত্র», «তার চাচা», ... «তার ফুফু», «তার স্ত্রী», «তার মায়ের পুত্র»।

---

(১) আসমা বিনতে শাকাল আনসারিয়্যাহ, একজন সাহাবিয়্যাহ। বলা হয়ে থাকে যে, তিনি ইয়াজিদ ইবন আস-সাকানের কন্যা। তাঁকে তাঁর দাদার দিকে সম্বন্ধিত করা হয়েছে এবং তাঁর নামটি বিকৃত হয়েছে। আল-ইসাবাহ (৮/১২)।

(২) আল-সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগিস' (৪/৩০১) গ্রন্থে বলেছেন: "জেনে রাখুন যে, বেশিরভাগ কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে: (أَبِي سَعِيدٍ) 'জার' (jarr) অবস্থায় রয়েছে, এবং এর ব্যাকরণগত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, (رَاقٍ) পদটি (كَامْرَأَةٍ)-এর উপর 'আত্বফ' (atf) হয়েছে, আর (أَبِي سَعِيدٍ) পদটি এর (রুকইয়াহকারী-এর) একটি 'বয়ান' (bayan), এবং তাঁর উক্তি: (وَمَنْ رَقَى) একটি উহ্য 'মুবতাদা' (mubtada')-এর 'খবর' (khabar)।"

(৩) 'হা' (هـ), 'ওয়াও' (و), 'মীম' (م) পাণ্ডুলিপিগুলোতে: (ابنُ) 'রাফ' (raf') অবস্থায় রয়েছে। আর মূল পাঠে যা প্রতিষ্ঠিত, তা 'আলিফ' (أ), 'দাল' (د), 'যা' (ز), 'হা' (ح), 'লাম' (ل), 'সিন' (س) পাণ্ডুলিপিগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে।

تَوَارِيخُ الرُّوَاةِ وَالْوَفَيَاتِ [1]

951. وَوَضَعُوا التَّارِيخَ لَمَّا كَذَبَا ... ذَوُوهُ حَتَّى بَانَ لَمَّا حُسِبَا

952. فَاسْتَكْمَلَ النَّبِيُّ وَالصِّدِّيقُ ... كَذَا عَلِيٌّ وَكَذَا الْفَارُوقُ

953. ثَلَاثَةَ[2] الْأَعْوَامِ وَالسِّتِّينَا ... وَفِي رَبِيعٍ قَدْ قَضَى يَقِينَا

954. سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةٍ، وَقُبِضَا ... عَامَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ التَّالِي الرِّضَا

955. وَلِثَلَاثٍ بَعْدَ عِشْرِينَ عُمَرْ ... وَخَمْسَةٍ بَعْدَ ثَلَاثِينَ غَدَرْ

956. عَادٍ بِعُثْمَانَ، كَذَاكَ بِعَلِيْ ... فِي الْأَرْبَعِينَ ذُو الشَّقَاءِ الْأَزَلِيْ

---

(1) في هـ، و، ي، ن: «والوفياتُ» بالرَّفع، والمثبت من ل، س.

ويدل على المثبت سياق النَّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 294) حيث يقول: «الحكمةُ في وَضعِ أَهلِ الحديثِ التَّارِيخَ لِوَفاةِ الرُّواةِ ومَوَالِيدهم ... ».

(2) في أ، م: «ثلاثةُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، د، هـ، و، ل، ن، س، ف.

বর্ণনাকারীদের তারিখ এবং মৃত্যুসনসমূহ [1]

৯৫১. তারা ইতিহাসের প্রবর্তন করেন যখন এর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা (বর্ণনাকারীগণ) মিথ্যা বলা শুরু করে,... যাতে হিসাব নিকাশের মাধ্যমে সত্য প্রকাশিত হয়।

৯৫২. সুতরাং নবী (সা.) এবং সিদ্দীক (রা.) তাঁদের পূর্ণ জীবনকাল সম্পন্ন করেন,... তেমনি আলী (রা.) এবং তেমনি ফারুক (রা.)ও (তাঁদের পূর্ণ জীবনকাল সম্পন্ন করেন)।

৯৫৩. তিষট্টি বছর (তাঁর বয়স হয়েছিল)[2],... এবং নিশ্চিতভাবে রবিউল আউয়াল মাসেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

৯৫৪. একাদশ হিজরীতে তিনি (নবী) ইন্তেকাল করেন,... এবং তেরো হিজরীতে তাঁর অনুসারী, যিনি সন্তুষ্ট (আবু বকর সিদ্দীক রা.), ইন্তেকাল করেন।

৯৫৫. এবং তেইশ হিজরীতে উমার (রা.) শাহাদাত বরণ করেন,... আর পঁয়ত্রিশ হিজরীতে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়।

৯৫৬. উসমান (রা.) এর প্রতি (সেই) বিশ্বাসঘাতকতা পুনরায় ঘটে, তেমনি আলী (রা.) এর প্রতিও,... চল্লিশ হিজরীতে (ঘটে) সেই আদিম চিরস্থায়ী দুর্ভাগ্য।

---

(১) হ, ও, ই, ন (গ্রন্থ)সমূহে 'আল-ওয়াফিয়াতু' (الوفياتُ) রফ' (رفع) অবস্থায় (অর্থাৎ পেশযুক্ত) রয়েছে, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে (অর্থাৎ 'আল-ওয়াফিয়াতি') তা ল, স (গ্রন্থ)সমূহ থেকে।

নাযিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের (২/২৯৪) প্রেক্ষাপট দ্বারাও এ প্রতিষ্ঠিত রূপের সমর্থন করেন, যেখানে তিনি বলেন: 'হাদীস বিশারদগণ কর্তৃক বর্ণনাকারীদের মৃত্যু ও জন্ম তারিখ নির্ধারণের পেছনে প্রজ্ঞা হলো... '।

(২) আ, ম (গ্রন্থ)সমূহে 'সালাসাতু' (ثلاثةُ) রফ' (رفع) অবস্থায় (অর্থাৎ পেশযুক্ত) রয়েছে, আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে (অর্থাৎ 'সালাসাতা') তা ব, দ, হ, ও, ল, ন, স, ফ (গ্রন্থ)সমূহ থেকে।

---

957. وَطَلْحَةُ مَعَ الزُّبَيْرِ جُمِعَا[1] ... سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ مَعَا[2]

958. وَعَامَ خَمْسَةٍ وَخَمْسِينَ قَضَى ... سَعْدٌ، وَقَبْلَهُ سَعِيدٌ فَمَضَى

959. سَنَةَ إِحْدَى بَعْدَ خَمْسِينَ، وَفِي ... عَامِ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ تَفِي

960. قَضَى ابْنُ عَوْفٍ، وَالْأَمِينُ[3] سَبَقَهُ ... عَامَ ثَمَانِي عَشْرَةٍ مُحَقَّقَهْ

961. وَعَاشَ حَسَّانٌ[4] كَذَا حَكِيمُ[5] ... عِشْرِينَ بَعْدَ مِئَةٍ تَقُومُ[6]

962. سِتُّونَ فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ حَضَرَتْ ... سَنَةَ أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ خَلَتْ[7]

---

(1) في ن: «جُمَعَا» بفتح الميم، والمثبت من أ، ب، د، هـ، و، ز، ل، م، س، ف.

(2) هذا البيت سقط من نسخة ع؛ لوجود خرم.

(3) أي: أبو عبيدة بن الجرَّاح.

(4) المراد: حسَّان بن ثابت الأنصاري، شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(5) هو: حكيم بن حزام بن خويلد الأسديُّ، أبو خالد المكِّيُّ، ابن أخي خديجةَ - أمِّ المؤمنين -، أسلم يوم الفتح. الاستيعاب (1/ 362)، والإصابة (2/ 97).

(6) في حاشية أ: «بلغ مقابلة على نسخة الأصل المنقول منها حسب الجهد والطاقة ... (أ)».

(أ) خمس كلمات غير واضحة.

(7) أي: توفِّيا سنةَ (54 هـ). شرح النَّاظم (2/ 311).

৯৫৭। আর তালহা ও যুবায়ের একত্রিত হলেন[১] ... একত্র ছত্রিশ সনে[২]

৯৫৯। আর পঞ্চান্ন সনে মৃত্যুবরণ করলেন ... সা'দ, আর তার পূর্বে সাঈদ ইন্তেকাল করলেন

৯৫৮। একান্ন সনে, আর বত্রিশ সনে পূর্ণতা লাভ করলো (অর্থাৎ ইন্তেকাল হলো)

৯৬০। ইবনে আউফ মৃত্যুবরণ করলেন, আর আমীন[৩] তার পূর্বে ইন্তেকাল করলেন ... আঠারো সনে নিশ্চিতভাবে

৯৬১। আর হাসসান[৪] বাঁচলেন, তেমনি হাকীমও[৫] ... একশো বিশ বছর পূর্ণ করলেন[৬]

৯৬২। ইসলামে ষাট বছর, তারপর উপস্থিত হলো ... চৌয়ান্ন সনে[৭]

---

(১) ন (পাণ্ডুলিপিতে 'নূন')-এর পাণ্ডুলিপিতে: মীম (م) বর্ণে ফাতাহা (জবর) সহ «جُمَعَا» রয়েছে, তবে অ, ব, দ, হ, ও, য, ল, ম, স, ফ (অন্যান্য পাণ্ডুলিপি) থেকে যা গৃহীত হয়েছে তা হলো (মীম বর্ণে কাসরাহ বা যের সহ) «جُمِعَا»।

(২) এই পঙ্‌ক্তিটি 'আইন' (পাণ্ডুলিপিতে 'আইন') পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে; একটি ত্রুটির (খরম) কারণে।

(৩) অর্থাৎ: আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ।

(৪) উদ্দেশ্য: হাসসান ইবনে সাবিত আল-আনসারী, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবি।

(৫) তিনি হলেন: হাকিম ইবনে হিজাম ইবনে খুওয়াইলিদ আল-আসাদী, আবু খালিদ আল-মাক্কী, উম্মুল মুমিনীন খাদীজা (রা.)-এর ভাইপো। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। (দ্রষ্টব্য: আল-ইস্তিআব ১/৩৬২, এবং আল-ইছাবাহ ২/৯৭)।

(৬) 'অ' (পাণ্ডুলিপিতে 'আলিফ') পাণ্ডুলিপির টীকায় রয়েছে: «মূল পাণ্ডুলিপির সাথে সাধ্য ও শক্তি অনুযায়ী তুলনা করে প্রাপ্ত হয়েছে... (অ)»।

(অ) পাঁচটি শব্দ অস্পষ্ট।

(৭) অর্থাৎ: তাঁরা উভয়ে (৫৪ হিজরি) সনে ইন্তেকাল করেন। (দ্রষ্টব্য: শারহুন নাযিম ২/৩১১)।

963. وَفَوْقَ حَسَّانٍ[1] ثَلَاثَةٌ كَذَا ... عَاشُوا، وَمَا لِغَيْرِهِمْ يُعْرَفُ ذَا

964. قُلْتُ: حُوَيْطِبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى[2] ... مَعَ ابْنِ يَرْبُوعٍ سَعِيدٍ[3] يُعْزَى

965. هَذَانِ مَعْ[4] حَمْنَنَ[5]، وَابْنِ نَوْفَلِ[6] ... كُلٌّ إِلَى وَصْفٍ حَكِيمٍ فَاجْمُلِ

---

(1) في د: «حسَّانَ» بفتح النَّون، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، ل، م، ن، س.

(2) هو: حُوَيطب بن عبد العُزَّى بن أبي قيس القُرَشيُّ العامري رضي الله عنه، أسلم يوم الفتح، وكان من المؤلَّفة قلوبهم. (ت 54 هـ). الاستيعاب (1/ 399)، والإصابة (2/ 124).

(3) في و: «سعيدٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، ز، ح، ط، ل، م، ن، س، ف.

وهو: سعيد بن يربوع المخزومي رضي الله عنه، من مسلمة الفتح. (ت 54 هـ). الاستيعاب (2/ 626)، والإصابة (3/ 97).

(4) في هـ: «مَعَ» بفتح العين، وبه ينكسر الوزن. قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 312): «بالإسكان».

(5) في أ، ونسخة على حاشية ب: «مخْرَمة بن نوفلِ» بدل: «حَمْنَنَ، وَابْنِ نَوْفَلِ»، وفي د: «حَمْنَنِ» بكسر النُّون، وفي ف: «حمنُ» بضمِّها، وهو وهم، وفي ع: «حمنٍ» بالكسر المنوَّن، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ز، ح، ط، ك، ل، م، ن، س.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 332): «بدون تنوينٍ للضَّرورة».

وهو: حَمْنَن بن عوف الزُّهريُّ، أخو الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. الاستيعاب (1/ 402)، والإصابة (2/ 109).

(6) هو: مخرمة بن نوفل الزُّهري، والد المِسور، من مسلمة الفتح، وكان من المؤلَّفة قلوبهم، (ت 54 هـ). الاستيعاب (3/ 1380)، والإصابة (6/ 41).

৯৬৩. আর হাস্সানের[1] উপরে তেমনিভাবে তিনজন... তারা বেঁচে ছিলেন, এবং তাদের ছাড়া অন্যদের ব্যাপারে এটি পরিচিত নয়।

৯৬৪. আমি বললাম: হুওয়াইতিব ইবনে আব্দুল উযযা[2]... ইবনে ইয়ারবূ' সাঈদের[3] সাথে সম্পর্কিত।

৯৬৫. এই দুইজন, সাথে[4] হাম্মান[5] এবং ইবনে নাওফাল[6]... প্রত্যেকেই প্রজ্ঞাময় বর্ণনা অনুসারে, অতএব সুন্দরভাবে উল্লেখ করো।

---

(১) 'দাল' সংস্করণে: «হাস্সানা» নুন-এর ফাতাহ (যবর) সহকারে, আর যা এখানে স্থির করা হয়েছে তা 'বা', 'জি', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সিন' থেকে নেওয়া হয়েছে।

(২) তিনি হলেন: হুওয়াইতিব ইবনে আব্দুল উযযা ইবনে আবি কায়স আল-কুরাশী আল-আমিরি (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। তিনি মক্কা বিজয়ের দিন ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের মনকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছিল। (মৃত্যু ৫৪ হিজরি)। আল-ইসতিয়াব (১/৩৯৯), এবং আল-ইসাবাহ (২/১২৪)।

(৩) 'ওয়াও' সংস্করণে: «সাঈদুন» তানবিনযুক্ত রফা (পেশ) সহকারে, আর যা এখানে স্থির করা হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জি', 'হা', 'যা', 'হা', 'ত্বা', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সিন', 'ফা' থেকে নেওয়া হয়েছে।

তিনি হলেন: সাঈদ ইবনে ইয়ারবূ' আল-মাখযূমী (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন)। তিনি মক্কা বিজয়ের দিনের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। (মৃত্যু ৫৪ হিজরি)। আল-ইসতিয়াব (২/৬২৬), আল-ইসাবাহ (৩/৯৭)।

(৪) 'হা' সংস্করণে: «মা'আ» আইন-এর ফাতাহ (যবর) সহকারে, আর এর দ্বারা ছন্দ ভঙ্গ হয়। যাকারিয়্যা আল-আনসারী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল বাকি (২/৩১২) গ্রন্থে বলেছেন: «বিল-ইস্কান»।

(৫) 'আলিফ' এবং 'বা'-এর টীকায় একটি সংস্করণে: «মাখরামাহ ইবনে নাওফাল» এর পরিবর্তে «হাম্মান, এবং ইবনে নাওফাল»। আর 'দাল' সংস্করণে: «হাম্মানিন» নুন-এর কাসরা (জের) সহকারে। আর 'ফা' সংস্করণে: «হাম্মানু» দম্মা (পেশ) সহকারে, যা একটি ভুল। আর 'আইন' সংস্করণে: «হাম্মানিন» তানবিনযুক্ত কাসরা (জের) সহকারে। আর যা এখানে স্থির করা হয়েছে তা 'বা', 'জি', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ত্বা', 'কাফ', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সিন' থেকে নেওয়া হয়েছে। আস-সাখাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ফাতহুল মুগীছ (৪/৩৩২) গ্রন্থে বলেছেন: «বি-দুন তানবিনিন লিদ-দারুরাহ»।

তিনি হলেন: হাম্মান ইবনে আওফ আয-যুহরী, যিনি মহান সাহাবী আব্দুর রহমান ইবনে আওফের ভাই। আল-ইসতিয়াব (১/৪০২), আল-ইসাবাহ (২/১০৯)।

(৬) তিনি হলেন: মাখরামাহ ইবনে নাওফাল আয-যুহরী, মিসওয়ারের পিতা। তিনি মক্কা বিজয়ের দিনের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের মনকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছিল। (মৃত্যু ৫৪ হিজরি)। আল-ইসতিয়াব (৩/১৩৮০), আল-ইসাবাহ (৬/৪১)।

966. وَفِي الصِّحَابِ[1] سِتَّةٌ[2] قَدْ عُمِّرُوا ... كَذَاكَ فِي الْمُعَمَّرِينَ ذُكِرُوا[3]

967. وَقُبِضَ الثَّوْرِيُّ عَامَ إِحْدَى ... مِنْ بَعْدِ سِتِّينَ وَقَرْنٍ عُدَّا

968. وَبَعْدُ فِي تِسْعٍ تَلِي سَبْعِينَا ... وَفَاةُ مَالِكٍ، وَفِي الْخَمْسِينَا

969. وَمِئَةٍ أَبُو حَنِيفَةَ[4] قَضَى ... وَالشَّافِعِيُّ بَعْدَ قَرْنَيْنِ مَضَى

---

(1) في هـ، ح: «الصَّحَابِ» بفتح الصَّاد، وفي ك، م: بكسر الصَّاد وفتحها، والمثبت من ب، ج، و، ط، ل، ن.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 333): «بالفتح والكسر، جمع صاحب».

(2) في نسخة على حاشيتي أ، ب: «خمسة» بدل: «سِتَّةٌ».

(3) وهم:

1 - عاصمُ بن عَدِيّ بن الجدِّ العَجْلانيُّ.

2 - المُنتجع، جدُّ ناجية.

3 - نافعُ أبو سليمانَ العبديُّ.

4 - اللَّجْلَاجُ العامريُّ.

5 - سعدُ بنُ جنادةَ العوفيُّ الأنصاريُّ.

6 - عَدِيُّ بنُ حاتمٍ الطائيُّ رضي الله عنهم.

انظر: شرح النَّاظم (2/ 314 - 316).

وقد نظمهم البرهان الحلبيُّ رحمه الله كما في حاشية ز، وفي فتح المغيث (4/ 334)، فقال:

مُنْتَجِعٌ، وَنَافِعٌ، مَعْ عَاصِمِ ... وَسَعْدُ، لَجْلَاجٌ، مَعَ ابْنِ حَاتِمِ

قال: وَإِن شِئْتَ قُلتَ:

مُنْتَجِعٌ، وَنَافِعٌ، مَعْ عَاصِمِ ... وَسَعْدٍ، اللَّجْلَاجِ، وَابْنِ حَاتِمِ

(4) في د، ز، ح، ل: «أبو حنيفةٍ» بالجر المنون، وفي م: بفتح التَّاء والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ط، ن، ف.

966. সাহাবীগণের মধ্যে ছয়জন দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন ... তেমনিভাবে তাঁদেরকে দীর্ঘায়ুপ্রাপ্তদের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

967. এবং সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) একশ একষট্টি (হিজরি) সনে ইন্তেকাল করেন ... যা ষাট ও এক শতাব্দীর পরে গণনা করা হয়েছে।

968. অতঃপর, সত্তরের পর নব্বই (অর্থাৎ একশ উনসত্তর) সনে ... মালিকের ওফাত হয়, এবং পঞ্চাশের দশকে...

969. ...এবং একশ পঞ্চাশ (হিজরি) সনে আবু হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) ইন্তেকাল করেন ... আর শাফিঈ (রহিমাহুল্লাহ) দুই শতাব্দীর পর ইন্তেকাল করেন।

---

(1) 'হা' ও 'হা' পাণ্ডুলিপিতে 'আস-সাহাব' (الصَّحَابِ) শব্দটি সদ (ص) অক্ষরের উপর ফাতহা (আ-স্বর) সহকারে; এবং 'কাফ' ও 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে সদ (ص) অক্ষরের উপর কাসরা (ই-স্বর) ও ফাতহা (আ-স্বর) উভয় সহকারে (লেখা আছে)। আর যা নিশ্চিত করা হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'ওয়াও', 'তা', 'লাম', 'নুন' পাণ্ডুলিপি থেকে (নেওয়া হয়েছে)।

ইমাম সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীস' (৪/৩৩৩) গ্রন্থে বলেছেন: "(শব্দটি) ফাতহা (আ-স্বর) ও কাসরা (ই-স্বর) উভয় সহ (ব্যবহার হয়), এটি 'সাহিব' (صاحب)-এর বহুবচন।"

(2) 'আলিফ' ও 'বা' পাণ্ডুলিপির টীকায় 'ছয়জন' (سِتَّةٌ)-এর পরিবর্তে 'পাঁচজন' (خمسة) (লেখা আছে)।

(3) তাঁরা হলেন:

1 - আসিম ইবন আদি ইবনুল জাদ্দ আল-আজলানী।

2 - আল-মুনতাজিয়া, নাজিয়ার দাদা।

3 - নাফি আবু সুলাইমান আল-আবদী।

4 - আল-লাজলাজ আল-আমিরী।

5 - সা'দ ইবন জুনাদা আল-আওফী আল-আনসারী।

6 - আদি ইবন হাতিম আত-তাঈ (আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হন)।

দেখুন: শরাহ আন-নাজিম (২/৩১৪ - ৩১৬)।

এবং আল-বুরহান আল-হালাবী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁদেরকে কাব্যাকারে বর্ণনা করেছেন, যেমনটি 'জা' পাণ্ডুলিপির টীকায় এবং 'ফাতহুল মুগীস' (৪/৩৩৪)-এ উল্লেখ আছে। তিনি বলেছেন:

মুনতাজিয়া, নাফি', আসিমের সাথে ... এবং সা'দ, লাজলাজ, ইবন হাতিমের সাথে।

তিনি বলেছেন: আর যদি আপনি চান, তাহলে বলবেন:

মুনতাজিয়া, নাফি', আসিমের সাথে ... এবং সা'দ, লাজলাজ, ইবন হাতিমের সাথে।

(4) 'দাল', 'জা', 'হা', 'লাম' পাণ্ডুলিপিতে 'আবু হানিফাতিন' (أبو حنيفةٍ) শব্দটি তানউইন (nunation) সহ কাসরা (ই-স্বর)-তে (জার অবস্থা) লেখা হয়েছে; এবং 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে তা (ت) অক্ষরের উপর ফাতহা (আ-স্বর) এবং তানউইন (nunation) সহ কাসরা (ই-স্বর) উভয় সহকারে (লেখা আছে)। আর যা নিশ্চিত করা হয়েছে তা 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'হা', 'ওয়াও', 'তা', 'নুন', 'ফা' পাণ্ডুলিপি থেকে (নেওয়া হয়েছে)।

970. لِأَرْبَعٍ، ثُمَّ[1] قَضَى مَأْمُونَا ... أَحْمَدُ فِي إِحْدَى وَأَرْبَعِينَا

971. ثُمَّ الْبُخَارِيُّ[2] لَيْلَةَ الْفِطْرِ لَدَى ... سِتٍّ وَخَمْسِينَ بِخَرْتَنْكَ[3] رَدَى

972. وَمُسْلِمٌ سَنَةَ إِحْدَى فِي رَجَبْ ... مِنْ بَعْدِ قَرْنَيْنِ وَسِتِّينَ ذَهَبْ

973. ثُمَّ لِخَمْسٍ بَعْدَ سَبْعِينَ أَبُو ... دَاوُدَ، ثُمَّ التِّرْمِذِيُّ يَعْقُبُ

974. سَنَةَ تِسْعٍ بَعْدَهَا، وَذُو نَسَا[4] ... رَابِعَ قَرْنٍ لِثَلَاثٍ رُفِسَا[5]

---

(1) «ثُمَّ» سقطت من ك.

(2) في د، م، س: «البخاريُّ» بالرَّفع، والمثبت من و، ز، ي، ل، ن، ع. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 340): «بالإسكان للوزن».

(3) في و، ن: «بخرتنك» بفتح الخاء وكسرها معاً، والمثبت من ب، ج، د، هـ، ح، ط، ي، ك، ل، م، ع، ف.

قال ياقوت في معجم البلدان (2/ 356): «بفتح أوّله»، وقال النّاظم رحمه الله في شرحه (2/ 319): «وذكرَ ابنُ دقيقِ العيدِ في شرحِ الإلمامِ: أنَّها بكسرِ الخاءِ، والمعروفُ: فتحُهَا». انظر: شرح الإلمام لابن دقيق العيد (1/ 313).

وهي: قرية بينها وبين سمرقند ثلاثة فراسخ (25 كم)، وتقع اليوم في أوزبكستان. أطلس أعلام المحدثين (ص 43).

(4) من مدن خراسان، وقد اندثرت، وموضعها اليوم ضمن دولةِ تركمانستان، قرب العاصمة عشق آباد. معجم البلدان (5/ 282)، وأطلس أعلام المحدثين (ص 110).

(5) لم يذكر النَّاظِم رحمه الله وفاة ابن ماجه؛ لأنَّ ابن الصَّلاحِ لم يذكرها، وقد نظمها البرهان الحلبيُّ رحمه الله كما في حاشية ز، وفي فتح المغيث (4/ 344)، فقال:

قُلْتُ: وَمَاتَ الحَافِظُ ابْنُ مَاجَةِ ... مِنْ قَبْلِ حَبْرِ تِرْمِذٍ بِسِتَّةِ

৯৭০। চার (দশকের পর), এরপর আহমাদ একচল্লিশ (হিজরি) সালে নিরাপদে পরলোকগমন করলেন...

৯৭১। তারপর বুখারী ঈদুল ফিতরের রাতে... ছাপ্পান্ন (হিজরি) সালে খারতানকে পরলোকগমন করলেন।

৯৭২। আর মুসলিম রজব মাসে একষট্টি (হিজরি) সালে... দুইশ' ষাট (বছর) পার হওয়ার পর পরলোকগমন করলেন।

৯৭৩। তারপর পঁচাত্তর (হিজরি) সালে আবু দাউদ, তারপর তিরমিযী তাঁর পরে আসলেন।

৯৭৪। তার পরে ঊনআশি (হিজরি) সালে, আর নাসার অধিবাসী (নাসায়ী)... চতুর্থ শতাব্দীর তিনে (৩০৩ হিজরিতে) আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে পরলোকগমন করলেন।

---

(১) «ثُمَّ» (এরপর) 'কাফ' (ক) পাণ্ডুলিপি থেকে বাদ পড়েছে।

(২) 'দাল', 'মিম', 'সিন' পাণ্ডুলিপিতে «البخاريُّ» (আল-বুখারী) রফা সহকারে রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা 'ওয়াও', 'যা', 'ইয়া', 'লাম', 'নুন', 'আইন' পাণ্ডুলিপি থেকে। ইমাম সাখাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) 'ফাতহুল মুগীস' (৪/৩৪০) গ্রন্থে বলেছেন: «ওজন (পদ্যের ছন্দ) রক্ষার জন্য ইসকান (সাকিন) সহকারে»।

(৩) 'ওয়াও', 'নুন' পাণ্ডুলিপিতে «بخرتنك» (খারতানাক) খা' (خ) এর ফাতহা (জবর) এবং কাসরা (জের) উভয় সহকারে রয়েছে, এবং যা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা 'বা', 'জিম', 'দাল', 'হা', 'হা', 'তা', 'ইয়া', 'কাফ', 'লাম', 'মিম', 'আইন', 'ফা' পাণ্ডুলিপি থেকে।

ইয়াকুত তাঁর 'মু'জামুল বুলদান' (২/৩৫৬) গ্রন্থে বলেছেন: «এর প্রথম অক্ষর ফাতহা সহকারে», আর নাযিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থ (২/৩১৯) এ বলেছেন: «ইবনে দাকিকুল ঈদ 'শারহুল ইলমাম' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এটি খা' (خ) এর কাসরা (জের) সহকারে, তবে প্রসিদ্ধ হলো: এর ফাতহা (জবর) সহকারে উচ্চারণ করা হয়»। দেখুন: শারহুল ইলমাম লি-ইবনি দাকিকিল ঈদ (১/৩১৩)।

এটি একটি গ্রাম, যা সমরকন্দের সাথে তিন ফারসাখ (২৫ কিমি) দূরত্বে অবস্থিত, এবং বর্তমানে উজবেকিস্তানে অবস্থিত। আল্লামুল মুহাদ্দিসীন অ্যাটলাস (পৃষ্ঠা ৪৩)।

(৪) এটি খোরাসানের একটি শহর ছিল, যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, এবং এর বর্তমান অবস্থান তুর্কমেনিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে, রাজধানী আশখাবাদের কাছে। মু'জামুল বুলদান (৫/২৮২), এবং আল্লামুল মুহাদ্দিসীন অ্যাটলাস (পৃষ্ঠা ১১০)।

(৫) নাযিম (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) ইবনে মাজাহ এর ইন্তেকালের কথা উল্লেখ করেননি; কারণ ইবনে সালাহ তা উল্লেখ করেননি। তবে আল-বুরহান আল-হালাবী (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন) তা কবিতায় গেঁথেছেন, যেমনটি 'যা' পাণ্ডুলিপির টীকাতে এবং 'ফাতহুল মুগীস' (৪/৩৪৪) গ্রন্থে রয়েছে, এবং তিনি বলেছেন:

আমি বলি: আর হাফিজ ইবনে মাজাহ মৃত্যুবরণ করেছেন... তিরমিযীর মহাজ্ঞানীর (মৃত্যুর) ছয় বছর আগে।

975. ثُمَّ لِخَمْسٍ وَثَمَانِينَ تَفِي ... الدَّارَقُطْنِيُ، ثُمَّتَ الْحَاكِمُ فِي

976. خَامِسِ[1] قَرْنٍ عَامَ خَمْسَةٍ فَنِي ... وَبَعْدَهُ بِأَرْبَعٍ عَبْدُ الْغَنِي[2]

977. فَفِي الثَّلَاثِينَ أَبُو نُعَيْمِ ... وَلِثَمَانٍ بَيْهَقِيُّ الْقَوْمِ

978. مِنْ بَعْدِ خَمْسِينَ، وَبَعْدَ خَمْسَةِ ... خَطِيبُهُمْ وَالنَّمَرِيُ فِي سَنَةِ[3]

---

(1) في ن: «رابع» بدل: «خَامِسِ»، وهو وهم.

(2) هو: الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي، محدِّث مصر، صاحب كتاب: «المؤتلف والمختلف». سير أعلام النُّبلاء (17/ 268).

(3) أي: أنَّ وفاة الحافِظَيْن الخطيب البغدادي، وابن عبد البرّ كانت في سنة واحدة؛ سنة (463 هـ). شرح النَّاظم (2/ 323).

৯৭৫. তারপর পঁচাশি (বছর) পূর্ণ হলে ... দারাকুতনী (বিদায় নেন), অতঃপর হাকিম...

৯৭৬. পঞ্চম[১] শতাব্দীর পঞ্চম বছরে (তিনি) শেষ হন ... এবং তার চার বছর পর আব্দুল গনী[২] (বিদায় নেন)।

৯৭৭. অতঃপর ত্রিশে আবু নুআইম ... এবং আটে (বছর পর) জাতির বাইহাকী (বিদায় নেন)।

৯৭৮. পঞ্চাশের পর, এবং পাঁচের পর ... তাদের খতীব ও আন-নামারী একই বছরে[৩] (বিদায় নেন)।

---

(১) নুসখা 'ন' (ن)-এ 'পঞ্চম' (خَامِسِ)-এর পরিবর্তে 'চতুর্থ' (رابع) রয়েছে, যা একটি ভ্রম।

(২) তিনি হলেন: হাফিয আব্দুল গনী ইবন সাঈদ আল-আযদী, মিসরের মুহাদ্দিস এবং 'আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ' (المؤتلف والمختلف) গ্রন্থের রচয়িতা। সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা (১৭/২৬৮)।

(৩) অর্থাৎ, দুই হাফিয খতীব আল-বাগদাদী এবং ইবন আব্দুল বার-এর ইন্তেকাল একই বছরে (৪৬৩ হিজরী সনে) হয়েছিল। শারহ আন-নাযিম (২/৩২৩)।

مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ وَالضُّعَفَاءِ [1]

979. وَاعْنَ بِعِلْمِ «الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ» ... فَإِنَّهُ الْمَرْقَاةُ لِلتَّفْضِيلِ

980. بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالسَّقِيمِ، وَاحْذَرِ ... مِنْ غَرَضٍ فَالْجَرْحُ أَيُّ[2] خَطَرِ

981. وَمَعَ ذَا فَالنُّصْحُ حَقٌّ، وَلَقَدْ ... أَحْسَنَ يَحْيَى فِي جَوَابِهِ وَسَدّْ

982. «لَأَنْ يَكُونُوا خُصَمَاءَ لِي أَحَبّْ ... مِنْ كَوْنِ خَصْمِي الْمُصْطَفَى إِذْ لَمْ أَذُبّْ»[3]

983. وَرُبَّمَا رُدَّ كَلَامُ الْجَارِحِ ... كَالنَّسَئِيِّ فِي أَحْمَدَ[4] بْنِ صَالِحِ[5]

---

(1) في ف: «معرفة الثقات من الضعفاءِ».

(2) في ج: «أيَّ» بالنَّصب، والمثبت من ب، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن.

(3) قال يحيى بن سعيد القطَّان رحمه الله كما في الكامل (1/ 186): «لأن يكون خصمي في الآخرة رجلٌ من عرض النَّاس أحبُّ إليَّ مِن أن يكون خصمي في الآخرة النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم؛ يقول: بلغك عنِّي حديثٌ وقع في وهمك أنَّه عنِّي غير صحيحٍ - يعني: فلم تنكره! -». ونحوه في الكفاية (ص 44).

(4) في ن: «أحمدِ» بكسر الدَّال، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، س، ع، ف.

(5) قال النَّسائي رحمه الله في أحمد بن صالح في الضعفاء والمتروكون (ص 59): «ليس بثقة».

وقد كان بيْن النَّسائي وأحمد بن صالح مُشاحَنة. قال مُحَمد بن هارون البرقي رحمه الله: «هذا الخراساني - يعني: النَّسائيَّ - يتكلم في أحمد بن صالح، وحضرت مجلس أحمد بن صالح وطرده من مجلسه، فحمله ذلك على أن تكلم فيه». الكامل (1/ 300).

নির্ভরযোগ্য ও দুর্বলদের পরিচিতি [1]

979. এবং সমালোচনা ও সত্যায়নের জ্ঞান (ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল)-এর প্রতি যত্নশীল হও … কেননা এটিই বিস্তারিত বিভাজনের সোপান।

980. সহীহ ও দুর্বল (হাদীসের) মধ্যে, এবং ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থেকে সাবধান থেকো … কারণ (বর্ণনাকারীর) সমালোচনা (জারহ) অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

981. এতদসত্ত্বেও উপদেশ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য, আর ইয়াহইয়া তার উত্তরে অত্যন্ত সুন্দর ও সঠিক কথা বলেছেন …

982. «আমার প্রতিপক্ষ হিসাবে তাদের থাকা আমার কাছে অধিক প্রিয় … মুস্তফা (ﷺ) আমার প্রতিপক্ষ হওয়া থেকে, যদি আমি (তাঁর সুন্নাহকে) রক্ষা না করি।»[3]

983. আর কখনো কখনো জারহকারীর (সমালোচকের) উক্তি প্রত্যাখ্যান করা হয় … যেমন নাসায়ী (রহ.) কর্তৃক আহমদ ইবনে সালেহ সম্পর্কে (করা মন্তব্য)।[4][5]

---

(1) ফ (F) পাণ্ডুলিপিতে: «নির্ভরযোগ্যদের থেকে দুর্বলদের পরিচিতি»।

(2) জ (J) পাণ্ডুলিপিতে: «আইয়্যা» (أَيَّ) নাসব (ফাতহা) সহকারে, এবং প্রমাণিত পাঠটি ব, হ, ও, য, হ, ই, ল, ম, ন পাণ্ডুলিপি থেকে।

(3) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান (রহ.) বলেছেন, যেমনটি আল-কামিল (১/১৮৬) গ্রন্থে আছে: «আখিরাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে কেউ আমার প্রতিপক্ষ হওয়া আমার কাছে বেশি প্রিয়, আখিরাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতিপক্ষ হওয়া থেকে; তিনি বলবেন: আমার সম্পর্কে একটি হাদীস তোমার কাছে পৌঁছেছিল যা তোমার ধারণায় আমার থেকে সহীহ নয় – অর্থাৎ, তুমি তা প্রত্যাখ্যান করোনি কেন! »। এবং এর অনুরূপ কাফায়াহ (পৃষ্ঠা ৪৪) গ্রন্থেও রয়েছে।

(4) ন (N) পাণ্ডুলিপিতে: «আহমাদি» (أحمدِ) দাল বর্ণে কাসরা (যের) সহকারে, এবং প্রমাণিত পাঠটি আ, ব, জ, দ, হ, ও, য, হ, ই, ল, ম, স, আ, ফ পাণ্ডুলিপি থেকে।

(5) নাসায়ী (রহ.) আহমদ ইবনে সালেহ সম্পর্কে 'আদ-দু'আফা ওয়াল মাতরুকুন' (পৃষ্ঠা ৫৯) গ্রন্থে বলেছেন: «সে নির্ভরযোগ্য নয়»।

নাসায়ী এবং আহমদ ইবনে সালেহ-এর মধ্যে মনোমালিন্য ছিল। মুহাম্মদ ইবনে হারুন আল-বার্কী (রহ.) বলেছেন: «এই খুরাসানী – অর্থাৎ, নাসায়ী – আহমদ ইবনে সালেহ সম্পর্কে কথা বলেন (নেতিবাচক মন্তব্য করেন), এবং আমি আহমদ ইবনে সালেহ-এর মজলিসে উপস্থিত ছিলাম যখন তিনি নাসায়ীকে তাঁর মজলিস থেকে বের করে দিয়েছিলেন, ফলে এটিই তাকে আহমদ ইবনে সালেহ সম্পর্কে কথা বলার জন্য উৎসাহিত করেছিল»। আল-কামিল (১/৩০০)।

984. فَرُبَّمَا[1] كَانَ لِجَرْحٍ مَخْرَجُ ... غَطَّى عَلَيْهِ السُّخْطُ حِينَ يُحْرِجُ[2]

(1) في د: «وربَّما».

(2) في ح: «يجرح»، وفي ف، وحاشية م: «يخرج»، وفي م: «يُحْرَجُ» بفتح الرَّاء. قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 363): «بحاءٍ مُهمَلة، ثم راءٍ مفتوحة، وجيم، أي: يضيق صدرُه بسبب ما ناله».

والضَّبط المثبت من أ، ب، هـ، و، ط، ل، ن، س.

৯৮৪. হয়তো কোনো আঘাতের একটি নিষ্কৃতির পথ ছিল[1] ... কিন্তু যখন (ব্যক্তি) মানসিক সংকীর্ণতা অনুভব করে, তখন ক্রোধ তা আচ্ছন্ন করে ফেলে।[2]

(1) 'দ' পাণ্ডুলিপিতে: 'ওয়া রুব্বামা'।

(2) 'হা' পাণ্ডুলিপিতে: 'ইয়াজরাহু' (অর্থ: ক্ষত সৃষ্টি করে), এবং 'ফা' ও 'মিম'-এর টীকায়: 'ইয়াখরুজু' (অর্থ: বেরিয়ে আসে)। আর 'মিম' পাণ্ডুলিপিতে: 'ইউহরাজু' ('রা' অক্ষরের উপর জবর সহ)। ইমাম সাখাওয়ী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীছ' (৪/৩৬৩) গ্রন্থে বলেছেন: "নুকতাবিহীন 'হা' (ح), তারপর জবরযুক্ত 'রা' (رَ) এবং 'জিম' (ج) অক্ষর দ্বারা। অর্থাৎ: তাকে যা কষ্ট দেয় তার কারণে তার বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যায়।" উল্লেখিত পাঠটি 'আলিফ', 'বা', 'হা', 'ওয়াও', 'তা', 'লাম', 'নুন' ও 'সিন' পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ

985. وَفِي الثِّقَاتِ مَنْ أَخِيراً اخْتَلَطْ ... فَمَا رَوَى فِيهِ أَوَ ابْهَمَ[1] سَقَطْ

986. نَحْوُ[2] عَطَاءٍ وَهُوَ ابْنُ السَّائِبِ[3] ... وَكَالْجُرَيْرِيِّ سَعِيدٍ[4]، وَأَبِي

987. إِسْحَاقَ[5]، ثُمَّ ابْنِ[6] أَبِي عَرُوبَةِ[7] ... ثُمَّ الرَّقَاشِيِّ أَبِي قِلَابَةِ[8]

---

(1) في أ: «أَوَ ابْهَمْ قَدْ» بدل قوله: «أَوَ ابْهَمَ»، وفي ح: «أَوْ أَبْهَمَ» بهمزة القطع، وبه ينكسر الوزن، وفي ب: «أَبْهَمْ سقط»، والمثبت من ج، د، هـ، و، ز، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

(2) في ب، هـ، و، م، ن: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من ل.

(3) هو: عطاء بن السَّائب، أبو محمَّد، ويُقال: أبو السَّائب، الثَّقفيُّ، الكوفيُّ، صدوقٌ اختلط، (ت 136 هـ). تقريب التَّهذيب (4592).

(4) في د: «وسعيدٌ» بالرَّفع المنوَّن، والمثبت من أ، ب، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س.

(5) هو: عمرو بن عبد الله بن عُبَيد الهمداني، أبو إسحاق السَّبِيعيُّ، ثقةٌ، مُكثِرٌ، عابدٌ، اختلط بأخرة، (ت 129 هـ). تقريب التَّهذيب (5065).

(6) في و: «ابنُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، هـ، ز، ح، ل.

(7) هو: سَعِيد بن أبي عَرُوبةَ مِهْران اليَشْكُري مولاهم، أبو النَّضر البصريُّ، ثقةٌ حافظٌ له تصانيف، كثير التَّدليس، واختلط، وكان من أثبت النَّاس في قتادة، (ت 156 هـ). تقريب التَّهذيب (2365).

(8) في د: «قلابةُ» بسكون الهاء، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س، ع، ف.

নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে যারা স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছেন তাদের পরিচিতি

৯৮৫. নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের মধ্যে যারা শেষ বয়সে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছেন ... তাদের ওই অবস্থায় বর্ণিত বা অস্পষ্ট রাখা[১] বর্ণনা পরিত্যাজ্য।

৯৮৬. যেমন[২] আতা, আর তিনি ইবন আস-সাইব[৩] ... এবং জুরাইরি সাঈদের[৪] মতো, আর আবু

৯৮৭. ইসহাক[৫], অতঃপর ইবন[৬] আবি আরুবা[৭] ... অতঃপর রাকাশি আবু কিলাবা[৮]

---

(১) 'আ' প্রতিলিপিতে «আওয়া ইবহামা» এর পরিবর্তে «আওয়া ইবহাম ক্বাদ» রয়েছে। 'হা' প্রতিলিপিতে হামযাতুল ক্বাতি' সহ «আও আবহামা» রয়েছে, যার ফলে ছন্দ (আরুয) ভঙ্গ হয়। 'বা' প্রতিলিপিতে «আবহাম সাকাত্ব» রয়েছে। বর্তমান পাঠটি 'জিম', 'দাল', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সীন', 'আইন', 'ফা' থেকে গৃহীত।

(২) 'বা', 'হা', 'ওয়াও', 'মীম', 'নুন' প্রতিলিপিতে নসব সহ «নাহওয়া» রয়েছে। বর্তমান পাঠটি 'লাম' থেকে গৃহীত।

(৩) তিনি হলেন আতা ইবন আস-সাইব, আবু মুহাম্মাদ, যাকে আবু আস-সাইবও বলা হয়। তিনি সাফাকি, কুফি। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, কিন্তু শেষ বয়সে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছিলেন (মৃত্যু ১৩৬ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (৪৫৯২)।

(৪) 'দাল' প্রতিলিপিতে তানবীনসহ রফ' সহ «ওয়া সাঈদুন» রয়েছে। বর্তমান পাঠটি 'আলিফ', 'বা', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সীন' থেকে গৃহীত।

(৫) তিনি হলেন আমর ইবন আব্দুল্লাহ ইবন উবায়েদ আল-হামাদানি, আবু ইসহাক আস-সাবীয়ি। নির্ভরযোগ্য, প্রচুর বর্ণনাকারী, ইবাদতকারী। তিনি শেষ বয়সে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছিলেন (মৃত্যু ১২৯ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (৫০৬৫)।

(৬) 'ওয়াও' প্রতিলিপিতে রফ' সহ «ইবনুন» রয়েছে। বর্তমান পাঠটি 'বা', 'হা', 'যা', 'হা', 'লাম' থেকে গৃহীত।

(৭) তিনি হলেন সাঈদ ইবন আবি আরুবা মেহরান আল-ইয়াশকুরি, তাদের মাওলা, আবু আন-নাদর আল-বাসরি। তিনি নির্ভরযোগ্য হাফিয, তার বহু গ্রন্থ রয়েছে। তিনি প্রচুর তাদলিস (বর্ণনায় অস্পষ্টতা) করতেন এবং স্মৃতিভ্রষ্ট হয়েছিলেন। ক্বাতাদাহ (বর্ণনায়) তিনি ছিলেন অন্যতম দৃঢ়প্রমাণ ব্যক্তি (মৃত্যু ১৫৬ হি.)। তাকরিবুত তাহযীব (২৩৬৫)।

(৮) 'দাল' প্রতিলিপিতে 'হা' এর সুকুনসহ «ক্বিলাবাহ» রয়েছে। বর্তমান পাঠটি 'আলিফ', 'বা', 'জিম', 'হা', 'ওয়াও', 'যা', 'হা', 'ইয়া', 'লাম', 'মীম', 'নুন', 'সীন', 'আইন', 'ফা' থেকে গৃহীত।

988. كَذَا حُصَيْنُ السُّلَمِيُّ الْكُوفِي[1] ... وَعَارِمٌ مُحَمَّدٌ، وَالثَّقَفِي[2]

989. كَذَا ابْنُ هَمَّامٍ بِصَنْعَا إِذْ عَمِي ... وَ «الرَّأْيُ» - فِيمَا زَعَمُوا[3] -، وَالتَّوْأَمِي[4]

990. وَابْنُ عُيَيْنَةَ[5] مَعَ الْمَسْعُودِي[6] ... وَآخِراً حَكَوْهُ فِي الْحَفِيدِ

---

(1) هو: حُصَين بن عبد الرَّحمن السُّلَميُّ، أبو الهُذَيْل الكوفيُّ، ثقةٌ، تغيَّر حفظه في الآخر، (ت 136 هـ). تقريب التَّهذيب (1369).

(2) هو: عبد الوهَّاب بن عبد المجيد بن الصَّلت الثَّقفيُّ، أبو محمَّد البصريُّ، ثقةٌ، تغيَّر قبل موته بثلاث سنين، (ت 194 هـ). تقريب التَّهذيب (4261).

(3) أي: ربيعة الرَّأي، شيخ الإمام مالك. شرح النَّاظم (2/ 337).

(4) في ج، د، هـ، ح، ك: «والتومي». قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (2/ 326): «بفتح الفوقية، وسكون الواو، ثم بهمزة مفتوحة».

وهو: صالح بن نبهان المدنيُّ، مولى التَّوأَمة، صدوقٌ، اختلط، (ت 125 هـ). تقريب التَّهذيب (2892).

(5) في ج: «عَيينةٍ» بفتح العين، والكسر المنوَّن، وهو وهَم، وفي هـ، و: «عُيِينة» بضمِّ العين، وكسر الياء الأولى، وفي ب، ي، ع: «عُيينة» بضمِّ العين وفتح التَّاء والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من ز، ح، ل، م، ن، س.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 380): «بالصَّرف للضرورة».

ولا ينكسر بالصرف وعدمه، والأصل في (عيينة): ترك الصَّرف للعَلَميَّة والتأنيث.

(6) هو: عبد الرَّحمن بن عبد اللَّه بن عُتْبة بن عبد اللَّه بن مسعود الكوفيُّ، المسعوديُّ، صدوقٌ، اختلط قبل موته، وضابطه: أنَّ من سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط، (ت 160 هـ). تقريب التَّهذيب (3919).

৯৮৮। এবং এভাবেই হুসাইন আস-সুলামী আল-কুফী[১] ... এবং আরিম মুহাম্মদ, আর আস-সাকাফী[২]

৯৮৯। এবং এভাবেই ইবন হাম্মাম সান'আতে, যখন তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান ... আর 'আর-রায়ু' - যেমন তারা দাবি করেছেন[৩] - এবং আত-তাওয়ামী[৪]

৯৯০। আর ইবন উয়াইনাহ[৫] মাসউদী-এর সাথে[৬] ... এবং পরিশেষে তারা এটিকে নাতির ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন।

(১) তিনি হলেন: হুসাইন ইবন আবদুর রহমান আস-সুলামী, আবুল হুযায়ল আল-কুফী। তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু শেষ বয়সে তাঁর স্মৃতিশক্তি পরিবর্তিত হয়। (মৃত্যু ১৩৬ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযীব (১৩৬৯)।

(২) তিনি হলেন: আবদুল ওয়াহহাব ইবন আবদুল মাজিদ ইবন আস-সালত আস-সাকাফী, আবু মুহাম্মদ আল-বাসরী। তিনি বিশ্বস্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর তিন বছর পূর্বে তিনি পরিবর্তিত হন। (মৃত্যু ১৯৪ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযীব (৪২৬১)।

(৩) অর্থাৎ: রাবি'আহ আর-রায়ী, ইমাম মালিকের শাইখ। শারহুন নাযিম (২/৩৩৭)।

(৪) জিম, দাল, হা, হা, কাফ - এই সকল অনুলিপিতে: 'আত-তাওমী' এসেছে। ইমাম সাখাভী (রহ.) ফাতহুল মুগিস (২/৩২৬) গ্রন্থে বলেছেন: "উপরের 'তা' অক্ষরটির উপর যবর (ফাতহা) সহ, ওয়াও অক্ষরটির উপর যযম (সুকুন) সহ, তারপর হামযা অক্ষরটির উপর যবর (ফাতহা) সহ।" তিনি হলেন: সালিহ ইবন নাবহান আল-মাদানী, আত-তাওয়ামা এর মাওলা। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি পরিবর্তিত হয়। (মৃত্যু ১২৫ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযীব (২৮৯২)।

(৫) জিম-এ: 'আয়াইনাতিন' এসেছে প্রথম অক্ষর 'আইন'-এর উপর যবর (ফাতহা) এবং শেষের অক্ষরে তানবীনযুক্ত যের (কাসরা) সহ, যা একটি ভুল। এবং হা, ওয়াও-এ: 'উয়াইনাহ' এসেছে প্রথম অক্ষর 'আইন'-এর উপর পেশ (দম্মা) এবং প্রথম ইয়া-এর উপর যের (কাসরা) সহ। এবং বা, ইয়া, আইন-এ: 'উয়াইনাহ' এসেছে প্রথম অক্ষর 'আইন'-এর উপর পেশ (দম্মা), 'তা'-এর উপর যবর (ফাতহা) এবং একই সাথে তানবীনযুক্ত যের (জার) সহ। আর যা এখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তা যা, হা, লাম, মিম, নুন, সিন থেকে নেওয়া হয়েছে।

ইমাম সাখাভী (রহ.) ফাতহুল মুগিস (৪/৩৮০) গ্রন্থে বলেছেন: "প্রয়োজনের খাতিরে সরফ (তানবীন) (الصَّرف) সহ।"

সরফ (তানবীন) সহ বা ছাড়া কোন ব্যত্যয় হয় না, এবং (উয়াইনাহ) শব্দটির মূল রূপ হলো 'আল-আলমিয়্যাহ' (ব্যক্তির নাম) (العَلَمِيَّة) ও 'আত-তা'নীস' (স্ত্রীলিঙ্গ) (التأنيث) এর কারণে সরফ (তানবীন) বর্জন করা।

(৬) তিনি হলেন: আবদুর রহমান ইবন আবদুল্লাহ ইবন উতবাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ আল-কুফী, আল-মাসউদী। তিনি সত্যবাদী ছিলেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর স্মৃতিশক্তি

পরিবর্তিত হয়। এবং এর মূলনীতি হলো: যে ব্যক্তি বাগদাদে তাঁর নিকট থেকে শুনেছেন, তা স্মৃতিশক্তি পরিবর্তনের পরে ছিল। (মৃত্যু ১৬০ হিজরী)। তাকরিবুত তাহযীব (৩৯১৯)।

991. ابْنِ[1] خُزَيْمَةَ[2]، مَعَ الْغِطْرِيفِ[3] ... مَعَ الْقَطِيعِيْ أَحْمَدَ الْمَعْرُوفِ

(1) في ح: «وابن» بزيادة واو، وفي و، ح: «ابنُ» بالرَّفع، وفي م: بالجرِّ والرَّفع، والضَّبط المثبت من ب، هـ، ز، ل، ن.

(2) في ج، ز، ح، ك، ل، س: «خزيمةٍ» بالجرِّ المنوَّن، وفي ب، ي، م، ع: بفتح التَّاء والجرِّ المنوَّن معاً، والمثبت من هـ، و، ن.

وهو: محمَّد بن الفضل بن محمَّد بن إسحاق بن خُزَيْمَة بن المغيرة، أبو طاهر السُّلَمِيُّ، (ت 387 هـ). سير أعلام النُّبلاء (16/ 490).

(3) هو: الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن حسين الغطريفي، صاحب المستخرج على صحيح البخاري، (ت 377 هـ).

991. ইবন[1] খুযাইমাহ[2], আল-গাতরিফীর[3] সাথে ... প্রসিদ্ধ আহমদ আল-কাতিঈর সাথে

(1) "হা" হস্তলিপিতে: "ওয়া-ইবন" অতিরিক্ত ওয়াও সহ; এবং "ওয়াও", "হা" হস্তলিপিতে: "ইবন" রফা (nominative) অবস্থায়; এবং "মিম" হস্তলিপিতে: জর (genitive) ও রফা (nominative) উভয় অবস্থায়; এবং গৃহীত পঠন "বা", "হা", "যা", "লাম", "নুন" হস্তলিপিগুলি থেকে।

(2) "জীম", "যা", "হা", "কাফ", "লাম", "সীন" হস্তলিপিগুলিতে: "খুযাইমাতিন" তানবীনযুক্ত জর (genitive with nunation) অবস্থায়; এবং "বা", "ইয়া", "মিম", "আইন" হস্তলিপিগুলিতে: তা-এর উপর ফাতাহ এবং তানবীনযুক্ত জর উভয়ই একসাথে; এবং গৃহীত পঠন "হা", "ওয়াও", "নুন" হস্তলিপিগুলি থেকে।

তিনি হলেন: মুহাম্মাদ ইবনুল ফাদল ইবন মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক ইবন খুযাইমাহ ইবনুল মুগীরাহ, আবু তাহির আস-সুলামী, (মৃত্যু ৩৮৭ হি.)। সিয়ারু আ'লামিন নুবালা (১৬/৪৯০)।
(3) তিনি হলেন: হাফিয আবু আহমদ মুহাম্মাদ ইবন আহমদ ইবন হুসাইন আল-গাতরিফী, সহীহ আল-বুখারীর উপর রচিত আল-মুস্তাখরাজ-এর রচয়িতা, (মৃত্যু ৩৭৭ হি.)।

طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ

992. وَلِلرُّوَاةِ طَبَقَاتٌ فَاعْرِفِ[1] ... بِالسِّنِّ وَالْأَخْذِ، وَكَمْ مُصَنِّفِ[2]

993. يَغْلَطُ فِيهَا، وَابْنُ سَعْدٍ صَنَّفَا ... فِيهَا[3]، وَلَكِنْ كَمْ رَوَى عَنْ ضُعَفَا!

---

(1) في أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ك، ل، م، ن: «تُعرَفُ»، وفي نسخة على حاشية ب، ج: «فاعرف»، وفي حاشية ل - وهي مقروءة على البرهان الحلبي - بخطِّ الناسخ: «هكذا قرأناه على شيخنا المؤلِّف، وكذا سمعتُه عليه، ورأيتُ في بعض النُّسخ الحديثة: (فَاعْرِفِ) وقال عنها: إنَّها كذا بخطِّ المصنِّف، وهذه جارية على العربيَّة، وهي الصَّواب، ويعني بالصَّواب في قوله: (كَمْ مُصَنِّفِ)»، وقد قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 393): «قد عزا البرهان الحلبي لخَطِّ النَّاظِم ما لا يُحتاج معه إلى مَزيد تكلُّفٍ؛ فقال: وللرواة طبقات فاعرفِ ... بالسن والأخذ وكم مصنفِ».
وقال محمد بن قاسم الغزِّي رحمه الله في حاشيته على شرح النَّاظم (215/ ب): «قوله: (وَكَمْ مُصَنِّفِ)؛ (كَمْ): هذه خبريَّة: ومميِّزها مجرورٌ محذوفٌ مصدره، أو ظرف؛ والمرفوع بعدها مبتدأ».
(2) في أ، هـ، و، ز، ح، ن: «مصنِّفُ» بالرَّفع، وفي ج، د، ط، م: بالجرِّ والرَّفع، والمثبت من ل، س، ف.

(3) انظر: شرح النَّاظم (2/ 343).

বর্ণনাকারীদের স্তরসমূহ

৯৯২. বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, সুতরাং বয়স ও জ্ঞান গ্রহণের মাধ্যমে এবং বহু সংকলকের (গ্রন্থের ভিত্তিতে) তুমি তা জানো![১] ...

৯৯৩. এ বিষয়ে ভুল করা হয়, আর ইবনে সা'দ এ বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু তিনি কত দুর্বল বর্ণনাকারীর কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন![৩]

---

(১) আ, বা, জিম, হা, ওয়াও, যা, হা, ইয়া, কাফ, লাম, মিম, নুন - এই পান্ডুলিপিগুলোতে আছে: "তূ'রাফু" (পরিচিত)। আর বা, জিম-এর টীকায় এক কপিতে আছে: "ফা'রিফ" (সুতরাং তুমি জানো)। আর লাম-এর টীকায় – যা বুরহানুল হালাবীকে পড়ে শোনানো হয়েছিলো – লিপিকরের হাতে লেখা আছে: "এভাবেই আমরা আমাদের শাইখ, লেখককে এটি পড়ে শুনিয়েছি, এবং আমিও তাঁর কাছ থেকে এভাবেই শুনেছি। আর আমি কিছু আধুনিক কপিতে দেখেছি: (ফা'রিফি) এবং এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি লেখকের স্বহস্তে এভাবেই রয়েছে, আর এটি আরবী ব্যাকরণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং এটিই সঠিক। আর তিনি তাঁর এই উক্তি: (কাম মুসান্নিফি)-তে 'সঠিক' বলতে বোঝাতে চেয়েছেন।" আর সাখাভী (রহিমাহুল্লাহ) 'ফাতহুল মুগীস' (৪/৩৯৩)-এ বলেছেন: "বুরহানুল হালাবী লেখকের হস্তাক্ষরের বরাত দিয়েছেন, যার পর অতিরিক্ত কোনো কষ্ট করার প্রয়োজন নেই; সুতরাং তিনি বলেছেন:

বর্ণনাকারীদের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, সুতরাং তুমি তা জানো ... বয়স ও জ্ঞান গ্রহণের মাধ্যমে, এবং কত যে সংকলকের (আলোচনা দ্বারা)।"

আর মুহাম্মদ ইবনে কাসিম আল-গাযযী (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর 'শারহুন নাযিম' (২/২১৫/বা)-এর টীকায় বলেছেন: "তাঁর উক্তি: (ওয়া কাম মুসান্নিফি)-তে; (কাম) হলো বহুত্ববাচক (খবরিয়া): এবং এর *মুমাযিয* (পৃথককারী পদ) হলো একটি বিলুপ্ত *মাজরূর* (জেনিতীভ) শব্দ, যা ক্রিয়ামূল (*মাসদার*) অথবা ক্রিয়াবিশেষণ (*যারফ*) হতে পারে; আর এর পরে যে *মারফূ'* (নমিন্যাটিভ) পদ আছে, তা *মুবতাদা'* (উদ্দেশ্যপদ)।"

(২) আ, হা, ওয়াও, যা, হা, নুন - এই পান্ডুলিপিগুলোতে আছে: "মুসান্নিফু" (مصنِّفُ) রফ' (নমিন্যাটিভ) সহকারে। আর জিম, দাল, ত্বা, মিম - এইগুলোতে জার (জেনিতীভ) এবং রফ'

(নমিন্যাটিভ) উভয় প্রকারেই পাওয়া যায়। আর মূল পাঠে যা প্রতিষ্ঠিত, তা লাম, সিন, ফা - এই পান্ডুলিপিগুলো থেকে নেওয়া হয়েছে।

(৩) দেখুন: শারহুন নাযিম (২/৩৪৩)।

الْمَوَالِي مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالرُّوَاةِ

994. وَرُبَّمَا إِلَى الْقَبِيلِ يُنْسَبُ ... مَوْلَى عَتَاقَةٍ، وَهَذَا الْأَغْلَبُ[1]

995. أَوْ لِوَلَاءِ الْحِلْفِ؛ كَالتَّيْمِيِّ[2] ... مَالِكٍ، اوْ[3] لِلدِّينِ؛ كَالْجُعْفِيِّ[4]

996. وَرُبَّمَا يُنْسَبُ مَوْلَى الْمَوْلَى ... نَحْوُ[5] سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ أَصْلَا

---

(1) في حاشية ج: «بلغ مقابلة».

(2) في د: «كالتيميُّ» بسكون الياء، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ي، ل، م، س.

قال السَّخاويُّ رحمه الله في فتح المغيث (4/ 394): «بالتَّشديد».

(3) في هـ: «أو» بهمزة القطع.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 330): «بالدَّرج».

(4) في د: «كالجعفيُّ» بسكون الياء، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ط، ي، ل، م، س.

قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 330): «بتشديد آخره».

والمراد بالجُعفِيّ: الإمامُ البخاريُّ رحمه الله.

(5) في هـ، ز: «نحوَ» بالنَّصب، والمثبت من و، ل، م.

আলেম ও বর্ণনাকারীদের মধ্যে মাওয়ালি (মুক্তদাস) গণ

994. এবং অনেক সময় গোত্রের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করা হয় ... মুক্তিদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত মাওলাদের (মুক্তদাসদের), এবং এটিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটে।[1]

---

995. অথবা চুক্তির আনুগত্যের (وَلَاءِ حِلْف) কারণে; যেমন তায়মী (আত-তায়মী)[2] ... মালিকের ক্ষেত্রে, অথবা[3] দীনের কারণে; যেমন জা'ফী (আল-জু'ফী)[4]।

996. এবং অনেক সময় মাওলার মাওলাকে (অর্থাৎ মুক্তদাসের মুক্তদাসকে) সম্বন্ধযুক্ত করা হয় ... যেমন[5] সাঈদ ইবনে ইয়াসারকে তার মূল বংশের সাথে (সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে)।

---

(1) 'জ' পাণ্ডুলিপির টীকায়: "মুকাাবালাহ (সমন্বয়) সম্পন্ন হয়েছে।"

(2) 'দ' পাণ্ডুলিপিতে: "কা'ত-তায়মীয়্য" (التيميُّ৮) ইয়া এর উপর সুকুন সহকারে উল্লেখিত আছে। তবে অ, ব, জ, হ, ও, য, ত, য়, ল, ম, স পাণ্ডুলিপিগুলোতে যা প্রমাণিত, তা গ্রহণ করা হয়েছে। ইমাম সাখাভী (রহঃ) 'ফাতহুল মুগীস' (৪/৩৯৪) গ্রন্থে বলেছেন: "তাশদীদ (শব্দের শেষ বর্ণে জোর) সহকারে (উচ্চারিত হয়)।"

(3) 'হ' পাণ্ডুলিপিতে: "আও" (أو) হামযা-ই ক্বাতি' (ক্বাতি' হামযা) সহকারে (উচ্চারিত হয়েছে)। যাকারিয়া আনসারী (রহঃ) 'ফাতহুল বাকী' (২/৩৩০) গ্রন্থে বলেছেন: "সংযোগে (উচ্চারিত হয়)।"

(4) 'দ' পাণ্ডুলিপিতে: "কা'ল-জু'ফীয়্য" (الجعفيُّ৮) ইয়া এর উপর সুকুন সহকারে উল্লেখিত আছে। তবে অ, ব, জ, হ, ও, য, ত, য়, ল, ম, স পাণ্ডুলিপিগুলোতে যা প্রমাণিত, তা গ্রহণ করা হয়েছে। যাকারিয়া আনসারী (রহঃ) 'ফাতহুল বাকী' (২/৩৩০) গ্রন্থে বলেছেন: "এর শেষ বর্ণ তাশদীদ সহকারে।"
এবং জা'ফী (আল-জু'ফী) দ্বারা ইমাম বুখারী (রহঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

(5) 'হ' ও 'য' পাণ্ডুলিপিতে: "নাহওয়া" (نحوَ) নসব (ফাথাহ) সহকারে উল্লেখিত আছে। তবে ও, ল, ম পাণ্ডুলিপিগুলোতে যা প্রমাণিত, তা গ্রহণ করা হয়েছে।

أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ [1]

997. وَضَاعَتِ الْأَنْسَابُ فِي الْبُلْدَانِ ... فَنُسِبَ الْأَكْثَرُ[2] لِلْأَوْطَانِ[3]

998. وَإِنْ يَكُنْ فِي بَلْدَتَيْنِ سَكَنَا ... فَابْدَأْ بِالْأُولَى، وَبِـ «ثُمَّ» حَسُنَا[4]

999. وَمَنْ[5] يَكُنْ مِنْ قَرْيَةٍ مِنْ بَلْدَةٍ ... يُنْسَبْ لِكُلٍّ وَإِلَى النَّاحِيَةِ

---

(1) في ج، ك: «وبلدانِهم» بكسر النُّون والهاء، والمثبت من هـ، و، ح، ل، م، ن، س، ف.

(2) في م: «فنسب» بضمِّ النُّون وفتحها، وفتح السِّين وكسرها، وفتح الباء وضمِّها، و «الأكثر» بالرَّفع والجرِّ، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ز، ح، ي، ل، ن، س، ع، ف.

(3) في ع: «إلى الأوطان» بدل: «لِلْأَوْطَانِ»، وبه ينكسر الوزن.

(4) في م: «حسَنا» بفتح السِّين، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ح، ي، ك، ل، ن، س، ع، ف.

قال الرَّازيُّ رحمه الله في مختار الصحاح (ص 73): «وقد (حَسُنَ) الشَّيء: بالضَّم».

(5) في هـ: «وإن» بدل: «وَمَنْ».

বর্ণনাকারীদের আবাসস্থল ও তাদের দেশসমূহ [1]

997. আর দেশসমূহে বংশপরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল... ফলে অধিকাংশকেই[2] আবাসস্থলের সাথে সম্বন্ধিত করা হয়েছিল।[3]

998. আর যদি কেউ দুটি দেশে বসবাস করে থাকে... তবে প্রথমটির মাধ্যমে শুরু করবে, আর 'থুম্মা' (অর্থাৎ, অতঃপর) শব্দ দ্বারা তা উত্তম হবে।[4]

999. আর যে[5] কোনো শহরের একটি গ্রাম থেকে আসে... তাকে উভয়ের (গ্রাম ও শহর) সাথে এবং অঞ্চলের সাথেও সম্বন্ধিত করা হবে।

---

(1) জ্বিম (ج) ও কাফ (ك)-তে 'ওয়াবুলদানিহিম' (وبلدانِهم) নুন ও হা অক্ষরের কাসরাহ (ِ) সহকারে রয়েছে। আর যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা হা (ه), ওয়াও (و), হা (ح), লাম (ل), মীম (م), নুন (ن), সিন (س), ফা (ف) থেকে নেওয়া হয়েছে।

(2) মীম (ম)-তে 'ফানুসিবা' (فنسب) নুন অক্ষরের দম্মা (ُ) ও ফাতহা (َ), সিন অক্ষরের ফাতহা ও কাসরাহ (ِ), এবং বা অক্ষরের ফাতহা ও দম্মা সহকারে রয়েছে। আর 'আল-আকসার' (الأكثر)

রাফা' (নমিনবাচক) ও জার (জেনitive) সহকারে। আর যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা আলিফ (أ), বা (ب), জ্বিম (ج), হা (ه), ওয়াও (و), ঝা (ز), হা (ح), ইয়া (ي), লাম (ل), নুন (ن), সিন (س), আইন (ع), ফা (ف) থেকে নেওয়া হয়েছে।

(3) আইন (ع)-তে 'ইলাল আওতান' (إلى الأوطان) শব্দ 'লিল আওতান' (لِلْأَوْطَانِ)-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এর দ্বারা ছন্দভঙ্গ হয়।

(4) মীম (ম)-তে 'হাসানা' (حسَنا) সিন অক্ষরের ফাতহা (َ) সহকারে রয়েছে। আর যা এখানে গৃহীত হয়েছে তা আলিফ (أ), বা (ب), জ্বিম (ج), দাল (د), হা (ه), ওয়াও (و), হা (ح), ইয়া (ي), কাফ (ك), লাম (ل), নুন (ن), সিন (س), আইন (ع), ফা (ف) থেকে নেওয়া হয়েছে।

ইমাম রাযী (রহ.) মুখতারুস সিহাহ (পৃ. ৭৩)-এ বলেছেন: "বস্তুটি (حَسُنَ) সুন্দর হয়েছে: দম্মা (ُ) সহকারে।"

(5) হা (ه)-তে 'ওয়া-ইন' (وإن) শব্দ 'ওয়া-মান' (وَمَنْ)-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে।

[خَاتِمَةٌ]

1000. وَكَمَلَتْ[1] بِطَيْبَةَ الْمَيْمُونَهْ ... فَبَرَزَتْ مِنْ خِدْرِهَا مَصُونَهْ

1001. فَرَبُّنَا الْمَحْمُودُ وَالْمَشْكُورُ ... إِلَيْهِ مِنَّا تَرْجِعُ[2] الْأُمُورُ

1002. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ ... عَلَى النَّبِيِّ سَيِّدِ الْأَنَامِ[3]

* * *

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ

(1) في هـ، ح، م: «وكُمِلت» بضمِّ الميم، وفي و: بفتح الميم وضمِّها معاً.
قال ابن عمَّار المالكيُّ رحمه الله في مفتاح السَّعيديَّة (ص 467): «يقال: بفتح الميم في الأفصح، وبكسرها وضمِّها»، ونحوه في فتح المغيث (4/ 402)، وفتح الباقي (2/ 332).

(2) في د: «تُرْجَعُ» بضمِّ التَّاء وفتح الجيم، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ح، ل، م، س، ع.

(3) الخاتمة:

في أ: «نَجَزَ كتابُ (التَّبصرة والتَّذكرة). قال نَاظِمُها عبد الرَّحيم بن الحسين: فرغتُ منها يوم الخميس ثالث جمادى الآخرة، سنة ثماني وستِّين وسبع مئة، بالمدينة الشَّريفة على ساكِنِها أفضل الصَّلاة والسَّلام، وأكملتُ تبييضَ هذه النُّسخة في يوم الثلاثاء رابع عشر شهرِ رَجَب، سنة تاريخه.

فرغ من تعليقِها لنفسِه - العبدُ الفقيرُ إلى الله تعالى -: عبد الله بن أحمد بن عبد الرَّحمن اليمني ثم الجَبَرتي، نفعه الله بها يومَ لا ينفع مالٌ ولا بنون إلَّا من أتى الله بقلب سليم، في يوم الأحدِ، بعد صلاةِ العصرِ، خامس عشر شهر شعبان المكرَّم، سنة خمس وسبعين وسبع مئة. =

উপসংহার

১০০০. আর এটি বরকতময় তাইবায়[১] সম্পূর্ণ হলো ... তখন তা তার সুরক্ষিত অন্তরাল থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

১০০১. সুতরাং আমাদের প্রতিপালক, যিনি প্রশংসিত ও কৃতজ্ঞতার যোগ্য ... তাঁরই দিকে আমাদের সকল বিষয় ফিরে যায়।[২]

১০০২. এবং সর্বোত্তম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক ... নবীর প্রতি, যিনি মানবজাতির সরদার।[৩]

* * *

আল্লাহর প্রশংসায় সমাপ্ত হলো

---

(১) হা, হা, মী পাণ্ডুলিপিতে: 'ওয়াকামুলাত' (وكملت) মীমের উপর যম্মা সহকারে; এবং ওয়াও পাণ্ডুলিপিতে: মীমের উপর ফাতহা ও যম্মা উভয়টিই রয়েছে।

ইবন আম্মার আল-মালিকী, আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন, তাঁর মিফতাহুস সাঈদিয়্যাহ (পৃ. ৪৬৭) গ্রন্থে বলেছেন: "বলা হয় যে, মীমের উপর ফাতহা সহ পাঠ করা অধিক বিশুদ্ধ, এবং কাসরা ও যম্মা সহও পাঠ করা যায়।" এর অনুরূপ ফাতহুল মুগীস (৪/ ৪০২) এবং ফাতহুল বাকী (২/ ৩৩২) গ্রন্থেও রয়েছে।

(২) দা পাণ্ডুলিপিতে: 'তুরজা'উ' (تُرْجَعُ) তা-এর উপর যম্মা এবং জিম-এর উপর ফাতহা সহকারে, আর মূল পাঠ (পুঁথিতে) বা, জিম, হা, ওয়াও, হা, লাম, মী, সিন, আইন পাণ্ডুলিপি থেকে গৃহীত।

(৩) উপসংহার:

আলিফ পাণ্ডুলিপিতে: "আত-তাবসিরাহ ওয়াত তাযকিরাহ (التَّبصرة والتَّذكرة) কিতাবটি সম্পন্ন হলো।" এর রচয়িতা আব্দুল রাহিম ইবনুল হুসাইন বলেছেন: আমি এটি সম্পন্ন করেছি জুমাদাল আখিরা মাসের তৃতীয় তারিখ বৃহস্পতিবার, সাতশত আটষট্টি সনে, সম্মানিত মদিনা নগরীতে, যার অধিবাসী (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতি সর্বোত্তম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। এবং এই পাণ্ডুলিপিটির পরিষ্করণ (তাবেয়ীয) সম্পন্ন করেছি রজব মাসের চৌদ্দ তারিখ মঙ্গলবার, এর ঐতিহাসিক বছরে।

এর টীকা নিজের জন্য সম্পন্ন করেছেন – আল্লাহর সমীপে দীনহীন বান্দা – আব্দুল্লাহ ইবন আহমদ ইবন আব্দুর রাহমান আল-ইয়ামানী, অতঃপর আল-জাবারতী, আল্লাহ তাকে এর দ্বারা উপকৃত করুন এমন দিনে যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না, তবে যে আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ হৃদয় নিয়ে আসবে; তা ছিল সম্মানিত শাবান মাসের পনের তারিখ রবিবার, আসর সালাতের পর, সাতশত পঁচাত্তর সনে। =

. . . . . .

= بلغت مقابلة بالأصلِ المنقول، قال ذلك معلِّقُه في شهرِ شعبان، سنة تاريخه أعلاه؛ على حسب الجهد والطَّاقة».

وفي ب: «قال ناظمُها الشَّيخُ القدوة العالم العلامة المحقق: فرغتُ منها يوم الخميس المبارك، ثالث جمادى الآخرة، سنة ثماني وستّين وسبع مئة، بالمدينة الشَّريفة على ساكنِها أفضل الصَّلاةِ والسَّلام، وأكملتُ تبييضَها في يوم الثلاثاء رابع عشر شهر رجب، سنة تاريخه.

نقلتُ هذه التَّعليقة من نسخة نُقِلت من الأصلِ بخطِّ المصنّف، في مجالس آخرهم يوم الأربعاء المبارك ثامن عشر شهر شوّال المبارك، عام خمس وتِسعين وسبع مئة، أحسن الله تَقَضِّيها في خيرٍ وعافية، والنُّسخةُ المنقول منها قُرئت على مصنّفها، وقُوبِلَت جُهْد الطَّاقة، وشَرَّفها بخَطِّه الكريم في النِّصف من شوّال، من سنة تسع وسبعين وسبع مئة.

والحمد لله أوّلاً وآخِراً وظاهراً وباطناً، حمداً يُوافِي نِعَمه ويُكافِي مَزِيدَهُ (أ)، والصَّلاة والسَّلام الأتَمَّان الأكملان على سيّدنا محمد وآلِه في كلِّ وقتٍ وحينٍ، ورضي الله تعالى عن الصَّحابة أجمعين، وعن التَّابعين لهم بإحسان إلى يوم الدِّين، وحسبُنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العليّ العظيم.

علَّقَهَا بخطِّه لنفسِه - العبدُ الفقير إلى الله تعالى، المعتَرِف بذنبه وتقصيرِه، الرَّاجي عفوَ ربِّه ومغفِرَتَه -: محمد بن يحيى بن محمد بن الحسن الأنصاري الشَّافعي، المعروف بابن الرَّشيد، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين».

(أ) هذه العبارة تحتمل معنى صحيحاً وآخرَ فاسِداً، فغيرُها من صيغ الحمد المأثورة أولى.

وفي ج: «تمَّت بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، ووافق الفراغ من نقلها في اليوم المبارك التَّاسع عشر من شهر ذي قعدة الحرام، سنة ستَّة وتسعين وسبع مئة، أحسن الله تقَضِّيَها في خيرٍ وعافيةٍ بمحمَّدٍ وآله (ب)، آمين آمين».

(ب) التوسّل بهذه العبارة لا يجوز وخلاف المشروع.

وعلى يمين ما تقدَّم بلاغ مقابلة؛ نصُّه: «بلغ مقابلة جهد الطَّاقة».

وفي د: «تمَّت الألفيَّة المسمَّاة بـ (التَّبصرة والتَّذكرة في علم الحديث)، بعون الله تعالى وحسن توفيقه.

قال ناظمها الشَّيخ الإمام العلامة الأوحد، شيخ المحدِّثين، رُحلة الوقت، بقيَّة السَّلف، طراز الخلف، عمدة الحفَّاظ، بركة المسلمين، زين الدِّين عبد الرَّحيم بن الحسين بن عبد الرَّحمن ابن العراقي - أبقاه الله تعالى للمسلمين-: فرغتُ منها يوم الخميس ثالث =

= মূল অনুলিপির সাথে এটি যাচাই করা হয়েছে। এর টীকাকার শাবান মাসে, উপরের উল্লিখিত তারিখের বছর, যথাসাধ্য চেষ্টা ও সামর্থ্য অনুযায়ী এ কথা বলেছেন।

এবং 'বা' কপিতে আছে: «এর রচয়িতা, আদর্শস্থানীয় শায়খ, মহাজ্ঞানী, প্রখ্যাত গবেষক বলেছেন: আমি বরকতময় বৃহস্পতিবার, জুমাদাল আখিরাহর তৃতীয় দিনে, সাতশ আটষট্টি (৭৬৮) হিজরী সনে, পবিত্র মদিনায় (যার বাসিন্দার উপর বর্ষিত হোক শ্রেষ্ঠ সালাত ও সালাম) এটি সমাপ্ত করেছি। এবং আমি এর পরিমার্জন (তাবিয়্যিদ) সম্পন্ন করেছি রজব মাসের চৌদ্দ তারিখ মঙ্গলবার, এর তারিখের বছর।»

আমি এই টীকাটি এমন একটি অনুলিপি থেকে অনুলিপি করেছি যা মূল থেকে লেখকের নিজ হাতে নকল করা হয়েছিল, তাদের শেষ মজলিসে বরকতময় বুধবার, বরকতময় শাওয়াল মাসের আঠারো তারিখে, সাতশ পঁচানব্বই (৭৯৫) হিজরী সনে। আল্লাহ এর সমাপ্তি কল্যাণ ও সুস্থতার সাথে উত্তম করুন। এবং যে অনুলিপি থেকে নকল করা হয়েছে, তা এর লেখকের সামনে পাঠ করা হয়েছিল এবং যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচাই করা হয়েছিল। আর তিনি (লেখক) শাওয়ালের মাঝামাঝি সময়ে, সাতশ উনআশি (৭৭৯) হিজরী সনে নিজ পবিত্র হাতে তা সম্মানিত করেছেন। আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, প্রথমে ও শেষে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যে; এমন প্রশংসা যা তাঁর নিয়ামতসমূহের সমতুল্য এবং তাঁর বর্ধিত অনুগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ (ক)। আর আমাদের নেতা মুহাম্মাদ (সা.) এবং তাঁর পরিবারবর্গের উপর পূর্ণ ও নিখুঁত সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বদা। এবং আল্লাহ তাআলা সকল সাহাবী এবং উত্তমভাবে তাদের অনুসারীদের প্রতি কেয়ামত দিবস

পর্যন্ত সন্তুষ্ট থাকুন। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক। উচ্চতম ও মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন ক্ষমতা ও শক্তি নেই।

নিজের হাতে এটি টীকা করেছেন – আল্লাহ তাআলার প্রতি বিনীত বান্দা, যে তার পাপ ও ত্রুটির স্বীকারোক্তি করে, এবং তার রবের ক্ষমা ও মাগফিরাত (মার্জনা) প্রার্থী – মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আল-হাসান আল-আনসারী আশ-শাফিয়ী, যিনি ইবনুর রশীদ নামে পরিচিত। আল্লাহ তাকে, তার পিতামাতাকে এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুন।»

(ক) এই বাক্যটি একটি সঠিক এবং একটি ভ্রান্ত উভয় অর্থই ধারণ করে। অতএব, প্রসিদ্ধ প্রশংসার (হামদ) অন্যান্য বাক্য ব্যবহার করা অধিকতর উত্তম।

এবং 'জিম' কপিতে আছে: «এটি আল্লাহর প্রশংসা, তাঁর সাহায্য ও উত্তম তৌফিকের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। এবং এর অনুলিপি শেষ করার কাজ বরকতময় যিলকদ আল-হারাম মাসের ঊনবিংশতম দিনে, সাতশ ছিয়ানব্বই (৭৯৬) হিজরী সনে সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর পরিবারবর্গের বরকতে এর সমাপ্তি কল্যাণ ও সুস্থতার সাথে উত্তম করুন (খ)। আমীন, আমীন।»

(খ) এই বাক্য দ্বারা ওসিলা (তাওয়াস্সুল) করা শরীয়তসম্মত নয় এবং তা শরীয়তের পরিপন্থী। যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে তার ডানে, যাচাইয়ের একটি বিজ্ঞপ্তি রয়েছে; তার পাঠ হলো: «যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচাই করা হয়েছে।»

এবং 'দাল' কপিতে আছে: «আল্লাহ তাআলার সাহায্য ও উত্তম তৌফিকের মাধ্যমে 'আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ ফী ইলমিল হাদীস' (التَّبصرة والتَّذكرة في علم الحديث) নামক সহস্রপদী কাব্য (আলফিয়্যা) সম্পন্ন হয়েছে।

এর রচয়িতা শায়খ, ইমাম, অদ্বিতীয় মহাজ্ঞানী, মুহাদ্দিসদের শায়খ, যুগের পথিকৃৎ, পূর্বসূরীদের অবশিষ্ট, উত্তরসূরীদের ভূষণ, হাফিজদের অবলম্বন, মুসলিমদের বরকত, যায়নুদ্দিন আব্দুর রাহিম ইবনে আল-হুসাইন ইবনে আবদুর রাহমান ইবনুল ইরাকি – আল্লাহ তাআলা তাকে মুসলিমদের জন্য দীর্ঘজীবী করুন – বলেছেন: আমি এটি শেষ করেছি বৃহস্পতিবার, তৃতীয় =

. . . . . .

= جمادى الآخرة، سنة ثمانٍ وستين وسبع مئة، بالمدينة الشَّريفة على ساكنها أفضل الصَّلاة والسَّلام، وأكملتُ تبييضها يوم الثَّلاثاء رابع عشر رجب، سنة تاريخه، سوى زيادات ألحقتُها بعد ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

علَّقها لنفسه بيده الفانية بمكَّةَ المشرَّفة - فنجزت في يوم الثَّلاثاء تاسع عشر جمادى الآخرة، سنة إحدى وثمان مئة -: محمد بن موسى بن محمد غفر الله له، حامداً الله تعالى، ومصلِّياً ومسلِّماً على سيِّدنا محمَّد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربِّ العالمين.

غفر الله تعالى لناظمها، وكاتبها، وقارئها، والنَّاظر فيها، ولوالديهم، والحمد لله رب العالمين».

وفي هـ: «تمَّت الألفَّية المباركة بحمد الله تعالى وحسن توفيقه، وصلواته وسلامه على سيِّدنا محمَّد وآله، على يد - كاتبها العبد الفقير إلى الله تعالى، والمعترِف بكثرة الذُّنوب والخطايا -: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان بن عمر الكناني نسباً، الشَّافعي مذهباً، البوصيري بلداً، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالتَّوبة والغُفران، والتَّوفيق لما يحبُّه الله ويرضاه، حسبنا الله ونعم الوكيل».

وبعده قيدُ قراءة وسماعٍ وإجازةٌ بخطِّ النَّاظم لكاتب النُّسخة؛ نصُّها:

«الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فقد قرأ عليَّ: صاحبُ هذه النُّسخة وكاتبها، الشيخ الفاضل شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم الكناني - نفع الله به -، عرضاً من حفظه جميعَ هذه الألفيَّة،

قراءةً حسنةً متقنَةً، فسمع: الشَّيخ الفاضل المفيد المقرئ المُجيد شمس الدين محمد بن علي بن محمد الزَّراتيتي، وولدي عبد الرَّحمن في الرَّابعة من عمره، وصحَّ في مجلسٍ واحدٍ، يوم الخميس سابع شوَّال، سنة إحدى وثمان مئة، بمنزلي بجزيرة الفيل.

وأجزتُ لهم أن يروووها عنّي، وجميع ما يجوز لي وعنّي روايته.

كتبه: عبد الرَّحيم بن الحسين ابن العراقي».

وبعده قيدُ عرضٍ وإجازةٌ بخطِّ النَّاسخ البوصيري لابنه؛ نصُّها:

«الحمد لله رب العالمين، وبعد: لقد عرض عليَّ الولد محمَّد - ولدي لصُلبي - المكنَّى أبو الفتح، جميع هذه الألفيَّة، تأليف سيِّدنا وشيخنا الحافظ أبي الفضل ابن الحسين العراقي رحمه الله، بحضرة الشَّيخ الفاضل علاء الدين الأقفاسي، عرضاً حسناً متقناً، وصحَّ في مجلسٍ واحدٍ بمدرسة السُّلطان حسن بقاعة المالكية، يوم السبت عاشر شهر ذي الحِجَّة، سنة ثمانٍ وثلاثين وثمان مئة. =

= ৭৬৮ হিজরীর জুমাদা আল-আখিরা মাসে, পবিত্র মদিনায় – যেখানে এর বাসিন্দা (রাসূলুল্লাহ সা.)-এর প্রতি শ্রেষ্ঠ সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। আমি এর পাণ্ডুলিপি লেখার কাজ সম্পন্ন করেছি ১৪ই রজব, সেই বছরের মঙ্গলবার। এরপরে আমি কিছু সংযোজন করেছিলাম। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।

علَّقها لنفسه بيده الفانية بمكَّة المشرَّفة - فنجزت في يوم الثَّلاثاء تاسع عشر جمادى الآخرة، سنة إحدى وثمان مئة -: محمد بن موسى بن محمد غفر الله له، حامداً الله تعالى، ومصلِّياً ومسلِّماً على سيِّدنا محمَّد سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله ربِّ العالمين. মক্কাশরীফে নিজের ক্ষণস্থায়ী হাতে তিনি এটি লিপিবদ্ধ করেছেন - এটি সম্পন্ন হয়েছিল ৮০১ হিজরীর ১৯শে জুমাদা আল-আখিরা মঙ্গলবার -: মুহাম্মদ ইবনে মূসা ইবনে মুহাম্মদ, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তায়ালা-এর প্রশংসা করে এবং আমাদের নেতা মুহাম্মদ, রাসূলগণের নেতা, এবং তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করে, এবং সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর।

«غفر الله تعالى لناظمها، وكاتبها، وقارئها، والنَّاظر فيها، ولوالديهم، والحمد لله رب العالمين». আল্লাহ তায়ালা এর রচয়িতা, লেখক, পাঠক, এবং এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধকারী এবং তাদের পিতামাতাদের ক্ষমা করুন। সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর।»

وفي هـ: «تمَّت الألفِّية المباركة بحمد الله تعالى وحسن توفيقه، وصلواته وسلامه على سيِّدنا محمَّد وآله، على يد - كاتبها العبد الفقير إلى الله تعالى، والمعترِف بكثرة الذُّنوب والخطايا -: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان بن عمر الكناني نسباً، الشَّافعي مذهباً، البوصيري بلداً، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالتَّوبة والغُفران، والتَّوفيق لما يحبُّه الله ويرضاه، حسبنا الله ونعم الوكيل».

এবং এতে বলা হয়েছে: «এই বরকতময় আলফিয়্যা (হাজারী শ্লোকগ্রন্থ) আল্লাহর প্রশংসা এবং তাঁর উত্তম তাওফীক (সহায়তা) দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। আমাদের নেতা মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবারের প্রতি আল্লাহর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। এর লেখক - আল্লাহর প্রতি দরিদ্র এবং অসংখ্য পাপ ও ভুল স্বীকারকারী বান্দা -: আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইসমাঈল ইবনে সুলাইম ইবনে কায়মায ইবনে উসমান ইবনে উমার আল-কিনানী বংশের, শাফেঈ মাযহাবের, বুসিরী দেশের (অর্থাৎ বুসিরার বাসিন্দা)। আল্লাহ তাকে, তার পিতামাতাকে এবং যারা তার জন্য তওবা ও ক্ষমার এবং আল্লাহ যা ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন তার তাওফীকের জন্য দোয়া করবে, তাদের ক্ষমা করুন। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।»

وبعده قيدُ قراءة وسماعٍ وإجازةٌ بخطِّ النَّاظم لكاتب النُّسخة؛ نصُّها: এবং এর পরে রয়েছে অনুলিপিকারকের জন্য রচয়িতার হস্তাক্ষরে একটি পঠন, শ্রবণ এবং ইজাজাহ (সনদ)-এর নোট; যার পাঠ নিম্নরূপ:

«الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد»: «সকল প্রশংসা আল্লাহর। এবং তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের প্রতি সালাম। অতঃপর:

فقد قرأ عليَّ: صاحبُ هذه النُّسخة وكاتبها، الشيخ الفاضل شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم الكناني - نفع الله به -، عرضاً من حفظه جميعَ هذه الألفيَّة، قراءةً حسنةً متقنَةً، فسمع: الشَّيخ الفاضل المفيد المقرئ المُجيد شمس الدين محمد بن علي بن محمد الزَّراتيتي، وولدي عبد الرَّحمن في الرَّابعة من عمره، وصحَّ في مجلسٍ واحدٍ، يوم الخميس سابع شوَّال، سنة إحدى وثمان مئة، بمنزلي بجزيرة الفيل. এই অনুলিপির অধিকারী ও লেখক, সম্মানিত শায়খ শিহাব আল-দীন আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইসমাঈল ইবনে সুলাইম আল-কিনানী - আল্লাহ তাকে উপকৃত করুন - আমার

কাছে এই সমগ্র আলফিয়্যাটি মুখস্থ থেকে সুন্দর ও নিখুঁতভাবে পাঠ করেছেন। এবং শুনেছেন: সম্মানিত, উপকারী, শ্রেষ্ঠ ক্বারী (কুরআন তিলাওয়াতকারী) শায়খ শামস আল-দীন মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-যারাতিতী, এবং আমার পুত্র আবদুর রহমান, যার বয়স চার বছর। এটি একটি মাত্র মজলিসে, ৮০১ হিজরীর ৭ই শাওয়াল বৃহস্পতিবার, আমার বাসভবনে জাযীরাতুল ফিল (হাতির দ্বীপ)-এ সম্পন্ন হয়েছে।

وأجزتُ لهم أن يروها عنّي، وجميع ما يجوز لي وعنّي روايته. আমি তাদেরকে আমার থেকে এটি বর্ণনা করার এবং যা কিছু আমার জন্য এবং আমার পক্ষ থেকে বর্ণনা করা জায়েজ, তা সবকিছু বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছি।

كتبه: عبد الرَّحيم بن الحسين ابن العراقي». এটি লিখেছেন: আবদুর রহীম ইবনে আল-হুসাইন ইবনুল ইরাকী।»

وبعده قيدُ عرضٍ وإجازةٌ بخطِّ النَّاسخ البوصيري لابنه؛ نصُّها: এবং এর পরে রয়েছে নাসিখ (অনুলিপিকারক) আল-বুসিরীর হস্তাক্ষরে তার পুত্রের জন্য একটি পঠন ও ইজাজাহ (সনদ)-এর নোট; যার পাঠ নিম্নরূপ:

الحمد لله رب العالمين، وبعد: لقد عرض عليَّ الولد محمَّد - ولدي لصُلبي - المكنَّى أبو الفتح، جميع هذه الألفيَّة، تأليف سيّدنا وشيخنا الحافظ أبي الفضل ابن الحسين العراقي رحمه الله، بحضرة الشَّيخ الفاضل علاء الدين الأقفاسي، عرضاً حسناً متقناً، وصحَّ في مجلسٍ واحدٍ بمدرسة السُّلطان حسن بقاعة المالكية، يوم السبت عاشر شهر ذي الحِجَّة، سنة ثمانٍ وثلاثين وثمان مئة. = «সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর। অতঃপর: আমার সন্তান মুহাম্মদ – আমার ঔরসজাত পুত্র – যার উপনাম আবুল ফাতহ, আমার সামনে এই সমগ্র আলফিয়্যা (হাজারী শ্লোকগ্রন্থ) পাঠ করেছে। এটি আমাদের নেতা ও শায়খ হাফিয আবুল ফাদল ইবনে আল-হুসাইন আল-ইরাক্বী (আল্লাহ তাকে রহম করুন)-এর রচনা। এটি সম্মানিত শায়খ আলা আল-দীন আল-আকফাসীর উপস্থিতিতে সুন্দর ও নিখুঁতভাবে পাঠ করা হয়েছে। এবং এটি একটি মাত্র মজলিসে, মালীকিয়া হল-এ অবস্থিত সুলতান হাসান মাদ্রাসায়, ৮৩৮ হিজরীর ১০ই যুলহিজ্জাহ শনিবার সম্পন্ন হয়েছে। =

. . . . . .

= وأجزتُ له أن يرويها عنّي، وجميع ما يجوز لي وعنّي روايته.

كتبه: أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشافعي، عفا الله تعالى عنه وعن جميع المسلمين، آمين».

وبعده قيد قراءة وإجازةٌ أخرى بخطِّ النَّاظم لكاتب النُّسخة؛ نصُّها:

«الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعدُ:

فقد قرأ عليَّ: صاحب هذه النُّسخة وكاتبُها جميعَ هذه الألفيَّة، وهو الشَّيخ الفقيه الفاضل المتقن المفيد، شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سَليم الكناني البوصيري - نفع الله به -؛ قراءةَ بحثٍ ونظرٍ؛ من استيضاح مشكِلٍ، واستفتاح مقفَلٍ، في مجالسَ عديدةٍ، آخرها في تاسع عشر ذي الحجَّة الحرام، سنة ثلاث وثمان مئة.

وأجزتُ له أن يرويها عنّي ويفيدها ويُقرِئَها لمن أراد.

وكذلك أجزتُ له رواية الشَّرح عليها من تأليفي - وقد كتبه على حواشي هذه النُّسخة - ، وجميعَ (النُّكت على كتاب الإمام أبي عمرو ابن الصَّلاح)، (وتقريب الأسانيد في الأحكام) من تأليفي، وما احتوى عليه هذا المُجلَّد من علوم الحديث لابن الصَّلاح، وهذا بروايتي له عن الحافظين أبي محمد عبد الله بن محمد بن أبي بكر بن خليل المكّي بقراءتي عليه، وأبي سعيد خليل بن كَيْكَلدي العَلائي بقراءتي عليه لبعضه، وسماعاً لبعضه، وإجازةً لباقيه؛ قالا: أخبرنا بجميعه محمد بن يوسف ابن المهتار، أخبرنا به مؤلفه الإمام أبو عمرو قراءةً عليه وأنا أسمع في الخامسة من عمري.

وكذلك فليَرْوِ عني جميع ما يجوز لي وعنّي روايته من الكتب السِّتَّة - الصَّحيحين، والسنن الأربعة -، وسنن الدَّارقطني، وسنن البيهقي، ومسند الشَّافعي، ومسند أحمد

بن حنبل، ومسند أبي يعلى الموصِلي، وغير ذلك من مسموعاتي ومرويَّاتي ومؤلَّفاتي؛ إجازة معيَّنة.

قاله وكتبه متلفِّظاً بذلك: عبد الرَّحيم بن الحسين ابن العراقي، حامداً لله تعالى، ومصلياً على نبيِّه ومسلماً، في التاريخ المذكور أعلاه».

وبعده قيد عرضٍ وإجازة بخطِّ ابن النَّاظم ولي الدِّين أبي زرعة أحمد لكاتب النُّسخة؛ نصها:

«الحمد لله على أفضاله، والصَّلاة والسَّلام على سيدنا محمَّد وآله، وبعد:

فقد عرض عليَّ: الشيخ الفقيه، العالم البارع، المحدِّث الفاضل الكامل، ذو الفوائد الفريدة، والفرائد العديدة، شهاب الدين، مفيد الطَّالبين، أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري الشَّافعي - نفع الله بفوائده، وأجراه على أجمل عوائده -؛ جميعَ هذه الألفيَّة المُسمَّاة بـ (التَّبصرة والتَّذكرة في علوم الحديث)، نظم سيدي الذي أمتع الله بحياته، =

= এবং আমি তাকে অনুমতি দিয়েছি যে সে এটি আমার থেকে বর্ণনা করবে, এবং যা কিছু আমার জন্য ও আমার থেকে বর্ণনা করা জায়েজ (বৈধ) রয়েছে।

লিখেছেন: আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইসমাঈল আল-বুসাইরী আশ-শাফিঈ। আল্লাহ তায়ালা তাকে এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুন, আমীন।"

এরপর পান্ডুলিপির লেখকের জন্য রচয়িতার নিজের হাতের লেখায় আরেকটি পাঠ ও ইজাযত (অনুমতি) রেকর্ড করা আছে; এর পাঠ হল:

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর: এই পান্ডুলিপির মালিক ও লেখক, শায়খ, ফকীহ, সম্মানিত, সুদক্ষ, উপকারী ব্যক্তি, শিহাব আল-দীন আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইসমাঈল ইবনে সালীম আল-কিনানি আল-বুসাইরী – আল্লাহ তাকে উপকৃত করুন – আমার কাছে এই সম্পূর্ণ আলফিয়াহ অধ্যয়ন করেছেন; গবেষণা ও

পর্যালোচনার মাধ্যমে; সমস্যাযুক্ত বিষয় স্পষ্ট করে এবং অস্পষ্ট বিষয় উন্মোচন করে, অসংখ্য বৈঠকে। এর সর্বশেষ বৈঠক ছিল আটশো তিন (৮০৩) হিজরীর যিলহজ্জ মাসের উনিশ তারিখে। এবং আমি তাকে অনুমতি দিয়েছি যে, সে এটি আমার থেকে বর্ণনা করবে, এর দ্বারা উপকৃত হবে এবং যে চাইবে তাকে পড়াবে।

এবং একইভাবে আমি তাকে আমার রচিত এর ব্যাখ্যা বর্ণনার অনুমতি দিয়েছি – যা সে এই পান্ডুলিপির টীকাতে লিখেছে –, এবং আমার রচিত ইমাম আবু আমর ইবন আস-সালাহ-এর কিতাবের উপর লিখিত সকল (নুকাত), এবং (তাগরিব আল-আসানীদ ফীল আহকাম) (আহকামের ইসনাদের নিকটবর্তীতা), এবং হাদিস বিজ্ঞান সম্পর্কিত যা কিছু এই খণ্ডে ইবন আস-সালাহ থেকে আছে। এবং এটি আমি তাকে বর্ণনা করেছি হাফিয আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবি বকর ইবনে খলিল আল-মাক্কী থেকে, যা আমি তার কাছে পড়েছি, এবং আবু সাঈদ খলিল ইবনে কাইকালদী আল-আলাই থেকে, যার কিছু অংশ আমি তার কাছে পড়েছি, কিছু অংশ শুনেছি, এবং বাকি অংশের ইজাযত (অনুমতি) নিয়েছি; তারা উভয় বলেছেন: এর সব মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আল-মুহতাজ আমাদের জানিয়েছেন, এর রচয়িতা ইমাম আবু আমর আমার কাছে এটি পড়েছেন যখন আমি পাঁচ বছর বয়সী ছিলাম।

একইভাবে, সে যেন আমার থেকে বর্ণনা করে যা কিছু আমার জন্য এবং আমার থেকে বর্ণনা করা জায়েজ, যেমন সিহাহ সিত্তাহ (ছয়টি কিতাব) – সহীহাইন (দুটি সহীহ গ্রন্থ), এবং সুনান আল-আরবা'আ (চার সুনান গ্রন্থ) – এবং সুনান আদ-দারাকুতনী, সুনান আল-বায়হাকী, মুসনাদ আশ-শাফিঈ, মুসনাদ আহমদ ইবনে হাম্বল, মুসনাদ আবি ইয়া'লা আল-মাওসিলী, এবং আমার অন্যান্য শ্রুত, বর্ণিত ও রচিত গ্রন্থসমূহ; একটি নির্দিষ্ট ইজাযত (সনদ) হিসেবে।

এই কথাটি বলেছেন এবং উচ্চারণ করে লিখেছেন: আব্দুর রাহিম ইবনে আল-হুসাইন ইবনুল ইরাকী, আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করে এবং তাঁর নবীর উপর সালাত ও সালাম পেশ করে, উপরোক্ত তারিখে।"

এরপর রচয়িতার পুত্র ওয়ালী আল-দীন আবু যুর'আহ আহমদ-এর হাতের লেখায় পান্ডুলিপির লেখকের জন্য একটি পেশ (প্রদর্শন) ও ইজাযত (অনুমতি) রেকর্ড করা আছে; এর পাঠ হল:

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য তাঁর অনুগ্রহের কারণে, এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ ও তাঁর পরিবারের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক। অতঃপর:

শায়খ, ফকীহ, পন্ডিত, শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, সম্মানিত ও পূর্ণাঙ্গ, অনন্য উপকারী ও অসংখ্য বিরল জ্ঞানের অধিকারী, শিহাব আল-দীন, ছাত্রদের জন্য উপকারী, আবুল আব্বাস আহমদ ইবনে আবি বকর ইবনে ইসমাঈল আল-বুসাইরী আশ-শাফিঈ – আল্লাহ তার উপকারীতা দ্বারা উপকৃত করুন এবং তাকে তার উত্তম রীতিতে পরিচালিত করুন – আমার কাছে এই সম্পূর্ণ আলফিয়াহ, যার নাম (আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ ফী উলূমিল হাদীস) (হাদীস বিজ্ঞানের দর্শন ও স্মরণিকা), যা আমার পিতা, আল্লাহ যার জীবনকে উপভোগ্য করেছেন, তার রচিত, পেশ করেছেন, =

. . . . . .

= وأعاد على الكافة والخاصة من بركاته، عن ظهر قلب، وحضور لبٍّ، عرضاً حسناً محرَّراً متقَناً، أبان فيه عن حفظٍ وتحريرٍ، وتحسينٍ وتحبيرٍ، وضبطٍ وإتقانٍ، وفصاحةٍ وبيانٍ، وكيف لا؟! وهو ذو الفضائل المشهورة، والمناقب المأثورة، وقد أجزتُ له روايتها عنّي وإقراءَها وإفادتها، لِمَا علِمتُه فيه من العلم والفهم، والإتقان والضبط، وهو غنيٌّ عن ذلك، فقد سبق له ذلك من ناظمها أبقاه الله تعالى.

وأجزتُ له أن يرويَ عني جميع ما يجوز لي روايته، وجميع ما ألَّفتُه وجمعتُه، فمن مرويَّاتي: الكتب الستَّة، والموطَّأ، ومسند الشَّافعي، ومسند الدَّارمي، ومسند الطَّيالسي، ومسند عبد بن حُميد، وكتاب الأدب للبخاري، وكتاب الأدب للبيهقي، وصحيح ابن حبَّان، والمعجم الصغير للطَّبراني، وغير ذلك ... ».

ثم ذكر أسانيده إلى هذه الكتب، ثمَّ قال:

«فأجزتُ شيخي شهاب الدين المذكور - نفع الله به - أن يروي عنِّي الكتب المذكورة إجازةً مُعيَّنة؛ جميع ما يجوز لي روايته، وجميع ما صنَّفتُه وجمعتُه، وتلفَّظتُ بذلك في العشر الوسط، من جمادى الآخرة، سنة خمسٍ وثمان مئة.

كتبه: أحمد بن عبد الرَّحيم بن الحسين بن عبد الرَّحمن بن أبي بكر بن إبراهيم ابن العراقي، لطف الله به وبوالديه ومشايخه، حامداً ومصلّياً ومسلّماً، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وفي و على يسار البيت الأخير: «بلغت مقابلة [على نسخة] قرئت على المصنف»، وبعدهُ: «وكتبها: الفقير إلى رحمة ربه؛ محمد بن أحمد بن علي الشهير بالكفتي. اللهم اغفر له وللمسلمين».

وفي الورقة التي تليها قيد قراءةٍ وإجازة بخط الحافظ ابن حجر لعبد الله بن خلف النابتي؛ نصُّه:

«الحمد لله، وسلام على عباده الذين اصطفى، أمَّا بعد:

فقد عرض عليَّ جميع (التَّبصرة والتَّذكرة في علوم الحديث) نظمُ شيخنا الإمام العلَّامة، حافظ العصر، شيخ الإسلام، أبي الفضل عبد الرَّحيم العراقي - تغمَّده الله برحمته، وجمع بيننا وبينه في مستقرِّ رحمته -: الشَّيخ الفاضل البارع، المحدِّث الأوحد، المفيد المُجيد، جمال الدين، مفخر الطَّالبين، عبد الله بن زين الدين خلف النَّابتي، عرضاً من حفظه في مجلسٍ أجاد فيه فبان أنَّه الفرد، وتوسَّع في إبرازه فلم يُقدِّر في السَّرد.

وقد أجزتُ له أن يرويَها عنِّي بقراءتي لجميعها على ناظمها، وأنْ يروي عنِّي شرحها، وجميع ما هو لي مسموعٌ أو مجازٌ، وما لي من نظمٍ وتأليفٍ، وأسأل الله أنْ ينفعنا بما علَّمنا بين يديه، وأن يتطوَّل على تقصيرنا يوم العرض عليه. =

= এবং তার (আল্লাহর) বরকতসমূহ সর্বসাধারণ ও বিশেষদের উপর পুনর্বার বর্ষিত হোক। তিনি (এটি) আন্তরিকতা ও গভীর মনোযোগ সহকারে, উত্তম, পরিপাটি ও নিখুঁতভাবে পেশ করেছেন। এতে তিনি তার মুখস্থ শক্তি, সম্পাদনা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি, অলংকরণ, নির্ভুলতা, সূক্ষ্মতা, বাগ্মীতা ও স্পষ্টবাদিতা প্রকাশ করেছেন। আর তা কেনই বা হবে না?! কারণ তিনি সুপরিচিত গুণাবলী ও প্রসিদ্ধ মর্যাদার অধিকারী। আমি তাকে আমার থেকে এর বর্ণনা, পাঠদান ও এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছি, কারণ আমি তার মধ্যে জ্ঞান, প্রজ্ঞা, নির্ভুলতা ও সূক্ষ্মতা দেখতে পেয়েছি। এ বিষয়ে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কারণ এর রচয়িতা (নাযিম) তাকে এই অনুমতি পূর্বেই দিয়েছিলেন, আল্লাহ তায়ালা তাকে দীর্ঘজীবী করুন।

আমি তাকে আমার থেকে সেসব কিছু বর্ণনা করার অনুমতি দিয়েছি যা আমার বর্ণনা করার অনুমতি আছে এবং যা আমি রচনা ও সংকলন করেছি। আমার বর্ণনাসমূহের মধ্যে রয়েছে: কুতুবুস সিত্তাহ (ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ), আল-মুয়াত্তা, মুসনাদুশ শাফিঈ, মুসনাদুদ দারিমী, মুসনাদুত ত্বায়ালিসী, মুসনাদ আবদ ইবন হুমাইদ, বুখারীর কিতাবুল আদাব, বায়হাকীর কিতাবুল আদাব, সহীহ ইবন হিব্বান, তাবরানীর আল-মু'জামুস সগীর এবং অন্যান্য ...।»

এরপর তিনি এই কিতাবসমূহের জন্য তার সনদসমূহ উল্লেখ করেছেন, তারপর বলেছেন: «অতএব আমি আমার উল্লেখিত শাইখ শিহাব উদ্দিনকে – আল্লাহ তার দ্বারা উপকৃত করুন – আমার থেকে উল্লেখিত কিতাবসমূহ একটি নির্দিষ্ট ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) প্রদান করেছি; সেসব কিছু যা আমার বর্ণনা করার অনুমতি আছে এবং যা আমি রচনা ও সংকলন করেছি। এবং আমি তা মুখে উচ্চারণ করেছি জুমাদাল আখিরাহর মাঝামাঝি দশকে, আট শত পাঁচ হিজরীতে। এটি লিখেছেন: আহমদ ইবন আবদুর রাহিম ইবনুল হুসাইন ইবন আবদুর রাহমান ইবন আবি বকর ইবন ইবরাহীম আল-ইরাকী। আল্লাহ তার প্রতি, তার পিতামাতার প্রতি এবং তার শাইখদের প্রতি অনুগ্রহ করুন। সকল প্রশংসা, দরূদ ও সালাম আল্লাহর জন্য, এবং আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট ও সর্বোত্তম কর্মবিধায়ক।»

এবং শেষ লাইনের বাম পাশে আছে: «গ্রন্থকারের কাছে পঠিত একটি অনুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখা হয়েছে (মুকাওয়ালাত)», এবং এরপরে আছে: «এটি লিখেছেন: তার রবের রহমতের মুখাপেক্ষী; মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন আলী, যিনি কাফতী নামে পরিচিত। হে আল্লাহ, তাকে ও সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুন।»

এবং পরবর্তী পৃষ্ঠায় হাফিয ইবন হাজার-এর হস্তাক্ষরে আবদুল্লাহ ইবন খালফ আন-নাবিতীর জন্য একটি পঠন ও ইজাযাহ (বর্ণনার অনুমতি) লিপিবদ্ধ আছে; এর পাঠ হল:

«সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং তার মনোনীত বান্দাদের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। অতঃপর: আমার সামনে আমার শাইখ, ইমাম, মহাজ্ঞানী, যুগের হাফিয, শাইখুল ইসলাম, আবুল ফাদল আব্দুর রাহিম আল-ইরাকীর – আল্লাহ তাকে তার রহমতে ঢেকে রাখুন এবং তার রহমতের স্থায়ী নিবাসে আমাদের ও তার মাঝে একত্রিত করুন – রচিত গ্রন্থ (আত-তাবসিরাহ ওয়াত-তাযকিরাহ ফী উলূমিল হাদীস) সম্পূর্ণরূপে পেশ করেছেন: মর্যাদাবান ও প্রতিভাধর শাইখ, অদ্বিতীয় মুহাদ্দিস, উপকারী ও শ্রেষ্ঠ, জামালুদ্দিন, ছাত্রদের গর্ব, আবদুল্লাহ ইবন যাইন উদ্দিন খালফ আন-নাবিতী। তিনি একটি মজলিসে মুখস্থ থেকে তা এমন চমৎকারভাবে পেশ করেছেন যে, তিনি যে অদ্বিতীয় তা স্পষ্ট হয়ে গেছে, এবং তিনি তা উপস্থাপনে এত বিস্তৃতি দেখিয়েছেন যে, বর্ণনায় তিনি কোনো সীমাবদ্ধতা রাখেননি।

আমি তাকে অনুমতি (ইজাযাহ) দিয়েছি যে, সে আমার থেকে এটি বর্ণনা করবে, কারণ আমি এর সম্পূর্ণ অংশ এর রচয়িতার কাছে পড়েছি, এবং সে আমার থেকে এর ব্যাখ্যা (শারহ) বর্ণনা করবে, এবং আমার শোনা বা আমার প্রতি অনুমোদিত (মুজায) সবকিছু, এবং আমার রচিত ও সংকলিত সবকিছু। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন আমাদের যা শিখিয়েছেন, তা দ্বারা আমাদের উপকৃত করেন এবং তার সামনে (কর্ম) পেশ করার দিনে আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি উদারতা প্রদর্শন করেন। =

. . . . . .

= قاله وكتبه: أحمد بن علي بن محمد العسقلاني الأصل، الشهير بابن حجر، في مستهلِّ ذي الحجَّة، عام ثمانية وثمان مئة، والحمد لله كثيراً، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا محمَّد وعلى آله وصحبه، وحسبنا الله ونعم الوكيل».

وفي ز: «فرغ من تعليقها في اللَّيلة المُسفِرة عن نهار الأحد رابع ذي الحجَّة الحرام، من سنة أربع وعشرين وثمان مئة - فقيرُ لطفِ اللَّه الخفي -: محمد بن محمد بن الشِّحنَة الحَنَفي - عفا اللَّه عنه -، من خطِّ شيخنا الحافظ العلَّامة برهان الدين سِبْط ابن العجمي، الشَّهير بالمحدِّث، أمتع اللَّه بحياته، والحمد للَّه ذي الحمد، وصلَّى اللَّه على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم».

وعلى يمين هذا القيد بخط الناسخ: «بلغ معارضة بأصل شيخنا، والشَّيخ ممسكه بيده».

وعلى يسار الصفحة قيد قراءة وإجازة بخط الشَّيخ سبط ابن العجمي؛ نصُّه:

«الحمد للَّه، وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد:

فقد عرض عليَّ: الإمام الفاضل، الأوحد الموفَّق، محبُّ الدين أبو الفضل، ابن الإمام العلَّامة قاضي المسلمين محبُّ الدين محمَّد، ابن الإمام مفتي المسلمين كمال الدين محمَّد ابن الشِّحنة الحَنَفي - نفع اللَّه به، ووصل الخيرات بسببه -: النِّصف الثاني من الألفيَّة، نظم شيخنا الحافظ الجِهبِذ زين الدِّين أبي الفضل العراقي في مجلسٍ - وكان قد عرض النِّصف الأوَّل في مجلس -؛ حفظاً جيِّداً جدّاً في غايةٍ من الجودةِ، جعله اللَّه تعالى من العلماء العاملين، وسلكه في زمرة الأولياء والصَّالحين، وصحَّ ذلك وثبت في رابع صفر المبارك، من سنة خمسٍ وعشرين وثمان مئة، بالشرفيَّة بحلب، وأخبرتُه أني قرأتُها مع شرحها على شيخنا المؤلِّف، وسمعتُها مع شرحها بقراءة العلامة عزِّ الدين ابن الحاصري، وقد أجزتُ له جميع ما يجوز لي روايته.

قاله: إبراهيم بن محمد بن خليل سبط ابن العجمي الحلبي، الشَّهير بالمحدِّث، عفا اللَّه عنه بمنِّه وكرمه، وصلَّى اللَّه على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم».

وفي ح: «تمَّت بحمد الله، وصلاته وسلامه على نبيِّه، على يد - الفقير الحقير الفاني -: إبراهيم اللَّقاني، غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، آمين، آمين».

= এটি বলেছেন এবং লিখেছেন: আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-আসকালানী আল-আসল, যিনি ইবনে হাজার নামে পরিচিত, জিলহজ্ব মাসের প্রথম দিকে, আটশত আট হিজরি সনে। আল্লাহর জন্য অসংখ্য প্রশংসা, এবং আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি দরূদ ও সালাম। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।

এবং 'যা' পাণ্ডুলিপিতে (নূসখা 'যা'): 'এটি টীকা লেখার কাজ শেষ হয়েছিল হারাম জিলহজ্ব মাসের চার তারিখ রবিবারের দিনের শুভ্র ভোরে, আটশত চব্বিশ হিজরি সনে – আল্লাহর সূক্ষ্ম অনুগ্রহের কাঙাল – মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আশ-শিহনা আল-হানাফী – আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন – আমাদের শায়খ, হাফেজ, আল্লামা বুরহান আল-দীন সিবত ইবনে আল-আজামী'র হস্তলিপি থেকে, যিনি 'আল-মুহাদ্দিস' নামে পরিচিত, আল্লাহ তাঁর জীবনকে আনন্দময় করুন, এবং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।'

এবং এই টীকাটির ডানদিকে লিপিকারের হাতে লেখা: 'এটি আমাদের শায়খের মূল পাণ্ডুলিপির সাথে তুলনা করা হয়েছে, এবং শায়খ এটি তার হাতে ধরেছিলেন।'

এবং পৃষ্ঠার বামদিকে শায়খ সিবত ইবনে আল-আজামী'র হাতে লেখা একটি পাঠ ও ইজাযার (অনুমতি) টীকা রয়েছে; তার বক্তব্য হল:

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, এবং তাঁর মনোনীত বান্দাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর: আমার কাছে উপস্থাপন করেছেন: মহৎ ইমাম, অনুপম ও সফল, মুহিব্ব আল-দীন আবু আল-ফাদল, যিনি ইমাম, আল্লামা, মুসলিমদের কাজি মুহিব্ব আল-দীন মুহাম্মদ-এর পুত্র, যিনি ইমাম, মুসলিমদের মুফতি কামাল আল-দীন মুহাম্মদ ইবনে আশ-শিহনা আল-হানাফী-এর পুত্র – আল্লাহ তাকে দিয়ে উপকার করুন এবং তার মাধ্যমে কল্যাণ প্রসারিত করুন – আল-আলফিয়্যা (কাব্যগ্রন্থ)-এর দ্বিতীয় অর্ধেক, যা আমাদের শায়খ, হাফেজ, মহাপণ্ডিত যায়ন আল-দীন আবু আল-ফাদল আল-ইরাকি রচনা করেছেন, একটি মজলিসে (বৈঠকে) – এবং তিনি এর প্রথম অর্ধেকও অন্য একটি মজলিসে উপস্থাপন করেছিলেন – অত্যন্ত নিখুঁত ও চমৎকারভাবে মুখস্থ করে, আল্লাহ

তায়ালা তাকে আমলকারী আলেমদের অন্তর্ভুক্ত করুন এবং তাকে আওলিয়া (আল্লাহর বন্ধু) ও সালিহীন (সৎকর্মশীল) দের দলে স্থান দিন, এবং এটি সঠিক প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মোবারক সফর মাসের চার তারিখে, আটশত পঁচিশ হিজরি সনে, হালবের আশ-শারাফিয়াতে। এবং আমি তাকে জানিয়েছি যে, আমি এটি (আল-আলফিয়্যা) এর ব্যাখ্যাসহ আমাদের শায়খ, লেখক-এর কাছে পড়েছি, এবং আল্লামা ইযয আল-দীন ইবনে আল-হাসিরি'র পাঠের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যাসহ শুনেছি। এবং আমি তাকে আমার বর্ণনা করার অনুমোদিত সকল কিছুর জন্য ইজাযাহ (অনুমতি) প্রদান করেছি।

এটি বলেছেন: ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খলিল সিবত ইবনে আল-আজামী আল-হালাবী, যিনি 'আল-মুহাদ্দিস' নামে পরিচিত, আল্লাহ তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে তাকে ক্ষমা করুন, এবং আল্লাহ আমাদের নেতা মুহাম্মদ (সা.), তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি দরূদ ও সালাম বর্ষণ করুন।'

এবং 'হা' পাণ্ডুলিপিতে (নূসখা 'হা'): 'আল্লাহর প্রশংসায় এটি সমাপ্ত হলো, এবং তাঁর নবীর প্রতি তাঁর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক, – তুচ্ছ, নগণ্য ও নশ্বর – ইব্রাহিম আল-লাকানী'র হাতে, আল্লাহ তাকে, তার পিতামাতাকে এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুন, আমিন, আমিন।'

فِهْرِسُ مَرَاجِعِ التَّحْقِيقِ

1. الإجازة للمجهول والمعدوم، للخطيب البغدادي، ت: عمرو عبد المنعم، مكتبة ابن تيمية، ط: الأولى، 1413 هـ.
2. الإحاطة في أخبار غرناطة، للسان الدين ابن الخطيب، ت: يوسف علي طويل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1424 هـ.
3. إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ت: عبد الله محمد الجبوري، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 1409 هـ-1989 م.

4. الأحكام الوسطى، لابن الخرَّاط الإشبيلي، ت: حمدي السلفي، صبحي السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية، 1416 هـ-1995 م.
5. آداب الشافعي ومناقبه، لابن أبي حاتم، ت: عبد الغني عبد الخالق، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1424 هـ- 2003 م.
6. الأدب المفرد، للبخاري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت، ط: الثالثة، 1409 هـ- 1989 م.
7. الإرشاد في معرفة علماء الحديث، للخليلي، ت: محمد سعيد عمر إدريس، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، ط: الأولى، 1409 هـ.
8. الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، للسيوطي، الناشر: مطبعة دار التَّأليف.
9. أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاريّ، لابن عدي، ت: عامر حسن صبري، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت، ط: الأولى، 1414 هـ.

তাহকীক-এর তথ্যসূত্র তালিকা

১. আল-ইজাজাহ লিল-মাজহুল ওয়াল-মা'দুম, আল-খতীব আল-বাগদাদী রচিত। তাহকীক: আমর আব্দুল মুন'ইম। মাকতাবাত ইবনে তাইমিয়াহ। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৩ হি.
২. আল-ইহাতা ফি আখবার গারনাতা, লিসানুদ দ্বীন ইবনে আল-খতীব রচিত। তাহকীক: ইউসুফ আলী তাওয়িল। প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত। সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৪ হি.
৩. ইহকামুল ফুসুল ফি আহকামিল উসুল, আল-বাজী রচিত। তাহকীক: আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ আল-জাবুরি। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ। সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৯ হি.-১৯৮৯ খ্রি.
৪. আল-আহকামুল উসতা, ইবনে আল-খাররাত আল-ইশবিলী রচিত। তাহকীক: হামদি আস-সালফী, সুবহি আস-সামাররাঈ। প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ লিন-নশর ওয়াত-তাওজি', রিয়াদ - সৌদি আরব রাজ্য। ১৪১৬ হি.-১৯৯৫ খ্রি.

৫. আদাবুশ শাফিঈ ওয়া মানাকিবুহু, ইবনে আবি হাতিম রচিত। তাহকীক: আব্দুল গনী আব্দুল খালেক। প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়াহ, বৈরুত - লেবানন। সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৪ হি.-২০০৩ খ্রি.
৬. আল-আদাবুল মুফরাদ, আল-বুখারী রচিত। তাহকীক: মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী। প্রকাশক: দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়াহ - বৈরুত। সংস্করণ: তৃতীয়, ১৪০৯ হি.-১৯৮৯ খ্রি.
৭. আল-ইরশাদ ফি মা'রিফাতি উলামাইল হাদীস, আল-খালীলী রচিত। তাহকীক: মুহাম্মদ সাঈদ উমর ইদ্রিস। প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ - রিয়াদ। সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৯ হি.
৮. আল-আজহারুল মুতানাসিরাহ ফিল আহাদীসিল মুতাওয়াতিরাহ, আস-সুয়ূতী রচিত। প্রকাশক: মাতবা'আতু দারিত তা'লীফ.
৯. আসামী মান রওয়া আনহুম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-বুখারী, ইবনে আদী রচিত। তাহকীক: আমির হাসান সবরী। প্রকাশক: দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়াহ - বৈরুত। সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৪ হি.

10. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، ت: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل - بيروت، ط: الأولى، 1412 هـ- 1992 م.
11. الإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ت: مركز هجر للبحوث، الناشر: دار هجر.
12. أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، للإمام الدارقطني، لابن القيسراني، ت: محمود محمد محمود حسن نصار، والسيد يوسف، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1419 هـ- 1998 م.
13. الأعلام، لخير الدين الزركلي، الناشر: دار العلم للملايين، ط: الخامسة عشر، أيار - مايو 2002 م.

14. الاقتراح في بيان الاصطلاح، لابن دقيق العيد، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، 1406 هـ- 1986 م.
15. إكمال الإكمال، لابن نقطة، ت: عبد القيوم عبد رب النبي، الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة، ط: الأولى، 1410 هـ.
16. إكمال تهذيب الكمال، لمُغلطاي، ت: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد، الناشر: الفاروق الحديثة للطِّباعة والنَّشر، ط: الأولى، 1422 هـ- 2001 م.
17. الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، لابن ماكولا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1411 هـ- 1990 م.
18. الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، للقاضي عياض، ت: السيد أحمد صقر، الناشر: دار التراث، المكتبة العتيقة، القاهرة، تونس، ط: الأولى، 1379 هـ- 1970 م.

১০. আল-ইস্তিয়াব ফি মা'রিফাতিল আসহাব (সাহাবীগণের পরিচিতি বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞান), ইবনু আবদিল বার্র কর্তৃক রচিত, তাহক্বীক্ব: আলী মুহাম্মাদ আল-বাজাওয়ী, প্রকাশক: দারুল জিল - বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১২ হি.- ১৯৯২ খ্রি.।
১১. আল-ইছাবাহ ফি তাময়ীযিস সাহাবাহ (সাহাবীগণকে স্বতন্ত্রকরণে যথার্থতা), ইবনু হাজার কর্তৃক রচিত, তাহক্বীক্ব: হাজার গবেষণা কেন্দ্র, প্রকাশক: দারু হাজার।
১২. আতরাফুল গারাইব ওয়াল আফরাদ মিন হাদীসি রাসূলিল্লাহ (তাঁর উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক) (আল্লাহর রাসূলের হাদীসের অপরিচিত ও একক অংশসমূহ), ইমাম দারাকুতনী কর্তৃক, ইবনুল কায়সারানী কর্তৃক (সংকলিত), তাহক্বীক্ব: মাহমূদ মুহাম্মাদ মাহমূদ হাসান নাসসার এবং আস-সাইয়্যেদ ইউসুফ, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.- ১৯৯৮ খ্রি.।
১৩. আল-আ'লাম (বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ), খায়রুদ্দীন আয-যিরিকলী কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: দারুল ইলম লিল-মালায়ীন, ১৫তম সংস্করণ, মে ২০০২ খ্রি.।

১৪. আল-ইকতিরাহ ফি বায়ানিল ইসতিলাহ (পরিভাষার ব্যাখ্যায় প্রস্তাবনা), ইবনু দাক্বীকিল ঈদ কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, ১৪০৬ হি.- ১৯৮৬ খ্রি.।
১৫. ইকমালুল ইকমাল (সম্পূরকের সম্পূরক), ইবনু নুক্বতাহ কর্তৃক রচিত, তাহক্বীক্ব: আবদুল কাইয়ূম আব্দি রাব্বিন নাবী, প্রকাশক: জামি'আতু উম্মিল ক্বুরা - মক্কা আল-মুকাররামা, ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হি.।
১৬. ইকমালু তাহযীবিল কামাল (কামালকে পরিমার্জনার পরিপূরণ), মুগলাতাই কর্তৃক রচিত, তাহক্বীক্ব: আবু আব্দুর রহমান আদিল বিন মুহাম্মাদ, প্রকাশক: আল-ফারুকুল হাদীছাহ লিত-তিবা'আহ ওয়ান-নাশ্র (আল-ফারুক আধুনিক মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংস্থা), ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হি.- ২০০১ খ্রি.।
১৭. আল-ইকমাল ফি রাফ'ইল ইরতিয়াব আনিল মু'তালিলফ ওয়াল মুখতালিফ ফিল আসমা'ই ওয়াল কুনা ওয়াল আনসাব (নাম, কুনিয়াত ও বংশ পরিচয়ের অভিন্ন ও ভিন্ন বিষয়াবলী থেকে সন্দেহ দূরীকরণে পরিপূরণ), ইবনু মাকুলা কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত - লেবানন, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি.- ১৯৯০ খ্রি.।
১৮. আল-ইলমা' ইলা মা'রিফাতি উছূলির রিওয়ায়াহ ওয়া তাক্বয়ীদিছ ছামা' (হাদীস বর্ণনার মূলনীতি ও শ্রবণের লিপিবদ্ধকরণ জ্ঞান বিষয়ে ইঙ্গিত), ক্বাজী ইয়ায কর্তৃক রচিত, তাহক্বীক্ব: আস-সাইয়্যেদ আহমাদ সাক্বর, প্রকাশক: দারুত তুরাছ, আল-মাকতাবাতুল আতীক্বাহ, কায়রো, তিউনিস, ১ম সংস্করণ, ১৩৭৯ হি.- ১৯৭০ খ্রি.।

19. الأم، للشافعي، ت: رفعت فوزي عبد المطلب، الناشر: دار الوفاء، المنصورة، ط: الأولى، 2001 م.
20. إنباء الغمر بأبناء العمر، لابن حجر، ت: د حسن حبشي، الناشر: المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، 1389 هـ- 1969 م.

21. إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، ط: الأولى، 1406 هـ- 1986 م.
22. الأنساب، للسمعاني، ت: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، ط: الأولى، 1382 هـ- 1962 م.
23. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، لابن المنذر، ت: أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، الناشر: دار طيبة، الرياض - السعودية، ط: الأولى، 1405 هـ- 1985 م.
24. إيضاح المحصول من برهان الأصول، للمازري، ت: عمار الطالبي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى.
25. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، الناشر: دار المعرفة - بيروت.
26. البدع والنهي عنها، لمحمد بن وضَّاح، ت: عمرو عبد المنعم سليم، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة - مصر، مكتبة العلم، جدة - السعودية، ط: الأولى، 1416 هـ.
27. البرهان في أصول الفقه، لأبي المعالي الجويني، ت: صلاح بن محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1418 هـ- 1997 م.

19. আল-উম্ম, ইমাম শাফেঈ কর্তৃক, সম্পাদনা: রিফাত ফাওযি আব্দুল মুত্তালিব, প্রকাশক: দারুল ওয়াফা, মানসুরা, সংস্করণ: প্রথম, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।
20. ইনবাউল গুমর বি-আবনাউল উমর, ইবন হাজার কর্তৃক, সম্পাদনা: ড. হাসান হাবশী, প্রকাশক: সর্বোচ্চ ইসলামি বিষয়ক পরিষদ - ইসলামি ঐতিহ্য পুনরুজ্জীবন কমিটি, মিশর, ১৩৮৯ হিজরি - ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দ।
21. ইনবাহুর রুওয়াত আলা আম্বাহিন নুহাত, আল-ক্বিফতি কর্তৃক, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ আবুল ফাদল ইবরাহিম, প্রকাশক: দারুল ফিকরুল আরাবি - কায়রো, এবং মুআসসাসাতুল কুতুবিস সাক্বাফিয়্যাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৬ হিজরি - ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

22. আল-আনসাব, আস-সাম'আনি কর্তৃক, সম্পাদনা: আব্দুর রহমান ইবন ইয়াহইয়া আল-মুআল্লিমী আল-ইয়ামানী ও অন্যান্য, প্রকাশক: উসমানীয় জ্ঞানকোষ পরিষদ - হায়দরাবাদ, সংস্করণ: প্রথম, ১৩৮২ হিজরি - ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ।
23. আল-আওসাত ফিস সুনান ওয়াল ইজমা' ওয়াল ইখতিলাফ, ইবনুল মুনযির কর্তৃক, সম্পাদনা: আবু হাম্মাদ সগীর আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ হানিফ, প্রকাশক: দারু তায়্যিবাহ, রিয়াদ - সৌদি আরব, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৫ হিজরি - ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।
24. ঈযাহুল মাহসুল মিন বুরহানিল উসুল, আল-মাযিরি কর্তৃক, সম্পাদনা: আম্মার আত-তালিবী, প্রকাশক: দারুল গারবিল ইসলামি, সংস্করণ: প্রথম।
25. আল-বদরুত তালি' বি-মাহাসিন মান বা'দিল ক্বারনিস সাবি', আশ-শাওকানি কর্তৃক, প্রকাশক: দারুল মা'রিফা - বৈরুত।
26. আল-বিদা' ওয়ান নাহয়ি আনহা, মুহাম্মাদ ইবন ওয়াদ্দাহ কর্তৃক, সম্পাদনা: আমর আব্দুল মুন'ইম সালিম, প্রকাশক: মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়্যাহ, কায়রো - মিশর, মাকতাবাতুল ইলম, জেদ্দা - সৌদি আরব, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৬ হিজরি।
27. আল-বুরহান ফি উসুলিল ফিকহ, আবুল মা'আলি আল-জুওয়াইনি কর্তৃক, সম্পাদনা: সালাহ ইবন মুহাম্মাদ ইবন উওয়াইদাহ, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হিজরি - ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

28. بهجة الناظرين إلى تراجم المتأخرين من الشافعية البارعين، لرضي الدين الغزي، ت: أبو يحيى عبد الله الكندري، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، ط: الأولى، 1421 هـ-2000 م.
29. بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، لابن القطّان الفاسي، ت: الحسين آيت سعيد، الناشر: دار طيبة - الرياض، الطبعة: الأولى، 1418 هـ- 1997 م.

30. تاج العروس من جواهر القاموس، للزَّبيدي، ت: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.
31. تاريخ ابن معين، برواية الدُّوري، ت: أحمد محمد نور سيف، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - مكة المكرمة، ط: الأولى، 1399 هـ- 1979 م.
32. تاريخ أصبهان (أخبار أصبهان)، لأبي نعيم الأصبهاني، ت: سيد كسروي حسن، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1410 هـ- 1990 م.
33. تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام، للذَّهبي، ت: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ط: الأولى، 2003 م.
34. التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة، لابن أبي خيثمة، ت: صلاح بن فتحي هلال، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة، ط: الأولى، 1427 هـ- 2006 م.
35. التاريخ الكبير، للبخاري، ط: دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان.
36. تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي، ت: بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: الأولى، 1422 هـ- 2002 م.

২৮. বাহজাতুন নাযিরীন ইলা তারাজিমিল মুতাআখখিরীন মিনাশ শাফি'ইয়াতিল বারি'ঈন (দক্ষ শাফেয়ী মাযহাবের পরবর্তী প্রজন্মের জীবনী গ্রন্থের প্রতি দর্শকবৃন্দের আনন্দ), রাদিউদ্দীন আল-গাজ্জী রচিত, তাহকীক: আবু ইয়াহইয়া আবদুল্লাহ আল-কান্দারি, প্রকাশক: দার ইবনে হাযম লিত-তিবাআ ওয়ান-নশর ওয়াত-তাওযী - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২১ হি.-২০০০ খ্রি.

২৯. বায়ানুল ওয়াহম ওয়াল ইহাম ফি কিতাবিল আহকাম (আহকাম গ্রন্থে ভুল ও বিভ্রান্তির বর্ণনা), ইবনুল কাত্তান আল-ফাসী রচিত, তাহকীক: আল-হুসাইন আয়াত সাঈদ, প্রকাশক: দার তাইবাহ - রিয়াদ, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হি.-১৯৯৭ খ্রি.

৩০. তাজুল আরুস মিন জাওয়াহিরিল কামুস (আল-কামুস-এর রত্নাবলী থেকে নববধূর মুকুট), আয-যাবীদি রচিত, তাহকীক: একদল গবেষক, প্রকাশক: দারুল হিদায়াহ.
৩১. তারীখ ইবনে মাঈন (ইবনে মাঈন-এর ইতিহাস), আদ-দাওরি-এর বর্ণনায়, তাহকীক: আহমদ মুহাম্মদ নূর সাইফ, প্রকাশক: ইসলামী ঐতিহ্য গবেষণা ও পুনরুজ্জীবন কেন্দ্র - মক্কা মুকাররমা, সংস্করণ: প্রথম, ১৩৯৯ হি.-১৯৭৯ খ্রি.
৩২. তারীখ ইসপাহান (ইসপাহানের সংবাদ), আবু নুয়াইম আল-ইসপাহানি রচিত, তাহকীক: সাইয়েদ কাসরাভি হাসান, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১০ হি.-১৯৯০ খ্রি.
৩৩. তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফিয়াতুল মাশাহির ওয়াল আলাম (ইসলামের ইতিহাস এবং খ্যাতিমান ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের ইন্তেকাল), আয-যাহাবি রচিত, তাহকীক: বাশার আওয়াদ মারুফ, প্রকাশক: দারুল গারবিল ইসলামি, সংস্করণ: প্রথম, ২০০৩ খ্রি.
৩৪. আত-তারীখুল কাবীর আল-মা'রুফ বিতারীখি ইবনে আবি খাইসামাহ (বৃহৎ ইতিহাস যা ইবনে আবি খাইসামাহ-এর ইতিহাস নামে পরিচিত), ইবনে আবি খাইসামাহ রচিত, তাহকীক: সালাহ ইবনে ফাতহি হিলাল, প্রকাশক: আল-ফারুক আল-হাদীসা লিত-তিবাআ ওয়ান-নশর - কায়রো, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৭ হি.-২০০৬ খ্রি.
৩৫. আত-তারীখুল কাবীর (বৃহৎ ইতিহাস), আল-বুখারী রচিত, সংস্করণ: দায়িরাতুল মাআরিফ আল-উসমানিয়্যাহ - হায়দারাবাদ, তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত: মুহাম্মদ আব্দুল মুইদ খান.
৩৬. তারীখ বাগদাদ (বাগদাদের ইতিহাস), আল-খাতীব আল-বাগদাদী রচিত, তাহকীক: বাশার আওয়াদ মারুফ, প্রকাশক: দারুল গারবিল ইসলামি, বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২২ হি.-২০০২ খ্রি.

37. تاريخ بغداد وذيوله، (المختصر المحتاج إليه من تاريخ ابن الدبيثي، للذهبي، ذيل تاريخ بغداد، لابن النجار، المستفاد من تاريخ بغداد، لابن الدمياطي، الرَّد على

أبي بكر الخطيب البغدادي، لابن النجار)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ت: مصطفى عبد القادر عطا، ط: الأولى، 1417 هـ.

38. تاريخ دمشق، لابن عساكر، ت: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415 هـ- 1995 م.

39. تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر، ت: محمد علي النجار، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت.

40. تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، للمزي، ت: عبد الصمد شرف الدين، الناشر: المكتب الإسلامي، والدار القيِّمة، ط: الثانية: 1403 هـ- 1983 م.

41. التذكرة، لأبي حيَّان الأندلسي، ت: عفيف عبد الرحمن، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى: 1406 هـ- 1986 م.

42. تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما، للحاكم، ت: كمال يوسف الحوت، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، دار الجنان - بيروت، ط: الأولى، 1407 هـ.

43. تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر، ت: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي، الناشر: المكتب الإسلامي دار عمار - بيروت، عمان - الأردن، ط: الأولى، 1405 هـ.

44. تقريب التهذيب، لابن حجر، ت: محمد عوَّامة، الناشر: دار الرشيد - سوريا، ط: الأولى، 1406 هـ- 1986 م.

45. التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، للنووي، ت: محمد عثمان الخشت، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، ط: الأولى، 1405 هـ- 1985 م.

৩৭. বাগদাদের ইতিহাস ও তার পরিশিষ্টসমূহ, (আল-দাহাবী কর্তৃক ইবন আদ-দুবাইসীর তারিখ থেকে প্রয়োজনীয় সংক্ষেপিত অংশ, ইবন আন-নাজ্জারের তারিখে বাগদাদের পরিশিষ্ট, ইবন আদ-দামিয়াতীর তারিখে বাগদাদ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান, ইবন আন-নাজ্জারের আবু বকর আল-খাতিব আল-বাগদাদীর খণ্ডন), প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, সম্পাদক: মুস্তফা আব্দুল কাদের আতা, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৭ হিজরী।

৩৮. দামেস্কের ইতিহাস, ইবনে আসাকির রচিত, সম্পাদক: আমর ইবনে গ্যারামাহ আল-আমরয়ী, প্রকাশক: দারুল ফিক্র প্রকাশনা ও বিতরণ সংস্থা, ১৪১৫ হিজরী- ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

৩৯. তাবসির আল-মুনতাবিহ বি-তাহরীর আল-মুশতাবিহ, ইবনে হাজার রচিত, সম্পাদক: মুহাম্মদ আলী আন-নাজ্জার, প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত।

৪০. তুহফাতুল আশরাফ বি-মা'রিফাতিল আতরাফ, আল-মিযযী রচিত, সম্পাদক: আব্দুল সামাদ শরাফুদ্দিন, প্রকাশক: আল-মাকতাবুল ইসলামী, এবং আদ-দারুল ক্বাইয়িমাহ, সংস্করণ: দ্বিতীয়: ১৪০৩ হিজরী- ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।

৪১. আত-তাযকিরাহ, আবু হাইয়ান আল-আন্দালুসী রচিত, সম্পাদক: আফিফ আব্দুল রহমান, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, সংস্করণ: প্রথম: ১৪০৬ হিজরী- ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

৪২. তাসমিয়াতু মান আখরাজাহুম আল-বুখারী ওয়া মুসলিম ওয়া মা ইনফারা ইবনে কুল্লি ওয়াহিদ মিনহুমা, আল-হাকিম রচিত, সম্পাদক: কামাল ইউসুফ আল-হূত, প্রকাশক: মুআসসাসাতুল কুতুব আস-সাকাফিয়্যাহ, দারুল জিনান - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৭ হিজরী।

৪৩. তাগলীকুত তা'লীক আলা সহীহ আল-বুখারী, ইবনে হাজার রচিত, সম্পাদক: সাঈদ আব্দুল রহমান মূসা আল-ক্বাযক্বী, প্রকাশক: আল-মাকতাবুল ইসলামী দারু আম্মার - বৈরুত, আম্মান - জর্ডান, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৫ হিজরী।

৪৪. তাকরীবুত তাহযীব, ইবনে হাজার রচিত, সম্পাদক: মুহাম্মদ আওয়ামাহ, প্রকাশক: দারুর রাশীদ - সিরিয়া, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৬ হিজরী- ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

৪৫. আত-তাকরীব ওয়াত-তাইসীর লি-মা'রিফাতি সুনানিল বাশীরিন নাযীর ফী উসূলিল হাদীস, আন-নাওয়াবী রচিত, সম্পাদক: মুহাম্মদ উসমান আল-খাশত, প্রকাশক: দারুল কিতাবিল আরাবী - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৫ হিজরী- ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ।

46. التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، لابن نقطة الحنبلي، ت: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى 1408 هـ- 1988 م.

47. التكملة لكتاب الصلة، لابن الأبار، ت: عبد السلام الهراس، الناشر: دار الفكر للطباعة - لبنان، 1415 هـ- 1995 م.

48. تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التاريخ والسير، لابن الجوزي، الناشر: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم - بيروت، ط: الأولى، 1997 م.

49. تمرين الطلاب في صناعة الإعراب - إعراب ألفية ابن مالك -، لخالد الأزهري، ت: محمد العزازي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، ط: الأولى، 1437 هـ- 2016 م.

50. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، لابن عبد البر، ت: مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب، 1387 هـ.

51. التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، لجمال الدِّين عبد الرَّحيم بن حسن الإسنوي، ت: محمد حسن هيتو، الناشر: مؤسسة الرِّسالة - بيروت، ط: الأولى، 1400 هـ.

52. تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، دار الكتب العلمية - بيروت.

53. تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، ت: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط: الأولى، 2001 م.

54. التهذيب في فقه الإمام الشافعي، للبغوي، ت: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1418 هـ- 1997 م.

55. جامع الترمذي (سنن الترمذي)، ت: أحمد محمد شاكر (جـ 1، 2)، ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر

46. আস-সুনান ও আল-মাসানিদের বর্ণনাকারীদের পরিচিতির সংকলন, ইবনে নুকতাহ আল-হাম্বালীর লেখা, সম্পাদনা: কামাল ইউসুফ আল-হূত, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৮ হিজরি - ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ।

47. কিতাবুস সিলাহ-এর পরিপূরক, ইবনুল আব্বারের লেখা, সম্পাদনা: আব্দুল সালাম আল-হাররাস, প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত-তিবাআহ - লেবানন, ১৪১৫ হিজরি - ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

48. ইতিহাস ও জীবনীর মূল নির্যাস থেকে আছার বিশেষজ্ঞদের উপলব্ধি সুসংহতকরণ, ইবনুল জাওযীর লেখা, প্রকাশক: শিরকাহ দারুল আরকাম ইবনে আবী আরকাম - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

49. ই'রাব (আরবি পদবিন্যাস) শাস্ত্রে শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ - আলফিয়াতু ইবনে মালিক-এর পদবিন্যাস বিশ্লেষণ - খালিদ আল-আযহারীর লেখা, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ আল-আযযাযী, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩৭ হিজরি - ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

50. আল-মুয়াত্তা-এর অর্থ ও সনদসমূহের জন্য ভূমিকা, ইবনে আব্দুল বার-এর লেখা, সম্পাদনা: মুস্তফা ইবনে আহমাদ আল-আলাবী এবং মুহাম্মাদ আব্দুল কাবীর আল-বাকরী, প্রকাশক: সাধারণ আওকাফ ও ইসলামিক বিষয়াবলী মন্ত্রণালয় - মরক্কো, ১৩৮৭ হিজরি।

51. মূলনীতির উপর শাখা-প্রশাখা বিশ্লেষণের (বা মূলনীতি থেকে মাসআলা নিষ্কাশনের) ভূমিকা, জামালুদ্দিন আব্দুর রাহীম ইবনে হাসান আল-ইসনাভীর লেখা, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ হাসান হীতু, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০০ হিজরি।

52. নাম ও ভাষা পরিশুদ্ধকরণ, আন-নাবাবীর লেখা, দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ - বৈরুত।

53. ভাষা পরিশুদ্ধকরণ, আবূ মনসুর আল-আযহারীর লেখা, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ আওয়াদ মুর'আব, প্রকাশক: দারু ইহ্ইয়া আত-তুরাছ আল-আরাবী - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।

54. ইমাম শাফিঈর ফিকাহে পরিশুদ্ধকরণ, আল-বাগাবীর লেখা, সম্পাদনা: আদিল আহমাদ আব্দুল মাওজুদ, আলী মুহাম্মাদ মুআউওয়াদ, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হিজরি - ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

55. জামে তিরমিযী (সুনানে তিরমিযী), সম্পাদনা: আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির (১ম ও ২য় খণ্ড), মুহাম্মাদ ফুআদ আব্দুল বাকী (৩য় খণ্ড), এবং আযহারের শিক্ষক ইবরাহীম আতওয়াহ আওয়াদ।

الشريف (جـ 4، 5)، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، ط: الثانية، 1395 هـ- 1975 م.

56. جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، ت: أبي الأشبال الزهيري، الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية، ط: الأولى، 1414 هـ- 1994 م.

57. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي، ت: محمود الطحان، الناشر: مكتبة المعارف - الرياض، ط: 1403 هـ- 1983 م.

58. الجامع، لمعمر بن راشد (ملحق بمصنف عبد الرزاق)، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي بباكستان، وتوزيع المكتب الإسلامي ببيروت، ط: الثانية، 1403 هـ.

59. الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم، طبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، دار إحياء التراث العربي - بيروت، ط: الأولى، 1371 هـ- 1952 م.

60. الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي، للمعافى بن زكريا النَّهرواني، ت: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1426 هـ- 2005 م.

61. الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للسخاوي، ت: إبراهيم باجس عبد المجيد، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، ط: الأولى، 1419 هـ- 1999 م.

62. جياد المسلسلات، للسيوطي، ت: الشيخ محمد عوامة، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت، ط: الأولى، 1423 هـ- 2002 م.
63. حاشية محمد قاسم الغزِّي على شرح النَّاظم (مخطوط)، مكتبة دير الأسكوريال، رقم: 438.
64. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، للماوردي، ت: علي

আশ-শারীফ (খন্ড ৪, ৫), প্রকাশক: মুস্তফা আল-বাবী আল-হালাবী লাইব্রেরি ও প্রেস কোম্পানি - মিশর, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৩৯৫ হিজরি- ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ।
56. জ্ঞান ও তার শ্রেষ্ঠত্ব ব্যাখ্যার সংকলন (জামিউ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহি), ইবনে আব্দুল বার্র কর্তৃক, সম্পাদনা: আবু আশবাল আল-জুহাইরি, প্রকাশক: দার ইবনে আল-জাওযী - সৌদি আরব, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৪ হিজরি- ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ।
57. বর্ণনাকারীর নৈতিকতা ও শ্রোতার শিষ্টাচারের সংকলন (আল-জামিউ লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'), আল-খাতীব আল-বাগদাদী কর্তৃক, সম্পাদনা: মাহমুদ আত-তাহহান, প্রকাশক: মাকতাবাতুল মাআরিফ - রিয়াদ, সংস্করণ: ১৪০৩ হিজরি- ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ।
58. আল-জামিউ, মামার ইবনে রাশিদ কর্তৃক (মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে সংযুক্ত), সম্পাদনা: হাবীবুর রহমান আল-আ'জামী, প্রকাশক: পাকিস্তানের আল-মাজলিসুল ইলমি এবং বিতরণকারী: বৈরুতের আল-মাকতাবুল ইসলামী, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪০৩ হিজরি।
59. আল-জারহু ওয়াত তা'দীল (হাদীসের দুর্বলতা ও নির্ভরযোগ্যতার যাচাই), ইবনে আবি হাতিম কর্তৃক, প্রকাশনা: উসমানী বিশ্বকোষ পরিষদ - হায়দ্রাবাদ, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৩৭১ হিজরি- ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দ।
60. যথেষ্ট সৎ সঙ্গী ও নিরাময়কারী উপদেশদাতা প্রিয়জন (আল-জালিসুস সালিহুল কাফী ওয়াল আনীসুন নাসিহুশ শাফী), আল-মুআফা ইবনে জাকারিয়া আন-নাহরাওয়ানী কর্তৃক, সম্পাদনা: আব্দুল করীম সামী আল-জুন্দী, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৬ হিজরি- ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।

61. শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার-এর জীবনীতে রত্ন ও মুক্তা (আল-জাওয়াহিরু ওয়াদ দুরার ফী তারজামাতি শাইখিল ইসলাম ইবনে হাজার), আস-সাখাভী কর্তৃক, সম্পাদনা: ইব্রাহিম বাজিস আব্দুল মাজীদ, প্রকাশক: দার ইবনে হাযম লিত-তিবাআতি ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযী' - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হিজরি- ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।
62. উত্তম শৃঙ্খলিত বর্ণনা (জিয়াদুল মুসালসালাত), আস-সুয়ূতী কর্তৃক, সম্পাদনা: শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা, প্রকাশক: দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৩ হিজরি- ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।
63. আন-নাযিমের ব্যাখ্যার উপর মুহাম্মাদ কাসিম আল-গাজ্জীর টীকা (হাশিয়াতু মুহাম্মাদ কাসিম আল-গাজ্জী আলা শারহিন নাযিম) (হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি), এসকোরিয়াল মঠের লাইব্রেরি, নং: ৪৩৮।
64. ইমাম শাফিঈর মাযহাবের ফিকাহ বিষয়ক বৃহৎ সংকলন (আল-হাওয়ী আল-কাবীর ফী ফিকহি মাযহাবিল ইমামিশ শাফিঈ), আল-মাওয়ার্দী কর্তৃক, সম্পাদনা: আলী

محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط: الأولى، 1419 هـ- 1999 م.
65. حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، للسيوطي، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر، ط: الأولى، 1387 هـ- 1967 م.
66. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم الأصبهاني، الناشر: السعادة - بجوار محافظة مصر، (تصوير: دار الكتاب العربي - بيروت)، 1394 هـ- 1974 م.

67. خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، للخزرجي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية، دار البشائر - حلب، بيروت، ط: الخامسة، 1416 هـ.

68. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، لابن حجر، ت: محمد عبد المعيد خان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد، ط: الثانية، 1392 هـ- 1972 م.

69. ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد، لتقي الدين الفاسي، ت: كمال يوسف الحوت، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1410 هـ-1990 م.

70. رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه، لأبي داود، ت: محمد الصباغ، الناشر: دار العربية - بيروت.

71. الرسالة، للشافعي، ت: أحمد شاكر، الناشر: مكتبة الحلبي - مصر، ط: الأولى، 1358 هـ-1940 م.

72. سنن ابن ماجه، ت: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد - محمَّد كامل قره بللي - عَبد اللَّطيف حرز الله، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط: الأولى، 1430 هـ- 2009 م.

মুহাম্মদ মু'আওয়াদ, ও আদিল আহমাদ আব্দুল মাওজুদ, সংস্করণ: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত - লেবানন, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হিজরি - ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

৬৫. মিসর ও কায়রোর ইতিহাসে উত্তম আলোচনা, সুয়ূতীর রচিত। সম্পাদনা: মুহাম্মদ আবুল ফাদ্বল ইবরাহীম। প্রকাশক: দারু ইহইয়াইল কুতুবিল আরাবিয়্যাহ - ঈসা আল-বাবী আল-হালাবী ও তাঁর অংশীদারগণ - মিসর। ১ম সংস্করণ, ১৩৮৭ হিজরি - ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ।

৬৬. আওলিয়াগণের অলংকার ও পূতপবিত্রদের স্তরসমূহ, আবু নু'আইম আল-ইসফাহানীর রচিত। প্রকাশক: আস-সা'আদাহ - মিসরের গভর্নরেটের পাশে। (ফটোকপি: দারুল কিতাবিল আরাবী - বৈরুত), ১৩৯৪ হিজরি - ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ।

৬৭. রিজালদের নামে তাহযীবুল কামালের সারসংক্ষেপ, আল-খাজরাজীর রচিত। সম্পাদনা: আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ। প্রকাশক: মাকতাবুল মাতবু'আতিল ইসলামিয়্যাহ, দারুল বাশাইর - হালব, বৈরুত। ৫ম সংস্করণ, ১৪১৬ হিজরি।
৬৮. অষ্টম শতাব্দীর বিখ্যাত ব্যক্তিদের গোপন রত্নসমূহ, ইবনে হাজারের রচিত। সম্পাদনা: মুহাম্মদ আব্দুল মু'ঈদ খান। প্রকাশক: মজলিসু দাইরাতুল মা'আরিফ আল-উসমানিয়্যাহ - হায়দ্রাবাদ। ২য় সংস্করণ, ১৩৯২ হিজরি - ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।
৬৯. সুনান ও সনদসমূহের বর্ণনাকারীদের ওপর কায়দাহর পরিশিষ্ট, তাক্বীউদ্দীন আল-ফাসীর রচিত। সম্পাদনা: কামাল ইউসুফ আল-হূত। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত। ১ম সংস্করণ, ১৪১০ হিজরি - ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দ।
৭০. আবু দাউদের রিসালাহ মক্কাবাসী ও অন্যদের প্রতি, তাঁর সুনান গ্রন্থ বর্ণনায়, আবু দাউদের রচিত। সম্পাদনা: মুহাম্মদ আস-সাব্বাগ। প্রকাশক: দারুল আরাবিয়্যাহ - বৈরুত।
৭১. আর-রিসালাহ (الرسالة), আশ-শাফি'ঈর রচিত। সম্পাদনা: আহমাদ শাকির। প্রকাশক: মাকতাবাতুল হালাবী - মিসর। ১ম সংস্করণ, ১৩৫৮ হিজরি - ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দ।
৭২. সুনানে ইবনে মাজাহ (سنن ابن ماجه)। সম্পাদনা: শু'আইব আল-আরনাঊত - আদিল মুর্শিদ - মুহাম্মদ কামিল ক্বুরাহ বাল্লী - আব্দুল লতীফ হিরযুল্লাহ। প্রকাশক: দারুর রিসালাতিল আলামিয়্যাহ। ১ম সংস্করণ, ১৪৩০ হিজরি - ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।

73. سنن أبي داود، ت: شعيب الأرناؤوط - محَمَّد كامِل قره بللي، الناشر: دار الرسالة العالمية، ط: الأولى، 1430 هـ- 2009 م.
74. سنن الدارقطني، ت: شعيب الأرناؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الأولى، 1424 هـ- 2004 م.
75. سنن الدارمي (مسند الدارمي)، ت: حسين سليم أسد الداراني، الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع - السعودية، ط: الأولى، 1412 هـ- 2000 م.

76. السنن الكبرى، للبيهقي، ت: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الثالثة، 1424 هـ- 2003 م.
77. السنن الكبرى، للنسائي، ت: حسن عبد المنعم شلبي، أشرف عليه: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الأولى، 1421 هـ- 2001 م.
78. سير أعلام النبلاء، للذهبي، ت: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الثالثة، 1405 هـ- 1985 م.
79. سيرة الإمام أحمد بن حنبل، لصالح بن أحمد بن حنبل، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الدعوة - الإسكندرية، ط: الثانية، 1404 هـ.
80. السيرة النبوية، لابن هشام، ت: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: دار الجيل - بيروت.
81. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، لمحمد بن محمد ابن سالم مخلوف، ت: عبد المجيد خيالي، الناشر: دار الكتب العلمية - لبنان، ط: الأولى، 1424 هـ- 2003 م.
82. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد، ت: محمود

73. সুনান আবি দাউদ, সম্পাদনা: শু'আইব আল-আরনা'উত - মুহাম্মাদ কামিল কারাহ বুললি, প্রকাশক: দারুর রিসালাহ আল-'আলামিয়্যাহ, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩০ হি.- ২০০৯ খ্রি.
74. সুনান আদ-দারাকুতনী, সম্পাদনা: শু'আইব আল-আরনা'উত, হাসান আব্দুল মুন'ইম শালবী, আব্দুল লতীফ হিরযুল্লাহ, আহমদ বারহুম, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৪ হি.- ২০০৪ খ্রি.
75. সুনান আদ-দারিমী (মুসনাদ আদ-দারিমী), সম্পাদনা: হুসাইন সালীম আসাদ আদ-দারানী, প্রকাশক: দারুল মুগনী লিন-নাশরি ওয়াত-তাওযী' - সৌদি আরব, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১২ হি.- ২০০০ খ্রি.
76. আস-সুনান আল-কুবরা, আল-বায়হাকী কর্তৃক, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ আব্দুল কাদির আতা, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, সংস্করণ: তৃতীয়, ১৪২৪ হি.- ২০০৩ খ্রি.

77. আস-সুনান আল-কুবরা, আন-নাসাঈ কর্তৃক, সম্পাদনা: হাসান আব্দুল মুন'ইম শালবী, তত্ত্বাবধানে: শু'আইব আল-আরনা'উত, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২১ হি.- ২০০১ খ্রি.
78. সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, আয-যাহাবী কর্তৃক, সম্পাদনা: একদল গবেষক, শায়খ শু'আইব আল-আরনা'উতের তত্ত্বাবধানে, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ - বৈরুত, সংস্করণ: তৃতীয়, ১৪০৫ হি.- ১৯৮৫ খ্রি.
79. সীরাত (জীবনী) ইমাম আহমদ ইবন হাম্বলের, সালিহ ইবন আহমদ ইবন হাম্বল কর্তৃক, সম্পাদনা: ফুয়াদ আব্দুল মুন'ইম আহমদ, প্রকাশক: দারুদ দা'ওয়াহ - ইসকান্দারিয়্যাহ, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪০৪ হি.
80. আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ (নবীজীর জীবনী), ইবন হিশাম কর্তৃক, সম্পাদনা: ত্বাহা আব্দুল রাউফ সা'দ, প্রকাশক: দারুল জীল - বৈরুত.
81. শাজারাতুন নূর আয-যাকিয়্যাহ ফী তাবাকাতিল মালিকিয়্যাহ (মালকী মাযহাবের স্তরবিন্যাস প্রসঙ্গে উজ্জ্বল আলোর বৃক্ষ), মুহাম্মাদ ইবন মুহাম্মাদ ইবন সালিম মাখলুফ কর্তৃক, সম্পাদনা: আব্দুল মাজীদ খাইয়ালী, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ - লেবানন, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৪ হি.- ২০০৩ খ্রি.
82. শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারিম মান যাহাব (যারা গত হয়েছেন তাদের সংবাদে স্বর্ণের টুকরা), ইবনুল ইমাদ কর্তৃক, সম্পাদনা: মাহমুদ

الأرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير - دمشق، بيروت -، ط: الأولى، 1406 هـ- 1986 م.
83. شرح التبصرة والتذكرة، للحافظ العراقي، ت: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1423 هـ- 2002 م.
84. شرح ألفية العراقي، للسيوطي، ت: عبد الله محمد الدرويش، الناشر: مكتبة الفارابي - دمشق.

85. شرح ألفية ابن مالك، لابن عقيل، ت: محمد محي الدين عبد الحميد، الناشر: دار التراث - القاهرة، ط: العشرون، 1400 هـ- 1980 م.
86. شرح المفصل، لابن يعيش الموصلي، ت: إميل بديع يعقوب، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1422 هـ- 2001 م.
87. شرح مشكل الآثار، لأبي جعفر الطَّحاوي، ت: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الأولى، 1415 هـ- 1994 م.
88. شرف أصحاب الحديث، للخطيب البغدادي، ت: محمد سعيد خطي أوغلي، الناشر: دار إحياء السنة النبوية - أنقرة.
89. شروط الأئمة الخمسة، للحازمي، ت: حسام الدين القدسي، الناشر: دار الكتاب العلمية، 1405 هـ- 1984 م.
90. شروط الأئمة الستة، لمحمد بن طاهر المقدسي، ت: حسام الدين القدسي، الناشر: دار الكتاب العلمية، 1405 هـ- 1984 م.
91. الشَّريعة، لأبي بكر الآجرِّي، ت: عبد الله بن عمر الدِّميجي، الناشر: دار الوطن - الرياض، ط: الثانية، 1420 هـ- 1999 م.
92. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، ت: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين - بيروت، ط: الرابعة، 1407 هـ- 1987 م.

আল-আরনাউত, প্রকাশক: দারু ইবনে কাছীর - দামেস্ক, বৈরুত -, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৬ হিজরী- ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।

৮৩. তাবসিরাহ ওয়া তাযকিরাহ-এর ব্যাখ্যা, হাফিয ইরাকী রচিত, তাহকীক: আব্দুল লতিফ আল-হুমাইম - মাহির ইয়াসীন ফাহল, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৩ হিজরী- ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।

৮৪. আলফিয়্যাতুল ইরাকী-এর ব্যাখ্যা, সুয়ূতী রচিত, তাহকীক: আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ আদ-দারবিশ, প্রকাশক: মাকতাবাতুল ফারাবী - দামেস্ক।
৮৫. আলফিয়্যাতু ইবনে মালিক-এর ব্যাখ্যা, ইবনে আকীল রচিত, তাহকীক: মুহাম্মাদ মুহিউদ্দিন আব্দুল হামিদ, প্রকাশক: দারুত তুরাছ - কায়রো, সংস্করণ: বিংশতিতম, ১৪০০ হিজরী- ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ।
৮৬. আল-মুফাস্সাল-এর ব্যাখ্যা, ইবনে ইয়াঈশ আল-মাওসিলী রচিত, তাহকীক: এমিল বাদী' ইয়াকুব, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২২ হিজরী- ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।
৮৭. মুশকিলাতুল আসার-এর ব্যাখ্যা, আবূ জাফর আত-তাহাবী রচিত, তাহকীক: শুআইব আল-আরনাউত, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৫ হিজরী- ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ।
৮৮. শরাফু আসহাবিল হাদীস, খত্বীব আল-বাগদাদী রচিত, তাহকীক: মুহাম্মাদ সাঈদ খত্বী আওগলী, প্রকাশক: দারু ইহইয়াইস সুন্নাতিন নাবাবিয়্যাহ - আঙ্কারা।
৮৯. পাঁচ ইমামের শর্তাবলী, আল-হাযিমী রচিত, তাহকীক: হুসামুদ্দীন আল-কুদসী, প্রকাশক: দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হিজরী- ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।
৯০. ছয় ইমামের শর্তাবলী, মুহাম্মাদ ইবনে তাহির আল-মাকদিসী রচিত, তাহকীক: হুসামুদ্দীন আল-কুদসী, প্রকাশক: দারুল কিতাবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪০৫ হিজরী- ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ।
৯১. আশ-শারীআহ, আবূ বকর আল-আজুর্রী রচিত, তাহকীক: আব্দুল্লাহ ইবনে উমার আদ-দিমীজী, প্রকাশক: দারুল ওয়াতান - রিয়াদ, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪২০ হিজরী- ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।
৯২. আস-সিহাহ: তাজুল লুয়াহ ওয়া সিহাহুল আরাবিয়্যাহ, জাওহারী রচিত, তাহকীক: আহমাদ আব্দুল গাফূর আত্তার, প্রকাশক: দারুল ইলম লিল-মালাঈন - বৈরুত, সংস্করণ: চতুর্থ, ১৪০৭ হিজরী- ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

93. صحيح ابن حبان، ت: محمد علي سونمز، خالص آي دمير، الناشر: دار ابن حزم، ط: الأولى 1433 هـ- 2013 م.
94. صحيح ابن خزيمة (مختصر المختصر من المسند الصحيح)، ت: مركز البحوث بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل - القاهرة، ط: الأولى، 1435 هـ- 2014 م.
95. صحيح البخاري، ت: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط: الأولى، 1422 هـ.
96. صحيح مسلم، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1412 هـ-1992 م.
97. الصلة في تاريخ أئمة الأندلس، لابن بشكوال، ت: عزَّت العطَّار الحسيني، الناشر: مكتبة الخانجي، ط: الثانية، 1374 هـ- 1955 م.
98. الضعفاء الكبير، للعقيلي، ت: قسم التحقيق بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل، ط: الأولى، 2013 م.
99. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، للسخاوي، الناشر: دار الجيل - بيروت.
100. طبقات الحفاظ، للسيوطي، ت: لجنة من العلماء، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1403 هـ.
101. طبقات الحنابلة، لأبي الحسين ابن أبي يعلى الفراء، ت: محمد حامد الفقي، الناشر: دار المعرفة - بيروت.
102. طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السبكي، ت: محمود محمد الطناحي، عبد الفتاح محمد الحلو، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط: الثانية، 1413 هـ.

৯৩. সহীহ ইবন হিব্বান, সং. (সম্পাদিত): মুহাম্মাদ আলী সুন্‌মেয, খালিস আয় দামির, প্রকাশক: দার ইবন হাযম, সং. (সংস্করণ): প্রথম, ১৪৩৩ হি. - ২০১৩ খ্রি.

৯৪. সহীহ ইবন খুযাইমা (আল-মুসনাদ আস-সহীহ-এর সংক্ষিপ্ত সার), সং. (সম্পাদিত): দারুত তা'সিলের গবেষণা কেন্দ্র, প্রকাশক: দারুত তা'সিল - কায়রো, সং. (সংস্করণ): প্রথম, ১৪৩৫ হি. - ২০১৪ খ্রি.
৯৫. সহীহ বুখারী, সং. (সম্পাদিত): মুহাম্মাদ যুহাইর ইবন নাসর আন-নাসির, প্রকাশক: দারু তাওকিন নাজাত (সুলতানিয়া থেকে পুনর্মুদ্রিত, মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকীর নম্বরিং সংযোজিত), সং. (সংস্করণ): প্রথম, ১৪২২ হি.
৯৬. সহীহ মুসলিম, সং. (সম্পাদিত): মুহাম্মাদ ফুয়াদ আব্দুল বাকী, প্রকাশক: দার ইহ্য়া আত-তুরাস আল-আরাবী - বৈরুত, ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.
৯৭. আস-সিলাহ ফী তারিখ আইম্মাতিল আন্দালুস, ইবন বাশকুয়াল কর্তৃক, সং. (সম্পাদিত): ইয্যাত আল-আত্তার আল-হুসাইনী, প্রকাশক: মাকতাবাতুল খানজি, সং. (সংস্করণ): দ্বিতীয়, ১৩৭৪ হি. - ১৯৫৫ খ্রি.
৯৮. আদ-দু'আফা আল-কাবীর, আল-উকাইলী কর্তৃক, সং. (সম্পাদিত): দারুত তা'সিলের যাচাইকরণ বিভাগ, প্রকাশক: দারুত তা'সিল, সং. (সংস্করণ): প্রথম, ২০১৩ খ্রি.
৯৯. আয-যাউল লামি' লি-আহলিল কারনিত তাসি', আস-সাখাওয়ী কর্তৃক, প্রকাশক: দারুল জীল - বৈরুত.
১০০. তাবাকাতুল হুফফায, আস-সুয়ূতী কর্তৃক, সং. (সম্পাদিত): একদল উলামার কমিটি, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, সং. (সংস্করণ): প্রথম, ১৪০৩ হি.
১০১. তাবাকাতুল হানাবিলাহ, আবুল হুসাইন ইবন আবী ইয়া'লা আল-ফাররা কর্তৃক, সং. (সম্পাদিত): মুহাম্মাদ হামিদ আল-ফাক্বী, প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ - বৈরুত.
১০২. তাবাকাতুশ শাফি'ইয়্যাহ আল-কুবরা, তাজ আদ-দীন আস-সুবকী কর্তৃক, সং. (সম্পাদিত): মাহমুদ মুহাম্মাদ আত-তান্নাহী, আব্দুল ফাত্তাহ মুহাম্মাদ আল-হুলু, প্রকাশক: হাজর লিত-তিবা'আ ওয়ান-নাশ্র ওয়াত-তাওযী', সং. (সংস্করণ): দ্বিতীয়, ১৪১৩ হি.

103. طبقات الشافعية، لابن قاضي شهبة، ت: الحافظ عبد العليم خان، الناشر: عالم الكتب - بيروت، ط: الأولى، 1407 هـ.
104. الطبقات الكبير، لمحمد بن سعد، ت: علي محمد عمر، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، ط: الأولى، 2001 م.
105. العلل الكبير، رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي، ت: صبحي السامرائي، أبو المعاطي النوري، محمود خليل الصعيدي، الناشر: عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية - بيروت، ط: الأولى، 1409 هـ.
106. العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، ت: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، الناشر: دار طيبة - الرياض، ط: الأولى 1405 هـ- 1985 م.
107. العلل الواردة في الأحاديث النبوية، للدارقطني، ت: محمد بن صالح بن محمد الدباسي، الناشر: دار ابن الجوزي - الدمام، ط: الأولى، 1427 هـ.
108. العلل ومعرفة الرجال، للإمام أحمد برواية عبد الله بن أحمد، ت: وصي الله بن محمد عباس، الناشر: دار الخاني - الرياض، ط: الثانية، 1422 هـ- 2011 م.
109. العلل ومعرفة الرجال، لعلي بن المديني، ت: أبو عمر محمد بن علي الأزهري، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة، ط: الأولى، 1427 هـ- 2006 م.
110. غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، الناشر: مكتبة ابن تيمية، ط: عني بنشره لأول مرة عام 1351 هـ ج. برجستراس.
111. فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن رجب، ت: مجموعة من الباحثين، الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية، ط: الأولى، 1417 هـ- 1996 م.

103. শাফেয়ীগণের স্তরবিন্যাস (তাবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ), ইবন কাজী শাহবাহ কর্তৃক, সম্পাদনা: হাফিয আব্দুল আলীম খান, প্রকাশক: আলমুল কুতুব - বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৭ হিজরী।

104. আল-তাবাকাতুল কাবীর (মহা স্তরবিন্যাস), মুহাম্মাদ ইবন সা'দ কর্তৃক, সম্পাদনা: আলী মুহাম্মাদ উমার, প্রকাশক: মাকতাবাতুল খানজী - কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ।
105. আল-ইলালুল কাবীর (মহা ত্রুটিসমূহ), ﷺ (গ্রন্থসমূহের) উপর বিন্যাস করেছেন: আবু তালিব আল-কাদী, সম্পাদনা: সুবহী আস-সামাররাঈ, আবুল মা'আতী আন-নূরী, মাহমূদ খলীল আস-সা'ঈদী, প্রকাশক: আলমুল কুতুব, মাকতাবাতুন নাহদাতিল আরাবিয়্যাহ - বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৯ হিজরী।
106. নবুওয়াতী হাদীসসমূহে বর্ণিত ত্রুটিসমূহ (আল-ইলালুল ওয়ারিদা ফিল আহাদীসিন নাবাওয়িয়্যাহ), দারাকুতনী কর্তৃক, সম্পাদনা: মাহফুযুর রহমান যাইনুল্লাহ আস-সালাফী, প্রকাশক: দারু তাইবাহ - রিয়াদ, প্রথম সংস্করণ, ১৪০৫ হিজরী- ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দ।
107. নবুওয়াতী হাদীসসমূহে বর্ণিত ত্রুটিসমূহ (আল-ইলালুল ওয়ারিদা ফিল আহাদীসিন নাবাওয়িয়্যাহ), দারাকুতনী কর্তৃক, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ ইবন সালিহ ইবন মুহাম্মাদ আদ-দাব্বাসী, প্রকাশক: দারু ইবনিল জাওযী - আদ-দাম্মাম, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৭ হিজরী।
108. হাদীসের ত্রুটি ও রাবীদের জ্ঞান (আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল), ইমাম আহমাদ কর্তৃক, আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ-এর বর্ণনা মতে, সম্পাদনা: ওয়াসীয়ুল্লাহ ইবন মুহাম্মাদ আব্বাস, প্রকাশক: দারুল খানী - রিয়াদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪২২ হিজরী- ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ।
109. হাদীসের ত্রুটি ও রাবীদের জ্ঞান (আল-ইলাল ওয়া মা'রিফাতুর রিজাল), আলী ইবনুল মাদীনী কর্তৃক, সম্পাদনা: আবু উমার মুহাম্মাদ ইবন আলী আল-আযহারী, প্রকাশক: আল-ফারুকুল হাদীসাতু লিত-তিবা'আতি ওয়ান-নাশরি - কায়রো, প্রথম সংস্করণ, ১৪২৭ হিজরী- ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দ।
110. ক্বারীদের স্তরবিন্যাসে চূড়ান্ত লক্ষ্য (গায়াতুন নিহায়াহ ফী তবাকাতিল কুররা'), ইবনুল জাযারী কর্তৃক, প্রকাশক: মাকতাবাতু ইবন তাইমিয়াহ, সংস্করণ: জি. বার্জস্ট্রাস কর্তৃক ১৩৫১ হিজরীতে প্রথমবার প্রকাশিত।
111. সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল বারী (ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী), ইবন রাজাব কর্তৃক, সম্পাদনা: একদল গবেষক, প্রকাশক: মাকতাবাতুল গুরবা'ইল আসারিয়্যাহ - মাদীনা মুনাওয়ারা, প্রথম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরী- ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দ।

112. فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، ت: محب الدين الخطيب، الناشر: دار المعرفة - بيروت، 1379 هـ.
113. فتح الباقي بشرح ألفية العراقي، لزكريا الأنصاري، ت: عبد اللطيف هميم - ماهر الفحل، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1422 هـ- 2002 م.
114. فتح العزيز بشرح الوجيز - الشرح الكبير-، للرافعي، ت: لجنة من علماء الأزهر، الناشر: دار الفكر.
115. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، للسخاوي، ت: علي حسين علي، الناشر: مكتبة السنة - مصر، ط: الأولى، 1424 هـ- 2003 م.
116. الفصل للوصل المدرج في النقل، للخطيب البغدادي، ت: محمد بن مطر الزهراني، الناشر: دار الهجرة، ط: الأولى، 1418 هـ- 1997 م.
117. فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن (شروط الأئمة)، لابن مَنْدَه، ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي، الناشر: دار المسلم - الرياض، ط: الأولى، 1414 هـ.
118. فهرسة ابن خير الإشبيلي، ت: بشار عواد معروف، محمود بشار عواد، الناشر: دار الغرب الإسلامي - تونس، ط: الأولى، 2009 م.
119. الفوائد السَّنيَّة في شرح الألفيَّة، لشمس الدِّين محمد بن عبد الدَّائم البرماوي، ت: عبد الله رمضان موسى، مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر والبحث العلمي، الجيزة - مصر.
120. القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ت: محمد نعيم العرقسُوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، ط: الثامنة، 1426 هـ- 2005 م.
121. قواطع الأدلة في الأصول، لأبي المظفر السمعاني، ت: محمد

১১২. ফাতহুল বারি শারহু সহীহিল বুখারী, ইবনে হাজার রচিত, সম্পাদনা: মুহিব্বুদ্দীন আল-খতীব, প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ - বৈরুত, ১৩৭৯ হিজরী।
১১৩. ফাতহুল বাক্বী বিশারহি আলফিয়্যাতিল ইরাকী, যাকারিয়া আনসারী রচিত, সম্পাদনা: আব্দুল লতীফ হামিম - মাহের আল-ফাহল, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, ১ম সংস্করণ, ১৪২২ হিজরী- ২০০২ খ্রিস্টাব্দ।
১১৪. ফাতহুল আযীয বিশারহিল ওয়াজিজ - আশ-শারহুল কাবীর-, রাফিঈ রচিত, সম্পাদনা: আযহারের আলেমগণের একটি কমিটি, প্রকাশক: দারুল ফিকর।
১১৫. ফাতহুল মুগীছ বিশারহি আলফিয়্যাতিল হাদীছ, সাখাবী রচিত, সম্পাদনা: আলী হুসাইন আলী, প্রকাশক: মাকতাবাতুস সুন্নাহ - মিসর, ১ম সংস্করণ, ১৪২৪ হিজরী- ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ।
১১৬. আল-ফাসল লিল ওয়াসলিল মুদরাজ ফিন্ নাকল, খতীব আল-বাগদাদী রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ ইবনে মাতার আয-যাহরানী, প্রকাশক: দারুল হিজরাহ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৮ হিজরী- ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।
১১৭. ফাদলুল আখবার ওয়া শারহু মাযাহিব আহলিল আছার ওয়া হাক্বীক্বাতুস সুনান (শুরুতুল আইম্মাহ), ইবনে মানদাহ রচিত, সম্পাদনা: আব্দুর রহমান আব্দুল জাব্বার আল-ফারিয়াবী, প্রকাশক: দারুল মুসলিম - রিয়াদ, ১ম সংস্করণ, ১৪১৪ হিজরী।
১১৮. ফিহরিস্ত ইবনে খাইর আল-ইশবিলী, সম্পাদনা: বাশশার আওয়াদ মারুফ, মাহমুদ বাশশার আওয়াদ, প্রকাশক: দারুল গারবিল ইসলামী - তিউনিস, ১ম সংস্করণ, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ।
১১৯. আল-ফাওয়াইদুস সানিয়্যা ফী শারহিল আলফিয়্যা, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল দাইম আল-বারমাভী রচিত, সম্পাদনা: আব্দুল্লাহ রামাদান মূসা, মাকতাবাতুত তাউয়িয়াতিল ইসলামিয়্যা লিল তাহক্বীক্ব ওয়ান নাশরি ওয়াল বাহসিল ইলমী, গিজা - মিসর।
১২০. আল-ক্বামুসুল মুহীত, ফিরোজাবাদী রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ নাঈম আল-আরক্বুসূসী, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ লিত তিবায়াহ ওয়ান নাশরি ওয়াত তাওযী' - বৈরুত, ৮ম সংস্করণ, ১৪২৬ হিজরী- ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।
১২১. ক্বাওয়াতিউল আদিল্লাহ ফিল উসূল, আবু আল-মুজাফফর আস-সাম'আনী রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ

حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1418 هـ- 1999 م.

122. الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، للذهبي، ت: محمد عوامة، وأحمد محمد نمر الخطيب، الناشر: دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط: الأولى، 1413 هـ- 1992 م.

123. الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي، ت: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، وشارك: عبد الفتاح أبو سنة، الناشر: الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1418 هـ- 1997 م.

124. الكتاب، لأبي بشر عمرو بن عثمان الملقَّب بسيبويه، ت: عبد السلام هارون، الناشر: مكتبة الخانجي - القاهرة، ط: الثالثة، 1408 هـ- 1988 م

125. كتاب في علم الحديث، لأبي عمرو الداني، ت: علي بن أحمد الكندي المرر، الناشر: مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع - أبوظبي، ط: الأولى، 1427 هـ- 2006 م.

126. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، الناشر: مكتبة المثنى - بغداد، تصوير دار إحياء التراث العربي.

127. الكفاية في علم الرواية، للخطيب البغدادي، ت: أبو عبد الله السورقي، وإبراهيم حمدي المدني، الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة.

128. لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، لابن فهد، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1419 هـ- 1998 م.

129. اللمع في أصول الفقه، لأبي إسحاق الشيرازي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الثانية، 1424 هـ- 2003 م.

130. مأخذ العلم، لابن فارس، ت: محمد بن ناصر العجمي، الناشر: دار البشائر الإسلامية، ط: الثانية 1426 هـ- 2005 م.

হাসান মুহাম্মদ হাসান ইসমাইল আশ-শাফিয়ী, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হি. - ১৯৯৯ খ্রি.

১২২. ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থে যাদের বর্ণনা রয়েছে তাদের পরিচয় জ্ঞাপক গ্রন্থ, আল-যাহাবী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আওয়ামাহ এবং আহমদ মুহাম্মদ নিম্র আল-খাতীব, প্রকাশক: দারুল কিবলা লিল ছাকাফাতিল ইসলামিয়্যাহ - মুআসসাসাত উলুমিল কুরআন, জেদ্দা, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৩ হি. - ১৯৯২ খ্রি.

১২৩. দুর্বল বর্ণনাকারীদের (রাবীদের) পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ, ইবনে আদী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: আদিল আহমদ আব্দুল মাওজুদ এবং আলী মুহাম্মদ মুয়াওয়াদ, অংশগ্রহণ: আব্দুল ফাত্তাহ আবু সান্নাহ, প্রকাশক: কুতুবুল ইলমিয়্যা - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৮ হি. - ১৯৯৭ খ্রি.

১২৪. কিতাব (গ্রন্থ), আবু বিশর আমর ইবনে উসমান, সিবওয়াইহ নামে পরিচিত, সম্পাদনা: আব্দুল সালাম হারুন, প্রকাশক: মাকতাবাতুল খানজি - কায়রো, সংস্করণ: তৃতীয়, ১৪০৮ হি. - ১৯৮৮ খ্রি.

১২৫. হাদীস বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ, আবু আমর আদ-দানী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: আলী ইবনে আহমদ আল-কিন্দী আল-মুরার, প্রকাশক: মুআসসাসাত বাইনুনাহ লিন-নাশরি ওয়াত-তাওজি - আবুধাবি, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৭ হি. - ২০০৬ খ্রি.

১২৬. গ্রন্থ ও বিজ্ঞানসমূহের নাম থেকে সন্দেহ উন্মোচন, হাজী খলীফা কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: মাকতাবাতুল মুছান্না - বাগদাদ, ফটোকপি: দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী.

১২৭. বর্ণনা (রিওয়ায়াত) বিজ্ঞান বিষয়ক পর্যাপ্ত গ্রন্থ, আল-খাতীব আল-বাগদাদী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: আবু আব্দুল্লাহ আস-সাওরাকী এবং ইব্রাহিম হামদী আল-মাদানী, প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ - মদীনা মুনাওয়ারা.

১২৮. হাফেজদের স্তরবিন্যাসের লেজ (পরিশিষ্ট) দিয়ে দৃষ্টিপাত, ইবনে ফাহাদ কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.

১২৯. ফিকহের মূলনীতিসমূহে আলোকচ্ছটা, আবু ইসহাক আশ-শিরাজি কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪২৪ হি. - ২০০৩ খ্রি.

১৩০. জ্ঞানের উৎসসমূহ, ইবনে ফারিস কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ইবনে নাসির আল-আজমী, প্রকাশক: দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, সংস্করণ: দ্বিতীয় ১৪২৬ হি. - ২০০৫ খ্রি.

131. المجتبى (سنن النسائي)، ت: مركز البحوث وتقنية المعلومات بدار التأصيل، الناشر: دار التأصيل - القاهرة، ط: الأولى، 1433 هـ- 2012 م.

132. المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، لابن حبان، ت: محمود إبراهيم زايد، الناشر: دار الوعي - حلب، ط: الأولى، 1396 هـ.

133. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للهيثمي، ت: حسام الدين القدسي، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، 1414 هـ- 1994 م.

134. المجموع شرح المهذب، للنووي، ت: لجنة من علماء الأزهر، الناشر: دار الفكر.

135. المحدث الفاصل بن الراوي والواعي، للرامهرمزي، ت: محمد عجاج الخطيب، الناشر: دار الفكر - بيروت، ط: الثالثة، 1404 هـ.

136. المحصول، للرازي، ت: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الثالثة، 1418 هـ- 1997 م.

137. المحلى بالآثار، لابن حزم، الناشر: دار الفكر - بيروت.

138. مختار الصحاح، لأبي بكر الرَّازي، ت: يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية - الدار النموذجية، بيروت - صيدا، ط: الخامسة، 1420 هـ- 1999 م.

139. المدخل إلى علم السنن، للبيهقي، ت: محمد عوامة، الناشر: دار اليسر للنشر والتوزيع - القاهرة، ودار المنهاج للنشر والتوزيع - بيروت، ط: الأولى، 1437 هـ- 2017 م.

140. المدخل إلى كتاب الإكليل، للحاكم، ت: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الدعوة - الإسكندرية.

141. المدونة، لسحنون بن سعيد، دار الكتب العلمية، ط: الأولى، 1415 هـ - 1994 م.

131. আল-মুজতাবা (সুনান আন-নাসাঈ), সম্পাদনা: দারুত তাসীল-এর গবেষণা ও তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র, প্রকাশক: দারুত তাসীল প্রকাশনী - কায়রো, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩৩ হিজরি- ২০১২ খ্রিস্টাব্দ।

132. মুহাদ্দিসদের মধ্যে জারহতপ্রাপ্তগণ, দুর্বলগণ ও পরিত্যক্তগণ, ইবন হিব্বান কর্তৃক, সম্পাদনা: মাহমুদ ইবরাহিম জায়িদ, প্রকাশক: দারুল ওয়াই প্রকাশনী - আলেপ্পো, সংস্করণ: প্রথম, ১৩৯৬ হিজরি।

133. মাজমাউয যাওয়াইদ ওয়া মানবাউল ফাওয়াইদ, হাইছামী কর্তৃক, সম্পাদনা: হুসামুদ্দিন আল-কুদসী, প্রকাশক: মাকতাবাতুল কুদসী, কায়রো, ১৪১৪ হিজরি- ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ।

134. আল-মাজমু' শারহুল মুহাযযাব, নববী কর্তৃক, সম্পাদনা: আযহারের আলেমদের একটি কমিটি, প্রকাশক: দারুল ফিকর প্রকাশনী।

135. বর্ণনাকারী ও সংগ্রহকারীর মাঝে পার্থক্যকারী মুহাদ্দিস, রামাহুরমুযী কর্তৃক, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ আজাজ আল-খাতিব, প্রকাশক: দারুল ফিকর প্রকাশনী - বৈরুত, সংস্করণ: তৃতীয়, ১৪০৪ হিজরি।

136. আল-মাহসুল, রাযী কর্তৃক, সম্পাদনা: ড. ত্বহা জাবির ফাইয়াদ আল-ইলওয়ানী, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, সংস্করণ: তৃতীয়, ১৪১৮ হিজরি- ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ।

137. আল-মুহাল্লা বিল-আসার, ইবন হাযম কর্তৃক, প্রকাশক: দারুল ফিকর প্রকাশনী - বৈরুত।

138. মুখতারুস সিহাহ, আবু বকর আর-রাযী কর্তৃক, সম্পাদনা: ইউসুফ আশ-শাইখ মুহাম্মাদ, প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল আসরিয়্যাহ - আদ-দারুন নামুযাজিয়্যাহ, বৈরুত - সাইদা, সংস্করণ: পঞ্চম, ১৪২০ হিজরি- ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

139. সুনান শাস্ত্রের পরিচিতি, বায়হাক্বী কর্তৃক, সম্পাদনা: মুহাম্মাদ আওয়ামাহ, প্রকাশক: দারুল ইউসর লিন-নশর ওয়াত-তাওযী' প্রকাশনী - কায়রো, এবং দারুল মিনহাজ লিন-নশর ওয়াত-তাওযী' প্রকাশনী - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩৭ হিজরি- ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ।

140. কিতাবুল ইকলিল-এর পরিচিতি, হাকিম কর্তৃক, সম্পাদনা: ফুয়াদ আব্দুল মুন'ইম আহমাদ, প্রকাশক: দারুদ দাওয়াহ প্রকাশনী - আলেকজান্দ্রিয়া।

141. আল-মুদাওওয়ানাহ, সাহনুন ইবন সাঈদ কর্তৃক, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ প্রকাশনী, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৫ হিজরি- ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ।

142. المراسيل، لأبي داود، ت: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الأولى، 1408 هـ.

143. المسالك والممالك، لأبي إسحاق الإصطخري، الناشر: دار صادر - بيروت، 2004 م.

144. مسائل أحمد بن حنبل، رواية ابنه عبد الله، ت: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، ط: الأولى، 1401 هـ- 1981 م.

145. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، لإسحاق بن منصور الكوسَج، الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1425 هـ- 2004 م.

146. مسائل الإمام أحمد بن حنبل، رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري، ت: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، 1400 هـ.

147. مسائل الإمام أحمد، رواية أبي داود السجستاني، ت: أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، الناشر: مكتبة ابن تيمية - مصر، ط: الأولى، 1420 هـ- 1999 م.

148. مستخرج أبي عوانة، ت: أيمن بن عارف الدمشقي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، ط: الأولى، 1419 هـ- 1998 م.

149. المستدرك على الصحيحين، للحاكم، ت: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1411 هـ- 1990 م.
150. المستصفى في علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، ت: محمد بن سليمان الأشقر، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الأولى، 1417 هـ-1997 م.
151. مسند ابن الجعد، لعلي بن الجعد، ت: عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي، الناشر: مكتبة الفلاح - الكويت، ط: الأولى، 1985 م.

১৪২। আল-মারাসিল, আবু দাউদ কর্তৃক রচিত, তাহক্বীক: শু'আইব আল-আরনা'উত, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ - বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪০৮ হি.।
১৪৩। আল-মাসালিক ওয়াল-মামালিক, আবু ইসহাক আল-ইস্তাক্বরী কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: দারু সাদির - বৈরুত, ২০০৪ খ্রি.।
১৪৪। মাসাইলু আহমাদ ইবনু হাম্বল, তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ কর্তৃক বর্ণিত, তাহক্বীক: যুহায়র আশ-শাওীশ, প্রকাশক: আল-মাকতাবুল ইসলামী - বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪০১ হি.- ১৯৮১ খ্রি.।
১৪৫। মাসাইলুল ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল ওয়া ইসহাক্ব ইবনু রাহওয়াইহ, ইসহাক্ব ইবনু মানসুর আল-কাওসাজ কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: গবেষণা বিভাগ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় - সৌদি আরব, ১ম সংস্করণ, ১৪২৫ হি.- ২০০৪ খ্রি.।
১৪৬। মাসাইলুল ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল, ইসহাক্ব ইবনু ইবরাহীম ইবনু হানি আন-নয়সাবূরী কর্তৃক বর্ণিত, তাহক্বীক: যুহায়র আশ-শাওীশ, প্রকাশক: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০০ হি.।
১৪৭। মাসাইলুল ইমাম আহমাদ, আবু দাউদ আস-সিজিস্তানী কর্তৃক বর্ণিত, তাহক্বীক: আবু মু'আয তারিক্ব ইবনু আওয়াযিল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ, প্রকাশক: মাকতাবাতু ইবনু তাইমিয়্যাহ - মিশর, ১ম সংস্করণ, ১৪২০ হি.- ১৯৯৯ খ্রি.।
১৪৮। মুস্তাসখরাজু আবী আওয়ানাহ, তাহক্বীক: আইমান ইবনু আরিফ আদ-দিমাশকী, প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ - বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৯ হি.- ১৯৯৮ খ্রি.।
১৪৯। আল-মুস্তাদরাকু আলাস সাহীহাইন, হাকিম কর্তৃক রচিত, তাহক্বীক: মুস্তাফা আব্দুল কাদির আতা, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১১ হি.- ১৯৯০ খ্রি.।

১৫০। আল-মুস্তাসফা ফী ইলমিল উসূল, আবু হামিদ আল-গাজ্জালী কর্তৃক রচিত, তাহক্বীক্ব: মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল-আশqar, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ - বৈরুত, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি.-১৯৯৭ খ্রি.।
১৫১। মুসনাদু ইবনু আল-জা'দ, আলী ইবনু আল-জা'দ কর্তৃক রচিত, তাহক্বীক্ব: আব্দুল মাহদী ইবনু আব্দুল কাদির ইবনু আব্দুল হাদী, প্রকাশক: মাকতাবাতুল ফালাহ - কুয়েত, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.।

152. مسند أبي داود الطيالسي، ت: محمد بن عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر - مصر، ط: الأولى، 1419 هـ- 1999 م.
153. مسند الإمام أحمد بن حنبل، ت: شعيب الأرناؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الأولى، 1421 هـ- 2001 م.
154. مسند البزار (البحر الزخار)، ت: محفوظ الرحمن زين الله وآخرين، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، ط: الأولى، (بدأت 1988 م، وانتهت 2009 م).
155. مشارق الأنوار على صحاح الآثار، للقاضي عياض، الناشر: المكتبة العتيقة ودار التراث، ط: 1978 م.
156. مصابيح السنة، للبغوي، ت: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، محمد سليم إبراهيم سمارة، جمال حمدي الذهبي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت، ط: الأولى، 1407 هـ- 1987 م.

157. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت.
158. المصنف، لعبد الرزاق الصنعاني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المجلس العلمي - الهند، ط: الثانية، 1403 هـ.
159. معالم السنن، للخطابي، ت: محمد راغب الطباخ، الناشر: المطبعة العلمية - حلب، ط: الأولى 1351 هـ- 1932 م.
160. معجم البلدان، لياقوت الحموي، الناشر: دار صادر - بيروت، ط: الثانية، 1995 م.
161. معجم الصحابة، للبغوي، ت: محمد الأمين بن محمد الجكني، الناشر: مكتبة دار البيان - الكويت، ط: الأولى، 1421 هـ- 2000 م.

152. আবু দাউদ আত-তায়ালিসীর মুসনাদ (Musnad Abi Dawud at-Tayalisi), সম্পাদনা: মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল মুহসিন আত-তুরকি, প্রকাশক: দারু হজর - মিসর, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১৯ হিজরী- ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।
153. ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল-এর মুসনাদ (Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal), সম্পাদনা: শুয়াইব আল-আরনা'উত - আদিল মুরশিদ এবং অন্যান্য, তত্ত্বাবধানে: আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুল মুহসিন আত-তুরকি, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২১ হিজরী- ২০০১ খ্রিস্টাব্দ।
154. বায্যারের মুসনাদ (Musnad al-Bazzar) (আল-বাহর আয-যাখখার), সম্পাদনা: মাহফূজুর রহমান যয়নুল্লাহ এবং অন্যান্য, প্রকাশক: মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম - মদীনা মুনাওয়ারা, সংস্করণ: প্রথম, (শুরু হয়েছে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে, শেষ হয়েছে ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে)।
155. আল-ক্বাযী ইয়ায (Al-Qadi Iyad) কর্তৃক মাশারিকুল আনওয়ার আলা সিহাহিল আসার (Mushariq al-Anwar 'ala Sihah al-Athar) (আসার-এর বিশুদ্ধ গ্রন্থসমূহের উপর আলোর উদয়), প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল আতীকাহ ওয়া দারুত তুরাথ, সংস্করণ: ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ।

156. আল-বাগাবী (Al-Baghawi) কর্তৃক মাসাবীহুস সুন্নাহ (Masabih al-Sunnah) (সুন্নাহর প্রদীপসমূহ), সম্পাদনা: ইউসুফ আব্দুল রহমান আল-মার'আশলি, মুহাম্মাদ সালিম ইবরাহিম সামারা, জামাল হামদি আয-যাহাবী, প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ লিত-তিবা'আহ ওয়ান-নাশরি ওয়াত-তাওযি' - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৭ হিজরী- ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

157. আল-ফায়্যুমী (Al-Fayyumi) কর্তৃক আল-মিসবাহুল মুনীর ফি গারিবিল শারহিল কাবীর (Al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Sharh al-Kabir) (আল-শারহুল কাবীর-এর বিরল শব্দাবলীর আলোকিত প্রদীপ), প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত।

158. আব্দুর রাজ্জাক আস-সান'আনী (Abd al-Razzaq al-San'ani) কর্তৃক আল-মুসান্নাফ (Al-Musannaf), সম্পাদনা: হাবীবুর রহমান আল-আ'যামী, প্রকাশক: আল-মাজলিসুল ইলমি - ভারত, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪০৩ হিজরী।

159. আল-খাত্তাবী (Al-Khattabi) কর্তৃক মা'আলিমুস সুন্নাহ (Ma'alim al-Sunan) (সুন্নাহর নিদর্শনসমূহ), সম্পাদনা: মুহাম্মাদ রাঘিব আত-তাব্বাখ, প্রকাশক: আল-মাতবা'আতুল ইলমিয়্যাহ - আলেপ্পো, সংস্করণ: প্রথম, ১৩৫১ হিজরী- ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ।

160. ইয়াকুত আল-হামাবী (Yaqut al-Hamawi) কর্তৃক মু'জামুল বুলদান (Mu'jam al-Buldan) (শহরসমূহের অভিধান), প্রকাশক: দারু সাদির - বৈরুত, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ।

161. আল-বাগাবী (Al-Baghawi) কর্তৃক মু'জামুস সাহাবাহ (Mu'jam al-Sahabah) (সাহাবীদের অভিধান), সম্পাদনা: মুহাম্মাদ আল-আমীন ইবন মুহাম্মাদ আল-জাকানী, প্রকাশক: মাকতাবাতু দারিল বায়ান - কুয়েত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪২১ হিজরী- ২০০০ খ্রিস্টাব্দ।

162. المعجم الكبير، للطبراني، ت: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، ط: الثانية.

163. معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني، ت: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن للنشر - الرياض، ط: الأولى 1419 هـ- 1998 م.
164. معرفة أنواع علوم الحديث - مقدمة ابن الصلاح -، ت: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكر - سوريا، دار الفكر المعاصر - بيروت، 1406 هـ- 1986 م.
165. معرفة علوم الحديث، للحاكم، ت: السيد معظم حسين، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الثانية، 1397 هـ- 1977 م.
166. المعرفة والتاريخ، ليعقوب بن سفيان الفسوي، ت: أكرم ضياء العمري، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، ط: الثانية، 1401 هـ- 1981 م.
167. مفتاح السعيدية في شرح الألفية الحديثية، لابن عمَّار المالكي، ت: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة - صنعاء، ط: الأولى، 1432 هـ- 2011 م.
168. مناقب الشافعي، للبيهقي، ت: السيد أحمد صقر، الناشر: مكتبة دار التراث - القاهرة.
169. المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة، لمحمد عبد الباقي الأيوبي، الناشر: دار الكتب العلمية، ط: الأولى 1403 هـ- 1983 م.
170. المنتظم في تاريخ الأمم والملوك، لابن الجوزي، ت: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1412 هـ- 1992 م.
171. المنثور من الحكايات، لمحمد بن طاهر المقدسي، ت: جمال عزُّون، الناشر: مكتبة دار المنهاج، ط: الأولى، 1430 هـ.

162. আল-মু'জাম আল-কাবীর, তাবরানী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: হামদি বিন আব্দুল মাজিদ আস-সালাফি, প্রকাশক: মাকতাবাত ইবন তাইমিয়াহ - কায়রো, সংস্করণ: দ্বিতীয়।

163. মা'রিফাতুস সাহাবাহ, আবু নু'আইম আল-ইসফাহানী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: আদিল বিন ইউসুফ আল-আযযাযী, প্রকাশক: দারুল ওয়াতান লিন-নাশ্র - রিয়াদ, সংস্করণ: প্রথম ১৪১৯ হি. - ১৯৯৮ খ্রি.।
164. মা'রিফাতু আনওয়া'ই উলুমিল হাদীস - মুকাদ্দিমাতু ইবন আস-সালাহ -, সম্পাদনা: নূরুদ্দিন ইতর, প্রকাশক: দারুল ফিকর - সিরিয়া, দারুল ফিকর আল-মু'আসসির - বৈরুত, ১৪০৬ হি. - ১৯৮৬ খ্রি.।
165. মা'রিফাতু উলুমিল হাদীস, আল-হাকিম কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: সাইয়্যেদ মু'আজ্জাম হুসাইন, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৩৯৭ হি. - ১৯৭৭ খ্রি.।
166. আল-মা'রিফাহ ওয়াত-তারীখ, ইয়া'কুব বিন সুফিয়ান আল-ফাসাবী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: আকরাম জিয়া আল-উমারী, প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ - বৈরুত, সংস্করণ: দ্বিতীয়, ১৪০১ হি. - ১৯৮১ খ্রি.।
167. মিফতাহুস সা'ঈদিয়াহ ফী শারহিল আলফিয়াতিল হাদীসিয়াহ, ইবন আম্মার আল-মালিকী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: শাদী বিন মুহাম্মদ বিন সালিম আলু নু'মান, প্রকাশক: মারকাযুন নু'মান লিল বুহুস ওয়াদ-দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ ওয়া তাহকিকিত তুরাছ ওয়াত-তারজুমাহ - সান'আ, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩২ হি. - ২০১১ খ্রি.।
168. মানাকিব আশ-শাফিঈ, আল-বায়হাকী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: সাইয়্যেদ আহমদ সাকর, প্রকাশক: মাকতাবাতু দারিত তুরাছ - কায়রো।
169. আল-মানাহিলুস সিলসিলাহ ফিল আহাদীসিল মুসালসালাহ, মুহাম্মদ আব্দুল বাকী আল-আইয়ুবী কর্তৃক রচিত, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, সংস্করণ: প্রথম ১৪০৩ হি. - ১৯৮৩ খ্রি.।
170. আল-মুনতাযাম ফী তারীখিল উমাম ওয়াল মুলুক, ইবনুল জাওযী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আতা, মুস্তফা আব্দুল কাদির আতা, প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত, সংস্করণ: প্রথম, ১৪১২ হি. - ১৯৯২ খ্রি.।
171. আল-মান্থুর মিনাল হিকায়াত, মুহাম্মদ বিন তাহির আল-মাকদিসী কর্তৃক রচিত, সম্পাদনা: জামাল আযযুন, প্রকাশক: মাকতাবাতু দারিল মিনহাজ, সংস্করণ: প্রথম, ১৪৩০ হি.।

172. المؤتَلِف والمختَلِف، للدارقطني، ت: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط: الأولى، 1406 هـ- 1986 م.

173. الموضوعات، لابن الجوزي، ت: عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط: الأولى.

174. موطأ الإمام مالك، برواية أبي مصعب الزهري، ت: بشار عواد معروف - محمود خليل، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: 1412 هـ.

175. الموطأ، برواية يحيى بن يحيى الليثي، ت: محمد مصطفى الأعظمي، الناشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات، ط: الأولى، 1425 هـ- 2004 م.

176. موطأ مالك، برواية محمد بن الحسن الشيباني، ت: عبد الوهاب عبد اللطيف، الناشر: المكتبة العلمية، ط: الثانية.

177. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، ت: علي محمد البجاوي، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر - بيروت، ط: الأولى، 1382 هـ- 1963 م.

178. نظم العقيان في أعيان الأعيان، للسيوطي، ت: فيليب حتي، الناشر: المكتبة العلمية - بيروت.

179. نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لمحمد بن أبي الفيض الكتاني، ت: شرف حجازي، الناشر: دار الكتب السلفية - مصر.

180. النفح الشذي في شرح جامع الترمذي، لابن سيد الناس، ت: أحمد معبد عبد الكريم، الناشر: دار العاصمة - الرياض، ط: الأولى، 1409 هـ.

181. النكت الوفية بما في شرح الألفية، للبقاعي، ت: ماهر ياسين الفحل، الناشر: مكتبة الرشد ناشرون، ط: الأولى، 1428 هـ- 2007 م.
182. النكت على صحيح البخاري، لابن حجر، ت: أبو الوليد هشام بن علي السعيدني، أبو تميم نادر مصطفى محمود، الناشر: المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع - القاهرة، ط: الأولى، 1426 هـ- 2005 م.

172. আল-মু'তালিফ ওয়াল-মুখতালিফ, আদ-দারাকুতনীর। সম্পাদনা: মুওয়াফফাক ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল কাদির। প্রকাশক: দারুল গারব আল-ইসলামী - বৈরুত। সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৬ হিজরী - ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দ।
173. আল-মাওযুয়াত, ইবনুল জাওযীর। সম্পাদনা: আব্দুর রহমান মুহাম্মদ উসমান। প্রকাশক: মুহাম্মদ আব্দুল মুহসিন, মাকতাবা আস-সালাফিয়া, মদিনা মুনাওয়ারা। সংস্করণ: প্রথম।
174. মুওয়াত্তা আল-ইমাম মালিক, আবু মুসআব আয-যুহরীর বর্ণনা অনুসারে। সম্পাদনা: বাশার আওয়াদ মারুফ - মাহমুদ খলিল। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ। সংস্করণ: ১৪১২ হিজরী।
175. আল-মুওয়াত্তা, ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া আল-লাইসীর বর্ণনা অনুসারে। সম্পাদনা: মুহাম্মদ মুস্তফা আল-আ'যামী। প্রকাশক: মুআসসাসাতু যায়েদ বিন সুলতান আল নাহইয়ান লিল-আ'মালিল খাইরিয়া ওয়াল-ইনসানিয়া - আবু ধাবি - সংযুক্ত আরব আমিরাত। সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৫ হিজরী - ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।
176. মুওয়াত্তা মালিক, মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ-শাইবানি এর বর্ণনা অনুসারে। সম্পাদনা: আব্দুল ওয়াহহাব আব্দুল লতীফ। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ। সংস্করণ: দ্বিতীয়।
177. মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল, আয-যাহাবীর। সম্পাদনা: আলী মুহাম্মদ আল-বিজাওয়ী। প্রকাশক: দারুল মা'রিফা লিত-তিবা'আতি ওয়ান-নশর - বৈরুত। সংস্করণ: প্রথম, ১৩৮২ হিজরী - ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ।
178. নাজমুল উকইয়ান ফী আ'ইয়ানি ই'ইয়ান, আস-সুয়ূতীর। সম্পাদনা: ফিলিপ হাত্তি। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ - বৈরুত।
179. নাজমুল মুতানাসির মিনাল হাদীসিল মুতাওয়াতির, মুহাম্মদ ইবনে আবিল ফাইয আল-কাত্তানীর। সম্পাদনা: শারাফ হিজাযী। প্রকাশক: দারুল কুতুব আস-সালাফিয়্যাহ - মিশর।

180. আন-নাফহুশ শাযী ফী শারহি জামী' আত-তিরমিযী, ইবনে সাইয়্যিদুন-নাসের। সম্পাদনা: আহমাদ মা'বাদ আব্দুল কারীম। প্রকাশক: দারুল আসিমা - রিয়াদ। সংস্করণ: প্রথম, ১৪০৯ হিজরী।

181. আন-নুকাতুল ওয়াফিয়্যা বিমা ফী শারহিল আলফিয়্যাহ, আল-বিকাঈর। সম্পাদনা: মাহির ইয়াসীন আল-ফাহল। প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ নাশূরুন। সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৮ হিজরী - ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ।

182. আন-নুকাত আলা সহীহিল বুখারী, ইবনে হাজার আল-আসকালানীর। সম্পাদনা: আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইবনে আলী আস-সাইদানী, আবু তামিম নাদির মুস্তফা মাহমুদ। প্রকাশক: আল-মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ লিন-নশর ওয়াত-তাওযী' - কায়রো। সংস্করণ: প্রথম, ১৪২৬ হিজরী - ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ।

183. النكت على كتاب ابن الصلاح، لابن حجر، ت: ربيع بن هادي عمير المدخلي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - السعودية، ط: الأولى، 1404 هـ- 1984 م.

184. النور السافر عن أخبار القرن العاشر، لمحي الدين العَيْدَرُوس، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، ط: الأولى، 1405 هـ.

185. الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، لأبي نصر الكلاباذي، ت: عبد الله الليثي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، ط: الأولى، 1407 هـ.

183. আন-নুকাত আলা কিতাব ইবনে আল-সালাহ, ইবনে হাজার রচিত। সম্পাদনা: রাবি' বিন হাদি উমাইর আল-মাদখালি। প্রকাশক: মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান গবেষণা অনুষদ - সৌদি আরব। সংস্করণ: প্রথম, 1404 হিজরি - 1984 খ্রিস্টাব্দ।

184. আন-নূর আস-সাফির আন আখবারিল কার্নিল আশির, মুহিউদ্দিন আল-আইদারুস রচিত। প্রকাশক: দারুল কুতুব আল-ইলমিয়্যা - বৈরুত। সংস্করণ: প্রথম, 1405 হিজরি।

185. আল-হিদায়া ওয়াল-ইরশাদ ফি মা'রিফাতি আহলিস সিকাহ ওয়াস সাদাদ, আবু নাসর আল-কালাবাজি রচিত। সম্পাদনা: আবদুল্লাহ আল-লাইসি। প্রকাশক: দারুল মা'রিফাহ - বৈরুত। সংস্করণ: প্রথম, 1407 হিজরি।